সানুবাদ

ভৈষজ্য-রত্নাবলী

মহাত্মা গোবিন্দ দাস বিরচিত

ভাবপ্রকাশ, চক্রদত্ত, রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ, দ্রব্যগুণাভিধান,
পথ্যাদিনির্ণয়, তান্ত্রিক-চিকিৎসা প্রভৃতি
গ্রন্থানুবাদক

কবিরাজ শ্রীকালীপ্রসন্ন কবিশেখর অনুবাদিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

শুভ ১লা বৈশাখ—১৩৩৭

বসাক এণ্ড সন্স
১২৭ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট
কলিকাতা

মূল্য ৩৲ তিন টাকা

নিবেদন

অধুনা বঙ্গদেশে যে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ প্রচলিত—তন্মধ্যে বৈদ্য-চূড়ামণি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মহাত্মা গোবিন্দ দাস বিরচিত "ভৈষজ্য-রত্নাবলী" গ্রন্থখানি আদি অকৃত্রিম উৎকৃষ্ট। তাই আজ আয়ুর্ব্বেদী-সম্প্রদায়ের নিকট ইহা বিশেষ আদরণীয়। মহাত্মা গোবিন্দ দাস অসাধারণ পাণ্ডিত্যগুণে ও বিবিধ চিকিৎসা-নৈপুণ্যে বৈদিক তান্ত্রিক উভয়বিধ ঔষধই এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। তন্ত্রোক্ত বটিকাদি ও বেদোক্ত ঘৃতাদি সমস্তই এই গ্রন্থে ধারাবাহিকরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত আশুফলপ্রদ ও সচরাচর ব্যবহার্য্য ঔষধ-সমূহের সমাবেশে গ্রন্থখানি চিকিৎসা-কার্য্যের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মহাত্মা গোবিন্দ দাসের প্রাচীন মূল গ্রন্থ অবলম্বনে প্রবীণ-চিকিৎসক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কবিশেখর অনুবাদিত "ভৈষজ্য-রত্নাবলী" পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া আবার প্রকাশিত হইল। এমন সর্ব্বগুণসম্পন্ন "ভৈষজ্য-রত্নাবলী" কি ছাত্র, কি গৃহস্থ, কি চিকিৎসক সকলের নিকট সমভাবে সমাদৃত হইলে শ্রম সার্থক মনে করিব। নিবেদন ইতি—

বসাক এণ্ড সন্স

বসাক এণ্ড সন্স—১২৭ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দশ খণ্ড—ষষ্ঠ সংস্করণ

৭৪ খানি চিত্র

জন্ম-মৃত্যু-তত্ত্ব-জন্মান্তর-রহস্য—
ভৌতিক কাণ্ড অলৌকিক ব্যাপার
—অদ্ভুত ঘটনাপূর্ণ গ্রন্থ।

১। জ্যোতিষ—মাস, তিথি ও বার গণনা, লগ্ন ও রাশি গণনা, নষ্ট-কোষ্ঠী উদ্ধার, গ্রহ-প্রকৃতি, সত্যমিথ্যাজ্ঞান, বন্দীমোচন, নষ্টদ্রব্য গণনা, সন্তান গণনা, আয়ু, গর্ভ, ফাঁড়া প্রভৃতি ও খনার বচন, গ্রহ, শনি প্রভৃতির শান্তি ইত্যাদি। ২। ইন্দ্রজালবিদ্যা—ধ্যান, জপ, মন্ত্রতন্ত্র, চিকিৎসা, বশীকরণ, অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতালাভ ও কঠিন রোগমুক্ত-করণ। ৩। সামুদ্রিক—কররেখা, নখচিহ্ন, তিল, জরুল, আচিলাদি চিহ্নদর্শন ও চরিত্রানুমান বিদ্যা। ৪। দৈবজ্ঞান—কাকচরিত্র, স্পন্দনরহস্য, জ্যেষ্ঠীপতন, স্বপ্নের ফলাফল প্রভৃতি। ৫। ভোজবিদ্যা—জলমধ্যে অগ্নি উৎপাদন, ভেক ও মৎস্য উৎপাদন, কাগজ পাত্রে রন্ধন, অগ্নির উপর ভ্রমণ, আত্মাবহ পাত্র, দ্রব্যগুণ কৌশল, হোসেন খাঁ ও ভানুমতির ভেল্কি। ৬। শব্দজ্ঞান—শকুনশাস্ত্রানুসারে পশু, পক্ষী কীট পতঙ্গাদি জন্তুর ভাষাবোধ। ৭। যোগবিদ্যা—আসন, প্রাণায়াম, সগুণ ও নির্গুণ ধ্যান সমাধি এবং যোগবলে সূক্ষ্মদেহধারণ, অমানুষিক ক্ষমতা লাভ প্রভৃতি। ৮। মন্ত্রবিদ্যা—রোগশান্তি, অনিষ্টশান্তি, অপদেবতা শান্তি, সর্পভয় নিবারণ গামছাপড়া বিষ ঝাড়া, বাটিচালা, বাণমারা, বশীকরণ ইত্যাদি। ৯। ভৌতিকবিদ্যা—ভূতশান্তি, মন্ত্রতন্ত্র, ভূত ছাড়ান চক্র, সরিষা পড়া, ভূতসাধন প্রভৃতি ভূত, প্রেত, ডাকিনী ও যোগিনীর খেলা। ১০। অদ্ভুত পাশ্চাত্যবিদ্যা—মেসমেরিজম্, স্পিরিচুয়ালিজম্ (প্রেততত্ত্ব), মেট্‌ফস্‌কফি, দৈববাণী, বিলাতী ম্যাজিক, অরেকল, থট্‌রিডিং মনোবিজ্ঞান, মেণ্টাল টেলিগ্রাফি, আলকেমি, থিওজফি, ফ্রিমেসনরি, পামিষ্ট্রী ও সর্ব্বদেশীয় অদ্ভুত শাস্ত্র। ৪১৮ পৃষ্ঠা পূর্ণ স্বর্ণাক্ষরে উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ১৸০ সাত সিকা। উপহার—"ভূতের গল্প।"

বিনা ডাক্তারে সহজে নিজে নিজে চিকিৎসা ইন্‌জেক্‌সেন ইত্যাদি—

সহজ ডাক্তারি শিক্ষা

অসংখ্য চিত্রে চিত্রিত—ডাক্তার ও গৃহস্থের বন্ধু—মহোপকারী গ্রন্থ।

হোমিওপ্যাথিক, এলোপ্যাথিক, কবিরাজী, হাকিমী, মুষ্টিযোগ ও পেটেণ্ট ঔষধ শিক্ষা।

এই পুস্তক ঘরে রাখিলে ডাক্তার কবিরাজের অভাবে গৃহস্থকে আর ধনে প্রাণে মরা যাইতে হইবে না। ইহাতে ঔষধের ইংরাজী ও বাঙ্গালা নাম, ক্রিয়া, প্রয়োগ প্রথা, মাত্রা, ধাত্রীবিদ্যা, স্ত্রী রোগ-চিকিৎসা, সুখ-প্রসব, শিশু ও প্রসূতির চিকিৎসা ইত্যাদি এবং অস্থি, শিরা ও রক্তাদির সঞ্চালন বিষয়, পিপাসা, হিক্কা ইত্যাদির কারণ, সর্প, বৃশ্চিক, কুকুরাদির বিষয় চিকিৎসাও আছে। ইহাতে জ্বর, ওলাউঠা, কাশী, অর্শ, মেহ, বাত, ধবল, কুষ্ঠ, যক্ষ্মা প্রভৃতি পীড়ার ঔষধ লক্ষণ ও চিকিৎসা আছে। পরিশিষ্টে ভস্মপ্রকরণ, জারণ ও শোধন, দ্রব্যগুণ, পরিভাষা, পথ্যাপথ্য ব্যবস্থা, লিনিমেণ্ট, অয়েণ্টমেণ্ট প্রস্তুতকরণ, মূত্র পরীক্ষা, থার্ম্মোমিটার ব্যবহার। ডি গুপ্ত, সুধাসিন্ধু সদৃশ পেটেণ্ট ও সালসা প্রস্তুত এবং মুষ্টিযোগ লিখিত হইয়াছে। চিকিৎসা জগতে কোহিনুর—আসল বৃহৎ গ্রন্থ মূল্য ৪৲ স্থলে ১৷৷০ দেড় টাকা—ঐ ঝক্‌ঝকে সোণালী বাঁধাই ২৲ দুই টাকা। উপহার—১ অমোঘ মুষ্টিযোগ ২ কলেরা চিকিৎসা।

মহানুভব চক্রপাণি দত্ত প্রণীত—আসল সুবৃহৎ আয়ুর্ব্বেদের মুখপত্র স্বরূপ মহাগ্রন্থ। মূল, মহাত্মা শিবদাস সেন কৃত বিশদ টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাণ্ড গ্রন্থ মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

বসাক এণ্ড সন্স
১২৭ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ব্রাঞ্চ—১৮।৩ অপার চিৎপুর রোড

সূচীপত্র।

জ্বরাধিকার।

জ্বরাতীসারাধিকার।

অতীসারাধিকার।

সূচীপত্র

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।

অগ্নিমান্দ্যাধিকার।

ক্রিমিরোগাধিকার।

পাণ্ডুরোগাধিকার।

রক্তপিত্তাধিকার।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র

সূচীপত্র সমাপ্ত।

সানুবাদ

ভৈষজ্য-রত্নাবলী।

মঙ্গলাচরণম্।

ভক্ত্যানমন্ত্রিদশরাজকিরীটকোটি-
রত্নাবলীকিরণরাজিবিরাজমানম্।
শ্রীমৎকরীন্দ্রবদনস্য পদারবিন্দ-
দ্বন্দ্বং সদা জয়তি সিদ্ধিকরং ক্রিয়াণাম্॥ (ক)॥

মঙ্গলাচরণ।—আন্তরিক ভক্তির সহিত প্রণত স্বর্গরাজ ইন্দ্রদেবের কিরীটবিরাজিত রত্নাবলীর কিরণজালে বিশোভিত, সর্ব্বকর্ম্মে সিদ্ধিপ্রদ গজাননের চরণ-পদ্মদ্বয় সর্ব্বদা জয়ান্বিত হউন॥ ক॥

ইষ্টদেববন্দনা।

বন্দেঽম্বিকাচন্দ্রচূড়ৌ জননীজনকাবুভৌ।
নিপত্য ধরণৌ ভক্ত্যা প্রত্যূহব্যূহশান্তয়ে॥ (খ)॥

ইষ্টদেব-বন্দনা।—বিঘ্নবিনাশের জন্য ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে জনক-জননীস্বরূপ হরপার্ব্বতী বন্দনা করি॥ খ॥

শ্রীগোবিন্দ-পদারবিন্দযুগলং বন্দারুবৃন্দারক-
শ্রেণীনম্রশিরঃকিরীটবলভিন্নীলোপলেঽন্দিন্দিরম্।
নত্বা সদ্ভিষজাং মুদে বিতনুতে গোবিন্দদাসোঽধুনা
নানাগ্রন্থমহাব্ধিলব্ধসগুণাং ভৈষজ্য-রত্নাবলীম্॥
যদি প্রিয়তমা ন স্যাদ্বৃদ্ধানাং ভিষজামিয়ম্।
তথাপি নব্যা নব্যানামানুকূল্যং বিধাস্যতি॥ (গ)॥

স্তুতিপাঠকারী দেবগণের নম্রশিরঃ-কিরীট-শোভিত, দেবরাজ ইন্দ্রের নীলকান্তি-বিনিন্দিত শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মদ্বয়ে প্রণতি পুরঃসর অধুনা সদ্বৈদ্যগণের প্রীতির নিমিত্ত মৎকর্ত্তৃক নানাগ্রন্থ সাগর হইতে সংগৃহীত গুণরাজিবিশিষ্ট "ভৈষজ্য-রত্নাবলী" নামক এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। যদিও এই গ্রন্থখানি নূতন হেতু প্রাচীন চিকিৎসকগণের পক্ষে বিশেষ আদরণীয় না হয়, কিন্তু তথাপি ইহা নব্যচিকিৎসকদিগের পক্ষে যথেষ্ট আনুকূল্য বিধান করিবে॥ গ॥

ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুবোবেদং প্রজাপতিমজিগ্রহৎ।
সোঽশ্বিনৌ তৌ সহস্রাক্ষং সোঽত্রিপুত্রাদিকান্মুনীন্॥
তেঽগ্নিবেশাদিকাংস্তে তু পৃথক্ তন্ত্রাণি তেনিরে॥ (ঘ)॥

প্রথমতঃ ব্রহ্মা প্রজাপতি দক্ষকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন; তদনন্তর দক্ষ অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে, অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবরাজ ইন্দ্রকে, ইন্দ্র আত্রেয়াদি ঋষিগণকে এবং আত্রেয়াদি মুনিগণ অগ্নিবেশাদি ঋষিদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। অগ্নিবেশাদি ঋষিরা প্রত্যেকে নিজের নামে পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন॥ ঘ॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং।
রোগাস্তস্যাপহর্ত্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্য চ॥
ব্যাধয়ো দ্বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ শারীরা মানসাস্তথা।
শারীরা জ্বরকুষ্ঠাদ্যা উন্মাদাদ্যা মনোভবাঃ॥
দোষাণাং সাম্যমারোগ্যং বৈষম্যং ব্যাধিরুচ্যতে।
সুখসংজ্ঞকমারোগ্যং বিকারো দুঃখমেব চ॥
সাধ্যোঽসাধ্য ইতিব্যাধির্দ্বিধাতোঽপি পুনর্দ্বিধা।
সুখসাধ্যঃ কৃচ্ছ্রসাধ্যো যাপ্যো যশ্চাপ্রতিক্রিয়ঃ॥
যাপ্যত্বং যাতি সাধ্যস্তু যাপ্যোগচ্ছত্যসাধ্যতাম্।
জীবিতং হন্ত্যসাধ্যস্তু নরস্যাপ্রতিকারিণঃ
যাপ্যাঃ কেচিৎ প্রকৃত্যৈব কেচিদ্ যাপ্যা উপেক্ষয়া।
প্রকৃত্যা ব্যাধয়োঽসাধ্যাঃ কেচিৎকেচিদুপেক্ষয়া॥
তত্রৈকঃ পাপজো ব্যাধিরপরঃ কর্ম্মজো মতঃ।
পাপজঃ প্রশমং যাতি ভৈষজ্যসেবনাদিনা॥

যথাশাস্ত্রবিনির্ণীতো যথাব্যাধিচিকিৎসিতঃ।
ন শমং যাতি যো ব্যাধিঃ স জ্ঞেয়ঃ কর্ম্মজো বুধৈঃ
ন জন্তুঃ কশ্চিদমরঃ পৃথিব্যামেব জায়তে।
অতো মৃত্যুরবার্য্যঃ স্যাৎ কিন্তু রোগো নিবার্য্যতে।
একোত্তরং মৃত্যুশতমস্মিন্ দেহে প্রতিষ্ঠিতম্।
তত্রৈকঃ কালসংযুক্তঃ শেষাস্ত্বাগন্তবঃ স্মৃতাঃ॥
যে ত্বিহাগন্তবঃ প্রোক্তাস্তে প্রশাম্যন্তি ভেষজৈঃ।
জপহোমপ্রদানৈশ্চ কালমৃত্যুর্ন শাম্যতি॥
পীড়িতং রোগসর্পাদ্যৈরপি ধন্বন্তরিঃ স্বয়ম্।
সুস্থীকর্ত্তুং ন শক্নোতি কালপ্রাপ্তং হি দেহিনম্।
আয়ুষ্যে কর্ম্মণি ক্ষীণে লোকোঽয়ং দূয়তে ময়া।
নৌষধানি ন মন্ত্রাশ্চ ন হোমা ন পুনর্জ্জপাঃ॥
ত্রায়ন্তে মৃত্যুনোপেতং জরয়া চাপি মানবম্।
বর্ত্ত্যাধারস্নেহযোগাদ্ যথা দীপস্য সংস্থিতিঃ॥
বিক্রিয়াপি চ দৃষ্টৈবমকালে প্রাণসংক্ষয়ঃ॥ (ঙ)॥

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গলাভের একমাত্র উপায় আরোগ্য; কিন্তু ব্যাধিসকল এই আরোগ্য, কুশল ও জীবন বিনাশ করিয়া থাকে। এই সকল ব্যাধি শারীরিক ও মানসিক ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে জ্বর, কুষ্ঠ প্রভৃতিকে শারীরিক ব্যাধি এবং উন্মাদ প্রভৃতিকে মানসিক ব্যাধি বলে।

বাত, পিত্ত ও কফ এই দোষত্রয়ের সাম্যকেই আরোগ্য বলে, আর ইহাদের বৈষম্য ঘটিলে রোগ বলা যায়। আরোগ্যের নামান্তর সুখ ও রোগের নামান্তর দুঃখ বলিয়া জানিবে।

সাধ্য ও অসাধ্য ভেদে রোগসকল দুই প্রকার। ইহাদের মধ্যে সাধ্য ব্যাধি সুখসাধ্য ও কৃচ্ছ্রসাধ্য ভেদে দুই প্রকার। অসাধ্য ব্যাধিও দুই প্রকার; যথা,—যাপ্য এবং যাহা ঔষধাদি দ্বারা আরোগ্য হয় না। যথাসময়ে চিকিৎসা না করিলে সাধ্য ব্যাধি যাপ্য হয়, যাপ্য ব্যাধি অসাধ্য হয়, এবং অসাধ্য ব্যাধি জীবন নাশ করে। কতকগুলি ব্যাধি স্বভাবতঃই যাপ্য এবং কতকগুলি ব্যাধি চিকিৎসা না করিয়া উপেক্ষা করিলে যাপ্য হয়। আর কতকগুলি রোগ স্বভাবতঃই অসাধ্য এবং কতকগুলি রোগ চিকিৎসা না করিয়া উপেক্ষা করিলে অসাধ্য হইয়া থাকে।

ব্যাধিসকল আবার পাপজ ও কর্ম্মজ ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে যে সকল ব্যাধি ঔষধাদি সেবন দ্বারা উপশমিত হয়, তাহাদিগকে পাপজ ব্যাধি বলে; আর যে সকল ব্যাধি শাস্ত্রোক্ত ঔষধাদি দ্বারা প্রশমিত হয় না, তাহাদিগকে কর্ম্মজ ব্যাধি বলা গিয়া থাকে। এই পৃথিবীতে কেহই অমর হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। অতএব মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু রোগ নিবারণ করা যায়। মানবগণের দেহে ১০১ একশত একটি মৃত্যু অবস্থিতি করে; তন্মধ্যে ১টি কাল-মৃত্যু আর অবশিষ্ট ১০০টি আগন্তু মৃত্যু। আগন্তু মৃত্যু ঔষধ সেবন এবং জপ হোম প্রদানাদি দ্বারা নিবারিত হয়; কিন্তু কালমৃত্যু কিছুতেই নিবারিত হয় না। কালমৃত্যুপ্রাপ্ত ব্যক্তি রোগে আক্রান্ত হইলে, বা সর্পাদিদ্বারা দষ্ট হইলে, স্বয়ং ধন্বন্তরিও তাহাকে বাঁচাইতে পারেন না।

আয়ুষ্য কর্ম্মের ক্ষয় হইলে, মনুষ্যগণ মৎ-কর্ত্তৃক (মৃত্যুকর্ত্তৃক) পীড়িত হয়; তখন ঔষধ, মন্ত্র, হোম ও জপ দ্বারা মৃত্যুগত বা জরাগ্রস্ত লোকসকল কিছুতেই রক্ষা পায় না। যে প্রকার তৈল ও বর্ত্তি সত্ত্বেও দীপ নির্ব্বাণ হইতে পারে; সেইপ্রকার পরমায়ু থাকিতেও কোন বিশেষ হেতু প্রযুক্ত মানুষদিগের জীবন নষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ঙ॥

ব্যাধেস্তত্ত্বপরিজ্ঞানং বেদনায়াশ্চ নিগ্রহঃ।
এতদ্বৈদ্যস্য বৈদ্যত্বং ন বৈদ্যঃ প্রভুরায়ুষঃ॥ (চ)॥

রোগের বিষয় অবগত হওয়া এবং রোগের নিবারণ করাই চিকিৎসকের কার্য্য; চিকিৎসক আয়ুপ্রদান করিতে পারেন না॥ চ॥

যাদৃচ্ছিকো মুমূর্ষুশ্চ বিহীনঃ করণৈশ্চ যঃ।
বৈরী চ বৈদ্যবিদ্বেষী শ্রদ্ধাহীনঃ সশঙ্কিতঃ॥
ভিষজামবিধেয়শ্চ নোপক্রম্যো ভিষগ্বিদা।
এতানুপাচরন্ বৈদ্যো বহূন্ দোষানবাপ্নুয়াৎ॥ (ছ)॥

স্বেচ্ছাচারী, মুমূর্ষু, ইন্দ্রিয়শক্তিবিহীন, শত্রু, বৈদ্যদ্বেষী, চিকিৎসকের প্রতি শ্রদ্ধাহীন, শঙ্কিত, ও চিকিৎসকের অবাধ্য রোগীদিগকে বৈদ্য

কদাচ চিকিৎসা করিবেন না। কারণ ইহাদিগকে চিকিৎসা করিলে চিকিৎসক বহু দোষ প্রাপ্ত হন॥ ছ॥

যাবৎ কণ্ঠগতাঃ প্রাণা যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ঃ।
তাবচ্চিকিৎসা কর্ত্তব্যা কালস্য কুটিলা গতিঃ।
জাতমাত্রশ্চিকিৎস্যস্তু নোপেক্ষ্যোঽল্পতয়া গদঃ।
বহ্নিশত্রুবিষৈস্তুল্যঃ স্বল্পোঽপি বিকরোত্যসৌ॥
যথা স্বল্পেন যত্নেন ছিদ্যতে তরুণস্তরুঃ।
স এবাতিপ্রবৃদ্ধস্তু ছিদ্যতেঽতি প্রযত্নতঃ॥ (জ)॥

যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণ কণ্ঠগত থাকিবে ও ইন্দ্রিয়সকল বিকল না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যেহেতু কালের গতি কুটিল। রোগ জন্মিবামাত্র সামান্য হইলেও উপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা করিবে। কারণ সামান্য রোগ, অগ্নি, শত্রু ও বিষবৎ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া বিশেষ অপকার সাধন করিতে পারে। যেমন ছোট চারাগাছ অনায়াসে ছেদন করা যায়, কিন্তু সেই গাছ বড় হইলে সহজে কাটা যায় না; রোগের পক্ষেও সেই প্রকার জানিবে॥ জ॥

গ্রহেষু প্রতিকূলেষু নানুকূলং হি ভেষজম্।
তে ভেষজানাং বীর্য্যাণি হরন্তি বলবন্ত্যপি।
প্রতিকৃত্য গ্রহানাদৌ পশ্চাৎ কুর্য্যাচ্চিকিৎসিতম্॥(ঝ)॥

গ্রহগণ প্রতিকূল হইলে কোন ঔষধেই উপকার হয় না; যেহেতু গ্রহসকল অত্যন্ত বীর্য্যশালী ঔষধেরও বীর্য্য নষ্ট করিয়া থাকে। অতএব প্রথমে গ্রহগণের প্রতীকার করিয়া তৎপরে চিকিৎসা করিবে॥ ঝ॥

যাভিঃক্রিয়াভির্জ্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমাঃ।
সা চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম্ম তদ্ভিষজাং মতম্॥
আসুরী মানুষী দৈবী চিকিৎসা ত্রিবিধা মতা।
শস্ত্রৈঃ কষায়ৈর্হোমাদ্যৈঃ ক্রমেণান্ত্যা সুপূজিতা॥(ঞ)

যে সকল ক্রিয়া দ্বারা শরীরের ধাতুসমূহ সমভাবে অবস্থিতি করে, তাহাকেই রোগের চিকিৎসা বলে। চিকিৎসকের এই প্রকার ক্রিয়া করাই কর্ত্তব্য। এই চিকিৎসা আসুরী, মানুষী ও দৈবী ভেদে তিন প্রকার। ইহাদের মধ্যে শস্ত্রাদি দ্বারা অর্থাৎ অস্ত্রকার্য্যাদি দ্বারা চিকিৎসা করাকে আসুরী চিকিৎসা, কষায়াদি ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করাকে মানুষী চিকিৎসা এবং হোমাদি দ্বারা চিকিৎসা করাকে দৈবী চিকিৎসা বলে। এই ত্রিবিধ চিকিৎসা উত্তরোত্তর উৎকৃষ্টতর বলিয়া জানিবে॥ ঞ॥

কচিদ্ধর্ম্মঃ কচিন্মৈত্রী কচিদর্থঃ কচিদ্‌যশঃ॥
কর্ম্মাভ্যাসঃ কচিচ্চাপি চিকিৎসা নাস্তি নিষ্ফলা॥ (ট)॥

চিকিৎসা কখনও কোন স্থানেই নিষ্ফল হয় না। যেহেতু চিকিৎসা দ্বারা কোন স্থানে ধর্ম্ম, কোন স্থানে মিত্রতা, কোন স্থানে অর্থ, কোন স্থানে যশঃ অথবা কোনস্থানে কর্ম্মাভ্যাস অর্থাৎ অভিজ্ঞতা জন্মিয়া থাকে॥ ট॥

অন্যজাতিকৃতঃ পাকোঽস্পৃশ্যঃ সর্ব্বজাতিভিঃ।
ইতি বিজ্ঞায় মতিমান্ বৈদ্যং পাকে নিয়োজয়েৎ
মোহাদ্দ্বিজাতিবর্ণাদ্যৈঃ পাচিতং খাদিতে সতি।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেচ্ছূদ্রো জাতিহীনো ভবেদ্দ্বিজঃ॥ (ঠ)।

বৈদ্য ব্যতীত অন্য জাতি দ্বারা পাক করা ঔষধ সকল জাতিরই অস্পৃশ্য; অতএব বৈদ্য-দ্বারাই ঔষধ পাক করিয়া লইবে। ভ্রমবশতঃ দ্বিজাতি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) দ্বারা পাক করা ঔষধ সেবন করিলে শূদ্রের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়; এবং ব্রাহ্মণের জাতি নষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ঠ॥

ভিষগ্‌ দ্রব্যমুপস্থাতা রোগী পাদচতুষ্টয়ম্
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারস্যোপশান্তয়ে॥ (ড)॥

চিকিৎসক, ঔষধ, পরিচারক ও রোগী, এই চারিটি রোগ আরোগ্য হওয়ার প্রধান কারণ বলিয়া জানিবে॥ ড॥

শ্রুতে পর্য্যবদাতত্বং বহুশো দৃষ্টকর্ম্মতা।
দাক্ষ্যং শৌচমিতি জ্ঞেয়ং বৈদ্যে গুণচতুষ্টয়ম্॥ (ঢ)॥

চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শিতা, চিকিৎসাকার্য্যে বহুদর্শিতা, চিকিৎসাবিষয়ে বিচক্ষণতা ও পবিত্রতা এই ৪টী গুণ চিকিৎসকের থাকা নিতান্ত উচিত॥ ঢ॥

প্রশস্ত-দেশসম্ভূতং প্রশস্তেঽহনি চোদ্ধৃতম্।
অল্পমাত্রং মহাবীর্য্যং গন্ধবর্ণরসান্বিতম্ ॥
উদ্ভিজ্জমপরিক্ষুণ্ণং শুদ্ধং ধাত্বাদিকং তথা।
সমীক্ষ্য কালে দত্তঞ্চ ভেষজং পরমং মতম্ ॥ (ণ) ॥

প্রশস্ত দেশে সঞ্জাত, প্রশস্ত দিনে উদ্ধৃত, অল্প-পরিমিত, মহাবীর্য্যশালী, যথাযোগ্যগন্ধবর্ণ-রস-সমন্বিত ও কীটাদি দ্বারা অক্ষুণ্ণ উদ্ভিজ্জ এবং শোধিত ধাতু প্রভৃতি যথাকালে প্রয়োগ করিলে, তাহাকে অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলা যায় ॥ ণ ॥

উপচারজ্ঞতা দাক্ষ্যমনুরাগশ্চ ভর্ত্তরি।
শৌচঞ্চেতি চতুর্থোঽয়ং গুণঃ পরিচরে জনে ॥ (ত) ॥

রোগীর পরিচর্য্যার নৈপুণ্য, সর্ব্বকার্য্যে দক্ষতা, রোগীর প্রতি ভক্তিশীলতা ও পবিত্রতা, এই ৪টী গুণ পরিচারকের থাকা নিতান্ত প্রয়োজন জানিবে ॥ ত ॥

স্মৃতিনির্দ্দেশকারিত্বমভীরুত্বমথাপি চ।
জ্ঞাপকত্বঞ্চ রোগাণামাতুরস্য গুণা মতাঃ ॥ (থ) ॥

যে রোগী ব্যাধির পূর্ব্ব অবস্থা বলিতে পারে, ভীত না হয় এবং বর্ত্তমান অবস্থা আনুপূর্ব্বিক বলিতে সমর্থ, সেই রোগীই চিকিৎসার উপযুক্ত বলিয়া জানিবে ॥ থ ॥

মৃদ্দণ্ডচক্রসূত্রাদ্যাঃ কুম্ভকারাদৃতে যথা।
নাবহন্তি গুণং বৈদ্যাদৃতে পাদত্রয়ং তথা ॥ (দ) ॥

যেমন কুম্ভকার ব্যতীত মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র ও সূত্রাদি কোন কার্য্যকারী হয় না; সেই প্রকার বৈদ্য ব্যতীত ঔষধ, পরিচারক ও রোগী দ্বারা কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ রোগ নিবারিত হইতে পারে না জানিবে ॥ দ ॥

যস্তু রোগমবিজ্ঞায় কর্ম্মাণ্যারভতে ভিষক্।
অপ্যৌষধবিধানজ্ঞস্তস্য সিদ্ধির্যদৃচ্ছয়া ॥
যস্তু রোগবিশেষজ্ঞঃ সর্ব্বভৈষজ্যকোবিদঃ।
সাধ্যাসাধ্যবিধানজ্ঞস্তস্য সিদ্ধিঃ করে স্থিতা ॥
দৃষ্টকর্ম্মা চ শাস্ত্রজ্ঞো বৈদ্যঃ স্যাৎ সিদ্ধিভাগসৌ।
একাঙ্গহীনো ন শ্লাঘ্য এক পক্ষ ইব দ্বিজঃ ॥

শাস্ত্রং গুরুমুখোদ্গীর্ণমাদায়োপাস্য চাসকৃৎ।
যঃ কর্ম্ম কুরুতে বৈদ্যঃ স বৈদ্যোঽন্যে তু তস্করাঃ ॥
অবিজ্ঞায় তু শাস্ত্রাণি ভেষজং কুরুতে ভিষক্।
যম এব স বিজ্ঞেয়ো মর্ত্ত্যানাং মর্ত্ত্যরূপধৃক্ ॥
কুচেলঃ কর্কশঃ স্তব্ধঃ কুগ্রামী স্বয়মাগতঃ।
পঞ্চ বৈদ্যা ন পূজ্যন্তে ধন্বন্তরিসমা যদি ॥
নাড়ীজিহ্বাস্যমূত্রাণাং পরীক্ষাং যো ন বিন্দতি।
মারয়ত্যাশু জন্তূনাং স বৈদ্যো যম এব হি ॥ (ধ) ॥

যে বৈদ্য যথার্থরূপে ব্যাধি পরীক্ষা করিয়া নিরূপিত ব্যাধির উপযুক্ত ঔষধ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হন, তিনি অনায়াসে কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারেন। যিনি রোগের বিষয়, ঔষধের বিষয় ও ব্যাধির সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ জ্ঞাত আছেন এবং যিনি দৃষ্টকর্ম্মা ও শাস্ত্রজ্ঞ হন, তিনিও সহজে চিকিৎসাকার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। চিকিৎসক পূর্ব্বোক্ত গুণসমূহের একাঙ্গ-বিহীন হইলে, তিনি এক পক্ষযুক্ত পক্ষীর ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকেন। যিনি গুরুর নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ চর্চ্চা করিয়া চিকিৎসাকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকেই প্রকৃত চিকিৎসক বলা যায়। যে ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র না পড়িয়া চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে মনুষ্যরূপী কৃতান্ত স্বরূপ বলা যায়। মলিনবস্ত্র-পরিহিত, কর্কশভাষী, স্তব্ধীভূত, কুগ্রামবাসী ও স্বয়ং উপস্থিত, এই ৫ পাঁচ প্রকার চিকিৎসক ধন্বন্তরি সদৃশ হইলেও লোকের নিকট সম্মানলাভ করিতে সমর্থ নহেন। যে ব্যক্তি নাড়ী, জিহ্বা, মুখ ও মূত্রাদির পরীক্ষা না জানিয়া চিকিৎসা করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তি যমের ন্যায় মানুষ-দিগকে মারিয়া ফেলে জানিবে ॥ ধ ॥

অপ্যেকং নীরুজং কৃত্বা জন্তুং যাদৃশতাদৃশম্।
আয়ুর্ব্বেদপ্রসাদেন কিং ন দত্তং ভবেদ্ভুবি।
কপিলাকোটিদানাদ্ধি যৎফলং পরিকীর্ত্তিতম্।
ফলং তৎকোটিগুণিতমেকাতুরচিকিৎসয়া ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং কারণং যতঃ।
তস্মাদারোগ্যদানেন নরো ভবতি সর্ব্বদঃ ॥

অপ্যেকং নীরুজীকৃত্য ব্যাধিতং ভৈষজৈর্নরঃ।
প্রয়াতি ব্রহ্মসদনং কুলসপ্তকসংযুতঃ॥ (ন)॥

আয়ুর্ব্বেদ প্রসাদে কোন লোককে রোগ হইতে মুক্ত করিয়া জীবন দান করা হইলে, এই পৃথিবীতে তাহাকে আর কি দিতে বাকী রহিল; কোটি কপিলা দান করিলে যে ফল লাভ করা যায়, একটীমাত্র রোগীর রোগ আরোগ্য করিলে তাহার কোটিগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে। কারণ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভের একমাত্র কারণ আরোগ্য। সুতরাং এই আরোগ্য দান করিলে সমস্তই দান করা হইল। এমন কি, একটীমাত্র রোগীকে নীরোগ করিলে চিকিৎসক সপ্ত কুলের সহিত ব্রহ্মলোকে যাইতে পারেন॥ন॥

চিকিৎসিতশরীরং যো ন নিষ্ক্রীণাতি দুর্ম্মতিঃ।
স যৎ করোতি সুকৃতং তৎসর্ব্বং ভিষগশ্নুতে॥ (প)॥

যদি কোন দুর্ম্মতি চিকিৎসক দ্বারা আরোগ্য-লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে নিজের শরীর ক্রয় না করে, তাহা হইলে তৎকৃত সমস্ত সৎ-কার্য্যের ফল চিকিৎসক পাইয়া থাকেন॥ প॥

দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নৈর্ব্যাধিজ্ঞানং ত্রিধামতম্।
দর্শনান্মূত্রজিহ্বাদ্যৈঃ স্পর্শনান্নাড়িকাদিভিঃ॥
প্রশ্নৈর্দূতাদিবচনাদিতি ত্রিধা সমুচ্যতে॥ (ফ)॥

দর্শন, স্পর্শন ও প্রশ্ন, রোগজ্ঞানের এই ত্রিবিধ উপায় জানিবে। তন্মধ্যে মূত্র জিহ্বাদি দর্শন দ্বারা, নাড়ী গাত্রতাপাদি স্পর্শন দ্বারা এবং দূতাদির বাক্য শুনিয়া প্রশ্ন দ্বারা রোগ পরীক্ষা করিতে হয়॥ ফ॥

রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্ম ভিষক্পশ্চাজ্‌জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ॥ (ব)॥

চিকিৎসক সর্ব্বাগ্রে রোগ পরীক্ষা করিয়া তৎপরে তাহার ঔষধ নির্ব্বাচন করিবেন; অতঃপর চিকিৎসা করিতে নিযুক্ত হইবেন॥ ব॥

যথাবিষং যথাশস্ত্রং যথাগ্নিরশনির্যথা।
তথৌষধমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমমৃতং যথা॥ (ভ)॥

অজ্ঞাত গুণবিশিষ্ট ঔষধ বিষ, শস্ত্র, অগ্নি ও বজ্রসদৃশ মারাত্মক; এবং জ্ঞাতগুণশালী ঔষধ অমৃতের ন্যায় উপকারী বলিয়া জানিবে॥ ভ॥

অথ জ্বরাধিকারঃ।

পূর্ব্বরূপে প্রযুঞ্জীত জ্বরস্য লঘুভোজনম্।
লঙ্ঘনঞ্চ যথাদোষং বিরেকং বাতিকে পুনঃ॥
পায়য়েৎ সর্পিরেবাচ্ছং পৈত্তিকে তু বিরেচনম্॥
মৃদুপ্রচ্ছর্দ্দনং তদ্বৎ কফজে তু বিধীয়তে।
দ্বন্দ্বজেষু দ্বয়ং কুর্য্যাদ্বুদ্ধ্যা সর্ব্বস্তু সর্ব্বজে॥ ১॥

জ্বর-চিকিৎসা।

জ্বরের পূর্ব্বরূপের চিকিৎসা।—জ্বরের পূর্ব্বরূপে বাতাদি দোষের অল্পতা অথবা আধিক্য অনুসারে লঘুভোজন অথবা লঙ্ঘন কিংবা বিরেচন প্রয়োগ করিবে। বাতিক জ্বরের পূর্ব্বরূপে নির্ম্মল ঘৃত, পৈত্তিক জ্বরের পূর্ব্বরূপে বিরেচন ও কফজজ্বরের পূর্ব্বরূপে মৃদুবমন প্রয়োগ করিবে। এবং দ্বন্দ্বজ জ্বরের পূর্ব্বরূপে দ্বিবিধ ক্রিয়া অর্থাৎ বাতপৈত্তিক জ্বরের পূর্ব্বরূপে ঘৃত ও বিরেচন, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বরের পূর্ব্বরূপে ঘৃত ও বমন এবং পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বরের পূর্ব্বরূপে বিরেচন ও বমন প্রয়োগ করিবে। আর ত্রিদোষজ জ্বরের পূর্ব্বরূপে ত্রিবিধ ক্রিয়া অর্থাৎ ঘৃত, বিরেচন ও বমন প্রয়োগ করিবে॥ ১॥

নবজ্বরে দিবাস্বপ্নস্নানাভ্যঙ্গান্নমৈথুনম্।
ক্রোধপ্রবাতব্যায়াম-কষায়াংশ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥
কষায়ং যঃ প্রযুঞ্জীত নরাণাং তরুণে জ্বরে।
স সুপ্তং কৃষ্ণসর্পন্তু করাগ্রেণ পরামৃশেৎ॥
ন কষায়ং প্রযুঞ্জীত নরাণাং তরুণে জ্বরে।
কষায়েণাকুলীভূতা দোষা জেতুং সুদুষ্করাঃ॥
চতুর্ভাগাবশিষ্টস্তু যঃ ষোড়শগুণাম্ভসা।
স কষায়ঃ কষায়ঃ স্যাৎ স বর্জ্জ্যস্তরুণজ্বরে
ন ছিন্দ্যান্ন পূর্ব্বাহ্ণে নাভিষ্যন্দি কদাচন।
ন নক্তং ন গুরুপ্রায়ং ভুঞ্জীত তরুণজ্বরী॥
পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ স্নানসংশোধনানি চ।
দিবাস্বপ্নং ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং শিশিরং জলম্॥

ক্রোধ প্রবাতভোজ্যানি বর্জ্জয়েত্তরুণজ্বরী।
শোষচ্ছর্দ্দিমদং মূর্চ্ছা ভ্রমতৃষ্ণাদ্যারোচকান্ ॥
প্রাপ্নোত্যুপদ্রবানেতান্ পরিষেকাদিসেবনাৎ ॥ ২ ॥

নবজ্বরে পরিত্যাজ্য বিষয়।—নবজ্বরে দিবা নিদ্রা, স্নান, অভ্যঙ্গ অর্থাৎ গাত্রে তৈলাদি মর্দ্দন, অন্নভোজন, স্ত্রীসহবাস, ক্রোধ, ব্যায়াম অর্থাৎ অতিরিক্ত পরিশ্রম, প্রবাত অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের বায়ু ও প্রবল বায়ু সেবন এবং কষায় ঔষধ সেবন পরিত্যাগ করিবে। তরুণ জ্বরে কষায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে হস্তদ্বারা নিদ্রিত কালসর্পকে স্পর্শ করা হয়। এবং তরুণজ্বরে কষায় প্রয়োগ করিলে বাতাদি দোষ সকল আকুলীকৃত হইয়াও নিবারণের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া উঠে। ক্বাথ্যদ্রব্য ১৬ ষোলগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইলে যে কষায় প্রস্তুত করা হয়, তাহাই এস্থলে নিষিদ্ধ জানিবে।

নবজ্বরে দুইবার আহার, পূর্ব্বাহ্নে আহার, অভিষ্যন্দকারক দ্রব্য ভোজন, রাত্রিকালে ভোজন ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ করিবে। পরিষেক অর্থাৎ জলদ্বারা অভিষেচন, প্রদেহ, অর্থাৎ গাত্রে সুগন্ধি লেপন, স্নান, সংশোধন অর্থাৎ বমন বিরেচনাদি, দিবানিদ্রা, মৈথুন, ব্যায়াম, শীতল জলপান, ক্রোধ, প্রবাত ও অন্নাদি ভোজ্য দ্রব্য তরুণজ্বরী পরিত্যাগ করিবে। যেহেতু নবজ্বরে পরিষেকাদি করিলে মুখশোষ, বমি, মত্ততা, মূর্চ্ছা, ভ্রম, তৃষ্ণা ও অরুচি প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

জ্বরে লঙ্ঘনমেবাদাবুপদিষ্টমৃতে জ্বরাৎ।
ক্ষয়ানিল-ভয়ক্রোধকামশোকশ্রমোদ্ভবাৎ ॥
আমাশয়স্থো হত্বাগ্নিং সামো মার্গান্ পিধাপয়ন্।
বিদধাতি জ্বরং দোষস্তস্মাল্লঙ্ঘনমাচরেৎ ॥
অনবস্থিতদোষাগ্নের্লঙ্ঘনং দোষপাচনম্।
জ্বরঘ্নং দীপনং কাঙ্ক্ষারুচিলাঘবকারকম্ ॥
প্রাণাবিরোধিনা চৈনং লঙ্ঘনেনোপপাদয়েৎ।
বলাধিষ্ঠানমারোগ্যং যদর্থোঽয়ং ক্রিয়াক্রমঃ ॥
তত্র মারুতক্ষুত্তৃষ্ণামুখশোষভ্রমান্বিতে।
কার্য্যং ন বালে বৃদ্ধে বা ন গর্ভিণ্যাং ন দুর্ব্বলে ॥
বাতমূত্রপুরীষাণাং বিসর্গে গাত্রলাঘবে।
হৃদয়োদ্গারকণ্ঠাস্য-শুদ্ধৌ তন্দ্রাক্লমে গতে ॥
স্বেদে জাতে রুচৌ চাপি ক্ষুৎপিপাসাসহোদয়ে।
কৃতং লঙ্ঘনমাদেশ্যং নির্ব্যথে চান্তরাত্মনি ॥
পর্ব্বভেদোঽঙ্গমর্দ্দশ্চ কাসঃ শোষো মুখস্য চ।
ক্ষুৎপ্রণাশোঽরুচিস্তৃষ্ণা দৌর্ব্বল্যং শ্রোত্রনেত্রয়োঃ।
মনসঃ সম্ভ্রমোঽভীক্ষ্ণমূর্দ্ধ্ববাতস্তমো হৃদি।
দেহাগ্নিবলহানিশ্চ লঙ্ঘনেঽতিকৃতে ভবেৎ ॥৩॥

নবজ্বরে লঙ্ঘন ব্যবস্থা। নবজ্বরে প্রথমতঃ লঙ্ঘন দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু ক্ষয় (ধাতুক্ষয় বা যক্ষ্মারোগ), বাত, ভয়, ক্রোধ, কাম, শোক ও শ্রম দ্বারা উৎপন্ন জ্বরে কদাচ লঙ্ঘন প্রয়োগ করিবে না। আমদোষগত দোষ আমরসের সহিত মিলিত হইয়া অগ্নি নাশ পূর্ব্বক শরীরের রসবহাদি স্রোতঃসমূহকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক জ্বর উৎপাদন করে, এইজন্য নবজ্বরে লঙ্ঘন প্রয়োগ করিতে হয়। যাহাদের বাতাদি দোষ ও জঠরাগ্নি বিকৃত হইয়া জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে লঙ্ঘন প্রয়োগ করিলে দোষের পরিপাক, জ্বরবিনাশ, অগ্নির দীপ্তি, আহারে ইচ্ছা, রুচি ও দেহের লঘুতা হইয়া থাকে। যাহাতে বল নাশ না হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লঙ্ঘন প্রয়োগ করিবে। যেহেতু আরোগ্য বলের অধীন এবং এই আরোগ্যের জন্যই চিকিৎসা করিতে হয়।

যাহাদিগকে লঙ্ঘন দেওয়া অনুচিত।—বায়ু-প্রধান ধাতুবিশিষ্ট, ক্ষুধিত, পিপাসিত, মুখশোষান্বিত, ক্লান্ত, বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিণী, এই সকল ব্যক্তিকে কদাচ লঙ্ঘন প্রয়োগ করিবে না।

উপযুক্ত লঙ্ঘনের লক্ষণ।—অধোবায়ু, মূত্র ও পুরীষের নিয়মিতরূপে ত্যাগ, দেহের লঘুতা, হৃদয়শুদ্ধি, উদ্গারশুদ্ধি, কণ্ঠ ও মুখের বিরসতা নাশ, তন্দ্রা ও ক্লান্তি দূর; ঘর্ম্ম, রুচি, ক্ষুধা ও পিপাসার উদ্রেক ও চিত্তের প্রসন্নতা জন্মিলে উপযুক্তরূপে লঙ্ঘন প্রদত্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া পথ্যাদির ব্যবস্থা করিবে।

অতিরিক্ত লঙ্ঘনের দোষ।—অতিরিক্ত লঙ্ঘন প্রদত্ত হইলে পর্ব্বভেদ, অঙ্গবেদনা, কাস, মুখ-শোষ, ক্ষুধানাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, শ্রবণশক্তির হীনতা, দৃষ্টি শক্তির হীনতা, অত্যন্ত মনের ভ্রান্তি, উর্দ্ধবায়ু, অন্ধকারে প্রবেশ বোধ এবং দেহে অগ্নি ও বলের নাশ হয়॥ ৩॥

সদ্যোভুক্তস্য বা জাতে জ্বরে সন্তর্পণোত্থিতে।
বমনং বমনার্হস্য শস্তমিত্যাহ বাভটঃ॥
কফপ্রধানানুৎক্লিষ্টান্ দোষানামাশয়ে স্থিতান্।
বুদ্ধা জ্বরকরান্ কালে বম্যানাং বমনৈর্হরেৎ॥
অনুপস্থিতদোষাণাং বমনং তরুণজ্বরে।
হৃদ্রোগং শ্বাসমানাহং মোহঞ্চ কুরুতে ভৃশং॥ ৪॥

নবজ্বরে বমন ব্যবস্থা।—বাভট বলিয়াছেন,—আহার করিয়া বা সন্তর্পণ দ্বারা সদ্য জ্বর উপস্থিত হইলে, বমনযোগ্য ব্যক্তিকে বমন প্রয়োগ করিবে। বাতাদি কোন দোষ কফপ্রধান, উৎক্লেশজনক, আমাশয়গত ও জ্বরোৎপাদক বলিয়া বুঝিতে পারিলে, বমনযোগ্য ব্যক্তিদিগকে বমন প্রয়োগ করিয়া সেইদোষ বিনাশ করিবে। তরুণ জ্বরে দোষের অপ্রকুপিতাবস্থায় বমনপ্রয়োগ করিলে হৃদ্রোগ, শ্বাস, আনাহ ও অত্যন্ত মোহ জন্মে॥ ৪॥

তৃষ্যতে সলিলং চোষ্ণং দদ্যাদ্বাতকফজ্বরে।
মদ্যোত্থে পৈত্তিকে বাথ শীতলং তিক্তকৈঃ শৃতম্॥
দীপনং পাচনঞ্চৈব জ্বরঘ্নমুভয়ঞ্চ তৎ।
স্রোতসাং শোধনং বল্যং রুচিস্বেদপ্রদং শিবম্॥ ৫॥

নবজ্বরে জলপান-বিধি।—পিপাসা জন্মিলে বাতশ্লেষ্ম জ্বরে উষ্ণ জল এবং মদ্যপানজনিত ও পিত্তজনিত জ্বরে তিক্ত দ্রব্যের সহিত শীতল জল রোগীকে পান করিতে দিবে। উভয়বিধ জলই অগ্নিদীপক, পরিপাচক, জ্বরনাশক, স্রোতঃসমূহের শুদ্ধিকারক, বলকারক, রুচিজনক, ঘর্ম্মজনক ও বিশেষ উপকারক বলিয়া জানিবে॥ ৫॥

ষড়ঙ্গ পানীয়ম্।

মুস্তপর্পটকোশীর-চন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ।
শৃতশীতং জলং দেয়ং পিপাসাজ্বরশান্তয়ে॥
মুখ্যাভেষজসম্বন্ধো নিষিদ্ধস্তরুণে জ্বরে।
তোয়পেয়াদিসংস্কারে নির্দ্দোষং তেন ভেষজম্॥
যদপ্সু শৃতশীতাসু ষড়ঙ্গাদি প্রযুজ্যতে।
কর্ষমাত্রং ততো দ্রব্যং সাধয়েৎ প্রাস্থিকেঽম্ভসি।
অর্দ্ধশৃতং প্রয়োক্তব্যং পানে পেয়াদিসম্বিধৌ॥ ৬॥

ষড়ঙ্গ পানীয়।—মুথা, ক্ষেতপাপড়া, বেণার মূল, রক্তচন্দন, বালা ও শুণ্ঠী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট ২ দুই তোলা পরিমাণ গ্রহণপূর্ব্বক /৪ চারি সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২ দুই সের থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া শীতল করিয়া পান করিলে পিপাসা ও জ্বর প্রশমিত হয়।

তরুণ জ্বরে মুখ্য ঔষধ অর্থাৎ ক্বাথ প্রভৃতি নিষিদ্ধ; কিন্তু পানীয় জল, পেয়াদি পান নিষিদ্ধ নাই; সুতরাং ষড়ঙ্গপানীয় ব্যবস্থায় কোন দোষ নাই।

ষড়ঙ্গপানীয়াদি প্রস্তুত প্রণালী।—ষড়ঙ্গ-পানীয়াদি প্রস্তুত করিতে হইলে ক্বাথ্যদ্রব্য সমভাগে মিলিত মোট ২ দুই তোলা, পাকার্থ জল /৪ চারি সের, শেষ অর্দ্ধেক অর্থাৎ /২ দুই সের। এই জল পাচন ও পেয়াদিতে প্রয়োগ করিবে॥ ৬॥

লাজপেয়াং সুখজরাং পিপ্পলীনাগরৈঃ শৃতাম্॥
পিবেৎ জ্বরী জ্বরহরাং ক্ষুধানল্পাগ্নিরাশিতঃ।
পেয়া বা রক্তশালীনাং পার্শ্ববস্তিশিরোরুজি॥
শ্বদংষ্ট্রাকণ্টকারীভ্যাং সিদ্ধাং জ্বরহরাং পিবেৎ।
ষড়ঙ্গপরিভাষৈব প্রায়ঃ পেয়াদিসম্মতা॥ ৭॥

জ্বরে অবস্থাবিশেষে পেয়াদিপ্রয়োগ।—যে জ্বর-রোগীর অগ্নির তেজঃ অল্প, তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হইলে পিপুল ও শুণ্ঠীর সহিত লাজপেয়া (খৈরমণ্ড) প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে দিবে। ইহা সহজে পরিপাক হয় ও জ্বর বিনাশ করিয়া থাকে।

গোক্ষুর ও কণ্টকারীর সহিত রক্ত শালি তণ্ডুলের পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পার্শ্ব-বেদনা, বস্তিবেদনা ও শিরোবেদনা সহ জ্বর বিনষ্ট হয়।

ষড়ঙ্গপানীয়ের নিয়মানুসারে পেয়াদি প্রস্তুত করিতে হয় ॥ ৭ ॥

যবাগূমুচিতাদ্ভক্তাচ্চতুর্ভাগকৃতাং বদেৎ ॥ ৮ ॥

যবাগূপানের মাত্রা—রোগী স্বভাবতঃ যে পরিমাণ তণ্ডুলের অন্ন ভক্ষণ করে, তাহার চারিভাগের একভাগ চাউলের যবাগূ প্রস্তুত করিয়া তাহাকে পান করিতে দিবে ॥ ৮ ॥

সিক্থকৈরহিতো মণ্ডঃ পেয়া সিক্থসমন্বিতা।
যবাগূর্বহুসিক্থা স্যাদ্ বিলেপী বিরলদ্রবা ॥৯॥

মণ্ডাদির লক্ষণ—অন্ন গলিয়া একেবারে তরল হইলে, তাহাকে মণ্ড বলা যায়। অল্প পরিমাণে সিটেবিশিষ্ট ও অধিক তরল অন্নকে পেয়া বলে। বহু পরিমাণে সিটে সংযুক্ত ও অল্প তরল অন্নকে যবাগূ বলে। এবং সিটেবিহীন অন্নকে বিলেপী বলে ॥ ৯ ॥

অন্নং পঞ্চগুণে সাধ্যং বিলেপী চ চতুর্গুণে।
মণ্ডশ্চতুর্দ্দশগুণে যবাগূঃ ষড়্গুণেঽম্ভসি ॥১০॥

অন্নাদি প্রস্তুত করিবার জলের পরিমাণ—চাউল অপেক্ষা ৫ পাঁচগুণ জলে অন্ন, ৪ চারিগুণ জলে বিলেপী, ১৪ চতুর্দ্দশ গুণে মাত, ৬ ছয়গুণ জলে যবাগূ এবং ১৮ আঠার গুণ জলে যূষ প্রস্তুত করিতে হয়, ইহা শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন ॥ ১০ ॥

শ্রমোপবাসানিলজে হিতো নিত্যং রসৌদনঃ।
মুদ্গযূষৌদনশ্চাপি দেয়ঃ কফসমন্বিতে ॥
স এব সিতয়াযুক্তঃ শীতপিত্তজ্বরে হিতঃ।
রক্তশাল্যাদয়ঃ শস্তাঃ পুরাণাঃ ষষ্টিকৈঃ সহ
যবাগ্বোদনলাজার্থং জ্বরিতানাং জ্বরাপহাঃ।
মুদ্গান্ মসূরাংশ্চনকান্ কুলত্থান্ সমুকুষ্টকান্।
আহারকালে যূষার্থং জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ।
পটোলপত্রং বার্ত্তাকুং কুলকং কারবেল্লকম্ ॥
কর্কোটকং পর্পটকং গোজিহ্বা বালমূলকম্।
পত্রং গুড়ূচ্যাঃ শাকার্থে জ্বরিতায় প্রদাপয়েৎ ॥ ১১ ॥

জ্বর রোগীর পথ্য ব্যবস্থা—শ্রমজনিত, উপবাস জনিত ও বাতজনিত জ্বরে মাংসরসের সহিত অন্ন আহার করিতে দিবে। কফজনিত জ্বরে মুগের যূষের সহিত অন্ন ভোজন করিতে দিবে। পিত্তজ্বরে উহা শীতল করিয়া চিনির সহিত আহার করিতে দিবে। পুরাণ রক্তশালি ও পুরাতন ষষ্টিক ধান্যের তণ্ডুল দ্বারা যবাগূ, অন্ন ও খৈ প্রস্তুত করিয়া জ্বররোগীকে আহার করিতে দিলে জ্বর বিনষ্ট হয়। জ্বর রোগীকে মুগ, মসূর, ছোলা, কুলুত্থিকলায় ও বনমুগ, ইহাদের যূষ আহার করিতে দিবে। জ্বররোগীর শাক আহার করিবার জন্য পলতা, বেগুন, পটোল, করলা, কাঁকরোল, ক্ষেত পাপড়া, গোজিয়াশাক, কচিমূলা ও গুলঞ্চের পত্র ব্যবস্থা করিবে ॥ ১১ ॥

জ্বরিতোঽহিতমশ্নীয়াদ্ যদ্যপ্যস্যারুচির্ভবেৎ।
অন্নকালেহ্যভুঞ্জানং ক্ষীয়তে ম্রিয়তেঽপি বা ॥
সাতত্যাৎ স্বাদ্বভাবাদ্বা পথ্যং দ্বেষ্যত্বমাগতম্।
কল্পনাবিধিভিস্তৈস্তৈঃ প্রিয়ত্বং গময়েৎ পুনঃ ॥ ১২ ॥

জ্বরে অরুচিতে ব্যবস্থা—জ্বররোগীর অরুচি হইলেও তাহাকে যে কোন প্রকারে সুপথ্য দ্রব্য আহার করাইবে। কারণ—রোগী আহার সময়ে আহার করিতে না পারিলে ক্ষীণ হইতে থাকে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। নিয়ত এক দ্রব্য আহার করিলে অথবা আহার্য্য দ্রব্য সুস্বাদু না হইলে পথ্যদ্রব্যে অরুচি জন্মে। অতএব পাকশাস্ত্রোক্ত বিধিমতে নানাপ্রকার রুচিজনক সুখাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রোগীকে আহার করাইয়া তাহার রুচি জন্মাইবে ॥ ১২ ॥

জ্বরিতং জ্বরমুক্তং বা দিনান্তে ভোজয়েল্লঘু।
শ্লেষ্মাক্ষয়ে বিবৃদ্ধোষ্মা বলবাননলস্তদা ॥ ১৩ ॥

জ্বররোগীর আহার করিবার সময়—জ্বরিত বা জ্বরমুক্ত ব্যক্তিকে দিনান্তে লঘু আহার করিতে দিবে। কারণ—সেই সময়ে শ্লেষ্মার ক্ষয় হওয়ায় অগ্নির উষ্মা ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

গুর্ব্বভিষ্যন্দ্যকালে চ জ্বরী নাদ্যাৎ কদাচন।
ন হি তস্যাহিতং ভুক্তমায়ুষে বা সুখায় বা ॥ ১৪ ॥

জ্বর-রোগীর আহার নিষেধ ও কুপথ্য আহারের দোষ—জ্বর-রোগী গুরুপাক দ্রব্য, অভিষ্যন্দ

কারক দ্রব্য এবং অকালে কদাচ আহার করিবে না। এবং জ্বররোগী কুপথ্য আহার করিলে আয়ু ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অহিত জন্মিয়া থাকে ॥১৪॥

লঙ্ঘনং স্বেদনং কালো যবাগুস্তিক্তকো রসঃ।
পাচনান্যবিপক্কানাং দোষাণাং তরুণে জ্বরে ॥ ১৫ ॥

তরুণ জ্বরে লঙ্ঘনাদির ফল—লঙ্ঘন, স্বেদ প্রয়োগ, অষ্টাহ যবাগূ পান ও তিক্তরস পান দ্বারা অপক্ক অর্থাৎ আমরসের পরিপাক হইয়া তরুণজ্বরে বিশেষ উপকার সাধিত হয় ॥ ১৫ ॥

আসপ্তরাত্রং তরুণং জ্বরমাহুর্ম্মনীষিণঃ।
মধ্যং দ্বাদশরাত্রন্তু পুরাণমত উত্তরম্ ॥ ১৬ ॥

তরুণ জ্বরাদির সীমা—জ্বর আরম্ভ হইবার পর ৭ সাত রাত্রি পর্য্যন্ত তরুণজ্বর, তৎপরে ১২ দ্বাদশ রাত্রি পর্য্যন্ত মধ্য জ্বর এবং তাহার পর হইতে পুরাতন জ্বর বলে। যে জ্বর ২১ তিন সপ্তাহ অতিক্রম করিয়া মৃদুবেগ বিশিষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে এবং প্লীহা ও অগ্নিমান্দ্য জন্মে, তাহাকে জীর্ণ জ্বর বলা যায় ॥ ১৬ ॥

জ্বরিতং ষড়হেঽতীতে লঘ্বন্নং প্রতিভোজিতম্।
পাচনং শমনীয়ং বা কষায়ং পায়য়েত্তু তম্ ॥
সপ্তাহাৎ পরতোঽস্তব্ধে সামেস্যাৎ পাচনং জ্বরে।
নিরামে শমনং স্তব্ধে সামে নৌষধমাচরেৎ ॥ ১৭ ॥

নবজ্বরে পাচনাদি প্রয়োগের সময়—জ্বরোৎপত্তির দিন হইতে ৬ ছয়দিন অতীত হইলে জ্বররোগীকে লঘু অন্ন ভোজন করাইয়া অষ্টম দিবসে পাচন সেবন বা কষায় ঔষধ সেবন করাইবে। অর্থাৎ সপ্তদিবসের পরে জ্বররোগীর রসের পরিপাক না হইলে, কিন্তু মলমূত্রাদি নিয়মিতরূপে নিঃসৃত হইলে পাচন ঔষধ ব্যবস্থা করিবে এবং রসের পরিপাক হইয়া মলমূত্রাদি নিঃসৃত হইলে সমন ঔষধ বিধান করিবে। কিন্তু মলমূত্রাদি নিঃসৃত না হইলে ও রসের পরিপাক না হইলে কোন ঔষধই প্রয়োগ করিবে না ॥ ১৭ ॥

লালপ্রসেকো হৃল্লাসহৃদয়াশুদ্ধ্যরোচকাঃ।
তন্দ্রালস্যবিপাকাস্য বৈরস্যং গুরুগাত্রতা ॥
ক্ষুন্নাশো বহুমূত্রত্বং স্তব্ধতা বলবান্ জ্বরঃ।
আমজ্বরস্য লিঙ্গানি ন দদ্যাত্তত্র ভেষজম্ ॥ ১৮ ॥

আম-জ্বরের লক্ষণ—মুখ হইতে লালাস্রাব, বমনেচ্ছা, হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অপরিপাক, মুখের বিরসতা, দেহভার, ক্ষুধানাশ, প্রস্রাব বাহুল্য, স্তব্ধতা ও জ্বরের বেগাধিক্য এই সকল লক্ষণ দ্বারা আমজ্বর নির্ণয় করিবে। এইরূপ অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ করিলে জ্বর পুনরায় প্রবল হইয়া উঠে ॥ ১৮ ॥

ভেষজং হ্যামদোষস্য ভূয়ো জ্বলয়তি জ্বরম্।
মৃদৌ জ্বরে লঘৌ দেহে প্রচলেষু মলেষু চ।
পক্কদোষং বিজানীয়াজ্জ্বরে দেয়ং তদৌষধম্ ॥ ১৯ ॥

বিরাম-জ্বরের লক্ষণ—জ্বরের বেগ মৃদু, দেহ লঘু, বাতাদি দোষের স্বস্বপথে সঞ্চরণ ও নিয়মিত রূপে মলমূত্রাদি নিঃসরণ হইলে, আম রসের পরিপাক হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ১৯ ॥

পীতাম্বুর্জ্জিতঃক্ষীণোঽজীর্ণীভুক্তঃপিপাসিতঃ।
ন পিবেদৌষধং জন্তুঃ সংশোধনমথেতরৎ ॥ ২০ ॥

যাহাদের পক্ষে শোধনাদি ঔষধ সেবন নিষেধ—যে ব্যক্তি জলপান করিয়াছে, যে ব্যক্তি উপবাস করিয়াছে, ক্ষীণব্যক্তি, অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ও পিপাসিত ব্যক্তি, এই সকল ব্যক্তি কদাচ সংশোধন বা অন্য কোন প্রকার ঔষধ সেবন করিবে না ॥ ২০ ॥

বীর্য্যাধিকং ভবতি ভেষজমন্নহীনং, হন্যাত্তদাময়মসংশয়মাশু চৈব।
তদ্বালবৃদ্ধযুবতীমৃদুভিশ্চ পীতং গ্লানিং পরাং নয়তি চাশু বলক্ষয়ঞ্চ ॥ ২১ ॥

বীর্য্যহীন ঔষধের গুণ—অন্নহীন ঔষধ—সমধিক বীর্য্যশালী এবং নিঃসংশয়ে শীঘ্র রোগ বিনাশ করে। কিন্তু বালক, বৃদ্ধ যুবতী ও মৃদুদেহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের অন্নহীন ঔষধ অত্যন্ত গ্লানি ও বলক্ষয় জন্মায় ॥ ২১ ॥

শীঘ্রং বিপাকমুপযাতি বলং ন হিংস্যাদন্নাবৃতং
ন চ মুহুর্ব্বদনান্নিরেতি।
প্রাগ্ভুক্তসেবিতমথৌষধমেতদেব,
দদ্যাচ্চ বৃদ্ধশিশুভীরুবরাঙ্গনাভ্যঃ ॥

ঔষধশেষে ভুক্তং পীতং তদৌষধং সশেষেহন্নে।
ন করোতি গদোপশমং প্রকোপয়ত্যন্যরোগাংশ্চ ॥

অনুলোমোঽনিলঃ স্বাস্থ্যং ক্ষুত্তৃষ্ণাসুমনস্কতা।
লঘুত্বমিন্দ্রিয়োদ্গারশুদ্ধির্জীর্ণৌষধ কৃতিঃ।

ক্লমো দাহোঽঙ্গসদনং ভ্রমো মূর্চ্ছা শিরোরুজা।
অরতির্ব্বলহানিশ্চ সাবশেষৌষধাকৃতিঃ ॥ ২২ ॥

জীর্ণ ও অজীর্ণ ঔষধের লক্ষণ—ঔষধ জীর্ণ হইলে বায়ুর অনুলোম, সুস্থতা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মনের প্রফুল্লতা দেহের লঘুতা ইন্দ্রিয়শুদ্ধি ও উদ্গারশুদ্ধি হইয়া থাকে।

ঔষধ সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ না হইতে আহার করিলে অথবা ভুক্ত দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ না হইতে ঔষধ সেবন করিলে রোগ বিনষ্ট হয় না এবং অন্যান্য বিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়।

ঔষধ সম্পূর্ণ রূপে জীর্ণ না হইলে ক্লান্তি, দাহ, দেহের অবসন্নতা, ভ্রম, মূর্চ্ছা, শিরোরোগ, গ্লানি ও বলহানি জন্মিয়া থাকে।

ভোজনের একটু অগ্রে ঔষধ সেবন করিলে তাহা শীঘ্র জীর্ণ হয়, বলক্ষয় জন্মে না এবং অন্নাবৃত থাকায় পুনঃ পুনঃ মুখ হইতে নির্গত হইতে পারে না। বৃদ্ধ, শিশু, ভীরু ও সুকুমারী নারীদিগের পক্ষেই আহারের পূর্ব্বে ঔষধ সেবন অতীব প্রশস্ত বলিয়া জানিবে॥ ২২ ॥

মাত্রায়া নাস্ত্যবস্থানং দোষমগ্নিং বলং বয়ঃ।
ব্যাধিং দ্রব্যঞ্চ কোষ্ঠঞ্চ বীক্ষ্য মাত্রাং প্রযোজয়েৎ ॥২৩॥

ঔষধের মাত্রার বিষয়—ঔষধের মাত্রার কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। রোগীর বাতাদিদোষ অগ্নি, বল, বয়স, ব্যাধি, কোষ্ঠ ও দ্রব্য বিবেচনাপূর্ব্বক মাত্রা নির্ণয় করিয়া ঔষধ প্রয়োগ করিবে॥ ২৩ ॥

সর্ব্বজ্বরস্য সাধারণং কষায়মাহ

ধান্যপটোলম্।
দীপনং কফবিচ্ছেদি বাতপিত্তানুলোমনম্।
জ্বরঘ্নং পাচনং ভেদি শৃতং ধান্যপটোলয়োঃ ॥ ২৪

সর্ব্বজ্বরে সাধারণ কষায়।

ধান্যপটোল-ক্বাথ—ধান ১ একতোলা ও পল্তা ১ একতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা—অগ্নিদীপক, কফনাশক, বাতপিত্তের অনুলোমকারক, জ্বরনাশক, আমরসের পরিপাচক ও দাস্ত সাফ করে॥ ২৪ ॥

অথ বাতিকজ্বরে—কিরাতাদিঃ।
কিরাতাব্দামৃতোদীচ্য-বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরৈঃ।
সস্থিরা কলসীবিশ্বৈঃ ক্বাথো বাতজ্বরাপহঃ ॥২৫ ॥

কিরাতাদি ক্বাথ—চিরতা, মুথা, গুলঞ্চ, বালা, কণ্টকারী, ব্যাকুড়, গোক্ষুর, শালপানী, চাকুলে ও শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথানিয়মে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে বাতজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ২৫ ॥

অথ পিত্তজ্বরে—যবপটোলম্।
পটোলযবনিঃক্বাথো মধুনা মধুরীকৃতঃ।
তীব্রপিত্তজ্বরামর্দ্দী পানাত্তৃড়্দাহনাশনঃ ॥ ২৬ ॥

যব-পটোল-ক্বাথ—পল্তা ও যব সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথ অর্দ্ধ তোলা মধু প্রক্ষেপে পান করিলে তীব্রতর পিত্তজ্বর, তৃষ্ণা ও দাহ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৬ ॥

পর্পটকাদিঃ
একঃ পর্পটকঃ শ্রেষ্ঠঃ পিত্তজ্বর-বিনাশনঃ।
কিং পুনর্যদি যুজ্যেত চন্দনোদীচ্যনাগরৈঃ ॥ ২৭ ॥

পর্পটকাদি ক্বাথ—কেবলমাত্র ক্ষেতপাপড়া ২ দুই তোলা, অথবা ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন,

বালা ও শুণ্ঠী সমভাগে মোট ২ দুই তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা। এই কাথ পান করিলে পিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়॥ ২৭॥

ধান্যশর্করা।

ব্যুষিতংধন্যাকজলংপ্রাতঃপীতং সশর্করংপুংসাম্।
অন্তর্দ্দাহং শময়ত্যচিরাদ্দূরপ্ররূঢ়মপি॥ ২৮॥

ধান্যশর্করা—দুই তোলা ধনে কুটিয়া রাত্রিতে ১৮ তোলা জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিবস প্রাতে সেইজল ছাকিয়া ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে অত্যন্ত প্রবল অন্তর্দ্দাহ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ২৮॥

পিত্তজ্বরেণ তপস্ত ক্রিয়াং শীতাং সমাচরেৎ।
উত্তানসুপ্তস্ত গভীরতাম্র
কাংস্যাদিপাত্রং বিধিনায় নাভৌ।
তত্রাম্বুধারা বহুলা পতন্তী,
নিহন্তি দাহং ত্বরিতং সুশীতা।
অম্লপিষ্টৈঃ সুশীতৈর্ব্বা পলাশতরুজৈর্দিহেৎ।
বদরীপল্লবোত্থেন ফেনেনারিষ্টকস্য বা॥ ২৯॥

(১) পিত্তজ্বরীর প্রতি শীতলক্রিয়া প্রয়োগ করিবে।

(২) পিত্তজ্বররোগীকে চিৎভাবে শায়িত করিয়া তাহার নাভির উপরে তামার বা কাঁসার পাত্র রাখিয়া তদুপরি উচ্চস্থান হইতে শীতল জল ঢালিলে শীঘ্রই দাহ প্রশমিত হয়।

(৩) পলাশের কচিপাতা কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক গাত্রে লেপন করিলে পিত্তজ্বরীর দাহ নিবারিত হয়।

(৪) কুলের কচিপাতা অথবা নিমের কচিপাতা কাঁজির সহিত বাটিয়া মন্থন করিলে যে ফেনা উত্থিত হইবে, তাহা গাত্রে মালিশ করিলে পিত্তজ্বরীর দাহ নিবৃত্ত হয়॥ ২৯॥

অথ কফজ্বরে—নিম্বাদিঃ।

নিম্ববিশ্বামৃতাদারু-শটী-ভূনিম্বপৌষ্করম্।
পিপ্পল্যৌ বৃহতী চেতি কাথো হন্তি কফজ্বরম্॥ ৩০॥

(কফজ্বরে) নিম্বাদি—নিমছাল, শুঠ, গুলঞ্চ দেবদারু, শটী, চিরতা, পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়), পিপুল, পিপুলমূল ও বৃহতী, ইহাদের কাথ পান করিলে কফজ্বর বিনষ্ট হয়॥ ৩০॥

সিন্ধুবারকাথঃ।

সিন্ধুবারদলকাথং সোষণং কফজে জ্বরে।
জঙ্ঘয়োশ্চ বলে ক্ষীণে কর্ণে বাপিহিতে পিবেৎ॥৩১॥

সিন্ধুবার কাথ—নিসিন্দাপাতার কাথ পিপুল-চূর্ণ প্রক্ষেপে পান করিলে কফজ্বরীর জঙ্ঘাদ্বয়ের দুর্ব্বলতা ও শ্রবণশক্তির হীনতা অপনীত হয়॥ ৩১॥

চাতুর্ভদ্রাবলেহিকা।

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী কৃষ্ণা চ মধুনা সহ।
শ্বাসকাসজ্বরহরঃ শ্রেষ্ঠো লেহঃ কফান্তকৃৎ॥
ঊর্দ্ধজত্রুজরোগঘ্নী সায়ং স্যাদবলেহিকা।
অধোরোগহরী যা তু সা পূর্ব্বং ভোজনান্বিতা॥ ৩২।

চাতুর্ভদ্রাবলেহিকা—কটফল, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), কাঁকড়াশৃঙ্গী ও পিপুল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে মধুসহ লেহবৎ করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, কাস, জ্বর ও কফ বিনষ্ট হয়। এই অবলেহ সায়ংকালে সেবন করিলে ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ বিনষ্ট হয় এবং আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে জত্রুর অধোগত রোগ সকল বিনষ্ট হয়॥ ৩২॥

মধুপিপ্পলী।

ক্ষৌদ্রোপকুল্যা সংযোগঃ শ্বাসকাসজ্বরাপহঃ।
প্লীহানং হন্তি হিক্কাঞ্চ বালানাঞ্চাপি শস্যতে॥ ৩৩॥

মধু-পিপ্পলী—মধুর সহিত পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শ্বাস, কাস, জ্বর, প্লীহা ও হিক্কা প্রশমিত হয়। ইহা শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী বলিয়া জানিবে॥ ৩৩॥

অথ বাতপৈত্তিকজ্বরে—নবাঙ্গঃ।

বিশ্বামৃতাব্দভূনিম্বৈঃ পঞ্চমূলী-সমন্বিতৈঃ।
কৃতঃ কষায়ো হন্ত্যাশু বাতপিত্তোদ্ভবং জ্বরম্॥ ৩৪॥

(বাতপৈত্তিকজ্বরে) নবাঙ্গ—শুণ্ঠী, গুলঞ্চ,

মুথা, চিরতা ও বৃহৎ পঞ্চমূল, ইহাদের কাথ পান করিলে সত্বর বাতপিত্তজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩৪ ॥

গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচীনিম্বধন্যাকং পদ্মকং রক্তচন্দনম্।
এষ সর্ব্বান্ জ্বরান্ হন্তি গুড়ূচ্যাদিস্তু দীপনঃ।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দিপিপাসাদাহনাশনঃ ॥ ৩৫ ॥

গুড়ূচ্যাদি—গুলঞ্চ, নিমছাল, ধনে, পদ্মকাষ্ঠ ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ পান করিলে সর্ব্ববিধ বমনেচ্ছা, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

বৃহদ্গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচী চন্দনং পদ্মনাগরেন্দ্রযবাসকম্।
অভয়ারগ্বধোদীচ্য-পাঠা ধান্যাব্দরোহিণী ॥
কষায়ং পায়য়েদেতং পিপ্পলীচূর্ণসংযুতম্।
কাসশ্বাসজ্বরান্ হন্তি পিপাসাদাহনাশনঃ ॥
বিণ্মূত্রানিলবিষ্টম্ভে ত্রিদোষপ্রভবেঽপি চ ॥ ৩৬ ॥

বৃহদ্গুড়ূচ্যাদি—গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, শুঠ, ইন্দ্রযব, দুরালভা, হরীতকী, সোদাল পাতা, বালা, আকনাদী, ধনে, মুথা ও কট্‌কী, এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপে পান করিলে শ্বাস, কাস, জ্বর, পিপাসা, দাহ, মলমূত্র বায়ুর বিষ্টম্ভ ও সন্নিপাতজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

ঘনচন্দনাদিঃ।

ঘনচন্দনপর্পটকং কটুকং
অমৃণালপটোলদলং জলম্।
শৃতশীত সিতাযুতং পিত্তহরং
জ্বরচ্ছর্দ্দি-তৃষারুচিদাহহরম্ ॥ ৩৭ ॥

ঘনচন্দনাদি—মুথা, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, কট্‌কী, বেণারমূল, পলতা ও বালা, ইহাদের কাথে শীতল অবস্থায় চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্ত, জ্বর, বমি, তৃষ্ণা, অরুচি ও দাহ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩৭ ॥

মুস্তাদিঃ।

মুস্তপর্পটকোৎপলকিরাতোশীরচন্দনাৎ কর্ষঃ
শর্করয়া চ ক্রিয়তে বাতপিত্তজ্বরে বহুধা দৃষ্টফলঃ ॥৩৮॥

মুস্তাদি—মুথা, ক্ষেতপাপড়া, নীলোৎপল, চিরতা, বেণার মূল ও রক্তচন্দন, ইহাদের কাথ চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতপিত্তজ্বর নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

অথ পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে—অমৃতাষ্টকঃ।

অমৃতেন্দ্রযবারিষ্টপটোলং কটুরোহিণী।
নাগরং চন্দনং মুস্তং পিপ্পলীচূর্ণসংযুতম্ ॥
অমৃতাষ্টক ইত্যেষ পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহঃ।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দিপিপাসাদাহনাশনঃ ॥ ৩৯ ॥

(পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে) অমৃতাষ্টক—গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, পলতা, কট্‌কী, শুণ্ঠী, রক্তচন্দন ও মুথা, ইহাদের কাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, বমনেচ্ছা, অরুচি, বমি, পিপাসা ও দাহ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

কণ্টকার্য্যাদিঃ।

কণ্টকার্য্যমৃতাভার্গী নাগরেন্দ্রযবাপকম্।
ভূনিম্বং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটুরোহিণী ॥
কষায়ং পায়য়েদেতং পিত্তশ্লেষ্মজ্বরাপহম্।
দাহতৃষ্ণারুচিচ্ছর্দ্দিকাসহৃৎপার্শ্বশূলনুৎ ॥ ৪০ ॥

কণ্টকার্য্যাদি—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, বামনহাটী, শুণ্ঠী, ইন্দ্রযব, দুরালভা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুথা, পলতা ও কট্‌কী, ইহাদের কাথ পান করিলে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর, দাহ, পিপাসা, অরুচি, বমি, কাস, হৃদয়শূল ও পার্শ্বশূল বিনষ্ট হয় ॥ ৪০ ॥

অথ বাতশ্লেষ্মজ্বরে।

কফবাতজ্বরে স্বেদান্ কারয়েদ্রুক্ষনির্ম্মিতান্।
স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা নীত্বা পাবকমাশয়ম্ ॥
হত্বা বাতকফস্তম্ভং স্বেদো জ্বরমপোহতি।
খর্পরভৃষ্টস্থিতকাঞ্জিকসিক্তোহিবালুকাস্বেদঃ ॥
শময়তি বাতকফাময়মস্তকশূলাঙ্গভঙ্গাদীন্।
বীক্ষ্য স্বেদবিধিং কুর্য্যাৎ স্বেদনং বালুকাদিভিঃ।

সর্ব্বাঙ্গে যদি বা যত্র বেদনা সংপ্রজায়তে।
শীতশূলব্যুপরমে স্তম্ভগৌরবনিগ্রহে
সংঘাতমার্দ্দবে স্বেদে স্বেদনাদ্বিরতির্ম্মতা॥
আমজ্বরে বাতবলাসজে বা,
কফোত্থিতে মারুতসম্ভবে বা।
ত্রিদোষজে স্বেদমুদাহরন্তি
স্তম্ভ-প্রমোহাঙ্গরুজা প্রশান্ত্যৈ॥ ৪১॥

(১) বাতশ্লেষ্ম জ্বরে বালুকাদি রুক্ষদ্রব্য দ্বারা স্বেদ দিবে। কারণ রুক্ষ স্বেদ দ্বারা স্রোতঃসমূহ মৃদু অগ্নি স্বস্থানে নীত হয়; বাত ও কফের শুদ্ধতা বিনষ্ট হইয়া জ্বর বিনষ্ট হয়।

(২) খোলায় বালি ভাজিয়া কাপড়ে পুটলী বাঁধিয়া কাঁজিতে সিক্তকরতঃ তদ্দ্বারা স্বেদ প্রয়োগ করিলে বাতশ্লেষ্মরোগ, মস্তক শূল ও অঙ্গবেদনাদি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৩) সর্ব্ব গাত্রে অথবা দেহের কোন স্থানে বেদনা জন্মিলে বালুকাদি দ্বারা স্বেদ দিবে কিন্তু শীত, বেদনা, দেহের শুদ্ধতা ও ভার অপনীত হইলে দেহের মৃদুতা জন্মিলে স্বেদ দেওয়া স্থগিত রাখিবে।

(৪) আমজ্বরে, বাতশ্লেষ্ম জ্বরে, কফজ্বরে, বাতরোগে ও সান্নিপাতিকজ্বরে স্তব্ধতা, মোহ ও অঙ্গবেদনা জন্মিলে, তদবস্থায় স্বেদ প্রয়োগ করিবে॥ ৪১॥

পঞ্চকোলঃ।

পিপ্পলী-পিপ্পলীমূল-চব্যচিত্রকনাগরৈঃ।
দীপনীয়ঃ শৃতো বর্গঃ কফানিলগদাপহঃ॥ ৪২॥

পঞ্চকোল—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঠ, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে অগ্নির দীপ্তি হয় ও বাতশ্লেষ্ম রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪২॥

পিপ্পলীভিঃ শৃতং তোয়মনভিষ্যন্দি দীপনম্॥
বাতশ্লেষ্মবিকারঘ্নং প্লীহজ্বরবিনাশনম্॥ ৪৩॥

পিপুলের ক্বাথ পান করিলে সর্দ্দিনাশ, অগ্নির দীপ্তি হয়, এবং বাতশ্লেষ্মরোগ ও প্লীহা জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪৩॥

আরগ্বধাদিঃ।

আরগ্বধগ্রন্থিকমুস্ততিক্ত-
হরীতকীভিঃ ক্বথিতঃ কষায়ঃ।
সামে সশূলে কফবাতযুক্তে
জ্বরে হিতো দীপনপাচনশ্চ॥ ৪৪॥

আরগ্বধাদি—পিপুলমূল, মুথা, কট্‌কী ও হরীতকী, ইহাদের ক্বাথ অর্দ্ধতোলা সোদালের আঠা মিশাইয়া পান করিলে আম ও শূলবৎ বেদনাসংযুক্ত বাতশ্লেষ্ম রোগ বিনষ্ট হয় এবং অগ্নির দীপ্তি ও আমের পরিপাক হইয়া থাকে॥ ৪৪॥

ক্ষুদ্রাদিঃ।

ক্ষুদ্রামৃতা নাগরপুষ্করাহ্বয়ৈঃ
কৃতঃ কষায়ঃ কফমারুতোত্তরে।
সশ্বাসকাসারুচিপার্শ্বরুগ্ জ্বরে
জ্বরে ত্রিদোষপ্রভবেঽপি শস্যতে॥ ৪৫॥

ক্ষুদ্রাদি—কণ্টকারী, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী ও পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ইহাদের ক্বাথ পান করিলে শ্বাস, কাস, অরুচি ও পার্শ্ববেদনাযুক্ত বাতশ্লেষ্মজ্বর ও সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয়॥ ৪৫॥

দশমূলীক্বাথঃ।

দশমূলীরসঃ পেয়ঃ কণাযুক্তঃ কফানিলে।
অবিপাকেঽতিনিদ্রায়াং পার্শ্বরুক্ শ্বাসকাসকে॥৪৬

দশমূলী ক্বাথ—দশমূলের ক্বাথ পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতশ্লেষ্মজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, অতিরিক্তনিদ্রা, পার্শ্ববেদনা, শ্বাস ও কাস বিনষ্ট হয়॥ ৪৬॥

অথ সন্নিপাতজ্বরে।

লঙ্ঘনং বালুকাস্বেদো নস্যং নিষ্ঠীবনং তথা।
অবলেহোঽঞ্জনঞ্চৈব প্রাক্‌প্রযোজ্যং ত্রিদোষজে॥
সন্নিপাতজ্বরে পূর্ব্বং কুর্য্যাদামকফাপহম্।
পশ্চাৎ শ্লেষ্মণি সংক্ষীণে শময়েৎ পিত্তমারুতৌ॥ ৪৭॥

সান্নিপাতজ্বরের।

(১) সন্নিপাত জ্বরের প্রথমে লঙ্ঘন, বালুকা স্বেদ, নস্য নিষ্ঠীবন, অবলেহ ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

(২) সন্নিপাতজ্বরে প্রথমে আম ও কফ-নাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে; ইহা দ্বারা কফ ক্ষীণ হইলে পশ্চাৎ বায়ু ও পিত্তের প্রশমন করিবে ॥ ৪৭ ॥

অথ লঙ্ঘনম্।

ত্রিরাত্রং পঞ্চরাত্রম্বা দশরাত্রমথাপি বা।
লঙ্ঘনং সন্নিপাতেষু কুর্য্যাদারোগ্যদর্শনাৎ ॥
দোষাণামেব সা শক্তি র্লঙ্ঘনে যা সহিষ্ণুতা।
ন হি দোষক্ষয়ে কশ্চিৎ সহতে লঙ্ঘনাদিকম্ ॥ ৪৮ ॥

সন্নিপাতে লঙ্ঘন—বাতোল্বণ সন্নিপাতে ৩ তিন রাত্রি, পিত্তোল্বণ সন্নিপাতে ৫ পাঁচরাত্রি এবং কফোল্বণ সন্নিপাতে ১০ দশ রাত্রি পর্য্যন্ত লঙ্ঘন প্রয়োগ করিবে। কিন্তু ইহাতেও ব্যাধির প্রশমন না হইলে, দোষের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত লঙ্ঘন প্রয়োগ করিবে। যেহেতু দোষের শক্তিতেই লঙ্ঘন সহ্য হয়; কিন্তু দোষের ক্ষয় হইলে আর আদৌ লঙ্ঘন সহ্য হয় না জানিবে ॥ ৪৮ ॥

অথ স্বেদঃ।

ন স্বেদব্যতিরেকেণ সন্নিপাতঃ প্রশাম্যতি।
তস্মান্মুহুর্মুহুঃ কার্য্যং স্বেদনং সন্নিপাতিনাম্ ॥
সন্নিপাতে জলময়ো নরাণাং বিগ্রহো ভবেৎ।
বিনা বহ্ন্যা পচারেণ কস্তং শোষয়িতুং ক্ষমঃ ॥
প্রয়োগা বহবঃ সন্তি সবিষা নির্ব্বিষা অপি।
বহ্ন্যুত্থানং বিনা প্রায়ো ন বীর্য্যং দর্শয়ন্তি তে ॥
প্রতিক্রিয়াবিধাবেবং যস্য সংজ্ঞা ন জায়তে।
পাদতলে ললাটে বা দহেল্লৌহশলাকয়া ॥ ৪৯ ॥

সন্নিপাতে স্বেদ—স্বেদ প্রয়োগ বিনা সন্নিপাত-জ্বর বিনষ্ট হয় না। অতএব সন্নিপাত জ্বরে মুহুর্মুহুঃ স্বেদ প্রদান করিবে। সন্নিপাতজ্বরে মানুষের দেহ জলময় হয়, সুতরাং স্বেদরূপ অগ্নিক্রিয়া ব্যতীত কে তাহা শোষণ করিতে পারে? সন্নিপাতজ্বরে সবিষ ও নির্ব্বিষ বহু-প্রকার প্রয়োগ থাকিলেও স্বেদক্রিয়া ব্যতীত প্রায়ই তাহাদের বীর্য্যে কোন ফল দর্শে না। এই প্রকার স্বেদক্রিয়া দ্বারা যাহার চৈতন্য না জন্মে, তাহার পায়ের তলে বা ললাটদেশে অগ্নিসন্তপ্ত লৌহশলাকা দ্বারা দগ্ধ করিবে ॥ ৪৯ ॥

অথ নস্যম্।

সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপং কুষ্ঠমেব চ।
বস্তমূত্রেণ সংপিষ্য নস্যং তন্দ্রাবিনাশনম্ ॥
মধুকসারসিন্ধুত্থ-বচোষণকণাঃ সমাঃ।
শ্লক্ষ্ণং পিষ্টাম্ভসা নস্যং কুর্য্যাৎ সংজ্ঞা-প্রবোধনম্।
ষড়্গ্রন্থিসৈন্ধবকণাঃ সমধুকসারাঃ
পিষ্টাঃ সমেন মরিচেন জলৈঃ কদুষ্ণৈঃ।
নস্যং নিবারয়তি শীঘ্রমচেতনত্বং
তন্দ্রাপ্রলাপসহিতং শিরসো গুরুত্বম্ ॥
লশুনং মরিচং পিষ্টং নস্যং স্যাৎ শ্লেষ্মনাশনম্।
সিতিকুক্কুটিকাণ্ডজজলং পানান্ নস্যাদ্যপ্যঞ্জনাচ্চ
দুঃসাধনসন্নিপাতঃ প্রবলোঽপ্যাশ্বেব শমমেতি ॥ ৫০

সন্নিপাতে নস্য—(১) সৈন্ধবলবণ, সজিনা-বীজ, সরিষা ও কুড়, এই সকল দ্রব্য ছাগ-মূত্র সহ পেষণপূর্ব্বক তাহার নস্য প্রয়োগ করিলে সন্নিপাত রোগীর তন্দ্রা নিবারিত হয়।

(২) যৌলসার, সৈন্ধবলবণ, বচ, মরিচ ও পিপুল, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উষ্ণজলসহ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা নস্য প্রয়োগ করিলে সন্নিপাত রোগীর সংজ্ঞা জন্মে।

(৩) বচ, সৈন্ধবলবণ, পিপুল ও যৌলসার, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক ১ ভাগ এবং মরিচচূর্ণ ৪ চারিভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণ জল সহ তাহার নস্য প্রয়োগ করিলে সন্নিপাতরোগীর শীঘ্র সংজ্ঞা জন্মে এবং তন্দ্রা, প্রলাপ ও মাথাভার নিবারিত হয়।

(৪) রসুন ও মরিচ সমানভাবে জলসহ পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা নস্য প্রয়োগ করিলে কফ বিনষ্ট হয়।

(৫) কালকুঁকুড়ার ডিমের জল পান, নস্য বা অভ্যঙ্গরূপে প্রয়োগ করিলে শীঘ্রই দুঃসাধ্য প্রবল সন্নিপাতজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৫০ ॥

অথ নিষ্ঠীবনম্।

আর্দ্রকস্বরসোপেতং সৈন্ধবং সকটুত্রয়ম্।
আকণ্ঠং ধারয়েদাস্যে নিষ্ঠীবেচ্চ পুনঃ পুনঃ॥
তেনাস্যহৃদয়াৎ শ্লেষ্মামন্যাপার্শ্বশিরোগলাৎ।
লীনোহপ্যাকৃষ্যতে শুষ্কো লাঘবঞ্চাস্য জায়তে।
পর্ব্বভেদো জ্বরোমূর্চ্ছা নিদ্রাকাসগলাময়াঃ।
মুখাক্ষিগৌরবং জাড্যমুৎক্লেদশ্চোপশাম্যতি॥
একদ্বিস্ত্রিশ্চতুঃ কুর্য্যাদ্দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্।
এতদ্ধি পরমং প্রাহুর্ভৈষজ্যং সন্নিপাতিনাম্॥ ৫১ ॥

সন্নিপাতে নিষ্ঠীবন—সৈন্ধবলবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক আদার রসের সহিত মিশাইয়া তাহা আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিয়া পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন করিলে তদ্দ্বারা হৃদয়, মন্যা, পার্শ্ব, মস্তক ও গলদেশ সংলগ্ন শ্লেষ্মা শুষ্ক হইলেও দ্রব হইয়া নির্গত হয় এবং ইহাদ্বারা দেহ লঘু হয়; পর্ব্বভেদ, জ্বর, মূর্চ্ছা, নিদ্রা, কাস, গলরোগ, মুখভার, চক্ষুভার, দেহের জড়তা ও উৎক্লেদ বিনষ্ট হয় দোষের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক এই নিষ্ঠীবন ১ একবার ২ দুইবার, ৩ তিনবার, অথবা ৪ চারিবার প্রয়োগ করিবে। ইহা সন্নিপাত রোগীর পক্ষে অতীব উৎকৃষ্ট ঔষধ জানিবে ॥ ৫১ ॥

অথাবলেহঃ।

অষ্টাঙ্গাবলেহিকা।

কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী ব্যোষং যাসশ্চ কারবী।
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং চৈতন্মধুনা সহ লেহয়েৎ॥
এষাবলেহিকা হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্।
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ কণ্ঠরোধং নিযচ্ছতি॥
ঊর্দ্ধগশ্লেষ্মহরণে উষ্ণে স্বেদাদিকর্ম্মণি।
বিরোধ্যুষ্ণে মধু ত্যক্ত্বা কার্য্যোহর্দ্রকজৈরসৈঃ ॥৫২॥

অষ্টাঙ্গাবলেহিকা—কট্‌ফল, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দুরালভা ও সূক্ষ্মকৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে চূর্ণ করিয়া মধুসহ লেহবৎ করিয়া সেবন করিলে সুদারুণ সন্নিপাতজ্বর, হিক্কা, শ্বাস, কাস ও কণ্ঠরোধ নিবারিত হয়।

ঊর্দ্ধগত শ্লেষ্মা বিনাশার্থ উষ্ণ স্বেদাদি প্রয়োগ করিতে হইলে মধুর পরিবর্ত্তে আদার রস প্রয়োগ করিবে। যেহেতু মধু স্বভাবতঃ উষ্ণক্রিয়ায় বিরোধী বলিয়া জানিবে ॥ ৫২

অথাঞ্জনম্।

শিরীষবীজগোমূত্র-কৃষ্ণা-মরিচসৈন্ধবৈঃ।
অঞ্জনং স্যাৎ প্রবোধায় সরসোন শিলাবচৈঃ॥
অসুরাহ্বপতঙ্গস্য বিট্‌চূর্ণং মধুসংযুতম্।
অঞ্জনাদ্বোধয়েন্মুগ্ধং তন্দ্রিতং সন্নিপাতিনম্॥ ৫৩

সন্নিপাতে অঞ্জন—(১) শিরীষবীজ, গোমূত্র, মরিচ, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, রসুন, মনঃশিলা বিষ্ঠা বচ এই সকল দ্রব্য সমান গ্রহণপূর্ব্বক জলসহ পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন প্রয়োগ করিতে সন্নিপাত রোগীর সংজ্ঞা জন্মে

(২) আরসুলার নাদী (তেলাপোকার) ও মধুর সহিত মিশাইয়া তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে সন্নিপাতরোগীর মোহ ও তন্দ্রা অপনীত হয় ॥ ৫৩

দশমূলম্।

বিল্বশ্যোনাকগাম্ভারী পাটলা গণিকারিকা।
দীপনং কফবাতঘ্নং পঞ্চমূলমিদং মহৎ॥
শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয়গোক্ষুরম্।
বাতপিত্তাপহং বৃষ্যং কনীয়ঃ পঞ্চমূলকম্॥
উভয়ং দশমূলং হি সন্নিপাতজ্বরাপহম্।
কাসে শ্বাসে চ তন্দ্রায়াং পার্শ্বশূলে চ শস্যতে॥
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং কণ্ঠহৃদ্‌গ্রহনাশনম্ ॥ ৫৪ ॥

দশমূল—বেল, শ্যোনা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী, এই ৫টী বৃক্ষের মূলছাল সমভাগে মিলিত করিলে, তাহাকে মহৎ পঞ্চমূল বা বৃহৎ পঞ্চমূল বলা যায়। ইহা অগ্নিদীপক ও কফবাতনাশক। শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই ৫টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত

করিলে, তাহাকে স্বল্পপঞ্চমূল বা ক্ষুদ্র পঞ্চমূল বলে। ইহা—বাতপিত্তনাশক ও বীর্য্যবর্দ্ধক। উভয় মিলিত দশমূলের ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সন্নিপাতজ্বর, কাস, শ্বাস, তন্দ্রা, পার্শ্বশূল, কণ্ঠবেদনা ও হৃদয়বেদনা বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

চতুর্দ্দশাঙ্গঃ।

চিরজ্বরে বাতকফোল্বণে বা
ত্রিদোষজে বা দশমূলমিশ্রঃ।
কিরাততিক্তাদিগণঃ প্রয়োজ্যঃ
শুদ্ধ্যর্থিনে বা ত্রিবৃতাবিমিশ্রঃ ॥ ৫৫ ॥

চতুর্দ্দশাঙ্গ—দশমূল, চিরতা, মুথা গুলঞ্চ ও শুঁঠ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে পুরাতনজ্বর বাতশ্লেষ্মজ্বর ও সন্নিপাতজ্বর বিনষ্ট হয়। দাস্ত করাইবার আবশ্যক হইলে উহাতে ।॰ সিকি তোলা তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে ॥ ৫৫ ॥

ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশাঙ্গঃ।

ভূনিম্বদারুদশমূলমহৌষধাব্দ
তিক্তেন্দ্র-বীজধনিকেভকণা কষায়ঃ।
তন্দ্রাপ্রলাপকসনারুচিদাহমোহ-
শ্বাসাদিযুক্তমখিলং জ্বরমাশু হন্তি ॥ ৫৬ ॥

ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশাঙ্গ—চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুণ্ঠী মুথা কট্‌কী, ইন্দ্রযব, ধনে ও গজপিপুল ইহাদের ক্বাথ পান করিলে তন্দ্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাসাদি-যুক্ত সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৫৬ ॥

বৃহৎ কট্‌ফলাদিঃ।

কট্‌ফলাব্দবচাপাঠা পুষ্করাজাজীপর্পটৈঃ
শৃঙ্গীকলিঙ্গধন্যাকং শটীভৃঙ্গকণাহ্বয়ম্।
তিক্তাভয়াম্বুকৈরাতং ভার্গী রামঠকং বলা।
দশমূলীকণামূলং নিঃক্বাথ্য ক্বাথমুত্তমম্॥
হিঙ্গ্বার্দ্রকরসোপেতং সন্নিপাতবিনাশনম্।
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং স্বরভেদং গলাময়ান্॥
কর্ণমূলোদ্ভবং শোথং হন্যাদ্ধনুমুখাময়ান্।
কফবাতজ্বরং কাসং তথা হন্তি শিরোগদান্।
শিরোগুরুত্বং বাধির্য্যং নিহন্তি কফবাতিকম্ ॥ ৫৭ ॥

বৃহৎ কট্‌ফলাদি—কট্‌ফল, মুথা, বচ, আকনাদি, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), কৃষ্ণজীরা, ক্ষেতপাপড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ইন্দ্রযব, ধনে, শটী, ভীমরাজ, পিপুল, কট্‌কী, হরীতকী, বালা; চিরতা, বামনহাটী, হিং বেড়েলা, দশমূল ও পিপুলমূল, ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হিং ও আদার রস প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সন্নিপাতজ্বর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, স্বরভেদ, গল-রোগ কর্ণমূলগত শোথ, হনুরোগ, মুখরোগ, বাতশ্লেষ্মজ্বর, কাস, শিরোরোগ, মাথাভার ও বাতশ্লেষ্মজনিত বধিরতা বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৫৭ ॥

কারব্যাদিঃ।

কারবী পুষ্করৈরণ্ডত্রায়ন্তীনাগরামৃতাঃ।
দশমূলী শঠী শৃঙ্গী যাসভার্গী পুনর্নবাঃ ॥
তুল্যা মূত্রেণ নিঃক্বাথ্য পীতাঃ স্রোতোবিশোধনাঃ।
অভিন্যাসজ্বরং ঘোরমাশু ঘ্নন্তি সমুদ্ধতম্ ॥ ৫৮ ॥

কারব্যাদি - স্থূলকৃষ্ণজীরা, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়,) ভেরেণ্ডার মূল, বলালতা, শুণ্ঠী, গুলঞ্চ, দশমূল, শটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দুবালভা, বামনহাটী পুনর্নবা, গোমূত্র সহ ইহাদের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে স্রোতসমূহ বিশুদ্ধ হয় এবং ঘোরতর অভিন্যাস নামক সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৫৮ ॥

নিদ্রোপেতমভিন্যাসক্ষীণং বিদ্যাদ্ধতৌজসম্।
সন্নিপাতে প্রকম্পন্তং প্রলম্পন্তং ন বৃংহয়েৎ॥
তৃষ্ণাদাহাভিভূতেষু ন দদ্যাচ্ছীতলং জলম্ঃ
বাতপিত্তোল্বণে চৈব ঘৃতং যোজ্যং পুরাতনম্॥
অভ্যঙ্গাৎ শময়ত্যাশু সন্নিপাতং সুদারুণম্ ॥ ৫৯ ॥

(১) সন্নিপাতজ্বরে নিদ্রা, দেহদৌর্ব্বল্য, ওজোধাতুর ক্ষীণতা, কম্প ও প্রলাপ জন্মিলে, তাহাকে অভিন্যাসসন্নিপাত রোগ বলে। এই

অবস্থায় কদাচ বৃংহণক্রিয়া অর্থাৎ শরীরের ...ক ক্রিয়া করিবেনা। এবং এই রোগে অত্যন্ত তৃষ্ণা ও দাহ জন্মিলে কদাচ শীতলজল পান করিতে দিবেনা।

(২) বাতপিত্তোল্বণ সন্নিপাতজ্বরে রোগীর শরীরে পুরাতনঘৃত মালিশ করিবে। ইহাতে শীঘ্র সুদারুণ সন্নিপাতজ্বর প্রশমিত হয়॥ ৫৯॥

স্বেদোদ্গমে জ্বরে দেয়শ্চূর্ণো ভৃষ্টকুলত্থজঃ॥ ৬০॥

জ্বরে ঘাম হইতে থাকিলে কুলত্থিকলায় ভাজিয়া চূর্ণ করতঃ গাত্রে মালিশ করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে জানিবে ৬০॥

সন্নিপাতজ্বরস্যান্তে কর্ণমূলে সুদারুণঃ।
শোথঃ সংজায়তে তেন কশ্চিদেব প্রমুচ্যতে॥
জ্বরাদিতো বা জ্বরমধ্যতো বা
জ্বরান্ততো বা শ্রুতিমূলশোথঃ।
ক্রমেণ সাধ্যঃ খলু কৃচ্ছ্রসাধ্য
স্ততস্ত্বসাধ্যঃ কথিতো ভিষগ্‌ভিঃ॥
রক্তাবসেচনৈঃ পূর্ব্বং সর্পি পানৈশ্চ তং জয়েৎ।
প্রদেহৈঃ কফপিত্তঘ্নৈর্ব্বমনৈঃ কবড়গ্রহৈঃ॥
কুলত্থকট্‌ফলৈঃ শুণ্ঠী কারবী চ সমাংশিকৈঃ।
সুখোষ্ণৈর্লেপনং দদ্যাৎ কর্ণমূলে মুহুর্মুহুঃ॥
গৈরিকং পাংশুজঃ শুণ্ঠী বচা কট্‌ফলকাঞ্জিকৈঃ
কর্ণশোথহরো লেপঃ সন্নিপাতজ্বরে নৃণাং॥
সুখোষ্ণদশমূলেন প্রলেপোঽতিমহাফলঃ।
বীজপূরকমূলানি অগ্নিমন্থং তথৈব চ।
সনাগরং দেবদারু চব্যচিত্রকপেষিতম্।
প্রলেপনমিদং শ্রেষ্ঠং গলশ্বয়থুনাশনম্॥ ৬১॥

সন্নিপাতজ্বরের অন্তে রোগীর কর্ণমূলে ভয়ানক শোথ জন্মিলে, তাহাতে কোন কোন রোগী বাঁচিতে পারে; অর্থাৎ প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

এইশোথ জ্বরের আদিতে হইলে সাধ্য, জ্বরের মধ্যে হইলে কৃচ্ছ্রসাধ্য এবং জ্বরের অন্তে হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে জানিবে।

কর্ণমূলে শোথ জন্মিলে প্রথমতঃ রক্তমোক্ষণ, পঞ্চতিক্তাদি ঘৃতপান, বাতশ্লেষ্ম নাশক প্রলেপ, বমন ও কবল প্রয়োগ করিবে।

(১) কুলত্থকলায়, কট্‌ফল, শুণ্ঠী ও কৃষ্ণজীরা সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ কর্ণমূলে পুনঃপুনঃ প্রলেপ দিলে কর্ণমূলগত শোথ নিবারিত হয়।

(২) গেরিমাটী, মৌরী, শুণ্ঠী, বচ, কট্‌ফল ও কাঁজি, এই সকল দ্রব্য একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কর্ণমূলগত শোথ নিবারিত হইয়া থাকে।

(৩) দশমূল বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে কর্ণমূলগত শোথ দূরীভূত হয়।

(৪) ছোলঙ্গনেবুর মূল, গণিয়ারী, শুণ্ঠী, দেবদারু, চই ও চিতা এই সকল একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে গলশোথ (গলাফুলা) নিবারিত হয়॥ ৬১॥

অথ জীর্ণজ্বরাদৌ। নিদিগ্ধিকাদিঃ।

নিদিগ্ধিকা নাগরকামৃতানাং
ক্কাথং পিবেন্মিশ্রিতপিপ্পলীকম্।
জীর্ণজ্বরারোচককাসশূল
শ্বাসাগ্নিমান্দ্যার্দ্দিতপীনসেষু॥
হস্ত্যূর্দ্ধগাময়ং প্রায়ঃ সায়ং তেনোপযুজ্যতে।
এতদ্রাত্রিজ্বরে সায়মন্যথা প্রাতরিষ্যতে।
পিত্তানুবন্ধে সংত্যজ্য পিপ্পলীং প্রক্ষিপেন্মধু॥ ৬২।

জীর্ণজ্বরাদিতে নিদিগ্ধিকাদি ক্কাথ—কণ্টকারী, শুণ্ঠী ও গুলঞ্চ ইহাদের ক্কাথ উপযুক্ত পরিমাণে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শূল, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য, অর্দ্দিত ও পীনস রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ক্কাথ সায়ংকালে পান করিলে ঊর্দ্ধগত রোগ সকল বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ রাত্রিজ্বরে সন্ধ্যাকালে এবং অন্যান্যরোগে প্রাতঃকালে প্রযোজ্য জানিবে। পিত্তপ্রধান রোগে এইক্কাথে পিপুল চূর্ণ প্রক্ষেপ না দিয়া মধু প্রক্ষেপ দিবে॥ ৬২॥

পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তঃ ক্বাথশ্ছিন্নরুহোদ্ভবঃ।
জীর্ণজ্বরকফধ্বংসী পঞ্চমূলীকৃতোঽথবা॥ ৬৩॥

গুলঞ্চের ক্বাথ অথবা মহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথ পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর ও কফ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬৩॥

পিপ্পলী মধুসংমিশ্রং গুড়ূচী-স্বরসং পিবেৎ।
জীর্ণজ্বরকফপ্লীহকাসারোচকনাশনম্॥ ৬৪॥

গুলঞ্চের রসে পিপুলচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর, কফ, প্লীহা, কাস ও অরুচিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬৪॥

অথ প্লীহজ্বরে—নিদিগ্ধিকাদিঃ।

নিদিগ্ধিকাগণঃ পথ্যা তথা রোহিতকো মতঃ।
ক্বাথং কৃত্বা ক্ষিপেত্তত্র যবক্ষারং কণাযুতম্।
এতস্য পানমাত্রেণ প্লীহাজ্বরবিনাশনম্॥
"নিদিগ্ধিকাগণঃ—স্বল্পপঞ্চমূলম্।" ৬৫॥

প্লীহাজ্বরে—নিদিগ্ধিকাদি—স্বল্পপঞ্চমূল, হরীতকী ও রয়না, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে যবক্ষার ও পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে শীঘ্রই প্লীহাসংযুক্ত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬৫॥

অস্থি কর্কট পঞ্চাঙ্গং শুণ্ঠ্যা চিরজ্বর-প্রণুৎ।
"অস্থিকর্কটস্য মূলবল্কলপত্রপুষ্পফলং সংক্ষুদ্য
পোট্টলীং বদ্ধা দগ্ধা রসং গৃহীত্বা শুণ্ঠ্যা পেয়ম্।"
গুড়ূচী পর্পটং ভেকপর্ণী চ হিলমোচিকা।
পটোলং পুটপাকেন রস এষাং মধুপ্লুতঃ।
বাতপিত্তজ্বরং হন্তি চিরোত্থমপি দারুণম্॥ ৬৬॥

(১) হাড়কাঁকড়া গাছের মূল,ছাল, পাতা ফুল ও ফল সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র কুট্টিত করতঃ পুটলী বাঁধিয়া আগুনে ঝলসাইয়া তাহা হইতে ২ দুই তোলা পরিমাণে রস লইয়া শুণ্ঠীচূর্ণ সহ সেবন করিলে চিরজ্বর অর্থাৎ পুরাতন জীর্ণজ্বর বিনষ্ট হয়।

(২) গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, থানকুনী, হিঞ্চাশাক ও পলতা এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া পুটপাকে দগ্ধ করতঃ ২ দুইতোলা পরিমাণে রস গ্রহণপূর্ব্বক মধু প্রক্ষেপে পান করিলে বহুকালজাত অতিদারুণ বাতপৈত্তিক জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ৬৬॥

মধুনা সর্ব্বজ্বরনুৎ শেফালীদলজো রসঃ।
অজাজীগুড়সংযুক্তা বিষমজ্বরনাশিনী।
অগ্নিসাদং জয়েৎ সম্যক্ বাতরোগাংশ্চ নাশয়েৎ॥ ৬৭

(১) সিউলীফুলগাছের পাতার রসে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সকলপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) উপযুক্তপরিমাণে কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ইক্ষুগুড় সহযোগে সেবন করিলে বিষমজ্বর, অগ্নিমান্দ্য ও বাতব্যাধিসকল বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬৭॥

রসোনকল্কং তিলতৈলমিশ্রং।
যোঽশ্নাতি নিত্যং বিষমজ্বরার্ত্তঃ।
বিমুচ্যতে সোঽপ্যচিরাজ্জ্বরেণ
বাতাময়ৈশ্চাপি সুঘোররূপৈঃ॥
গুড়প্রগাঢ়াং ত্রিফলাং পিবেদ্বা বিষমার্দ্দিতঃ॥ ৬৮॥

(১) প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে রসুন বাটিয়া তিলতৈলের সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে শীঘ্রই বিষমজ্বর ও ঘোরতর বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) ত্রিফলার ক্বাথ ইক্ষুগুড় মিশাইয়া সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ৬৮

উশীরাদিঃ।

উশীরং চন্দনং মুস্তং গুড়ূচীধান্যনাগরম্।
অম্ভসা কথিতং পেয়ং শর্করামধুযোজিতম্।
জ্বরে তৃতীয়কে দেয়ং তৃষ্ণাদাহ-সমন্বিতে॥ ৬৯॥

উশীরাদি ক্বাথ—বেণারমূল, রক্তচন্দন, মুথা, গুলঞ্চ, ধনে ও শুণ্ঠী এই সকল দ্রব্য সমভাগে সমস্ত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথে ইক্ষুচিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে তৃষ্ণা ও দাহ সমন্বিত তৃতীয়ক বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬৯॥

পটোলাদিঃ

পটোলারিষ্টমৃদ্বীকা শ্যামাকং ত্রিফলা বৃষম্।
ক্বাথঃ ঐকাহিকং হন্তি শর্করামধুযোজিতঃ ॥ ১০ ॥

পটোলাদি ক্বাথ—পলতা, নিমছাল, কিস্‌মিস্, শ্যামালতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও বাসকছাল এই সকল পদার্থ সমভাগে মোট ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথে ইক্ষুচিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ঐকাহিক বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

চাতুর্থকে-বাসাদিঃ।

বাসাধাত্রীস্থিরাদারুপথ্যানাগরসাধিতঃ।
সিতা-মধুযুতঃ ক্বাথশ্চাতুর্থকবিনাশনঃ ॥ ১১ ॥

চাতুর্থকে—বাসাদি ক্বাথ—বাসকছাল, আমলকী, শালপানী, দেবদারু, হরীতকী ও শুণ্ঠী এই সকল পদার্থ সমান পরিমাণে মোট ২ তোলা পাকার্থ—জল ৩২ তোলা অর্থাৎ অর্দ্ধসের, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা অর্থাৎ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ ইক্ষুচিনি ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে চাতুর্থক বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১১ ॥

মহাবলাদিঃ।

মহাবলামূলমহৌষধাভ্যাং।
ক্বাথোনিহন্যাদ্ বিষমজ্বরঞ্চ।
শীতং সকম্পং পরিদাহযুক্তং।
বিনাশয়েদ্‌দ্বিত্রি দিনপ্রযুক্তঃ ॥ ১২ ॥

মহাবলাদি ক্বাথ—গোরক্ষচাকুলের মূল ও শুণ্ঠী সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষক্বাথ ৮ তোলা। এই ক্বাথ ২।৩ দিবস পান করিলে, শীত কম্প ও দাহসমন্বিত বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১২ ॥

রাত্রিজ্বরে—গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচীমুস্তভূনিম্বং ধাত্রী ক্ষুদ্রা চ নাগরম্।
বিল্বাদিপঞ্চমূলঞ্চ কটুকেন্দ্রযবাসকম্
নিশাভবং জ্বরং বাতকফপিত্তসমুদ্ভবম্।
চিরোত্থং দ্বন্দ্বজং হন্তি সকনং মধুসংযুতম্ ॥ ১৩ ॥

রাত্রিজ্বরে গুড়ূচ্যাদি ক্বাথ—গুলঞ্চ, মুথা, চিরতা, আমলকী, কণ্টকারী, শুণ্ঠী, বিল্বাদি মহৎপঞ্চমূল, কট্‌কী, ইন্দ্রযব ও দুরালভা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট ২ তোলা, পাকার্থ জল অর্দ্ধসের, শেষক্বাথ অর্দ্ধপোয়া। এই ক্বাথ উপযুক্তপরিমাণে পিপুলচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বহুকালজাত বাতজ, পিত্তজ, কফজ ও দ্বন্দ্বজ রাত্রিজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩ ।

মুস্তাদিঃ।

মুস্তামলকগুড়ূচীবিশ্বৌষধকণ্টকারিকাক্বাথঃ।
পীতঃ সকণাচূর্ণঃসমধুর্বিষমজ্বরং হন্তি ॥ ১৪ ॥

মুস্তাদি ক্বাথ—মুথা, আমলকী, গুলঞ্চ, শুণ্ঠী ও কণ্টকারী এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট ২ তোলা, পাকার্থ—জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে পিপুলচূর্ণ ও মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

মধুকাদিঃ।

মধুকং চন্দনং মুস্তং ধাত্রী ধান্যমুশীরকম্।
ছিন্নোদ্ভবং পটোলঞ্চ ক্বাথঃ সমধুশর্করঃ ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সন্ততাদ্যং সুদারুণম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্ ॥১৫॥

মধুকাদি ক্বাথ—যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুথা, আমলকী, ধনিয়া, বেণার মূল, গুলঞ্চ ও পলতা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে মধু ও ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিকাদি অষ্টবিধ জ্বর ও সন্ততাদি বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৫ ॥

স্বল্পভার্গ্যাদিঃ।

ভার্গীব্দপর্পটক-ধান্য যবাসবিশ্ব-
ভূনিম্বকুষ্ঠকণাসিংহ্যমৃতাকষায়ঃ।
জীর্ণজ্বরংসততসন্ততকং নিহন্যা-
দন্যেদ্যুকং সতৃতীয়কচাতুর্থকঞ্চ ॥ ৭৬ ॥

স্বল্পভার্গ্যাদি পাচন—বামনহাটী, মুথা, ক্ষেত-পাপড়া, ধনিয়া, দুরালভা, শুণ্ঠী, চিরতা, কুড়, পিপুল, ব্যাকুড় ও গুলঞ্চ এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে মোট ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষক্কাথ ৮ তোলা। যথানিয়মে এই ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে জীর্ণজ্বর, সততজ্বর, সন্ততজ্বর, অন্যেদ্যুষ্ক জ্বর, তৃতীয়ক জ্বর ও চাতুর্থকজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ৭৬ ॥

মধ্যভার্গ্যাদিঃ।

ভার্গ্যব্দপর্পটকপুষ্করশৃঙ্গবের
পথ্যাকণাহ্বদশমূলকৃতঃ কষায়ঃ।
সদ্যো নিহন্তি বিষমজ্বরসন্নিপাত-
জীর্ণজ্বর-শ্বয়থু-শীতক বহ্নিসাদান্ ॥ ৭৭ ॥

মধ্য ভার্গ্যাদি পাচন—বামনহাটী, মুথা, ক্ষেতপাপড়া, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), শুণ্ঠী, হরীতকী, পিপুল ও দশমূল এই সকল পদার্থ সমভাগে মোট ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষক্কাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে সত্বই বিষম-জ্বর, সন্নিপাতজ্বর, জীর্ণজ্বর, শোথ, শীত ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয় ॥ ৭৭ ॥

বৃহদ্ভার্গ্যাদিঃ।

ভার্গী পথ্যা কটুঃ কুষ্ঠং পর্পটং মুস্তকং কণা।
অমৃতা দশমূলঞ্চনাগরং কাথয়েদ্ ভিষক্ ॥
হন্তি ধাতুগতং সর্ব্বং বহিঃস্থং শীতসংযুতম্।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মং শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥
এষ ভার্গ্যাদিকো নাম সর্ব্বজ্বরহরঃপরঃ ॥ ৭৮ ॥

বৃহৎ ভার্গ্যাদি পাচন—বামনহাটী, হরীতকী, কট্‌কী, কুড় ক্ষেতপাপড়া, মুথা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল ও শুণ্ঠি, এই সকল পদার্থ সমভাগে মোট ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্কাথ ৮ তোলা। এই ক্কাথ পান করিলে সর্ব্ব-প্রকার ধাতুগত বহিঃস্থ শীতসংযুক্ত জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম ও শোথ বিনষ্ট হয়। এই ভার্গ্যাদি নামক পাচন সর্ব্বজ্বরঘ্ন শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া জানিবে ॥ ৭৮ ॥

দাব্যাদিঃ।

দাসীদারুকলিঙ্গলোহিলতা-শ্যামাকপাঠাশঠী-
শৌণ্ড্যোশীরাতকুম্ভরকণা-ত্রায়ন্তিকাপদ্মকৈঃ।
বল্লীধান্যক নাগরাসরলৈঃ শ্রিগ্রু স্থুসিংহীশিবাঃ।
ব্যাঘ্রী পর্পটদর্ভমূলকটুকানন্তামৃতা-পুষ্করৈঃ ॥
ধাতুস্থং বিষমং ত্রিদোষজনিতঞ্চৈকাহিকং দ্ব্যাহিকং
কামৈঃ শোকসমুদ্ভবঞ্চ বিবিধং যং চর্দ্দিযুক্তং নৃণাম্।
পীতো হন্তি ক্ষয়োদ্ভবং সততকং চাতুর্থকং ভূতজং
যোগোঽয়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতো জীর্ণজ্বরে দুস্তরে ॥ ৭৯

দাব্যাদি পাচন—নীলঝিণ্টি, দেবদারু, ইন্দ্র-যব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্যামালতা, আকনাদী, শঠী, পিপুল, বেণারমূল, চিরতা, গজপিপুল, বলালতা, কাঠ, হাড়ভাঙ্গা, ধনে, শুণ্ঠি, সরলকাষ্ঠ, সজিনা-ছাল, বালা, বৃহতী, হরীতকী, কণ্টকারী, ক্ষেতপাপড়া, কুশের মূল, কট্‌কী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ ও পুষ্করমূল এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্কাথ ৮ তোলা। যথানিয়মে এই ক্কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে ধাতুগত বিষমজ্বর, ত্রিদোষ-জনিত জ্বর, ঐকাহিকজ্বর, দ্ব্যাহিকজ্বর, কাম-জ্বর, শোকজ্বর, বিবিধ বমিসংযুক্তজ্বর, ক্ষয়জ্বর, সতত জ্বর, চাতুর্থক জ্বর, ভূতজ্বর ও দারুণ দুস্তর জীর্ণজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭৯ ॥

দার্ব্ব্যাদিঃ।

দার্ব্বীকলিঙ্গ-মঞ্জিষ্ঠা ব্যাঘ্রীদারুগুড় চিকাঃ।
ভূধাত্রী পর্পটং শ্যামা তগরং কল্পিপিপ্পলী ॥
ক্ষুদ্রানিম্বং ঘনং ব্যাধির্ঘাতগরং পদ্মকং শঠী।
রামাটরুষঃ সরলং ত্রায়মাণাদ্বিসজ্ঞিকম্ ॥
ভূনিম্বারুষ্করংপাঠাকুশকটুকরোহিণী।
মাগধী ধান্যকংচেতি কাথংমধুযুতং পিবেৎ ॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপিশ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
দ্বন্দ্বজং বিষমং ঘোরং সতদাদ্যং সুদারুণম্ ॥

অন্তঃস্থঞ্চবহিঃস্থঞ্চ ধাতুস্থঞ্চ বিশেষতঃ।
সর্ব্বজ্বরং নিহন্ত্যাশু তথাচ দৈর্ঘ্যরাত্রিকং ॥
গ্রহণীমতিসারঞ্চ কাসং শ্বাসং সকামলম্।
শোষং হন্ত্যাত্তথা শোথং মন্দাগ্নিমরোচকম্ ॥
শূলমষ্টবিধংহন্তি প্রমেহানপি বিংশতিম্।
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃতঞ্চ হলীমকম্ ॥
পৃথগ্দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥ ৮০ ॥

দার্ব্ব্যাদি পাচন—দারুহরিদ্রা, দেবদারু, ইন্দ্রযব, মঞ্জিষ্ঠা, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, ভুঁই আমলা, ক্ষেতপাপড়া, শ্যামালতা, তগরপাদুকা, গজপিপুল, বৃহতী, নিমছাল, মুথা, কুড়, শুণ্ঠী, পদ্মকাষ্ঠ, শঠী, রামবাসক, সরলকাষ্ঠ, বলালতা, হাড়ভাঙ্গা, চিরতা, ভেলা, আকনাদী, কুশের মূল, কট্কী, পিপুল ও ধনে, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথানিয়মে এই পাচন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বাতিকজ্বর, পৈত্তিকজ্বর, শ্লৈষ্মিকজ্বর, সান্নিপাতিকজ্বর, দ্বন্দ্বজজ্বর, সততাদি সুদারুণ ঘোরতর বিষমজ্বর, অন্তর্গতজ্বর, বহির্গতজ্বর বিশেষতঃ ধাতুস্থজ্বর, সর্ব্বপ্রকার জ্বর, দৈর্ঘ্যরাত্রিক জ্বর, গ্রহণী, অতীসার, কাস, শ্বাস, কামলা, শোষ, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, অষ্টবিধ শূল, বিংশতিপ্রকার মেহ, প্লীহা, অগ্রমাংস, যকৃৎ, হলীমক (ন্যাবা) এবং সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর ইন্দ্রবজ্র কর্ত্তৃক বৃক্ষ বিনাশের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮০ ॥

অথ মূলিকাধারণাদয়ঃ প্রয়োগাঃ।
কাকজঙ্ঘা বলাশ্যামা ব্রহ্মদণ্ডী কৃতাঞ্জলিঃ ॥
পৃশ্নিপর্ণ্যপ্যপামার্গস্তথা ভৃঙ্গরাজোঽষ্টমঃ ॥
এষামন্যতমংমূলং পুষ্যেণোদ্ধৃত্যযত্নতঃ।
রক্তসূত্রেণ সংবেষ্ট্য বদ্ধমৈকাহিকং জয়েৎ ॥ ৮১ ॥

মূলিকাধারণাদি—কাকজঙ্ঘা (কেউন্নাঠুটী), বেড়েলা, শ্যামালতা, বামনহাটী, লজ্জাবতীলতা, চাকুলে, আপাং ও ভৃঙ্গরাজ, এই সকল বৃক্ষের যে কোন একটীর মূল পুষ্যানক্ষত্রে উত্তোলন পূর্ব্বক লালসূতা দ্বারা বেষ্টন করিয়া মস্তকে বাঁধিয়া দিলে ঐকাহিক বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় ॥৮১॥

অপামার্গজটা কট্যাং লোহিতৈঃ সপ্তভন্তুভিঃ
বদ্ধা বারে রবেস্তূর্ণং জ্বরং হন্তি তৃতীয়কম্ ॥ ৮২ ॥

অপামার্গের মূল রবিবারে ৭ সাতগাছি লালসূতা দ্বারা রোগীর কটিদেশে (কোমরে) বাঁধিয়া দিলে তৃতীয়ক বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ৮২ ॥

উলূকদক্ষিণং পক্ষং সিতসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
বন্ধয়েদ্ বামকর্ণে তু হরত্যৈকাহিকং জ্বরম্ ॥ ৮৩॥

হুতুমপেচার দক্ষিণপক্ষ সাদা সূতা দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক রোগীর বামকর্ণে বাঁধিয়া দিলে ঐকাহিক বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮৩ ॥

কর্কটস্য বিলোদ্ভূতমৃদা তত্তিলকং কৃতম্।
ঐকাহিকং জ্বরং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৮৪ ॥

কাঁকড়ার গর্ত্তের মাটী দ্বারা রোগীর কপালে তিলক করিয়া দিলে ঐকাহিক বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৮৪ ॥

কর্ণস্য মলজালেন বর্ত্তিং কৃত্বা প্রযত্নতঃ।
জ্বালয়েত্তিলতৈলেন কজ্জলং গ্রাহয়েচ্ছনৈঃ ॥
অঞ্জয়েন্নেত্রযুগলং ত্র্যাহিকজ্বরশান্তয়ে ॥ ৮৫ ॥

কর্ণের মল (ময়লা) তুলিয়া তদ্দ্বারা বর্ত্তি (সলিতা) প্রস্তুত করিয়া তিলতৈলের সহিত পোড়াইয়া কজ্জল (কাজল) করিয়া তদ্দ্বারা রোগীর চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে ত্র্যাহিক বিষম জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

গঙ্গায়া উত্তরে তীরে অপুত্রস্তাপসো মৃতঃ।
তস্মৈ তিলোদকং দদ্যাৎ মুঞ্চত্যৈকাহিকো জ্বরঃ ॥
এতন্মন্ত্রেণ অশ্বত্থপত্রহস্তঃ প্রতর্পয়েৎ ॥ ৮৬ ॥

"গঙ্গায়া......মুঞ্চত্যৈকাহিকো জ্বরঃ।" রোগী জ্বরের পালার দিনে এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অশ্বত্থের পাতা হাতে লইয়া তর্পণ করিলে ঐকাহিক বিষমজ্বর নিবারিত হয় ॥ ৮৬ ॥

ওঁ বাণযুদ্ধে মহাঘোরে দ্বাদশার্কসমপ্রভে।
জাতোঽংশৌ সুমহাবীর্য্যো মুঞ্চৈকাহিকোজ্বরঃ॥
লিখিত্বাশ্বত্থপত্রেতু বাহৌ মন্ত্রং প্রধাপয়েৎ॥ ৮৭॥

"ওঁ বাণযুদ্ধে মহাঘোরে ••••• মুঞ্চৈকাহিকোজ্বর॥" এই মন্ত্র অশ্বত্থের পাতায় লিখিয়া পাঠ পূর্ব্বক রোগীর বাহুতে ধারণ করাইলে ঐকাহিক বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৮৭॥

সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে দ্বিবিদো নাম বানরঃ।
ঐকাহিকং জ্বরং হন্তি লিখিতং যস্তু পশ্যতি॥ ৮৮॥

"সমুদ্রস্যোত্তরে তীরে দ্বিবিধো নাম বানরঃ।" এই মন্ত্রটী লিখিয়া রোগী দর্শন করিলে ঐকাহিক বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়॥ ৮৮॥

শ্বেতার্ককরবীরঞ্চ অশ্বিন্যাং মূলমুদ্ধরেৎ।
তণ্ডুলোদকপানেন পৃথক্ চাতুর্থনাশনম্॥ ৮৯॥

শ্বেত আকন্দের মূল অথবা করবীর মূল অশ্বিনীনক্ষত্রে উত্তোলন পূর্ব্বক তণ্ডুলোদক সহ পেষণ করিয়া সেবন করিলে চাতুর্থক বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ৮৯॥

শৈলূষগুলরজঃ পুরুষাসুরূপং শুক্লাজবৎস-সুরভী পয়সা নিপীতম্।
আদিত্যবারভবপালিদিনে নরাণাং চাতুর্থকং হরতি কষ্টমপি ক্ষণেন॥ ৯০॥

জ্বরের পালা রবিবারে পড়িলে, সেইদিনে বিশোধিত হরিতাল উপযুক্ত পরিমাণে শুক্লবর্ণা গাভীর দুধের সহিত সেবন করিলে অতিকষ্টজনক চাতুর্থক বিষম জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই জানিবে॥ ৯০॥

কৃষ্ণাম্বরবৃঢ়াবদ্ধগুগ্গুলুলুকপুচ্ছজঃ।
ধূপশ্চাতুর্থকং হন্তি তমঃ সূর্য্য ইবোদিতঃ॥
"ভৃঙ্গরাজাদি কৃষ্ণীকৃত-বস্ত্রবৃঢ়াবদ্ধঃ॥" ৯১॥

ভৃঙ্গরাজাদির রস দ্বারা একখানি কাপড় কৃষ্ণবর্ণ করিয়া, সেই কাপড়ে গুগ্গুলু ও হুতুম পেঁচার পুচ্ছ শক্তরূপে বাঁধিয়া নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে রাখিয়া, জ্বরের পালাদিনে রোগীর সর্ব্বাঙ্গে তাহার ধূম লাগাইবে। ইহা দ্বারা উদিত সূর্য্য কর্ত্তৃক অন্ধকার নাশের ন্যায় চাতুর্থক বিষম জ্বর নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৯১॥

শিরীষপুষ্পস্বরসো রজনীদ্বয়সংযুতঃ।
নস্যং সর্পিঃ সমাযোগাজ্জ্বরং চাতুর্থকং জয়েৎ॥
নস্যং চাতুর্থকং হন্তি রসো বাগস্ত্যপত্রজঃ॥ ৯২॥

(১) শিরীষফুলের রসের সহিত হরিদ্রা-চূর্ণ, দারুহরিদ্রাচূর্ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া, তাহার নস্য গ্রহণ করিলে চাতুর্থক বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) বকফুলের পাতার রসের নস্য গ্রহণ করিলে চাতুর্থক নামক বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ৯২॥

অম্লোটজসহস্রেণ দলেন সুকৃতাং পিবেৎ।
পেয়াং ঘৃতপ্লুতা জন্তুশ্চাতুর্থকহরীং ত্র্যহম্॥ ৯৩॥

১০০০ এক হাজার আমরুলপাতার কল্ক সহ পেয়া প্রস্তুত করতঃ ঘৃতপ্লুত করিয়া পান করিলে ৩ তিন দিনের মধ্যে চাতুর্থক নামক বিষমজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৯৩॥

কর্ম্ম সাধারণং জহ্যাৎ তৃতীয়কচাতুর্থকৌ।
আগন্তুরনুবন্ধোহি প্রায়শো বিষমজ্বরে॥ ৯৪॥

সাধারণ ক্রিয়া দ্বারা, অর্থাৎ বলি হোমাদি দৈবী ক্রিয়া এবং কষায়াদি ঔষধ প্রয়োগ এই দ্বিবিধ চিকিৎসা দ্বারা তৃতীয়ক ও চাতুর্থক বিষম জ্বর বিনষ্ট হয়। যেহেতু বিষমজ্বরে প্রায়ই আগন্তুক কারণের অর্থাৎ ভূতাদি আবেশের অনুবন্ধ থাকে॥ ৯৪॥

মূলং জয়ন্ত্যাঃ শিরসি ধৃতং সর্ব্বজ্বরাপহম্।
মূলকং কেশরাজস্য কৃত্বা তৎ তণ্ডুখণ্ডকম্।
আজ্য কৈঃ সহ ভুঞ্জীত সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্॥
কাকমাচীভবং মূলং কর্ণবদ্ধং নিশাজ্বরম্।
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো যথা সূর্য্যোদয়স্তমঃ॥ ৯৫॥

(১) জয়ন্তীর মূল মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

(২) কেস্তুর্য্যার মূল ৭ সাত খণ্ড করিয়া প্রত্যহ এক এক খণ্ড আহারের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৩) কাকমাচীরমূল কর্ণে বাঁধিয়া রাখিলে, সূর্য্যোদয় অন্ধকার বিনাশের ন্যায়, রাত্রিজ্বর নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ৯৫॥

ওঁ নমো ভগবতে ছিন্দি ছিন্দি অমুকস্য জ্বরস্য শিরঃ
প্রজ্বলিতপরশুপাণয়ে পুরুষায় ফট্।
এতন্মন্ত্রস্য ধারণাৎ জ্বরঃ সর্ব্বো বিনশ্যতি।
ওঁ বিদ্যুদানন হ্রীং ফট্ স্বাহা। এতন্মন্ত্রং তাম্বুলীপত্রে
চূর্ণলিপ্তে লিখিত্বা তৎপত্রং সংচর্ব্ব্য ভক্ষয়িত্বা দিনত্রয়া-
ভ্যন্তরে জ্বরশান্তির্ভবতি।
সোমং সানুচরং দেবং সমাতৃগণমীশ্বরম্।
পূজয়ন্ প্রযতঃ শীঘ্রং মুচ্যতে বিষমজ্বরাৎ॥
বিষ্ণুং সহস্রমূর্দ্ধানং চরাচরপতিং বিভুম্।
স্তুবন্ নাম সহস্রেণ জ্বরান্ সর্ব্বান্ ব্যপোহতি॥
ব্রহ্মাণমশ্বিনাবিন্দ্রং হুতভক্ষং হিমাচলম্।
গঙ্গাং মরুদ্গণাংশ্চেষ্টান্ পূজয়ন্ জয়তি জ্বরম্॥
ভক্ত্যা মাতুঃ পিতুশ্চৈব গুরূণাং পূজনেন চ।
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা পুরাণশ্রবণেন চ॥
জপহোমপ্রদানেন সত্যেন নিয়মেন চ।
জ্বরাদ্বিমুচ্যতে শীঘ্রং সাধুনাং দর্শনেন চ॥ ৯৬॥

(১) "ওঁ নমো ভগবতে ছিন্দি ছিন্দি অমুকস্য (রোগীর নাম হইবে, অর্থাৎ যেমন রামদাসস্য, হরিদাসস্য ইত্যাদি। জ্বরস্য শিরঃ প্রজ্বলিত পরশুপাণয়ে পুরুষায় ফট্।" এই মন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে আলতাদ্বারা লিখিয়া অঙ্গে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) "ওঁ বিদ্যুদানন হ্রীং ফট্ স্বাহা।" এই মন্ত্র পাণে চূণ দ্বারা লিখিয়া ঐ পাণটি চিবাইয়া ভক্ষণ করিলে ৩ তিন দিনের মধ্যে জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৩) সংযত হইয়া উমা ও নন্দী প্রভৃতি অনুচরগণ ও মাতৃকাগণের সহিত উমাপতি ঈশ্বরের পূজা করিলে শীঘ্রই সর্ব্বপ্রকার জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করা যায় জানিবে।

(৪) সহস্রশিরাঃ চরাচরপতি বিভু বিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠপূর্ব্বক স্তব করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৫) ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্র, অগ্নি, হিমগিরি, গঙ্গা ও মরুদগণের পূজা করিলে জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৬) মাতাপিতার প্রতি ভক্তি, গুরুজনের, ব্রহ্মচর্য্য, তপঃ, পুরাণশ্রবণ, জপহোম, সত্যনিয়ম ও সাধুদর্শন দ্বারা শীঘ্রই জ্বর হইতে মুক্তিলাভ করা যায়॥ ৯৬॥

অথঃ ধূপঃ।

অষ্টাঙ্গ ধূপঃ।

পলঙ্কষা নিম্বপত্রং বচা কুষ্ঠং হরীতকী।
সযবাঃ সর্ষপাঃ সর্পির্ধূপনং জ্বরনাশনম্॥ ৯৭॥

অষ্টাঙ্গ ধূপ—গুগ্গুলু, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী, যব, সরিষা ও ঘৃত, অগ্নিসংযোগে ইহাদের ধূপ প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৯৭॥

অপরাজিতধূপঃ।

পুরধ্যামবচাসর্জ্জনিম্বার্কাগুরুদারুভিঃ।
সর্ব্বজ্বরহরো ধূপঃ কার্য্যোঽয়মপরাজিতঃ॥ ৯৮॥

অপরাজিত ধূপ—গুগ্গুলু, গন্ধতৃণ, বচ, ধুনা, নিমপাতা, আকন্দের পাতা, অগুরুকাষ্ঠ ও দেবদারুকাষ্ঠ, অগ্নিসংযোগে ইহাদের ধূপ প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়॥ ৯৮॥

মাহেশ্বরধূপঃ।

হিঙ্গুলং দেবকাষ্ঠঞ্চ শ্রীবেষ্টং ঘৃতমেব চ।
গব্যাস্থীনি তথা ধ্যানং নির্ম্মাল্যং কটুরোহিণী।
সর্ষপং নিম্বপত্রাণি পিচ্ছাহিকঞ্চুকং তথা।
মার্জ্জারবিষ্ঠা গোশৃঙ্গং মদনস্য ফলানি চ॥
দ্বে বৃহত্যৌ বচা চৈব কার্পাসাস্থিতুষাস্তথা।
ছাগগোমায়ুবিট্ চৈব হস্তিদন্তস্তথৈব চ॥
এতৎ সর্ব্বং সমাহৃত্য ছাগমূত্রেণ ভাবয়েৎ।
উদূখলে তু সংক্ষুণ্ণ স্থাপয়েন্ময়ে শুভে।

আণমাত্রেণ ধূমোহয়ং দীয়তে দীয়তে যত্র বেশ্মনি।
ন তত্র সর্পাস্তিষ্ঠন্তি ন পিশাচাঃ ন রাক্ষসাঃ।
এষ মাহেশ্বরো ধূপঃ সর্ব্বজ্বর-বিনাশনঃ ॥
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চাতুর্থকম্।
এবমাদীন্ জ্বরান্ সর্ব্বান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥
ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় উমাপতয়ে সম্পন্নায়
নন্দিকেশ্বরায়।"

ইতি মন্ত্রেণাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৯৯ ॥

মাহেশ্বর ধূপ—হিঙ্গুল, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, ঘৃত, গোহাড়, গন্ধতৃণ, শিববিক্ষস্ত, কট্‌কী, সরিষা, নিমপাতা, ময়ূরপুচ্ছ, সাপের খোলস, বিড়ালের বিষ্ঠা, গোশৃঙ্গ, মদনফল, বৃহতী, কণ্টকারী, বচ, কার্পাসের আঠি, তুষ, ছাগলেরনাদি শৃগালের গু ও হাতীর দাঁত, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ছাগমূত্রে ভাবনাদি খলেবাটিয়া একটী বিশুদ্ধ মাটীর পাত্রে রাখিয়া দিবে। অনন্তর "ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় উমাপতয়ে সম্পন্নায় নন্দিকেশ্বরায়।" এই মন্ত্র, দ্বারা উহার ধূম অভিমন্ত্রিত করিয়া যে গৃহে প্রয়োগ করা যায়, তাহার গন্ধ পাইলেই সর্প, পিশাচ ও রাক্ষস সকল সেই গৃহ পরিত্যাগ করে। এই মাহেশ্বর ধূপ দ্বারা ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক প্রভৃতি সকলপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯৯ ॥

জ্বরাঃ কষায়ৈর্ব্বমনৈর্লঙ্ঘনৈর্লঘুভোজনৈঃ।
রুক্ষস্ত যেন শাম্যন্তি সর্পিস্তেষাং ভিষগ্ জিতম্।
নির্দ্দশাহমপি জ্ঞাত্বা কফোত্তরমলঙ্ঘিতম্।
ন সর্পিঃ পায়য়েৎ প্রাজ্ঞঃ শমনৈস্তমুপাচরেৎ।
যাবল্লঘুত্বমশনং দদ্যান্মাংসরসেন তু।
বলং হ্যলং নিগ্রহায় দোষাণাং বলকৃচ্চ তৎ ॥
মাংসার্থমেণলাবাদীন্ যুক্ত্যা দদ্যাদ্বিচক্ষণঃ।
কুক্কুটাংশ্চ ময়ূরাংশ্চ তিত্তিরিক্রৌঞ্চবর্ত্তকান্ ॥
গুরূষ্ণত্বান্ন শংসন্তি জ্বরে কেচিচ্চিকিৎসকাঃ।
লঙ্ঘনেনানিলবলং জ্বরে যদ্যধিকং ভবেৎ।
ভিষঙ্মাত্রাবিকল্পজ্ঞো দদ্যাত্তানপি কালবিৎ ॥ ১০০ ॥

কষায়, বমন, লঙ্ঘন ও লঘু আহার দ্বারা যে সকল জ্বর প্রশমিত হয় না, অথচ রোগীর শরীর দেহ রুক্ষ হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, সেই সকল জ্বর ঘৃত সেবন দ্বারা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু কষায় প্রভৃতি দ্বারা দেহ রুক্ষ না হইলে কদাচ ঘৃত প্রয়োগ করিবে না। যদিও জ্বরের আরম্ভদিন হইতে ১০ দশদিন গত হইলে ঘৃত প্রয়োগের বিধান অজ্ঞাত, কিন্তু কফ, প্রবল থাকিলে, এবং দোষের আধিক্যপ্রযুক্ত লঙ্ঘনের সম্পূর্ণ ফল প্রকাশ না পাইলে, তদবস্থায় ১০ দশদিন অতীত হইলেও যতদিন দোষের লঘুতা ও দেহের রুক্ষতা না জন্মিবে, ততদিন পর্য্যন্ত কোন মতে ঘৃত প্রয়োগ না করিয়া, বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক সংকামন ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিবেন। এবং দশ দিনগতে ও কফের প্রাবল্য থাকিলে ও লঙ্ঘনের ফল সম্যক্ প্রকাশ না পাইলে তদবস্থায় রোগীকে মাংসরসের সহিত আহার করিতে দিবে। যেহেতু মাংসরস অতীব বলকারকহেতু তদ্দ্বারা বল জন্মিয়া দোষের হ্রাস হইয়া থাকে জানিবে।

বিচক্ষণ চিকিৎসক জ্বরে হরিণ লবাদি পক্ষী মাংসের রস, যূষাদি প্রয়োগ করিবে। কোন কোন চিকিৎসক কুকুড়া, ময়ূর, তিত্তির পাখী, কোঁচবক ও বটের পাক্ষর মাংস ও গুরুপাক ও উষ্ণবীর্য্য বলিয়া জ্বরে সুপথ্য বোধ করেন না। যদি লঙ্ঘন দ্বারা অত্যন্তবায়ু প্রবল হয়, তাহাহইলে বিচক্ষণ ভিগক্ নানাপ্রকার কল্পনা দ্বারা মাংসপ্রস্তুত করিয়া জ্বররোগীকে সেবন করিতে দিবেন ॥ ১০০ ॥

পিপ্পল্যাদ্যং ঘৃতং।

পিপ্পল্যশ্চন্দনং মুস্তমুশীরং কটুরোহিণী।
কলিঙ্গকাস্তামলকী শারিবাতিবিষা স্থিরা ॥
দ্রাক্ষাবলকবিম্বানি ত্রায়মাণা নিদিগ্ধিকা।
সিদ্ধমেতদ্ঘৃতং সদ্যো জ্বরং জীর্ণমপোহতি
ক্ষয়ং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ শিরঃশূলমরোচকম্।
অঙ্গাভিতাপমগ্নিঞ্চ বিষমং সংনিয়চ্ছতি
পিপ্পল্যাদ্যমিদং কাপি তন্ত্রে ক্ষীরেণ পচ্যতে।
যত্রাধিকরণেনোক্তির্গণে স্যাৎ স্নেহসবিধৌ ॥

তত্রৈব কল্কনির্য্যূহাবিষ্যেতে স্নেহবেদিনা।
এতদ্বাক্যবলেনৈব কল্কসাধ্যপরং ঘৃতং ॥
জলস্নেহৌষধানাঞ্চ প্রমাণং যত্র নেরিতম্।
তত্র স্যাদৌষধাৎ স্নেহঃ স্নেহাত্তোয়ং চতুর্গুণম্।
দ্রবকার্য্যেঽপ্যনুক্তে চ সর্ব্বত্র সলিলং মতম্॥
ঘৃততৈলগুড়াদীংশ্চ নৈকাহাদবতারয়েৎ।
ব্যুষিতাস্তু প্রকুর্ব্বন্তি বিশেষেণ গুণান্ যতঃ॥
স্নেহকল্কো যদাঙ্গুল্যা বর্ত্তিতো বর্ত্তিবদ্ভবেৎ।
বহ্নৌ ক্ষিপ্তে চ নো শব্দস্তদা সিদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ॥
শব্দস্যোপরমে প্রাপ্তে ফেনস্যোপরমে তথা।
গন্ধবর্ণরসাদীনাং সম্পত্তৌ সিদ্ধিমাদিশেৎ॥ ১০১॥

শেষপাকের লক্ষণ—স্নেহ দ্রব্যের কল্ক (সিটে) অঙ্গুলি দ্বারা পাকাইলে যদ্যপি বাত্তির স্থায় হয় এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যদ্যপি কোন শব্দ না হইয়া জ্বলিতে থাকে, তাহা হইলে পাক শেষ হইয়াছে জানিবে। পরন্তু স্নেহ পাক করিবার সময়ে যেরূপ শব্দ ও ফেনা উত্থিত হয়, সেই শব্দ ও ফেনার নিবৃত্তি হইলে এবং স্নেহে প্রদত্ত দ্রব্য সমূহের গন্ধ, বর্ণ ও স্বাদ প্রকৃত রূপ পাওয়া যাইলে, পাক শেষ হইয়াছে জানিবে॥ ১০১

পিপ্‌পল্যাদ্য ঘৃত—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের। পাকার্থজল ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ—পিপুল, রক্তচন্দন, মুথা, বেণারমূল, কটকী, ইন্দ্রযব, ভুঁইআমলা, অনন্তমূল, আতইস, শালপানী, কিসমিস, আমলকী, বেলমূলের ছাল, বলালতা ও কণ্টকারী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট /১ একসের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাকপূর্ব্বক প্রত্যহ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে জীর্ণজ্বর, ক্ষয়, শ্বাস, হিক্কা, শিরঃশূল, অরুচি, অঙ্গাভিতাপ ও অগ্নির বৈষম্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। কোন গ্রন্থে এই পিপ্‌পল্যাদ্য ঘৃত দুগ্ধের সহিত পাক করিবার ব্যবস্থা আছে।

যে অধিকারে স্নেহ বিধিতে কোন গণের উক্তি থাকে না, সেইস্থানে স্নেহবেদীরা কল্ক ও কাথ উভয়েরই প্রয়োগ বিধান করেন, এই কল্কের বলানুসারে এই পিপ্‌পল্যাদ্য ঘৃত কেবল কল্ক দ্বারাই পাক করিতে হইবে। যে স্থলে জল স্নেহ ও ঔষধের (কল্কদ্রব্যের) পরিমাণ উক্ত থাকে না, সেই স্থলে ঔষধের চতুর্গুণ স্নেহ দ্রব্য এবং স্নেহের চতুর্গুণ জল দিতে হইবে। যেখানে দ্রবপদার্থের কোন উল্লেখ থাকে, সেখানে স্নেহপাকে জল প্রয়োগ করিতে হইবে।

ঘৃত, তৈল ও গুড়াদির পাক একদিনে শেষ করিবে না। কারণ বাসি হইলে উহা বিশেষ গুণশালী হয়।

ক্ষীরষট্‌পলকং ঘৃতম্।

পঞ্চকোলৈঃ সসিন্ধূত্থৈঃ পলিকৈঃ পয়সা সমম্।
সর্পিঃ প্রস্থং শৃতং প্লীহবিষমজ্বরগুল্মনুৎ।
অত্র দ্রবান্তরেঽনুক্তে ক্ষীরমেব চতুর্গুণম্।
দ্রবান্তরেণ যোগে হি ক্ষীরং স্নেহসমং ভবেৎ॥ ১০২॥

ক্ষীরষট্‌পলক-ঘৃত—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের। গব্যদুগ্ধ ১৬ ষোলসের। পঞ্চকোল ও সৈন্ধবলবণ প্রত্যেক ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে প্লীহা, বিষমজ্বর ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়।

এই ক্ষীরষট্‌পলক ঘৃতে অন্য তরলদ্রব্যের উল্লেখ না থাকায় দুগ্ধ চতুর্গুণ অর্থাৎ ১৬ ষোল পরিমাণ দিতে হইল। যেহেতু উক্ত আছে যে, অন্য তরলদ্রব্যের উল্লেখ না থাকিলে দুগ্ধ স্নেহের চতুর্গুণ দিতে হয় এবং অন্য তরল পদার্থের উল্লেখ থাকিলে দুগ্ধ স্নেহদ্রব্যের সমান দিতে হয়॥ ১০২॥

দশমূলষট্‌পলকং ঘৃতম্।

দশমূলীরসে সর্পিঃ সক্ষীরে পঞ্চকোলকৈঃ।
সক্ষারৈর্হন্তি তৎসিদ্ধং জ্বরকাসাগ্নিমন্দতাঃ।
বাতপিত্তকফব্যাধীন্ প্লীহানঞ্চাপি পাণ্ডুতাম্॥ ১০৩॥

দশমূল ষট্‌পলক ঘৃত—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের। দশমূলের কাথ ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ পঞ্চকোল ও যবক্ষার প্রত্যেক ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক করিয়া প্রতিদিন উপ-

যুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে জ্বর, কাস, অগ্নি-মান্দ্য, বাতরোগ, পিত্তরোগ, কফ, প্লীহা ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১০৩ ॥

জ্বরে পেয়াঃ কষায়াশ্চ সর্পিঃ ক্ষীরং বিরেচনম্।
ষড়হে ষড়হে দেয়ং কালং বীক্ষ্যাময়স্য চ ॥ ১০৪ ॥

কাল (ঋতু) ও রোগ বিবেচনা পূর্ব্বক জ্বরে প্রত্যেক ৬ ছয়দিন অন্তর পেয়া, কষায়, ঘৃত, দুগ্ধ ও বিরেচন (জোলাপ) প্রয়োগ করিবে ॥১০৪॥

জ্বরিভ্যো বহুদোষেভ্যঃ ঊর্দ্ধঞ্চাধশ্চ বুদ্ধিমান্।
দদ্যাৎ সংশোধনং কালে কল্পে যদুপদেক্ষ্যতে ॥১০৫॥

বহুদোষ বিশিষ্ট জ্বর-রোগীকে চরকের কল্প স্থানে কথিত বিধানানুসারে বুদ্ধিমান্ চিকিৎসক ঊর্দ্ধ ও অধ এই উভয়বিধ সংশোধন (বমন ও বিরেচন) প্রয়োগ করিবে ॥ ১০৫ ॥

মদনং পিপ্পলীভির্ব্বা কলিঙ্গৈর্ম্মধুকেন বা।
যুক্তমুষ্ণাম্বুনা পেয়ং বমনং জ্বরশান্তয়ে ॥ ১০৬ ॥

কফজ্বরে পিপুলসহ মদনফল, পিত্তশোষ জ্বরে ইন্দ্রযবের সহিত মদনফল এবং পিত্তজ্বরে যষ্টি-মধুর সহিত মদনফল দ্বারা বমন প্রয়োগ করিলে জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১০৬ ॥

আরগ্বধং বা পয়সা মৃদ্বীকানাং রসেন বা।
ত্রিবৃতাং ত্রায়মাণাং বা পয়সা জ্বরিতঃ পিবেৎ ॥১০৭॥

জ্বররোগী বিরেচনার্থ দুগ্ধসহ অথবা কিস-মিসের কাথের সহিত সোদালের আঠা সেবন করিবে; অথবা দুগ্ধের সহিত তেউড়ীচূর্ণ বা বলালতাচূর্ণ সেবন করিবে ॥ ১০৭ ॥

জ্বরক্ষীণস্য ন হিতং বমনং ন বিরেচনম্।
কামন্তু পয়সা তস্য নিরূহৈর্ব্বা হরেন্মলান্ ॥
প্রয়োজয়েৎ জ্বরহরান্ নিরূহান্ সানুবাসনান্ ॥
পক্বাশয়গতে দোষে বক্ষ্যন্তে যেন সিদ্ধিষু ॥ ১০৮ ॥

জ্বররোগী ক্ষীণ হইলে, তাহার পক্ষে বমন ও বিরেচন উভয়ই নিষিদ্ধ। কিন্তু তাহাকে নিতান্তই বিরেচন দিবার আবশ্যক হইলে, তাহাকে অধিক পরিমাণে গরম দুগ্ধ পান করাইয়া, অথবা নিরূহবস্তি (পিচকারী) প্রয়োগ করিয়া দাস্ত করাইবে। দোষ পক্বাশয় গত হইলে সিদ্ধিস্থানে কথিত বিধানানুসারে জ্বরনাশক নিরূহণ ও অনুবাসন ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ১০৮ ॥

গৌরবে শিরসঃ শূলে বিবদ্ধেষ্বিন্দ্রিয়েষুচ।
জীর্ণজ্বরে রুচিকরং দদ্যাচ্ছীর্ষবিরেচনম্ ॥ ১০৯ ॥

জীর্ণজ্বরে মস্তক ভার ও বেদনাবিশিষ্ট ও ইন্দ্রিয়-সমূহ বিবদ্ধ হইলে, তদবস্থায় শিরো-বিরেচন (নস্য) প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা রুচিও জন্মে ॥ ১০৯ ॥

দুগ্ধপ্রকরণম্।

জীর্ণজ্বরে কফে ক্ষীণে ক্ষীরং স্যাদমৃতোপমম্।
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধন্তি মানবম্ ॥
চতুর্গুণেনাম্ভসা চ শৃতং জ্বরহরং পয়ঃ।
ধারোষ্ণং বা পয়ঃ শীতং পীতং সদ্যোজ্বরং জয়েৎ ॥১১০

দুগ্ধপ্রকরণ—জীর্ণজ্বরে কফের ক্ষীণাবস্থায় দুগ্ধ অমৃতের ন্যায় উপকারী এবং তরুণজ্বরে দুগ্ধ বিষের ন্যায় অপকারী হয়।

চতুর্গুণ জলের সহিত পাক করা দুগ্ধ জ্বর-নাশক বলিয়া জানিবে। ধারোষ্ণ দুগ্ধ বা শীতল দুগ্ধ দ্বারা সদ্যই জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১০ ॥

জীর্ণজ্বরাণাং সর্ব্বেষাং পয়ঃ প্রশমনং পরম্।
পেয়ং তদুষ্ণং শীতং বা যথাস্বমৌষধৈঃ শৃতম্ ॥ ১১১ ॥

যথোপযুক্ত ঔষধ সহ পাক করা উষ্ণ অথবা শীতল দুগ্ধ সর্ব্বপ্রকার জীর্ণজ্বরের পক্ষে বিশেষ হিতসাধক বলিয়া জানিবে ॥ ১১১ ॥

কাসাৎ শ্বাসাৎ শিরঃশূলাৎ পার্শ্বশূলাচ্চিরজ্বরাৎ।
মুচ্যতে জ্বরিতঃ পীত্বা পঞ্চমূলীশৃতং পয়ঃ ॥ ১১২ ॥

জ্বররোগী স্বল্পপঞ্চমূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে কাস, শ্বাস, শিরঃপীড়া, পার্শ্বশূল ও চিরজ্বর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ১১২ ॥

দ্রব্যাদষ্টগুণং ক্ষীরং ক্ষীরাত্তোয়ং চতুর্গুণম্।
ক্ষীরাবশেষঃ কর্ত্তব্যঃ ক্ষীরপাকেত্বয়ং বিধিঃ ॥ ১১৩ ॥

দুগ্ধপাকের নিয়ম—দুগ্ধপাক করিতে হইলে ঔষধের ৮ আটগুণ দুগ্ধ ও দুগ্ধের ৪ চারিগুণ

জল লইতে হয়। এবং দুগ্ধাবশিষ্ট রাখিয়া পাক শেষ করিয়া লইতে হয়। সর্ব্বত্র দুগ্ধ-পাকের এই নিয়ম জানিবে ॥ ১১৩ ॥

ত্রিকণ্টকবলাব্যাঘ্রী-গুড়নাগরসাধিতম্।
বর্চ্চোমূত্রবিবন্ধঘ্নং শোথজ্বর হরং পয়ঃ ॥ ১১৪ ॥

গোক্ষুর, বেড়েলা, কণ্টকারী ও শুণ্ঠী মিলিত ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা, যথাবিধানে দুগ্ধ পাক করিয়া তাহাতে ।০ অর্দ্ধ-তোলা ইক্ষুগুড় প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মল-মূত্রের বদ্ধতা, শোথ ও জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ১১৪ ॥

বৃশ্চীরবিল্ববর্ষাভূ-পয়শ্চোদকমেব চ।
পচেৎ ক্ষীরাবশিষ্টন্তু তদ্ধি সর্ব্বজ্বরাপহম্ ॥ ১১৫ ॥

শ্বেতপুনর্নবা, বেলমূলের ছাল ও রক্তপুনর্নবা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা। যথাবিধানে দুগ্ধা-বশিষ্ট পাক করিয়া পান করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১১৫ ॥

শীতং বোষ্ণং জ্বরে ক্ষীরং যথাস্বমৌষধৈঃ শৃতম্।
এরণ্ডমূলসিদ্ধং বা জ্বরে সপরিকর্ত্তিকে ॥ ১১৬ ॥

জ্বরে গুহ্যদেশে কর্ত্তনবৎ বেদনা থাকিলে যথোপযুক্ত ঔষধের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া উষ্ণ বা শীতল অবস্থায় কিংবা ভেরেণ্ডামূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া তাহা উষ্ণ বা শীতল করিয়া রোগীকে পান করাইলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে জানিবে ॥ ১১৬ ॥

অথ চূর্ণপ্রকরণম্।

সুদর্শনচূর্ণম্।

কালীয়কন্তু রজনী দেবদারু বচা ঘনম্।
অভয়া ধন্বযাসশ্চ শৃঙ্গী ক্ষুদ্রা মহৌষধম্ ॥
ত্রায়ন্তী পর্পটং নিম্বং গ্রন্থিকং বালকং শঠী।
পৌষ্করং মাগধী মূর্ব্বা কুটজং মধুযষ্টিকা ॥
শিগ্রূৎপলং সেন্দ্রযবং বরী দার্ব্বী সুচন্দনম্।
পদ্মকং সরলোশীরং ত্বচং সৌরাষ্ট্রিকা স্থিরা।
যমান্যতিবিষা বিল্বং মরিচং গন্ধপত্রকম্।
ধাত্রী গুড়ূচী কটুকং সুচিত্রকপটোলকম্ ॥
কলসী চৈব সর্ব্বাণি সমভাগানি কারয়েৎ।
সর্ব্বদ্রব্যস্য সার্দ্ধন্তু কৈরাতং সংপ্রকল্পয়েৎ ॥
পৃথগ্ দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।
প্রাকৃতং বৈকৃতঞ্চৈব সৌম্যং তীক্ষ্ণমথাপি বা ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা ॥
নানাদোষোদ্ভবঞ্চৈব বারিদোষভবং তথা।
বিরুদ্ধভেষজভবং জ্বরমাশু ব্যপোহতি।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মং হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ ॥
যথা সুদর্শনং চক্রং দানবানাং নিসূদনম্।
তথা জ্বরাণাং সর্ব্বেষামিদমেব নিগদ্যতে ॥ ১১৭ ॥

সুদর্শনচূর্ণ—কৃষ্ণ অগুরুচন্দন, হরিদ্রা, দেব-দারু, বচ, মুথা, হরীতকী, দুরালভা, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, কণ্টকারী, শুণ্ঠী, বলালতা, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, পিপুলমূল, বালা, শটী, পুষ্করমূল, (অভাবে কুড়), পিপুল, সূচমুখী, কুড়চি, যষ্টি-মধু, সজিনামূলের ছাল, নীলোৎপল, ইন্দ্রযব, শতাবরী, দারুহরিদ্রা, শ্বেতচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, সরলকাষ্ঠ, বেণারমূল, দারুচিনি, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, শালপানী, যমানী, আতইচ, বেলমূলের ছাল, মরিচ, গন্ধভাদালিয়া, আমলকী, কট্‌কী, গুলঞ্চ, চিতা, পলতা ও চাকুলে, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ একভাগ, এবং সমস্ত দ্রব্যের অর্দ্ধেক চিরতাচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে বাত-জ্বর, পিত্তজ্বর, কফজ্বর, সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর, প্রাকৃতজ্বর, বৈকৃতজ্বর, সৌম্যজ্বর, তীক্ষ্ণজ্বর, অন্তর্গতজ্বর, বহিঃস্থজ্বর, নিরামজ্বর, সামজ্বর, সাধ্য ও অসাধ্য অষ্টবিধ জ্বর, নানাদোষ জাত জ্বর, জলদোষজজ্বর, বিরুদ্ধ ঔষধজাতজ্বর এবং প্লীহা, যকৃৎ ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়। অসুর-কুলনাশক সুদর্শন চক্রের ন্যায় এই সুদর্শন চূর্ণ ঔষধ সর্ব্বপ্রকার জ্বরের বিনাশক বলিয়া জানিবে ॥ ১১৭ ॥

জ্বরভৈরবচূর্ণম্।

নাগরং ত্রায়মাণা চ পিচুমর্দ্দং দুরালভা।
পথ্যা মুস্তং বচা দারু ব্যাঘ্রী শৃঙ্গী শতাবরী ॥

পর্পটং পিপ্পলীমূলং বিশালা পুষ্করং শঠী।
মূর্ব্বা কৃষ্ণা হরিদ্রে দ্বে লোধ্রচন্দনমুস্তকম্
কুটজস্য ফলং বক্রং যষ্টিমধুকচিত্রকম্।
শোভাঞ্জনং বলা চাতিবিষা চ কটুরোহিণী॥
মুষলী পদ্মকাষ্ঠঞ্চ যবানী শালপর্ণিকা।
মরিচং চামৃতা বিল্বং বালং পঞ্চস্তু পর্পটী॥
তেজপত্রং ত্বচং ধাত্রী পৃশ্নিপর্ণী পটোলকম্
গন্ধকং পারদং লৌহমভ্রকঞ্চ মনঃশিলা॥
এতেষাং সমভাগেন চূর্ণমেব বিনির্দ্দিশেৎ।
তদৰ্দ্ধং প্রক্ষিপেত্তত্র চূর্ণং ভূনিম্বসম্ভবম্॥
মাত্রামস্য প্রযুঞ্জীত দৃষ্ট্বা দোষবলাবলম্।
চূর্ণং ভৈরবসংজ্ঞস্তু জ্বরান্ হন্তি ন সংশয়ঃ॥
পৃথগ্‌দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।
দ্বন্দ্বজান্ সান্নিপাতোত্থান্ মানসানপি নাশয়েৎ॥
প্রাকৃতং বৈকৃতঞ্চৈব সৌম্যং তীক্ষ্ণমথাপি বা॥
অন্তর্গতং বহিঃস্থঞ্চ নিরামং সামমেবচ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ।
নানাদোষোদ্ভবঞ্চৈব বারিদোষভবং তথা॥
বিরুদ্ধভেষজভবং জ্বরমাশু ব্যপোহতি।
অগ্নিমান্দ্যং যকৃৎ প্লীহপাণ্ডুরোগমরোচকম্॥
উদরাণ্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ রক্তপিত্তং ত্বগাময়ম্।
শ্বয়থুঞ্চ শিরঃশূলং বাতাময়রুজাপহান্।
জ্বরভৈরবসংজ্ঞস্তু ভৈরবেণ কৃতং শুভম্॥ ১১৮॥

জ্বর-ভৈরব চূর্ণ—শুণ্ঠী, বলালতা, নিমছাল, দুরালভা, হরীতকী, মুথা, বচ, দেবদারু, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শতাবরী, ক্ষেতপাপড়া, পিপুলমূল, রাখাল শশার মূল, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), শঠী, স্বচমুখী, পিপুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঝাটপারুল, ইন্দ্রযব, কুড়চি-ছাল, যষ্টিমধু, চিতা, সজিনামূলের ছাল, বেড়েলা, আতইচ, কট্‌কী, তালমূলী, পদ্মকাষ্ঠ, যোয়ান, শালপানী, মরিচ, গুলঞ্চ, বেলমূলের ছাল, বালা, পঞ্চপর্পটী (কাদার সর), তেজপাত, দারুচিনি, আমলকী, চাকুলে, পলতা, গন্ধক, পারদ, লৌহ, অভ্র ও মনঃশিলা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং সমস্ত চূর্ণের অর্দ্ধেক চিরতাচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ দোষের বলাবলানুসারে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে বাতজ্বর, পিত্তজ্বর, কফজ্বর, সর্ব্ববিধ বিষমজ্বর, বাতপৈত্তিকজ্বর, পিত্তশ্লৈষ্মিক জ্বর, বাতশ্লেষ্মজ্বর, সান্নিপাতিকজ্বর, মানসিক জ্বর, প্রাকৃতজ্বর, বৈকৃতজ্বর, সৌম্যজ্বর, তীক্ষ্ণজ্বর, অন্তর্গতজ্বর, বহিঃস্থজ্বর, নিরামজ্বর, সামজ্বর, সাধ্য ও অসাধ্য অষ্টবিধ জ্বর, নানাদোষজ জ্বর, জলদোষজাত জ্বর, বিরুদ্ধ ঔষধজাত জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, যকৃৎ, প্লীহা, পাণ্ডুরোগ, অরুচি, উদররোগ, অন্ত্রবৃদ্ধি, রক্তপিত্ত, চর্ম্মরোগ, শোথ, শিরঃপীড়া ও বাতব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই জ্বরভৈরব চূর্ণ নামক ঔষধ পুরাকালে ভৈরব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে॥ ১১৮॥

জ্বরনাগময়ুর চূর্ণম্।

লৌহাভ্রটঙ্গনং তাম্রং তালকং বঙ্গমেবচ।
শুদ্ধসূতং গন্ধকঞ্চ শিগ্রুবীজং ফলত্রিকম্।
চন্দনাতিবিষা পাঠা বচা চ রজনীদ্বয়ম্।
উশীরং চিত্রকং দেবকাষ্ঠঞ্চ সপটোলকম্
জীবকর্ষভকাজাজ্যস্তালীশং বংশলোচনা।
কণ্টকার্য্যাঃ ফলং মূলং শঠী পত্র-কটুত্রয়ম্॥
গুড়ূচীসত্ত্বধন্যাকং কটুকা ক্ষেত্রপর্পটী।
মুস্তকং বালকং বিল্বং যষ্টিমধুসমং সমম্॥
ভাগাচ্চতুর্গুণং দেয়ং কৃষ্ণজীরস্য চূর্ণকম্।
তৎসমং তালপুষ্পঞ্চ চূর্ণং দণ্ডোৎপলাভবম্॥
কৈরাতং তৎসমং দেয়ং তৎসমং চপলাভবম্।
এতচ্চূর্ণং সমাখ্যাতং জ্বরনাগময়ুরকম্॥
প্রাতর্ম্মাষমিতং খাদ্যং যুক্ত্যা বা রুচিবর্দ্ধনম্।
সন্ততাদিজ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥
ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ধাতুস্থং কামশোকোদ্ভবং জ্বরম্।
ভূতাবেশজ্বরঞ্চৈবমভিচারসমুদ্ভবম্
দাহশীতজ্বরং ঘোরং চাতুর্থাদিবিপর্য্যয়ম্।
জীর্ণঞ্চ বিষমং সর্ব্বং প্লীহানমুদরং তথা॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং হন্তি ন সংশয়ঃ।
ভ্রমং তৃষ্ণাঞ্চ কাসঞ্চ শূলানাহৌ ক্ষয়ং তথা॥
যকৃতং গুল্মশূলঞ্চ আমবাতং নিহন্তি চ।
ত্রিকপৃষ্ঠকটিজানুপার্শ্বানাং শূলনাশনম্।
অনুপানং শীতজলং ন দেয়মুষ্ণবারিণা॥ ১১৯॥

জ্বরনাগময়ুরচূর্ণ—লৌহ, অভ্র, সোহাগার খৈ, তাম্র, হরিতাল, বঙ্গ, পারদ, গন্ধক,

সাজিনারবীজ, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, রক্তচন্দন, আতইস, আকনাদী, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, চিতা, দেবদারু, পলতা, জীবক, ঋষভক, কৃষ্ণজীরা, তালীশপত্র, বংশলোচন, কণ্টকারীর ফল, কণ্টকারীর মূল, শটী, তেজপত্র, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, গুলঞ্চ, ধনে, কটকী, ক্ষেতপাপড়া, মুথা, বেলমূলের ছাল ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক ১ ভাগ, কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ৪ চারিভাগ, তালজটার ক্ষার ৪ চারিভাগ, দগ্ধোৎপলচূর্ণ ৪ চারিভাগ, চিরতাচূর্ণ ৪ ভাগ ও পিপুলচূর্ণ ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃকালে ১ একমাষা পরিমাণে শীতলজল সহ সেবন করিলে সাধ্য ও অসাধ্য সন্ততাদিজ্বর, ক্ষয়জনিতজ্বর, ধাতুস্থজ্বর, কামজ জ্বর, শোকজজ্বর, ভূতোত্থ জ্বর, অভিচারজনিত জ্বর, দাহজ্বর, শীতজ্বর, ঘোরতর চাতুর্থক বিপর্য্যয়াদিজ্বর, সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর, প্লীহা, উদর, কামলা, পাণ্ডুরোগ, শোথ, ভ্রম, তৃষ্ণা, কাস, শূল, আনাহ, ক্ষয়, যকৃৎ, গুল্ম, আমবাত, ত্রিকশূল, পৃষ্ঠশূল, কটিশূল, জানুশূল ও পার্শ্বশূল নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ রোগের অবস্থানুসারে বাড়াইয়া সেবন করা যায় এবং ইহাতে কদাচ অনুপানার্থ উষ্ণজল ব্যবহার করিবে না ॥ ১১৯ ॥

অথ তৈল-প্রকরণম্।

অভ্যঙ্গাংশ্চ প্রদেহাংশ্চ সস্নেহান্ সাবগাহনান্।
বিভজ্য শীতোষ্ণকৃতান্ দদ্যাজ্জীর্ণজ্বরে ভিষক্ ॥
তৈরাশু প্রশমং যাতি বহির্মার্গগতো জ্বরঃ।
লভন্তে সুখমঙ্গানি বলং বর্ণশ্চ জায়তে ॥ ১২০ ॥

তৈলপ্রকরণ—চিকিৎসক জীর্ণজ্বরে অবস্থাভেদে অভ্যঙ্গ (তৈলাদিস্নেহমর্দ্দন), প্রলেপ, স্নেহপান, স্নান এবং শীতল ক্রিয়া ও উষ্ণ ক্রিয়া ব্যবস্থা করিবেন। যেহেতু ইহাদ্বারা বহির্মার্গগত জ্বর বিনষ্ট হইয়া শরীর সুস্থ হয় এবং বল ও বর্ণ জন্মিয়া থাকে ॥ ১২০

অঙ্গারক-তৈলম্।

মূর্ব্বা লাক্ষা হরিদ্রে দ্বে মঞ্জিষ্ঠা সেন্দ্রবারুণী।
বৃহতী সৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্নামাংসী শতাবরী ॥
আরনালাঢ়কেনৈব তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
তৈলমঙ্গারকং নাম সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্ ॥ ১২১ ॥

অঙ্গারকতৈল—উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ চারিসের। কাঁজি ৬ ষোল সের। কল্কার্থ—দূর্ব্বা, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, বৃহতী, সৈন্ধবলবণ, কুড়, রাস্না, জটামাংসী ও শতাবরী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ এক সের। যথাবিধি এই তৈল পাকপূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১২১ ॥

বৃহদঙ্গারক-তৈলম্।

শুক্তমূলাদিকল্কাঙ্গৈরঙ্গৈরঙ্গারকস্য চ।
পক্বং তৈলং জ্বরহরং শোথপাণ্ড্বাময়াপহম্।
বৃহদঙ্গারকং তৈলং জলমত্র চতুর্গুণম্ ॥ ১২২ ॥

বৃহদঙ্গারকতৈল—উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ চারিসের। পাকার্থ জল ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ—শুক্তমূলাদি অর্থাৎ শুক্তমূলা, পুনর্নবা, দেবদারু, রাস্না, শুণ্ঠী এবং পূর্ব্বোক্ত অঙ্গারক তৈলোক্ত কল্কসকল অর্থাৎ দূর্ব্বা, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশশার মূল, বৃহতী, সৈন্ধবলবণ, কুড়, রাস্না, জটামাংসী ও শতাবরী সমভাগে মিলিত /১ একসের। যথাবিধি এই তৈল পাকপূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে সর্ব্ববিধ জ্বর, শোথ ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১২২ ॥

লাক্ষাদি তৈলম্।

লাক্ষাহরিদ্রামঞ্জিষ্ঠাকল্কৈস্তৈলং বিপাচিতম্।
ষড়্গুণেনারনালেন দাহশীতজ্বরাপহম্ ॥ ১২৩ ॥

লাক্ষাদিতৈল—উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ চারিসের। কাজি ॥৪ চব্বিশসের। কল্কার্থ—লাক্ষা, হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল

পাকপূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে দাহজ্বর ও শীতজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১২৩ ॥

মহালাক্ষাদি তৈলম্।

লাক্ষারসাঢ়কে প্রস্থং তৈলস্ত বিপচেদ্ভিষক্।
মস্ত্বাঢ়কসমাযুক্তং পিষ্ট্বা চাত্র সমাবপেৎ ॥
শতপুষ্পাং হরিদ্রাঞ্চ মূর্ব্বাং কুষ্ঠং হরেণুকম্।
কটুকা মধুকং রাস্নামশ্বগন্ধাঞ্চ দারু চ ॥
মুস্তকং চন্দনঞ্চৈব পৃথগক্ষসমানকৈঃ।
দ্রব্যৈরেতৈস্ত তৎসিদ্ধমভ্যঙ্গান্ মারুতাপহম্ ॥
বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ সর্ব্বানাশ্বেব প্রশমং নয়েৎ।
কাসং শ্বাসং প্রতীশ্যায়-কণ্ডূদৌর্গন্ধ্য-গৌরবম্ ॥
ত্রিকপৃষ্ঠকটিশূলং গাত্রাণাং কুট্টনং তথা।
পাপালক্ষ্মী-প্রশমনং সর্ব্বগ্রহ-বিনাশনম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং তৈললাক্ষাদিকং মহৎ ॥
লাক্ষায়াঃ ষড়্‌গুণং তোয়ং দত্ত্বৈকবিংশবারকম্।
পরিস্রাব্যজলং গ্রাহ্যং কিম্বা ক্বাথ্যং যথোদিতম্ ॥
শুষ্কদ্রব্যমুপাদায় স্বরসানামসম্ভবে।
বারিণ্যষ্ট-গুণে সাধ্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্ ॥ ১২৪ ॥

মহালাক্ষাদিতৈল—উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ চারিসের। লাক্ষার কাথ ১৬ ষোলসের। দধির মাত ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ—শলুফা, হরিদ্রা, সুচীমুখী, কুড়, রেণুকা, কট্‌কী, যষ্টিমধু, রাস্না, দেবদারু, মুথা ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেক ২ দুই তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর, শ্বাস, কাস, প্রতীশ্যায় (সর্দ্দি), কণ্ডু, গাত্রদৌর্গন্ধ, দেহভার, ত্রিকশূল, পৃষ্ঠশূল, কটিশূল, গাত্র কুট্‌কুট্‌ করা পাপ, অলক্ষ্মী ও সর্ব্বপ্রকার গ্রহদোষ নষ্ট হইয়া থাকে। লাক্ষা কুট্টিত করতঃ ৬ ছয়গুণ জলসহ সিদ্ধ করিয়া ২১ একুশ বার স্রাবিত করিয়া উহার কাথ গ্রহণ করিবে। অথবা /৮ আটসের লাক্ষা ১।৪ চৌষট্টিসের জলে সিদ্ধ করিয়া ।৬ ষোলসের থাকিতে নামাইয়া সেই জল গ্রহণ করিবে। যে সকল দ্রব্যের স্বরস (রস) পাওয়া যায় না, সেই সকল দ্রব্য শুষ্ক অবস্থায় লইয়া ৮ আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া সেই ক্বাথ গ্রহণ করিবে ॥ ১২৪ ॥

ষট্‌কট্বর তৈলম্।

সুবর্চ্চিকা-নাগর-কুষ্ঠ মূর্ব্বা-লাক্ষানিশালোহিত-যষ্টিকাভিঃ।
তৈলং জ্বরে ষড়্‌গুণতক্রসিদ্ধমভ্যঙ্গনাচ্ছীতবিদাহনুৎ স্যাৎ ॥
"দধ্নঃসসারকস্তাত্র তক্রং কট্বরমিষ্যতে ॥" ১২৫ ॥

ষট্‌কট্বর তৈল—উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ চারিসের। কট্বর অর্থাৎ সারবিশিষ্ট দধির তক্র ॥৪ চব্বিশ সের। কল্কার্থ—সচল লবণ, শুণ্ঠী, কুড়, সুচমুখী, লাক্ষা, হরিদ্রা ও যষ্টিমধু, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ একসের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে শীতসংযুক্ত জ্বর ও দাহসংযুক্ত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। সারসংযুক্ত দধির তক্রকে কট্বর বলিয়া জানিবে ॥ ১২৫ ॥

বৃহৎ ষট্‌-কট্বর-তৈলম্।

শুক্তারনালৈর্দ্দধিমস্তুতক্রৈঃ ফলাম্বুভাগেন সমং হি তৈলম্।
কৃষ্ণাদিকল্কৈর্ম্মৃদুবহ্নিসিদ্ধমভ্যঞ্জনং বাতকফজ্বরাণাম্ ॥
ঐকাহিকং দ্বিত্রিচতুর্থকানাং মাসার্দ্ধ-মাসদ্বয়-মাসিকানাম্।
নিবারণং তদ্বিষমজ্বরাণাং তৈলস্ত ষট্‌কটরকং মহৎ স্যাৎ
কৃষ্ণাচিত্রকষড়্‌গ্রন্থা বাসকং বিকষাঘনম্।
গ্রন্থিকৈলে চাতিবিষা রেণুকঞ্চ কটুত্রয়ম্ ॥
যমানী গোস্তনী ব্যাঘ্রী ভূনিম্বং বিল্বচন্দনম্।
ভার্গী শ্যামা শিবা ধাত্রী স্থিরা মূর্ব্বা সজীরকা ॥
সর্ষপং হিঙ্গুকটুকী বিড়ঙ্গঞ্চ সমাংশিকম্।
এষ কৃষ্ণাদিকো নাম গণো জ্বরবিনাশনঃ ॥ ১২৬ ॥

বৃহৎ ষট্‌কট্বর তৈল—উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ চারিসের। শুক্ত /৪ চারিসের। কাঁজি /৪ চারিসের। দধির মাত /৪ চারিসের। তক্র /৪ চারিসের। ত্রিফলার কাথ /৪ চারিসের। কল্কার্থ—কৃষ্ণাদিগণ দ্রব্য সমভাগে মোট /১ এক সের। যথাবিধানে এই তৈল পাকপূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে বাতজ্বর, কফজ্বর, ঐকাহিকজ্বর, দ্ব্যাহিকজ্বর, ত্র্যাহিক জ্বর, চাতুর্থক জ্বর, পাক্ষিক জ্বর, দ্বিমাসিক জ্বর, মাসিক জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়।

কৃষ্ণা (পিপুল), চিতা, পিপুলমূল, বাসক, মঞ্জিষ্ঠা, মুথা, বচ, এলাচি, আতইস, রেণুকা, ত্রিকটু, যমানী, মানস্কী, কণ্টকারী, চিরতা, বেলমূলের ছাল, রক্তচন্দন, বামনহাটী, শ্যামালতা, হরীতকী, আমলকী, শালপানি, সূচমুখী, জীরা, সরিষা, হিং, কটকী ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত করিলে, তাহাকে কৃষ্ণাদি গণ বলা যায়। এই কৃষ্ণাদিগণ—সর্ব্বজ্বর নাশক ॥ ১২৬ ॥

বৃহৎ পিপ্পল্যাদ্যং তৈলম্।

পিপ্পলী মুস্তকং ধান্যং সৈন্ধবং ত্রিফলা বচা।
যমানী চাজমোদা চ চন্দনং পুষ্করাহ্বয়ম্ ॥
শঠী দ্রাক্ষা গবাক্ষী চ শালপর্ণী ত্রিকণ্টকম্।
ভূনিম্বারিষ্টপত্রাণি মহানিম্বং নিদিগ্ধিকা ॥
গুড়ূচী পৃশ্নিপর্ণী চ বৃহতী দন্তিচিত্রকৌ।
দার্ব্বী হরিদ্রা বৃক্ষাম্লং পর্পটং গজপিপ্পলী ॥
এতেষাং কার্ষিকৈঃ কল্কৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দধিকাঞ্জিকতক্রৈশ্চ মাতুলুঙ্গরসৈস্তথা ॥
স্নেহমাত্রাসমৈরেভিঃ শনৈর্ম্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
সিদ্ধমেতৎ প্রয়োক্তব্যং জীর্ণজ্বরং ব্যপোহতি ॥
একজং দ্বন্দ্বজং চৈব দোষত্রয়সমুদ্ভবম্।
সন্ততং সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়ক-চতুর্থকান্ ॥
মাসজং পক্ষজং চৈব চিরকালানুবন্ধিনম্।
সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু পিপ্পল্যাদ্যমিদং শুভম্ ॥১২৭॥

বৃহৎপিপ্পল্যাদ্য তৈল—উৎকৃষ্ট তিলতৈল /৪ চারিসের। দধিরমাত /৪ চারিসের। কাঁজি /৪ চারিসের। তক্র /৪ চারিসের। ছোলঙ্গনেবুর রস /৪ চারিসের। কল্কার্থ—পিপুল, মুথা, ধনে, সৈন্ধব লবণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বচ, যোয়ান, বনযোয়ান, রক্তচন্দন, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), শটী, কিসমিস, রাখালশশার মূল, শালপানি, গোক্ষুর, চিরতা, নিমপাতা, মহানিম, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, চাকুলে, বৃহতী, দন্তীমূল, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, হরিদ্রা, বৃক্ষাম্ল (মহাঁদা), ক্ষেতপাপড়া ও গজপিপুল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ২ দুই তোলা। যথাবিধানে মৃদু অগ্নিতে এই তৈল পাকপূর্ব্বক গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার জীর্ণজ্বর, বাতজ্বর, পিত্তজ্বর, কফজ্বর, বাতপিত্তজ্বর, বাতশ্লেষ্মজ্বর, পিত্তশ্লেষ্মজ্বর, সন্ততজ্বর, সন্নিপাতজ্বর, সততজ্বর, অন্যেদ্যুস্কজ্বর, তৃতীয়কজ্বর, চাতুর্থকজ্বর, মাসজজ্বর, পক্ষজ্বর ও চিরকালানুবন্ধী জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥১২৭॥

রক্তকরবীরপুষ্প-ধাত্রীফলং সধান্যাম্লম্।
কল্কঃ সুখোষ্ণলেপো জ্বরেষু শিরসো রুজং জয়তি ॥১২৮॥

প্রলেপ—রক্তকরবীর ফুল ও আমলকী একত্র কাঁজির সহিত পেষণপূর্ব্বক অল্প উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে জ্বররোগীর মস্তক বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে ॥১২৮॥

আগন্তুজ্বর-চিকিৎসা।

অভিঘাত-জ্বরো নশ্যেৎ পানাভ্যঙ্গেন সর্পিষঃ।
ক্ষতানাং ব্রণিতানাঞ্চ ক্ষতব্রণচিকিৎসয়া ॥
ঔষধীগন্ধ-বিষজৌ বিষপিত্ত-প্রবাধনৈঃ।
জয়েৎকষায়ৈর্ম্মতিমান্ সর্ব্বগন্ধকৃতৈস্তথা ॥
অভিচারাভিশাপোত্থৌ জ্বরৌ হোমাদিনা জয়েৎ।
দানস্বস্ত্যয়নাতিথ্যৈ-রুৎপাত-গ্রহপীড়জৌ ॥
ক্রোধজে পিত্তজিৎ কাম্যা অর্থাঃ সদ্বাক্যমেবচ।
আশ্বাসেনেষ্টলাভেন বায়োঃ প্রশমনেন চ
হর্ষণৈশ্চ শমং যান্তি কামশোক-ভয়জ্বরাঃ।
কামাৎ ক্রোধজ্বরো নাশং ক্রোধাৎ কামসমুদ্ভবঃ।
যান্তি তাভ্যামুভাভ্যাস্ত ভয়শোক-সমুদ্ভবঃ ॥
ভূতবিদ্যাসমুদ্দিষ্টৈর্বন্ধাবেশন-তাড়নৈঃ।
জয়েদ্‌ভূতাভিষঙ্গোত্থং মনঃ শান্তৈশ্চ মানসম্ ॥ ১২৯

আগন্তুজ্বরের চিকিৎসা।

(১) ঘৃতপান ও ঘৃত মর্দ্দন দ্বারা অভিঘাত জনিত (লগুড়াদি দ্বারা আঘাত জনিত) জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) ক্ষতরোগোক্ত ও ব্রণরোগোক্ত বিধানানুসারে চিকিৎসা করিলে ক্ষতজনিত জ্বর ও ব্রণজনিত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৩) বিষঘ্ন ও পিত্তনাশক ঔষধ সেবন করিলে, অথবা সুশ্রুতগ্রন্থে কথিত সর্ব্বগন্ধ দ্রব্যের

কষায় পান করিলে ঔষধি গন্ধজনিত জ্বর ও বিষজনিত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৪) হোমাদি করিলে অভিচার জনিত ও অভিশাপ জনিত জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে।

(৫) দান, স্বস্ত্যয়ন ও অতিথিসৎকার দ্বারা উৎপাতজনিত ও গ্রহপীড়াজনিত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৬) রিপুনাশক ক্রিয়া, অভীষ্ট দ্রব্য প্রদান, সদ্বাক্যকথন, আশ্বাসপ্রদান, ইষ্টনাম ও বায়ুর প্রশমন দ্বারা ক্রোধজনিত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

(৭) কামজজ্বর, শোকজজ্বর ও ভয়জজ্বর হর্ষজনক ক্রিয়া দ্বারা নিবারিত হইয়া থাকে।

(৮) কামের উদ্রেকে ক্রোধজনিত জ্বর প্রশমিত হয়। ক্রোধ জন্মিলে কামজনিত জ্বর নিবারিত হয়। এবং কামের উদ্রেক ও ক্রোধের উদয় হইলে ভয়জ ও শোকজ জ্বর প্রশমিত হয়।

(৯) ভুতবিদ্যায় কথিত বন্ধন, আবেশন ও তাড়না দ্বারা ভুতাবেশজনিত জ্বর বিনষ্ট হয়।

(১০) মনের শান্তিজনক ক্রিয়া দ্বারা মানসিক জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১২৯ ॥

ব্যায়ামঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ স্নানং চংক্রমণানি চ।
জ্বরমুক্তো ন সেবেত যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ ॥১৩০॥

জ্বর-মুক্তের পরিত্যাজ্য—জ্বরমুক্ত ব্যক্তি যতদিন পর্য্যন্ত বলাধান না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত ব্যায়াম (পরিশ্রম), ব্যবায় (স্ত্রীসহবাস), স্নান ও চংক্রমণ (অধিক ভ্রমণ) পরিত্যাগ করিবে ॥১৩০॥

দেহো লঘুর্ব্যপগতক্লমমোহতাপঃ পাকো মুখে
করণসৌষ্ঠবমব্যথত্বম্।
স্বেদঃ ক্ষবঃ প্রকৃতিগামি মনোঽন্নলিপ্সা কণ্ডুশ্চ
মূর্দ্ধ্নি বিগত জ্বরলক্ষণানি ॥১৩১॥

জ্বরমুক্তির লক্ষণ—দেহ লঘু, ক্লান্তিনাশ, মোহ না থাকা, সন্তাপনাশ, মুখ পাকা পাকা বোধ, ইন্দ্রিয়ের সৌষ্ঠব, ব্যথাদুর, ঘর্ম্মহওয়া, হাঁচী, মনের শান্তি, আহারে ইচ্ছা ও মস্তকে কণ্ডু এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নিশ্চয়ই জ্বর আরোগ্য হইয়াছে জানিবে ॥১৩০॥

অথ নবজ্বরাদৌ রসপ্রয়োগঃ।

ন দোষাণাং ন যোগানাং ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষিতম্ ॥
ন দেশস্য ন কালস্য কার্য্যং রসচিকিৎসিতে ॥ ১৩২ ॥

নব জ্বরাদিতে রস-প্রয়োগ—রসচিকিৎসা বিষয়ে দোষ, যোগ (ঔষধ), পাত্র (রোগী), দেশ ও কাল, ইহার কিছুই পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ১৩২ ॥

সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো ন জানাতি রসং যদা।
সর্ব্বং তস্যোপহাসায় ধর্ম্মহীনো যথা বুধঃ ॥ ১৩৩।

সমস্ত শাস্ত্রার্থ জ্ঞাত হইয়া যদ্যপি রসচিকিৎসায় অজ্ঞ হওয়া যায়, তাহা হইলে ধর্ম্মহীন পণ্ডিতের ন্যায় উপহাসাস্পদ হইতে হয় জানিবে ॥১৩৩॥

হিঙ্গুলেশ্বরঃ।

তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে পিপ্পলী হিঙ্গুলং বিষম্।
দ্বিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং বাতজ্বরনিবৃত্তয়ে ॥ ১৩৪ ॥

হিঙ্গুলেশ্বর—পিপুল চূর্ণ, হিঙ্গুল ও মিঠাবিষ এই দ্রব্যত্রয় সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র জলসহ পেষণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ মধু অনুপানে সেবন করিলে বাতজ্বর নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৩৪ ॥

বৃহদ্ধিঙ্গুলেশ্বরঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং ব্যোষং টঙ্কনং নাগরাহ্বয়ম্।
জয়পালসমাযুক্তং সদ্যোজ্বর-বিনাশনম্ ॥ ১৩৫ ॥

বৃহদ্ধিঙ্গুলেশ্বর—হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, শুণ্ঠী, সোহাগার খৈ ও জয়পাল, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জলসহ পেষণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বড়ী যথাযোগ্য অনুপানে সেবন করিলে শীঘ্রই সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৩৫ ॥

শীতভঞ্জীরসঃ।

রসহিঙ্গুল-গন্ধক জৈপালং মর্দ্দিতং ত্রিভিঃ।
দন্তীকাথেনঃসংমর্দ্দ্যং রসো জ্বরহরঃ পরঃ ॥

আর্দ্রকস্বরসেনাথ দাপয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম্।
নবজ্বরং মহাঘোরং নাশয়েদ্ যামমাত্রতঃ॥
শীততোয়ং পিবেচ্চানু ইক্ষুর্মুদ্গরসো হিতঃ।
শীতভঞ্জীরসো নাম্না সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥ ১৩৬॥

শীতভঞ্জীরস—পারদ, হিঙ্গুল ও গন্ধক প্রত্যেকে ১ একভাগ এবং জয়পালবীজ ৩ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র দন্তীর ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া ২ দুই রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদার রস অনুপানে সেবন করিয়া পশ্চাৎ শীতলজল, আকের রস বা মুগের যুষ পান করিবে। ইহা দ্বারা নবজ্বরাদি সর্ব্ব-বধ জ্বর একপ্রহর মধ্যে বিনষ্ট হয়॥ ১৩৬॥

তরুণজ্বরারিঃ।

জৈপাল গন্ধং বিষপারদঞ্চ তুল্যং কুমারীস্বরসেন মর্দ্দ্যম্।
অস্য দ্বিগুঞ্জা হি সিতোদকেন খ্যাতো রসোঽয়ং তরুণজ্বরারিঃ॥
দাতব্য এষোঽহনি পঞ্চমে বা ষষ্ঠেঽথবা সপ্তম এব বাপি।
জাতে বিরেকে বিগতজ্বরঃ স্যাৎ পটোলমুদ্গান্ন-নিষেবণেন॥ ১৩৭॥

তরুণজ্বরারি—জয়পাল, গন্ধক, মিঠাবিষ ও পারদ সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ দুই রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই তরুণজ্বরারি ঔষধ জ্বরের পঞ্চম ষষ্ঠ বা সপ্তমদিনে রোগীকে চিনির জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে দাস্ত হইয়া জ্বর ত্যাগ পাইলে রোগীকে পটোল ও মুগের যূষের সহিত অন্ন আহার করিতে দিবে॥ ১৩৭॥

নবজ্বরেভসিংহঃ।

শুদ্ধ সূতং তথা গন্ধং লৌহং তাম্রঞ্চ সীসকম্।
মরিচং পিপ্পলী বিশ্ব সমভাগানি কারয়েৎ॥
অর্দ্ধভাগং বিষং দত্ত্বা মর্দ্দয়েদ্ বাসরদ্বয়ম্।
শৃঙ্গবেরাম্বুপানেন দদ্যাদ্ গুঞ্জাদ্বয়ং ভিষক্॥
নবজ্বরে মহাঘোরে ধাতুস্থে গ্রহণীগদে।
নবজ্বরেভসিংহোঽয়ংসর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥ ১৩৮॥

নবজ্বরেভসিংহ—পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা, মরিচ, পিপুল ও শুণ্ঠী প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং মিঠাবিষ অর্দ্ধভাগ, এই সকল দ্রব্য জল-সহ ২ দুইদিন মর্দ্দন করিয়া ২ দুইরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন কবিলে মহাঘোরতর নব-জ্বর, ধাতুস্থজ্বর ও গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়। এই নবজ্বরেভ সিংহ নামক ঔষধ সর্ব্বজ্বর-নাশক বলিয়া জানিবে॥ ১৩৮॥

ত্রিপুরভৈরবো রসঃ।

বিষটঙ্ক বলিয়েচ্ছ দন্তীবীজং ক্রমাদ্ বহুঃ।
দন্ত্যম্বুমর্দ্দিতং যামং রসস্ত্রিপুরভৈরবঃ॥
বল্ল ব্যোষেণ চার্দ্রস্ত রসেন সিতয়াথবা।
দত্তো নবজ্বরং হন্তি মান্দ্যামানিলশোথহা॥
হন্তি শূলং সবিষ্টম্ভমর্শাংসি ক্রিমিজান্ গদান্।
পথ্যং তক্রেণ তোক্তব্যং রসেঽস্মিন্ রোগহারিণি॥ ১৩৯॥

ত্রিপুরভৈরব রস—মিঠাবিষ ১ একভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ, গন্ধক ৩ তিন ভাগ, তাম্র ৪ ভাগ ও দন্তীবীজ ৫ পাঁচ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র দন্তীর ক্বাথে ১ এক প্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক ২দুই রতি পরিমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ত্রিকটু চূর্ণ, আদার রস অথবা চিনির জলের সহিত সেবন করিলে নবজ্বর, অগ্নিমান্দ্য, আম, বাত, শোথ, শূল, বিষ্টম্ভ, অর্শঃ ও ক্রিমি-রোগ বিনষ্ট হইয়া যায়। পথ্য-তক্রসহ অন্ন॥১৩৯॥

জ্বরধূমকেতুঃ।

ভবেৎসমং সুত-সমুদ্রফেন-হিঙ্গু-গন্ধং পরিমর্দ্দ্য যত্নাৎ।
নবজ্বরে বল্লমিতং ত্রিযস্ত্রমার্দ্রাম্বুনায়ং জ্বরধূমকেতুঃ॥১৪০

জ্বরধূমকেতু—পারদ, সমুদ্রফেন, হিঙ্গুল ও গন্ধক, এই নকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক আদার রসের সহিত ৩ তিন প্রহর মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন করিলে নবজ্বর বিনষ্ট হইবে॥ ১৪০

মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ।

বিষস্যৈকস্তথাভাগো মরিচং পিপ্পলী কর্ণঃ।
গন্ধকস্ত তথা ভাগো ভাগঃ স্যাৎ টঙ্কনস্ত বৈ॥
সর্ব্বত্র সম ভাগঃ স্যাদ্ দ্বিভাগং হিঙ্গুলং ভবেৎ।
জম্বীরস্ত রসেনাত্র হিঙ্গুলং ভাবয়েদ্ ভিষক্॥

রসশ্চেৎ সমভাগঃস্যাৎ হিঙ্গুলং নৈষ্যতে তদা।
গোমূত্রশোধিতঞ্চাত্র বিষং সৌরবিশোষিতম্॥
চূর্ণয়েৎ খল্লমধ্যে তু মুদ্গমাত্রাং বটীং চরেৎ।
মধুনা লেহনং প্রোক্তং সর্ব্বজ্বর-নিবৃত্তয়ে॥
দধ্যুদকানুপানেন বাতজ্বরনিবর্হণঃ।
আর্দ্রকস্য রসৈঃ পানং দারুণে সান্নিপাতিকে॥
জম্বীররসযোগেন অজীর্ণ জ্বরনাশনঃ।
অথাজাজীগুড়সংযুক্তো বিষমজ্বরনাশনঃ॥
জীর্ণজ্বরে মহাঘোরে পুরুষে যৌবনান্বিতে।
পূর্ণমাত্রা প্রদাতব্যা পূর্ণং বটীচতুষ্টয়ম্॥
অতিক্ষীণেঽতিবৃদ্ধে চ শিশৌ চাল্পবয়স্যপি।
তুর্য্যমাত্রা প্রদাতব্যা ব্যবস্থাসার-নিশ্চিতা॥
নবজ্বরে প্রদানে চ যামেকান্নাশয়েজ্জ্বরম্।
অক্ষীণে চ কফাভাবে দাহে চ বাতপৈত্তিকে॥
সিতাং দদ্যাৎ প্রযত্নেন নারিকেলাম্বু নির্ভয়ম্।
অয়ং মৃত্যুঞ্জয়ো নাম রসঃ সর্ব্বজ্বরাপহঃ।
অনুপান-প্রভেদেন নিহন্তি সকলান্ গদান্॥ ১৪১॥

মৃত্যুঞ্জয় রস—গোমূত্রে সিদ্ধকরা ও রৌদ্রে শুষ্ককরা মিঠাবিষ ১ ভাগ, মরিচ চূর্ণ ১ ভাগ, পিপুলচূর্ণ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ১ একভাগ এবং জম্বীর রসে ভাবনাদেওয়া হিঙ্গুল ২ ভাগ অথবা হিঙ্গুলের পরিবর্ত্তে পারদ ১ ভাগ, এই সকল দ্রব্য খলে জলসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক মুগ প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ এই ঔষধ দধির মাতের সহিত সেবন করিলে বাতজ্বর, আদার রসের সহিত সেবন করিলে দারুণ সান্নিপাতিক জ্বর, জম্বীর রসের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ জনিত জ্বর এবং কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ও ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিলে বিষম জ্বর বিনষ্ট হয়। অতি ঘোরতর জীর্ণজ্বরে যুবাপুরুষকে ইহার ৪টী বটী এবং অতিক্ষীণ অতিবৃদ্ধ, শিশু ও অল্পবয়স্ক ব্যক্তিকে ইহার ১টী বটী সেবন করিতে দিবে। নবজ্বরে এই ঔষধ প্রয়োগ করিলে ১ এক প্রহরের মধ্যে জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। রোগী ক্ষীণ না হইলে, কফের প্রাবল্য না থাকিলে, দাহ থাকিলে ও বাতপৈত্তিকজ্বরে রোগীকে নির্ভয়ে চিনির সরবত ও নারিকেলের জল পান করিতে দিবে। এই জ্বরনাশক মৃত্যুঞ্জয়রস ঔষধ অনুপানভেদে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ১৪১॥

শ্রীরামরসঃ।

গন্ধকং পারদং তুল্যং মরিচঞ্চ ত্রিভিঃ সমম্।
বীজং নৈকুম্ভকং মর্দ্দ্যং দন্তীক্বাথেন যামকম্॥
দ্বিগুঞ্জঃ শূলবিষ্টম্ভানিলামজ্বরং জয়েৎ॥ ১৪২॥

রস—পারদ ১ একভাগ, গন্ধক ১এক ভাগ, মরিচ চূর্ণ ১ ভাগ এবং জয়পাল বীজচূর্ণ ৩ তিনভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দন্তীর ক্বাথে ১ এক প্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ দুই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ অনুপান বিশেষে সেবন করিলে শূল, বাতজ্বর ও আমজ্বর বিনষ্ট হয়॥ ১৪২॥

নবজ্বরাঙ্কুশঃ।

ক্রমেণ বৃদ্ধান্ রসগন্ধহিঙ্গুলান্ নৈকুম্ভবীজান্যথ দন্তীবারিণা।
পিষ্ট্বাস্য গুঞ্জাভিনবজ্বরাপহা জলেন চার্দ্রা সিতয়া প্রয়োজিতা॥ ১৪৩।

নবজ্বরাঙ্কুশ—পারদ, ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, হিঙ্গুল ৩ ভাগ ও জয়পালবীজ ৪ চারিভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দন্তীর ক্বাথে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ এক রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে এই ঔষধ চিনির জলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ববিধ নবজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥১৪৩

প্রচণ্ডরসঃ।

অমৃতং পারদং গন্ধং মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্।
সিন্ধুবাররসৈঃ পশ্চাৎ ভাবয়েদেকবিংশতিম্॥
তিলপ্রমাণং দাতব্যং নবজ্বর-বিনাশনম্।
উদ্বেগে মস্তকে তৈলং তক্রঞ্চাপি প্রদাপয়েৎ॥
অনুপানমাত্র রসঃ প্রচণ্ডরসসংজ্ঞকঃ॥ ১৪৪॥

প্রচণ্ডরস—অমৃতবিষ, পারদ ও গন্ধক; এই দ্রব্যত্রয় সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ২ দুই প্রহর একত্র মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ নিসিন্দাপাতার রসে

২১ একুশবার ভাবনা দিয়া তিল প্রমান বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদার রস অনুপানে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নবজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া অত্যধিক উগ্রতাবোধ হইলে রোগীর মস্তকে তৈলমর্দ্দন করিবে এবং রোগীকে তক্রপান করিতে দিবে ॥ ১৪৪ ॥

বৈদ্যনাথ বটী।

শাণং গন্ধবথো রসস্ত চ তথা কৃত্বা দ্বয়োঃ কজ্জলীং
তিক্তাচূর্ণবথাক্রমেব সকলং রৌদ্রে ত্রিধা ভাবয়েৎ।
পশ্চাৎ তৎ সুষবীরসেন নতুবা কাথেঽমলে ত্রৈফলে
সংশোষ্য। গুড়িকা কলায়সদৃশী কার্য্যা বুধৈর্ভিষক্‌ঃ॥
জ্ঞাত্বা দোষবলং রসেন সুষবীপত্রস্ত পর্যন্ত বা
একদ্বিত্রিচতুঃক্রমেণ বটিকাং দদ্যাৎ কদুষ্ণাম্বুনা।
হন্তি শূলনিচয়ং নবজ্বরং পাণ্ডুতামরুচিশোথসঞ্চয়ম্॥
রেচনে চ দধিভক্ত-ভোজনং বৈদ্যনাথ সুকুমার-রোচনম্॥
ভাব্যদ্রব্যসমং কাথ্যং কাথশ্চাষ্টাবশেষিতঃ॥ ১৪৫ ॥

বৈদ্যনাথ বটী—কজ্জলী ১ তোলা ও কটুকীচূর্ণ ২ তোলা একত্র করিয়া উচ্ছেপাতার রসে অথবা ত্রিফলা কাথে রৌদ্রে ৩ তিন বার ভাবনা দিয়া কলায় প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। চিকিৎসক দোষের বল দেখিয়া এই ঔষধ ১টী, ২টী, ৩টী, বা ৪টী পর্য্যন্ত উচ্ছেপাতার রস বা পানের রস অনুপানে ঈষদুষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবেন। এই ঔষধ সেবন করিলে শূল, নবজ্বর, পাণ্ডু, অরুচি ও শোথরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া দাস্ত হইলে রোগীকে দধি সহ অন্ন আহার করিতে দিবে। ইহা মুখরোচক ঔষধ। ভাব্য দ্রব্যের সমান পরিমাণে কাথ্যদ্রব্য লইতে হয় এবং সিদ্ধ করিয়া প্রদত্ত জলের ৮ আট ভাগের ১ ভাগ অবশিষ্ট রাখিয়া সেই কাথ গ্রহণ করিতে হয়॥ ১৪৫ ॥

অগ্নিকুমারো রসঃ।

মরিচোগ্রা কুষ্ঠমুস্তৈঃ সর্ব্বৈরেব সমং বিষম্।
পিষ্ট্বা চার্দ্র রসেনৈব বটিকা রক্তিকা মিতা॥
আমজ্বরে প্রথমতঃ শুণ্ঠ্যা চ মধুপিষ্টয়া।
আর্দ্রকস্ত রসেনাপি [illegible]ত্যাস্ত কফজ্বরে॥
পীনসে চ প্রতিশ্যায়ে আর্দ্রকস্ত চ বারিণা।
অগ্নিমান্দ্যে লবঙ্গেন শোথে সদশমূলকঃ॥
গ্রহণ্যাং সহ শুণ্ঠ্যা চ মুস্তকেনাতিসারকে।
সামে চ ধান্য শুণ্ঠীভ্যাং পক্কে চ কুটজং মধু॥
সন্নিপাত-জ্বরারম্ভে পিপ্পল্যার্দ্রকবারিণা।
কণ্টকার্য্যা রসৈঃ কাসে শ্বাসে তৈলং গুড়ান্বিতম্।
পীত্বা বটীদ্বয়ং রোগী স্বাস্থ্যং সমুপগচ্ছতি।
সর্ব্বেষামেব রোগাণামামদোষ-প্রশান্তয়ে।
অগ্নিবৃদ্ধিকরো নাম্না বিখ্যাতোঽগ্নিকুমারকঃ॥ ১৪৬ ॥

অগ্নিকুমার রস—মরিচচূর্ণ ১ ভাগ, বচচূর্ণ ১ ভাগ, কুড়চূর্ণ ১ ভাগ, মুথাচূর্ণ ১ ভাগ ও অমৃতবিষ ৪ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া আদার রসে পেষণপূর্ব্বক ১ এক রতি মাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ শুণ্ঠিচূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিলে আমজ্বর, আদার রসের সহিত বা নিসিন্দাপাতার রসের সহিত সেবন করিলে কফজ্বর ; আদার রসসহ সেবন করিলে পীনস ও প্রতিশ্যায় (সর্দ্দি) রোগ ; লবঙ্গের সহিত সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য ; দশমূলের কাথ সহ সেবন করিলে শোথ ; শুণ্ঠীচূর্ণ সহ সেবন করিলে গ্রহণী রোগ ; মুথার রসের সহিত সেবন করিলে অতীসার ; ধনেশুণ্ঠির কাথ সহ সেবন করিলে আমাতিসার ; কুড়চির কাথ ও মধু প্রক্ষেপে সেবন করিলে পক্কাতিসার ; পিপুলচূর্ণ ও আদার রসের সহিত সেবন করিলে সন্নিপাত জ্বরেরপ্রথম অবস্থা ; কণ্টকারীর রস সহ সেবন করিলে কাস এবং তিলতৈল ও ইক্ষুগুড় সহ সেবন করিলে শ্বাসরোগ বিনষ্ট হয়। ইহার ২টী মাত্র বটী সেবন করিলে রোগী বিশেষ আরোগ্য লাভ করিতে পারে, সমস্ত রোগের আমদোষ প্রশমিত হয় ও অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে জানিবে॥ ১৪৬ ॥

রত্নগিরিরসঃ।

শুদ্ধং সূতং সমং গন্ধং মৃতত্তাম্রাভ্রহাটকম্।
প্রত্যেকং সূততুল্যং স্যাৎ সূতার্দ্ধং মৃতলৌহকং
লৌহার্দ্ধং মৃতবৈক্রান্তং মর্দ্দয়েদ্‌ভৃঙ্গজদ্রবৈঃ।
পর্পটীরসবৎ পাচ্যং চূর্ণিতং ভাবয়েৎ পৃথক্॥

শিগ্রু-বাসক-নিশুণ্ডী-বচাগ্নিভৃঙ্গমুণ্ডিকৈঃ।
ক্ষুদ্রামৃতাজয়ন্তীভির্মুনি-ব্রাহ্মী-সুতিক্তকৈঃ।
কন্যায়াশ্চ দ্রবৈর্ভাব্যং প্রতিবারং ত্রিধাত্রিধা
রুদ্ধা লঘুপুটে পাচ্যং বালুকাযন্ত্রমধ্যগম্॥
যন্ত্রং নিরুধ্য যত্নেন স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
চূর্ণং নবজ্বরে দেয়ং মাষমাত্রং রসস্য বৈ॥
কৃষ্ণা-ধান্য-সমাযুক্তং মুহূর্ত্তান্নাশয়েজ্জ্বরম্।
অয়ং রত্নগিরির্নাম রসো যোগস্য বাহকঃ॥ ১৪৭॥

রত্নগিরি রস—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, ও স্বর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ, লৌহ অর্দ্ধভাগ ও বৈক্রান্ত সিকিভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র ভৃঙ্গরাজের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক রসপর্পটীর ন্যায় পাক করিয়া চূর্ণ করিবে। তৎপরে উহা সজিনা মূলের ছাল, বাসকপাতা, নিসিন্দাপাতা, বচ চিতা, ভৃঙ্গরাজ, মুণ্ডিরী, কণ্টকারী, গুলঞ্চ, জয়ন্তী, বকফুলের পাতা, ব্রাহ্মীশাক, চিরতা ও ঘৃতকুমারী, ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা তিন তিন বার ভাবনা ও বালুকাযন্ত্র মধ্যে পুরিয়া লঘু পুটপাক পূর্ব্বক শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ চূর্ণ করিয়া ১ এক মাষা পিপুল ও ধনের ক্বাথ সহ সেবন করিলে অতি শীঘ্র জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই রত্নগিরি রস ঔষধ যোগবাহী অর্থাৎ অনুপানভেদে সর্ব্বরোগ বিনাশক বলিয়া জানিবে॥ ১৪৭॥

প্রতাপমার্ত্তণ্ডো রসঃ।

বিষ-হিঙ্গুল-জৈপাল-টঙ্গনং ক্রমবর্দ্ধিতম্।
রসঃ প্রতাপমার্ত্তণ্ডঃ সদ্যোজ্বর-বিনাশনঃ॥ ১৪৮॥

প্রতাপমার্ত্তণ্ড রস—মিঠাবিষ ১ ভাগ, হিঙ্গুল ২ ভাগ, জয়পালবীজ ৩ ভাগ ও সোহাগার খৈ ৪ চারিভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র জলসহ পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অনুপান সহ সেবন করিলে শীঘ্রই সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ১৪৮॥

চণ্ডেশ্বরো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং তাম্রংমর্দ্দয়েদেকযামকম্।
আর্দ্রকস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ সপ্তবারকম্॥
নিশুণ্ড্যাঃ স্বরসে পশ্চান্মর্দ্দয়েৎ সপ্তবারকম্।
গুঞ্জৈকাত্ররসেনৈব দত্ত্বা হন্তি জ্বরং ক্ষণাৎ॥
বাতজং পিত্তজং শ্লেষ্মদ্বিদোষজমপি ক্ষণাৎ।
সুশীতলজলে স্নানং তৃষার্ত্তং ক্ষীরভোজনম্॥
আম্রঞ্চ পনসং চৈব চন্দনাগুরুলেপনম্।
এতৎসমো রসো নাস্তি বৈদ্যানাং হৃদয়ঙ্গমঃ॥
এষ চণ্ডেশ্বরো নাম সর্ব্বজ্বর-কুলান্তকৃৎ॥ ১৪৯॥

চণ্ডেশ্বর রস—পারদ, গন্ধক, বিষ ও তাম্র, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক এক প্রহর কাল একত্র করিয়া পশ্চাৎ আদার রসে ৭ সাত বার ও নিসিন্দার রসে ৭ সাত বার ভাবনদিয়া ১ একরতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন করিলে শীঘ্রই বাতপিত্ত জ্বর, বাতজ্বর, পিত্তজ্বর, কফজ্বর, বাতশ্লেষ্মজ্বর ও পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর বিনষ্ট হয়। রোগীকে শীতলজলে স্নান করাইবে, পিপাসা হইলে দুগ্ধ পান করিতে দিবে, আম্র ও কাঁটাল আহার করিতে দিবে এবং তাহার গাত্রে চন্দন ও অগরু লেপন করিবে। এই চণ্ডেশ্বর রসের তুল্য জ্বর নাশক ঔষধ দ্বিতীয় নাই॥১৪৯॥

উদক মঞ্জরীরসঃ॥

সুতো গন্ধষ্টঙ্গনঃ সোষণঃ স্যাদেভিস্তুল্যা শর্করা মৎস্যপিত্তৈঃ।
ভূয়োভূয়ো ভাবয়েচ্চ ত্রিরাত্রং বল্লো দেয়ঃ শৃঙ্গবেরস্য বারা।
সম্যক্ তাপে বারিভক্তং সতক্রং বৃন্তাকাদ্যং পথ্যমত্র প্রদিষ্টম্।
অত্যুগ্রোগ্রং হন্তি সামং প্রভাবাৎ পিত্তাধিক্যে মস্তু বারি-প্রয়োগঃ॥ ১৫০॥

উদকমঞ্জরী রস—পারদ, গন্ধক, সোহাগার খৈ ও মরিচ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং শর্করা (বিষ) ৪ ভাগ, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া রোহিত মৎস্যের (রুই মাছের) পিত্তে তিন রাত্রি পুনঃ পুনঃ ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদার রস অনুপানে সেবন করিলে উগ্রতর আমজ্বর নিবারিত হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া অত্যন্ত গরম বোধ হইলে

রোগীকে জলমিশ্রিত ভাত, তক্র ও বেগুনের সহিত আহার করিতে দিবে। এবং পিত্তাধিক্য হইলে রোগীর মস্তকে জল প্রদান করিবে ॥১৫০॥

অচিন্ত্যশক্তি রসঃ।

রসগন্ধকয়োর্গ্রাহ্যং প্রত্যেকং মাষকদ্বয়ম্।
ভৃঙ্গকেশাখ্য নিগুণ্ডী মণ্ডূকীপত্রসুন্দরঃ॥
শ্বেতাপরাজিতা-মূলং শালিঞ্চ কালমারিষম্।
সূর্য্যাবর্ত্তঃ সিতশ্চৈষাং চতুর্ম্মাষক-সংমিতৈঃ
প্রত্যেকং স্বরসৈঃ খল্লশিলায়ামবধানতঃ।
স্বর্ণমাক্ষিকমাষঞ্চ দত্ত্বা মরিচমাষকম্॥
নেপাল-তাম্রদণ্ডেন ঘৃষ্ট্বা তৎ কজ্জলদ্যুতিঃ।
বটী মুদ্গোপমা কার্য্যাচ্ছায়াশুষ্কা তু রক্ষিতা।
প্রথমে বটিকাস্তিস্রঃ কৃত্বা নব-শরাবকে॥
ততঃ খসর্পণং সূর্য্যং পূজয়িত্বা প্রণম্য চ।
বারিণা গোলয়িত্বা তু পাতুং দেয়ঞ্চ রোগিণে॥
স্বেদোপবাসরচিতে ক্লান্তে চাত্যবলে তথা।
দ্বিতীয়েঽহ্নি বটী-যুগ্মং বটীমেকাং তৃতীয়কে॥
যাবন্তো বটকা দেয়াস্তাবজ্জলশরাবকম্।
তৃষ্ণায়াঞ্চ রসং দদ্যাজ্জাঙ্গলানাং জলং তৃষি॥
মুদ্গাপদধিসংযুক্তং ভক্তং ভোজ্যং যথেপ্সিতম্।
লাবপক্ষিরসো দেয়ঃ সংস্কৃতঃ সৈন্ধবাদিভিঃ॥
পথ্যমগ্নিবলং বীক্ষ্য বারিভক্তরসং তথা।
শিরশ্চলনশূলাদৌ তৈলং নারায়ণাদি চ॥ ১৫১॥

অচিন্ত্যশক্তি রস—৪ চারিমাষা কজ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক ভৃঙ্গরাজ, কেসুর্য্যা, নিসিন্দা, থানকুনী, পিমা, শ্বেত অপরাজিতার মূল শালিঞ্চশাক, কাল মারিষশাক ও সাদা সূর্য্যাবর্ত্তশাক ইহাদের প্রত্যেকের ৪ চারিমাষা রসের সহিত খলে মর্দ্দন করিয়া তৎসহ ১ মাষা স্বর্ণমাক্ষিক ও ১ মাষা মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাম্রপাত্রে তাম্র-দণ্ড দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক মুগ প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। প্রথম দিনে সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া ইহার ৩ তিনটী বটী নূতন শরায় লইয়া জলে গুলিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। স্বেদ, উপবাস, ক্লান্তি ও দৌর্ব্বল্যাদি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দ্বিতীয় দিনে ঐ প্রকার ২টী বটী এবং তৃতীয় দিনে উক্ত প্রকারে ১টী বটী সেবন করিতে দিবে। রোগীকে যে কয়টী বটী সেবন করাইবে, সেই কয় শরা জলপান করিতে দিবে। পিপাসা হইলে রোগীকে জাঙ্গল-মাংসের রস, জল ও মহিষের দধিসহ অন্ন-যথেচ্ছ আহার করিতে দিবে। রোগীর অগ্নি-বলানুসারে সৈন্ধবাদি সহ সংস্কৃত লাবপক্ষীর মাংসরস, জলসংযুক্ত অন্ন ও মাংসের যূষ আহার করিতে দিবে। শিরঃকম্পন ও শিরঃশূলাদিতে রোগীর মস্তকে নারায়ণ তৈলাদি মর্দ্দন করিতে দিবে॥ ১৫১॥

অথ সান্নিপাতিকজ্বরাদৌ।

মোহান্ধসূর্য্যো রসঃ।

গন্ধেশৌ লশুনাম্ভোভির্মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রকম্।
তস্তোদকেন সংযুক্তং নস্তং তৎ প্রতিবোধয়েৎ
মরিচেন সমাযুক্তং হন্তি তন্দ্রাপ্রলাপকম্॥ ১৫২॥

সান্নিপাতিক জ্বরাদিতে—

মোহান্ধ সূর্য্যরস—গন্ধক ও পারদ সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র করিয়া রসুনের রসের সহিত ১ এক প্রহর মর্দ্দন করিয়া রসুনের রসের সহিত নস্ত প্রয়োগ করিলে সন্নিপাতরোগীর চৈতন্য জন্মে। এবং উক্ত ঔষধের সহিত মরিচ-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া নস্ত প্রয়োগ করিলে সন্নি-পাত রোগীর তন্দ্রা ও প্রলাপ অপনীত হইয়া থাকে জানিবে॥ ১৫২॥

কুলবধূঃ।

শুদ্ধসূতং মৃতং নাগং মৃতং তাম্রং মনঃশিলা।
তুত্থকং তুল্য-তুল্যাংশং দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ॥
রসেস্যোত্তরবারুণ্যাশ্চণমাত্রা বটী কৃতা।
সন্নিপাতং নিহন্ত্যাশু নস্তমাত্রেণ দারুণম্।
এষা কুলবধূর্নাম জলৈর্ঘৃষ্ট্বা প্রদাপয়েৎ॥ ১৫৩॥

কুলবধূ—পারদ, সীসা, তাম্র, মনঃশিলা ও তুঁতে, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক রাখালশশার রসে একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক চণক-প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ জলে

মর্দ্দণ করিয়া তদ্দ্বারা নস্য প্রয়োগ করিলে দারুণ সন্নিপাত রোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয় ॥১৫৩॥

সৌভাগ্য বটী

সৌভাগ্যামৃত-জীরপঞ্চলবণ-ব্যোষাভয়াঙ্কামলা
নিশ্চন্দ্রাভ্রকশুদ্ধগন্ধকরসানেকীকৃতান্ ভাবয়েৎ
নিগুণ্ডীযুগ ভৃঙ্গরাজক-বৃষাপমার্গপত্রোল্লসৎ
প্রত্যেক-স্বরসেন সিদ্ধবটিকা হন্তিত্রিদোষোদয়ম্।
যেষাং শীতমতীবদাহমখিলং স্বেদ-দ্রবাদ্রীকৃতম্
নিদ্রাং ঘোরতরাং সমস্তকরণ-ব্যামোহমূঢ়ং মনঃ।
শূলং-শ্বাস-বলাস কাসসহিতং মূর্চ্ছারুচি স্তৃড্জ্বরঃ
তেষাং বৈ পরিহৃত্য জীবিতমসৌ গৃহ্নাতি মৃত্যো
মুখাৎ ॥ ১৫৪ ॥

সৌভাগ্য বটী—সোহাগার খৈ, মিঠাবিষ, জীরা, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, ত্রিফলা অভ্র, গন্ধক ও পারদ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণ গ্রহণপূর্ব্বক একত্র করিয়া নিসিন্দাপাতা, সিউলীপাতা, ভীমরাজপাতা, বাসকপাতা ও আপাংপাতা, ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা ১ এক বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২দুই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অনুপানে সেবন করিলে শীত, অত্যন্তদাহ, অতিশয় ঘর্ম্ম, ঘোরতর নিদ্রা, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অবশতা, মোহ, শূল, শ্বাস, কফ, মূর্চ্ছা, অরুচি, ও তৃষ্ণা সংযুক্ত সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয়। এমন কি এই ঔষধ সেবন করাইয়া সন্নিপাত রোগীকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনা যায় জানিবে॥১৫৪

বেতালো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব মরিচালং সমাংশিকম্।
মর্দ্দয়েচ্ছিলয়া তাবদ্ যাবজ্জায়েত কজ্জলম্॥
গুঞ্জামাত্র-প্রমাণেন হরেদ্দ্বাদশসংজ্ঞকম্॥
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতং সুদারুণম্॥
ম্লানেষু লিপ্তদেহেষু মোহগ্রস্তেষু দেহিষু।
দাতুমর্হতি বেতালো যমদূত-নিবারকঃ॥ ১৫৫ ॥

বেতাল রস—পারদ, গন্ধক, বিষ, মরিচ ও হরিতাল, এই সকল বস্তু সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র শিলায় মর্দ্দন করিয়া কজ্জল সদৃশ হইলে জলসহ পেষণ করিয়া ১ এক রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অনুপানে সেবন করিলে সাধ্য ও অসাধ্য দ্বাদশ প্রকার সুদারুণ সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে। ম্লান, ঘর্ম্মাক্ত ও মোহগ্রস্ত সন্নিপাতরোগীকে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এমন কি, এই বেতাল রস সেবন করাইয়া সন্নিপাত রোগীকে যমদূতের নিকট হইতে ফিরাইয়া আনা যায় ॥১৫৫॥

রসং গন্ধং বিষঞ্চৈব ধুস্তুরং মরিচং তথা।
শোধিতঞ্চ তথা তালং মাক্ষিকঞ্চ সমাংশিকম্॥
দন্তীকাথেন সংভাব্য গুঞ্জামাত্রা তু চক্রিকা।
সাধ্যাসাধ্যান্ নিহন্ত্যাশু সন্নিপাতাংস্ত্রয়োদশ ॥ ১৫৬ ॥

চক্রিকা—পারদ, গন্ধক, বিষ, ধুতুরা, মরিচ, হরিতাল ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক দন্তীর কাথে ভাবনা দিয়া ১ এক রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অনুপানে সেবন করিলে সাধ্য ও অসাধ্য ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত রোগ বিনষ্ট হয় ॥১৫৬॥

চক্রী।

শম্ভোঃকণ্ঠবিভূষণং সমরিচং তালং তথা পারদম্
দেবীবীজযুতং সুশোধিতমিতংজৈপালবীজোত্তমম্॥
দন্তীমূলযুতং সমাগধিফলং সর্ব্বং সমাংশং নয়েৎ
তৎ সর্ব্বং পরিমর্দ্ধ্য চার্দ্র করসৈগু ঞ্জাপ্রমাণং রসম্॥
দদ্যাদ্‌ঘোরতরে ত্রয়োদশবিধে দোষে চ চক্রাহ্বয়ম্।
তন্দ্রাদাহ-সমন্বিতে চ তৃষয়া সম্পীড়িতে মানবে ॥১৫৭॥

চক্রী—বিষ, মরিচ, হরিতাল, পারদ, গন্ধক, জয়পালবীজ, দন্তীমূল ও পিপুল, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে গ্রহণ ও আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ১ একরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অনুপানে সেবন করিলে তন্দ্রা, দাহ ও তৃষ্ণা সংযুক্ত ত্রয়োদশ প্রকার ঘোরতর সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥১৫৭॥

ব্রহ্মরন্ধ্র রসঃ।

রসাভ্র গন্ধকং তালং হিঙ্গুলং মরিচং তথা।
টঙ্কনং সৈন্ধবোপেতং সর্ব্বাংশমমৃতং তথা॥
সর্ব্বপাদসমোপেতং বহ্নিবীপিত্তমর্দ্দিতম্।
ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রয়োক্তব্যং মূর্চ্ছাসজ্ঞানসজ্বরে॥

সহস্র কলসৈঃ স্নানং লেপনং চন্দনাদিভিঃ।
ইক্ষুমুদ্গারসং ভোজ্যং তক্রভক্তং যথেপ্সিতম্ ॥ ১৫৮ ॥

ব্রহ্মরন্ধ্র রস—পারদ, অভ্র, গন্ধক, হরিতাল, হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগার খৈ ও সৈন্ধব লবণ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ এক ভাগ, বিষ ৮ ভাগ ও মহিষীর পিত্ত ৪ চারিভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। সন্নিপাত রোগে সন্ন্যাস অবস্থায় জ্ঞান জন্মাইবার জন্য রোগীর ব্রহ্মরন্ধ্র ক্ষত করিয়া এই ঔষধ লাগাইয়া দিবে। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে সহস্র কলসী জলদ্বারা স্নান করাইবে, গাত্রে চন্দনাদি লেপন করাইবে এবং ইক্ষুরস, মুগের যূষ ও তক্রসহ যথেচ্ছানুসারে অন্ন আহার করিতে দিবে ॥১৫৮॥

আনন্দভৈরবী বটী।

বিষং ত্রিকটুকং গন্ধং টঙ্কনং মৃতশুল্বকম্।
ধুস্তূরস্য চ বীজানি হিঙ্গুলং নবমং স্মৃতম্ ॥
এতানি সমভাগানি দিনৈকং বিজয়ারসৈঃ।
মর্দ্দয়েচ্চণকাভা তু বটিকানন্দভৈরবী ॥
ভক্ষয়িত্বা পিবেচ্চানু রবিমূলকষায়কম্।
সদ্যোষং হন্তি নো চিত্রং সন্নিপাতং সুদারুণম্ ॥১৫৯॥

আনন্দ ভৈরবী বটী—বিষ, ত্রিকটু, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র, ধুতুরাবীজ ও হিঙ্গুল, এই ৯টী দ্রব্য প্রত্যেকে সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ১ একদিন সিদ্ধির কাথে মর্দ্দন পূর্ব্বক চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ত্রিকটু চূর্ণ সহ সেবন করিয়া পশ্চাৎ আকন্দমূলের কাথ পান করিবে। ইহাদ্বারা সুদারুণ সন্নিপাত রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে জানিবে ॥১৫৯॥

মৃতোত্থাপনো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং শিলা চ বিষহিঙ্গুলম্।
মৃতকান্তাভ্রতাম্রাণ্যালকং মাক্ষিকং সমম্।
অম্লবেতসজম্বীর চাঙ্গেরীণাং রসেন চ।
নিগুণ্ডীহস্তিশুণ্ড্যোশ্চ দ্রবৈর্ম্মর্দ্দ্যং দিনত্রয়ম্ ॥
রুদ্ধা তু ভূধরে পাচ্যং দিনান্তে তৎ সমুদ্ধরেৎ।
চিত্রকস্য কষায়েণ মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্ ॥
মাষমাত্রং প্রদাতব্যং হিঙ্গুব্যোষার্দ্রকদ্রবৈঃ।
সকর্পূরাম্বুপানং স্যান্মৃতোত্থাপনে রসে ॥
পীড়িতং সন্নিপাতেন গতং বাপি যমালয়ম্।
তৎক্ষণাজ্জীবয়ত্যেব পথ্যং ক্ষীরৈঃ প্রয়োজয়েৎ ॥১৬০॥

মৃতোত্থাপন রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, হিঙ্গুল ১ ভাগ, লৌহ ১ ভাগ, অভ্র ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, ও স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া অম্লবেতস, জামীর-নেবু আমরুল, নিসিন্দা ও হাতীশুঁড়ার পাতা, ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা তিন দিন করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ভূধরযন্ত্রে ১ একদিন পাক করতঃ নামাইয়া ঔষধ গ্রহণপূর্ব্বক চিতার কাথে ২ দুই প্রহর মর্দ্দন করতঃ ১ মাষা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ হিং, ত্রিকটু চূর্ণ, আদার রস ও কর্পূর সহ সেবন করিলে সন্নিপাত রোগী মৃত প্রায় হইলেও তৎক্ষণাৎ জীবন লাভ করিতে পারে। রোগীকে দুগ্ধ পথ্য দিবে। ॥ ১৬০ ॥

মৃতসঞ্জীবনো রসঃ

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং খল্লোতৎ কজ্জলং কৃতম্।
অভ্রলৌহকয়োর্ভস্ম তাম্রভস্ম সমং সমম্ ॥
বিষতালবরাটী চ শিলা-হিঙ্গুল-চিত্রকম্।
হস্তিশুণ্ডী চাতিবিষাত্র্যূষণং হেমমাক্ষিকম্।
চূর্ণং বিমর্দ্দয়েদ্দ্রাবৈরাদ্রকস্য দিনত্রয়ম্।
নিগুণ্ডীবিজয়াদ্রাবৈস্ত্রিদিনং মর্দ্দয়েৎ পুনঃ ॥
কাচকুপ্যাং নিবেশ্যাথ বালুকাযন্ত্রকে পচেৎ।
দিবাবান্তে সমুদ্ধৃত্য মর্দ্দয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ ॥
মৃতসঞ্জীবনো নাম রসোঽয়ং শঙ্করোদিতঃ।
মৃতোঽপি সন্নিপাতার্ত্তো জীবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥
নাতঃ পরতরঃ কশ্চিৎ সন্নিপাতহরো রসঃ।
অঘোরমন্ত্রমুচ্চার্য্য পূজাং রক্ষাঞ্চ কারয়েৎ ॥

অঘোরমন্ত্রো যথা,—

ওঁ অঘোরেভ্যশ্চ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যো নমোঽস্তু রুদ্ররূপেভ্য ইতি মন্ত্রেণ রক্ষণং পূজনঞ্চ। অঘোর মন্ত্রেণ অন্যত্রাপি রসকার্য্যং মন্যথা দোষোঽস্তি ॥ ১৬১ ॥

মৃতসঞ্জীবন রস—পারদ ১ ভাগ ও গন্ধক ২ ভাগ একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিবে। তৎ পরে উহার সহিত অভ্র, লৌহ, তাম্রভস্ম, বিষ,

হরিতাল, কড়িভস্ম, মনঃশিলা, হিঙ্গুল, চিতামূল, হাতীশুঁড়া, আতইচ, ত্রিকটু, ও স্বর্ণমাক্ষিক চূর্ণ, একত্র মিশ্রিত করিয়া আদার রসে ৩ তিনদিন, নিসিন্দার রসে ৩ তিনদিন ও সিদ্ধির কাথে ৩ তিন দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক কাঁচকূপীর মধ্যে পূরিয়া "ওঁ অঘোরেভ্যশ্চ ঘোরেভ্যো ঘোর-ঘোরতরেভ্যশ্চ সর্ব্বতঃ সর্ব্বেভ্যো নমোঽস্তুরুদ্ররূপেভ্যঃ।" এই অঘোরমন্ত্র দ্বারা ঔষধ রক্ষা ও পূজা করিয়া দুই প্রহর কাল বালুকাযন্ত্রে পাকপূর্ব্বক শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করতঃ আদার রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অনুপানে সেবন করিলে মৃত প্রায় সন্নিপাত রোগীও জীবিত হয়। ইহা অপেক্ষা সন্নিপাত-নাশক উৎকৃষ্ট ঔষধ দ্বিতীয় নাই। অঘোরমন্ত্র দ্বারা অন্যান্যরসেও রস কার্য্য করিতে হয়, নচেৎ বিশেষ দোষ সংঘটিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৬১ ॥

সন্নিপাতভৈরবো রসঃ।

হিঙ্গুলস্য বিশুদ্ধস্য সার্দ্ধতোলচতুষ্টয়ম্।
গন্ধকস্য বিষস্যাপি প্রত্যেকং তোলকদ্বয়ম্।
সমাষকদ্বয়ঞ্চৈব কনকাত্তোলকত্রয়ম্।
মাষৈকাধিকতোলৈকং টঙ্কনস্য তথৈব চ।
সংমর্দ্দ্য জম্বীররসৈর্ব্বটীশ্ছায়া-বিশোষিতাঃ।
সংমর্দ্দ্য জম্বীররসৈর্ব্বটীশ্ছায়া-বিশোষিতাঃ।
গুঞ্জৈক পরিমাণাস্তু কারয়েৎ কুশলো ভিষক্ ॥
একাস্তাভক্ষয়েত্তস্তু গোলম্বিয়াত্রকত্রবৈঃ।
ঘোরে ত্রিদোষে দাতব্যঃ সন্নিপাতকভৈরবঃ ॥ ১৬২ ॥

সন্নিপাত ভৈরব—শোধিত হিঙ্গুল ৪॥ সাড়ে চারি তোলা, গন্ধক ২ দুই তোলা, বিষ ২ দুই তোলা, ধুতুরাবীজ তিন তোলা ২ মাষা ও সোহাগার খৈ ১ একতোলা ১ একমাষা। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া জামীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ একরতি পরিমাণে বটি করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। এই ঔষধ আদার রস অনুপানে সেবন করিলে ঘোরতর ত্রিদোষজ জ্বর নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে ॥১৬২ ॥

সূচিকাভরণো রসঃ।

রসগন্ধক-নাগঞ্চ বিষং স্থাবর-জঙ্গমম্।
মাৎস্য-বারাহ-মায়ুরচ্ছাগপিত্তৈশ্চ ভাবয়েৎ।
সূচিকাগ্রেণ দাতব্যঃ সন্নিপাত কুলান্তকঃ ॥ ১৬৩

সূচিকাভরণ রস—পারদ, গন্ধক, সীসা, অমৃতবিষ ও সর্পবিষ, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক রুইমাছ, শূকর, ময়ূর ও ছাগ এই সকল জন্তুর প্রত্যেকের পিত্ত দ্বারা এক একবার ভাবনা দিয়া সূচিকাগ্র প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার ঘোরতর সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৬৩ ॥

পানীয়-বটিকা

রস মাষক চত্বারি ইষ্টকা-গুগুকে গ্রহঃ।
শোধয়িত্বা ততঃ শোধ্য তীক্ষ্ণপর্ণে তথাদ্রকে ॥
স্বর্ণধুস্তুরসত্ত্বে চ বৃদ্ধদারাদ্রবে তথা।
কন্যকা নিজসত্ত্বে চ রসশোধন মুত্তমম্ ॥
গন্ধকং রসতুল্যন্তু প্রক্ষাল্য তণ্ডুলাম্বুনা।
কৃত্বা তৈলসমং দর্ব্ব্যাং নির্ব্বাপ্য চিত্রকদ্রবে ॥
দ্বাভ্যাং কজ্জলিকাং কৃত্বা লৌহচূর্ণস্তু মাষকম্।
সুবর্ণমাক্ষিকমপি তত্র লৌহসমং দদেৎ ॥
কৃত্বা কণ্টক-বেধ্যন্তু তাম্রং কর্দ্দম-লেপিতম্।
মুহূর্ত্তমধ্যতত্তাম্রং দ্রুতং চূর্ণত্বমাপ্নুয়াৎ।
একীকৃত্য তু তৎ সর্ব্বং ততঃ প্রস্তরভাজনে।
মর্দ্দয়েত্তাম্রদণ্ডেন দ্রবা তৈষাং নিজদ্রবম্ ॥
প্রথমে কেশরাজশ্চ দ্বিতীয়ে গ্রীষ্মসুন্দরঃ।
তৃতীয়ে ভৃঙ্গরাজশ্চ চতুর্থে ভেকপর্ণিকা ॥
পঞ্চমে চ নিসুন্দাঃ ষষ্ঠে চ রসপূতিকা।
সপ্তমে পারিভদ্রশ্চ অষ্টমে রক্তচিত্রকঃ ॥
শক্রাশনঞ্চ নবমে দশমে কাকমাচিকা।
একাদশে তথা নীল দ্বাদশে হস্তিশুণ্ডিকা ॥
অমীষামোষধীনাস্তু প্রত্যেকস্তু পলদ্রবম্।
মর্দ্দয়েত্তু প্রযত্নেন দ্বাদশাহেন সাধকঃ ॥
ততঃ পারদমানস্তু দত্বা ত্রিকটুগুণ্ডকম্।
বটিকাং রাজিকাতুল্যাং ছায়াশুষ্কাং সমাচরেৎ ॥
তত শম্বুকজে পাত্রে কর্ত্তব্যা বটিকাস্থিরম্।
শরাবে শঙ্খপাত্রে বা কৃত্বা সলিল-গোলিতম্ ॥
অত্যন্তদোষ-দুষ্টায় জ্ঞানশূন্যায় রোগিণে।
ঊর্দ্ধযোনিং সমভ্যর্চ্য প্রদদ্যাদ্ বটিকাদ্বয়ম্ ॥

চক্রয়েৎ তং ততঃ পশ্চান্নরং স্থূলপটাদিভিঃ।
মলমূত্রাগমাৎ সদ্যঃ স সাধ্যো ভবতি ধ্রুবম্॥
দধ্যন্নন্তু ততো দদ্যাৎ পিবেদ্বারি যথেচ্ছয়া।
দদ্যাদ্ বাতহরং তৈলমভ্যঙ্গায় সদৈব হি॥
চিরজ্বরে পিবেদ্বারি পঞ্চমূলী প্রসাধিতম্।
গ্রহণ্যাং রক্তপাতে চ পিবেদতিবিষাং গদী॥
পিবেৎ পর্পটজং বারি ঘোরে কম্পজ্বরে তথা।
তথা জ্বরাতিসারে চ জীরকস্ত জলং পিবেৎ॥
মন্দাগ্নৌ কামলায়াঞ্চ সংগ্রহগ্রহণীগদে।
কাসে শ্বাসে সদা কার্য্যা পানীয়বটিকাভিধম্॥ ১৬৪॥

পানীয় বটীকা—৪ চারিমাষা পরিমাণে পারদ লইয়া ইটের গুড়ার সহিত মর্দ্দন করতঃ ইটের গুঁড়াগুলি ফেলিয়া দিয়া কামরাঙ্গা, আদা, কনক ধুতুরার পাতা, বিস্তাড়ক মূল ও ঘৃতকুমারীর রসে ১ এক একবার মর্দ্দন পূর্ব্বক পারদ শোধন করিয়া লইবে। অতঃপর ৪ চারিমাষা পরিমাণে গন্ধক লইয়া চালুনী জলে ধুইয়া লৌহ পাত্রে রাখিয়া অগ্নির তাপে গলাইয়া তরল হইলে তাহাতে চিতার রস দিবে। এই প্রকার শোধিত গন্ধক ও পারদ ৪ চারি মাষা পরিমাণে একত্র করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলী করিবে, তৎপরে উক্ত কজ্জলী দ্বারা সূক্ষ্ম তাম্রপাত্রে লেপন পূর্ব্বক একটী স্থালীর মধ্যে পুরিয়া অগ্নি দ্বারা জ্বালদিলে মুহূর্ত্ত-মধ্যে উক্ত তাম্র ভস্ম হইবে। অনন্তর এই তাম্রভস্ম ১ একমাষা, লৌহচূর্ণ, ১ মাষা ও স্বর্ণমাক্ষিক ১ মাষা একত্র মিশ্রিত করিয়া কেশুর্য্যা, গিমাশাক, ভৃঙ্গরাজ, থানকুনী, নিসিন্দা, লতাফট্‌কী পালি-দামাদার রক্তচিতা, সিদ্ধিপাতা, কাকমাচী, নীল গাছ ও হাতীশুড়া, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা পরিমাণ রস দ্বারা ক্রমান্বয়ে এক এক দিন তাম্রদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক তৎসহ ৪ চারি মাষা পরিমাণ ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া রাইসরিষা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করতঃ ছায়ায় শুকাইয়া লইবে। ঊর্দ্ধযোনিকে পূজা করিয়া ইহার ২ দুইটী বটী শামুকের পাত্রে, অথবা মাটীর পাত্রে কিংবা পদ্মপাত্রে জলের সহিত গুলিয়া, অত্যন্ত দোষবিশিষ্ট জ্ঞানশূন্য রোগীকে সেবন করাইয়া, রোগীর শরীর মোটা কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে দধি, অন্ন ও জল যথেষ্ট পরিমাণে খাইতে দিবে এবং রোগীর শরীরে বাতঘ্ন তৈল মর্দ্দন করিবে। এই ঔষধ পুরাতন জ্বরে পঞ্চমূলের ক্বাথের সহিত গ্রহণীতে ও রক্তাতিসারে আতাইসের সহিত; ঘোরতর কম্পজ্বরে ক্ষেতপাপড়ার ক্বাথ সহ এবং জ্বরাতিসার, মন্দাগ্নি, কামলা, সংগ্রহগ্রহণী, শ্বাস ও কাসরোগে জীরার ক্বাথ সহ সেবন করিতে দিবে॥ ১৬৪॥

সিদ্ধফলা পানীয়-বটিকা।

অনাথনাথো জগদেকনাথ স্ত্রিলোকনাথ প্রণতঃ প্রসন্নঃ। জগাদ পানীয়বটীং সুপটীং তামেব বক্ষ্যামি গুরুপ্রসাদাৎ॥

জয়ার্কস্বরসং চৈব নিগুণ্ডী বাসকং তথা।
বাট্যালকং করঞ্জশ্চ সূর্য্যাবর্ত্তকচিত্রকৌ॥
ব্রহ্মী বনসর্ষপঞ্চ ভৃঙ্গরাজং বিনিক্ষিপেৎ।
দন্তী চ ত্রিবৃতা চৈব তথান্নমধপত্রকম্॥
সহদেবাময়ং ভণ্ডী তথা ত্রিপুরভণ্ডিকা।
মণ্ডূকপর্ণী পিপ্পল্যো-দ্রোণপুষ্পকবায়সী॥
গুঞ্জাকিনী কেশরাজস্তথা যোজনমল্লিকা।
আসারণেতি বিখ্যাতো ধুস্তূরঃ কনকস্তথা।
ত্রৈলোক্যবিজয়া চৈব তথা শ্বেতাপরাজিতা॥
প্রত্যেকং কার্ষিকঞ্চৈব রসমাকৃষ্য ভাজনে।
একৈকস্ত রসং দত্বা মর্দ্দয়েল্লৌহদণ্ডতঃ॥
চণ্ডাতপে চ সংশোষ্য ক্ষীরং তত্র পুনঃ ক্ষিপেৎ।
সুহীক্ষীরং চার্কদুগ্ধং বটদুগ্ধং তথৈব চ॥
প্রত্যেকং কার্ষিকং দত্বা মর্দ্দয়েচ্চ পুনঃপুনঃ।
সুমর্দ্দিতঞ্চ তং জ্ঞাত্বা যদা পিণ্ডত্বমাগতম্॥
দ্রব্যাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য বস্ত্রপূতানি কারয়েৎ।
দগ্ধহীরং চাতিবিষাং কোচিলামভ্রকং তথা॥
পারদং শোধিতঞ্চৈব গন্ধকং বিষমাধুরম্।
হরিতালং বিষঞ্চৈব মাক্ষিকঞ্চ মনঃশিলা॥
প্রত্যেকঞ্চ চতুর্মাষং সর্ব্বং চূর্ণীকৃতঞ্চ তৎ।
প্রক্ষিপ্য মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং শোষয়িত্বা পুনঃপুনঃ॥
সুমর্দ্দিতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা চাঙ্গেরীস্বরসেন চ।
উত্থাপ্য ভেষজং দৃষ্ট্বা যদা পিণ্ডত্বমাগতম্॥
তিলপ্রমাণা গুড়িকাঃ কারয়েন্মতিমান্ ভিষক্।
ত্রিদোষজনিতো বৈদ্যমুক্তোঽপি বহুসম্মতঃ॥

জম্ভৈর্ব্বালুকাস্বেদৈঃ প্রক্রান্তো দীনদর্শনঃ।
সংপূজ্য করুণাধারং প্রণম্য চ খসর্পণম্ ॥
শরাবে বারিণা ঘৃষ্ট্বা বিংশতি বটিকাং পিবেৎ।
পীতং তন্তেষজং পশ্চাদ্ বস্ত্রৈরাচ্ছাদয়েন্নরম্ ॥
রসলগ্নং বপুজ্ঞাত্বা দদ্যাদ্ বারি সুশীতলম্।
শরাবপ্রমিতং বারি পাতব্যঞ্চ পুনঃপুনঃ ॥
সন্নিপাতজ্বরঞ্চৈব দাহঞ্চৈব সুদারুণম্।
কাশং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ বিড়্গ্রহং চাশ্মরীং জয়েৎ।
মূত্ররোগে বিবন্ধে তু দাতব্যং ক্ষীরসংযুতম্ ॥
পঞ্চতৃণকৃতক্কাথং দাতব্যঞ্চ পুনঃপুনঃ ॥
পানীয়বটিকা হ্যেষা লোকনাথেন নির্ম্মিতা।
লোকানামুপকারায় সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়িনী ॥

জয়ন্ত্যাদীনাং শ্বেতাপরাজিতাপর্য্যন্তানাং স্বরসং প্রত্যেকং কর্ষপ্রমাণং স্বরসমাদায় প্রস্তরভাজনে লৌহ-দণ্ডেন একৈকং বিমর্দ্দ্য তদনুশোষয়েৎ। তদনু স্নুহ্যর্ক-বটানাং ক্ষীরং প্রত্যেকং কর্ষং দত্ত্বা পুনর্ম্মর্দ্দয়েৎ। পিণ্ডত্বে সতি দগ্ধহীরকাদিকং কজ্জলীপূর্ব্বকং সর্ব্বমেকীকৃত্য চাঙ্গেরীরসেন মর্দ্দয়িত্বা উত্থাপ্য পিষ্টীকৃত্য তিলপ্রমাণা বটিকাঃ কার্য্যাঃ অস্য বটিকাবিংশতিং বুদ্ধবৈদ্যোপদেশাৎ আত্র'কজলেন বারিণা বা গোলয়িত্বা শরাবিকয়া পায়য়েৎ মূত্রকৃচ্ছ্রে পঞ্চতৃণসাধিতং ক্ষীরং পায়য়েৎ ॥ ১৬৫ ॥

সিদ্ধফলা পানীয়-বটিকা—জয়ন্তী, আকন্দ, নিসিন্দা, বাসক, বেড়েলা, নাটাকরঞ্জ, সূর্য্যা-বর্ত্ত, চিতা, ব্রাহ্মীশাক, বনসরিষা, ভৃঙ্গরাজ, দন্তী, তেউড়ী, সোদালপাতা, ঝিণ্টী, অমরলতা, ভাইট, বড়ভাইট, থানকুনী, পিপুল, গজপিপুল, হলকসা, কাকমাচী, কুঁচ, কেসুর্য্যা, হাপরমালী, আমারণ, কনকধুতুরা, সিদ্ধি ও শ্বেত অপরাজিতা ইহাদের প্রত্যেকের রস ২ দুই তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক পাথরের খলে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া তৎসহ মনসাসীজের আঠা ২ তোলা, আকন্দের আঠা ২ দুইতোলা ও বটের আঠা ২ দুইতোলা একত্র মিশাইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিবে। তৎপরে উহার সহিত ৮ মাষা কজ্জলী, ৪ মাষা বৈক্রান্ত, ৪ মাষা আতইচ, ৪ মাষা কুচিলা, ৪ মাষা অভ্র, ৪ মাষা শৃঙ্গীবিষ, ৪ মাষা হরিতাল, ৪ মাষা গরল বিষ, ৪ মাষা স্বর্ণমাক্ষিক ও ৪ মাষা মনঃশিলা মিশাইয়া আমরুলের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক তিল প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অসাধ্য সন্নিপাত জ্বর ইহাদ্বারা বিনষ্ট হয়। ঈশ্বরের পূজা করিয়া ও সূর্য্যকে প্রণাম পূর্ব্বক এই ঔষধ শরায় জলের সহিত ঘসিয়া সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবনান্তে রোগীর দেহ বস্ত্রদ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে এবং ঘাম হইলে রোগীকে পুনঃ পুনঃ এক এক শরা শীতলজল পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা সুদারুণ সন্নিপাত জ্বর, দাহ, কাস, শ্বাস, হিক্কা, মলবদ্ধতা ও অশ্মরী রোগ বিনষ্ট হয়। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে পঞ্চতৃণ সহ দুগ্ধপাক করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। পুরাকালে এই ঔষধ লোকের উপকারার্থ স্বয়ং লোকনাথ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে ॥ ১৬৫ ॥

চিন্তামণি-রসঃ।

সূতং গন্ধকমভ্রকং সমনবং সূতার্দ্ধভাগং বিষম্
তৎত্র্যংশং জয়পালমম্লমুদিতং তদ্‌গোলকং বেষ্টিতম্।
পত্রৈর্ম্মঞ্জুভুজঙ্গবল্লিজনিতৈর্নিক্ষিপ্য খাতে পুটম্
দত্ত্বা কুক্কুটসংজ্ঞকং সহদলৈঃ সংচূর্ণ্য তত্রাক্ষিপেৎ ॥
ভাগার্দ্ধং জয়পালবীজমমৃতং তত্তুল্যমেকীকৃতম্
গুঞ্জা ত্র্যূষণ-সিন্ধুচিত্রকযুতা সর্ব্বান্ জ্বরান্ নাশয়েৎ।
শূলং সংগ্রহণীগদং সজঠরং দধ্যন্নসংসেবিনাম্
তাপে সেচনকারিণাং গদবতাং সূতশ্চ চিন্তামণেঃ ॥
অয়মেব রসো দেয়ো মৃতকল্পে গদাতুরে ॥ ১৬৬ ॥

চিন্তামণি রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক, ১ ভাগ অভ্র ১ ভাগ, বিষ অর্দ্ধভাগ ও জয়পাল দেড়-ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র গোঁড়ানেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পিলাকৃতি করিবে। তৎপরে উহা তিনটী পান দ্বারা ঢাকিয়া মাটীর তৈয়ারী মুষার মধ্যে রাখিয়া কুট্টিত বস্ত্র মিশ্রিত মৃত্তিকা দ্বারা উহার মুখ বন্ধ করিয়া কৌক্কুটপুটে (লঘুপুটে) পাক করতঃ শীতল হইলে উহা গ্রহণপূর্ব্বক পাণ তিনটীর সহিত সমস্ত ঔষধ চূর্ণ করিয়া তৎসহ জয়পালবীজ অর্দ্ধভাগ ও অমৃত বিষ অর্দ্ধভাগ মিশ্রিত করিয়া জলসহ পেষণ পূর্ব্বক ১ রত্তি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই

ঔষধ ত্রিকটু, সৈন্ধবলবণ ও চিতাচূর্ণ সহ সেবন করিলে সর্ব্ববিধ জ্বর, শূল, সংগ্রহগ্রহণী ও উদর-রোগ বিনষ্ট হয়। রোগীকে দধির সহিত অন্ন আহার করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া অত্যন্ত গরম হইলে রোগীর শরীরে শীতল জল দিবে। ইহাদ্বারা মৃতকল্পরোগী জীবিত হইতে পারে জানিবে॥ ১৬৬॥

রসরাজেন্দ্রঃ।

শুদ্ধ সূতং পলং মতং পলং তাম্রময়োরজঃ।
অভ্রং নাগং পলং বঙ্গং পলং গন্ধক-তালকম্॥
পলং শুদ্ধবিষং চূর্ণং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
মর্দ্দয়েৎ কাকমাচ্যাশ্চ তত্র সাররসেন চ॥
মাৎস্য বরাহ-মায়ূরচ্ছাগ-মাহিষ-পিত্তকৈঃ।
মর্দ্দয়েদ্ ভিন্ন-ভিন্নঞ্চ ত্রিকটোরসৈর্ভিস্তথা॥
আর্দ্রক-স্বরসৈঃ পশ্চাৎ শতবারান্ মুহুর্মুহুঃ।
সিদ্ধোঽহং রসরাজেন্দ্রো ধন্বন্তরি-প্রকাশিতঃ।
গুঞ্জামাত্রং রসং দদ্যাৎ সুরসা রসসংযুতং।
মেঘধারা-প্রবাহেন ধারিতং বারি মস্তকে॥
অনিবারো যদা দাহস্তদা দেয়া চ শর্করা।
ভোজনং দধিসংযুক্তং বারমেকন্ত দাপয়েৎ॥
ঈশ্বরেণ হতঃ কামঃ কেশবেন চ দানবাঃ।
পাবকেন হতং শীতং সন্নিপাতে রসস্তথা॥ ১৬৭॥

রসরাজেন্দ্র—পারদ ৮ তোলা, তাম্র ৮ তোলা লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, সীসা ৮ তোলা, রাঙ ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, হরিতাল ৮ তোলা ও শোধিত বিষ ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া কাকমাচীর রসে মর্দ্দন করিবে এবং রুইমাছের পিত্ত দ্বারা ১ একবার, শূকরের পিত্ত সহ ১ একবার, ময়ূরের পিত্তসহ ১ বার এবং আদার রসে ১০০ একশতবার মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা তুলসীপাতার রস সহ সেবন করিতে দিবে। অত্যন্ত দাহ জন্মিলে রোগীকে চিনির সরবৎ ও একবার মাত্র দধিসহ অন্ন আহার করিতে দিবে। যে প্রকার মহেশ্বর কর্ত্তৃক কাম, বিষ্ণু কর্ত্তৃক দৈত্যকুল ও অগ্নির দ্বারা শীত বিনষ্ট হয়; সেই প্রকার এই রসরাজেন্দ্র ঔষধ দ্বারা সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। এই ঔষধ স্বয়ং ধন্বন্তরি কর্ত্তৃক প্রকাশিত॥ ১৬৭॥

যে রসাঃ পিত্তসংযুক্তাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বত্র শম্ভুনা।
জলসেকাবগাহাদ্যৈর্ব্বলিনস্তে তু নান্যথা।
রসজনিত-বিদাহে শীত তোয়াভিষেকো
মলয়জঘনসারালেপনং মন্দবাতঃ।
তরুণ-দধি-সিতাঢ্যং নারিকেলীফলাম্ভঃ
মধুর-শিশিরপানং শীতমন্যচ্চ শস্তম্॥ ১৬৮॥

যেসমস্ত রস (অর্থাৎ পারদাদিসংযুক্ত ঔষধ) মৎস্যাদির পিত্ত দ্বারা ভাবনা দিতে হয়, সেই সমস্ত ঔষধ রোগীকে সেবন করাইয়া জল-সেচনাদি শৈত্যক্রিয়া করিলে, উক্ত ঔষধ সকল অত্যধিক ফলপ্রদ হয়। অতএব উক্তবিধ ঔষধ সমস্ত সেবনান্তে দাহ জন্মিলে শীতল জল-সেচন, গাত্রে চন্দনাদিলেপন, মৃদু বায়ু সেবন, চিনিযুক্ত টাট্‌কা দধিপান, ডাবের জলপান, মধুর ও শীতল দ্রব্য সেবন এবং অন্যান্য শৈত্য-ক্রিয়া করিবে॥ ১৬৮॥

পঞ্চবক্ত্র রসঃ।

গন্ধেশ-টঙ্কমরিচং বিষং ধুস্তুরজৈস্ত্র বৈঃ।
দিনং বিমর্দ্দিতংশুদ্ধং পঞ্চবক্ত্রো রসঃ।
দ্বিগুঞ্জ আর্দ্রনীরেণ ত্রিদোষজ্বরজিৎ পরঃ॥ ১৬৯॥

পঞ্চবক্ত্র রস—গন্ধক, পারদ, সোহাগার খৈ, মরিচ ও বিষ, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ধুতুরার রসে একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ দুই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষ-জনিত জ্বর নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৬৯॥

সন্নিপাতসূর্য্যো রসঃ।

হিঙ্গুলং গন্ধকং তাম্রং মরিচং পিপ্পলী বিষম্।
শুণ্ঠী কনকবীজঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
বিজয়াশ্বত্র-তোয়েন ত্রিদিনং ভাবয়েৎ সুধীঃ।
দ্বিগুঞ্জং পর্ণপণ্ডেন চার্ককাথং পিবেদনু।
নিহন্তি সন্নিপাতোত্থান্ গদান্ ঘোরান্ সুদারুণম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকঞ্চ বিশেষতঃ॥ ১৭০॥

সন্নিপাতসূর্য্য রস—হিঙ্গুল, গন্ধক, তামা, মরিচ, পিপুল, বিষ, শুণ্ঠী ও কনকধুতুরার বীজচূর্ণ

এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক সিদ্ধিপাতার রসে ৩ তিনদিন ভাবনা দিয়া ২ দুই রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ পানের সহিত সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ আকন্দের কাথ পান করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ ঘোরতর সন্নিপাত জ্বর, বিশেষতঃ বাতজ্বর, পিত্তজ্বর ও শ্লেষ্মজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ১৭০॥

চিন্তামণি-রসঃ।

রসবিষগন্ধক টঙ্কন তাম্র যবক্ষারং ব্যোষম্।
জয়পালস্য বীজঞ্চ ক্ষৌদ্রং দত্ত্বা শতবারান্॥
সংমর্দ্দ্য রক্তিকমিতা বটিকাঃ কুর্য্যাদ্ভিষক্প্রাজ্ঞঃ॥
শুণ্ঠীপিষ্টেন সমমেকা দ্বে বাথবা তিস্রঃ।
সংপ্রাশ্য নারিকেলীজলমনুপেয়ং প্রযুঞ্জীত।
ভেদানন্তরমেব প্রক্ষালিতভক্তং তক্রমুপযোজ্যম্॥
পেষাৎ সৈন্ধবজীরং তক্রং ভক্তংপ্রয়োক্তব্যম্।
প্রশময়তি সন্নিপাতজ্বরং তথাজীর্ণং বিষমঞ্চ॥
প্লীহানং চাধ্মানং কাসং শ্বাসঞ্চ বহ্নিমান্দ্যম্।
চিন্তামণিরসোহয়ং কিল নিয়তং ভৈরবেণ নির্দ্দিষ্টঃ॥১৭১

চিন্তামণি রস—পারদ, বিষ, গন্ধক, সোহাগার খৈ, তাম্র, যবক্ষার, শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ ও জয়পালবীজ, এই সকল পদার্থ সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক মধুর সহিত সাতবার মর্দ্দন ও ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহার ১টী, ২টী, বা ৩টী বড়ী শুণ্ঠিচূর্ণ সহ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ ডাবের জল পান করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া দাস্ত হইলে রোগীকে তক্রসহ ভাতের আমানী পান করিতে দিবে এবং তক্রসহ সৈন্ধব ও জীরা পেষণ পূর্ব্বক অন্ন সহ আহার করিতে দিবে। ইহা দ্বারা সন্নিপাত জ্বর, জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, প্লীহা, আধ্মান, কাস, শ্বাস, ও অগ্নিমান্দ্যরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। এই চিন্তামণি রস স্বয়ং ভৈরব কর্ত্তৃক প্রকাশিত জানিবে॥ ১৭১॥

অঘোর-নৃসিংহো রসঃ।

ভাগৈকং মৃতভারস্য দ্বিভাগং মৃতলোহকম্।
ত্রিভাগং মৃতবঙ্গঞ্চ চতুর্ভাগং মৃতাভ্রকম্॥
মাক্ষিকং রসগন্ধৌ চ তথা শুদ্ধা মনঃশিলা।
চত্বার্য্যেতানি তাম্রস্য প্রত্যেকং তুল্যমেব চ॥
গরলং চাভ্রতুল্যং স্যাৎ ত্রিকটুশ্চাভ্রতুল্যকঃ।
এতৎ সর্ব্বংসমং দেয়ং বিষমাখ্যঃ তথৈব চ।
এতৎ সর্ব্বস্য দ্রব্যস্য দ্বিগুণং কালকূটকম্।
মাৎস্যমাহিষমায়ুর-বারাহপিত্তৈ র্ভাবয়েৎ।
চিত্রকস্য দ্রবেণৈব প্রত্যেকং যামমাত্রকম্।
সর্ষপাভা বটী কার্য্যা শোষয়েদাতপে ততঃ॥
দাপয়েদ্ বটকামেকাং পয়ঃপেটীরসেন চ।
ত্রয়োদশ-সন্নিপাতে বিসূচ্যামতিসারকে॥
ত্রিদোষজে তথাকাসে দাপয়েৎ কুশলো ভিষক্।
পয়ঃপেটীশত দদ্যাদ্ভোজনং দধিভক্তকম্॥
তথা ভর্জিতমৎস্যঞ্চ লেপনং তিলচন্দনৈঃ।
রোগীবাঞ্ছতি যদ্দ্রব্যং তৎসর্ব্বং পরিদাপয়েৎ॥
অঘোরনৃসিংহনামা রসানামুত্তমো রসঃ। ১৭২॥

অঘোর নৃসিংহ রস—তাম্র ১ ভাগ, লৌহ ২ ভাগ, বঙ্গ ৩ ভাগ, অভ্র ৪ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, মনঃশিলা ১ ভাগ, সর্পবিষ ৪ চারিভাগ, ত্রিকটু প্রত্যেকে ৪ চারিভাগ, কুচিলা ৩০ ভাগ এবং কাটবিষ ১২০ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া রুইমাছের পিত্তদ্বারা ১ এক প্রহর, মহিষের পিত্তদ্বারা ১ এক প্রহর, ময়ুরের পিত্তদ্বারা ১ এক প্রহর, শূকরের পিত্তদ্বারা ১ এক প্রহর ও চিতার রসে ১ এক প্রহর ভাবনা দিয়া সরিষা প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। এই ঔষধ ডাবের জলের সহিত সেবন করিলে ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতজ্বর, বিসূচিকা, অতীসার ও ত্রিদোষজ কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীকে পুনঃ পুনঃ ডাবের জল, দধিসহ অন্ন, ভাজামাছ, তিল ও চন্দনের অনুলেপন এবং রোগী যাহা ইচ্ছা করে তাহাই তাহাকে দিবে। এই অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধের নাম অঘোর নৃসিংহরস জানিবে॥ ১৭২॥

প্রতাপতপনো রসঃ।

গন্ধকং হিঙ্গুলং তালং সূতকং লৌহ টঙ্কনম্।
খর্পরং সাচিকাক্ষারং মঞ্জিষ্ঠং হিঙ্গুলং সমম্

রসেন মর্দ্দিতং পিণ্ডং নিগুণ্ডী হস্তিশুণ্ডয়োঃ।
অষ্টাযামং পচেৎ কূপ্যাং নিরুধ্য সিকতাহ্বয়ে॥
সন্নিপাতবিনাশায় প্রতাপতপনো রসঃ।
দধিভক্তং তথা দুগ্ধং ছাগমাংসঞ্চ ভোজয়েৎ॥ ১৭৩॥

প্রতাপতপন রস—গন্ধক, হরিতাল, পারদ, লৌহ, সোহাগার খৈ, খর্পর, সাচিক্ষার, মঞ্জিষ্ঠা চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ ও হিঙ্গুলচূর্ণ ২ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র নিশিন্দাপাতার রস ও হাতী-শুড়ার রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করিয়া কাচ-কূপীর মধ্যে পুরিয়া বালুকাযন্ত্রে ১ একদিন পাক-করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ রতি পরিমাণে উপ-যুক্ত অনুপানসহ সেবন করিলে সর্ব্ববিধ সন্নিপাত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। রোগীকে দধি, দুগ্ধ, ও ছাগমাংসসহ অন্ন পথ্য দিবে॥ ১৭৩॥

প্রাণেশ্বরোরসঃ।

শুদ্ধং সূতং তথা গন্ধং মৃতাভ্রং বিষসংযুতম্।
রসঃ সংমর্দ্দিতং তালমূলীনীরৈস্ত্র্যহং বুধঃ॥
পূরয়েৎ কূপিকান্তে চ মুদ্রয়িত্বা চ শোষয়েৎ।
সপ্তভিঃ মৃত্তিকা-বস্ত্রৈর্বেষ্টয়িত্বা চ শোষয়েৎ॥
পুটেৎ কুণ্ডপ্রমাণেন স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
গৃহীত্বা কূপিকামধ্যান্মর্দ্দয়েচ্চ দিনং ততঃ॥
অজাজীজীরকং হিঙ্গু সর্জ্জিকা টঙ্কনং জগৎ।
গুগ্‌গুলুঃ পঞ্চলবণং যবক্ষারো যমানিকা॥
মরিচং পিপ্পলী চৈব প্রত্যেকং রসমানতঃ।
এষাং কষায়েণ পুনর্ভাবয়েৎ সপ্তধাতপে॥
নাগবল্লীদলযুতং পঞ্চ গুঞ্জং রসেশ্বরম্।
দদ্যান্নবজ্বরে তীব্রে সোষ্ণং বারি পিবেদনু॥
প্রাণেশ্বরো রসো নাম সন্নিপাত প্রকোপনুৎ।
শীতজ্বরে দাহপূর্ব্বে গুল্মশূলে ত্রিদোষজে।
বাঞ্ছিতং ভোজনং দদ্যাৎ কুর্য্যাচ্চন্দন লেপনম্॥
তাপোদ্রেকস্য শমনং বলাধিষ্ঠানকারকম্॥
ভবেচ্চ নাত্র সন্দেহঃ স্বাস্থ্যঞ্চ লভতে নরঃ॥ ১৭৪॥

প্রাণেশ্বর রস—পারদ, গন্ধক, অভ্র ও বিষ, এই দ্রব্যচতুষ্টয় সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক তাল-মূলীর রসে ৩ তিন দিবস মর্দ্দনপূর্ব্বক কূপিকার মধ্যে পূরিয়া তাহার মুখ বন্ধ করতঃ শুকাইয়া কর্দ্দমসংযুক্ত বস্ত্র দ্বারা ৭সাত পর্দ্দা বেষ্টন পূর্ব্বক শুকাইয়া কুণ্ডমধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক পুটপাক করতঃ শীতল হইলে ঔষধ গ্রহণ করিবে। অনন্তর উহা একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক তৎসহ কৃষ্ণজীরা, জীরা, হিং সাচিক্ষার, সোহাগার খৈ, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা, গুগ্‌গুলু, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, যমানী, মরিচ ও পিপুল প্রত্যেক পারদের সমান পরিমাণ লইয়া ইহাদের কাথে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রবল নবজ্বরে উপযুক্ত অনুপানে সেবন করাইয়া পশ্চাৎ গরমজল পান করিতে দিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্ববিধ সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয়। শীত জ্বরে দাহপূর্ব্ব জ্বরে এবং ত্রিদোষজ গুল্ম ও শূলরোগে এই ঔষধ দ্বারা বিশেষ ফল দর্শে। রোগীকে তাহার ইচ্ছানুযায়ী আহার প্রদান ও তাহার গাত্রে চন্দন লেপন করিবে। ইহাদ্বারা নিশ্চয়ই দাহ প্রশমিত হয়, শরীরে বলাধান হয় এবং রোগী স্বাস্থ্য লাভ করিয়া থাকে জানিবে॥ ১৭৪॥

সন্নিপাত-ভৈরবঃ।

রসং বিষং গন্ধকঞ্চ হরিতালং ফলত্রয়ম্।
জয়পালং ত্রিবৃৎ স্বর্ণং তাম্র-সীসাভ্র-লৌহকম্॥
অর্কক্ষীরং লাঙ্গলী চ স্বর্ণমাক্ষিকমেব চ।
সমং কৃত্বা রসেনৈষাং ত্রিংশদ্বারঞ্চ মর্দ্দয়েৎ॥
অর্কশ্বেতালম্বুষা চ সূর্য্যাবর্ত্তশ্চ কারবী।
কাকজঙ্ঘা শোণকশ্চ কুষ্ঠং ব্যোষবিকঙ্কতম্॥
সূর্য্যমণিশ্চন্দ্রাকান্তো নিগুণ্ডীরুদ্রজটাপি।
ধুস্তূর দন্তী পিপ্পল্যো দশাষ্টাঙ্গমিদং শুভম্॥
রসতুল্যং প্রদাতব্যং দত্ত্বা তোয়ং চতুর্গুণম্।
শিষ্টৈকগুণতোয়েন ভাবনাবিধিরিষ্যতে॥
ভাবনায়াং ভাবনায়াং শোষণং মুহুরিষ্যতে।
ততশ্চ বটীকাং কৃত্বা ভৈরবায় বলিং দদেৎ॥
রসোঽহয়ং শ্রীসন্নিপাত-ভৈরবো জ্বরনাশনঃ।
সর্ব্বোপদ্রব-সংযুক্তং জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ॥
সন্নিপাতজ্বরং হন্তি জীর্ণঞ্চ বিষমং তথা।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ চাতুর্থকমপি ধ্রুবম্॥
জ্বরঞ্চ জলদোষোত্থং সর্ব্বদোষ-সমাকুলম্।
ভৈরবস্য প্রসাদেন জগদানন্দ-কম্বুজী॥

সর্ব্ব চূর্ণং সমং কৃত্বা অর্কমূলাদি পিপ্পলী মূলা-ন্তানামষ্টাদশানাং মিলিত্বা রসাদিসামগ্রীতুল্যানাং চতুর্গুণ-

জলৈকগুণাবশিষ্টে ক্বাথেন ত্রিংশদ্বারানাতপে ভাবনীয়ম্ প্রতিবারং যত্নেন শোষয়িত্বা কলায়প্রমাণবটীকাং কৃত্বা ব্যাধ্যানুরূপমাত্রয়ার্দ্রকরসেন জ্বরিণে দদ্যাৎ বিরেকাদনন্তরং শুণ্ঠীজীরকতোয়-প্রক্ষালিতান্নং দদ্যাৎ। অজাতে বিরেকে পুনরপি রসং দদ্যাৎ ব্যাধিং নিবৃত্তৌ কদাচিৎ বাত-পীড়ায়াং বাত-চিকিৎসা কার্য্যা। অত্র ভৈরবং রুধিরবর্ণং ধ্যায়েৎ॥ ১৭৫॥

সন্নিপাত ভৈরব—পারদ, বিষ, গন্ধক, হরিতাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, জয়পাল, তেউড়ী, স্বর্ণ, তাম্র,সীসা, অভ্র, লৌহ, আকন্দের আঠা,বিষলাঙ্গলিয়া ও স্বর্ণমাক্ষিক, এইসকল দ্রব্য সমানভাগে গ্রহণপূর্ব্বক আকন্দ, শ্বেতাপরাজিতা, , সূর্য্যাবর্ত্ত, কৃষ্ণজীরা, কাকজঙ্ঘা, শ্যোণা-ছাল, কুড়, শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ, বঁইচ, লাল-সূর্য্যমণি, নিসিন্দা, রুদ্রজটা, ধুতুরা, দন্তী ও পিপুল এই সকল দ্রব্য পূর্ব্বোক্ত পারদাদি দ্রব্যের সমান মাত্রায় লইয়া এই সকল দ্রব্যের ৪ চারিগুণ জলে সিদ্ধ করতঃ চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে, এইরূপে ৩০ ত্রিশ বার ক্বাথ প্রস্তুত পূর্ব্বক ত্রিশবার ভাবনা দিয়া ১ এক রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া রক্তবর্ণ ভৈরবকে ধ্যানপূর্ব্বক বলিপ্রদান করিবে। ইহা আদার রস অনুপানে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব সংযুক্ত সন্নিপাতজ্বর, বিষম জ্বর, জীর্ণজ্বর, ঐকাহিকজ্বর, দ্ব্যহিকজ্বর, চাতুর্থকজ্বর, জলদোষ-জনিত জ্বর ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ দোষ জনিত জ্বর নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন করিয়া স্বেদ হইলে শুণ্ঠি ও জীরার জলে ধৌত অন্ন আহার করিতে দিবে। স্বেদ না হইলে পুনরায় এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। এই ওষধ সেবন করিয়া বাতরোগ জন্মিলে বাতব্যাধির নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে॥ ১৭৫॥

দ্বিতীয়-সন্নিপাত-ভৈরবঃ।

পারদং গন্ধকং তালং বৎসনাভং ত্রিভিঃ সমম্।
দারুমুষঞ্চ গরলং সর্পস্য সমহিঙ্গুলম্॥
মুদগমানাং চ বটিকাং কারয়েৎ কুশলো ভিষক্।
সন্নিপাতে বটিমেকামার্দ্র্রদ্রাবৈঃ প্রদাপয়েৎ॥
রসো মহাপ্রভাবোঽয়ং সন্নিপাতস্তু ভৈরবঃ॥ ১৭৬॥

দ্বিতীয় সন্নিপাত ভৈরব—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, দারুমুচ ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্পবিষ ১ ভাগ ও হিঙ্গুল ৮ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া জল সহ পেষণ পূর্ব্বক মুগপ্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ওষধ আদার রসের সহিত সেবন করিলে সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয়। এই সন্নিপাত ভৈরব রস নামক ঔষধ অত্যন্ত গুণশালী বলিয়া জানিবে॥ ১৭৬॥

মৃত্যুঞ্জয়োরসঃ

সূতং গন্ধক টঙ্কনং শুভবিষং ধুস্তূরবীজং কটুং
নীত্বা ভাগমথোত্তর-দ্বিগুণিতং চোন্মত্তমূলাম্বুনা।
কুর্য্যান্মাষবটী সুধাতিসুখদাঃ সর্ব্বান্ জ্বরান্নাশয়ে।
দেষ শ্রীশিব-শাসনাৎ প্রজনিতঃ সূতশ্চ মৃত্যুঞ্জয়ঃ॥
নারিকেল-সিত-যুক্তং বাতপিত্তং জ্বরং জয়েৎ।
মধুনা শ্লেষ্মপিত্তোত্থং জ্বরং সংনাশয়েদ্ ধ্রুবম্।
সন্নিপাত-জ্বরং ঘোরং নাশয়েদার্দ্র্রনীরতঃ॥ ১৭৭॥

মৃত্যুঞ্জয় রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, সোহাগার খৈ ৪ ভাগ, বিষ ৮ ভাগ, ধুতুরাবীজ ১৬ ভাগ ও ত্রিকটু মিলিত ৩২ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধুতুরার মূলের রসে পেষণ পূর্ব্বক মাষকলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়। এই মৃত্যুঞ্জয় রস স্বয়ং মহাদেব কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই ঔষধ ডাবের জল ও চিনি সহ সেবন করিলে বাতপিত্তজ্বর বিনষ্ট হয়, মধুর সহিত সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর বিনষ্ট হয় এবং আদার রসের সহিত সেবন করিলে সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৭৭॥

শ্রীসন্নিপাত-মৃত্যুঞ্জয়ো রসঃ।

বিষং সূতক-গন্ধৌ চ পিত্তং মৎস্য-বরাহয়োঃ।
আজ-মায়ূর-পিত্তে চ মহিষ্যাশ্চাপি যোজয়েৎ॥
হরিতালঞ্চ সব্যোষ-বানরীবীজ-সংযুতম্।
অপামার্গং চিত্রমূলং জয়পালঞ্চ কল্কয়েৎ।

এতৎ সর্ব্বং সমাংশেন অজামূত্রেণ মর্দ্দয়েৎ।
মাষেণ সদৃশী কার্য্যা বটিকা সদ্ভিষগ্‌বরৈঃ॥
মহাজ্বরে মহাশীতে মহাশীতজ্বরেঽপি চ॥
মজ্জাগতে সন্নিপাতে বিসূচ্যাং বিষমজ্বরে॥
অসাধ্যে মানবে যুঞ্জাদেকাহাজ্জ্বরনাশিনী।
জলোদরে শিথিলাঙ্গে নাসাস্রাবে চ পীনসে॥
অজীর্ণে মূর্চ্ছনাভাবে শ্লেষ্মভাবেঽতিদুর্জ্জয়ে।
শোথ-কামল-পাণ্ড্বাদি-সর্ব্বরোগাপহারকঃ॥
সন্নিপাত-মৃত্যুঞ্জয়ো জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশিতঃ।
ভৃঙ্গরাজ-রসেনায়ং রসরাজঃ প্রদীয়তে।
নির্ব্বাত-নির্জ্জন-স্থানে বহুবস্ত্র-সমাবৃতে।
প্রস্বেদঃ ক্ষণমাত্রেণ জায়তে চিহ্নমীদৃশম্॥
মূর্চ্ছিতঃ পতিতো ভূমৌ দহ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।
এবং চিহ্নং সমালোক্য বদেন্নিরুজমাতুরে॥
পথ্যং যদ্ যাচতে রোগী তদ্দাতব্যং প্রযত্নতঃ।
দধ্যোদনং শীতজলং দাতব্যং তদ্ বিচক্ষণৈঃ॥
এবং মহারসঃ শ্রেষ্ঠঃ শম্ভুনা প্রেরিতো ভুবি।
কৃপয়া সর্ব্বভূতানাং জ্ঞানজ্যোতিঃ প্রকাশিতঃ॥১৭৮॥

সন্নিপাত মৃত্যুঞ্জয় রস—বিষ, পারদ, গন্ধক, রুহিত মৎস্যের পিত্ত, শূকরপিত্ত, ছাগপিত্ত ময়ূর-পিত্ত, মহিষীর পিত্ত, হরিতাল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, আলকুশীবীজ, আপাংমূল, চিতারমূল ও জয়পাল, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে মহাজ্বর, মহাশীত, মহাশীতজ্বর, মজ্জা-গতজ্বর, সন্নিপাতজ্বর, বিসূচী, বিষমজ্বর ও অসাধ্য জ্বর একদিনেই বিনষ্ট হয়। এবং ইহাদ্বারা জলো-দর, শিথিলাঙ্গতা, নাসাস্রাব, পীনাস, অজীর্ণ, মূর্চ্ছা, কফ, শোথ, কামলা ও পাণ্ডু প্রভৃতি সর্ব্ব-প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবন করা-ইয়া রোগীকে বায়ুশূন্য নির্জ্জনস্থানে রাখিয়া তাহার গাত্র মোটাকাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবে। ইহাতে রোগীর ক্ষণকালের মধ্যে ঘর্ম্ম হইবে। যখন দেখিবে রোগীর মূর্চ্ছা, মাটীতে পতন ও গাত্রদাহ উপস্থিত হইবে, তখন রোগমুক্ত হইয়াছে জানিবে। এই প্রকার অবস্থায় রোগীর ইচ্ছানুরূপ আহার্য্য ভোজন করিতে দিবে। বিশেষতঃ রোগীকে দধি অন্ন ও শীতল জল প্রদান করিবে। এই ঔষধ পুরাকালে স্বয়ং মহাদেব কৃপাপরবশ হইয়া আবিষ্কার করেন॥ ১৭৮॥

প্রভাকরঃ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং কৃশানুরসৈর্ব্বিমর্দ্যাষ্টদিনং সুঘর্ম্মে।
রসাষ্টভাগং অমৃতঞ্চ দদ্যাদ্ বিপাচয়েৎ বহ্নিরসেন কিঞ্চিৎ।
পিত্তৈশ্চ সম্ভাবিত এষ দেয়স্ত্রিদোষনীহার-বিনাশসূর্য্যঃ॥
অত্র ভৈরবং রুধিরবর্ণং ধ্যায়েৎ॥ ১৭৯॥

প্রভাকর—১ ভাগ পারদ ও ২ ভাগ গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া চিতার রসে ৮ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুকাইয়া তৎসহ পারদের ৮ ভাগ বিষ ও কিঞ্চিৎ চিতার রস মিশ্রিত করিয়া একত্র পাক করতঃ রোহিত মৎস্যাদির পঞ্চপিত্তে ভাবনা দিয়া উপযুক্ত পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। রুধিরবর্ণ ভৈরবকে ধ্যান করিয়া এই ঔষধ যথা-যোগ্য অনুপানে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার সন্নি-পাতজ্বর বিনষ্ট হয়॥ ১৭৯॥

কালাগ্নিভৈরবো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং মর্দ্দয়েদ্ গোক্ষুরদ্রবৈঃ।
ভাবিতঞ্চ বিশোষ্যাথ চূর্ণয়েদতিচিক্কণম্॥
চূর্ণতুল্যং মৃতং তাম্রং তাম্রাদষ্টাংশিকং বিষম্।
হিঙ্গুলং রসভাগঞ্চ দ্বৌ ভাগৌ কনকস্য চ॥
বাণভাগোঽত্র গোদন্তঃ কাণভাগা মনঃশিলা।
টঙ্কনং নেত্রভাগঞ্চ ঋতুভাগঞ্চ খর্পরম্॥
ব্রহ্মভাগঞ্চ জৈপালং নেত্রভাগং হলাহলম্।
মাক্ষিকং চাগ্নিভাগঞ্চ লৌহং বঙ্গঞ্চ ভাগকম্॥
সর্ব্বান্ খল্লোদরে ক্ষিপ্তা ক্ষীরেণার্কস্য মর্দ্দয়েৎ।
দশমূলকষায়েণ মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রকম্॥
পঞ্চমূল-কষায়েণ তথৈব চ বিমর্দ্দয়েৎ।
চণমাত্রং বটীং কৃত্বা বলং জ্ঞাত্বা প্রয়োজয়েৎ॥
জ্বরং ত্রিদোষজং হন্তি সন্নিপাতং সুদারুণম্।
পূর্ব্ববদ্ দাপয়েৎ পথ্যং জলযোগঞ্চ কারয়েৎ॥
পথ্যং শাল্যোদনং জ্ঞেয়ং দধিভক্ত-সমন্বিতম্।
কালাগ্নি-ভৈরবো নাম রসোঽয়ং ভুবিপূজিতঃ॥১৮০॥

কালাগ্নিভৈরব রস—১ ভাগ পারদ ও ২ ভাগ গন্ধক একত্র কজ্জলী করিয়া গোক্ষুরের ক্বাথে

ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইবে, তৎপরে উহা চূর্ণ করিয়া তৎসহ চূর্ণ দ্রব্যের সমান তাম্র, তামার ৮ ভাগ বিষ, ১ ভাগ হিঙ্গুল, ২ ভাগ ধুতুরাবীজ, ৫ ভাগ গোদন্ত হরিতাল, ৩ ভাগ মনঃশিলা, ৩ ভাগ সোহাগার খৈ, ৬ ভাগ খর্পর, ১ ভাগ লৌহ ও ১ ভাগ বঙ্গ একত্র করিয়া ক্রমশঃ আকন্দের আঠায় ১ প্রহর, দশমূলের কাথে ১ প্রহর ও পঞ্চমূলের কাথে ১ প্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক চণকপ্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত অনুপানে সেবন করিলে সুদারুণ সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয়। রোগীকে দধিসহ শালিতণ্ডুলের অন্ন পথ্য দিবে ও শৈত্যক্রিয়া করিবে। এই কালাগ্নিভৈরব রস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহৌষধ বলিয়া জানিবে॥ ১৮০॥

ত্রৈলোক্য-চিন্তামণিঃ।

রসভস্ম-ত্রয়ো ভাগা দ্বিভাগঞ্চ ভুজঙ্গমম্।
কালকূটঞ্চ ষড়্ভাগং ভাগৈকঃ তালকং তথা॥
গোদন্তং গগনং তুত্থং শিলা-গন্ধক-টঙ্কনম্।
জয়পালোন্মত্ত-দন্তী করবীরঞ্চ লাঙ্গলী॥
পলাশমূলজৈর্নীরৈঃ সপ্তধা ভাবিতং দৃঢ়ম্।
চিত্রমূল কষায়েণ চার্দ্র কস্য চ বারিণা॥
মাৎস্য-মাহিষ-মায়ূরচ্ছাগ-বারাহ-ড্ুণ্ডুভম্।
প্রত্যেকং দশধা মর্দ্দ্যং শিলা-খল্লে চ সংক্ষয়াৎ॥
ধান্যদ্বয়াং বটীং কুর্য্যাৎ শুদ্ধ-বস্ত্রেণ ধারয়েৎ।
দাতব্যং চানুপানেন নারিকেলোদকেন চ॥
তাম্বুলঞ্চ ততো দদ্যাৎ ভক্ষ্যং শীতোপচারকম্।
তিলতৈলে সদা স্নানং ঘৃতমৎস্যাদি ভোজনম্।
পীতাম্লং দধিসংযুক্তং পুরাণান্নঞ্চ ভক্ষয়েৎ॥ ১৮১॥

ত্রৈলোক্য চিন্তামণি—৩ ভাগ রসসিন্দুর, ২ ভাগ সর্পবিষ, ৬ ভাগ কালকুট বিষ, ১ ভাগ হরিতাল, ১ ভাগ গোদন্ত হরিতাল, ১ ভাগ অভ্র, ১ ভাগ তুতে, ১ ভাগ মনঃশিলা, ১ ভাগ গন্ধক, ১ ভাগ সোহাগার খৈ, ১ভাগ জয়পাল, ১ভাগ ধুতুরাবীজ, ১ ভাগ দন্তীমূল, ১ ভাগ করবীমূল ও ১ ভাগ বিষলাঙ্গলিয়ার মূল, এই সমস্ত পদার্থ একত্র করিয়া পলাশমূলের কাথে সাতবার ভাবনা দিয়া পরে চিতার মূলের কাথে দশবার, আদার রসে দশবার, রোহিতমৎস্যের পিত্তে দশবার, মহিষের পিত্তে দশবার, ময়ুরের পিত্তে দশবার, ছাগলের পিত্তে দশবার, শূকরের পিত্তে দশবার ও ঢোঁড়াসাপের পিত্তে দশবার মর্দ্দন করিয়া ২ দুই ধান প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান নারিকেলের জল। ঔষধ সেবনান্তে তাম্বুল ভক্ষণ করিতে দিবে এবং রোগীকে তিলতৈল মাখাইয়া স্নান করাইবে। অনন্তর রোগীকে ঘৃত, মৎস্য, অম্ল ও দধিসহ পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন আহার করিতে দিবে। এই ঔষধ সন্নিপাতজ্বরের পক্ষে মহোপকারী বলিয়া জানিবে॥১৮১॥

রসেশ্বরঃ।

রসেন গন্ধং দ্বিগুণং গৃহীত্বা তৎপাদ-গন্ধং রবিতাল হেম। ভস্মীকৃতং যোজয় মর্দ্দয়েত্তু দিনত্রয়ং বহ্নিরসেন ঘর্ম্মে॥ বিষঞ্চ দত্বাত্র কলাপ্রমাণমজাদিপিত্তৈঃ পরিভাবয়েচ্চ। রক্তিদ্বয়ং চাস্য দদীত বহি কটুত্রয়েণাদ্র্ রসপ্রযুক্তম্॥ তৈলেন চাভ্যক্তঃপুশ্চরণ্যাৎ স্নানং জলেনৈব সুশীতলেন। যাবদ্ ভবেদ্ দুঃসহমস্য শীতং মূত্রং পুরীষঞ্চ শরীরকম্পঃ॥ পথ্যে যদীচ্ছা পরিজায়তেঽস্য মরীচ-খণ্ডং দধিভক্তকঞ্চ। অল্পংদদীতাদ্র কমত্র শাকং দিনাষ্টকং স্নানমিদঞ্চ পথ্যম্॥ ১৮২॥

রসেশ্বর—পারদ ৪ ভাগ, গন্ধক ৮ভাগ, তামা ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, ও স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চিতার রসে ৩ দিন মর্দ্দনপূর্ব্বক তৎসহ ১ভাগ বিষ মিশ্রণ পূর্ব্বক ছাগাদি পঞ্চ পিত্তে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ আদাররস, চিতার রস ও ত্রিকটুচূর্ণ সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনান্তে রোগীকে তৈল মাখাইয়া শীতলজলে এমনভাবে স্নান করাইবে যেন তাহাতে রোগীর শীত, কম্প ও মলমূত্রের বেগ উপস্থিত হয়। রোগীকে ইচ্ছানুরূপ আহার করিতে দিবে। বিশেষতঃ দধিসহ অন্ন এবং অল্প পরিমাণে আদা ও শাক সেবন করিতে দিবে। ৮ আটদিন পর্য্যন্ত এই প্রকার পথ্য ও স্নান ব্যবস্থা করিবে॥ ১৮২॥

বড়বানলঃ।

কান্তঞ্চ সূতং হরিতাল-গন্ধং সমুদ্রফেনং লবণানি পঞ্চ। নীলাঞ্জনং তুত্থকমেব রূপ্যং ভস্ম-প্রবালানি বরাটকাশ্চ॥ বৈক্রান্ত-শম্বুক-সমুদ্রশুক্তি সর্ব্বাণি চৈতানি সমানি কুর্য্যাৎ। সূতং ভবেদ্‌ দ্বাদশভাগকঞ্চ মুস্থর্ক-দুগ্ধেন বিমর্দ্দয়েচ্চ। দিনত্রয়ং বহ্নিরসৈস্ততশ্চ নিবেশয়েত্তাম্রজসম্পুটে তৎ। মৃদা চ সংলিপ্য রসং পুটেত্তত্রসস্ততঃ স্যাদ্‌ বড়বানলাখ্যঃ॥ তৎপাদভাগেন বিষং নিযোজ্য কৃশানুতোয়েন পচেৎ পুনস্তৎ। বাত-প্রধানে চ কফপ্রধানে নিয়োজয়েৎত্র্যূষণ-চিত্র-যুক্তম্‌। দোষত্রয়োত্থেঽপি চ সন্নিপাতে বাতাধিকত্বাদিহ-সূতকোক্তঃ॥ ১৮৩॥

বড়বানল—কান্তলৌহ, পারদ, হরিতাল, গন্ধক, সমুদ্রফেন, পঞ্চলবণ, রসাঞ্জন, তুঁতিয়া রৌপ্য, প্রবাল, কড়িভস্ম, বৈক্রান্ত, শামুকভস্ম ও সমুদ্রের ঝিনুক ভস্ম, এই সকল পদার্থ সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক তৎসহ ১২ বার ভাগ পারদ মিশ্রণ করতঃ মনসাসীজের আটায় ও আকন্দের রসে মর্দ্দন করিয়া পরে চিতামূলের রসে ৩ তিন দিবস মর্দ্দন পূর্ব্বক তাম্রপুটে রুদ্ধ করতঃ পুট পাক করিবে। অতঃপর উহাতে সমস্ত ঔষধের চতুর্থাংশ বিষ মিশ্রিত করিয়া চিতার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পুনরায় পুটপাক করতঃ ২ রতি পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ত্রিকটু-চূর্ণ ও চিতার রসের সহিত সেবন করিলে বাতোল্বণ, কফোল্বণ ও ত্রিদোষোল্বণ সন্নিপাতজ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ১৮৩॥

অর্কমূর্ত্তি রসঃ। ত্রিদোষদাবানলোরসশ্চ।

লৌহাষ্টকং মারিতমর্কভাগং সূতং দ্বিভাগং দ্বিগুণঞ্চ গন্ধম্‌। বিমর্দ্দয়েদ্‌ বহ্নিরসেন তাপে দিনত্রয়ং চাত্র বিষং কলাংশম্‌॥ নিক্ষিপ্য পিত্তৈঃ পরিভাবিতোঽয়ং রসোঽর্ক-মূর্ত্তির্ভবতি ত্রিদোষে। তাম্রস্য পাত্রে তু দিনৈকমাত্রং নিম্বুরসেনাপি চ পিত্তবর্গৈঃ॥ ক্ষুদ্রার্দ্রকোত্থেন রসেন সূতস্ত্রিদোষদাবানল এষ সিদ্ধঃ। গুঞ্জাদ্বয়ং ত্র্যূষণযুক্তমস্য দদীত চিত্রার্দ্ররসেন বাপি। নাসাপুটে চাপি নিয়োজনীয়া গুঞ্জাস্য শুণ্ঠী মরিচেন যুক্তা॥

যদি তাম্রপাত্রে জম্বীরাদিরসৈঃ পুনরপি ভাবয়েৎ তদা ত্রিদোষদাবানলো ভবতি॥ ১৮৪॥

অর্কমূর্ত্তি রস ও ত্রিদোষ দাবানল রস—১ ভাগ লৌহ, লৌহের অষ্টাংশ তাম্র, ২ ভাগ পারদ, দ্বিগুণ গন্ধক ও ষোড়শাংশ বিষ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া চিতার রসে ৩ তিন দিবস মর্দ্দন-পূর্ব্বক পঞ্চপিত্তে এক এক বার ভাবনা দিবে। ইহাকে অর্কমূর্ত্তি রস বলে। পরে এই ঔষধ তাম্রপাত্রে রাখিয়া পুনরায় জামীর লেবুর রস, ছাগাদি পঞ্চপিত্ত, কণ্টকারী ও আদার রস দ্বারা এক একবার ভাবনা দিলে তাহাকে ত্রিদোষ দাবানল রস বলা যায়। এই ঔষধ ২ দুই রতি পরিমাণে ত্রিকটু চূর্ণ, আদার রস ও চিতার রস সহ সেবন করিলে অথবা এই ঔষধ ১ এক রতি পরিমাণে শুঁঠ ও মরিচ চূর্ণ সহ নস্যরূপে প্রয়োগ করিলে সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হয়॥ ১৮৪॥

ত্রিদোষ-দাবানল-কালমেঘঃ।

তালেন বঙ্গং শিলয়া চ নাগং রসৈঃ সুবর্ণং রবি-তার পত্রম্‌। গন্ধেন লৌহং দরদেন সর্ব্বং পুটে মৃতং যোজয় তুল্যভাগম্‌। ততস্ত্যস্তং দ্বিগুণঞ্চ গন্ধং তুত্থঞ্চ গন্ধেন সমানভাগম্‌। নিম্বুত্থতোয়েন বিমর্দ্য সর্ব্বং গোলং প্রকৃত্যার্থমৃদা বিলপ্য॥ পুটঞ্চ দত্ত্বাথ বিমর্দ্দয়ৈনং গন্ধেন তুল্যেন কৃশানুনীরৈঃ। বিষঞ্চ দত্ত্বাথ কলাপ্রমাণমীষ কৃশানুথরসৈঃ পচেত্তৎ॥ পিত্তৈস্তথা ভাবিত এষ সূত-স্ত্রিদোষ-দাবানল-কালমেঘঃ। বল্লং দদীতাস্য চ পূর্ব্ব-যুক্ত্যা দাহোত্তরে তং মধুপিপ্পলীভিঃ। মুদ্গশ্চ শাল্যন্ন-মিহ প্রশস্তং পথ্যং ভবেৎ কোষ্ণমিদং দিবান্তে॥ ১৮৫॥

ত্রিদোষদাবানল কালমেঘ—হরিতালের সহিত বঙ্গ, মনঃশিলার সহিত সীসা, পারার সহিত স্বর্ণ, তাম্র ও রৌপ্যপত্র এবং গন্ধক সহ লৌহ জারিত করিয়া পরে হিঙ্গুলের সহিত সমুদায় দ্রব্য পুট-পাক পূর্ব্বক সমুদায় বস্তু সমানভাগে এবং সেই পরিমাণে পারা, দ্বিগুণ গন্ধক ও দ্বিগুণ তুতে লইয়া গোঁড়ানেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি-করতঃ পুটপাক দিয়া তৎসহ সমভাগ গন্ধক মিশাইয়া চিতার রসে মর্দ্দন করতঃ উহার সহিত ষোড়শাংশ বিষ ও চিতার রস মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ পাক পূর্ব্বক মৎস্যাদি পঞ্চপিত্তে এক এক বার ভাবনা দিয়া ২ দুই রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। দাহ-প্রবল সন্নিপাত জ্বরে এই

ঔষধ মধু ও পিপুলচূর্ণ সহ সেবন করিতে দিবে। রোগীকে অপরাহ্নে মুগের দাইল সহ শালিতণ্ডুলের ঈষদুষ্ণ অন্ন আহার করিতে দিবে ॥ ১৮৫ ॥

রসেশ্বরাদি-কাল মেঘান্তা রসা বাতোল্বণে সন্নিপাতে প্রযোজ্যা ইতি রত্নকৌমুদ্যাং মাধবঃ ॥ ১৮৬ ॥

রসেশ্বর হইতে কালমেঘ পর্য্যন্ত ঔষধ গুলি বাতোল্বণ সন্নিপাত জ্বরে প্রযোজ্য, ইহা মাধব রত্নকৌমুদী গ্রন্থে বলিয়াছেন ॥ ১৮৬ ॥

শ্রীপ্রতাপলঙ্কেশ্বরো রসঃ।

অপামার্গস্য মূলানাং চূর্ণং চিত্রকমূলজৈঃ।
রসৈর্ম র্দ্দয়িত্বাথ রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ ॥
তেন সূতসমং গন্ধমভ্রকং পারদং বিষম্।
টঙ্কনং তালকঞ্চৈব মর্দ্দয়েদ্দিনসপ্তকম্ ॥
ত্রিদিনং মুষলীকন্দৈর্ভাবয়েদ্ ঘর্ম্মরাঙ্কতম্।
মুষাচ গোস্তানাকারামাপূর্য্যোপরি ঢক্কয়েৎ ॥
সপ্তভির্মৃত্তিকাবস্ত্রৈর্বেষ্টয়িত্বা পুটেল্লঘু।
রসতুল্যং লৌহভস্ম মৃতবঙ্গমাহস্তথা ॥
মধুকসার-জলদং রেণুকং
চাম্পেয়ঞ্চ সমাংশং স্যাদ্ভাগার্দ্ধং শোধিতং বিষম্ ॥
তৎসর্ব্বং মর্দ্দয়েৎ খল্লে ভাবয়েদ্ বিষনীরতঃ।
আতপে সপ্তধা তীব্রে মর্দ্দয়েদ্ ঘটিকাদ্বয়ম্ ॥
কটুত্রয়কষায়েণ কনকস্য রসেন চ।
ফলত্রয়-কষায়েণ মুনিপুষ্পরসেন চ ॥
সমুদ্রফেননীরেণ বিজয়াপত্রবারিণা।
চিত্রকস্য কষায়েণ জ্বালামুখ্যা রসেন চ ॥
প্রত্যেকং সপ্তধা ভাব্যং তদ্বৎপিত্তৈশ্চ পঞ্চভিঃ।
সর্ব্বস্য সমভাগেন বিষেণ পরিধূপয়েৎ ॥
বিমর্দ্দ্য ভ্রর্জয়িত্বা চ রক্ষয়েৎ কূপকোদরে।
গুঞ্জৈকং বহ্নিনীরেণ শৃঙ্গবেররসেন বা ॥
দদ্যাচ্চ রোগিণে তীব্রমৌঢ্য-বিস্মৃতি-শান্তয়ে।
ক্ষুরেণ তালুমাহত্য ঘর্ষয়েদার্দ্রনীরতঃ ॥
লোহঘটন্তে যদা দন্তস্তদা কুর্য্যাদমুং বিধিম্।
দধ্যোদনং সিতাযুক্তং দদ্যাত্তক্রং সজীরকম্ ॥
পানে পানং সিতাজাতং যদিচ্ছেত দদীত তৎ।
এবং কৃতেন শান্তিঃ স্যাৎ তাপস্য চ রুজস্য চ ॥
সচন্দ্রংচন্দনরসালেপনং কুরু শীতলম্।
যূথিকা-মল্লিকা-জাতি-পুন্নাগ বকুলাবৃতাম্।
বিধায় শয্যাং তত্রস্থাং লেপয়েচ্চন্দনৈর্মুহুঃ ॥
হাব-ভাব-বিলাসোক্তৈঃ কটাক্ষ-চঞ্চলেক্ষণৈঃ।
পীনোত্তুঙ্গ-কুচাপীড়ৈঃ কামিনী-পরিমন্থনৈঃ ॥
রম্যবীণা-নিনাদোক্তৈর্গায়নৈঃ শ্রবণামৃতৈঃ।
পুণ্যশ্লোক-কথাদ্যৈশ্চ সন্তাপ-হরণং কুরু
দদ্যাদ্বাতেষু সর্ব্বেষু সিন্ধুজৈঃ সহ বহ্নিভিঃ।
দদ্যাৎ কণা-মাক্ষিকাভ্যাং কামলাহ্বয়পাণ্ডুষু ॥
তত্তদ্রোগানুপানেন সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ।
অয়ং প্রতাপলঙ্কেশঃ সন্নিপাত-হরঃ পরঃ ॥ ১৮৭ ॥

শ্রীপ্রতাপলঙ্কেশ্বর রস—আপাংমূল চূর্ণ, পারদ, গন্ধক, অভ্র, বিষ, সোহাগা ও হরিতাল, এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া চিতার মূলের রসে ৭ সাত দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক তালমূলীর রসে ৩ তিন দিন ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ মুষা মধ্যে পুরিয়া লঘুপুটে পাকপূর্ব্বক তৎসহ লৌহ, বঙ্গ, অহিফেন, মৌলসার, মুথা, রেণুকা, গুগ্গুলু, মনঃশিলা ও লঙ্কেশ্বর প্রত্যেকে পারদের সমান ও বিষ পারদের অর্দ্ধেক মিশ্রিত করিয়া খলে মর্দ্দন পূর্ব্বক শৃঙ্গীবিষের ক্বাথে ৭ সাত বার ভাবনা দিয়া ২ দুই ঘণ্টাকাল রৌদ্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক তৎপরে ত্রিকটুর ক্বাথে ৭ সাত বার ধুতুরার রসে ৭ সাত বার, ত্রিফলার ক্বাথে ৭ সাত বার, বকপাতার রসে ৭ সাত বার, সমুদ্রফেনের ক্বাথে ৭ সাত বার, সিদ্ধির রসে ৭ সাত বার, চিতার রসে ৭ সাত বার ও বিষলাঙ্গলীর রসে ৭ সাত বার ও পঞ্চপিত্ত দ্বারা ৭ সাত বার করিয়া ভাবনা দিবে। অনন্তর ঐ সকল দ্রব্যের সহিত সমান পরিমাণ বিষ মিশ্রিত করিয়া একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কাচকূপী মধ্যে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ ১ রতি পরিমাণে লইয়া চিতার রসের সহিত অথবা আদার রসের সহিত সেবন করিতে হইবে। ইহা দ্বারা অচৈতন্য সন্নিপাত রোগীর জ্ঞান জন্মে। রোগীর দাঁতকপাটী লাগিলে ক্ষুর দ্বারা রোগীর ব্রহ্মতালু ক্ষত করিয়া এই ঔষধ আদার রসের সহিত ঘর্ষণ করিবে। রোগীকে দধি, চিনি, তক্র ও জীরাসহ অন্নাদি যথেচ্ছা পরিমাণে আহার করিতে দিবে। রোগীকে

ইচ্ছামত চিনির সরবত পান করিতে দিবে। ইহাতে রোগীর তাপের ও রোগের উপশম হইয়া থাকে। এবং রোগীকে চন্দনলিপ্ত করিলে; যূথিকা, মল্লিকা, জাতী, পুন্নাগ ও বকুল ফুলের শয্যায় শয়ন করাইলে; হাব-ভাব-বিলাসাদিযুক্ত স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ করাইলে; বীণাদিযন্ত্রের সুর উত্তম গায়কের গান ও পুণ্যশ্লোক-কথাদি শ্রবণ করাইলে শীঘ্রই রোগীর সন্তাপ দূরীভূত হয়। এই ঔষধ সৈন্ধবলবণ ও চিতার সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাত; পিপুল ও মধু সহ সেবন করিলে কামলা ও পাণ্ডুরোগ এবং এই প্রকার অনুপানভেদে সেবন করিলে সর্ব্ববিধ ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সন্নিপাত রোগের অমোঘ ঔষধ বলিয়া জানিবে ॥ ১৮৭ ॥

কফকেতুঃ।

টঙ্কনং মাগধী শঙ্খং বৎসনাভং সমং সমম্।
আর্দ্রক-স্বরসেনাথ দাপয়েদ্ ভাবনাত্রয়ম্ ॥
গুঞ্জামাত্রং প্রদাতব্যমার্দ্রক-স্বরসৈর্যুতম্।
পীনসে শ্বাস-কাসে চ শিরোরোগে গলগ্রহে।
কফরোগান্ নিহন্ত্যাশু কফকেতুরয়ং রসঃ ॥ ১৮৮ ॥

কফকেতু—সোহাগার খৈ, পিপুল, শঙ্খভস্ম ও বিষ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমান ভাগে গ্রহণপূর্ব্বক আদার রসে ৩ তিনবার ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা আদার রসের সহিত সেবন করিলে পীনস, শ্বাস, কাস, শিরোরোগ, গলরোগ ও কফরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮৮ ॥

কফকেতুঃ।

দগ্ধ-শঙ্খং ত্রিকটুকং টঙ্কনং সমভাগিকম্।
বিষঞ্চ পঞ্চভিস্তুল্যমার্দ্রতোয়েন মর্দ্দয়েৎ ॥
বারত্রয়ং রক্তিকাঞ্চ বটীং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
প্রাতঃ সায়ঞ্চ বটিকাদ্বয়মার্দ্রক বারিণা ॥
কফকেতুঃ কণ্ঠরোগং শিরোরোগঞ্চ নাশয়েৎ।
পীনসং কফসংঘাতং সন্নিপাতং সুদারুণম্ ॥ ১৮৯ ॥

কফকেতু—শঙ্খভস্ম ১ ভাগ, শুণ্ঠী ১ ভাগ, পিপুল ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, সোহাগার খৈ ১ ভাগ এবং বিষ ৫ ভাগ, এই সকল দ্রব্য ৩ তিন বার আদার রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক ১ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে ১ বটী ও সন্ধ্যাকালে ১ বটী আদার রসের সহিত সেবন করিলে কণ্ঠরোগ, শিরোরোগ, পীনসরোগ, কফরোগ ও সুদারুণ সন্নিপাত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮৯ ॥

শ্লেষ্মকালানলো রসঃ।

হিঙ্গুল-সম্ভবং সূতং গন্ধকং মৃততাম্রকম্।
তুত্থং মনোহ্বা তালঞ্চ কট্‌ফলং ধূর্ত্তবীজকম্ ॥
হিঙ্গু সমাক্ষিকং কুষ্ঠং ত্রিবৃদ্দন্তী কটুত্রিকম্।
ব্যাধিঘাতফলং বঙ্গং টঙ্কনং সমভাগিকম্ ॥
সুহীক্ষীরেণ বটিকাং কারয়েৎ কুশলো ভিষক্।
বিজ্ঞায় কোষ্ঠং কালঞ্চ যোজয়েদ্রক্তিকাং ক্রমাৎ।
বাতশ্লেষ্মণি মন্দেঽগ্নৌ পিত্তশ্লেষ্মাধিকেঽপি চ।
জীর্ণজ্বরে চ শ্বয়থৌ সন্নিপাতে কফোল্বণে ॥
বলাস প্রবলং তাক্ত্বা ধাতুং বাতাত্মকং নয়েৎ।
সেবনাৎ সর্ব্বরোগঘ্নঃ শ্লেষ্মকালানলো রসঃ ॥ ১৯০ ॥

শ্লেষ্মকালানল রস—হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাম্র, তুতে, মনঃশিলা, হরিতাল, কট্‌ফল, ধুতুরাবীজ, হিং স্বর্ণমাক্ষিক, কুড়, তেউড়ী, দন্তীবীজ, শুণ্ঠী পিপুল, মরিচ, সোঁদালফল, বঙ্গ ও সোহাগার খৈ; এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে মনসাসীজের আঠায় পেষণপূর্ব্বক ১ এক রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা অনুপান বিশেষে সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মা, মন্দাগ্নি, পিত্তশ্লেষ্মরোগ, জীর্ণজ্বর ও শোথ বিনষ্ট হয় এবং কফোল্বণ সন্নিপাতে কফ ক্ষীণ হইয়া বায়ুর আধিক্য হইয়া থাকে ॥ ১৯০ ॥

জ্বরমাতঙ্গকেশরী রসঃ।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব হরিতালং সমাক্ষিকম্।
কটুত্রয়ং তথা পথ্যা কারৌ দ্বৌ সৈন্ধবং তথা ॥
নিম্বস্ত বিষমুষ্টেশ্চ বীজং চিত্রকমেব চ।
এষাং মাষমিতং ভাগং গ্রাহ্যং প্রতি সুসংস্কৃতম্ ॥
দ্বিমাষং কানকফলং বিষঞ্চাপি দ্বিমাসিকম্।
নির্গুণ্ডীস্বরসেনৈব শোষয়েত্তৎ প্রযত্নতঃ ॥
সার্দ্ধরক্তি প্রমাণেন বটী কার্য্যা সুশোভনা।
সর্ব্বজ্বরহরী চৈষা ভেদিনী দোষনাশিনী ॥

আমাজীর্ণ প্রশমনী কামলা-পাণ্ডুরোগহা ॥
বহ্নিদীপ্তিকরী চৈষা জঠরাময়নাশিনী।
উষ্ণোদকানুপানেন দাতব্যা হিতকারিণী।
ভাবিতো লোকনাথেন জ্বরমাতঙ্গকেশরী ॥ ১৯১ ॥

জ্বরমাতঙ্গকেশরী রস—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, নিমবীজ, কুঁচলাবীজ ও চিতারমূল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক ১ মাষা, জয়পাল ২ মাষা ও মিঠাবিষ ২ মাষা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া নিসিন্দা পাতার রসে ভাবনা দিয়া দেড় রতি পরিমাণ বটী প্রস্তত করিবে। এই ঔষধ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্ববিধ জ্বরাদি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ১৯১ ॥

রসমঙ্গলোক্তো জ্বরমুরারি-রসঃ।

শুদ্ধসূতং শুদ্ধগন্ধং বিষঞ্চ দরদং পৃথক্।
কর্ষপ্রমাণং কর্ষার্দ্ধং লবঙ্গং মরিচং পলম্ ॥
শুদ্ধং কনকবীজঞ্চ পলদ্বয়মিতং তথা।
ত্রিবৃতা কর্ষমেকঞ্চ ভাবয়েদ্দন্তিকাদ্রবৈঃ ॥
সপ্তধা চ ততঃ কার্য্যা গুড়ী গুঞ্জামিতা শুভা।
জ্বরমুরারিনামায়ং রসো জ্বরকুলান্তকঃ ॥
অত্যন্তাজীর্ণ-পূর্ণে চ জ্বরে বিষ্টম্ভসংযুতে।
সংগ্রহ-গ্রহণী-গুল্মে চামবাতেঽল্লাপত্তকে ॥
কাসে শ্বাসে যক্ষ্মারোগেঽপ্যুদরে সর্ব্বসম্ভবে।
গৃধ্রস্যাং সন্নিজঙ্ঘে বাতে শোথে চ দুস্তরে ॥
যকৃতি প্লীহা রোগে চ বাতরোগে চিরোত্থিতে।
অষ্টাদশকুষ্ঠরোগে সিদ্ধো গহননির্ম্মিত ॥ ১৯২ ॥

(রস মঙ্গলোক্ত) জ্বরমুরারি রস—পারদ, গন্ধক, বিষ ও হিঙ্গুল প্রত্যেক ২ দুই তোলা, লবঙ্গ ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, ধুতুরাবীজ ১৬ তোলা ও তেউড়ীমূল ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দন্তীর কাথে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। এই ঔষধ অনুপানবিশেষে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার জ্বরাদি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ১৯২ ॥

জ্বরমুরারিঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং ব্যোষং টঙ্কনং নাগরাভয়া।
জয়পাল-সমাযুক্তং সদ্যোজ্বর-নিবারণম্ ॥
সর্ব্বচূর্ণং সমং জয়পাল চূর্ণং সর্ব্বং পিষ্ট্বা কলায়-প্রমাণা বটিকা কার্য্যা আর্দ্রক-স্বরসেন পিবেৎ ॥ ১৯৩

জ্বরমুরারি—হিঙ্গুল, বিষ, ত্রিকটু, সোহাগা ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য একত্র জলসহ পেষণ পূর্ব্বক কলায় প্রমাণ বটীকা প্রস্তত করিবে। এই ঔষধ আদার রস অনুপানে সেবন করিলে সদ্যই জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৯৩ ॥

জ্বরকেশরী।

শুদ্ধসূতং বিষং ব্যোষং গন্ধং ত্রিফলমেব চ।
জয়পালসমংকৃত্বা ভৃঙ্গতোয়েন মর্দ্দয়েৎ ॥
গুঞ্জামাত্রা বটী কার্য্যা বালানাং সর্ষপাকৃতিঃ।
সিতয়া চ সমং পীতা পিত্তজ্বর-বিনাশিনী।
মরিচেন প্রযুক্তা সা সন্নিপাত-জ্বরাপহা।
পিপ্পলী-জীরকাভ্যাঞ্চ দাহ-জ্বর বিনাশিনী।
জ্বরকেশরী নামায়ং রসো জ্বর বিনাশনঃ ॥ ১৯৪ ॥

জ্বরকেশরী—পারা, মিঠাবিষ, ত্রিকটু গন্ধকও ত্রিফলা, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ ভাগ, জয়পাল ৯ ভাগ। সমস্ত দ্রব্য চূর্ণ করিয়া একত্র করতঃ ভীমরাজের রসে পেষণ পূর্ব্বক যুবাপুরুষের জন্য ১ এক রতি পরিমাণ এবং বালকের জন্য সরিষাপ্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। এই বটিকা চিনির জলের সহিত সেবন করিলে পিত্তজ্বর, মরিচ চূর্ণের সহিত সেবন করিলে সান্নিপাত জ্বর এবং পিপুল ও জীরা চূর্ণের সহিত সেবন করিলে দাহান্বিত জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৯৪ ॥

জ্বরভৈরবো রসঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা টঙ্কং বিষ-গন্ধক-পারদম্।
জৈপালঞ্চ সমং মর্দ্যং দ্রোণপুষ্পী রসৈর্দ্দিনম্ ॥
তাম্বুলেন প্রতি সমং খাদেদ্ গুঞ্জামিতাংবটীম্।
মুদ্গযূষং শিখরিণী পথ্যং দেয়ংপ্রযত্নতঃ ॥
নবজ্বরং ত্রিদোষোত্থং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্।
দিনৈকেন নিহন্ত্যাশু রসোঽয়ং জ্বরভৈরবঃ ॥ ১৯৫ ॥

জ্বরভৈরব রস—ত্রিকটু, ত্রিফলা, সোহাগার খৈ, বিষ, গন্ধক, পারা ও জয়পাল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক হলকমার রসে ১ এক দিন মর্দ্দন করিয়া ১ এক রত্তি প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। ইহা অনুপান

ভেদে সেবন করিলে সর্ব্ববিধ জ্বর বিনষ্ট হয়। ইহাতে মুগযুষ ও রসালা পথ্য দিবে ॥ ১৯৫ ॥

বিদ্যাধরো রসঃ।

রসো গন্ধস্তাম্রং ত্রিকটু কটুকা টঙ্কনবরা।
ত্রিবৃদ্দন্তীহেমদ্যুতিমপিবিষমেতৎ সমমিদম্ ॥
সমস্তৈস্তুল্যাং স্যাদ্ বিমলজয়পালোস্তবরজঃ।
ততঃ স্নুহীক্ষীরে প্রগুণমৃদিতং দন্তিসলিলৈঃ।
বিগুঞ্জাস্ত প্রৌঢ়ং জয়তি বটিকা সামসকলম্।
জ্বরং পাণ্ডুং গুল্মং গ্রহণীগুদকীলোস্তবরুজঃ ॥
মরুচ্ছূলাজীর্ণং প্রবলমপি সামং ক্রিমিগদম্।
বিবন্ধং প্লীহানং যকৃতমপি বিদ্যাধররসঃ ॥ ১৯৬ ॥

বিদ্যাধর রস—পারদ, গন্ধক, তাম্রভস্ম, ত্রিকটু, কটুকী, সোহাগার খৈ, ত্রিফলা, তেউড়ী, দন্তীবীজ, ধুতুরাবীজ, আকন্দমূল ও বিষ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং জয়পাল সকলের সমান। এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রণ পূর্ব্বক মনসাসীজের আঠায় ও দন্তীর কাথে মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্ববিধ জ্বরাদি বিনষ্ট হয় ॥ ১৯৬ ॥

পঞ্চাননো রসঃ।

শম্ভোঃ কণ্ঠবিভূষণং সমরিচং দৈত্যেন্দ্ররক্তং রবিঃ পক্ষৌ সাগর-লোচনং শশিযুতং ভাগেঽর্কসংখ্যান্বিতঃ ॥ খল্লে তৎ পরিমর্দ্দিতং রবিজলৈর্গুঞ্জৈকমাত্রং দদেৎ সিদ্ধোঽয়ং জ্বরদন্তি-দর্পদলনঃ পঞ্চাননাখ্যো রসঃ ॥ পথ্যঞ্চ দেয়ং দধিভক্তকঞ্চ সিন্ধূত্থ-পথ্যা মধুনা সমেতম্। গন্ধানুলেপো হিমতোয়পানং দুগ্ধঞ্চ দেয়ং শুভ-দাড়িমঞ্চ ॥১৯৭॥

পঞ্চানন রস—বিষ ২ তোলা, মরিচ চূর্ণ ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, হিঙ্গুল ৩ তোলা এবং তাম্র ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্রে করিয়া আকন্দ বৃক্ষের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ এক রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ জ্বর বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে দধি সহ অন্ন আহার করিবে। সৈন্ধবলবণ হরীতকীও মধুসহ সেব্য। দাহ জন্মিলে গাত্রে সুগন্ধিলেপন, শীতল জল পান, দুগ্ধ পান ও দাড়িম্বাদির রস পান করিবে ॥ ১৯৭ ॥

চন্দ্রশেখরো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং মরিচং টঙ্কনং তথা।
চতুস্তুল্যা সিতা যোজ্যা মৎস্যপিত্তেন ভাবয়েৎ ॥
ত্রিদিনং মর্দ্দয়েত্তেন রসোঽয়ং চন্দ্রশেখরঃ।
দ্বিগুঞ্জমাত্রং কল্কাবৈর্দ্দেয়ং শীতোদকং হরন্ ॥
তক্রভক্তঞ্চ বৃন্তাকং পথ্যং তত্র প্রদাপয়েৎ।
ত্রিদিনাৎ শ্লেষ্মপিত্তোত্থমত্যুগ্রং নাশয়েজ্জ্বরম্ ॥ ১৯৮ ॥

চন্দ্রশেখর রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, মরিচ ২ ভাগ, সোহাগার খৈ ২ ভাগ ও চিনি ৭ সাত ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া রোহিত মৎস্যের পিত্তে তিন দিবস ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তত করিবে। এই ঔষধ আদার রসের সহিত সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ শীতল জল পান করিবে। তক্র ও বেগুন সহ অন্ন পথ্য করিবে। ইহা দ্বারা ৩ তিন দিবসের মধ্যে পিত্তশ্লেষ্ম জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ১৯৮ ॥

অর্দ্ধনারীশ্বরো রসঃ।

রসং গন্ধামৃতঞ্চৈব সমং শুদ্ধঞ্চ টঙ্কনম্।
মর্দ্দয়েৎ খল্লমধ্যে তু যাবৎ স্যাৎ কজ্জলপ্রভম্ ॥
নকুলারি মুখে ক্ষিপ্তা মৃদা সংবেষ্টয়েদ্বহিঃ।
স্থাপয়েন্মৃণ্ময়ে পাত্রে ঊর্দ্ধাধো লবণং ক্ষিপেৎ ॥
ভাণ্ডবক্ত্রং নিরুধ্যাথ চতুর্যামং দৃঢ়াগ্নিনা।
স্বাঙ্গশৈত্যং সমুদ্ধৃত্য খল্লে কৃত্বা তু কজ্জলীম্ ॥
গুঞ্জামাত্রং প্রদাতব্যং নস্তকর্ম্মণি যোজয়েৎ।
বামভাগে জ্বরং হন্তি তৎক্ষণাল্লোককৌতুকম্ ॥
কুর্য্যাদ্দক্ষিণভাগেন চারোগ্যং নিশ্চিতং ভবেৎ ;
গোপ্যাদ্গোপ্যতমং প্রোক্তং গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥
অর্দ্ধনারীশ্বরো নাম রসোঽয়ং কথিতো ভুবি ॥ ১৯৯ ॥

অর্দ্ধনারীশ্বর রস—পারদ, গন্ধক, বিষ এবং সোহাগা, প্রত্যেক সমভাগে লইয়া খলে মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলবৎ করিবে। পরে ঐ কজ্জলী কৃষ্ণসর্পের মুখে নিক্ষেপ করিয়া মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করতঃ মৃত্তিকাভাণ্ডে স্থাপিত করিবে এবং ঐ পাত্রের অধঃ ও ঊর্দ্ধভাগ লবণ-পূরিত করিয়া ভাণ্ডের মুখ আচ্ছাদিত করতঃ প্রবলাগ্নিতে ৪ প্রহর কাল পাক করিবে। শীতল হইলে খলে মর্দ্দন দ্বারা কজ্জলী করিয়া লইবে।

এই চূর্ণের নস্য গ্রহণ করিলে তৎক্ষণাৎ বাম-অঙ্গের জ্বর এবং ক্রমে ক্রমে দক্ষিণ অঙ্গের জ্বরও নিশ্চয় আরোগ্য হয় ॥ ১৯৯ ॥

মৃতসঞ্জীবনোরসঃ।

হিঙ্গুলভাগাশ্চত্বারো জৈপালস্য ত্রয়োমতাঃ।
দ্বৌ ভাগৌ টঙ্গনস্যাপি ভাগৈকমমৃতস্য চ ॥
তৎসর্ব্বং মর্দ্দয়েৎ প্রহ্নং শুষ্কং যাবং ভিষগ্বরঃ।
শৃঙ্গবেরাম্বুনা মর্দ্দ্যং ব্যোষ-চিত্রক-সৈন্ধবৈঃ ॥
যামদ্বয়মিতস্তাপং হরত্যেব ন সংশয়ঃ।
ঘনসারসসারেণ চন্দনেন বিলেপনম্ ॥
বিদধ্যাৎ কাংস্য-পাত্রেণ বীজয়েদ্রোগিণং ভিষক্।
শাল্যন্নং তক্রসহিতং ভোজয়েদিন্দুসংযুতম্ ॥
সন্নিপাতে মহাঘোরে ত্রিদোষে বিষমজ্বরে।
আমবাতে বাতগুল্মে শূলে প্লীহি-জলোদয়ে ॥
শীত-পূর্ব্বে দাহ-পূর্ব্বে বিষমে সন্ততজ্বরে।
অগ্নিমান্দ্যে চ বাতে চ প্রয়োযোঽয়ং রসোত্তমঃ
মৃতসঞ্জীবনো নাম বিখ্যাতো রসসাগরে ॥ ২০০

মৃতসঞ্জীবন রস—হিঙ্গুল ৪ তোলা, জয়-পাল ৩ তোলা, সোহাগা ২ তোলা ও বিষ ১ তোলা, একত্রে আদার রসে এক প্রহর কাল মর্দ্দনপূর্ব্বক ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিয়া চিতা, ত্রিকটুচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণের সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে দুই প্রহরের মধ্যে জ্বর নিবৃত্তি হয় এবং আমবাতও বাতগুল্ম, শূল, প্লীহা, জলোদর ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি দূর হয়। ঔষধ সেবনের পর গাত্রে চন্দনাদি লেপন প্রভৃতি শৈত্যক্রিয়া করিবে। পথ্য—ঘোল মিশ্রিত শালি তণ্ডুলের অন্ন ॥ ২০০ ॥

শ্রীরসরাজঃ।

ভাগৈকং রসরাজস্য ভাগশ্চ হেমমাক্ষিকাৎ।
ভাগদ্বয়ং শিলায়াশ্চ গন্ধকস্য ত্রয়োমতাঃ ॥
তালকাষ্টাদশভাগাঃ শুল্বং স্যাৎ ভাগপঞ্চকম্।
ভল্লাতকাৎ ত্রয়ো ভাগাঃ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ
বজ্রীক্ষীর-প্লুতং কৃত্বা দৃঢ়ে মৃণ্ময়ভাজনে।
বিধায় সুদৃঢ়াং মুদ্রাং পচেদ্ যাম-চতুষ্টয়ম্ ॥
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য খল্লয়েৎ সুদৃঢ়ং পুনঃ।
গুঞ্জা-চতুষ্টয়ং চাস্য পর্ণখণ্ডেন দাপয়েৎ ॥
রসরাজঃ প্রসিদ্ধোঽয়ং জ্বরমষ্টবিধং জয়েৎ ॥ ২০১ ॥

শ্রীরসরাজ—পারদ ১ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক ১ ভাগ, মনঃশিলা ২ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, হরিতাল ১৮ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, এই দ্রব্য গুলি চূর্ণ করিয়া সিজের আঠায় মর্দ্দন করতঃ হাঁড়িতে রাখিয়া শরার দ্বারা হাঁড়ির মুখ আবৃত করিয়া উত্তমরূপে লেপ দিবে এবং ঐ হাঁড়ি চুল্লিতে চড়াইয়া ৪ প্রহর কাল জ্বাল দিবে। শীতল হইলে ঔষধ মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা ৪ রতি পরিমাণ পানের সহিত সেবন করিলে অষ্টবিধজ্বর আরোগ্য হয় ॥ ২০১

মুদ্রাঘোটকো রসঃ।

পারদো গন্ধকশ্চৈব ত্রিক্ষারং লবণত্রয়ম্।
গুগ্গুলুর্ব্বৎসনাভঞ্চ প্রত্যেকস্য দ্বিমাষিকম্।
কৃষ্ণোম্মত্ত-জটানীরৈর্ভাবয়েৎ সপ্তবারকম্।
গোক্ষুরেন্দ্রকমারিষং করঞ্জ-চিত্র-তেজিকা ॥
ভূকুরুবকলতাভিস্ত্রিফলা বৃহতীরসৈঃ।
মর্দ্দিতা বটিকা কার্য্যা কৃষ্ণলাফুলসন্নিভা ॥
ততো বটীদ্বয়ং দত্ত্বা বস্ত্রৈঃ পাট্যাদিভির্বৃতঃ।
রসঃ সর্ব্বজ্বরং হন্তি ক্ষণমাত্রান্নসংশয়ঃ ॥ ২০২ ॥

মুদ্রাঘোটক রস—পারদ, গন্ধক, সাচিক্ষার যবক্ষার, সোহাগা, সৈন্ধব, বিট্লবণ, সচললবণ, গুগ্গুলু ও বিষ ইহাদের প্রত্যেকের ২ মাষা লইয়া একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক কাল ধুতুরা মূলের রসে ৭বার ভাবনা দিয়া গোক্ষুর, ইন্দ্রযব, কাটানটে, ডহরকরঞ্জবীজ, চিতামূল, লতাফট্কী, ভূমিঝিণ্টি, ত্রিফলা ও বৃহতীর ক্বাথে ক্রমান্বয়ে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার ২টী বটী আদার রস সহ সেবন করাইবে। ঔষধ সেবনের পর রোগীর গাত্র গরম বস্ত্রাদি দ্বারা উত্তমরূপে আবৃত করিবে। ইহাতে অতিশীঘ্রই জ্বর প্রশমিত হয় ॥ ২০২ ॥

শীতারির রসঃ।

পারদং গন্ধকং টঙ্কং শুল্বং চূর্ণং সমং সমম্।
পারদাদ্ দ্বিগুণং দেয়ং জৈপালং তুষবর্জ্জিতম্ ॥
সৈন্ধবং মরিচং চিঞ্চা শুগ্গুলস্মশর্করাপি চ।
প্রত্যেকং সূতভুল্যাং তাজবীরৈর্মর্দ্দয়েদ্দিনম্ ॥

দ্বিগুণং ভগুভোয়েন বাত-শ্লেষ্মজ্বরাপহঃ।
রসঃ শীতারিনামায়ং শীতজ্বরহরঃ পরঃ ॥ ২০৩॥

শীতারি রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগা ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, জয়পাল বীজ ২ ভাগ, সৈন্ধবলবণ ১ ভাগ, মরিচ ১ ভাগ, তেঁতুল-ছাল ভস্ম ২ ভাগ এবং চিনি ১ ভাগ। এই সকল দ্রব্য একত্র করতঃ জম্বীর-রসে ১ বার মর্দ্দন-পূর্ব্বক ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—উষ্ণ জল। এই ঔষধ সেবনে বাতশ্লেষ্ম ও শীত বিনষ্ট হয় ॥ ২০৩ ॥

পর্ণখণ্ডেশ্বরঃ।

সমাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে রসং গন্ধং শিলাং বিষম্।
নিগু´ণ্ডীস্বরসৈর্ভাব্যং ত্রিবারং চার্দ্র´কদ্রবৈঃ॥
গুঞ্জৈকং ভক্ষয়েৎ পর্ণে জ্বরং হন্তি মহাদ্ভুতম্ ॥ ২০৪॥

পর্ণখণ্ডেশ্বর—পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা ও বিষ সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক নিসিন্দা পাতার রসে ও আদার রসে যথাক্রমে ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা পানের সহিত সেবন করিলে প্রবল জ্বর উপশম হয় ॥ ২০৪ ॥

শীতভঞ্জী রসঃ।

পারদং রসকং তালং তুথং টঙ্কন-গন্ধকম্।
সর্ব্বমেতৎ সমং শুদ্ধং কারবেল্ল্যা-রসৈর্দ্দিনম্॥
মর্দ্দয়েত্তেন কল্কেন তাম্রপাত্রোদরং লিপেৎ।
অঙ্গুলার্দ্ধার্দ্ধমানেন তং পচেৎ সিকতাহ্বয়ে ॥
যন্ত্রে যাবৎ স্ফুটন্ত্যেব ব্রীহয়স্তস্য পৃষ্ঠতঃ।
তাম্রপাত্রং সমুদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ মরিচৈঃ সমম্ ॥
শীতভঞ্জীরসো নাম দ্বিগুঞ্জো বাতিকজ্বরে।
দাতব্যঃ পর্ণখণ্ডেন মুহূর্ত্তান্নাশয়েজ্জ্বরম্ ॥

শুদ্ধতাম্রং ষট্‌তোলকং তেন নির্ম্মিতং তাম্রখল্লং প্রত্যেকং তোলকমিতেন পারদাদি ষড়্‌দ্রব্যেণ লিপ্তম্ অধোমুখং কৃত্বা স্থাল্যাং সংস্থাপ্য পাত্রান্তরেণাচ্ছাদ্য উপরি বালুকাভিঃ স্থালীং পরিপূর্য্য তদুপরি ব্রীহীন্ দত্ত্বা চুল্ল্যাং নিবেশ্য তাবদগ্নিজ্বালা দাতব্যা যাবদ্‌ব্রীহয়ো ন স্ফুটন্তি স্ফুটিতেষু·তেষু ব্রী´হিষু রসঃ সিদ্ধো ভবতি। পশ্চাৎ মরিচচূর্ণং ষট্‌তোলকং সর্ব্বমেকীকৃত্য চূর্ণয়িত্বা অস্য দ্বিগুঞ্জং পর্ণখণ্ডেন সহ ভক্ষয়েদিত্যুপদেশঃ॥২০৫॥

শীতভঞ্জী রস—৬ তোলা পরিমিত বিশুদ্ধ তাম্র দ্বারা একটী খল প্রস্তুত করতঃ পারদ, খর্পর, হরিতাল, তুঁতে, সোহাগা ও গন্ধক, এই ছয় দ্রব্য প্রত্যেকে ১ তোলা পরিমাণে লইয়া করলাপাতার রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তাম্র খলের উদর ভাগ লেপন করিবে। পরে ঐ খল একটী হাঁড়ীর মধ্যে অধোমুখে রাখিয়া তাহার উপরিভাগ অপর একটী হাঁড়ি দ্বারা আবৃত করতঃ উপরিস্থিত হাঁড়িটী বালুকা পূর্ণ করিয়া বালুকার উপরিভাগে কতকগুলি ধান্য নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে চুল্লির উপর বসাইয়া জ্বাল দিবে এবং উপরের হাঁড়ির ধান্য সকল ফুটিয়া গেলে চুল্লি হইতে নামাইয়া ঐ ঔষধের সহিত ৬ তোলা মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহার ২ রতি পরিমাণ ঔষধ পানের সহিত সেবন করিলে মুহূর্ত্ত মধ্যে বাতিক জ্বর বিদূরিত হয় ॥ ২০৫ ॥

স্বল্পজ্বরাঙ্কুশো রসঃ।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং ধূর্ত্তবীজং ত্রিভিঃ সমম্।
চতুর্ণাং দ্বিগুণং ব্যোষং চূর্ণ গুঞ্জাদ্বয়ং হিতম্ ॥
জম্বীরস্য চ মজ্জাভিরার্দ্র´কস্য রসৈর্যু´তম্।
জ্বরাঙ্কুশো রসো নাম্না জ্বরান্ সর্ব্বান্ বিনাশয়েৎ ॥
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্র্যাহিকঞ্চ চতুর্থকম্।
বিষমঞ্চ ত্রিদোষোত্থং হন্তিসদ্যো ন সংশয়ঃ ॥
ব্যোষং মিলিত চতুর্ণাং দ্বিগুণম্ ॥ ২০৬ ॥

স্বল্পজ্বরাঙ্কুশ রস—পারদ ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, ধুতুরাবীজ ৩ তোলা ও শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা লইয়া সমুদায় একত্র করতঃ জলে বাটিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে। অনুপান—জম্বীরের বীজের শাঁসবাটা ও আদার রস। ইহা সেবনে ঐকা-হিক, দ্ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্থক এবং ত্রিদোষ-জনিত বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ২০৬ ॥

মধ্যমজ্বরাঙ্কুশো রসঃ।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং কর্ষমাণং নয়েদ্বুধঃ।
মহৌষধং টঙ্কনঞ্চ হরিতালং তথা বিষম্ ॥
রসার্দ্ধং মর্দ্দয়েৎ খল্লে ভৃঙ্গরাজরসেন তু।
ত্রিদিনং ভাবনাং দত্ত্বা চতুর্থে বটিকাং ততঃ॥

কুর্য্যাচ্চণকমাত্রাঞ্চ পিপ্পলী-মধু-সংযুতাং।
এষ জ্বরাঙ্কুশো নাম বিষমজ্বর-নাশনঃ॥
মহৌষধাদীনাং চতুর্ণাং প্রত্যেকং সার্দ্ধম্॥ ২০৭॥

মধ্যমজরাঙ্কুশ রস—পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, শুঁঠ ১ তোলা, সোহাগা ১ তোলা, হরিতাল ১ তোলা এবং বিষ ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্রে মর্দ্দনপূর্ব্বক ভৃঙ্গরাজের রসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া চতুর্থ দিবসে ছোলার ন্যায় বটিকা করিবে। ইহা পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়॥ ২০৭

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ-বটী।

শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং মরিচং নাগরং কণাং।
ত্বচং জৈপালকং কুষ্ঠং ভূনিম্বং মুস্তকং পৃথক্॥
চূর্ণয়িত্বা সমাংশন্তু কজ্জল্যা সহ মেলয়েৎ।
নিগুণ্ড্যাঃ স্বরসে চাপি আর্দ্রকস্য রসে তথা॥
ভাবনাং কারয়িত্বা তু বটীকাং কারয়েদ্ভিষক্।
বটিকাং ভক্ষয়িত্বা তু বস্ত্রবেষ্টঞ্চ কারয়েৎ॥
এষা জ্বরাঙ্কুশবটী সর্ব্বজ্বর-বিনাশিনী।
পৃথক্‌দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্॥
প্রাকৃতং বৈকৃতং বাপি বাতশ্লেষ্মকৃতঞ্চ যৎ।
অন্তর্গতং বহিস্থঞ্চ নিরামং সামমেব বা॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥ ২০৮॥

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ বটী—পারদ ও গন্ধক সমানভাবে লইয়া কজ্জলী করিবে। পরে মরিচ শুঁঠ, পিপুল, দারুচিনি, জয়পাল, কুড়, চিরতা ও মুথা, ইহাদের প্রত্যেক পারদের সমান পরিমাণে লইয়া কজ্জলীর সহিত একত্র করিয়া নিসিন্দা পাতাররসও আদার রসে ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনের পর রোগীর গাত্র বস্ত্রাদি দ্বারা ভালরূপে আবৃত রাখা আবশ্যক। এই ঔষধে নূতন ও পুরাতন সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয়॥২০৮॥

বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশঃ।

পারদং গন্ধকং তাম্রং হিঙ্গুলং তালমেব চ।
লৌহং বঙ্গং মাক্ষিকঞ্চ খর্পরঞ্চ মনঃশিলা॥
স্বর্ণমভ্রং গৈরিকঞ্চ টঙ্কনং রূপ্যমেব চ।
সর্ব্বাণ্যেতানি তুল্যানি চূর্ণয়িত্বা বিভাবয়েৎ
জম্বীর-তুলসী-চিত্র-বিজয়া-তিন্তিড়ীরসৈঃ।
এভির্দ্দিনত্রয়ং রৌদ্রে নির্জ্জনে খল্লগহ্বরে॥
চণমাত্রাং বটীং কৃত্বাচ্ছায়াশুষ্কাস্তু কারয়েৎ।
মহাগ্নিজননী চৈবা সর্ব্বজ্বরবিনাশিনী॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব চিরকাল-সমুদ্ভবম্।
ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকঞ্চ ত্রিদোষং প্রভবং জ্বরম্॥
চাতুর্থকং তথাত্যুগ্রং জলদোষ-সমুদ্ভবম্।
সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিজ্জ্বরনাশায় ভেষজম্।
মহাজ্বরাঙ্কুশো নাম রসোঽয়ং মুনিভাষিতঃ॥ ২০৯॥

বৃহজ্জ্বরাঙ্কুশ—পারদ, গন্ধক, তাম্র, হিঙ্গুল, হরিতাল, লৌহ, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, খর্পর, মনঃশিলা, স্বর্ণ, অভ্র, গেরিমাটী, সোহাগা ও রূপা, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া জম্বীর রস, তুলসীপাতার রস, চিতাপাতার রস, সিদ্ধিপাতার রসও তেঁতুলপাতার রস, ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ও ছায়ায় শুষ্ক করতঃ ছোলার ন্যায় বটীকা করিবে। ইহা অগ্নিবৃদ্ধিকারক এবং সর্ব্ববিধ পুরাতন বিষমজ্বর বিনাশক॥ ২০৯॥

চিন্তামণি রসঃ।

রসং গন্ধং মৃতং তাম্রং মৃতমভ্রং ফলত্রিকম্।
ত্র্যূষণং দন্তীবীজঞ্চ সমং খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ॥
দ্রোণপুষ্পীরসৈর্ভাব্যং শুষ্কং তদুপপালিতম্।
চিন্তামণিরসো হ্যেষ অজীর্ণে শস্যতে সদা॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সর্ব্বশূলনিসূদনঃ।
গুঞ্জৈকং বা দ্বিগুঞ্জং বা দেয়মার্দ্রকবারিণা॥ ২১০॥

চিন্তামণি রস—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও দন্তীবীজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া হলখসিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করতঃ ১ রতি বা ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে অজীর্ণ, শূল ও অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হয়। অনুপান—আদার রস॥ ২১০॥

ত্র্যাহিকারি রসঃ।

রসেন গন্ধং শঙ্খঞ্চ শিখিগ্রীবঞ্চপাদিকম্।
গোজিহ্বায়া জয়ন্ত্যা চ তণ্ডুলীয়ৈশ্চ ভাবয়েৎ।
প্রত্যেকং সপ্ত সপ্তাহং শুষ্কং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
জয়য়েন্ন ঘৃতেনাদ্যাৎ ত্র্যাহিকজ্বরশান্তয়ে॥ ২১১॥

ত্র্যাহিকারি রস—পারদ, গন্ধক ও শঙ্খভস্ম প্রত্যেকে চারি ভাগ ও তুঁতে ১ ভাগ। সমুদয় একত্র করিয়া গোজিয়াশাক, জয়ন্তী ও নটেশাক ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাত বার করিয়া ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ঘৃত। এই ঔষধ সেবনে ত্র্যাহিক জ্বর তিরোহিত হয়। ২১১ ॥

চাতুর্থকারি-রসঃ।

হরিতালং শিলা তুত্থং শঙ্খচূর্ণঞ্চ গন্ধকং।
সমাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে কুমারীরস-সংযুতম্ ॥
শরাব-সংপুটে কৃত্বা দত্ত্বা গজপুটং পচেৎ।
কুমারীকারসেনৈব বল্লমাত্রা বটী কৃতা ॥
দত্ত্বা শীতজ্বরং হন্তি চাতুর্থকং বিশেষতঃ।
মরিচ-ঘৃতযোগেন তক্রং পীত্বা চরেদ্বটীম্ ॥
এতয়া বমনং ভূত্বা জ্বরস্তস্মাদ্বিনশ্যতি ॥ ২১২ ॥

চাতুর্থকারি রস—হরিতাল, মনঃশিলা, তুঁতে, শঙ্খচূর্ণ ও গন্ধক; প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে লইয়া ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক গজপুটে পাক করিবে। তৎপরে ঘৃতকুমারীর রসে পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অগ্রে ঘোল পান করাইয়া তৎপরে মরিচ চূর্ণ ও ঘৃত সহ এই বটী সেবন করাইলে বমন হইয়া চাতুর্থক জ্বর আরোগ্য হয় ॥ ২১২ ॥

বিশ্বেশ্বরো রসঃ (রাত্রিজ্বরে)

পারদং রসকং গন্ধং তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্রসে
অশ্বত্থজে ত্র্যহং পশ্চাদ্রসে কোলকমূলজে ॥
নিদিগ্ধিকারসে কাকমাচিকায়া রসে তথা।
দ্বিগুঞ্জং বা ত্রিগুঞ্জং বা গোক্ষীরেণ প্রদাপয়েৎ ॥
রাত্রিজ্বরং নিহন্ত্যাশু নাম্না বিশ্বেশ্বরো রসঃ ॥ ২১৩।

বিশ্বেশ্বর রস—পারদ, খর্পর ও গন্ধক সমভাগে লইয়া অশ্বত্থ মূল, বদরী বৃক্ষের মূল, কণ্টকারী ও কাকমাচী, ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ২ বা ৩ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—গব্য দুগ্ধ। এই ঔষধ সেবনে রাত্রিজ্বর দূর হয় ॥ ২১৩ ॥

বিক্রমকেশরী রসঃ।

শুল্বমেকং দ্বিধা তারং মর্দ্দয়েদ্বিধিবদ্ভিষক্।
পশ্চাদ্বিষং রসং গন্ধং মেলয়িত্বা তু ভাবয়েৎ ॥
একবিংশতিবারাংশ্চ কিম্পাকবল্কলদ্রবৈঃ।
রসঃ সিদ্ধঃ প্রদাতব্যো গুঞ্জামাত্রা জ্বরান্তকৃৎ।
সর্ব্বজ্বরহরঃ খ্যাতো রসোবিক্রমকেশরী ॥ ২১৪ ॥

বিক্রমকেশরী রস—তাম্র ১ তোলা ও রৌপ্য ২ তোলা একত্রে মর্দ্দন করিয়া তাহাতে বিষ, পারদ ও গন্ধক প্রত্যেকের ১ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া বাটিয়া লইবে। পরে লেবু-মূলের বল্কলের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ২১৪ ॥

জ্বরকালকেতু-রসঃ।

রসং বিষং গন্ধক-তাম্রকঞ্চ মনঃ শিলারুক্করতালকঞ্চ।
বিমর্দ্দ্য বজ্রপয়সা সমাংশং গজাহ্বয়ং তত্র পুটং বিদধ্যাৎ ॥
দ্বিগুঞ্জমস্যৈব মধুপ্রযুক্তং জ্বরং নিহন্ত্যষ্টবিধং মহোগ্রহম্।
পুরা ভবান্যৈ কথিতো ভবেন নৃণাং হিতায় জ্বরকাল-কেতুঃ ॥ ২১৫ ॥

জ্বরকালকেতু-রস—পারদ, বিষ, গন্ধক, তাম্র, মনঃশিলা, ভেলা ও হরিতাল; এই সকল দ্রব্য সমান ভাগে লইয়া সিজের আঁটায় মর্দ্দন ও গজপুটে পাক করতঃ ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু। ইহাতে অষ্টবিধ জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ২১৫ ॥

ত্রিপুরারি-রসঃ।

হুতাশমুখসংশুদ্ধং রসং তাম্রঞ্চ গন্ধকম্।
লৌহমভ্রং বিষঞ্চৈব সর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাংশকম্ ॥
রসার্দ্ধং মৃতরূপ্যঞ্চ শৃঙ্গবেরাম্বুমর্দ্দিতম্
দ্বিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং সিতয়াদ্র্রকরসেন বা।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি বারিদোষভবং তথা।
প্লীহানমুদরং শোথমতিসারং বিনাশয়েৎ।
রোগানেতান্ নিহন্ত্যাশু শঙ্করস্ত্রিপুরং যথা ॥ ২১৬ ॥

ত্রিপুরারি রস—হিঙ্গুলোত্থপারদ, তাম্র, গন্ধক, লৌহ, অভ্র এবং বিষ প্রত্যেকের ১ তোলা ও রূপাভস্ম ॥০ তোলা। এই সকল দ্রব্য আদার রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে।

অনুপান—মধু বা চিনি ও আদার রস। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার জ্বর, প্লীহা, উদর, শোথ ও অতিসার প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয় ॥ ২১৬ ॥

মেঘনাদো রসঃ।

তাম্রং কাংস্যং মৃতং তাম্রং ত্রিভিস্তুল্যঞ্চ গন্ধকম্।
কাথেন মেঘনাদস্য পিষ্ট্বা রুদ্ধা পুটে পচেৎ ॥
ষড়্‌ভিঃ পুটৈর্ভবেৎ সিদ্ধো মেঘনাদো জ্বরাপহঃ।
ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন বিষম-জ্বরনাশনম্ ॥
অস্য মাত্রা দ্বিগুঞ্জা স্যাৎ পথ্যং দুগ্ধৌদনং হিতম্।
নাগরাতিবিষা মুস্ত-ভূনিম্বামৃত-বৎসকৈঃ ॥
সর্ব্বজ্বরাতিসারঘ্নং কাথমস্যানুপায়য়েৎ।
তরুণং বা জ্বরং জীর্ণং তৃষ্ণাং দাহঞ্চ নাশয়েৎ ॥২১৭ ॥

মেঘনাদরস—রূপা, কাঁসা ও তামা প্রত্যেকের ১ তোলা এবং গন্ধক ৩ তোলা এই গুলি তিৎরাজের মূলের ছালের কাথে বাটিয়া ৬ বার গজপুটে পাক করিবে। বটীর মাত্রা ২ রতি। এই ঔষধ পানের সহিত সেবন করিলে বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। পথ্য—দুগ্ধান্ন। অনুপান জ্বরাতিসারে শুঁঠ, আতইষ, মুথা, চিরতা, গুলঞ্চ ও কুড়্‌চিছাল; ইহাদের কাথের সহিত এই ঔষধ সেবন করাইবে। ইহা তরুণজ্বর, জীর্ণজ্বর, তৃষ্ণা ও দাহ প্রশমিত করে ॥ ২১৭ ॥

শীতারি-রসঃ।

তালকং দরদোদ্ভূতঃ পারদো গন্ধকঃ শিলা।
ক্রমাদ্‌ভাগার্দ্ধরহিতং কারবেল্লাম্বুমর্দ্দিতম্ ॥
ইদমস্য প্রমাণেন তাম্রপাত্রীং প্রলেপয়েৎ।
অধোমুখীং দৃঢ়ে ভাণ্ডে তাং নিরুধ্য প্রপূরয়েৎ ॥
চুল্ল্যাং বালুকয়া যন্ত্রমেকং প্রজ্বালয়েদ্দৃঢ়ম্।
শীতে সংচূর্ণ্য গুঞ্জাস্য নাগবল্লীদলে স্থিতা ॥
ভক্ষিতা মরিচৈঃ সার্দ্ধং সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।
দাহ-শীতাদিকং হন্যাৎ পথ্যং শাল্যোদনং পয়ঃ ॥২১৮॥

শীতারি রস—হরিতাল ৪ তোলা, হিঙ্গুলোথ পারদ ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা এবং মনঃশিলা অর্দ্ধ তোলা। সমুদায় একত্রে উচ্ছেপাতার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক সাড়েসাততোলা পরিমিত তাম্র খলের অভ্যন্তর ভাগ, উক্ত মর্দ্দিত ঔষধ দ্বারা লেপন করতঃ একটী স্থালীর মধ্যে অধোমুখে ঐ খল রাখিয়া ক্ষুদ্র শরার দ্বারা খল আচ্ছাদন ও লেপন করিয়া বালুকা দ্বারা ঐ স্থালী পূর্ণ করিবে। অতঃপর স্থালীর মুখ শরার দ্বারা আচ্ছাদন ও লেপন পূর্ব্বক প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমাগত প্রজ্বলিত অগ্নিতে পাক করিবে। পরদিন প্রাতে শীতল হইলে অন্যান্য সমুদায় দ্রব্য ত্যাগ করিয়া কেবল তাম্র খলে উদ্ধৃত করিয়া চূর্ণ করিবে। ঐ চূর্ণিত ঔষধ হস্তিদন্তাদি দ্বারা নির্ম্মিত নলিকা মধ্যে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতে হয়। মাত্রা ১ বা ২ রতি। ৫ রতি মরিচ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করতঃ পানের সহিত চিবাইয়া খাইতে দিবে। ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধান্ন ভোজন বিধেয় ॥ ২১৮ ॥

স্বচ্ছন্দভৈরবো রসঃ।

সমভাগাংশ্চ সংগৃহ্য পারদামৃত-গন্ধকান্।
জাতীফলস্য ভাগার্দ্ধং দত্ত্বা কুর্য্যাচ্চ কজ্জলীম্ ॥
সর্ব্বার্দ্ধং পিপ্পলীচূর্ণং খল্লয়িত্বা নিধাপয়েৎ।
গুঞ্জৈকং বা দ্বিগুঞ্জং বা নাগবল্লীদলৈঃ সহ ॥
আর্দ্রকস্য রসেনাপি দ্রোণপুষ্পীরসেন বা।
শীতজ্বরে সন্নিপাতে বিসূচ্যাং বিষমজ্বরে
পীনসে চ প্রতিশ্যায়ে জ্বরেঽজীর্ণে তথৈব চ।
মন্দেঽগ্নৌ বমনে চৈব শিরোরোগে চ দারুণে ॥
প্রযোজ্যো ভিষজা সম্যগ্‌ রসঃ স্বচ্ছন্দভৈরবঃ।
পথ্যং দধ্যোদনং দদ্যাদ্বীক্ষ্য দোষবলাবলম্ ॥ ২১৯ ॥

স্বচ্ছন্দভৈরব রস—পারদ ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, জাতীফল ॥০ ভাগ এবং পিপুলচূর্ণ সর্ব্বসমষ্টির অর্দ্ধেক। এই সকল একত্র করতঃ বাটিয়া ১ রতি বা ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান পানের রস, আদার রস বা ঘলঘসিয়া পাতার রস। দোষের বলানুযায়ী পথ্য দিবে। ইহা দ্বারা শীতজ্বর, সন্নিপাত, বিসূচী, বিষমজ্বর, পীনস, প্রতিশ্যায়, অজীর্ণ জন্য জ্বর, মন্দাগ্নি, বমন ও দারুণ শিরোরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২১৯ ॥

জ্বরারি-রসঃ

দরদবলিরসানাং শুল্বনাগাভ্রকাণাং
শুভগবিটশিলানাং সর্ব্বমেকত্র যোজ্যম্ ॥

বিপিননৃপদলোথৈর্ভাবিতং শোষয়েত্তং
দিবস দশ সমাপ্তৌ রক্তিকৈকাঞ্চ কুর্য্যাৎ ॥
একৈকাং ভক্ষয়েদস্য চার্দ্রকস্য রসৈর্যুতাম্।
দত্তমাত্রো জ্বরং হন্তি জ্বরারিঃ স নিগদ্যতে।
সর্ব্বশূল-বিনাশী চ কফপিত্ত-বিনাশনঃ ॥ ২২০ ॥

জ্বরারি রস—হিঙ্গুল, গন্ধক, পারদ, তাম্র, সীসা, অভ্র, সোহাগা, বিটলবণ ও মনঃশিলা এই সকল সমানভাগে লইয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক সোঁদাল পাতার রসে ১০ দিন ভাবনা দিয়া ও শুষ্ক করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান আদার রস। ইহা সেবনে জ্বর আরোগ্য হয় ॥ ২২০ ॥

জ্বরাশনি-রসঃ।

রসং গন্ধং সৈন্ধবঞ্চ বিষং তাম্রং সমং ভবেৎ।
সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং তৎসমং চূর্ণমভ্রকম্ ॥
লৌহে চ লৌহদণ্ডে চ নিগুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ।
মর্দ্দয়েদ্ যত্নতঃ পশ্চান্মরিচং সূততুল্যকম্।
পর্ণেন সহ দাতব্যো রসো রক্তিক-সম্মিতঃ।
কাসং শ্বাসং মহাঘোরং বিষমাখ্যং জ্বরং বমিম্ ॥
ধাতুস্থং প্রবলং দাহং জ্বরদোষং চিরোদ্ভবম্।
যকৃদ্‌গুল্মোদরপ্লীহশ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥ ২২১ ॥

জ্বরাশনি রস—পারদ, গন্ধক, সৈন্ধবলবণ, বিষ ও তাম্র প্রত্যেক সমভাগে, সর্ব্বসমান লৌহ এবং লৌহের সমান অভ্র। এই সকল লৌহদণ্ডে লৌহ দণ্ডদ্বারা নিসিন্দাপাতার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক তাহার সহিত পারদের সমান মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করতঃ ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা পানের সহিত সেবনে কাশ, শ্বাস, ঘোরতর বিষমজ্বর, বমি, দাহ, যকৃৎ, গুল্ম, উদর, প্লীহা, শোথ এবং ধাতুস্থ সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ২২১ ॥

জ্বরান্তকো রসঃ।

ভাস্করো গন্ধকঃ সর্ব্বো দেবী বিহঙ্গ-তীক্ষকম্।
শোণিতং গগনঞ্চৈব পুষ্পকঞ্চ মহেশ্বরম্
ভূনিম্বাদি-গণৈর্ভাব্যং মধুনা গুড়িকা দৃঢ়া।
চাতুর্থকং তৃতীয়ঞ্চ জ্বরং সন্ততকং তথা ॥
আমজ্বরং ভূতকৃতং সর্ব্বজ্বর-মপোহতি ॥
ভূনিম্বাদ্যষ্টাদশ দ্রব্যাণি সর্ব্বদ্রব্য-তুল্যানি।
অষ্টাবশিষ্টং ক্বাথং কৃত্বা দিনত্রয়ং বিভাব্য বিশোষ্য
মধুনা বিমর্দ্দ্য অনুরূপং লিহেৎ ॥ ২২২ ॥

জ্বরান্তক রস—তাম্র, গন্ধক, পারদ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, হিঙ্গুল, অভ্র, রসাঞ্জন ও স্বর্ণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করতঃ ভূনিম্বাদ্যষ্ট দশাঙ্গের ক্বাথে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু। ইহা সেবনে চাতুর্থক, তৃতীয়ক, আমজ্বর এবং ভৌতিক জ্বর প্রশমিত হয়। ভূনিম্বাদি অষ্টাদশ দ্রব্য সমভাগে মিলিত উপরোক্ত তাম্রাদি ১০ দশ দ্রব্যের সমান পরিমাণে লইয়া অষ্টগুণ জলসহ সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ দ্বারা ভাবনা দিবে ॥ ২২২ ॥

শ্রীজয়মঙ্গলো রসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং টঙ্কনং তথা।
তাম্রং বঙ্গং মাক্ষিকঞ্চ সৈন্ধবং মরিচং তথা ॥
সমং সর্ব্বং সমাহৃত্য দ্বিগুণং স্বর্ণভস্মকম্।
তদৰ্দ্ধং কান্তলৌহঞ্চ রূপ্যভস্মাপি তৎসমম্ ॥
এতৎ সর্ব্বং বিচূর্ণ্যাথ ভাবয়েৎ কনকদ্রবৈঃ।
শেফালীদলজৈশ্চাপি দশমূলরসেন চ ॥
কিরাততিক্তককাথৈস্ত্রিবারং ভাবয়েৎ সুধীঃ।
ভাবয়িত্বা ততঃ কার্য্যা গুঞ্জাদ্বয়মিতা বটী ॥
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং জীরকং মধুসংযুতম্।
জীর্ণজ্বরং মহাঘোরং চিরকালসমুদ্ভবম্ ॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা।
পৃথগ্‌দোষাংশ্চ বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্।
মেদোগতং মাংসগতমস্থিমজ্জগতং তথা।
অন্তর্গতং মহাঘোরং বহিঃস্থঞ্চ বিশেষতঃ ॥
নানাদোষোদ্ভবঞ্চৈব জ্বরং শুক্রগতং তথা।
নিখিলং জ্বরনামানং হন্তি শ্রীশিবশাসনাৎ ॥
জয়মঙ্গলনামায়ং রসঃ শ্রীশিবনির্ম্মিতঃ।
বলপুষ্টিকরশ্চৈব সর্ব্বরোগ-নিবর্হণঃ ॥ ২২৩ ॥

শ্রীজয়মঙ্গল রস—হিঙ্গুলোত্থ পারদ এবং গন্ধক, সোহাগা, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেক ॥০ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, লৌহ ॥০ তোলা, রূপা ॥০ তোলা। এই সমুদায় একত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক ধুতুরা পাতার রস, শেফালিকাপাতার রস, দশমূলের ক্বাথ ও চিরতার

কাথে ক্রমান্বয়ে তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান জীরা চূর্ণ ও মধু। ইহাতে নানাবিধ ধাতুস্থ জ্বর বিনষ্ট হয় এবং ইহা বিষম জ্বর ও পুরাতন জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ ॥ ২২৩ ॥

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্র-রসঃ।

মূর্চ্ছিতং রস-কর্ষৈকং তদর্দ্ধং জারিতাভ্রকম্।
তারং তাপ্যঞ্চ রসজং রসকং তাম্রকং তথা॥
মৌক্তিকং বিদ্রুমং লৌহং গিরিজং গৈরিকং শিলা॥
গন্ধকং হেমসারঞ্চ পলার্দ্ধঞ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
ক্ষীরাবী সুরবল্লী চ শোথঘ্নী গণিকারিকা।
ঝাটামলা জ্যোৎস্নিকা চ সতিক্তা তু সুদর্শনা॥
অগ্নিজিহ্বা পূতিতৈলা শূর্পপর্ণী প্রসারণী।
প্রত্যেকস্বরসং দত্ত্বা মর্দ্দয়েৎ ত্রিদিনাবধি॥
ভক্ষয়েৎ পর্ণখণ্ডেন চতুর্গুঞ্জা-প্রমাণতঃ।
মহাগ্নিকারকো রোগসঙ্করঘ্নঃ প্রয়োগরাট্॥
সন্ততঃ সততান্যেদ্যুস্তৃতীয়কচতুর্থকান্।
জ্বরান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥
শ্বাসং কাসং প্রমেহঞ্চ সশোথাং পাণ্ডুকামলাম্।
গ্রহণীং ক্ষয়রোগঞ্চ সর্ব্বোপদ্রব-সংযুতম্।
জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্রঃ প্রথিতঃ পৃথিবীতলে॥ ২২৪ ॥

জ্বরকুঞ্জরপারীন্দ্র রস— মূর্চ্ছিত পারদ ২ তোলা এবং অভ্র ১ তোলা, রূপা, স্বর্ণমাক্ষিক, রসাঞ্জন, খর্পর, তাম্র, মুক্তা, প্রবাল, লৌহ, শিলাজতু, গেরিমাটী, মনঃশিলা, গন্ধক ও স্বর্ণ ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা গ্রহণ করতঃ একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক তৎপর ক্ষীরুই, তুলসী, পুনর্নবা, গণিয়ারি, ভূম্যামলকী, ঘোষলতা, চিরতা, পদ্মগুলঞ্চ, ঈশলাঙ্গলা, লতাফট্‌কি, মুগানি ও গন্ধভাদুলে ইহাদের প্রত্যেকের স্বরসে বা কাথে ৩ দিন করিয়া বাটিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ পানের সহিত সেবনে অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয় এবং সন্তত, সতত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক ও চাতুর্থক প্রভৃতি সকল প্রকার জ্বর উপশম হয়। কাস, শ্বাস, প্রমেহ, শোথ-সংযুক্ত পাণ্ডু ও কামলা, গ্রহণী এবং সর্ব্ব উপদ্রব সংযুক্ত ক্ষয় রোগ আরোগ্য হয় ॥ ২২৪ ॥

বিদ্যাবল্লভো-রসঃ।

রসম্লেচ্ছশিলাতালাশ্চন্দ্রদ্ব্যগ্ন্যর্কভাগিকাঃ।
পিষ্ট্বা তান্ সুষবীতোয়ৈস্তাম্রপাত্রোদরে ক্ষিপেৎ॥
ন্যুব্জং শরাবে সংরুধ্য বালুকা-যন্ত্রগং পচেৎ।
স্ফুটন্তি ব্রীহয়ো যাবৎ তচ্ছিরঃস্থাঃ শনৈঃশনৈঃ॥
সংচূর্ণ্য শর্করাযুক্তং দ্বিবল্লং ভক্ষয়েৎ ততঃ।
বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ হন্তি তৈলাম্লাদি বিবর্জ্জয়েৎ ॥২২৫॥

বিদ্যাবল্লভ রস—পারদ ১ ভাগ, তাম্র ২ ভাগ, মনঃশিলা ৩ ভাগ এবং হরিতাল ১২ ভাগ। এই দ্রব্যগুলি একত্রে উচ্ছেপাতার রসে বাটিয়া তাম্রপাত্রের মধ্যভাগে নিক্ষেপ করতঃ বালুকা যন্ত্রে পাক করিবে ও যন্ত্রের উপরিস্থ ধান্যগুলি ফুটিয়া গেলে পাক শেষ হইয়াছে জানিবে। তৎপরে শীতল হইলে নামাইয়া ঔষধ গ্রহণ করতঃ চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ২ রতি পরিমাণে চিনির সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন কালীন তৈল ও অম্লাদি পরিত্যাগ করিবে ॥ ২২৫ ॥

শীতারি-রসঃ।

কুষ্মাণ্ডক্ষার-চূর্ণোদক-তিলজ পৃথক্-পাচিতং শুদ্ধতালম্, তুল্যং সূতেন পিষ্ট্বা ত্রিদিবসমসকৃৎ কারবেল্লদ্রবেণ। ক্ষিপ্ত্বা তৎ খর্পরান্তর্দ্দিনপতিপিহিতং রন্ধ্মপ্যাব্জ্যেৎ তং নীরন্ধ্রং চূর্ণপথ্যা গুড় লবণ খড়ি মৃত্তিরপ্যাস্তরালম্॥ তদ্বালুকাপূর্ণঘটে বিদধ্যাচ্ছনৈঃ পচেৎ তাবদূর্ধ্বামুষ্য। ব্রাহির্ব্বিবর্ণত্বমুপৈতি যাবৎ ততস্তু শীতং বিদধীত চূর্ণম্॥ সিদ্ধং তচ্চ সমাদদীত তুলসীতোয়েন বল্লোন্মিতম্ পশ্চাৎ ক্ষৌদ্রকণাসিতাজ্যপয়সাক্বান্নপানং গদী॥ ভুঞ্জীতাথ পয়োহন্নমুদ্গ-সহিতং সাজ্যঞ্চ হন্যান্নৃণাং তাপং কালবশেন সঞ্চিতাময়ং শীতারিনামা রসঃ॥ ২২৬॥

শীতারি রস—কুমড়ার ডাঁটার ক্ষার, চুণের জল, তিলের ক্ষার, এই সমস্ত দ্বারা ক্রমে ক্রমে হরিতাল পাক করিয়া তাহার সহিত সম পরিমাণ পারদ মিশ্রিত করতঃ উচ্ছেপাতার রসে তিন দিবস ক্রমাগত পেষণপূর্ব্বক শরাতে স্থাপিত করিবে। পরে ঐ শরাটী তাম্রপাত্রে আচ্ছাদন করিয়া হরীতকী চূর্ণ, গুড়, লবণ, খড়ি ও মৃত্তিকার দ্বারা রন্ধ্রভাগ লেপন পূর্ব্বক বালুকা যন্ত্রে পাক করিবে।

যন্ত্রের উপর স্থাপিত ধান্যাদি বিবর্ণ হইলে পাক কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে জানিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করতঃ চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ২ রতি। এই ঔষধ তুলসী পত্রের রসে মাড়িয়া মধু, পিপুলচূর্ণ, চিনি, ঘৃত ও দুগ্ধ মিশাইয়া সেবন করাইবে। পথ্য—দুগ্ধ, অন্ন, মুগের যূষ ও ঘৃত। ইহাতে সঞ্চিত জ্বর বিনষ্ট হয়॥ ২২৬

জ্বরশূলহরো-রসঃ।

রস-গন্ধকয়োঃ কৃত্বা কজ্জলীং ভাণ্ডমধ্যগাম্।
তত্রাধোবদনাং তাম্রপাত্রীং সংরুধ্য শোষয়েৎ॥
পাদাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণেন চুল্ল্যাং জ্বালেন তাং দহেৎ।
যামদ্বয়ং ততস্তৎস্থং রসপাত্রং সমাহরেৎ॥
চূর্ণয়েদ্রক্তিযুগলং তৃতীয়ং বা বিচক্ষণঃ।
তাম্বূলীদলযোগেন দদ্যাৎ সর্ব্বজ্বরেষমুম্॥
জীরসৈন্ধবসংলিপ্তবক্ত্রায় জ্বরিণে হিতম্।
স্বেদোদ্গমো ভবত্যেব দেবি সর্ব্বেষু পাপ্মসু।
চাতুর্থকাদীন্ বিষমান্ নবমাগামিনং জ্বরম্।
সাধারণং সন্নিপাতং জয়ত্যেষ ন সংশয়ঃ॥ ২২৭॥

জ্বরশূলহর রস—সমভাগ পারদ এবং গন্ধক লইয়া কজ্জলী প্রস্তুত করিবে এবং ঐ কজ্জলী ভাণ্ডমধ্যে স্থাপন করতঃ তাহার উপর এক তাম্রপাত্র অধোমুখ করিয়া আচ্ছাদন করিবে। তৎপরে সন্ধিস্থলে লেপ দিয়া পাক করতঃ নামাইবে, শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া যত্নে রক্ষা করিবে। মাত্রা ২।৩ রতি। জীরক ও সৈন্ধব লবণ চর্ব্বণান্তে পানের সহিত এই ঔষধ সেবনীয়। ইহাতে চাতুর্থকাদি বিষম জ্বর প্রশমিত হয়॥ ২২৭॥

ষড়াননো-রসঃ।

আরং কান্তং মৃতং তাম্রং দরদং পিপ্পলী বিষম্।
তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে যামঞ্চ গুড়ূচীরসৈঃ॥
গুঞ্জামাত্রং রসং দেয়ং গুঞ্জামাত্রং লিহেৎ সদা।
জ্বরে মন্দানলে চৈব বাতপিত্তজ্বরেষু চ॥
জ্বরে বৈষম্য-তরুণে জীর্ণজ্বরে বিশেষতঃ।
মুদ্গান্নং মুদ্গযূষং বা তক্রভক্তঞ্চ কেবলম্॥
নারিকেলোদকং দেয়ং মুদ্গপথ্যং বিশেষতঃ।
ষড়াননো রসো নাম সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥ ২২৮॥

ষড়ানন রস—পিতল, কাঁসা, তামা, হিঙ্গুল, পিপুল ও বিষ এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেকের সমভাগ লইয়া গুলঞ্চের রসে এক প্রহর কাল মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু। ইহা সেবনে মন্দাগ্নি, বাতপৈত্তিক জ্বর, বিষমজ্বর, তরুণজ্বর এবং জীর্ণজ্বর বিনষ্ট হয়। পথ্য—মুগের যূষ, অন্ন, ঘোল ও ডাবের জল॥ ২২৮॥

কল্পতরু-রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং তাম্রং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ।
ভাবয়েৎ পঞ্চভিঃ পিত্তৈঃ ক্রমশঃ পঞ্চবাসরান্॥
নগু ণ্ডীস্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ সপ্তবাসরান্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব ভাবয়েচ্চ ত্রিধা পুনঃ॥
সর্ষপাভা বটী কার্য্যা চ্ছায়য়া পরিশোষিতা।
ততঃ সপ্তবটী যোজ্যা যাবন্ন ত্রিগুণা ভবেৎ॥
বয়োঽগ্নি-দোষজং বুদ্ধা প্রযোজ্যা ভিষজাং বরৈঃ।
অনুপানং চোষ্ণজলং কজ্জলী-পিপ্পলীযুতম্॥
পানাবশেষে প্রস্বাপ্য বস্ত্রৈরাচ্ছাদয়েন্নরম্।
ঘর্ম্মাভ্যাগমনং যাবৎ ততো রোগাৎ প্রমুচ্যতে॥
রোগিণং স্বাপয়িত্বা তু ভোজয়েৎ সসিতং দধি।
এষ কল্পতরুর্নাম রসঃ পরমদুর্লভঃ
অসাধ্যং চিরকালোত্থং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্।
হন্তি জ্বরাতিসারৌ চ গ্রহণীং পাণ্ডুকামলাম্॥
ন দেয়ঃ শ্বাসকাসে চ শূলযুক্তে স্বরে তথা।
গোপনীয়ঃ প্রযত্নেন ন দেয়ো যস্য কস্যচিৎ॥ ২২৯॥

কল্পতরু রস—পারদ, গন্ধক, বিষ ও তাম্র এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে লইয়া একত্র করিয়া চূর্ণ করতঃ পঞ্চপিত্তের এক একটী পিত্ত দ্বারা এক এক দিন ভাবনা দিবে। পরে নিসিঁদা পাতার রসে ৭ দিন মর্দ্দন করিয়া পুনর্ব্বার আদার রসে ৩টি ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুষ্ক করতঃ সর্ষপ প্রমাণ বটিকা করিবে। এই বটী প্রত্যহ একটী করিয়া ক্রমাগত ২১ দিন সেবন করিতে দিবে। অনুপান—কজ্জলী চূর্ণ, পিপুল চূর্ণ ও উষ্ণজল। ঔষধ সেবন করিয়া রোগীকে নিদ্রা যাইতে দিবে এবং রোগীর গাত্র বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিয়া রাখিবে। ঘর্ম্ম হইলে রোগ মুক্ত হইয়াছে জানিবে। নিদ্রা

ভঙ্গ হইলে রোগীকে চিনিসংযুক্ত দধি ভোজন করাইবে। এই ঔষধ সেবনে জীর্ণজ্বর, বিষমজ্বর, জ্বরাতিসার, গ্রহণী, পাণ্ডু ও কামলা নষ্ট হয়। শ্বাস, কাস ও শূলযুক্ত রোগীর পক্ষে এই ঔষধ সেবন নিষিদ্ধ ॥ ২২৯ ॥

তালাঙ্কো রসঃ।

তালকস্য চ ভাগৌ দ্বৌ ভাগং তুখস্য শুক্তিকা।
চূর্ণকানাং চতুর্ভাগং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাদ্রবৈঃ ॥
যামৈকেন ততঃ পশ্চাৎ রুদ্ধ্বা গজপুটে পচেৎ।
অস্য গুঞ্জাদ্বয়ং হন্তি বাতিকং পৈত্তিকং তথা।
শীতজ্বরং বিশেষেণ তৃতীয়ক-চতুর্থকৌ ॥ ২৩০ ॥

তালাঙ্ক রস—হরিতাল ২ ভাগ, তুঁতে ১ ভাগ ও ঝিনুক ভস্ম ৪ ভাগ; একত্রে ঘৃতকুমারীর রসে এক প্রহর কাল মর্দ্দন ও শুষ্ক করতঃ গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা সেবনে বাতিক, পৈত্তিক ও শীতজ্বর এবং তৃতীয়ক ও চাতুর্থক জ্বর আরোগ্য হয় ॥ ২৩০ ॥

জ্বরারি-অভ্রম্।

অভ্রং তাম্রং রসং গন্ধং বিষঞ্চেতি সমং সমম্।
দ্বিগুণং ধূর্ত্তবীজঞ্চ ব্যোষং পঞ্চগুণং মতম্ ॥
জলেন বটিকাং কুর্য্যাদ্ যথাদোষানুপানতঃ।
অভ্রং জ্বরারি-নামেদং সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্ ॥
বাতিকান্ পৈত্তিকাংশ্চৈব শ্লৈষ্মিকান্ সান্নিপাতিকান্।
বিষমাখ্যান্ দ্বন্দ্বজাংশ্চ ধাতুস্থান্ বিষমজ্বরান্ ॥
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মমগ্নিমান্দ্যং সশোথকম্।
কাসং শ্বাসং তৃষাং কম্পং দাহং শীতং বমিং ভ্রমিম্ ২৩১

জ্বরারি অভ্র—অভ্র, তাম্র, পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেক ১ ভাগ, ধুতুরাবীজ ২ ভাগ এবং শুঠ, পিপুল ও মরিচ সমভাগে মিলিত পাঁচ ভাগ এই সমস্ত একত্রে জলে বাটিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। দোষানুযায়ী অনুপান দিবে। এই ঔষধে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সান্নিপাতিক এবং সর্ব্বপ্রকার ধাতুগত বিষমজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, অগ্নিমান্দ্য, কাশ, শ্বাস, তৃষ্ণা, কম্প, দাহ, শীত, বমি ও ভ্রমি প্রভৃতি আরোগ্য হয় ॥ ২৩১ ॥

জীবনানন্দাভ্রম্।

বজ্রাভ্রং মারিতং কৃত্বা কর্ষযুগ্মং বিচূর্ণিতম্।
জীরং কনকবীজঞ্চ কর্ষং বাসারসেন চ।
কণ্টকারীরসেনৈব ধাত্রীমুস্তরসেন চ।
গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনৈব পলাংশেন পৃথক্ পৃথক্ ॥
মর্দ্দয়িত্বা বটী কার্য্যা গুঞ্জামাত্রা প্রযোজিতা।
বিষমাখ্যান্ জ্বরান্ সর্ব্বান্ প্লীহানং যকৃতং বমিম্ ॥
রক্তপিত্তং বাতরক্তং গ্রহণীং শ্বাস-কাসকৌ।
অরুচিং শূলহৃল্লাসার্শাংসি চ বিনাশয়েৎ ॥
জীবনানন্দনামেদমভ্রং বৃষ্যং বলপ্রদম্।
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠমগ্নিসন্দীপনং পরম্ ॥ ২৩২ ॥

জীবনানন্দাভ্র—অভ্র ৪ তোলা; জীরাচূর্ণ ২ তোলা এবং ধুতুরাচূর্ণ ২ তোলা; এই সকল একত্র করতঃ বাসক, কণ্টকারি, আমলকী, মুথা ও গুলঞ্চ ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা করিয়া রস লইয়া পৃথক পৃথক মর্দ্দন করতঃ ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, বমি, রক্তপিত্ত, বাতরক্ত, গ্রহণী, শ্বাস, কাস, অরুচি, শূল, বমেনেচ্ছা ও অর্শোরোগ বিনষ্ট হয় এবং ইহা বৃষ্য, বলপ্রদ ও অগ্নিসন্দীপক ॥ ২৩২ ॥

চন্দনাদি লৌহম্।

রক্তচন্দন-হ্রীবের-পাঠোশীর-কণা শিবা।
নাগরোৎপলধাত্রীভিস্ত্রিমদেন সমন্বিতঃ ॥
লৌহো নিহন্তি বিবিধান্ সমস্তান্ বিষমজ্বরান্ ॥
*ত্রিমদং মুস্তক-চিত্রক-বিড়ঙ্গম্। দ্বাদশদ্রব্যসমং লৌহম্। রক্তিদ্বয়ং মধুনা লিহেৎ। ২৩৩ ॥

চন্দনাদি লৌহ—রক্তচন্দন, বালা, আকনাদি, বেণারমূল, পিপুল, হরীতকী, শুঁঠ, সুদিমূল, আমলকী, মুথা, চিতামূল ও বিড়ঙ্গ; প্রত্যেকের ১ ভাগ এবং লৌহ ১২ ভাগ। এই একত্রে জলে বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার বিষমজ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে। অনুপান মধু ॥ ২৩৩ ॥

বিষমজ্বরান্তক-লৌহম্ (পুটপক্বম্)।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকেন সুকজ্জলম্।
পর্পটী-রসবৎপাচ্যং সূতাভ্র-হেমভস্মকম্ ॥

লৌহং তাম্রমভ্রকঞ্চ রসস্তু দ্বিগুণং তথা।
বঙ্গকং গৈরিকঞ্চৈব প্রবালঞ্চ রসার্দ্ধকম্॥
মুক্তা শঙ্খং শুক্তিভস্ম প্রদেয়ং রসপাদিকম্।
মুক্তাগৃহে চ সংস্থাপ্য পুটপাকেন সাধয়েৎ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
অনুপানং প্রয়োক্তব্যং কণা হিঙ্গু সসৈন্ধবম্॥
জ্বরমিষ্টবিধং হন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবম্।
প্লীহানং যকৃতং গুল্মং সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা॥
সন্ততং সততাখ্যঞ্চ বিষমজ্বরনাশনঃ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং মেহমরোচকম্॥
গ্রহণীমামদোষঞ্চ কাসং শ্বাসঞ্চ তত্র চ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাতিসারঞ্চ নাশয়েদবিকল্পিতঃ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বলবর্ণপ্রসাদনঃ।
বিষমজ্বরান্তকো নাম্না ধন্বন্তরি-প্রকাশিতঃ॥ ২৩৪॥

বিষমজ্বরান্তক লৌহ (পুটপক্ক)—হিঙ্গুলোত্থ পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা লইয়া কজ্জলী করতঃ পর্পটীর ন্যায় পাক করিয়া চূর্ণ করিবে এবং ঐ চূর্ণের সহিত স্বর্ণ।০ চারি আনা, লৌহ, তাম্র ও অভ্র প্রত্যেকে ২ তোলা এবং বঙ্গ, গেরিমাটী ও প্রবাল প্রত্যেকে ॥০ তোলা এবং মুক্তা, শঙ্খ ও শুক্তিভস্ম প্রত্যেকের।০ আনা মিশাইয়া জলে উত্তমরূপে বাটিয়া গোলাকার করতঃ রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। পরে পুটপাক করতঃ ও ঘৃতকুমারীর রসে বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা বিষমজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ। অনুপান—পিপুলচূর্ণ, হিং ও সৈন্ধব লবণ। এই ঔষধ সেবনে প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, কামলা, পাণ্ডু, শোথ, মেহ, অরুচি, গ্রহণী, আমদোষ, কাস, শ্বাস, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অতীসার প্রভৃতি আরোগ্য হয়॥ ২৩৪॥

সর্ব্বজ্বরহরলৌহম্।

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তকং তথা।
শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলমুশীরং দেবদারু চ॥
কিরাততিক্তকং বালং কটুকী কণ্টকারিকা।
শোভাঞ্জনস্য বীজঞ্চ মধুকং বৎসকং সমম্।
লৌহতুল্যং গৃহীত্বা তু বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
সর্ব্বজ্বরহরো লৌহঃ সর্ব্বজ্বরকুলান্তকৃৎ॥
বাতিকং পৈত্তিকং শ্লেষ্ম-দ্বন্দ্বজং সান্নিপাতিকম্।
জীর্ণজ্বরঞ্চ বিষমং রোগসঙ্করমেব চ।
প্লীহানমগ্রমাসঞ্চ যকৃতঞ্চ বিনাশয়েৎ॥ ২৩৫॥

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ—চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুথা, পিপ্পলী, পিপুলমূল, বেণারমূল, দেবদারু, চিরতা, বালা, কট্‌কী, কণ্টকারী, সজীনাবীজ, যষ্টিমধু ও ইন্দ্রযব; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ।০ আনা এবং লৌহ ৫ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্রে জলে বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। ইহা জীর্ণজ্বর ও বিষমজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ ও অগ্রমাস বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৩৫॥

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহম্।

দ্বিপলং জারিতং লৌহং রসং গন্ধং দ্বিতোলকম্।
তোলকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তকস্তথা॥
শ্রেয়সী পিপ্পলীমূলং হরিদ্রে দ্বে চ চিত্রকম্॥
আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
গুঞ্জাদ্বয়ং বটীং কৃত্বা ভক্ষয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ।
সর্ব্বজ্বরহরং লৌহং সর্ব্বজ্বরবিনাশনম্॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
বিষমজ্বর-ভূতোত্থজ্বরং প্লীহানমেব চ॥
মাসজং পক্ষজঞ্চৈব তথা সংবৎসরোত্থিতম্।
সর্ব্বান্ জ্বরান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥২৩৬॥

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ—লৌহ ১৬ তোলা, পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুথা, গজপিপ্পলী, পিপুলমূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চিতামূল প্রত্যেকের ১ তোলা একত্রে আদার রসে বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান আদার রস। ইহা জীর্ণ ও বিষমজ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ এবং ইহাতে প্লীহা ও সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিদূরিত হইয়া থাকে॥ ২৩৬॥

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহম্।

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং তাম্রমভ্রঞ্চ মাক্ষিকম্।
হিরণ্যং তার-তালঞ্চ কর্ষমেকং পৃথক্ পৃথক্॥
মৃতকান্তং পলং দেয়ং সর্ব্বমেকীকৃতং শুভম্।
বক্ষ্যমাণৌষধৈর্ভাব্যং প্রত্যেকং দিনসপ্তকম্॥
কারবেল্লরসেনাপি দশমূলরসেন চ।
পর্পটস্য কষায়েণ কাথেন ত্রৈফলেন চ

গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনাপি নাগবল্লীরসেন চ।
কাকমাচীরসেনৈব নিগুণ্ড্যাঃ স্বরসেন চ ॥
পুনর্নবার্দ্রকাম্ভোভির্ভাবনাং পরিকল্প্য চ।
রক্তিকাদ্বিক্রমেণৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্ ॥
পিপ্পলী-গুড়-সংযুক্তা বটিকা বীর্য্যবর্দ্ধিনী।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি চিরকালসমুদ্ভবম্ ॥
বিবিধং বাত্রিদোষোত্থং নানাদোষোদ্ভবস্তথা।
সন্ততাদি-জ্বরং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা ॥
ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ধাতুস্থং কামশোকভবং তথা।
ভূতাবেশজ্বরঞ্চৈব ঋক্ষদোষভবং তথা ॥
অভিঘাতজ্বরঞ্চৈবমভিচার-সমুদ্ভবম্।
অভিন্যাসং মহাঘোরং বিষমঞ্চ ত্রিদোষজম্ ॥
শীতপূর্ব্বং দাহপূর্ব্বং বিষমং শীতলং জ্বরম্।
প্রলেপকজ্বরং ঘোরমর্দ্ধনারীশ্বরং তথা ॥
প্লীহজ্বরং তথা কাসং চাতুর্থক-বিপর্য্যয়ম্।
পাণ্ডুরোগগণান্ সর্ব্বানগ্নিমান্দ্যং মহাগদম্।
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু পক্ষার্দ্ধেন ন সংশয়ঃ ॥
শাল্যন্নং তক্রসহিতং ভোজয়েদ্ দ্বিজসংযুতম্ ॥
ককার-পূর্ব্বকং সর্ব্বং বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ ॥
মৈথুনং বর্জ্জয়েৎ তাবদ্ যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ।
সর্ব্বজ্বরহরং শ্রেষ্ঠমনুপানং প্রকল্পয়েৎ ॥ ২৩৭ ॥

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও শোধিত হরিতাল, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা ও কান্তলৌহ ৮ তোলা একত্রে করলা পাতার রস, দশমূলের কাথ, ক্ষেৎপাপড়ার কাথ, ত্রিফলার কাথ, গুলঞ্চের রস, পানের রস, কাকমাচির রস, নিসিন্দা পত্রের রস, পুনর্নবার রস ও আদার রস ইহাদের এক একটির রসদ্বারা ৭ দিন করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া ২রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া পিপুলচূর্ণ ও পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিবে। এই ঔষধ সেবনে সর্ব্বপ্রকারজ্বর নাশ হয়। পথ্য—ঘোল ও পক্ষিমাংসের যূষ সংযুক্ত শালিতণ্ডুলের অন্ন। ইহা সেবন করিয়া বিশেষ বললাভ না হওয়া পর্য্যন্ত নারী-সহবাস পরিত্যাগ করিবে। ঔষধ সেবন কালীন ককারাদি সমস্ত আহারীয় দ্রব্য বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য ॥ ২৩৭ ॥

গন্ধককজ্জলীবিধিঃ।

[।

এতেষাং রসমাদায় কৃত্বা খর্পরখণ্ডকে ॥
প্রক্ষেপ্যং গন্ধকং তত্র জ্বালাং মৃদ্বগ্নিনা দহেৎ।
গন্ধকে স্নেহমাপন্নে তৎসমং পারদং ক্ষিপেৎ ॥
মিশ্রীকৃত্য ততো দ্বাভ্যাং দ্রুতং তমবতারয়েৎ।
আমর্দ্দয়েৎ তথা তত্তু যথা স্যাৎ কজ্জল-প্রভম্।
ততস্তু রক্তিকামস্য মাষকং জীরকস্য চ
মাষৈকং লবণস্যাপি পর্ণে কৃত্বা নিধাপয়েৎ ॥
জ্বরে ত্রিদোষজে ঘোরে জলমুষ্ণং পিবেদনু
ছর্দ্দ্যাং শর্করয়া দদ্যাৎ সামে দদ্যাৎ তথা গুড়ম্।
ক্ষয়ে চ্ছাগভবং ক্ষীরং প্রদদ্যাদনুপানকম্।
রক্তাতীসারে কুটজমূলবল্কলজং রসম্ ॥
রক্তবান্তৌ তথা দদ্যাদুড়ুম্বরভবং জলম্।
সর্ব্বব্যাধিহরশ্চায়ং গন্ধকঃ কজ্জলীকৃত
আয়ুর্বৃদ্ধিকরশ্চৈব মৃতস্যাপি প্রবোধয়েৎ ॥ ২৩৮ ॥

গন্ধককজ্জলীবিধি—কণ্টকারী, নিসিন্দা ও নাটাকরঞ্জ এই তিন দ্রব্য স্বরস মৃত্তিকা পাত্রে রাখিয়া তন্মধ্যে গন্ধক নিক্ষেপ করতঃ মৃদু অগ্নি-সন্তাপে পাক করিবে। পরে গন্ধক দ্রব হইলে তাহাতে সমান পরিমাণ পারদ নিক্ষেপ করিবে এবং গন্ধক ও পারদ উভয় মিশ্রিত হইলে, তৎপর চুল্লী হইতে নামাইয়া লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া কজ্জলবৎ করিবে। এই চূর্ণ ঔষধ ১ রতি পরিমাণ লইয়া জীরা চূর্ণ ১ মাষা ও সৈন্ধব লবণ ১ মাষা এবং একটী পান এই তিন দ্রব্যের সহিত সেবন করিতে দিবে। অতঃপর ত্রিদোষজ জ্বরে উষ্ণজল, বমিরোগে চিনির পানা, সামে পুরাতন গুড়, ক্ষয়ে ছাগদুগ্ধ, রক্তাতিসারে কুটজমূলের ছালের রস এবং রক্তবমন হইলে যজ্ঞডুম্বুরের রস পান করিতে দিবে। এই ঔষধ সর্ব্বব্যাধিনাশক এবং আয়ুর্বৃদ্ধিকর ॥ ২৩৮ ॥

অথ জ্বরবলিঃ।

জ্বরাময়গৃহীতস্য মুষ্টিভির্নবভিঃ কৃতম্।
তণ্ডুলৈরোদনং তেন কুর্য্যাৎ পুত্তলকং শুভম্।
তং হরিদ্রাবলিপ্তাঙ্গং চতুঃপীতধ্বজান্বিতম্।
হরিদ্রারসপূর্ণাভিঃ পুটিকাভিশ্চতসৃভিঃ।

মণ্ডিতং গন্ধপুষ্পাদ্যৈরবকীর্য্য বিসর্জ্জয়েৎ।
এবং দিনত্রয়ং কুর্য্যাৎ জ্বররোগোপশান্তয়ে ॥ ২৩৯ ॥

"ওদনেন পুত্তলং নির্ম্মায় বীরণচাচিকায়াং সংস্থাপ্য হরিদ্রাভিরবলিপ্য চতুঃপীতপতাকাভিরলঙ্কৃত্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈরবকীর্য্য হরিদ্রা-রস-পূর্ণাশ্চতস্রঃ পুটিকাশ্চতুষ্কোণে সংস্থাপ্য বিষ্ণুর্নমোহদ্যেত্যাদিনা সংকল্প্য জ্বরং ধ্যাত্বা সমাবাহ্য নবকপর্দ্দকাক্রীড়-গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাদিভিঃ সংপূজ্য সন্ধ্যাসময়ে জ্বরিতং নির্মঞ্চ্য মন্ত্রমিমং পঠিত্বা দিনত্রয়ং বলিং দদ্যাৎ। মন্ত্রো যথা— ওঁ নমো ভগবতে গরুড়াসনায় ত্র্যম্বকায় স্বস্ত্যস্তু বস্তুতঃ স্বাহা ওঁ কঁ টঁ পঁ শঁ বৈনতেয়ায় নমঃ। ওঁ হ্রীং ঠ ঠ ভো ভো জ্বর শৃণু শৃণু হল হল গর্জ্জ গর্জ্জ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং ত্র্যাহিকং চাতুর্থকং অর্দ্ধমাসিকং মাসিকং মৌহূর্ত্তিকং ফট্ ফট্ হ্রুং ফট্ হল হল হল মুঞ্চ মুঞ্চ মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ স্বাহা। ইতি পঠিত্বা এক বৃক্ষে শ্মশানে চতুষ্পথে বা বিসর্জ্জয়েৎ। এতৎ কর্ম্ম বাস্তুশুচিদক্ষিণপ্রদেশে কুর্য্যাৎ।" ২০৯ ॥

অথ নক্ষত্ররোগজন্মফলম্।

কৃত্তিকায়াং যদা ব্যাধিরুৎপন্নো ভবতি স্বয়ম্।
নবরাত্রং ভবেৎ পীড়া ত্রিরাত্রং রোহিণীষু চ ॥
মৃগশীর্ষে পঞ্চরাত্রমার্দ্রায়াং মুচ্যতেঽসুভিঃ।
পুনর্ব্বসৌ তথা পুষ্যে সপ্তরাত্রেণ মোচনম্ ॥
নবরাত্রং তথাশ্লেষে শ্মশানান্তং মঘাসু চ।
দ্বৌ মাসৌ পূর্ব্বফল্গুণ্যামুত্তরাসু ত্রিপঞ্চকম্॥
হস্তে চ সপ্তমে মোক্ষশ্চিত্রায়ামর্দ্ধমাসকম্।
মাসদ্বয়ং তথা স্বাত্যাং বিশাখে দিনবিংশতিঃ ॥
মিত্রে চৈব দশাহানি জ্যেষ্ঠায়ামর্দ্ধমাসকম্।
মূলেন জায়তে মোক্ষঃ পূর্ব্বাষাঢ়ে ত্রিপঞ্চকম্ ॥
উত্তরে দিনবিংশত্যা দ্বৌ মাসৌ শ্রবণে তথা।
ধনিষ্ঠায়ামর্দ্ধমাসো বারুণে চ দশাহকম্ ॥
পূর্ব্বভাদ্রপদে দেবি উনবিংশতিবাসরম্।
ত্রিপঞ্চাহিব্রধ্নে চ রেবত্যাং দশরাত্রকম্ ॥
অহোরাত্রং তথাশ্বিন্যাং ভরণ্যাস্তু গতায়ুষম্।
এবং ক্রমেণ জানীয়ান্নক্ষত্রেষু যথোচিতম্ ॥
ইতি গৌরিকাঞ্জলিকায়াম্॥ ২৪০

জ্বরমুক্তস্য লক্ষণম্।

স্বেদো লঘুত্বং শিরসঃ কণ্ডূঃ পাকো মুখস্য চ ॥
ক্ষবথুশ্চান্নলিপ্সা চ জ্বরমুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ২৪১ ॥

ঘর্ম্ম নির্গম, দেহের লঘুতা, মস্তকে কণ্ডু (চুলকণা), মুখের পাক, হাঁচি ও আহারেচ্ছা; এই কয়েকটী জ্বর মুক্তির লক্ষণ ॥ ২৪১ ॥

আরোগ্যস্নানবিধিঃ।

ধনিষ্ঠা শ্রবণা স্বাতী জ্যেষ্ঠা শতভিষা তথা।
রবিমন্দভৌম-বারাশ্চন্দ্রোঽশুভবিবর্জ্জিতঃ ॥
কেন্দ্রস্থাশ্চাশুভাঃ শস্তা ব্যতীপাতাদিবাসরাঃ।
তিথির্নশস্তা প্রতিপৎ তৃতীয়া নবমী তথা।
স্নানায় রোগমুক্তানাং দশমী চ ত্রয়োদশী।
বুধেন্দুগুরুশুক্রাণাং বারাঃ স্নানে ন শোভনাঃ।
রোগান্মুক্তস্য নাশ্লেষা রোহিণী ভদ্রদায়িনী॥ ২৪২

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং জ্বরাধিকারঃ।

অথ জ্বরাতীসারাধিকারঃ।

পিত্তজ্বরে পিত্তভবেঽতিসারস্তথাতিসারে যদি বা জ্বরঃ স্যাৎ। দোষস্য দূষ্যস্য সমানভাবাজ্জ্বরাতিসারঃ কথিতো ভিষগ্ভিঃ ॥ ১ ॥

যদি পিত্তজ্বরে—পিত্তজ অতীসার কিম্বা অতীসার রোগে জ্বর হয়, তাহা হইলে দোষ ও দূষ্যের সমতা হেতু এই মিলিত রোগকে জ্বরাতীসার বলা যায় ॥ ১ ॥

জ্বরাতীসারয়োরুক্তমন্যোন্যং ভেষজং পৃথক্।
ন তন্মিলিতয়োঃ কুর্য্যাদন্যোন্যং বর্দ্ধয়েদ্যতঃ ॥
প্রায়ো জ্বরহরং ভেদিস্তম্ভনমতিসারনুৎ।
অতোঽন্যোন্যবিরুদ্ধত্বাদ্ বর্দ্ধনং তৎ পরস্পরম্ ॥ ২ ॥

জ্বর ও অতীসাররোগে যে যে ঔষধ উক্ত আছে, জ্বরাতীসারে সেই সেই ঔষধ প্রয়োগ করিবে না; কারণ উহারা পরস্পরের বিরোধী অর্থাৎ জ্বর নাশক ঔষধগুলি প্রায়ই ভেদক এব

অতীসারনাশক ঔষধ সকল প্রায়ই ধারক হয়, সুতরাং জরঘ্ন ঔষধ সেবনে, অতিসার বৃদ্ধি ও অতীসার নাশক ঔষধ সেবনে জ্বরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

জ্বরাতীসারিণামাদৌ কুর্য্যাল্লঙ্ঘন-পাচনে।
প্রায়স্তাবামসম্বন্ধং বিনা ন ভবতো যতঃ ॥ ৩ ॥

জ্বরাতীসার রোগীকে প্রথমে লঙ্ঘন ও পাচক ঔষধ প্রদান করিবে। কারণ আমরসের সংস্রব না থাকিলে জ্বর বা অতীসার প্রায়ই উৎপন্ন হয় না ॥ ৩ ॥

জ্বরাতীসারে পেয়াদিক্রমঃ স্যাল্লঙ্ঘিতে হিতঃ।
জ্বরাতীসারী পেয়া বা পিবেৎ সাম্লাং শৃতাং নরঃ ॥৪

জ্বরাতীসারে প্রথমতঃই উপবাস, তৎপরে দাড়িম্বাদি অম্লদ্রব্যের রস-সহযোগে পেয়া সেবন ব্যবস্থা করিবে ॥ ৪ ॥

হ্রীবেরাদিঃ।

হ্রীবেরাতিবিষা-মুস্ত-বিল্বনাগর-ধান্যকৈঃ।
পিবেৎ পিচ্ছাবিবদ্ধঘ্নং শূলদোষামপাচনম্।
সরক্তং হন্ত্যতীসারং সজ্বরং বাথবিজ্বরম্ ॥ ৫॥

হ্রীবেরাদি—বালা, আতইষ, মুথা, বেলশুঠ, শুঠ ও ধনে; ইহাদের ক্কাথ পান করিলে মলের পিচ্ছিলতা, বদ্ধতা ও শূল বিনষ্ট হয় এবং আমদোষের পরিপাক হয় ও জ্বরযুক্ত বা বিজ্বর রক্তাতীসার বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

উশীরাদিঃ।

উশীরং বালকং মুস্তং ধন্যাকং বিশ্বভেষজম্।
সমঙ্গা ধাতকী লোধ্রং বিল্বং দীপন-পাচনম্ ॥
হন্ত্যরোচক-পিচ্ছামবিবদ্ধং সাতিবেদনম্।
সশোণিতমতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্ ॥ ৬ ॥

উশীরাদি—বেণারমূল, বালা, মুথা, ধনে, শুঠ, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও বেলশুঠ; ইহাদের ক্কাথ সেবনে মলের পিচ্ছিলতা, বিবদ্ধতা, পেট বেদনা এবং জ্বরসংযুক্ত বা বিজ্বর রক্তাতীসার আরোগ্য হয় ॥ ৬ ॥

শুঠীদশমূলম্।

দশমূলীকষায়েন বিশ্বকল্কসমং পিবেৎ।
জ্বরে চৈবাতীসারে চ সশোথে গ্রহণী-গদে ॥ ৭ ॥

দশমূল—দশমূলের ক্কাথে চারি আনা শুঠচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জ্বর, অতীসার এবং শোথ সংযুক্ত গ্রহণী বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

গুড়ূচ্যাদিঃ।

গুড়ূচ্যাতিবিষা-ধান্য-শুণ্ঠী-বিল্বাব্দ-বালকৈঃ ॥
পাঠা-ভূনিম্ব-কুটজ চন্দনোশীরপদ্মকৈঃ ॥
কষায়ঃ শীতলঃ পেয়ো জ্বরাতীসারশান্তয়ে।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দিপিপাসা-দাহশান্তিকৃৎ ॥ ৮ ॥

গুড়ূচ্যাদি—গুলঞ্চ, আতইষ, ধনে, শুঠ বেলশুঠ, মুথা, বালা, আকনাদি, চিরতা, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, বেনারমূল ও পদ্মকাষ্ঠ, ইহাদের শীতল ক্কাথ পান করিলে জ্বরাতিসার, বমনেচ্ছা, অরুচি,বমন, পিপাসা ও গাত্রজ্বালা উপশম হয় ॥৮

পঞ্চমূল্যাদিঃ।

পঞ্চমূলী-বলা-বিল্ব-গুড়ূচী-মুস্ত-নাগরৈঃ।
পাঠা-ভূনিম্ব হ্রীবের-কুটজত্বক্‌ফলৈঃ শৃতম্
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ জ্বরদোষং বমিং তথা।
সশূলোপদ্রবং কাসং শ্বাসং হন্যাৎ সুদারুণম্ ॥
পঞ্চমূলী তু সামান্যা দেয়া পৈত্তে কনীয়সী।
মহতী পঞ্চমূলী তু বাতশ্লেষ্মাতুরে হিতা ॥ ৯ ॥

পঞ্চমূল্যাদি—শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, বেলশুঠ, গুলঞ্চ, মুথা, শুঠ, আকনাদি, চিরতা, বালা, কুড়চিছাল ও ইন্দ্রযব; ইহাদের ক্কাথ পান করিলে অতীসার, জ্বর এবং বমি, শূল, কাস, শ্বাস প্রভৃতির উপদ্রব দূর হয়। পিত্তাধিক্যে স্বল্প পঞ্চমূল এবং বাতশ্লেষ্মাধিক্যে বৃহৎ পঞ্চমূল উপকারী ॥ ৯ ॥

বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদিঃ।

পঞ্চমূলী-শৃঙ্গবের-শৃঙ্গাট-কণ্টকং ঘনম্।
জম্বূদাড়িম্বপত্রঞ্চ বলা বালং গুড়ূচিকা ॥
পাঠা বিল্বং সমঙ্গা চ কুটজত্বক্‌ফলং তথা।
ধান্যকং ধাতকী-কাথং বিষা-জীরকসংযুতম্ ॥
পিবেৎ জ্বরাতীসারে চ সরক্তে বাপ্যরক্তকে।
অপি যোগশতৈস্ত্যক্তে চাসাধ্যে সর্ব্বরূপকে ॥ ১০ ॥

বৃহৎ পঞ্চমূল্যাদি—বিল্ব, শোনা, পারুল, গণিয়ারী, শুঠ, পানিফলপত্র, কাঁচড়া,

মুথা, জামপত্র, দাড়িমপত্র, বেড়েলা মূল, রাস্না, গুলঞ্চ, আকনাদি, বেলশুঠ, বরাহক্রান্তা, কুড় চিছাল, ইন্দ্রযব, ধনে ও ধাইফুল; ইহাদের ক্বাথে আতইষ চূর্ণ।০ আনা এবং জীরাচূর্ণ।০ আনা প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে জ্বরাতীসার আরোগ্য হয়॥ ১০॥

ধান্যশুণ্ঠী।

ধন্যাকং বিশ্বসংযুক্তমামঘ্নং বহ্নিদীপনম্।
বাতশ্লেষ্মজ্বরহরং শূলাতীসারনাশনম্॥ ১১॥

ধান্যশুণ্ঠী—ধনে ও শুঠের ক্বাথ আমনাশক, অগ্নিপ্রদীপক এবং বাতশ্লেষ্ম, জ্বর, শূল ও অতীসার-বিনাশক॥ ১১॥

বিল্বপঞ্চকম্।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা বিল্বং সদাড়িমম্।
বিল্বপঞ্চকমিত্যেতৎ ক্বাথং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ;
অতীসারে জ্বরে ছর্দ্দ্যাং শস্যতে বিল্বপঞ্চকম্। ১২॥

বিল্বপঞ্চক—শালপানি, চাকুলে, বেড়েলা, বেলশুঠ ও দাড়িম ফলের খোসা; ইহাদের ক্বাথ পান করিলে অতিসার, জ্বর ও বমি বিনষ্ট হয়॥১২

কলিঙ্গাদি গুড়িকা।

কলিঙ্গ-বিল্ব-নিম্বাম্র কপিত্থং সরসাঞ্জনম্।
লাক্ষাং হরিদ্রে হ্রীবেরং কট্‌ফলং শুকনাসিকাম্॥
লোধ্রং মোচরসং শঙ্খং ধাতকীং বটশুঙ্গকম্।
পিষ্ট্বা তণ্ডুলতোয়েন বটকানক্ষসম্মিতান্॥
ছায়াশুষ্কান্ পিবেৎ ক্ষিপ্রং জ্বরাতীসারশান্তয়ে।
রক্ত-প্রসাধনা হ্যেতে শূলাতীসারনাশনাঃ॥ ১৩॥

কলিঙ্গাদি গুড়িকা—ইন্দ্রযব, বেলশুঠ, নিমছাল, আমপত্র, কয়েদ্‌বেলের পত্র, রসাঞ্জন, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বালা, কট্‌ফল, শোনাছাল, লোধ, মোচরস, শঙ্খচূর্ণ, ধাইফুল ও বটের ঝুরি; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া আতপতণ্ডুলের জলে বাটিয়া অর্দ্ধতোলা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিবে। এই বটিকা সেবনে জ্বরাতীসার, রক্তাতীসার ও শূল বিদূরিত হয়॥ ১৩॥

ব্যোষাদি চূর্ণম্।

ব্যোষং বৎসকবীজঞ্চ নিম্বভূনিম্বমার্কবম্।
চিত্রকং রোহিণীং পাঠাং দার্ব্বীমতিবিষাং সমম্।
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং সর্ব্বং তত্তুল্যা বৎসকত্বচঃ।
সর্ব্বমেকত্র সংযুজ্য পিবেৎ তণ্ডুলবারিণা॥
সক্ষৌদ্রং বা লিহেদেতৎ পাচনং গ্রাহি ভেষজম্।
তৃষ্ণারুচিপ্রশমনং জ্বরাতীসারনাশনম্॥
প্রমেহং গ্রহণীদোষং গুল্মং প্লীহানমেব চ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ॥
সর্ব্বচূর্ণসমং কুটজমূলকল্কচূর্ণং মিলিতচূর্ণং অনুরূপং চতুর্গুণেন তণ্ডুলজলেন পিবেৎ অথবা দ্বিগুণেন মধুনা লিহেৎ॥ ১৪॥

ব্যোষাদি চূর্ণ—শুঠ, পিপুল, মরিচ, ইন্দ্রযব, নিমছাল, চিরতা, ভৃঙ্গরাজ, চিতামূল, কট্‌কী, আকনাদি, দারুহরিদ্রা ও আতইষ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১২তোলা এবং কুড়্‌চিমূলের ছাল চূর্ণ ১২ তোলা, এই সমুদয় একত্রে পেষণ দ্বারা চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা—দুই আনা হইতে অর্দ্ধতোলা পর্য্যন্ত। অনুপান—তণ্ডুলজল বা মধু। ইহা পাচক এবং হৃদয়গ্রাহী। এই চূর্ণ সেবনে তৃষ্ণা, অরুচি, জ্বরাতীসার, প্রমেহ, গ্রহণীদোষ, গুল্ম, প্লীহা, কামলা, পাণ্ডুরোগ এবং শোথ প্রভৃতি রোগ দূর হয়॥ ১৪॥

বৃহৎ কুটজাবলেহঃ।

কুটজত্বক্ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ শর্করাপলবিংশতিম্॥
দত্ত্বা পক্কা লেহপাকে চূর্ণানীমানি নিক্ষিপেৎ।
পাঠা সমঙ্গা বিল্বঞ্চ ধাতকী মুস্তকং তথা॥
দাড়িমাতিবিষালোধ্রং শাল্মলীবেষ্টসর্জ্জকম্।
রসাঞ্জনং ধান্যকঞ্চ উশীরং বালকং তথা॥
প্রত্যেকমেষাং কর্ষাংশং নিক্ষিপেৎ পাকবিদ্ভিষক্।
শীতে চ মধুনা তত্র কুড়বার্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ॥
সর্ব্বরূপমতীসার-গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্।
রক্তস্রাবং জ্বরং শোথং বমিমর্শোগদং তৃষাম্॥
অম্লপিত্তং তথা শূলমগ্নিমান্দ্যং নিষচ্ছতি।
"অতীসারে গ্রহণ্যাঞ্চ দৃষ্টফলোঽয়ম্॥ ১৫॥

বৃহৎ কুটজাবলেহ—কুড়্‌চিমূলের ছাল ১২॥০ সের, ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট

থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া তাহার সহিত ১২॥০ সের চিনি মিশ্রিত করতঃ পাক করিবে; এবং পাক করিতে করিতে লেহবৎ ঘন হইলে আকনাদি মূল, বরাহক্রান্তা, বেলশুঠ, ধাইফুল, মুথা, দাড়িমফলের খোসা, আতইষ, লোধ, মোচরস, শ্বেতধুনা, রসাঞ্জন, ধনে, বেণারমূল ও বালা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং লৌহ-দর্ব্বী দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন পূর্ব্বক পাক শেষ হইলে নামাইবে। পরে শীতল হইলে উহাতে ১৬ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার অতীসার, গ্রহণী, রক্তস্রাব, জ্বর, শোথ, বমি, অর্শ, পিপাসা, অম্লপিত্ত, শূল ও মন্দাগ্নি আরোগ্য হয়। মাত্রা অর্দ্ধতোলা। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা দধির মাৎ॥ ১৫॥

তন্ত্রান্তরোক্তো বৃহৎ কুটজাবলেহঃ।
কুটজত্বক্ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ শর্করা-প্রস্থকং পচেৎ॥
ততো লেহে ঘনীভূতে চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ।
লবঙ্গং জীরকং মুস্তং ধাতকী-বিল্ব-বালকম্॥
এলাপাঠাত্বচং শৃঙ্গী জাতিফল-মধুরিকাঃ।
শক্রকাতিবিষাক্ষারং কাকোলী চ রসাঞ্জনম্।
শাল্মলীবেষ্টকং যষ্টি সমঙ্গা রক্তচন্দনম্।
বটশুঙ্গং খদিরঞ্চ জম্বাম্রপল্লবং তথা॥
এষামক্ষসমং চূর্ণং প্রক্ষিপেৎ পাকবিদ্ভিষক্।
সিদ্ধেঽবতারিতে শীতে মধুনঃ কুড়বং ন্যসেৎ॥
খাদয়েৎ কর্ষমাত্রন্তু অনুপানবিধিং শৃণু।
অনুপানং প্রদাতব্যং দধিমস্তু ত্বজাপয়ঃ।
চম্পককদলীমূলস্বরসং কর্ষমানতঃ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ॥
রোগং রক্তাতীসারঞ্চ চিরকালসমুদ্ভবম্।
পক্বাপক্বমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্।
শোথাতীসারসহিতং জ্বরমাশু ব্যপোহতি॥

"অস্যত্রায়ং গ্রহণীগজেন্দ্রাবলেহঃ। আমরক্তাতীসারে কেবলে বাতীসারে গ্রহণ্যাঞ্চ বৃটকলোহয়ম্" ॥ ১৬ ॥

তন্ত্রান্তরোক্ত বৃহৎ কুটজাবলেহ—কুড়চিমূলের ছাল ১২॥০ সের লইয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া তাহার সহিত ২ সের চিনি মিশ্রিত করতঃ পাক করিবে এবং লেহবৎ ঘনীভূত হইলে উহার সহিত লবঙ্গ, জীরা, মুথা, ধাইফুল, বেলশুঠ, বালা, বড় এলাইচ, আকনাদি, দারুচিনি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জাতীফল, মৌরী, ইন্দ্রযব, আতইষ, যবক্ষার, কাঁকোলী, রসাঞ্জন, মোচরস, যষ্টিমধু, বরাহক্রান্তা, রক্তচন্দন, বটের ঝুরি, খদির, জামপত্র ও আমপত্র. ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৩ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া দর্ব্বী দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন পূর্ব্বক পাক শেষ হইলে নামাইবে। তৎপর শীতল হইলে উহাতে অর্দ্ধসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। ঔষধের মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান দধির মাৎ বা ছাগদুগ্ধ অথবা চম্পক মূলের রস বা কদলীমূলের রস। অনুপানের মাত্রা ২ তোলা। ইহা প্রাতঃকালে সেব্য। ইহা সেবনে সংগ্রহগ্রহণী, বহু কালীয় রক্তাতীসার, নানাবর্ণ ও বেদনাসংযুক্ত পক্ক ও অপক্ক অতীসার এবং শোথ ও অতীসার সংযুক্ত জ্বর সত্বর তিরোহিত হয়॥ ১৬

অথ রস প্রয়োগঃ।

সিদ্ধ-প্রাণেশ্বরো রসঃ।
গন্ধেশাভ্রং পৃথক্‌বেদভাগমন্যচ্চ ভাগিকম্।
সর্জ্জিটঙ্কযবক্ষারাঃ পঞ্চৈব লবণানি চ॥
বরা ব্যোষেন্দ্রবীজানি দ্বিজীরাগ্নিযমানিকাঃ।
সহিঙ্গু বীজসারঞ্চ শতপুষ্পা সুচূর্ণিতা॥
সিদ্ধপ্রাণেশ্বরঃ সূতঃ প্রাণিনাং প্রাণদায়কঃ।
মাসৈকং ভক্ষয়েদস্য নাগবল্লীদলৈর্যুতম্॥
উষ্ণোদকানুপানঞ্চ দদ্যাত্তত্র পলত্রয়ম্।
জ্বরাতীসারেঽতিসুতো কেবলে বা জ্বরেঽপি চ॥
ঘোরে ত্রিদোষজে রোগে গ্রহণ্যামস্থগায়মে।
বাতরোগে চ শূলে চ শূলে চ পরিণামজে॥ ১৭॥

সিদ্ধ প্রাণেশ্বর রস—গন্ধক, পারদ ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং সর্জ্জিকাক্ষার, সোহাগা, যবক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, যমানী, হিং, বিড়ঙ্গ ও শুল্‌ফা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ।০

আনা করিয়া লইয়া একত্রে জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ মাষা পরিমাণে বটিকা করিবে। অনুপান পানের রস। ঔষধ সেবনান্তে উষ্ণ জল পান করিবে। এই ঔষধ সেবনে জ্বরাতীসার, জ্বর, ত্রিদোষজনিত রোগ এবং গ্রহণী প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৭॥

কনকসুন্দরো রসঃ।

হিঙ্গুলং মরিচং গন্ধং পিপ্পলী টঙ্কনং বিষম্।
কনকস্য চ বীজানি সমাংশং বিজয়াদ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রন্তু চণমাত্রা বটী কৃতা।
ভক্ষণাদ্ গ্রহণীং হন্তি রসঃ কনকসুন্দরঃ॥
অগ্নিমান্দ্যং জ্বরং তীব্রমতীসারঞ্চ নাশয়েৎ।
পথ্যং দধ্যোদনং দদ্যাদ্ যদ্বা তক্রোদনং চরেৎ॥ ১৮॥

কনকসুন্দর রস—হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগা, বিষ ও ধুতুরাবীজ; ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্র রসে এক প্রহরকাল মর্দ্দন পূর্ব্বক ছোলার ন্যায় বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্য, অতীসার ও গ্রহণী আরোগ্য হয়। পথ্য—দধি, অন্ন ও তক্র॥ ১৮॥

গগনসুন্দরো রসঃ।

টঙ্কনং দরদং গন্ধমভ্রকঞ্চ সমং সমম্।
দুগ্ধিকায়া রসেনৈব ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্॥
দ্বিগুঞ্জং মধুনা দেয়ং শ্বেতসর্জ্জস্য বল্লকম্।
বিবিধং নাশয়েদ্রক্তং জ্বরাতীসারমুল্বণম্॥
পথ্যং তক্রং পয়শ্ছাগমামশূলং বিনাশয়েৎ।
অগ্নিবৃদ্ধিকরো হ্যেষ রসো গগনসুন্দরঃ॥ ১৯॥

গগনসুন্দর রস—সোহাগা, হিঙ্গুল, গন্ধক ও অভ্র এই চারিটী দ্রব্য সমভাগে লইয়া ক্ষীরুইয়ের রসে ৩ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান শ্বেতধুনাচূর্ণ ২ রতি ও মধু। ইহাতে আমশূল, জ্বরাতীসার ও রক্তাতীসার প্রভৃতি রোগ নষ্ট এবং অগ্নিবৃদ্ধি হয়। পথ্য—তক্র ও ছাগদুগ্ধ॥ ১৯॥

কনকপ্রভা বটী।

স্বর্ণবীজং মরিচং মরালপাদং কণা টঙ্কনকং
বিষঞ্চ। গন্ধং জয়াম্ভির্দ্দিবসং বিমর্দ্দ্য গুঞ্জা-
প্রমাণাং বটিকাং বিদধ্যাৎ। এষাতিসারগ্রহণীং
জ্বরাগ্নিমান্দ্যংনিহন্যাৎ কনকপ্রভেয়ম্। দধ্যো-
দনং পথ্যমনুষ্ণবারি মাংসং ভজেত্তিত্তিরিলাব-
কানাম্॥ ২০॥

কনকপ্রভাবটী—ধুতুরাবীজ, মরিচ, গোয়ালিয়ালতা, পিপুল, সোহাগা, বিষ ও গন্ধক; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকটীকে সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্রের রসে এক দিবস মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অতিসার, গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্য বিদূরিত হয়। পথ্য—দধি, অন্ন, শীতল জল এবং তিত্তিরী ও লাব প্রভৃতি পক্ষীর মাংস॥ ২০॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং জ্বরাতীসারাধিকারঃ।

অথাতীসারাধিকারঃ।

—:*:*:—

আমপক্বক্রমং হিত্বা নাতিসারে ক্রিয়া যতঃ।
অতঃ সর্ব্বাতীসারেষু জ্ঞেয়ং পক্বামলক্ষণম্॥ ১॥

সর্ব্বপ্রকার অতীসার রোগেই অগ্রে আমাবস্থা (অপক্বাবস্থা) ও পক্বাবস্থার লক্ষণ পরিজ্ঞাত হইয়া পরে চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইবে॥ ১॥

আমপক্বলক্ষণম্।

মজ্জত্যামা গুরুত্বাদ্ বিট্ পক্বাত্তুৎপ্লবতে জলে।
বিনাতিদ্রবসংঘাত-শৈত্যশ্লেষ্ম-প্রদূষণাৎ॥ ২॥

আমপক্বলক্ষণম্—আমমল (অপক্বমল) এবং পক্বমল যদি অত্যন্ত তরল বা অত্যন্ত সংঘাত (কঠিন) এবং অত্যন্ত শীতল ও অত্যন্ত শ্লেষ্ম-দূষিত না হয়, তাহা হইলে আমমল জলে নিক্ষেপ করিলে গুরুত্ব হেতু জলে নিমগ্ন হয়, কিন্তু পক্বমল জলে নিক্ষেপ করিলে লঘুত্ব হেতু ভাসিয়া থাকে॥ ২॥

আমপক্বয়োরপরলক্ষণম্।

সকৃদ্দুর্গন্ধি-সাটোপ-বিষ্টম্ভার্ত্তি-প্রসেকিনঃ।
বিপরীতং নিরামন্তু কফাৎ পক্বঞ্চ মজ্জতি॥ ৩॥

আমপক্কের অপরলক্ষণ—আমাতীসারে মলে দুর্গন্ধ, উদরে গুড়গুড় শব্দ, বেদনার সহিত মল বদ্ধতা, উদরে শূলবিদ্ধবৎ বেদনা এবং অল্প অল্প কফ বা মল নির্গত হয়। পক্কাতীসারে ইহার বিপরীত লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

আমে বিলঙ্ঘনং শস্তমাদৌ পাচনমেব বা।
কার্য্যঞ্চানশনস্যান্তে প্রদ্রবং লঘুভোজনম্ ॥
লঙ্ঘনমেকং ত্যক্ত্বা নান্যদস্তীহ ভেষজং বলিন.।
সমুদীর্ণং দোষচয়ং শময়তি তৎপাচয়ত্যপি চ ॥

"প্রদ্রবং প্রকৃষ্টদ্রবং তচ্চ লঘু এতেন মণ্ডপেয়া-যবাগ্বাদিকং সূচিতম্। বর্জ্জয়েদ্বৈদলং শূলী কুষ্ঠী মাংসক্ষয়ী স্ত্রিয়ম্ ॥ দ্রবমন্নমতীসারী সর্ব্বশ্চ তরুণজ্বরী। ইত্যত্র দ্রবনিষেধোঽবিহিতদুগ্ধাদিদ্রবনিষেধার্থ ইতি ন বিরোধঃ ॥ ৪ ॥

আমাতীসারে প্রথমতঃ লঙ্ঘন ও আমপাচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, লঙ্ঘনান্তে প্রদ্রব প্রভৃতি (মণ্ড,পেয়া ইত্যাদি) লঘুপাকদ্রব্য ভোজন বিধেয়। বলবান্ অতিসারে লঙ্ঘন সদৃশ দ্বিতীয় ঔষধ আর কিছুই নাই, কারণ উপবাস দ্বারা অতি বৃদ্ধিযুক্ত দোষসমূহও প্রশমিত এবং পরিপাক হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

হ্রীবের-শৃঙ্গবেরাভ্যাং মুস্তপর্পটকেন বা।
মুস্তোদীচ্যশৃতং তোয়ং দেয়ং বাপি পিপাসবে।
যুক্তেঽন্নকালে ক্ষুৎক্ষামং লঘুন্যন্নানি ভোজয়েৎ ॥ ৫ ॥

বালা অথবা শুঁঠ কিম্বা মুথা ও ক্ষেৎপাপড়া অথবা মুথা ও বালা ইহার যে কোন একটী বা দুইটী দ্রব্য ৪ সের জলে সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পিপাসিত অতিসার রোগীকে অল্প অল্প পান করিতে দিবে। সম্ভবমত লঙ্ঘনদ্বারা রোগী ক্ষুধায় কাতর হইলে লঘু ভোজন ব্যবস্থা করিবে ॥ ৫ ॥

ঔষধসিদ্ধপেয়া-লাজানাং শক্তবোঽপ্যতিসারহিতাঃ
বস্ত্রপ্রক্রতমণ্ডঃ পেয়া চ মসূরযূষশ্চ ॥ ৬ ॥

খৈচূর্ণ এবং ঔষধের সহিত পাককরা বস্ত্র প্রস্রুত মণ্ড, পেয়া ও মসুরযূষ, অতীসার রোগে উপকারী ॥ ৬ ॥

নতু সংগ্রহণং দদ্যাৎ পূর্ব্বমামাতিসারিণে।
দোষা হ্যাদৌ রুধ্যমানা জনয়ন্ত্যাময়ান্ বহূন্ ॥
শোথ পাণ্ডাময় প্লীহ-কুষ্ঠ-গুল্মোদর-জ্বরান্।
দণ্ডকালসকাধ্মান-গ্রহণ্যর্শোগদাংস্তথা ॥
ক্ষীণধাতুবলার্ত্তস্য বহুদোষোঽতিনিঃসৃতঃ।
আমোঽপি স্তম্ভনীয়ঃ স্যাৎ পাচনান্মরণং ভবেৎ ॥ ৭

অতীসার রোগে সর্ব্বাগ্রে ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয় নহে ; কারণ ধারক ঔষধদ্বারা দোষ সকল রুদ্ধ হইলে তদ্দ্বারা শোথ,পাণ্ডু,প্লীহা, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর, জ্বর, দণ্ডক, অলসক, আধ্মান, গ্রহণী ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে, কিন্তু বহু দোষের অত্যন্ত নিঃসরণ হেতু অতীসার-রোগীর ধাতু এবং বল অতিক্ষীণ হইলে অপক্কমলও ধারক ঔষধ দ্বারা রুদ্ধ করিবে এজন্য উক্তাবস্থায় পাচক ঔষধ প্রয়োগ করিলে অপক্ক দোষের পরিপাক হইতে হইতে ক্ষীণ রোগী ক্রমে ক্রমে আরও অধিকতর ক্ষীণ হইয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে ॥ ৭ ॥

স্তোকং স্তোকং বিবদ্ধং বা সশূলং যোঽতিসার্য্যতে ॥
অভয়া পিপ্পলীকল্কৈঃ সুখোষ্ণৈস্তং বিরেচয়েৎ ॥ ৮ ॥

অতীসার রোগীর বিবদ্ধ মল অল্প অল্প করিয়া বারংবার নির্গত হইলে এবং পেটে বেদনাথাকিলে হরীতকী ও পিপুল সমভাগে বাটিয়া ঈষৎ উষ্ণাবস্থায় সেবন করাইলে বিরেচন দ্বারা রোগের শান্তি হয় ॥ ৮ ॥

ধান্যপঞ্চকং ধান্যচতুষ্কঞ্চ।

ধান্যকং নাগরং মুস্তং বালকং বিল্বমেব চ।
আমশূলবিবন্ধঘ্নং পাচনং বহ্নিদীপনম্ ॥
ইদং ধান্যচতুষ্কং স্যাৎ পৈত্তে শুণ্ঠীং বিনা পুনঃ ॥ ৯ ॥

ধান্যপঞ্চক ও ধান্যচতুষ্ক—ধনে, শুঁঠ, মুথা, বালা ও বেলশুঁঠ ; ইহাদের কাথে অর্দ্ধতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আমশূল ও আমের বদ্ধতা দূর হওত দোষের পরিপাক এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। ইহাকে ধান্যপঞ্চক পাচন কহে। পৈত্তিক অতীসারে শুঁঠ ব্যতীত অপর ৪টী দ্রব্য

দ্বারা ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া রোগীকে পান করাইবে ॥ ৯ ॥

নাগরাতিবিষামুস্তৈরথবা ধান্যনাগরৈঃ।
তৃষ্ণা শূলাতিসারঘ্নং পাচনং দীপনং লঘু ॥ ১০ ॥

শুঁঠ, আতইষ ও মুথা ইহাদের ক্বাথ অথবা ধনে ও শুঠ এই উভয়ের ক্বাথ পান করিলে পিপাসা, অতীসার ও বেদনা দূর হইয়া আম পরিপাক এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হয় ॥ ১০ ॥

পক্কোঽসকৃদতীসারো গ্রহণীমার্দ্দবাদ্‌যদা।
প্রবর্ত্ততে তদা কার্য্যঃ ক্ষিপ্রংসাং গ্রাহিকো বিধিঃ ॥১১

অতীসার রোগে যদি দেখা যায় যে, আমের পরিপাক হইয়াছে, অথচ পুনঃ পুনঃ মল নির্গত হইতেছে, তাহা হইলে শীঘ্র ধারক ঔষধ প্রদান পূর্ব্বক দাস্ত বন্ধ করিবে ॥ ১১ ॥

কঞ্চটাদিঃ।

কঞ্চটদাড়িমজম্বুশৃঙ্গাটকপত্রহ্রীবেরম্।
জলধরনাগরসহিতং গঙ্গামপি বেগিনীং রুন্ধ্যাৎ ॥১২॥

কঞ্চটাদি—কাঁচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জামপত্র, পাণিফলপত্র, বালা, মুথা ও শুঠ। এই ক্বাথ পানে অতি বেগবান্ অতীসারও আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

কুটজাদিঃ।

কুটজং দাড়িমং মুস্তং ধাতকী বিল্ববালকম্।
লোধ্রচন্দনপাঠাশ্চ কষায়ং মধুনা পিবেৎ ॥
সামে সশূলে রক্তে চ পিচ্ছাস্রাবে চ শস্যতে।
কুটজাদিরিতি খ্যাতঃ সর্ব্বাতীসারনাশনঃ ॥
"দৃষ্টফলোঽয়ম্" ॥ ১৩ ॥

কুটজাদি—দাড়িম ফলের খোসা, মুথা, ইন্দ্রযব, ধাইফুল, বেলশুঠ, লোধ, বালা, রক্তচন্দন ও আকনাদি। এই ক্বাথে অর্দ্ধতোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে আমশূল, রক্তস্রাব এবং মলের পিচ্ছিলতা দূর হয়। এই ক্বাথ সর্ব্ববিধ অতীসার-নাশক ॥ ১৩ ॥

বৎসকাদিঃ।

সবৎসকঃ সাতিবিষঃ সবিল্বঃ সোদীচ্যমুস্তশ্চ কৃতঃ কষায়ঃ।
সামে সশূলে সহ শোণিতে চ চিরপ্রবৃত্তেঽপি হিতোঽতিসারে ॥ ১৪ ॥

বৎসকাদি—আতইষ, ইন্দ্রযব, বেলশুঠ, বালা ও মুথা। ইহাদের ক্বাথ পানে আম, শূল, রক্তস্রাব এবং বহুকালীয় অতীসার আরোগ্য হয় ॥ ১৪ ॥

অথ নাভিপ্রলেপঃ।

কৃত্বালবালং সুদৃঢ়ং পিষ্টৈরামলকৈর্ভিষক্।
আর্দ্রকস্বরসেনাথ পূরয়েন্নাভিমণ্ডলম্ ॥
নদীবেগোপমং ঘোরমতীসারং নিবারয়েৎ ॥ ১৫ ॥

অথ নাভি প্রলেপ—প্রথমে আমলকী বাটিয়া রোগীর নাভির চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে আলি দিবে, পরে আলির মধ্যভাগ আদার রস দ্বারা পূর্ণ করিবে। ইহাতে উৎকট বেগবান্ অতীসার প্রশমিত হয় ॥ ১৫ ॥

তথা জাতীফলং পিষ্ট্বা নাভৌ দদ্যাৎ প্রলেপনম্।
দুর্নিবারমতীসারং বারয়ত্যনিবারিতম্ ॥ ১৬ ॥

জাতীফল বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে দুঃসাধ্য ও প্রবল অতীসার নিবৃত্ত হয় ॥ ১৬ ॥

আম্রস্য বল্কলং পিষ্টং কাঞ্জিকেন প্রযত্নতঃ।
নাভিং সংলেপয়েৎ তেন কল্কেন মতিমান্ ভিষক্।
নদীবেগোপমং ঘোরমতীসারং নিবারয়েৎ ॥ ১৭ ॥

কাঁজির সহিত আমের ছাল বাটিয়া নাভিদেশে প্রলেপ দিলে ঘোরতর অতীসার নিবারিত হয় ॥ ১৭ ॥

বিল্বচূতাস্থিনির্য্যূহঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রশর্করঃ।
নিহন্যাচ্ছর্দ্দ্যতীসারং বৈশ্বানর ইবাহুতিম্ ॥ ১৮ ॥

বেলশুঠ ও আম্রবীজের ক্বাথ মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অতীসার ও বমি আরোগ্য হয় ॥ ১৮ ॥

পটোলযবধন্যাকক্বাথঃ পেয়ঃ সুশীতলঃ।
শর্করামধুসংযুক্তশ্ছর্দ্দ্যতীসারনাশনঃ ॥ ১৯ ॥

পলতা, যব ও ধনে ইহাদের ক্বাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অতীসার ও বমি নিবারিত হয় ॥ ১৯ ॥

লবঙ্গচতুঃসমং।

জাতীফলং ত্রিদশপুষ্পসমন্বিতঞ্চ জীরঞ্চ টঙ্কনযুতং মুনিভিঃ প্রণীতম্। এতানি মাক্ষিকসিতাসহিতানি লীঢ়া আমাতিসারমখিলং গুরুমাশু হন্তি ॥ ২০ ॥

লবঙ্গচতুঃসম—লবঙ্গ, জাতীফল, জীরা ও সোহাগা, ইহাদের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধু ও চিনির সহিত সেবন করিলে কঠিনতর আমাতীসার প্রশমিত হয় ॥ ২০ ॥

গুঞ্জামিতমহিফেনং ছাগদুগ্ধেন যুঞ্জানম্।
অতিসরণং বহুবেগং শাময়ত্যাশু ॥
অহিফেনাতিযোগেন নাতিসারো নিবর্ত্ততে।
কিন্তুস্তু বহুভির্যোগৈর্মৃতো মৃত এব সঃ ॥ ২১ ॥

১ রতি অহিফেন ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে অতি প্রবৃদ্ধ অতিসার বিনষ্ট হয়। অহিফেন এককালীন অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে অতীসার নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু অতি অল্পমাত্রায় বারংবার প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

কুটজদাড়িমকষায়ঃ।

কষায়ো মধুনা পীতস্ত্বয়োচা দাড়িমবৎসকাৎ।
সদ্যো জয়েদতীসারং সরক্তং দুর্নিবারকম্ ॥ ২২ ॥

কুটজদাড়িমকষায়—দাড়িমফলের শুষ্ক খোসা ও কুড়চিমূলের ছালের কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দুঃসাধ্য রক্তাতীসার আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

গুড়বিল্বম্।

গুড়েন খাদিতং বিল্বং রক্তাতীসারনাশনম্।
আমশূলং বিবন্ধঘ্নং কুক্ষিরোগবিনাশনম্ ॥ ২৩ ॥

গুড়বিল্ব—কচি বেল দগ্ধ করতঃ ইক্ষুগুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে আমশূল ও বিবদ্ধতা বিনষ্ট হয় ॥ ২৩ ॥

শল্লকী বদরী জম্বু পিয়ালাম্রার্জ্জুনত্বচঃ।
পীতাঃ ক্ষীরেণ মধ্বাঢ্যাঃ পৃথক্ শোণিতনাশনাঃ ॥২৪

বদরীবৃক্ষের ছাল, শিমুলমূলের ছাল, জামছাল, পিয়ালবৃক্ষের ছাল, আমছাল, অর্জ্জুনছাল ইহার যে কোন একটি বাটিয়া দুগ্ধ ও মধুর সহিত পান করিলে রক্তাতীসার আরোগ্য হয় ॥ ২৪ ॥

জম্ব্বাম্রামলকানান্তু পল্লবানথ কুট্টয়েৎ।
সংগৃহ্য স্বরসং তেষামজাক্ষীরেণ যোজয়েৎ।
তং পিবেন্মধুনা যুক্তং রক্তাতীসারনাশনম্ ॥ ২৫ ॥

জাম, আম ও আমলকীর কচি পত্র কুট্টিত করিয়া তাহার রস লইয়া ছাগদুগ্ধ ও মধুর সহিত পান করিলে রক্তাতীসার বিনষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

বিল্বং ছাগপয়ঃ সিদ্ধং সিতামোচরসান্বিতম্।
কলিঙ্গচূর্ণং সংযুক্তং রক্তাতীসারনাশনম্ ॥ ২৬ ॥

বেলশুঁঠ ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা একত্রে পাক করিয়া দুগ্ধ মাত্রা অবশিষ্ট থাকিতে ছাকিয়া উহার সহিত চিনি, মোচরস ও ইন্দ্রযব ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিলিত ॥০ তোলা মিশাইয়া পান করিলে রক্তাতীসার বিনষ্ট হয় ॥ ২৬ ॥

জ্যোৎস্নাম্বুনা তণ্ডুলীয়ং পীতঞ্চ সসিতামধু।
পীত্বা শতাবরীকল্কং পয়সা ক্ষীরভুগ্ জয়েৎ।
রক্তাতীসারং পীত্বা বা তয়া সিদ্ধং ঘৃতং নরঃ ॥ ২৭ ॥

কাঁটানটের মূল, তণ্ডুল জলের সহিত অথবা চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে রক্তাতীসার বিদূরিত হয়। শতমূলী বাটিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বা শতমূলী দ্বারা সিদ্ধ করা ঘৃত সেবন করিলেও রক্তাতীসার আরোগ্য হয় ॥২৭॥

কুটজস্য পলং গ্রাহ্যং অষ্টভাগজলে শৃতম্।
তথৈব বিপচেদ্ভূয়ো দাড়িমোদকসংযুতম্ ॥
যাবচ্চৈব দর্বীকাভং শৃতং তদ্রূপকল্পয়েৎ।
তস্যার্দ্ধকর্ষং তক্রেণ পিবেদ্রক্তাতিসারবান্ ॥
অবশ্যমরণীয়োঽপি মৃত্যোর্যাতি ন গোচরম্ ॥ ২৮ ॥

কুড়চিমূলের ছাল ৮ তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা। এই কাথের সহিত দাড়িমপত্র ও দাড়িমফলের কাথ ১৬তোলা মিশাইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং ঘনীভূত হইলে নামাইবে। এই ঔষধ ॥০ অর্দ্ধতোলা ঘোলের সহিত সেবন করিলে দুঃসাধ্য রক্তাতীসার আরোগ্য হয় ॥২৮॥

কৃষ্ণতিলানাং কৃষ্ণাণাং শর্করা ভাগসংযুতঃ।
আজেন পয়সা পীতঃ সদ্যো রক্তং নিযচ্ছতি ॥ ২৯ ॥

কৃষ্ণ তিল ৪ ভাগ ও চিনি ১ ভাগ একত্রে

বাটিয়া ছাগদুগ্ধ সহযোগে সেবন করিলে সদ্য রক্তাতীসার বিনষ্ট হয় ॥ ২৯ ॥

বিল্বাব্দ ধাতকী পাঠা শুণ্ঠী মোচরসাঃ সমাঃ।
পীতা রুদ্ধন্ত্যতীসারং গুড়-তক্রেণ দুর্জ্জয়ম্ ॥ ৩০ ॥

বেলশুঁঠ, মুথা, ধাইফুল, আকনাদি, শুঁঠ ও মোচরস; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া গুড় সংযুক্ত ঘোলের সহিত সেবন করিলে দুর্জ্জয় অতীসার বিনষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥

রসাঞ্জনাদিচূর্ণম্।

রসাঞ্জনং চাতিবিষাং কুটজস্য ফলত্বচম্।
ধাতকীং শৃঙ্গবেরঞ্চ পিবেত্তণ্ডুলবারিণা।
ক্ষৌদ্রযুক্তং প্রণুদতি রক্তাতীসারমুল্বণম্ ॥ ৩১ ॥

রসাঞ্জনাদিচূর্ণ—রসাঞ্জন, আতইষ, ইন্দ্রযব, কুড়চিমূলের ছাল, ধাইফুল ও শুঁঠ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া তণ্ডুল জল ও মধুর সহিত সেবন করিলে অসাধ্য রক্তাতীসার বিনষ্ট হয় ॥ ৩১ ॥

নিঃকাথ্য মূলমমলং গিরিমল্লিকায়াঃ সম্যক্ পলত্রিতয়মম্বু চতুঃসরাবে। তৎপাদশেষসলিলং খলু শোষণীয়ং ক্ষীরে পল ত্রয়মিতে কুশলৈরজায়াঃ ॥ প্রক্ষিপ্য মাষকানষ্টৌ মধুনস্তত্র শীতলে। রক্তাতীসারী তং পীত্বা নৈরুজমধিগচ্ছতি ॥৩২ ॥

কুড়চিমূলের ছাল ১৬ তোলা, জল ৪ সের, শেষ ১ সের। এই ক্বাথে ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে; অনন্তর শীতল হইলে উহাতে ১ তোলা মধু দিবে। ইহা সেবনে রক্তাতীসার বিনষ্ট হয় ॥ ৩২ ॥

পীত্বা সশর্করং ক্ষৌদ্রং চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা।
দাহং তৃষ্ণাং প্রমেহঞ্চ সদ্যো রক্তং নিযচ্ছতি ॥ ৩৩ ॥

চিনি, মধু ও রক্তচন্দন চূর্ণ সমভাগে তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিলে দাহ, তৃষ্ণা, প্রমেহ ও রক্তাতীসার সদ্য বিনষ্ট হয় ॥ ৩৩ ॥

নবনীতং মধুযুতং লিহেদ্বা সিতয়া সহ।
নাগকেশরসংযুক্তং রক্তসংগ্রহণং পরম্।
মধুপাদং সিতার্দ্ধাংশং নবনীতং চতুর্গুণম্ ॥ ৩৪ ॥

নাগেশ্বর চূর্ণ চারি আনা, মধু একআনা এবং নবনীত এক তোলা, এই তিনটি অথবা নাগেশ্বর চূর্ণ চারি আনা, চিনি দুই আনা এবং নবনীত এক তোলা একত্রে সেবন করিলে রক্তভেদ উপশম হয় ॥ ৩৪ ॥

গুদদাহে প্রপাকে বা পটোলমধুকাম্বুনা।
সেকাদিকং প্রশংসন্তি চ্ছাগেন পয়সাথবা।
গুদভ্রংশে তু কর্ত্তব্যা চিকিৎসা তৎপ্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৫ ॥

গুহ্যদেশ পাকিলে বা দাহ হইলে, পলতা ও যষ্টিমধুর ক্বাথ অথবা ছাগদুগ্ধ সেবন করিবে আর গুদভ্রংশে ঐ রোগোক্ত চিকিৎসা করিবে ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণচূর্ণম্।

গুড়ূচী বৃদ্ধদারঞ্চ কুটজস্য ফলং তথা।
বিল্বকাতিবিষাঞ্চৈব ভৃঙ্গরাজঞ্চ নাগরম্ ॥
শক্রাশনস্য চূর্ণঞ্চ সর্ব্বমেকত্র মেলয়েৎ।
চূর্ণমেতৎ সমং গ্রাহ্যং কুটজস্য ত্বচোঽপি চ ॥
গুড়েন মধুনা বাপি লেহয়েদ্ভিষজাং বরঃ।
শোথং রক্তমতীসারং চিরজং দুর্জ্জয়ং তথা ॥
জ্বরং তৃষ্ণাঞ্চ কাসঞ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
মন্দানলং প্রমেহঞ্চ গুদজঞ্চ বিনাশয়েৎ।
এতন্নারায়ণং চূর্ণং শ্রীনারায়ণ-ভাষিতম্ ॥ ৩৬ ॥

নারায়ণচূর্ণ গুলঞ্চ, বিদ্ধদারকবীজ, ইন্দ্রযব, বেলশুঠ, আতইষ, ভৃঙ্গরাজ, শুঁঠ ও সিদ্ধিপত্র; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং কুড়চিছাল চূর্ণ সর্ব্বসমান। এইসমস্ত মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহার।০ আনা চূর্ণ ইক্ষুগুড় বা মধুর সহিত সেবন করিলে শোথ, রক্তাতীসার, জ্বর, তৃষ্ণা, কাস, পাণ্ডুরোগ, হলীমক, মন্দাগ্নি ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

অবেদনং সুসংপক্বং দীপ্তাগ্নেঃ সুচিরোত্থিতম্।
নানাবর্ণমতীসারং পুটপাকৈরুপাচরেৎ ॥ ৩৭ ॥

পুরাতন অতীসারে বেদনা রহিত নানাবর্ণ সংযুক্ত পক্বমলনির্গম এবং রোগীর অগ্নি প্রদীপ্ত থাকিলে পুটপাক ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ৩৭ ॥

কুটজপুটপাকঃ।

স্নিগ্ধং ঘনং কুটজবল্কলমজন্তুজগ্ধমাদায় তৎক্ষণমতীব চ কুট্টয়িত্বা। জম্বু-পলাশ-পুট-তণ্ডুল-তোয়সিক্তং বদ্ধং

কুশেন চ বহির্ঘনপঙ্কলিপ্তম্ ॥ সুস্বিন্নমেতদবপীড্য রসং গৃহীত্বা ক্ষৌদ্রেণ যুক্তমতিসারবতে প্রদদ্যাৎ। কৃষ্ণাত্রিপুত্রমত-পূজিত এষ যোগঃ সর্ব্বাতীসার-হরণে স্বয়মেব রাজা ॥

স্বরসস্ত গুরুত্বেন পুটপাকে পলং পিবেৎ।
পুটপাকস্য পাকোঽয়ং বহিরারুণবর্ণতা ॥ ৩৮ ॥

কুটজপুটপাক—কীটাদি কর্ত্তৃক অক্ষুণ্ণ, স্নিগ্ধ অথচ পুরু কুড়চিমূলের ছাল লইয়া তৎক্ষণাৎ কুট্টিত করতঃ তণ্ডুলজলে সিক্তকরিয়া জামপত্র ও পলাশপত্র দ্বারা উত্তমরূপে বেষ্টন পূর্ব্বক কুশদ্বারা বন্ধন করিবে। তৎপরে বহির্ভাগে মৃত্তিকা লেপন করতঃ পুটপাক করিবে এবং পাক করিতে করিতে বহির্ভাগস্থিত লেপ রক্তবর্ণ হইলে অগ্নি হইতে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া ঐ ঔষধ নিষ্পীড়ন করতঃ উহা হইতে রস গ্রহণ করিয়া, সেই রস কিঞ্চিৎ মধুসহ ২ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্ববিধ অতীসার বিনষ্ট হয়। যে দ্রব্য পুটপাক করা যায়, তাহার বহির্ভাগস্থিত লেপ রক্তবর্ণ হইলেই পাক শেষ হয় জানিবে। সর্ব্বত্রই পুটপাকের এই নিয়ম ॥ ৩৮ ॥

ত্বক্ পিণ্ডং দীর্ঘবৃন্তস্য কাশ্মীরীপত্রবেষ্টিতম্।
মৃদাবলিপ্তঃ সুকৃতমঙ্গারেষবকুলয়েৎ ॥
স্বিন্নমুদ্ধৃত্য নিষ্পীড্য রসমাদায় যত্নতঃ।
শীতকৃতং মধুযুতং পায়য়েদুদরাময়ে ॥
দাড়িমস্য ফলং পিষ্ট্বা পচেৎ পুটবিধানতঃ।
তদ্রসং মধুসংমিশ্রং পিবেৎ সর্ব্বাতিসারজিৎ ॥ ৩৯ ॥

শোনাবৃক্ষের মূলের ছাল কুট্টিত করিয়া পিণ্ডাকার করতঃ গাম্ভারীপত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক বহির্ভাগ মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিবে এবং অঙ্গারাগ্নিতে পুটপাক করিতে থাকিবে। তৎপরে উক্ত লেপ রক্তবর্ণ হইলে অগ্নি হইতে উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ নিষ্পীড়ন করতঃ রস বাহির করিয়া লইবে। রস শীতল হইলে ২ তোলা মাত্রায় অল্প মধুসহ সেবন করিবে। ইহা সেবনে অথবা ছোট দাড়িমফল পেষণ করিয়া পুটপাকের নিয়মানুযায়ী পাক করিয়া তাহা নিষ্কাশিত করতঃ ২ তোলা পরিমাণ রস লইয়া কিঞ্চিৎ মধুসহ সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার অতীসার বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

কুটজলেহঃ।

শতং কুটজমূলস্য ক্ষুণ্ণং তোয়ার্ম্মণে পচেৎ।
ক্বাথে পাদাবশেষেঽস্মিন্ লেহং পূতে পুনঃ পচেৎ ॥
সৌবর্চ্চল-যবক্ষার-বিড়-সৈন্ধব-পিপ্পলী।
ধাতকীন্দ্রযবাজাজী চূর্ণং দত্ত্বা পলদ্বয়ম্।
লিহ্যাদ্ বদরমাত্রন্তু শীতং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্।
পক্কাপক্কমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্ ॥
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়েচ্চৈব প্রবাহিকাম্ ॥ ৪০

কুটজলেহ—কুড়চিমূলের ছাল ১২॥০ সের কুট্টিত করিয়া ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করতঃ ১৬সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ঐ ক্বাথ পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে এবং পাক করিয়া লেহবৎ ঘন হইলে তাহাতে সচললবণ, যবক্ষার, বিট্‌লবণ, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, ধাইফুল, ইন্দ্রযব ও জীরা ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা ১ তোলা। মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে পক্কাপক্ক, নানাবর্ণ ও বেদনাসংযুক্ত অতীসার, দুঃসাধ্য গ্রহণী এবং প্রবাহিকা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪০ ॥

কুটজাষ্টকঃ।

তুলামথার্দ্রাং গিরিমল্লিকায়াঃ সংখুদ্য পক্ত্বা রসমাদদীত। তস্মিন্ সুপূতে পলসংমিতানি শ্লক্ষ্ণানি পিষ্ট্বা সহ শাল্মলেন ॥ পাঠাং সমঙ্গাতিবিষাং সমুস্তাং বিল্বঞ্চ পুষ্পাণি চ ধাতকীনাম্। প্রক্ষিপ্য ভূয়ো বিপচেত্তু তাবদ্ দার্ব্বী প্রলেপঃ স্বরসস্ত যাবৎ ॥ পীতস্ত্বসৌ কালবিদা জনেন মণ্ডেন বাজাপয়সাথ বাপি। নিহন্তি সর্ব্বস্ত্বতীসারমুগ্রং কৃষ্ণং সিতং লোহিত-পীতকং বা দোষং গ্রহণ্যা বিবিধঞ্চ রক্তং পিত্তং তথার্শাংসি সশোণিতানি। অসৃগ্‌দরঞ্চৈবমসাধ্যরূপং নিহন্ত্যবশ্যং কুটজাষ্টকোঽয়ম্ ॥ তুলাদ্রব্যে জলদ্রোণো দ্রোণে দ্রব্যতুলা মতা ॥ ৪১ ॥

কুটজাষ্টক—কুড়চির কাচা ছাল ১২॥০ সের ৬৪ সের জলে সিদ্ধ করতঃ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে

থাকিবে, লেহবৎ ঘন হইলে তাহাতে মোচরস, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, আতইষ, মুথা, বেলশুঁঠ, ধাইফুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করতঃ আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার অতীসার, অর্শঃ, গ্রহণী ও রক্তপ্রদর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। অনুপান—মণ্ড বা ছাগদুগ্ধ ॥ ৪১ ॥

জীর্ণেঽমৃতোপমং ক্ষীরমতীসারে বিশেষতঃ।
ছাগং তদ্বদ্ভেষজৈঃ সিদ্ধং পেয়ং বা বারি-সাধিতম্ ॥৪২

পুরাতন অতীসারে—যথাযোগ্য ঔষধ বা জলের সহিত সিদ্ধ করা ছাগদুগ্ধ, অমৃতসদৃশ উপকারী ॥ ৪২ ॥

অথ প্রবাহিকায়াম্।

বালং বিল্বং গুড়ং তৈলং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
লিহ্যাদ্ বাতে প্রতিহতে সশূলঃ সপ্রবাহিকঃ ॥ ৪৩ ॥

কচিবেলের শাস, ইক্ষুগুড়, তিলতৈল,পিপুল ও শুঁঠ এই ৫টী দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বেদনা সংযুক্ত প্রবাহিকা বা আমাশয় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে এবং দূষিত বায়ু বিদূরিত হয় ॥ ৪৩ ॥

পয়সা পিপ্পলীকল্কঃ পীতো বা মরিচোদ্ভবঃ।
ত্র্যহাৎ প্রবাহিকাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥ ৪৪ ॥

পিপুল ।০ আনা কিম্বা মরিচ ।০ আনা বাটিয়া ৮ তোলা ছাগ দুগ্ধসহ সেবন করিলে তিন দিবসের মধ্যে বহুকালীয় প্রবাহিকা রোগ আরোগ্য হয় ॥ ৪৪ ॥

কল্কঃ স্যাদ্ বালবিল্বানাং তিলকল্কশ্চ তৎসমঃ।
দধ্নঃ সরোঽম্লঃ স্নেহাঢ্যঃ কৃচ্ছোহন্যাৎ প্রবাহিকাম্ ॥৪৫

কচিবেলের শাস ।০ চারি আনা এবং তুষ বিহীন তিল ।০ আনা ও তিলতৈল • আনার সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বেদনা সংযুক্ত প্রবাহিকা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৫ ॥

দধ্না সসারেণ সমাক্ষিকেন ভুঞ্জীত নিশ্চারক পীড়িতস্তু।
সুতপ্তকুপ্য-কথিতেন বাপি ক্ষীরেণ শীতেন মধুপ্লুতেন ॥ ৪৬ ॥

সারবিশিষ্ট দধি ও মধু অথবা তাম্র পাত্রে সিদ্ধ করা ছাগদুগ্ধ ও মধু সেবন করিলে প্রবাহিকা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৬ ॥

রস-প্রয়োগঃ।

অমৃতার্ণবঃ।

হিঙ্গুলোত্থো রসো লৌহং গন্ধকং টঙ্কনং শঠী।
ধান্যকং বালকং মুস্তং পাঠা জীরং ঘুণপ্রিয়া ॥
প্রত্যেকং তোলকং চূর্ণং ছাগীক্ষীরেণ পেষিতম্।
মাষৈকা বটিকা কার্য্যা রসোঽয়মমৃতার্ণবঃ ॥
বটিকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্গহনানন্দভাষিতাম্।
ধান্যজীরকচূর্ণেন বিজয়া-শালবীজতঃ ॥
মধুনা চ্ছাগদুগ্ধেন মণ্ডেন শীতবারিণা।
কদলী মোচকরসৈঃ কণ্টকারীদ্রবেণ বা ॥
অতীসারং জয়েদুগ্রমেকজং দ্বন্দ্বজং তথা।
দোষত্রয়সমুদ্ভূতমুপসর্গসমন্বিতম্ ॥
শূলঘ্নো বহ্নিজননো গ্রহণ্যর্শোবিকারনুৎ ॥
অম্লপিত্তপ্রশমনঃ কাসঘ্নো গুল্মনাশনঃ ॥ ৪৭ ॥

অমৃতার্ণব—হিঙ্গুলোত্থপারদ, লৌহ, গন্ধক, সোহাগা, শঠী, ধনে, বালা, মুথা, আকনাদি, জীরা ও আতইষ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক তোলা লইয়া ছাগদুগ্ধ, মণ্ড, শীতল জল, কদলীমূলের রস, মোচরস অথবা কণ্টকারীর রসের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে সকল প্রকার অতীসার, গ্রহণী, অর্শঃ, অম্লপিত্ত, কাস ও গুল্ম প্রভৃতি আরোগ্য হয় ॥ ৪৭ ॥

জাতীফলরসঃ।

পারদাভ্রকসিন্দুরং গন্ধং জাতীফলং সমম্।
কুটজস্য ফলঞ্চৈব ধূর্ত্তবীজানি টঙ্কনম্ ॥
ব্যোষং মুস্তাভয়া চৈব চূতবীজং তথৈব চ।
বিল্বকং সর্জ্জবীজঞ্চ দাড়িমীবল্ক জীরকম্ ॥
এতানি সমভাগানি নিক্ষিপেৎ খল্লমধ্যতঃ।
বিজয়া স্বরসেনৈব মর্দ্দয়েৎ শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্ ॥
গুঞ্জাফলপ্রমাণাস্তু বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
এষাং কুটজমূলত্বক্কষায়েণ প্রয়োজয়েৎ ॥
আমাতীসারং হরতি কুরুতে বহ্নিদীপনম্।
মধুনা বিশ্বশুণ্ঠেন রক্তগ্রহণিকাং জয়েৎ ॥
শুণ্ঠী ধান্যক যোগেন চাতিসারং নিরস্যসৌ।
জাতীফল রসো হ্যেষ গ্রহণীগদহারকঃ ॥ ৪৮ ॥

জাতীফলরস—পারদ, অভ্র, রসসিন্দুর

গন্ধক, জাতিফল, ইন্দ্রযব, খুতুবাবীজ, সোহাগা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মুথা, হরীতকী, আম্রবীজ, বেলশুঁঠ, শালবীজ, দাড়িম ফলের ছাল ও জীরা, এই সমস্ত প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সিদ্ধিপত্রের রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—কুড়্চির মূলের ছালের কাথ। ইহাদ্বারা আমাতীসার নষ্ট হইয়া অগ্নি প্রদীপ্ত হয়। রক্তগ্রহণীতে মধু ও বেলশুঁঠের সহিত এবং অতীসারে ধনে ও শুঁঠের কাথের সহিত সেবন করিতে দিবে ॥ ৪৮ ॥

অভয়নৃসিংহো রসঃ।

দরদঞ্চ বিষং ব্যোষং জীরকং টঙ্গনং সমম্।
গন্ধকঞ্চাভ্রকঞ্চৈব ভাগৈকং শুদ্ধসূতকম্ ॥
মণ্ডূকং সর্ব্বতুল্যং স্যান্মর্দ্দয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ।
একৈকং ভক্ষয়েচ্চানু জীরকং মধুনা সহ ॥
ত্রিদোষোত্থমতীসারং সজ্বরং বাথ বিজ্বরম্।
সর্ব্বরূপমতীসারং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।
রসোঽভয়নৃসিংহোঽয়মতীসারে সুপূজিতঃ ॥ ৪৯ ॥

অভয়নৃসিংহ রস—হিঙ্গুল, বিষ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, সোহাগা, গন্ধক, অভ্র, ও পারদ, ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ এবং সর্ব্বসমান অহিফেন। এই সকল একত্র করতঃ লেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া জীরা চূর্ণ ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা অতীসার ও গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৯ ॥

আনন্দভৈরবো রসঃ।

দরদং মরিচং টঙ্গমমৃতং মাগধী সমম্।
শ্লক্ষ্ণপিষ্টন্তু গুঞ্জৈকং রসমানন্দভৈরবম্ ॥
লেহয়েন্মধুনা চানু কুটজস্য ফলত্বচঃ।
চূর্ণিতং কর্ষমাত্রন্তু ত্রিদোষোত্থাতিসারজিৎ ॥
দধ্যন্নং দাপয়েৎ পথ্যং দধ্যাজং তক্রমেব বা।
পিপাসায়াং জলং দেয়ং বিজয়া চ হিতা নিশি ॥ ৫০ ॥

আনন্দভৈরব রস—হিঙ্গুল, মরিচ, সোহাগা, বিষ ও পিপুল; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগে লইয়া বাটিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইন্দ্রযব চূর্ণ, কুড়্চি মূলের ছাল চূর্ণ ও মধুর সহিত সেব্য। ইহা সেবনে ত্রিদোষজ অতীসার আরোগ্য হয়। পথ্য-ছাগতক্র ও ছাগদধি মিশ্রিত অন্ন। পিপাসা হইলে জল এবং রাত্রিতে সিদ্ধি সেবন ব্যবস্থা করিবে ॥ ৫০ ॥

(তন্ত্রান্তরোক্তঃ) আনন্দভৈরবো রসঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং ব্যোষং টঙ্গনং গন্ধকং সমম্ ॥
জম্বীররসসংযুক্তং মর্দ্দয়েদ্‌যামমাত্রকম্।
কাস-শ্বাসাতিসারেষু গ্রহণ্যাং সান্নিপাতিকে ॥
অপস্মারেঽনিলে মেহেঽপ্যজীর্ণেঽবহ্নিমান্দ্যকে।
গুঞ্জামাত্রঃ প্রদাতব্যো রসঃ আনন্দভৈরবঃ ॥ ৫১ ॥

(তন্ত্রান্তরোক্ত) আনন্দভৈরব রস—হিঙ্গুল, বিষ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগা এবং গন্ধক এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগে লইয়া জম্বীরের রসে ১ প্রহর বাটিয়া ১রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে কাস, শ্বাস, অতীসার, গ্রহণী, অপস্মার, মেহ, অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয় ॥ ৫১

গ্রহণ্যাং যে রসাঃ প্রোক্তাস্তেঽতিসারে নিয়োজিতাঃ।
হন্যুঃ সর্ব্বমতীসারং শিবস্যাজ্ঞা বিশেষতঃ ॥ ৫২ ॥

গ্রহণীরোগে যে সকল রস কথিত হইয়াছে, সেই সকল রস প্রয়োগ দ্বারা অতীসার রোগও আরোগ্য হয়। ইহা স্বয়ং শিব বলিয়াছেন ॥ ৫২ ॥

স্নানাভ্যঙ্গাবগাহাংশ্চ গুরুস্নিগ্ধাতিভোজনম্।
ব্যায়মমগ্নিসন্তাপমতীসারী বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৫৩ ।

অতীসার রোগে স্নান, তৈলাদি মর্দ্দন, জলাবগাহন, গুরু ও স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন, অধিক ভোজন, ব্যায়াম ও অগ্নিসন্তাপ প্রভৃতি বর্জ্জনীয় ॥ ৫৩ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামতীসারাধিকারঃ।

অথ গ্রহণ্যধিকারঃ।

গ্রহণীমাশ্রিতং দোষমজীর্ণবদুপাচরেৎ।
অতীসারোক্তবিধিনা তস্যামঞ্চ বিপাচয়েৎ ॥ ১

অজীর্ণ রোগের চিকিৎসার বিধানানুসারে গ্রহণী রোগের চিকিৎসা করিতে হয়। অতীসার রোগোক্ত লঙ্ঘন ও পাচনাদি ক্রিয়া দ্বারা অপক্ক দোষ পরিপাক করিবে॥ ১॥

শরীরানুগতে সামে রসে লঙ্ঘনপাচনম্।
বিশুদ্ধামাশয়ায়াস্মৈ পঞ্চকোলাদিভির্যুতম্।
দদ্যাৎ পেয়াদি লঘ্বন্নং পুনর্যোগাংশ্চ দীপনান্॥ ২॥

অপক্ক আহারীয় রস দ্বারা দেহ ব্যাপ্ত হইলে লঙ্ঘন পাচন কিম্বা বমন অথবা বিরেচন দ্বারা আমাশয় বিশুদ্ধ করিয়া পঞ্চকোল দ্বারা প্রস্তুত লঘু আহার এবং অগ্নি প্রদীপক ঔষধ সেবন করিতে দিবে॥ ২॥

গ্রহণীদোষিণাং তক্রং দীপনং গ্রাহি লাঘবাৎ।
পথ্যং মধুরপাকিত্বান্ন চ পিত্তপ্রকোপনম্॥
কষায়োষ্ণবিপাকিত্বাদ্ রৌক্ষ্যাচ্চৈব কফে হিতম্।
বাতে স্বাদ্বম্লসান্দ্রত্বাৎ সদ্যঃ তক্রবিদাহি তৎ॥ ৩॥

ঘোলের লঘু গুণ থাকায় গ্রহণীরোগে অগ্নি প্রদীপক ও হৃদয়গ্রাহী এবং মধুর পাকিত্ব প্রযুক্ত পিত্ত প্রকুপিত হয় না। কষায়, উষ্ণ, বিকাশি ও রুক্ষত্ব হেতু কফ নাশ করে। তক্রের স্বাদু, অম্ল ও স্নিগ্ধ এই তিনটি গুণ থাকায় ইহা বায়ুশান্তি কারক। সদ্যোজাত ঘোল বিশেষ উপকারী এবং অবিদাহী অর্থাৎ পরিপাকে অম্ল হয় না বলিয়া দাহ জন্মায় না॥ ৩॥

চিত্রক গুড়িকা।

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং দ্বৌ ক্ষারৌ লবণানি চ।
ব্যোষং হিঙ্গ্বজমোদাঞ্চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ॥
গুড়িকা মাতুলুঙ্গস্য দাড়িমস্য রসেন বা।
কৃত্বা বিপাচয়ত্যামং দীপয়ত্যাশু চানলম্॥
সৌবর্চ্চলং সৈন্ধবঞ্চ বিটমৌদ্ভিদমেব চ।
সামুদ্রেণ সমং পঞ্চ লবণান্যত্র যোজয়েৎ॥ ৪॥

চিত্রক গুড়িকা—চিতামূল, পিপুলমূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হিং, বনযমানী ও চৈ; এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া ছোলঙ্গনেবু বা দাড়িমের রসে বাটিয়া দুই আনা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করতঃ সেবন করিতে দিবে। ইহা আমপাচক ও অগ্নিপ্রদীপক॥ ৪॥

নাগরাদ্যং চূর্ণম্।

নাগরাতিবিষা মুস্তং ধাতকী চ রসাঞ্জনম্।
বৎসক ত্বক্ ফলং পাঠা বিল্বং কটুকরোহিণী॥
পিবেৎ সমাংশং তচ্চূর্ণং সক্ষৌদ্রং তণ্ডুলাম্বুনা।
পৈত্তিকে গ্রহণীদোষে রক্তং যশ্চোপবেশ্যতে
নাগরাদ্যমিদং চূর্ণং কৃষ্ণাত্রেয়েণ পূজিতম্।
শীতকষায়মানেন তণ্ডুলোদককল্পনা।
কেচিৎপ্যষ্টগুণতোয়েন প্রাহুস্তণ্ডুলভাবনাম্॥ ৫

নাগরাদ্য চূর্ণ—শুঁঠ, আতইষ, মুথা, ধাইফুল, রসাঞ্জন, কুড়্চিমূলের ছাল, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বেলশুঁঠ ও কট্কী চূর্ণ করতঃ সমভাগে লইয়া মধু ও তণ্ডুলজলের সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পৈত্তিক গ্রহণী ও রক্তস্রাব উপশমিত হয়। পূর্ব্বদিন ৮ গুণ জলে আতপ তণ্ডুল ভিজাইয়া রাখিয়া, প্রাতে সেই জল ছাকিয়া লইলে, তণ্ডুলজল প্রস্তুত হয়॥ ৫॥

পাঠাদ্যং চূর্ণম্।

পাঠাবিল্বানল-ব্যোষ জম্বু-দাড়িম-ধাতকী।
কটুকাতিবিষা মুস্তা দার্ব্বী ভূনিম্ব-বৎসকৈঃ॥
সর্ব্বৈরেভিঃ সমং চূর্ণং কৌটজং তণ্ডুলাম্বুনা
সক্ষৌদ্রেণ পিবেচ্ছর্দ্দি-জ্বরাতীসার-শূলবান্।
হৃদ্রোগগ্রহণী-দোষারোচকানলসাদজিৎ॥ ৬॥

পাঠাদ্য চূর্ণ।—আকনাদি, বেলশুঠ, চিতামূল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জামছাল, দাড়িমফল, ধাইফুল, কট্কী, আতইষ, মুথা, দারুহরিদ্রা চিরতা ও ইন্দ্রযব; প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সকল চূর্ণের সমান কুড়্চিমূলের ছালচূর্ণ। এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা তণ্ডুল জল ও মধুর সহিত সেবন করিলে বমি, জ্বরাতীসার, শূল, হৃদ্রোগ, গ্রহণী, অরুচি ও অগ্নিমান্দ্য বিনষ্ট হয়॥ ৬॥

বার্ত্তাকুগুড়িকা।

চতুঃপলং সুহীকাণ্ডাৎ ত্রিপলং লবণত্রয়াৎ।
বার্ত্তাকু-কুড়বশ্চার্কাদষ্টৌ দ্বে চিত্রকাৎ পলে॥

দগ্ধানি বার্ত্তাকুরসে গুড়িকা ভোজনোত্তরাঃ।
ভুক্তং ভুক্তং পচত্যাশু কাসশ্বাসার্শসাং হিতাঃ।
বিসূচিকা-প্রতিশ্যায়-হৃদ্রোগঘ্নাশ্চ তা মতাঃ ॥ ৭ ॥

বার্ত্তাকুগুড়িকা—মনসা-সিজবৃক্ষের গুড়ির ছাল ৩২ তোলা, সৌবর্চ্চল, সৈন্ধব ও বিট্‌লবণ ইহাদের প্রত্যেক ৮ তোলা, বেগুন ৩২ তোলা, আকন্দ মূলের ছাল ৬৪ তোলা ও চিতামূল ১৬ তোলা। এইগুলি একত্র মিশ্রিত করতঃ দগ্ধ করিবে, পরে উহা বেগুনের রসে বাটিয়া গুড়িকা প্রস্তুত পূর্ব্বক আহারান্তে সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা ভুক্ত অন্নের পরিপাক, কাস, শ্বাস, অর্শঃ, বিসূচিকা, প্রতিশ্যায় ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

স্বল্পগঙ্গাধরচূর্ণম্।

মুস্ত-সৈন্ধব-শুণ্ঠীভির্ধাতকী-লোধ্র-বৎসকৈঃ।
বিল্বমোচরসাভ্যাঞ্চ পাঠেন্দ্রযব-বালকৈঃ॥
আম্রবীজমতিবিষা লজ্জা চেভিঃ সুচূর্ণিতম্।
ক্ষৌদ্রতণ্ডুলতোয়াভ্যাং জয়েৎ পীত্বা প্রবাহিকাম্ ॥
সর্ব্বাতীসারশমনং সর্ব্বশূল-নিসূদনম্।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি সূতিকাতঙ্কমেব চ।
এতদ্‌গঙ্গাধরং চূর্ণং সরিদ্বেগাবরোধনম্ ॥ ৮ ॥

স্বল্পগঙ্গাধর চূর্ণ—মুথা, সৈন্ধবলবণ শুঠ, ধাইফুল, লোধ,কুড়চিমূলের ছাল, বেলশুঠ, মোচরস, আকনাদি, ইন্দ্রযব, বালা, আম্রবীজ, আতইষ ও বরাহক্রান্তা, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সম পরিমাণে লইয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ মধু ও তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অতীসার, শূল, সংগ্রহগ্রহণী এবং সূতিকারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

মধ্যমগঙ্গাধরচূর্ণম্।

বিল্বং মোচরসং পাঠা ধাতকী ধান্যমেব চ।
হ্রীবেরং নাগরং মুস্তং তথৈবাতিবিষা সমম্ ॥
অহিফেনং লোধ্রকঞ্চ দাড়িম্বং কুটজং তথা।
পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ ॥
তক্রেণ খাদয়েৎ প্রাতশ্চূর্ণং গঙ্গাধরং মহৎ।
অরমষ্টবিধং হন্যাদতীসারং সুদুস্তরম্।
গ্রহণীং বিবিধাঞ্চৈব কোষ্ঠব্যাধিহরং পরম্ ॥ ৯ ॥

মধ্যমগঙ্গাধর চূর্ণ—বেলশুঠ, মোচরস, আকনাদি, ধাইফুল, ধনে, বালা, শুঠ, মুথা, আতইষ, অহিফেন, লোধ, দাড়িমফলের ছাল, কুড়্‌চিছাল, পারদ ও গন্ধক কজ্জলী করিয়া, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—দুই আনা। অনুপান ঘোল। ইহা দ্বারা অষ্টবিধ জ্বর, অতীসার এবং বিবিধ গ্রহণী রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বৃহদ্‌গঙ্গাধরচূর্ণম্।

বিল্বং শৃঙ্গাটকদলং দাড়িম্বং দলমেব চ।
সমুস্তাতিবিষা চৈব সর্জ্জশ্বেতঞ্চ ধাতকী ॥
মরিচং পিপ্‌পলী শুণ্ঠী দার্ব্বী ভুনিম্ব-নিম্বকম্।
জম্বুরসাঞ্জনচৈব কুটজস্য ফলং তথা॥
পাঠা সমঙ্গা হ্রীবেরং শাল্মলীবেষ্টমেব চ।
শক্রাশনং ভৃঙ্গরাজচূর্ণং দেয়ং সমং সমম্ ॥
কুটজস্য ত্বচশ্চূর্ণং সর্ব্বচূর্ণং সমং মতম্।
এতদ্‌গঙ্গাধরং নাম মহচ্চূর্ণং মহাগুণম্ ॥
নানাবর্ণমতীসারং চিরজং বহুরূপিণম্ ।
দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি তৃষ্ণাং কাসঞ্চ দুর্জ্জয়ম্ ॥
জ্বরঞ্চ বিবিধং হন্তি শোথঞ্চৈব সুদারুণম্।
অরুচিং পাণ্ডুরোগঞ্চ হন্যাদেব ন সংশয়ঃ।
ছাগীদুগ্ধেন মণ্ডেন মধুনা বাথ লেহয়েৎ ॥ ১০ ॥

বৃহৎগঙ্গাধর চূর্ণ—বেলশুঁঠ, পানীফলপত্র, দাড়িমপত্র, মুথা, আতইষ, শ্বেতধুনা, ধাইফুল, মরিচ, পিপুল, শুঁঠ, দারুহরিদ্রা,চিরতা, নিমছাল, জামছাল, রসাঞ্জন, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বরাহক্রান্তা, বালা, মোচরস,সিদ্ধিপত্র ও ভৃঙ্গরাজ,ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে এবং কুড়্‌চি মূলের ছাল চূর্ণ সর্ব্বচূর্ণের সমান। সমুদায় একত্রে মিশ্রিত করিয়া দুইআনা পরিমাণে লইয়া ছাগদুগ্ধ অন্নের মণ্ড অথবা মধুর সহিত সেবন করিলে সর্ব্ববিধ অতীসার, গ্রহণী, তৃষ্ণা, কাস, বিবিধ জ্বর, শোথ, অরুচি ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগের উপশম হয় ॥ ১০ ॥

স্বল্প লবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্।

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং বিল্বং পাঠা চ শাল্মলী।
জীরকং ধাতকীপুষ্পং লোধ্রেন্দ্রযববালকম্।

ধান্যং সর্জ্জরসং শৃঙ্গী পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
সমঙ্গা যাবশূকঞ্চ সৈন্ধবং সরসাঞ্জনম্॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
শময়েদগ্নিমান্দ্যঞ্চ সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ॥
নানাবর্ণমতীসারং সশোথাং পাণ্ডুকামলাম্।
ইদমষ্ঠিলিকাং হন্তি কাসং শ্বাসং জ্বরং বমিম্
সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥ ১১॥

স্বল্প লবঙ্গাদ্য চূর্ণ—লবঙ্গ, আতইষ, মুথা, বেলশুঁঠ, আকনাদি, মোচরস, জীরা, ধাইফুল, লোধ, ইন্দ্রযব, বালা, ধনে, শ্বেতধুনা কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, শুঁঠ, বরাহক্রান্তা, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ ও রসাঞ্জন, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। মাত্রা দুই আনা। অনুপান ঘোল। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণী, অতীসার, শোথসংযুক্ত পাণ্ডু ও কামলা, অষ্ঠীলা, কাস, শ্বাস, জ্বর, বমি, বমনেচ্ছা, অম্লপিত্ত এবং বেদনা সংযুক্ত সান্নিপাতিকশূল রোগ উপশম হয়॥ ১১॥

বৃহল্লবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্।

লবঙ্গাতিবিষা মুস্তং পিপ্‌পলী মরিচানি চ।
সৈন্ধবং হবুষা ধান্যং কট্‌ফলং পুষ্করং তথা॥
জাতীকোষফলাজাজী সৌবর্চ্চলরসাঞ্জনম্।
ধাতকী মোচকং পাঠা পত্রং তালীশ কেশরম্॥
চিত্রকঞ্চ বিড়ঞ্চৈব তুম্বুরুর্ব্বিল্বমেব চ।
ত্বগেলা পিপ্‌পলীমূলমজমোদা যমানিকা॥
সমঙ্গা বৎসকং শুণ্ঠী দাড়িমং যাবশূকজম্।
নিম্বং সর্জ্জরসং ক্ষারং সামুদ্রং টঙ্কনং তথা।
হ্রীবেরং কুটজঞ্চৈব জম্বাভ্রং কটুরোহিণী।
অভ্রকং পুটিতং লৌহং শুদ্ধ-গন্ধক-পারদম্॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
মধুনা বা লিহেচ্চূর্ণং পিবেত্তণ্ডুলবারিণা॥
সর্ব্বদোষহরঞ্চৈব গ্রহণীং হন্তি দুস্তরাম্।
বাতিকীং পৈত্তিকীঞ্চৈব শ্লৈষ্মিকীং সন্নিপাতিকীম্।
পক্কাপক্কমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্।
কৃষ্ণারুণঞ্চ পীতঞ্চ মাংসধাবনসন্নিভম্॥
জ্বরারোচকমন্দাগ্নিং কাশং শ্বাসং বমিং তথা।
অম্লপিত্তং তথা হিক্কাং প্রমেহঞ্চ হলীমকম্॥
পাণ্ডুরোগঞ্চ বিষ্টম্ভমর্শাংসি বিবিধানি চ।
প্লীহগুল্মোদরানাহ-শোথাতীসার-পীনসান্।
আমবাতং তথা জীর্ণং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।
উদরং প্রদরঞ্চৈব লবঙ্গাদ্যমিদং শুভম্॥ ১২॥

বৃহৎলবঙ্গাদ্য চূর্ণ—লবঙ্গ, আতইষ, মুথা, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, হবুষা (অভাবে ধনে), ধনে, কট্‌ফল, কুড়, জয়িত্রী, জাতীফল, কৃষ্ণজীরা, সচললবণ, রসাঞ্জন, ধাইফুল, মোচরস, আকনাদি, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, চিতামূল, বিটলবণ, তিতলাউ, বেলশুঁঠ, দারুচিনি, এলাইচ, পিপুলমূল, বনযমানী, যমানী, বরাহক্রান্তা, ইন্দ্রযব, শুঁঠ, দাড়িমফলের ছাল, যবক্ষার, নিমছাল, শ্বেতধুনা, সাচিক্ষার, সমুদ্রফেন, সোহাগা, বালা, কুড়চিমূলের ছাল, নিমছাল, আমছাল, কট্‌কী, অভ্র, লৌহ, গন্ধক ও পারদ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিতে হয়। মাত্রা—দুই আনা, অনুপান মধু বা তণ্ডুলজল। ইহা গ্রহণী, অতীসার, মন্দাগ্নি ও অজীর্ণাদি রোগের মহৌষধ এবং ইহা সেবনে অন্যান্য অনেক রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে॥ ১২॥

(তন্ত্রান্তরোক্তং) বৃহল্লবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্।

লবঙ্গং জীরকং কোষ্ঠং সৈন্ধবং ত্রিসুগন্ধিকম্॥
অজমোদা যমানী চ মুস্তকং সকটুত্রয়ম্॥
ত্রিফলা শতপুষ্পা চ পাঠা ভূনিম্ব-গোক্ষুরম্।
জাতীকোষফলে দার্ব্বী নলদং চন্দনং মুরা॥
শঠী মধুরিকা মেথী টঙ্কনং কৃষ্ণজীরকম্।
ক্ষারদ্বয়ং বালকঞ্চ বিল্বং পৌষ্করকং তথা॥
চিত্রকং পিপ্‌পলী মূলং বিড়ঙ্গং সধনীয়কম্।
রসাভ্রগন্ধকং লৌহং সমং সর্ব্বং বিচূর্ণিতম্॥
উষ্ণোদকানুপানেন মন্দাগ্নের্দীপনং পরম্।
শীততোয়ানুপানৈর্ব্বা বুদ্ধ্বা দোষগতিং ভিষক্॥
আমাতীসারং গ্রহণীং চিরকালোত্থিতামপি।
শূলং বিষ্টম্ভমানাহং বিসূচীং শোথকামলে॥
হলীমকং পাণ্ডুরোগং হন্তি কাসং বিশেষতঃ।
লবঙ্গাদ্যং মহচ্চূর্ণং শর্করাসহিতং পিবেৎ॥
আধ্মানং শময়েচ্ছীঘ্রং লবঙ্গস্যানুপানতঃ।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতল্লোকানুগ্রহহেতবে॥ ১৩॥

তন্ত্রান্তরোক্ত বৃহৎলবঙ্গাদ্য চূর্ণ—লবঙ্গ, জীরা, রেণুকা, সৈন্ধব, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, বনযমানী, যমানী, মুথা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শলুকা, আকনাদি, চিরতা, গোক্ষুর, জয়িত্রী, জাতীফল, দারুহরিদ্রা, বেণারমূল, রক্তচন্দন, মুরামাংসী, শঠী, মৌরী, মেথী, সোহাগা, কৃষ্ণজীরা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, বালা, বেলশুঁঠ, কুড়, চিতামূল, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, ধনে, পারদ, অভ্র, গন্ধক ও লৌহ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিতে হয়। অনুপান শীতল বা উষ্ণজল। মাত্রা—দুই আনা। ইহা অতীসার, গ্রহণী ও মন্দাগ্নি প্রভৃতি রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ ॥ ১৩ ॥

স্বল্পনায়িকাচূর্ণম্।

ত্রিশানং পঞ্চলবণং প্রত্যেকং ত্র্যূষণং পিচু।
গন্ধকান্মাষকানষ্টৌ চত্বারো মাষকা রসাৎ ॥
ইন্দ্রাশনাৎ পলং শানত্রিতয়াধিকমিষ্যতে।
খাদেন্মিশ্রীকৃতাচ্ছানমনুপেয়ঞ্চ কাঞ্জিকম্ ॥
মাষকাদিক্রমেণৈবমনুযোজ্যং রসায়নম্।
অত্যন্তাগ্নিকরঞ্চৈতদ্‌ভোজনং সর্ব্বকামিকম্ ॥
প্রসিদ্ধা যোগিনী নাম্নী তয়া প্রোক্তং রসায়নম্।
গ্রহণী-নাশনং হ্যেতদগ্নিসন্দীপনং পরম্ ॥ ১৪ ॥

স্বল্পনায়িকাচূর্ণ—পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ১।৹ চৌ তোলা এবং শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারদ অর্দ্ধ তোলা ও সিদ্ধিপত্র চূর্ণ ৯।৹ তোলা; একত্র মিশ্রিত করিয়া, এই ঔষধ দুই আনা মাত্রায় সেবন আরম্ভ করিয়া অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিবে। অনুপান—কাঁজি। এই ঔষধে অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

মধ্যমনায়িকাচূর্ণম্।

কর্ষং গন্ধকমর্দ্ধপারদযুতং কূর্য্যাচ্চ ভাংকজ্জলীম্। দ্ব্যক্ষাংশং ত্রিকটোশ্চ পঞ্চ লবণাৎ সার্দ্ধঞ্চ কর্ষং পৃথক্ ॥ সার্দ্ধাক্ষং দ্বিপলং বিচূর্ণ্য সকলং শক্রাশনান্মিশ্রিতাৎ। খাদেচ্ছানমতোঽনুকাঞ্জিকপলং মন্দাগ্নিসন্দীপনম্ ॥ স্বেচ্ছং ভোজনতো রসায়নমিদং ঘূর্ণাদিকোপদ্রবে। পেয়ঞ্চাত্রতু কাঞ্জিকং বদন্তি সা নাম্নী মহাযোগিনী ॥ হন্ত্যাবাতঞ্চ পিত্তং কফবিকৃতিমতীসারমখিলম্। কাসং শ্বাসঞ্চ শূলং জ্বরমুদররুজোন্মাদযক্ষ্মাণমুগ্রম্ ॥ প্লীহাকামবাতং যড়পি চ গুদজান্ কুষ্ঠরোগং সমগ্রম্। বাতাস্রকণ্ঠরোগানিদমিহ কথিতং দীপনং জাঠরাগ্নেঃ ॥ ১৫

মধ্যমনায়িকাচূর্ণ—গন্ধক ২ তোলা ও পারদ ১ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং পঞ্চলবণের প্রত্যেকে ৩ তোলা ও সিদ্ধিচূর্ণ ১৯ তোলা; একত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা দুই আনা। অনুপান—কাঁজি। ইহা গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগের মহৌষধ এবং ইহাতে অন্যান্য বহুবিধ রোগও উপশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

বৃহন্নায়িকাচূর্ণম্।

চিত্রকং ত্রিফলা ব্যোষং বিড়ঙ্গং রজনীদ্বয়ম্।
ভল্লাতকং যমানী চ হিঙ্গু লবণপঞ্চকম্ ॥
গৃহধূমো বচাকুষ্ঠং ঘনমভ্রক-গন্ধকম্।
ক্ষারত্রয়ং চাজমোদা পারদো গজপিপ্পলী ॥
অমীষাং চূর্ণকং যাবৎ তাবচ্ছক্রাশনস্য চ।
অভ্যর্চ্চ্য নায়িকাং প্রাতর্যোগিনীং কামরূপিণীম্ ॥
বিড়ালপদমাত্রন্তু ভক্ষয়েদস্য গুণ্ডকম্।
মন্দাগ্নিকাস দুর্নাম প্লীহপাণ্ডুচিরজ্বরান্ ॥
প্রমেহশোথবিষ্টম্ভ-সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।
সর্ব্বাতীসারহরণঃ সর্ব্বশূল-নিসূদনঃ ॥
আমবাতগদোচ্ছেদী সূতিকাতঙ্কনাশনঃ।
ন চ তে ব্যাধয়ঃ সন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবা।
মান্দ্যং হন্ত্যাদসৌ সিদ্ধো গুণ্ডকো নায়িকাকৃতঃ।
বার্য্যম্লমামমভ্যঙ্গস্নানং পিশিতভোজনম্ ॥
কাঞ্জিকান্নং সদা পথ্যং দগ্ধমীনস্তথা দধি।
কাঠিনপ্যুদরে যস্য ভক্ষণাদ্ যাতি জীর্ণতাম্ ॥ ১৬ ॥

বৃহৎনায়িকাচূর্ণ—চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ভেলা, যমানী, হিং, পঞ্চলবণ, ঝুল, বচ, কুড়, মুথা, অভ্র, গন্ধক, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, বনযমানী, পারদ ও গজপিপ্পলী; এই ৩০টী দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সিদ্ধিচূর্ণ সকল চূর্ণের তুল্য পরিমাণ। এই সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইতে হয়। মাত্রা

দুই আনা। অনুপান—ঘোল বা তণ্ডুলজল। পথ্য—কাঁজি, দুগ্ধ মৎস্য ও দধি। ইহা সেবনে মন্দাগ্নি, কাস, অর্শঃ, প্লীহা, পাণ্ডু, চিরজ্বর, প্রমেহ শোথ, বিষ্টম্ভ এবং সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী, অতীসার ও শূল প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥১৬॥

রস-গন্ধক-লৌহাভ্রং হিঙ্গু-লবণপঞ্চকম্।
হরিদ্রে কুষ্ঠকঞ্চৈব বচা মুস্ত-বিড়ঙ্গকম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রামজমোদা যমানিকা।
গজোপকুল্যা ক্ষারাণি তথৈব গৃহধূমকম্॥
এতেষাং কার্ষিকং চূর্ণং বিজয়াচূর্ণকং সমম্।
মাষদ্বয়মিতং চূর্ণং শালিতণ্ডুলবারিণা॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় গ্রহণীগদনাশনম্।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বড়বানলসন্নিভম্॥
সর্ব্বাতীসারশমনং তৃষ্ণাজ্বরবিনাশনম্।
পক্কাপক্কমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্॥
আমাতীসারমখিলং বিশেষাৎ শ্বয়থুং জয়েৎ।
অসাধ্যাং গ্রহণীং হন্তি পাণ্ডু-প্লীহাচিরজ্বরান্।
গ্রহণীশার্দ্দূলং চূর্ণং সর্ব্বরোগকুলান্তকম্॥ ১৭॥

গ্রহণীশার্দ্দূলচূর্ণ—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হিং, পঞ্চলবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, বচ, মুথা, বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিতামূল, বনযমানী, যমানী, গজপিপ্পলী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা ও ঝুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং সিদ্ধিচূর্ণ ৬০তোলা একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা ।০ আনা। অনুপান তণ্ডুলজল। ইহা প্রাতঃকালে সেবন করিলে অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং সর্ব্বপ্রকার অতীসার, গ্রহণী, জ্বর, তৃষ্ণা, পাণ্ডু, প্লীহা ও শোথ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়॥ ১৭॥

জাতীফলাদি চূর্ণম্

জাতীফলং বিড়ঙ্গানি চিত্রকং তগরং তথা।
তালীশং চন্দনং শুণ্ঠী লবঙ্গঞ্চোপকুঞ্চিকা॥
কর্পূরঞ্চাভয়া ধাত্রী মরিচং পিপ্পলী তুগা।
এষামক্ষসমান্ ভাগান্ চাতুর্জ্জাতকসংহিতান্॥
গ্রহণীমতিসারঞ্চ বহ্নিমান্দ্যং সপীনসম্।
বাতশ্লেষ্মভবান্ রোগান্ প্রতিশ্যায়াংশ্চ দুঃসহান্॥ ১৮

জাতীফলাদি চূর্ণ—জাতীফল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, তগরপাদুকা (অভাবে সিউলিছোপ), তালীশপত্র, রক্তচন্দন, শুঠ, লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, কর্পূর, হরীতকী, আমলকী, মরিচ, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর; এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেকের চূর্ণ ২তোলা এবং সিদ্ধিচূর্ণ ৫৬ তোলা ও সিদ্ধি চূর্ণ সহ সমুদায় চূর্ণের সমান পরিমাণ চিনি। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা—।০ আনা। এই ঔষধ সেবন করিলে কাস, ক্ষয়, শ্বাস, অরুচি, গ্রহণী, অতীসার, অগ্নিমান্দ্য, পীনস, প্রতিশ্যায় এবং বাতশ্লেষ্ম রোগ আরোগ্য হয়॥ ১৮

জীরকাদ্যং চূর্ণম্।

জীরকং টঙ্কনং মুস্তং পাঠা বিল্বং সধান্যকম্।
বালকং শতপুষ্পা চ দাড়িম্বং কুটজং তথা॥
সমঙ্গা ধাতকীপুষ্পং ব্যোষঞ্চৈব ত্রিজাতকম্।
মোচরসঃ কলিঙ্গঞ্চ ব্যোম গন্ধকপারদৌ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবজ্জাতীফলানি চ।
এতৎ প্রাশিতমাত্রেণ গ্রহণীং দুস্তরাং জয়েৎ॥
অতীসারং নিহন্ত্যাশু সামং নানাবিধং তথা।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ মন্দাগ্নিঞ্চ বিশেষতঃ॥
জীরকাদ্যমিদং চূর্ণমগস্ত্যেন প্রকাশিতম্॥ ১৯॥

জীরকাদ্য চূর্ণ—জীরা, সোহাগা, মুথা, আকনাদি, বেলশুঠ, ধনে, বালা, শুলফা, দাড়িম ফলের ছাল, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, গোচরস, ইন্দ্রযব, অভ্র, গন্ধক ও পারদ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্ব চূর্ণের সমান জাতীফল চূর্ণ। সমুদয় চূর্ণগুলি একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—একআনা। ইহা সেবনে অতীসার, গ্রহণী ও মন্দাগ্নি প্রভৃতি রোগ উপশম হয়॥ ১৯॥

মার্কণ্ডেয়চূর্ণম্।

শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধঞ্চ হিঙ্গুলা টঙ্কনং তথা
ব্যোষং জাতীফলঞ্চৈব লবণং তেজপত্রকম্॥
এলাবীজং চিত্রকঞ্চ মুস্তকং গজপিপ্পলী।
নাগরং সজলঞ্চাজং ধাতক্যতিবিষা তথা॥

শিগ্রুজং শাল্মলকৈৰমহিফেনং পলাংশিকম্।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ ॥
খাদেদস্মাৎ প্রতিদিনং মাষকং সিতয়া সহ।
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি মন্দাগ্নিঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥
ধাতুবৃদ্ধিং বয়োবৃদ্ধিং বলপুষ্টিং করোত্যপি।
মার্কণ্ডেয়মিদং চূর্ণং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্ ॥ ২০ ॥

মার্কণ্ডেয় চূর্ণ—পারদ, গন্ধক, হিঙ্গুল, সোহাগা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জাতীফল, লবঙ্গ, তেজপত্র, এলাইচ, চিতামূল, মুথা, গজপিপ্পলী, শুঠ, বালা, অভ্র, ধাইফুল, আতইষ, সজিনাবীজ, মোচরস ও আফিং; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিতে হইবে। মাত্রা দুই আনা। ইহা সেবনে সংগ্রহ গ্রহণী ও মন্দাগ্নি বিনষ্ট হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইহা ধাতুবর্দ্ধক, বয়োবর্দ্ধক এবং বল ও ॥ ২০ ॥

কঞ্চটাবলেহঃ।

প্রস্থে পচেৎ কঞ্চটতালমূল্যোঃ সিতার্দ্ধপ্রস্থং শৃত পাদশেষে। ততোঽক্ষমাত্রাণি সমানি দদ্যাচ্চূর্ণানি ধীরো বিধিবৎ তদেষাম্ ॥
সমঙ্গা ধাতকী পাঠা বিল্বং মুস্তাথ পিপ্পলী।
শক্রকান্তিবিষাঙ্কুরসৌবর্চ্চল-রসাঞ্জনম্ ॥
শাল্মলীবেষ্টকঞ্চৈব সর্ব্বং সিদ্ধে নিধাপয়েৎ।
শীতে চ মধুনশ্চাত্র কুড়বার্দ্ধং বিনিক্ষিপেৎ ॥
অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যথাকাল-প্রমাণতঃ।
সর্ব্বাতীসারং শময়েৎ সংগ্রহগ্রহণীং তথা ॥
অম্লপিত্তকৃতং দোষমুদরং সর্ব্বরূপিণম্।
বিকারান্ কোষ্ঠজান্ হন্তি হন্যাৎ শূলমরোচকম্ ॥২১॥

কঞ্চটাবলেহ—কাঁচড়াদাম /১ সের ও তালমূলী ১ সের, একত্রে ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইয়া ঐ ক্বাথে /১ চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে হইবে এবং শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে তাহাতে বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, আকনাদি, বেলশুঠ, পিপুল, সিদ্ধিপত্র, আতইষ, যবক্ষার, সচললবণ, রসাঞ্জন ও মোচরস; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপপূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে মধু এক পোয়া মিশ্রিত করিবে। ইহা সেবনে অতীসার, সংগ্রহগ্রহণী, অম্লপিত্ত, উদররোগ, কোষ্ঠজবিকার, শূল ও অরুচি প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১ ॥

দশমূলগুড়ঃ।

দশমূলী পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ
তেন পাদাবশেষেণ পচেদ্ গুড়তুলাং ভিষক্ ॥
আর্দ্রকস্বরসপ্রস্থং দত্ত্বা মৃদ্বগ্নিনা ততঃ।
লেহীভূতে প্রদাতব্যং চূর্ণমেষাং পলং পলম্ ॥
পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজং।
হিঙ্গু ভল্লাতকঞ্চৈব বিড়ঙ্গমজমোদকম্ ॥
যৌ ক্ষারৌ চিত্রকং চব্যং পঞ্চৈব লবণানি চ।
দত্ত্বা সুমথিতং কৃত্বা স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥
কোলমাত্রং ততঃ খাদেৎ প্রাতঃ প্রাতর্বিচক্ষণঃ।
হন্তি মন্দানলং শোথমামজাং গ্রহণীমপি ॥
আমং সর্ব্বভবং শূলং প্লীহানমুদরং তথা।
মন্দানলভবং রোগং বিষ্টম্ভগুদজানি চ।
জ্বরং চিরন্তনং হন্তি তমিস্রং ভানুমানিব ॥ ২২ ॥

দশমূলগুড়—দশমূল সমভাগে মিলিত ১২॥০ সের, জল ৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ১৬ সের ক্বাথে পুরাতন গুড় ১২॥০ সের ও আদার রস ৪ সের নিক্ষেপ করিয়া মৃদু অগ্নি উত্তাপে পাক করিতে করিতে লেহবৎ ঘন হইলে পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঠ, হিং, ভেলা, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, চই ও পঞ্চলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করতঃ পাক শেষ হইলে নামাইয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডমধ্যে রাখিবে। মাত্রা—১ তোলা। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য, শোথ, আমজ গ্রহণী, আমশূল, প্লীহা, উদর, জ্বর ও বিষ্টম্ভ প্রভৃতি উপশমিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বিল্বতৈলম্।

তুলার্দ্ধং শুষ্কবিল্বস্য তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং চতুর্ভাগাবশেষিতম্ ॥
আর্দ্রকস্য রসপ্রস্থমারনালং তথৈব চ।
তৈলপ্রস্থং সমাদায় ক্ষীরপ্রস্থং তথৈব চ ॥

ধাতকী বিল্বকুষ্ঠঞ্চ শঠী রাস্না পুনর্ন্বা।
ত্রিকটুঃ পিপ্পলীমূলং চিত্রকং গজপিপ্পলী।
দেবদারু বচা কুষ্ঠং মোচকং কটুরোহিণী।
তেজপত্রাজমোদে চ জীবনীয়গণস্তথা॥
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ পাচয়েন্ মৃদুনাগ্নিনা।
এতদ্ধি বিল্বতৈলাখ্যং মন্দাগ্নীনাং প্রশস্যতে॥
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি অতীসারমরোচকম্॥
সংগ্রহগ্রহণীং হন্তি অর্শসামপি নাশকম্॥
শ্লীপদং বিবিধং হন্তি অন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ।
কফবাতোদ্ভবং শোথং জ্বরমাশু ব্যপোহতি॥
কাসং শ্বাসং চ গুল্মঞ্চ পাণ্ডুরোগবিনাশনম্।
মকল্লশূলশমনং সূতিকাতঙ্ক নাশনম্॥
মূঢ়গর্ভে চ দাতব্যং মূঢ়বাতানুলোমনম্।
শিরোরোগহরঞ্চৈব স্ত্রীণাং গদনিসূদনম্॥
রজোদুষ্টাশ্চ যা নার্য্যো রেতোদুষ্টাশ্চ যে নরাঃ॥
তেঽপি তারুণ্যশুক্রাঢ্যা ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ॥
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং শূরং পণ্ডিতমেব চ।
বিল্বতৈলমিতি খ্যাত মাত্রেয়েণ বিনির্ম্মিতম্॥ ২৩॥

বিল্বতৈল—তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ বেলশুঠ ৬৷৹ সের, দশমূল সমভাগে মিলিত ৬৷৹ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। আদার রস ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের। কল্কার্থ ধাইফুল, বেলশুঠ, কুড়, শঠী, রাস্না, পুনর্নবা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, চিতামূল, গজপিপ্পলী, দেবদারু, বচ, কুড়, মোচরস, কটুকি, তেজপত্র, বনযমানী, জীরক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি, ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা পরিমাণে উত্তমরূপে কুট্টিতকরতঃ মূর্চ্ছিত তৈলে নিক্ষেপ করিবে এবং মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিয়া নামাইবে। এই তৈল মর্দ্দনে মন্দাগ্নি, গ্রহণী, অতীসার ও সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে॥২৩॥

মরিচ্যাদ্যং ঘৃতম্।

মরিচং পিপ্পলীমূলং নাগরং পিপ্পলী তথা।
ভল্লাতকং যবানী চ বিড়ঙ্গং হস্তিপিপ্পলী॥
হিঙ্গুসৌবর্চ্চলঞ্চৈব বিড়সৈন্ধব চব্যথ।
সামুদ্রং সযবক্ষারং চিত্রকো বচসা সহ।
এতৈর্দ্ধার্দ্ধপলৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দশমূলীরসে সিদ্ধং পয়সা দ্বিগুণেন চ॥
মন্দাগ্নীনাং হিতং শ্রেষ্ঠং গ্রহণীদোষনাশনম্॥
বিষ্টম্ভমামদৌর্ব্বল্যং প্লীহানঞ্চাপকর্ষতি॥
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ঞ্চাপি দুর্নাম সভগন্দরম্॥
কফজান্ হন্তি রোগাংশ্চ বাতজান্ ক্রিমিসম্ভবান্।
তান্ সর্ব্বান নাশয়ত্যাশু শুষ্কং দার্ব্বনলো যথা॥২৪॥

মরিচ্যাদ্য ঘৃত—গব্য ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ মরিচ, পিপুলমূল, শুঠ, পিপুল, ভেলা, যমানী, বিড়ঙ্গ, গজপিপুল, হিং, সচললবণ, বিট্, সৈন্ধব, করকচলবণ, চই, যবক্ষার, চিতামূল ও বচ, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। ক্বাথার্থ দশমূল সমভাগে মিলিত ৪ সের, জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের, দুগ্ধ ৮ সের। এই ঘৃত সেবন করিলে মন্দাগ্নি, গ্রহণীদোষ, কাস, শ্বাস, ক্রিমি এবং বিষ্টম্ভাদি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৪॥

মহাষট্পলকং ঘৃতম্।

সৌবর্চ্চলং পঞ্চকোলং সৈন্ধবং হবুষং বিড়ম্।
অজমোদং যবক্ষারং হিঙ্গু জীরকমৌদ্ভিদম্॥
কৃষ্ণাজাজীং সভূতীকং কল্কীকৃত্য পলার্দ্ধিকম্।
আর্দ্রকস্বরসং চুক্রং ক্ষীরং মস্তারনালকম্।
দশমূলকষায়েণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ভক্তেন সহ পাতব্যং নির্ভক্তং বা বিচক্ষণৈঃ॥
ক্রিমি-প্লীহোদরাজীর্ণ-জ্বর-কুষ্ঠ-প্রবাহিকাঃ।
বাতরোগান্ কফব্যাধীন্ হন্ত্যাচ্ছূলমরোচকম্॥
পাণ্ডুরোগং ক্ষয়ং কাসং দৌর্ব্বল্যং গ্রহণীগদম্।
মহাষট্পলকং নাম্না বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥ ২৫॥

মহাষটপলক ঘৃত—গব্য ঘৃত /৪সের। কল্কার্থ সচললবণ ৪ তোলা, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা ও শুঠ সমভাগে মিলিত ৪ তোলা, সৈন্ধবলবণ, ধনে, বিট্লবণ, বনযমানী, যবক্ষার, হিং, জীরা, উদ্ভিদ লবণ, কৃষ্ণজীরা ও যমানী; ইহাদের প্রত্যেকের চারি তোলা। দশমূলের ক্বাথ ৪ সের, কাঁজি ৪ সের, আদার রস ৪ সের, চুক্র ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের, দধির মাত ৪ সের। এই ঘৃত অন্নের সহিত সেবন করা যাইতে পারে। ইহা সেবনে

ক্রিমি, প্লীহা, উদর, অজীর্ণ, জ্বর, কুষ্ঠ ও প্রবাহিকা রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

স্বল্পচুক্রসন্ধানম্।

যবম্বাদি শুচৌ ভাণ্ডে সগুড়-ক্ষৌদ্র-কাঞ্জিকম্।
ধান্যরাশৌ ত্রিরাত্রস্থং শুক্তং চুক্রং তদুচ্যতে।
দ্বিগুণং গুড় মধ্বারনাল মস্ত ক্রমাদ্ বিদুঃ ॥ ২৬ ॥

স্বল্পচুক্রসন্ধান—গুড় ১ ভাগ, মধু ২ ভাগ, কাঁজি ৪ ভাগ এবং দধির মাত ৮ ভাগ ; সমুদয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পরিষ্কৃত মৃণ্ময় কলসে পূরিয়া ধান্য রাশির মধ্যে তিন দিবস স্থাপন করিলে তাহাকে শুক্ত বা চুক্র বলে ॥ ২৬ ॥

বৃহচ্চুক্রসন্ধানম্।

প্রস্থং তণ্ডুলতোয়স্তু ষ জলাৎ প্রস্থত্রয়ংচাম্লতঃ। প্রস্থার্দ্ধং দধিতোঽম্লমূলকপলান্যষ্টৌ গুড়ান্ মানিকে॥ মান্দ্যৌ শোধিত শৃঙ্গবের শকলাৎ দ্বে সিন্ধুজাজ্যোঃপলে। দ্বে কৃষ্ণোষণয়োর্নিশাপলযুগং নিক্ষিপ্য ভাণ্ডে দৃঢ়ে॥ স্নিগ্ধে ধান্যযবাদি রাশিনিহিতং ত্রীন্ বাসরান্ স্থাপয়েৎ। গ্রীষ্মে তোয়ধরাত্যয়ে চ চতুরো বর্ষাসু পুষ্পাগমে॥ বট্ শীতেঽষ্টদিনাদ্যতঃ পরমিদং বিস্রাব্য সংচূর্ণয়েৎ॥ চাতুর্জ্জাতপলেন সংহতমিদং শুক্তঞ্চ চুক্রঞ্চ তৎ॥ হন্ত্যাদ্বাত কফামদোষজনিতান্ নানাবিধানাময়ান্। দুর্নামানি চ শূল-গুল্ম জঠরান্ হন্ত্যানলং দীপয়েৎ॥ ২৭॥

বৃহৎ চুক্রসন্ধান—একটী কলসে তণ্ডুলজল ৪ সের, তুষজল ১২ সের (অভাবে কাঁজি ১২ সের), দধি ২ সের, কাঁজির মধ্যস্থ সিটী ১ সের, ইক্ষুগুড় ২ সের, আদা ২ সের এবং সৈন্ধব লবণ, জীরা, পিপুল ও মরিচ প্রত্যেকে ৮ তোলা ও হরিদ্রা ১৬ তোলা।—এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সরা ঢাকা দিয়া ঐ সরার মুখ কর্দ্দমদ্বারা লেপন করতঃ ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিবে। কোন ঋতুতে কতদিন স্থাপন করিতে হয়, তাহার নিয়ম যথা—গ্রীষ্মকালে ৩ দিন, শরৎকালে ৩ দিন, বর্ষাকালে ৪ দিন, বসন্তকালে ৬ দিন ও শীতকালে ৮ দিন পর্য্যন্ত ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করা কর্ত্তব্য। তৎপরে ধান্যরাশির মধ্য হইতে পাত্র উদ্ধৃত করিয়া দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর এই ৪টী দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই তোলা করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে। ইহাকে বৃহৎ শুক্ত বা বৃহৎ চুক্র বলে। ইহা দ্বারা বাত, কফ ও আমদোষ জনিত বিবিধ রোগ এবং অর্শঃ, শূল, গুল্ম প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক ॥ ২৭ ॥

তক্রারিষ্টম্।

যমান্যামলকং পথ্যা মরিচং ত্রিপলাংশিকম্।
লবণানি পলাংশানি পঞ্চ চৈকত্র চূর্ণয়েৎ॥
তক্রকং সংযুতং জাতং তক্রারিষ্টং পিবেন্নরঃ।
দীপনং-শোথগুল্মার্শঃ-ক্রিমি-মেহোদরাপহম্ ॥ ২৮

তক্রারিষ্ট—যমানী, আমলকী, হরীতকী ও মরিচ প্রত্যেকে ২৪ তোলা করিয়া ও পঞ্চ লবণ প্রত্যেকে ৮ তোলা একত্র চূর্ণ করতঃ ১৬ সের তক্রের সহিত মিশ্রিত করিয়া ২০।২৫ দিন রাখিবে। ইহাকে তক্রারিষ্ট বলে। ইহা সেবনে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং শোথ ও গুল্মাদি রোগ আরোগ্য হয় ॥ ২৮ ॥

আয়ামকাঞ্জিকম্।

বাট্যান্ত দদ্যাদ্ যবশক্তুকানাং পৃথক্ পৃথক্ চাঢ়কসংমিতন্তু। মধ্যপ্রমাণানি চ মূলকানি দদ্যাচ্চতুঃষষ্টিসুকল্পিতানি॥ দ্রোণেঽম্ভসঃ প্লাব্য ঘটে সুধৌতে দদ্যাদিদং ভেষজজাতমুক্তম্। ক্ষারদ্বয়ং তুম্বুরুবস্তগন্ধা ধনীয়কংস্যাদ্ বিড়সৈন্ধবঞ্চ॥ সৌবর্চ্চলং হিঙ্গু শিরাটিকাঞ্চ চব্যঞ্চ দদ্যাদ্ দ্বিপলপ্রমাণম্। ইমানি চান্যানি পলোন্মিতানি বিজর্জ্জরীকৃত্য ঘটে ক্ষিপেচ্চ॥ কৃষ্ণাজাজীমূপকুঞ্চিকাঞ্চ তথা সুরীং কারবী চিত্রকঞ্চ। পক্ষাস্থিতোঽয়ং বলবর্ণদেহবয়স্করোঽতীববলপ্রদশ্চ॥ কাঞ্জিকস্নামিতি যতঃ প্রবৃত্তস্তৎকাঞ্জিকেতি প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ। আয়ামকালাজ্জরয়েচ্চ ভুক্তমায়ামিকেত্যী প্রবদন্তি চৈনম্॥ দকোদরং গুল্মমথ প্লীহানং হৃদ্রোগমানাহমরোচকঞ্চ। মন্দাগ্নিতাং কোষ্ঠগতঞ্চ শূলমর্শোবিকারান্ সভগন্দরাংশ্চ। বাতাময়ানাশু নিহন্তি সর্ব্বান্ সংসেব্যমানো বিধিবন্নরাণাম্॥

নিস্তুষদরদলিত যবে চতুর্দ্দশগুণজলদানাৎ সাধিতো মণ্ডঃ বাট্যঃ ॥ ২৯॥

আয়ামকাঞ্জিক—তুষেরসহিত যবে ১৪গুণ জল দ্বারা প্রস্তুত যবমণ্ড ৮ সের, যবের ছাতু ৮ সের

এবং মধ্যরকমের খণ্ডীকৃত মূলা ৬৪ খানি এই সমুদায় দ্রব্য ১টী পরিষ্কৃত কলসমধ্যে রাখিয়া তাহাতে ৬৪ সের জল প্রদান করিয়া যবক্ষার, সাচিক্ষার, তুরুম্ব, বনযমানী, ধনে, বিট, সৈন্ধব, সচললবণ, হিং, বংশলোচন ও চই; ইহাদের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং পিপুল, জীরা, স্থূলকৃষ্ণজীরা, রাইসর্ষপ, সূক্ষ্মকৃষ্ণজীরা ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া সরাদ্বারা মুখ আবৃত করিয়া মৃত্তিকা লেপন করতঃ ১৫ দিবস রাখিবে। ইহাকে আয়ামকাঞ্জিক বলে। ইহা সেবনে মন্দাগ্নি, গ্রহণী, ও জলোদরাদি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৯॥

কল্যাণগুড়ঃ।

প্রস্থত্রয়েণামলকীরসস্ত শুদ্ধস্য দত্ত্বার্দ্ধতুলাং গুড়স্য। চূর্ণীকৃতৈর্গ্রন্থিকজীরচব্যব্যোষেভ্যঃ কৃষ্ণা হবুষাজমোদৈঃ॥ বিড়ঙ্গসিন্ধু ত্রিফলা যমানী পাঠাগ্নি ধান্যৈশ্চ পলপ্রমাণৈঃ। দত্ত্বা ত্রিবৃচ্চূর্ণপলানি চাষ্টাবষ্টৌ চ তৈলস্য পচেদ্ যথাবৎ॥ তং ভক্ষয়েদক্ষ-ফলপ্রমাণং যথেষ্টচেষ্টং ত্রিসু-গন্ধিযুক্তম্। অনেন সর্ব্বগ্রহণী-বিকারাঃ সশ্বাস-কাস স্বরভেদ-শোথাঃ॥ শাম্যন্তি চায়ং চিরমন্তরাগ্নে র্হতস্য পুংস্ত্বস্য চ বৃদ্ধিহেতুঃ। স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধ্যাময়নাশনোঽয়ং কল্যাণকো নাম গুড়ঃ সুপিষ্টঃ॥

ত্রিবৃতাং ভর্জ্জয়েত্তত্র মনাক্ তৈলে চিকিৎসকাঃ।
তত্রোক্তমানসাধর্ম্ম্যাৎ ত্রিসুগন্ধি পলং পৃথক্॥ ৩০॥

কল্যাণগুড়—আমলকীর রস ১২ সের ও ইক্ষুগুড় ৬।০ সের একত্র পাক করিতে থাকিবে। পরে তাহাতে পিপুলমূল, জীরা, চই, শুঠ, পিপুল, মরিচ, গজপিপুল, হবুষা, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, আকনাদি, চিতামূল ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, তেউড়ীচূর্ণ ৬৪ তোলা, তিলতৈল ৬৪ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপত্র ও এলাইচ চূর্ণ প্রত্যেক ৮ তোলা, উহাতে নিক্ষেপ করতঃ উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা। এই গুড় সেবনে সকল প্রকার গ্রহণীরোগ, শ্বাস, কাস, স্বরভঙ্গ ও শোথাদি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩০॥

মদনমোদকঃ।

ত্রৈলোক্য বিজয়াপত্রং সবীজং ঘৃতভর্জ্জিতম্।
সমে শিলাতলে পশ্চাচ্চূর্ণয়েদতি চিক্কণম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী কুষ্ঠ ধান্যক সৈন্ধবম্।
শঠী তালীশপত্রঞ্চ কট্‌ফলং নাগকেশরম্॥
অজমোদা যমানী চ যষ্টিমধুকমেব চ।
মেথী জীরক যুগ্মঞ্চ গৃহীত্বা শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদেব তদৌষধম্।
তাবদেব সিতা দেয়া যাবদায়াতি বন্ধনম্॥
ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
ত্রিসুগন্ধি সমাযুক্তং কর্পূরেণাধিবাসয়েৎ॥
স্থাপয়েদ্ ঘৃতভাণ্ডে চ শ্রীমন্মদনমোদকম্।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় বাতশ্লেষ্মবিনাশনম্॥
কাসঘ্নং সর্ব্বশূলঘ্নমামবাত-বিনাশনম্।
সর্ব্বরোগহরো হ্যেষ সংগ্রহগ্রহণীহরঃ॥
এতস্য সততাভ্যাসাদ্ বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে।
ব্রহ্মণঃ প্রমুখাৎ শ্রুত্বা বাসুদেবে জগৎপতৌ॥
এষ কামবিবৃদ্ধ্যর্থং নারদৈঃ প্রতিপাদিতঃ।
তেন লক্ষং বরস্ত্রীণাং রেমে স যদুনন্দনঃ॥ ৩১॥

মদনমোদক—ঘৃতে ভাজা সবীজ সিদ্ধিচূর্ণ ২১ তোলা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কাকড়াশৃঙ্গী, কুড়, ধান, সৈন্ধবলবণ, শঠি, তালীশপত্র, তেজপত্র, কট্‌ফল, নাগেশ্বর, বনযমানী, যমানী, যষ্টিমধু, মেথী, জীরা ও কৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, ইক্ষুচিনি ৮৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র যথানিয়মে পাকপূর্ব্বক শেষ পাকে নামাইয়া দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ ও কর্পূর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে গ্রহণী, কাস প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ৩১॥

মেথীমোদকঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্ত জীরকদ্বয় ধান্যকম্।
কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী যমানী সৈন্ধবং বিড়ম্॥
তালীশকেশরং পত্রং স্বগেলা চ কলং তথা॥
জাতীকোষ লবঙ্গঞ্চ মুরা কর্পূরচন্দনম্॥

যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদেব তু মেথিকা।
সংচূর্ণ্য মোদকঃ কার্য্যঃ পুরাতন-গুড়েন চ ॥
ঘৃতেন মধুনা কিঞ্চিৎ খাদেদগ্নিবলং প্রতি।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং সাদে মেদে মহৌষধম্ ॥
বলকর্ণকরো হ্যেষ সংগ্রহগ্রহণীহরঃ।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীম্ ॥
পাণ্ডুরোগং তথা কাসং যক্ষ্মাণং হন্তি কামলাম্।
স্তনৌ চ পতিতৌ গাঢ়ৌ স্যাতাং তালফলোপমৌ ॥
দৃষ্টিপ্রসাদনশ্চৈব নারীণাঞ্চৈব পুত্রদঃ।
ভাষিতঃ কামদেবেন মেথীমোদক-সংজ্ঞকঃ ॥ ৩২ ॥

মেথীমোদক—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া, কট্‌ফল, কুড়, কাকড়া শৃঙ্গী, যমানী, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারুচিনি, ছোট এলাইচ, জাতীফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, মুরামাংসী, কর্পূর ও রক্তচন্দন; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ যত পরিমাণ, মেথীচূর্ণ ততপরিমাণ এবং সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের দ্বিগুণ পুরাতন ইক্ষুগুড়, যথানিয়মে এই মোদক পাক পূর্ব্বক ঘৃত ও মধু সহ অগ্নিবলানুসারে সেবন করিলে অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধি হয় এবং সংগ্রহগ্রহণী, মেহ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

বৃহন্মেথীমোদকঃ।

ত্রিফলা ধান্যকং মুস্তং শুণ্ঠী মরিচ পিপ্পলী।
কট্‌ফলং সৈন্ধবং শৃঙ্গী জীরকদ্বয়-পুষ্করম্ ॥
যমানী কেশরং পত্রং তালীশং বিড়মেব চ।
জাতীফলং ত্বগেলা চ জয়িত্রীন্দু লবঙ্গকম্ ॥
শতপুষ্পা মুরামাংসী যষ্টিমধুক পদ্মকম্।
চব্যং মধুরিকা দারু সর্ব্বমেতৎ সমং ভবেৎ ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রা তু মেথিকা।
সিতয়া মোদকং কার্য্যং ঘৃত মাধ্বীক সংযুতম্ ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় যথাদোষানুপানতঃ।
হন্তি মন্দানলান্ সর্ব্বানামদোষং বিশেষতঃ ॥
মহাগ্নিজননং বৃষ্যমামবাত-নিসূদনম্।
গ্রহণ্যর্শোবিকারঘ্নং প্লীহ-পাণ্ডুগদাপহম্ ॥
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্।
ছর্দ্দ্যতীসার-শমনং সর্ব্বারুচি-বিনাশনম্।
মেথীমোদক নামেদং পাতঞ্জলি-মুনের্মতম্ ॥ ৩৩॥

বৃহৎ মেথীমোদক—ত্রিফলা, ধনিয়া, মুথা, ত্রিকটু, কটফল, সৈন্ধবলবণ, কাকড়াশৃঙ্গী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, যমানী, নাগেশ্বর, তেজপত্র, তালীশপত্র, বিট্‌লবণ, জাতীফল, দারুচিনি, ছোট এলাইচ, জয়িত্রী, কর্পূর, লবঙ্গ, শলুকা, মুরামাংসী, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, চই, মৌরি ও দেবদারুকাষ্ঠ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ যত পরিমাণ, মেথী তত পরিমাণ; এবং সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি, যথানিয়মে এই মোদক পাকপূর্ব্বক ঘৃত ও মধু সহ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় মোদক প্রস্তুত করিবে। এই মোদক প্রত্যহ প্রাতে দোষানুসারে অনুপান ভেদে সেবন করিলে অগ্নিমান্দ্যাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৩ ॥

মুস্তকাদ্যমোদকঃ।

ধান্যকং ত্রিফলাভৃঙ্গং ত্রুটিঃ পত্রং লবঙ্গকম্।
কেশরং শৈলজং শুণ্ঠী পিপ্‌পলী মরিচানি চ ॥
জীরকং কৃষ্ণজীরঞ্চ যমানী কট ফলং জলম্।
ধাতকী পুষ্পকং ব্যাধির্জ্জাতীকোষফলে ত্বচম্ ॥
মধুরিকা চাজমোদা হবুষং নাদপর্ণ্যপি।
উগ্রগন্ধা শঠী মাংসী কুটজস্য ফলং শুভা ॥
এতানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ কুশলো ভিষক্।
সর্ব্বচূর্ণ-সমং দেয়ং জলদস্যাপি চূর্ণকম্;
সিতা চ দ্বিগুণা দেয়া মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
মন্দাগ্নিং শময়েদেতৎ সরক্তাং গ্রহণীং তথা ॥
অতীসারং জ্বরং ঘোরং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
ক্রিমিরোগং রক্তপিত্তমর্শোরোগং সুদুর্জ্জয়ম্।
লোকানাং পদশাস্ত্রার্থং ভৈরবেন প্রকাশিতম্ ॥ ৩৪ ॥

মুস্তকাদ্যমোদক—ধনিয়া, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুচিনি, ছোটএলাইচ, তেজপত্র, লবঙ্গ, নাগকেশর, বিষশুঠ, ত্রিকটু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, কটফল, বালা, ধাইফুল, কুড়, জয়িত্রী, জাতীফল, দারুচিনি, মৌরী, বনযমানী, হবুষা, মুথা, বচ, শঠী, ইন্দ্রযব ও জটামাংসী, ইহাদের চূর্ণ যত পরিমাণ মুথাচূর্ণ তত পরিমাণ এবং সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি, যথাবিধানে এই মোদক প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয় ॥ ৩৪ ॥

জীরকাদিমোদকঃ॥

শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং জীরং পলাষ্টকমিতং শুভম্।
তদর্দ্ধং বিজয়া-বীজং ভর্জ্জিতং বস্ত্রপূতকম্॥
অয়শ্চূর্ণং তথা বঙ্গমভ্রকং কর্ষমানতঃ।
মধুরিকা চ তালীশং জাতীকোষ-ফলে তথা॥
ধান্যকং ত্রিফলা চৈব চাতুর্জ্জাত লবঙ্গকম্।
শৈলেয়ং চন্দনে দ্বে চ মাংসী দ্রাক্ষা শঠী তথা॥
টঙ্কনং কুন্দুরু যষ্টি তুগা কক্কোল বালকম্।
গাঙ্গেরু স্তকটুশ্চৈব ধাতকী বিল্বমর্জ্জুনম্॥
শতপুষ্পা দেবদারু কর্পূরং সপ্রিয়ঙ্গুকম্।
জীরকং শাল্মলীশ্চৈব কটুকাপদ্মনালুকৈঃ॥
এষাং কর্ষং সমং চূর্ণং গৃহ্নীয়াৎ কুশলো ভিষক্।
শর্করা মধুনাজ্যেন মোদকঞ্চ বিনির্ম্মিতম্॥
খাদেৎ কর্ষসমং তস্য প্রত্যহং প্রাতরুত্থিতঃ॥
শীততোয়ানুপানেন সর্ব্বগ্রহণিকাং জয়েৎ।
আমদোষাবৃতে পিত্তে বহ্নিমান্দ্যে তথৈব চ।
রক্তাতীসারেঽতীসারে প্রযোজ্যং বিষমজ্বরে॥
সশব্দং ঘোরং গম্ভীরং হন্তি সদ্যো ন সংশয়ঃ।
অম্লপিত্ত কৃতং দোষমুদরং সর্ব্বরূপিণম্॥
সর্ব্বাতীসারশমনং সংগ্রহগ্রহণীং জয়েৎ।
একজং দ্বন্দ্বজং চৈব দোষত্রয়কৃতং তথা॥
বিকারং কোষ্ঠজঞ্চৈব হন্তি শূলবমোচকম্।
ভাষিতং বুদ্ধিনাথেন জন্তূনাং হিতকারণম্॥ ৩৫॥

জীরকাদি মোদক—জীরাচূর্ণ ১৬ তোলা, ঘৃতেভাজা সিদ্ধিচূর্ণ ৩২তোলা, লৌহ, বঙ্গ, মৌরী, অভ্র, তালীশপত্র, জয়িত্রী, জাতীফল, ধনিয়া, ত্রিফলা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, নাগকেশর, লবঙ্গ, শিলাজতু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, জটামাংসী, কিস্‌মিস্, শঠী, সোহাগার খৈ, কুন্দুরখোটী, যষ্টিমধু, বংশলোচন, কাঁকলা, বালা, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিকটু, ধাইফুল, বেলশুঠ, অর্জ্জুনছাল, শলুফা, দেবদারু, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু, জীরা, মোচরস, কট্‌ফী, পদ্মকাষ্ঠ ও মলিকা; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ২ দুই তোলা, সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি, যথানিয়মে এই মোদক পাক পূর্ব্বক ঘৃত ও মধু সহ মোদক প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ প্রাতে এই মোদক সেবন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট হয়॥ ৩৫॥

বৃহজ্জীরকাদিমোদকঃ।

জীরকং কৃষ্ণজীরঞ্চ কুষ্ঠং শুণ্ঠী চ পিপ্‌পলী
মরিচং ত্রিফলা ত্বক্ চ পত্রমেলা চ কেশরম্॥
শুভা লবঙ্গং শৈলেয়ং চন্দনং শ্বেতচন্দনম্।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জাতীকোষফলে তথা॥
মধুরিকা মাংসী মুস্তং সচলকং শঠী।
ধান্যকং দেবতাড়ঞ্চ মুরা দ্রাক্ষা নখী তথা॥
শতপুষ্পা পদ্মকঞ্চ মেথী চ সুরদারু চ।
সজলং নালুকা চৈব সৈন্ধবং গজপিপ্‌পলী।
কর্পূরং বনিতা চৈব কুন্দখোটী সমাংশিকং।
লৌহভ্রমকবঙ্গানাং দ্বিভাগং তত্র দাপয়েৎ॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
সর্ব্বচূর্ণ-সমং দেয়ং শুক্লজীরস্য চূর্ণকম্॥
সিতা দ্বিগুণতা দেয়া মোদকং পরিকল্পয়েৎ।
ঘৃতেন মধুনা মিশ্রং মোদকঞ্চ ভিষগ্বরঃ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় যথাদোষ-বলাবলম্।
গব্যং সশর্করঞ্চৈব অনুপানং প্রয়োজয়েৎ॥
অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্॥
সর্ব্বাংস্তান্ নাশয়ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
নানাবর্ণমতীসারং বিশেষাদামসম্ভবম্।
শূলমষ্টবিধং হন্তি অর্শোরোগং চিরোদ্ভবম্॥
জীর্ণজ্বরঞ্চ সততং বিষমজ্বরমেব চ।
স্ত্রীণাঞ্চৈবানপত্যানাং দুর্ব্বলানাঞ্চ দেহিনাম্॥
পুষ্টিকৃৎ পুত্রকঞ্চৈব বলবর্ণকরং পরম্।
সূতিকারোগমত্যুগ্রং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥
প্রদরং নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ।
দাহং সার্ব্বাঙ্গিকঞ্চৈব বাতপিত্তোত্থিতঞ্চ যৎ।
অয়ং সর্ব্বগদোচ্ছেদী জীরকাদ্যো হি মোদকঃ॥ ৩৬॥

বৃহৎ জীরকাদি মোদক—জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, নাগেশ্বর, বংশলোচন, লবঙ্গ, শিলাজতু, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জয়িত্রী, জাতীফল, যষ্টিমধু, মৌরী, জটামাংসী, মুথা, সচললবণ, শঠী, ধনিয়া, দেবদারু, মুরামাংসী, কিস্‌মিস্, নখী, শলুফা, পদ্মকাষ্ঠ, মেথী, দেবদারু, বালা, নালুকা, সৈন্ধবলবণ, গজপিপুল, কর্পূর, পিয়ঙ্গু ও কুন্দুরুখোটি, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ, লৌহ, বঙ্গ ও অভ্র,

প্রত্যেকে ২ ভাগ, সমস্ত দ্রব্যের সমান ভাজা জীরাচূর্ণ, সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি, এই সকল দ্রব্য একত্র পাক পূর্ব্বক ঘৃত ও মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গো-দুগ্ধ ও ইক্ষুচিনিসহ সেবন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

অগ্নিকুমারমোদকঃ।

উশীরং বালকং মুস্তং ত্বক্পত্রং নাগকেশরম্।
জীরদ্বয়ঞ্চ শৃঙ্গঞ্চ কট্‌ফলং পুষ্করং শঠী ॥
ত্রিকটুং বিল্বকং ধান্যং জাতীফল লবঙ্গকম্।
কর্পূরঞ্চ কান্তলৌহং শৈলজং বংশলোচনা ॥
এলাবীজং জটামাংসী রাস্নাতগরপাদুকম্।
সমঙ্গাভিবলা চাভ্রং মুরা বঙ্গং তথৈব চ ॥
তস্ত চূর্ণং সমামেথী চূর্ণার্দ্ধং বিজয়ারজঃ।
শর্করা মধু সংযুক্তং মোদকং পরিকল্পয়েৎ ॥
কর্ষমেকং প্রমাণন্তু ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থিতঃ।
শীততোয়ানুপানেন আজ্যেন পয়সাথবা ॥
গ্রহণীং দুস্তরাং হন্তি শ্বাসং কাসমতীব চ।
আমবাতমগ্নিমান্দ্যমজীর্ণং বিষমজ্বরম্ ॥
বিবন্ধানাহশূলঞ্চ যকৃৎ প্লীহোদরাণি চ।
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি গ্রহণীদোষ-নাশনঃ।
উদাবর্ত্ত-গুল্মরোগোদরাময়-বিনাশনঃ ॥ ৩৭ ॥

অগ্নিকুমার মোদক—বেণার মূল, বালা, মুথা, দারুচিনি, তেজপত্র, নাগেশ্বর, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কটফল, কুড়, শঠী, ত্রিকটু, বেলশুঁঠ, ধনিয়া, জাতীফল, লবঙ্গ, কর্পূর, কান্তলৌহ, শিলাজতু, বংশলোচন, ছোটএলাইচ, জটামাংসী, রাস্না, তগরপাদুকা, বরাহক্রান্তা, গোরক্ষচাকুলে, অভ্র, মুরামাংসী ও বঙ্গ, এই সমস্ত দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ যত ভাগ, মেথীচূর্ণ তত ভাগ, সমস্তচূর্ণের অর্দ্ধেক সিদ্ধিপাতাচূর্ণ, এই চূর্ণসমষ্টির দ্বিগুণ ইক্ষুচিনি, যথানিয়মে এই সকল পাক পূর্ব্বক ঘৃত ও মধু সহ অর্দ্ধতোলা পরিমাণ মোদক প্রস্তুতকরত প্রত্যহ প্রাতঃকালে শীতলজল বা ছাগদুগ্ধসহ সেবন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ৩৭ ॥

রস-প্রয়োগঃ।

রসং গন্ধং বিষং ব্যোষং টঙ্কনং লৌহভস্মকম্।
অজমোদাহিফেনঞ্চ সর্ব্বতুল্যং মৃতাভ্রকম্ ॥
চিত্রকস্ত কষায়েণ মর্দ্দয়েদ্ যামমাত্রকম্।
মরিচাভাং বটীং খাদেদজীর্ণং গ্রহণীং তথা।
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো গুহ্যমেতচ্চিকিৎসিতম্ ॥ ৩৮ ॥

অগ্নিকুমার রস—পারদ, গন্ধক, বিষ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগার খৈ, লৌহ ভস্ম, বনযমানী ও অহিফেন, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং সকলের সমান অভ্র, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া চিতার মূলের রসে ১ এক প্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক মরিচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অজীর্ণ ও গ্রহণীরোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩৮ ॥

(১) গ্রহণীকপাটোরসঃ।

রসগন্ধকয়োশ্চাপি জাতীফল-লবঙ্গয়োঃ।
প্রত্যেকং শান মানঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং শুভম্ ॥
সূর্য্যাবর্ত্তরসেনৈব বিল্বপত্ররসেন চ।
শৃঙ্গাটকস্ত পত্রাণাং রসৈঃ প্রত্যেকশঃ পলৈঃ।
চণ্ডাতপেন সংশোষ্য বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্ ॥
বিল্বপত্ররসেনৈব দাপয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম্।
দধ্না চ ভোজনীয়ঞ্চ গ্রহণীরোগনাশনঃ।
পাণ্ডুরোগমতীসারং শোথং হন্তি তথা জ্বরম্।
গ্রহণীকপাটঃ নাম্না রসঃ পরমদুর্ল্লভঃ ॥ ৩৯ ॥

(১) গ্রহণীকপাট রস—কজ্জলী ১ তোলা, জাতীফল অর্দ্ধতোলা ও লবঙ্গ অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ৮ তোলা সূর্য্যাবর্ত্তের রসে ১ একদিন, ৮তোলা বেলপাতার রসে ১ একদিন এবং ৮ তোলা পাণিফলের পাতার রসে ১ একদিন মর্দ্দন পূর্ব্বক প্রখর রৌদ্রে শুকাইয়া ২ রত্তিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা বেলপাতার রসের সহিত সেবন পূর্ব্বক দধি সহ অন্ন পথ্য করিলে গ্রহণী, পাণ্ডু, অতীসার, শোথ ও জ্বর নষ্ট হয় ॥ ৩৯ ॥

(২) গ্রহণীকপাটো রসঃ।

শ্বেতসর্জ্জস্ত শুদ্ধস্ত গন্ধকস্ত রসস্ত চ।
শুক্তেঽক্ষি পৃথগাদায় চূর্ণং মাষ-চতুষ্টয়ম্ ॥
একীকৃত্য শিলা-খল্লে দদ্যাত্তেষাং ভদায়সম্।
সূর্য্যাবর্ত্তস্ত বিল্বস্ত শৃঙ্গাটস্ত চ পত্রজম্ ॥
প্রত্যেকং পলমেকৈকং দাপয়েদ্ গ্রহণী-গদে।
দাপয়িত্বা ততো যত্নাদ্ দধিভক্তং সমাচরেৎ ॥
অসংবৃত্ত-গুদদ্বারং কপাটমিব চক্রয়েৎ।
অতশ্চ গ্রহণীরোগে কপাটোঽয়ং রসঃ স্মৃতঃ ॥ ৪০ ॥

(২) গ্রহণী কপাটরস—শোধিত শ্বেতধুনা অর্দ্ধতোলা এবং কজ্জলী ১ তোলা পরিমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক ৮ তোলা হুড়হুড়ের রসে ১ দিন, ৮ তোলা বেলপাতার রসে ১ দিন ও ৮ তোলা পাণিফলের পাতার রসে ১ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্ব প্রকার গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়। রোগীকে দধি সহ অন্ন পথ্য দিবে॥ ৪০ ॥

(৩) গ্রহণীকপাটো রসঃ।

টঙ্কনক্ষার গন্ধাশ্ম রসং জাতীফলং তথা।
বিল্বং খদিরসারঞ্চ জীরকং শ্বেতধূনকম্ ॥
কপিহস্তকবীজঞ্চ তথৈব বকপুষ্পকম্।
এষাং শানং সমাদায় শ্লক্ষচূর্ণানি কারয়েৎ ॥
বিল্বপত্রক কার্পাস ফলং শালিঞ্চ দুগ্ধিকা।
শালিঞ্চ মূলং কুটজ ত্বচঃ কঞ্চটপত্রজম্ ॥
সর্ব্বেষাং স্বরসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
রক্তিকৈক-প্রমাণেন খাদয়েদ্ দিবসত্রয়ম্ ॥
দধিমস্তু ততঃ পেয়ং পলমাত্র-প্রমাণতঃ।
অপি যোগশতাক্রান্তাং গ্রহণীমুদ্ধতাং জয়েৎ ॥
আমশূলং জ্বরং কাশং শ্বাসং শোথং প্রবাহিকাম্।
রক্তস্রাবকরং দ্রব্যং কার্য্যং নৈবাত্র যুক্তিতঃ ॥
কৃষ্ণবার্ত্তাকু মৎস্তঞ্চ দধিতক্রঞ্চ শস্ততে।
জ্ঞাত্বা বায়োঃ কৃতিং তত্র তৈলং বারি প্রদাপয়েৎ॥৪১॥

(৩) গ্রহণীকপাটরস—সোহাগা, সোরা, পারদ, গন্ধক, জাতীফল, বেলশুঁঠ, খয়েরকাষ্ঠ, জীরা, শ্বেতধুনা, আলকুশী বীজ ও বকপুষ্প, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা পরিমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক বেলপাতা, কার্পাসফল, শালিঞ্চশাক, দুধলে শাক, শালিঞ্চশাকের মূল, কুড়্‌চিছাল ও কাঁচড়া পাতা, ইহাদের প্রত্যেকের রসে যথাক্রমে ১ বার করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ১ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে ৮ তোলা পরিমাণে দধি পান করিবে। ইহা দ্বারা তিন দিবসের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার গ্রহণী, আমশূল, জ্বর, কাস, শ্বাস, শোথ ও আমাশয় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহাতে রক্তস্রাব কারক দ্রব্য কদাচ প্রয়োগ করিবে না। কালবেগুন, মৎস্য, দধি ও তক্র বিশেষ হিতকর। বায়ুর আধিক্য থাকিলে তৈল ও জল প্রয়োগ করিবে ॥ ৪১

জাতীফলাদিরসঃ।

জাতীফলং টঙ্কনমভ্রকঞ্চ ধুস্তূর বীজং সমভাগচূর্ণম্।
ভাগদ্বয়ং স্যাৎ অহিফেনকস্ত গন্ধালিকাপত্ররসেন মর্দ্দ্যম্ ॥
চণপ্রমাণা বটিকা বিধেয়া মধুপ্রযুক্তা গ্রহণীগদেষু।
রোগেষু দদ্যাদনুপানভেদৈর্যুক্তা বিদধ্যাদতিসারবৎসু ॥
সামেষু রক্তেষু সশূলকেষু পক্কেষপক্কেষু গুদাময়েষু। পথ্যং
সদধ্যোদনমত্র দেয়ং রসোত্তমোঽয়ং গ্রহণীকপাটঃ ॥৪২॥

জাতীফলাদিরস—জাতীফল ১ তোলা, সোহাগার খৈ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, ধুতুরা-বীজ ১ তোলা ও অহিফেন ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া গাঁদাইলের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ মধু সহ সেবন করিলে গ্রহণীরোগ এবং অনুপান বিশেষে সেবন করিলে আমরক্ত ও শূল-সংযুক্ত সর্ব্ববিধ অতীসার রোগ বিনষ্ট হয়। রোগীকে দধিসহ অন্ন পথ্য দিবে ॥ ৪২ ॥

জাতীফলাদ্যা বটিকা।

অভ্রস্ত সূতস্ত চ গন্ধকস্ত প্রত্যেকশো মাষ-চতুষ্টয়ঞ্চ।
বিধায় শুদ্ধোপলপাত্রমধ্যে সুকজ্জলীং বৈদ্যবরঃ প্রযত্নাৎ।
জাতীফলং শাল্মলীবেষ্ট মুস্তং সটঙ্কনং সাতিবিষং সজীরং।
প্রত্যেকমেষাং মরিচস্ত শাণপ্রমাণমেকং বিষমাষকঞ্চ ॥
বিচূর্ণ্য সর্ব্বাণ্যবলোড্য পশ্চাদ্ বিভাবয়েৎ পত্রভবৈর-
মীষাম্। রসৈরসোন্মানমিতৈ রসাল বংশৌ চ তল্লোৎকট
কঞ্চটৌ চ ইন্দ্রালিকেন্দ্রাশনকংসজম্বু জয়ন্তিকা দাড়িমকেশ-
রাজৌ। অবিদ্ধকর্ণাপি চ ভৃঙ্গরাজো বিভাব্য সম্যগ্ বটিকা

বিধেয়া ॥ কোলাম্বিমাষা চ বহু প্রকারং সামং নিহন্ত্যত্র যথানুপানম্। কুর্য্যাদ্ বিশেষাদনলাবলম্বং কাসঞ্চ পঞ্চাত্মকমম্লপিত্তম্ ॥ ইদং নিহন্তি গ্রহণী প্রবৃদ্ধাং মর্ত্তস্য জীর্ণং গ্রহণীমসাধ্যাম্। চিরোত্থবাং সংগ্রহকোষ্ঠদুষ্টি শোথং সমগ্রং গুদজানসাধ্যান্ ॥ আমানুবন্ধন্ত্বতিসারমুগ্রং জয়েদ্ ভৃশং যোগশতৈরসাধ্যম্। বিবর্জ্জনীয়াস্ত্বিহ ভৃষ্টমৎস্যা মৎস্যস্তথা পাণ্ডুরবর্ণ এব ॥ রম্ভাফলং মূলমথোদনঞ্চ বুধৈর্বিধেয়ং ন কদাচিদত্র। জাতীফলাদ্যা বটিকা বিধেয়া যশোঽর্থিনো বৈদ্যবরস্য হৃদ্যা ॥ অনেকসম্ভাবিত মর্ত্ত্যলোকা নানাবিধ-ব্যাধি পয়োধিনৌকা ॥ ৪৩ ॥

জাতীফলাদ্যা বটিকা—কজ্জলী ১ তোলা, অভ্র, জাতীফল, মোচরস, মুথা, সোহাগা, আতইষ, জীরা ও মরিচ, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ॥০ অর্দ্ধতোলা, বিষ ৵০ দুই আনা এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক আমের পাতা, কচি বাঁসের পাতা, গাঁদাইলের পাতা, নিসিন্দা পাতা, কেসুয্যার পাতা, আকনাদীর পাতা ও ভৃঙ্গরাজের পাতা, ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা ৩ তিনদিন করিয়া ভাবনা দিয়া কুল প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ অনুপান ভেদে সেবন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া গ্রহণী ভাজা মাছ, পাণ্ডুবর্ণ মাছ, কদলী, কন্দদ্রব্যাদি কদাচ সেবন করিবে না ॥ ৪৩ ॥

গ্রহণীগজেন্দ্র-বটিকা।

রসগন্ধক-লৌহানি শঙ্খ-টঙ্কন-রামঠম্।
শঠী তালীশ মুস্তানি ধান্য জীরক সৈন্ধবম্ ॥
ধাতক্যতিবিষং শুণ্ঠী গৃহধূমো হরীতকী।
ভল্লাতকং তেজপত্রং জাতীফল লবঙ্গকম্ ॥
ত্বগেলা বালকং বিল্বং মেথী শক্রাশনস্ত চ।
রসৈঃ সংমর্দ্দ্য বটিকা রসবৈদ্যেন কারিতা ॥
গহনানন্দনাথেন ভাষিতেয়ং রসায়নে।
গ্রহণীগজেন্দ্র সংজ্ঞেয়ং শ্রীমতা লোকরক্ষণে ॥
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি জ্বরাতীসারনাশিনী।
শূলগুল্মাম্লপিত্তাংশ্চ কামলাঞ্চ হলীমকম্ ॥
বলবর্ণাগ্নিজননী সেবিতা চ চিরায়ুষে।
কণ্ডুং কুষ্ঠং বিসর্পঞ্চ গুদভ্রংশং কৃমিং জয়েৎ ॥
মাষদ্বয়াং বটীং খাদেচ্ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ।
বয়োঽগ্নিবলমাবীক্ষ্য যুক্ত্যা বা বৃদ্ধিবর্দ্ধনম্ ॥ ৪৪ ॥

গ্রহণী গজেন্দ্র বটিকা—পারদ, গন্ধক, লৌহ, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ, হিং, শঠী, তালীশপত্র, মুথা, ধনিয়া, জীরা, সৈন্ধব লবণ, ধাইফুল, আতইস, শুঁঠ, ঝুল, হরীতকী, বেল, তেজপত্র, জাতীফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, ছোট এলাচি, বালা, বেলশুঁঠ ও মেথী, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ গ্রহণপূর্ব্বক সিদ্ধি পাতার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে গ্রহণী, অজীর্ণাদি বিবিধ রোগ আরাম হয় ॥ ৪৪ ॥

মহাগন্ধকম্।

রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং গ্রাহ্যমেকং সুশোভিতম্।
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা মৃদুপাকেন সাধয়েৎ ॥
জাত্যাঃ ফলং তথা কোষো লবঙ্গারিষ্টপত্রকে।
এতেষাং কর্ষমাত্রেণ তোয়েন সহ মর্দ্দয়েৎ ॥
মুক্তাগৃহে চ সংস্থাপ্যং পুটপাকেন সাধয়েৎ।
গুঞ্জাষট্‌ক-প্রমাণেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ ॥
এতৎ প্রোক্তং কুমারাণাং রক্ষণায় মহৌষধম্।
জ্বরঘ্নং দীপনঞ্চৈব বলবর্ণ-প্রসাধনম্ ॥
দুর্ব্বারং গ্রহণীরোগং জয়ত্যেব প্রবাহিকাম্।
সূতিকাঞ্চ জয়েদেতদপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতাম্ ॥
কাসশ্বাসাতিসারঘ্নং বাজীকরণমুত্তমম্।
বালরোগং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্ ॥
পিশাচা দানবা দৈত্যা বালানাং যে বিঘাতকাঃ।
যত্রৌষধবরস্তিষ্ঠেৎ তত্র সীমাং ত্যজন্তি তে ॥
বালানাং গদযুক্তানাং স্ত্রীণাঞ্চাপি বিশেষতঃ।
মহাগন্ধকমেতদ্ধি সর্ব্বব্যাধি-নিসূদনম্ ॥ ৪৫ ॥

মহাগন্ধক—পর্পটী ৪ তোলা, জাতীফল, জয়িত্রী, লবঙ্গ ও নিমপাতা চূর্ণ প্রত্যেক ২ দুই তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক জল সহ পেষণ করিয়া ঝিনুকের মধ্যে পূরিয়া পুটপাক করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মুথার রসাদি অনুপানে সেবন করিলে গ্রহণী, অতীসারাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট

হইয়া থাকে। ইহা বালকদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর জানিবে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীবৈদ্যনাথবটিকা।

রসস্য শানং সংগৃহ্য কাঞ্জিকেন তু শোধয়েৎ।
চিত্রকস্য রসেনাপি ত্রিফলায়াশ্চ বুদ্ধিমান্॥
রসার্দ্ধং গন্ধকং শুদ্ধং ভৃঙ্গরাজরসেন ব।
তাভ্যাং সংমূর্চ্ছনং কৃত্বা স্বরসৈঃ শানসম্মিতৈঃ
খল্লয়েত্তু শিলাখল্লে ক্রমশো বক্ষ্যমাণজৈঃ।
নির্গুণ্ডী মণ্ডুকী শ্বেতা কুচেলা গ্রীষ্মসুন্দরৈঃ॥
ভৃঙ্গাহ্বকেশরাজৈশ্চ জয়েন্দ্রাশনকোৎকটৈঃ।
সর্ষপাভ্যাং বটীং কৃত্বা দদ্যাত্তাং গ্রহণীগদে॥
সামবাতেঽগ্নিমান্দ্যে চ জ্বরে প্লীহোদরেষু চ।
বাতশ্লেষ্ম বিকারেষু তথা শ্লেষ্মগদেষু চ॥
দধিমস্তু বিনিক্ষিপ্য মর্দ্দয়িত্বা যথাবলম্।
দাতব্যা গুড়িকাঃ সপ্ত রোগিণে গ্রহণীগদে॥
অম্লতক্রানি সেবাস্তু কুর্ব্বীত স্বেচ্ছয়া বহুঃ।
শ্রীমতা বৈদ্যনাথেন লোকানুগ্রহকারিণা।
স্বপ্নান্তে ব্রাহ্মণস্যেয়ং ভাষিতা লিখিতেন তু॥ ৪৬॥

শ্রীবৈদ্যনাথ বটিকা—অর্দ্ধ তোলা পারদ কাঁজি, চিতামূলের রস ও ত্রিফলার ক্বাথে ১ বার করিয়া শোধন পূর্ব্বক ভৃঙ্গরাজের রসে শোধিত গন্ধক সহ মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া নিসিন্দা, থানকুনী, শ্বেতাপরাজিতা, আকনাদি, গিমা, কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, জয়িত্রী, সিদ্ধিপাতা ও ওকরা পাতার রসে এক এক বার মর্দ্দন পূর্ব্বক সরিষা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। দধির মাত সহ ৭ সাত দিবস সেবন করিলে গ্রহণী রোগ আরাম হয়। ইহা অনুপান ভেদে সেবন করিলে আমবাতাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। পথ্য সজল তক্র ॥ ৪৬ ॥

পক্কেষ্টকা-হরিদ্রাভ্যামাগার-ধূমকেন চ।
শোধিতং পারদঞ্চৈব কর্ষার্দ্ধং তুলয়া ধৃতম্॥
ভৃঙ্গরাজরসৈঃ শুদ্ধং গন্ধকং রসসম্মিতম্।
তাভ্যাং কজ্জলিকাং কৃত্বা ভাবয়েত্তত্ভেষজৈঃ॥
সিন্ধুবারদলরসে মণ্ডুকপর্ণিকারসে।
কেশরাজ রসে চাপি গ্রীষ্মসুন্দরজে-রসে॥
রসেঽপরাজিতায়াশ্চ সোমরাজী রসে তথা।
রক্তচিত্রক-পত্রোত্থে রসে চ পরিভাবিতম্॥
রসমানসমানেন চ্ছায়ায়াং শোষয়েদ্ভিষক্।
সর্ষপাভাশ্চ গুড়িকাঃ কারয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
ততঃ সপ্তবটীর্দদ্যাদ্ দধিমস্তু-সমাপ্লুতাঃ।
নিত্যং দধ্না চ ভোক্তব্যঃ কোষ্ঠদুষ্টি-নিবৃত্তয়ে॥
গ্রহণীমতীসারঞ্চ জ্বরদোষঞ্চ নাশয়েৎ।
অগ্নিদার্ঢ্যকরং শ্রেষ্ঠমামপর্পটিকাহ্বয়ম্॥ ৪৭॥

খসর্পণ বটী—১ তোলা পরিমাণ পারদ ইট চূর্ণ, হরিদ্রাচূর্ণ ও ঝুল দ্বারা ক্রমে ক্রমে শোধন পূর্ব্বক ভৃঙ্গরাজের রসে শোধিত ১ তোলা গন্ধক সহ মর্দ্দন করতঃ কজ্জলী করিয়া তাহা নিসিন্দা পাতা, থানকুনী, কেশুরিয়া, গিমা, অপরাজিতা, সোমরাজী ও রক্ত চিতার পাতা, ইহাদের রস দ্বারা ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ছায়ায় শুকাইয়া সর্ষপ প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা দধির মাতের সহিত সেবন করিলে ৭ সাত দিনের মধ্যে গ্রহণী প্রভৃতি ব্যাধি বিনষ্ট হয়। রোগীকে দধি সহ অন্ন পথ্য দিবে॥ ৪৭ ॥

অভ্রবটিকা।

অথ শুদ্ধস্য সূতস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ।
প্রত্যেকং কর্ষমানস্তু গ্রাহ্যং রসগুণৈষিণা॥
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা ব্যোমচূর্ণং প্রদাপয়েৎ
কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নির্গুণ্ড্যাশ্চিত্রকস্য চ॥
গ্রীষ্মসুন্দরকস্যাথ জয়ন্ত্যাঃ স্বরসং তথা।
মণ্ডুকপর্ণ্যাঃ স্বরসং তথা শক্রাশনস্য চ॥
শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ স্বরসং পর্ণসম্ভবম্।
দাপয়েৎ তত্র তুল্যঞ্চ বিধিজ্ঞঃ কুশলো ভিষক্॥
রসতুল্যং প্রদাতব্যং চূর্ণং মরিচ-সম্ভবম্।
দেয়ং রসার্দ্ধ-ভাগেন চূর্ণং টঙ্কন-সম্ভবম্॥
শুভে শিলাময়ে পাত্রে কর্ষয়েদ্বং প্রযত্নতঃ।
শুষ্কমাতপসংযোগাদ্ বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
কলায়-পরিমানাস্তু খাদেত্তাস্তু প্রযত্নতঃ।
দৃষ্ট্বা বয়শ্চাগ্নিবলং যথাব্যাধ্যনুপানতঃ॥
হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাস বাতশ্লেষ্মভবং রুজম্।
পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠো বলবর্ণাগ্নি-বর্দ্ধনঃ॥
জ্বরে চৈবাতীসারে চ সিদ্ধ এব প্রয়োগরাট্।
নাতঃ পরতরঃ শ্রেষ্ঠো বিদ্যতেঽভ্ররসায়নাৎ॥

চাতুর্থকে জ্বরে শ্রেষ্ঠঃ সূতিকাতঙ্কনাশনঃ।
ভোজনে শয়নে পানে নাস্ত্যত্র নিয়মঃ কচিৎ।
দধি চাবশ্যকং ভক্ষ্যং প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ ॥৪৮॥

অভ্র বটিকা—পারদ, গন্ধক, অভ্র ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে ২ দুইতোলা, সোহাগার খৈ ১তোলা একত্র করিয়া কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দা, চিতা, গিমা, জয়ন্তী, থানকুনী, সিদ্ধি, শ্বেত অপরাজিতা, ও পাণ, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমাণ রস দ্বারা এক এক বার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া কলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ অনুপান ভেদে সেবন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ৪৮ ॥

মহাভ্রবটী।

অভ্রকং পুটিতং তাম্রং লৌহ গন্ধক পারদম্।
কুনটী টঙ্কনক্ষারং ত্রিফলা চ পলং পলম্ ॥
গরলস্ত তথা মাষ চতুষ্কঞ্চৈব চূর্ণয়েৎ।
তৎসর্ব্বং ভাবয়েদেষাং রসৈঃ প্রত্যেকশঃ পলৈঃ।
দেবরাজাশনাখ্যস্ত কেশরাজাখ্যকস্ত চ।
সোমরাজস্ত ভৃঙ্গাখ্যরাজস্ত শ্রীফলস্ত চ ॥
পারিভদ্রাগ্নিমন্থস্ত বৃদ্ধদারস্ত তুম্বুরোঃ।
মণ্ডূকপর্ণী নিগুণ্ডী পুতিকোস্মত্তকস্ত চ ॥
শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ জয়ন্ত্যাশ্চার্দ্রকস্ত চ।
গ্রীষ্মসুন্দরকস্তাটরূষকস্ত রসেন তু ॥
রসৈস্তাম্বূলবল্ল্যাশ্চ পত্রোত্থৈর্ভাবয়েৎ পৃথক্।
দ্রবে কিঞ্চিৎ স্থিতে চূর্ণং মরিচস্ত পলং ক্ষিপেৎ ॥
ততশ্চৈব বটীং কুর্য্যাৎ মাত্রাং দদ্যাদ্ যথোচিতাং।
জ্বরে চৈবাতীসারে চ কাসে শ্বাসে ক্ষয়ে তথা ॥
সন্নিপাতজ্বরে চৈব বিবিধে বিষমজ্বরে।
ক্ষয়রোগেষু সর্ব্বেষু ক্ষীণশুক্রে চ যক্ষ্মণি ॥
গ্রহণ্যাং চিরভূতায়াং সূতিকায়াং বিশেষতঃ।
শোথে শূলে তথাসাধ্যে স্থবিরে চামবাতকে ॥
মন্দানলেঽবলে চৈব সকলে শ্লেষ্মজে গদে।
পীনসেঽপীনসে চৈব পক্কেঽপক্কে বিশেষতঃ ॥
বাতশ্লেষ্মণি বাতে বা বিবিধে চেন্দ্রিয়স্থিতে।
বাতবৃদ্ধে বৃতে পিত্তে বলাসেনাবৃতেঽপি চ ॥
অষ্টবুদররোগেষু কুষ্ঠরোগে প্রশস্ততে।
অজীর্ণে কর্ণরোগে চ কৃশে স্থূলে চ যক্ষ্মণি ॥
অয়ং সর্ব্বগদেষ্বেব রসো বৈ পরিকীর্ত্তিতঃ।
মহাভ্রবটিকা সেয়ং পরং শ্রেষ্ঠা রসায়নে ॥ ৪৯ ॥

মহাভ্র বটী—অভ্র, তাম্র, লৌহ, গন্ধক, পারদ, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ, যবক্ষার ও ত্রিফলা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও বিষ ॥০ অর্দ্ধ তোলা, এই সমস্ত পদার্থ একত্র মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধিপাতা, কেশুরিয়া, সোমরাজী, ভৃঙ্গরাজ, বেলপাতা, পালিধামাদারের পাতা, গণিয়ারী, বিস্তারক, ধনিয়া, থানকুনী, নিসিন্দা, নাটাকরঞ্জ, ধুতুরাপাতা, শ্বেতঅপরাজিতা, জয়ন্তী,আদা, গিমা, বাসক ও পাণ, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা রস দ্বারা ক্রমান্বয়ে ভাবনা দিয়া তরল থাকিতে উহার ৮ তোলা মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই অনুপান ভেদে সেবন করিলে গ্রহণী, অতীসারাদি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

পীযূষবল্লী রসঃ

সূতকং গন্ধকঞ্চাভ্রং তারং লৌহং সটঙ্কনম্।
রসাঞ্জনং মাক্ষিকঞ্চ শানমেকং পৃথক্ পৃথক্ ॥
লবঙ্গং চন্দনং মুস্তং পাঠা জীরক ধান্যকম্।
সমঙ্গাতিবিষা লোধ্রং কুটজেন্দ্রযবং ত্বচম্ ॥
জাতীফলং বিশ্ব-বিল্বং কনকং দাড়িমচ্ছদম্।
সমঙ্গা ধাতকী কুষ্ঠং প্রত্যেকং রসসম্মিতম্ ॥
ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকত্র কেশরাজরসৈঃ পুনঃ।
চনকাভা বটী কার্য্যাচ্ছাগী-দুগ্ধেন পেষিতা ॥
অনুপানং প্রদাতব্যং দগ্ধবিল্ব-সমং গুড়ম্।
অতীসারং জ্বরং তীব্রং রক্তাতীসার মুল্বণম্ ॥
গ্রহণীং চিরজাং হন্তি শোথং দুর্নামকং তথা।
আমশূল বিবন্ধঘ্নঃ সংগ্রহগ্রহণীহরঃ ॥
পিচ্ছাবদোষং বিবিধং পিপাসাদাহ-রোগকম্।
জ্বরাসারোচকচ্ছর্দ্দি গুদভ্রংশং সুদারুণম্ ॥
পক্কাপক্কমতীসারং নানাবর্ণং সবেদনম্।
কৃষ্ণারুণঞ্চ পীতঞ্চ মাংসধাবন সন্নিভম্ ॥
প্লীহগুল্মোদরানাহঃ সূতিকারোগসঙ্করম্ ॥
অসৃগ্দরং নিহন্ত্যেব বন্ধ্যানাং গর্ভদং পরম্ ॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহানপি বিংশতিম্।
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু মাসার্দ্ধেনাত্র সংশয়ঃ ॥
পীযূষবল্লী বটিকা অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতা পুরা।
কশ্যপায় দদেঽশ্বিভ্যাং ততঃ প্রাপ প্রজাপতিঃ ॥
ধন্বন্তরিস্ততঃ প্রাপ দৈবতানাং পণ্ডিততঃ।
পরম্পরা প্রাপ্ত এব রসস্ত্রৈলোক্যদুর্লভঃ ॥ ৫০ ॥

রস—পারদ, গন্ধক, অভ্র, রৌপ্য, লৌহ, সোহাগা, রসাঞ্জন, স্বর্ণমাক্ষিক, লবঙ্গ, রক্তচন্দন, মুথা, আকনাদি, জীরা, ধনিয়া, বরাহক্রান্তা, আতইষ, লোধ, কুড়চি, ইন্দ্রযব, দারুচিনি, জাতীফল, শুঠ, নিমফল, ধুতুরাবীজ, দাড়িমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, ধাইফুল ও কুড়, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেক ।০ অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ছাগ দুগ্ধ সহ পেষণ পূর্ব্বক চণক প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা কচিবেল পোড়া ও ইক্ষুগুড়সহ সেবন করিলে গ্রহণী, রক্তাতীসার, শোথাদি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ৫০ ॥

শ্রীনৃপতিবল্লভঃ।

জাতীফল লবঙ্গাব্দ ত্বগেলা টঙ্গ রামঠম্।
জীরকং তেজপত্রঞ্চ যমানী বিশ্বসৈন্ধবম্॥
লৌহমভ্রং রসো গন্ধস্তাম্রং প্রত্যেকশঃ পলম্।
মরিচং দ্বিপলং দত্ত্বাচ্ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ॥
ধাত্রীরসেন বা পেষ্যাং বটিকাং কুরু যত্নতঃ।
শ্রীমদ্‌গহননাথেন বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতঃ ॥
স্বর্ণাবত্তেজসা চায়ং রসো নৃপতিবল্লভঃ।
অষ্টাদশ বটীঃ খাদেৎ পবিত্রঃ সূর্য্যদর্শকঃ॥
হন্তি মন্দানলং সর্ব্বমামদোষ বিসূচিকাম্।
প্লীহ-গুল্মোদরাষ্ঠীলা যকৃৎ পাণ্ডুসকামলাম্॥
হৃচ্ছূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ পার্শ্বশূলং তথৈব চ।
কটীশূলং কুক্ষিশূলমানাহমষ্ট-শূলকম্॥
কাসশ্বাসামবাতাংশ্চ শ্লীপদং শোথমর্ব্বুদম্।
গলগণ্ডং গণ্ডমালামন্নপিত্তঞ্চ গর্দ্দভীম্॥
ক্রিমিকুষ্ঠানি দদ্রূণি বাতরক্তং ভগন্দরম্।
উপদংশমতীসারং গ্রহণ্যর্শঃ প্রমেহকম্॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ মূত্রাঘাতং সুদারুণম্।
জ্বরং জীর্ণং তথা পাণ্ডুং তন্দ্রালস্যং ভ্রমং ক্লমম্॥
দাহঞ্চ বিদ্রধিং হিক্কাং স্বরগদ্গদ-মূকতাম্।
মূঢ়ঞ্চ স্বরভেদঞ্চ ব্রধ্ন বৃদ্ধি বিসর্পকান্॥
উরুস্তম্ভং রক্তপিত্তং গুদভ্রংশারুচিং তৃষাম্।
কর্ণনাসামুখোত্থাংশ্চ দন্তরোগাংশ্চ পীনসান্॥
শোথঞ্চ শীতপিত্তঞ্চ স্থাবরাদি বিষাণি চ।
বাতপিত্তকফোত্থাংশ্চ দ্বন্দ্বজান্ সান্নিপাতিকান্॥
সর্ব্বানেব গদান্ হন্তি চণ্ডাংশুরিব পাপহা।
বলবর্ণকরো হৃদ্য আয়ুষ্যো বীর্য্যবর্দ্ধনঃ॥
পরং বাজীকরঃ শ্রেষ্ঠঃ পটুদে মন্ত্রসিদ্ধিদঃ।
অরোগী দীর্ঘজীবী স্যাদ্রোগীরোগাদ্বিমুচ্যতে।
রসস্যাস্য প্রসাদেন বুদ্ধিমান্ জায়তে নরঃ॥ ৫১॥

শ্রীনৃপতিবল্লভ—জাতীফল, লবঙ্গ, মুথা, দারুচিনি, ছোটএলাইচ, সোহাগার খৈ, হিং, জীরা, তেজপত্র, যমানী, শুঁঠ, সৈন্ধবলবণ, লৌহ, অভ্র, পারদ, গন্ধক ও তামা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও মরিচ চূর্ণ ১৬তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশাইয়া ছাগদুগ্ধের সহিত বা আমলকীর রসের সহিত পেষণপূর্ব্বক ৪ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ অনুপান বিশেষে সেবন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়॥ ৫১ ॥

রসপর্পটী।

শ্রীবিন্ধ্যবাসিপাদান্ নত্বা ধন্বন্তরিঞ্চ সুরভিষজম্।
রসগন্ধক পর্পটিকাপরিপাটী-পাটবং বক্ষ্যে॥
মগ্নং রসে জয়ন্ত্যাঃ পশ্চাদেরণ্ডসম্ভূতে।
আর্দ্রকরসে চ সূতং পত্ররসে কাকমাচ্যাশ্চ॥
মগ্নমুদিতাপূর্ব্ব্যা মর্দ্দনশুষ্কং করণে গৃহ্নীয়াৎ॥
প্রস্তরভাজন মধ্যে শুদ্ধিরিয়ং পারদস্যোক্তা॥
শুকপুচ্ছ সমচ্ছায়ো নবনীত সমদ্যুতিঃ।
মসৃণঃ কঠিনঃ স্নিগ্ধঃ শ্রেষ্ঠো গন্ধক ইষ্যতে॥
কৃত্বা তদ্রং গন্ধক মিতঃ কুশলঃ ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকারম্।
তদ্‌ভৃঙ্গরাজরসৈরনন্তরং ভাবয়েৎ পাত্রে॥
তদনু চ শুষ্কং কুর্য্যাৎ ধূলিসমানঞ্চ সপ্তধা রৌদ্রে।
তদনু চ শুষ্কং চূর্ণং কৃত্বা বিন্যস্য লৌহিকামধ্যে॥
নির্ধূমবদরকাষ্ঠাঙ্গারে স্তুতং বিলাপ্য তৈলসমম্।
পাত্রস্থিত ভৃঙ্গরাজরস মধ্যে ঢালয়েন্নিপুণঃ॥
তস্মিন্ প্রবিষ্টমাত্রং কঠিনত্বং যাতি গন্ধকচূর্ণম্।
পুনরপি রৌদ্রে শুষ্কং কেতক রজসা সমানতাং নীতম্॥ শুদ্ধে সূতে শোধিত গন্ধক চূর্ণেন তুল্যতা কার্য্যা। তাবন্মর্দ্দনমনয়োর্য্যাবন্ন কর্ণেঽপি দৃশ্যতে সূতে॥ পশ্চাৎ কজ্জলসদৃশং চূর্ণং লৌহান্বিতং যত্নেন। নির্ধূম বদরকাষ্ঠাঙ্গারে স্তুতং বিলাপ্য তৈলসমম্। সদ্যোগোময় নিহিতে কদলদলে ঢালয়েন্ মৃদুনি। লৌহান্বিতমবশিষ্টং কঠিনং তন্ন গৃহীতব্যম্॥ পশ্চাৎ পর্পটরূপা পর্পটিকা

কীর্ত্যতে লোকৈঃ। ময়ুরচন্দ্রিকাকারং লিঙ্গং যত্রতু দৃশ্যতে তত্র সিদ্ধং বিজানীয়াদ্ বৈদ্যো নৈবাত্র সংশয়ঃ। সমুদিত মাত্রে ভরণা বদনীয়া পর্পটী মনুজৈঃ॥ জীরকঃ গুঞ্জে হিঙ্গোরর্দ্ধং খাদেচ্চ বাতলে জঠরে। জীরক হিঙ্গোরশনে ত্বনুপানং সলিল ধারয়া কার্য্যম্॥ রসগন্ধক পর্পটিকা ভক্ষণমাত্রে তু নাম্ভসঃ পানম্॥ প্রথমং গুঞ্জাযুগলং প্রতি-দিন মেকৈকং বৃদ্ধিতো ভক্ষ্যম্॥ দশগুঞ্জ পরিমাণান্নধি-কমদনীয়মেকবিংশতিদিনানি। বাতাতপ কোপমনশ্চিন্ত-নমাহার সময় বৈষম্যম্॥ ব্যায়ামশ্চায়াসঃ স্নানং ব্যাখ্যানম হিতমত্যন্তমপাকে স্তোকং সর্পির্জীরক ধন্যাক বেশবা-রৈশ্চ॥ সিন্ধুভবেন রন্ধন মোদনধান্যানি শালয়ো ভক্ষ্যাঃ। কৃষ্ণং বা তিঙ্গণফলমবিদ্ধকর্ণা চ বাস্তুকম্॥ অক্ষতমুদ্গাঃ সহিত ফলদল সহিতং পটোলঞ্চ। ক্রমুকফলশৃঙ্গবেরৌ ভক্ষ্যৌ শাকেষু কাকমাচী চ॥ লাবক বর্ত্তক তিত্তিরি ময়ুর মাংসঞ্চ হিততরং ভবতি। মদ্‌গুরো রোহিত মীনা বদ-নীয়ৌ কৃষ্ণ মৎস্যাশ্চ॥ নীরক্ষীরং ব্যঞ্জন মদনীয়ং পক্ক কদলঞ্চ। রম্ভা ফল দলবল্কল মূলানাং বর্জ্জনং কার্য্যম্॥ তিক্তং নিম্বাদিকমপি নাদ্যং নোষ্ণং তথাম্লঞ্চ। আনূপ-মাংস জলচর পতত্রিপললঞ্চ সর্ব্বথা ত্যাজ্যম্॥ স্ত্রীণাং সম্ভাষণমপি গড়কশ্চ কৃষ্ণমৎস্যেষু। নাম্লং ন দধি শাকং পর্পট্যা ভক্ষণে ভক্ষম্॥ গুড়খণ্ড শর্করাদিক ইক্ষুবিকারো ন ভক্ষ্য ইক্ষুশ্চ। ন দলং ন ফলং ন লতাপ্যদনীয়া কারবেল্লস্য॥ স্তোকং ঘৃতমিহ ভক্ষ্যং পথ্যে সাকাঙ্ক্ষমুখানম্। ক্ষুৎপীড়ায়াং ভোজনমবশ্যকার্য্যং মহানিশায়াঞ্চ॥ সমজলমিশ্রং পক্কং ক্ষীরং যদ্বাধিক-জলপক্কঞ্চ। কথমপি ভোজন সময়াতিক্রমজাতে জ্বরে বিরেকে চ॥ বমনেচ নারিকেল সলিলং দুগ্ধঞ্চ পাতব্যম্। স্বপ্নজাতে রমিতে বিরেকতঃ ক্ষীরমেব পাতব্যম্॥ ন জায়তে বুভুক্ষা লক্ষ্যা লক্ষ্যা প্রতীয়তে যদি বা। অশক্তি ঝিনি ঝিনি মস্তক শূলাদ্যৈর্ন্নিমবার্য্যা॥ কিং বহুবাচ্যং রোগী যদা যদা ভবতি সাকাঙ্ক্ষঃ। পায়য়িতব্যং দুগ্ধং তদা তদা নির্ভয়ীভুয়॥ বিহিতাকরণে চান্যমবিহিত করণে চ রোগখিন্নানাম্। ব্যাপত্তয়োঽপি বহুধা দৃষ্টা প্রমাণিকৈ-র্ব্বহুশঃ। তস্মাদবধাতব্যং ভবিতব্যং ভোজনে নিপুণৈঃ এবমিয়ং ক্রিয়মাণা ভবতি শ্রেয়স্করী নিয়তম্॥ অর্শো-রোগং গ্রহণীং সামাং শূলাতি সারৌ চ। কামল পাণ্ডু-ব্যাধিং প্লীহানঞ্চাতি দারুণং হন্তি॥ গুল্মজলোদরভস্মক রোগং হন্ত্যামবাত্যংশ্চ॥ অষ্টাদশৈব কুষ্ঠান্যশেষ শোথাদি রোগাংশ্চ॥ ইয়মম্লপিত্ত শমনী ত্রিদোষ দমনী ক্ষুধাতি-কমনীয়া। অগ্নিং নিমগ্নমুদরে জ্বালাজটিলং করো-ত্যাশু॥ রসগন্ধক পর্পটিকা ত্বপবার্য্য ব্যাধিসংঘাতম্ বলিপলিত শূন্যং পুরুষং দীর্ঘায়ুষং কুরুতে॥ ব্যাধি প্রভাব হরণাদপমৃত্যুত্রাস নাশকরণাচ্চ। মর্ত্ত্যানামমৃত ঘটী রসগন্ধক পর্পটী জয়তি॥ শম্ভুং প্রণম্য ভক্ত্যা পূজাং কৃত্বা চ বিষ্ণুচরণাব্জে। রসগন্ধকপর্পটিকা ভক্ষ্যা তেনাতি সিদ্ধিদা ভবতি॥ নৃণাং সরুজাং ধ্রুবমিয়মা-রোগ্যং সতত শীলিতা কুরুতে শ্রীবৎসাঙ্ক বিনির্ম্মিতা সম্যগ্রসপর্পটী শ্রেষ্ঠা॥ উত্তমমেব হি কর্ত্তব্যং নাস্যমা-পতয়া তথা। ঔষধক্রিয়য়ৈবাত্র কর্ত্তব্যা চোত্তর ক্রিয়া॥ প্রত্যবায় বিনাশার্থং ক্ষেত্রপাল বলিং ন্যসেৎ। কৃতমঙ্গ-লকঃ প্রাতর্য্যোগিনো নামতঃ পরম্॥

ভক্ষণ পূর্ব্ব বলিদান মন্ত্রঃ। ওঁ ক্ষ ক্ষে ক্ষেত্রপালায় নমঃ। ক্ষেত্রপালস্য সামান্য বলি মন্ত্রঃ। ওঁ হ্রীং হ্রে বিদ্যাভ্যো যোগিনীভ্যো মাতৃভ্যঃ ক্ষেত্রীভ্যো ভূতেভ্যঃ শালিকীভ্যো নমো নমো হ্রী সামান্য যোগিনীনাং বলিঃ। ওঁ গন্ধক মহাকালায় স্বাহা। ব্রহ্ম কোষিণি রক্ষ রক্ষ স্বাহা। বিশেষ বলিঃ। অত্র পারদস্য নৈসর্গিক দোষ-ত্রয় শোধনঞ্চাবশ্যকং কার্য্যম্। যদুক্তং মলশিখি-বিষ নামানো রসস্য নৈসর্গিকা দোষাঃ। মূর্চ্ছাং মলেন কুরুতে শিখিনা দাহং বিষেণ হিক্কাঞ্চ। গৃহকন্যা হরতি মলং ত্রিফলা বহ্নিং চিত্রকশ্চ বিষম্। তস্মাদেভির্ব্বারান্ সংমূর্চ্ছ-য়েৎ সপ্ত সপ্তৈব ইতি॥ গৃহকন্যা ঘৃতকুমারী তস্যা দল-রসেন খল্লনম্। ত্রিফলায়াশ্চূর্ণেন খল্লনম্। চিত্রকস্য পত্ররসেন মূর্চ্ছনম্॥ তদৈব নৈসর্গিক-দোষাপহারানন্তরং জয়ন্ত্যাদিদ্রব্যচতুষ্টয়রসেন মূর্চ্ছনমধিগন্তব্যম্॥ ৫২॥

রসপর্পটী—প্রথমতঃ পারদ জয়ন্তীপাতা, ভেরেণ্ডার পাতা আদা কাকমাছির পাতা ইহাদের রসে একপ্রহর ডুবাইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া শোধন করিবে। গন্ধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তণ্ডুলাকার করিয়া ভীমরাজের রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ করিবে। পরে উক্ত গন্ধক লৌহ পাত্রে কুলকাষ্ঠের আগুনে নামাইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে ডুবাইবে। অনন্তর উক্ত শোধিত পারদ ও গন্ধক একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া লৌহ-পাত্রে কুলকাষ্ঠের আগুনে নামাইয়া গোবরপূর্ণ কদলীপত্রের পুটলীর উপরে ঢালিয়া অপর পুটলী দ্বারা চাপিয়া পর্পটী প্রস্তুত করিবে। এই পর্পটী বায়ু পূর্ণ উদররোগে ২ রতি জীরাভাজা চূর্ণ ও ১

রতি হিঙ্গুর সহিত সেবন করিবে। পর্পটী সেবন করিয়া জলপান করিবে না। ইহা প্রথম দিন ২ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ ১ রতি করিয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত বাড়াইবে, তৎপরে প্রত্যহ ১ রতি করিয়া কমাইয়া ২১ দিন পর্য্যন্ত সেবন করিবে। বায়ু সেবন, রৌদ্র সেবন, ক্রোধ, অত্যন্ত চিন্তা, আহারের সময় লঙ্ঘন, ব্যায়াম, স্নান, অধিক কথা বলা, নিম্বাদি উক্তদ্রব্য, ইক্ষুবিকার, করলা, উষ্ণান্ন, শূকরাদি ও জলচর পক্ষীর মাংসাদি, অম্লদ্রব্য, দধি, শাক, গড়ুই মৎস্য এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে। ঘৃত, সৈন্ধব, জীরা ও ধনে দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জনাদি, শালিতণ্ডুলের অন্ন, কালবেগুন, নিমুখীশাক, বাতুয়াশাক, মুগ, পটোল, গুপারি, আদা, কাকমাচীশাক, লাবাদিপক্ষীর মাংস, মাগুর, রুই ও কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য ও জলের সহিত জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ সেবন করিবে। যে কোন সময়ে ক্ষুধা হইলেই তৎক্ষণাৎ আহার করিবে। আহারের অতিক্রম হেতু জ্বর, ভেদ বা বমি হইলে ডাবের জল ও দুগ্ধ পান করিবে। স্বপ্নে শুক্রধারণ হইলে দুগ্ধ পান করিবে। রোগীর ক্ষুধার উদ্রেক হইলেই তৎক্ষণাৎ দুগ্ধ পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা গ্রহণী, অর্শঃ, পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৫২ ॥

লৌহপর্পটী।

সমৌ গন্ধরসৌ কৃত্বা কজ্জলীকৃত্য যত্নতঃ।
শুদ্ধ লৌহস্য চূর্ণন্তু রসতুল্যং প্রদাপয়েৎ।
একীকৃত্য ততো যত্নাৎ লৌহপাত্রে প্রমর্দ্দিতম্।
ঘৃতপ্রলিপ্ত দর্ব্ব্যান্তু স্বেদয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥
দ্রবীভূতং সমাহৃত্য ঢালয়েৎ কদলীদলে।
চূর্ণীকৃত্য সুখার্থায় পথ্যভুগ্‌ভিঃ প্রসেব্যতে॥
শীতোদকানুপানং বা কাথং বা ধান্য জীরয়োঃ।
লৌহেন পর্পটী হ্যেষা ভক্ষ্যা লোকস্য সিদ্ধিদা।
রক্তিকৈকাং সমারভ্য বর্দ্ধয়েদ্রক্তিকাং ক্রমাৎ।
সপ্তাহং বা দ্বয়ং বাপি যাবদারোগ্যদর্শনম্॥
সূতিকাঞ্চ জ্বরঞ্চৈব গ্রহণীমতি দুস্তরাম্।
আমশূলাতিসারাংশ্চ পাণ্ডুরোগংসকামলম্॥
প্লীহানমগ্নিমান্দ্যঞ্চ ভস্মকঞ্চ তথৈব চ।
আমবাতমুদাবর্ত্তং কুষ্ঠান্যষ্টাদশৈব তু॥
এবমাদীংস্তথা রোগান্ গরাণি বিবিধানি চ।
হন্ত্যনেন প্রয়োগেন বপুষ্মান্ নির্ম্মলঃ সুধীঃ
জীবেদ্বর্ষশতং পূর্ণং বলীপলিত-বর্জ্জিতঃ।
ভোজনং রক্তশালীনাং ত্যক্ত্বা শাকং বিদাহি চ॥
আমবাত প্রকোপঞ্চ চিন্তনং মৈথুনং তথা।
প্রাতরুত্থায় সা সেব্যা বিধিনায়ুঃ প্রবর্দ্ধিনী॥ ৫৩॥

লৌহপর্পটী—৪ ভাগ কজ্জলীসহ ২ভাগ লৌহ মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক রসপর্পটীর ন্যায় পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ইহা বনপর্পটীর নিয়মানুসারে সেবন করিবে। অনুপান শীতলজল অথবা ধনে জীরার কাথ। রোগ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত এই ঔষধ সেবন করিবে। ইহা সেবন করিয়া শাক, বিদাহীদ্রব্য, আমবাতপ্রকোপক দ্রব্য, চিন্তাও মৈথুন পরিত্যাগ করিবে। ইহা দ্বারা গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

স্বর্ণপর্পটী।

রসোত্তমং পলং শুদ্ধং হেমতোলকসংযুতম্।
শিলায়াং মর্দ্দয়েত্তাবৎ যাবদেকত্বমাগতম্॥
গন্ধকস্য পলঞ্চৈকময়ঃপাত্রে ততো দৃঢ়ে।
মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়পাণিভ্যাং যাবৎ কজ্জলতাং ব্রজেৎ॥
ততঃ পাকবিধানজ্ঞঃ পর্পটীং কারয়েৎ সুধীঃ।
রক্তিকাদিক্রমেণৈব যোজয়েদনুপানতঃ।
গ্রহণীং বিবিধাং হন্তি যক্ষ্মাণঞ্চ বিশেষতঃ।
শূলমষ্টবিধং হন্তি বৃষ্যা সর্ব্বরুজাপহা॥
"অত্রহেমোঽষ্টভাগিকত্বমুপলক্ষণমিতি-
প্রামাণিকাঃ।" ॥ ৪৪ ॥

স্বর্ণপর্পটী—৮তোলা পারার সহিত ১০ তোলা সোনা মিশাইয়া তৎসহ ৮ তোলা গন্ধক মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া রসপর্পটীর নিয়মানুসারে পর্পটী প্রস্তুত করিয়া সেই নিয়মে সেবন করিবে। ইহা দ্বারা গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চামৃতপর্পটী।

অষ্টৌ গন্ধকতোলকা রসদলং লৌহং তদর্দ্ধং শুভং।
লৌহার্দ্ধঞ্চ বরাভ্রকং সুবিমলং তাম্রং তথাভ্রার্দ্ধিকম্॥

পাত্রে লৌহময়ে চ মর্দ্দন বিধৌ চূর্ণীকৃতৈকৈকতঃ। দর্ব্ব্যা বা দয়বহ্নিনাতি মৃদুনা পাকং বিদিত্বাদলে। রম্ভায়া লঘু ঢালয়েৎ পটুরিয়ং পঞ্চামৃতা পর্পটী। খ্যাতা ক্ষৌদ্র ঘৃতা-ন্বিতা প্রতিদিনং গুঞ্জাদ্বয়ং বৃদ্ধিতঃ॥ লৌহে মর্দ্দনযোগতঃ সুবিমলং ভক্ষক্রিয়া লৌহবৎ। গুঞ্জাষ্টাবথবা ত্রিকং ত্রিগুণিতং সপ্তাহমেবং ভজেৎ॥ নানাবর্ণ গ্রহণ্যামরুচি সমুদয়ে দুষ্ট দুর্নামকাদৌ। ছর্দ্দ্যাং দীর্ঘাতিসারে জ্বর-ভরকলিতে রক্তপিত্তে ক্ষয়েঽপি॥ বৃষ্যাণাং বৃষ্যরাজ্ঞী বলিপলিত হরা নেত্ররোগৈকহন্ত্রী। তুন্দং দীপ্তস্থিরাগ্নিং পুনরপি নবকং রোগিদেহং করোতি॥

রসদলং গন্ধকার্দ্ধমিত্যর্থঃ। দীর্ঘাতিসারে চিরোত্থি-তাতীসারে॥ ৫৫॥

পঞ্চামৃতপর্পটী—গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অভ্র ১ তোলা ও তামা অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র লৌহপাত্রে মর্দ্দনপূর্ব্বক রসপর্পটীর প্রায় পর্পটী প্রস্তুত করিবে ইহা প্রত্যহ ২রতি পরিমাণে ঘৃত ও মধুসহ সেবন পূর্ব্বক প্রত্যহ ১ রতি করিয়া বাড়াইয়া ৮ রতি পর্য্যন্ত বাড়াইয়া সেবন করিবে। ইহা দ্বারা গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়॥ ৫৫॥

বিজয়পর্পটী।

গন্ধকং ক্ষুদ্রিতং কৃত্বা ভাব্যং ভৃঙ্গরসেন তু।
সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি পশ্চাচ্ছুষ্কং বিচূর্ণয়েৎ॥
চূর্ণয়িত্বায়সে পাত্রে কৃত্বা বহ্নিগতঃ সুধীঃ।
দ্রুতং ভৃঙ্গরসে ক্ষিপ্তং তত মুদ্ধৃত্য শোষয়েৎ॥
তঞ্চ গন্ধং পলকৈকং গন্ধার্দ্ধং শুদ্ধপারদম্।
সূতার্দ্ধং ভস্ম রৌপ্যঞ্চ তদর্দ্ধং স্বর্ণভস্মকম্॥
তদর্দ্ধং মৃতবৈক্রান্তং তদর্দ্ধং মৌক্তিকং ক্ষিপেৎ।
একীকৃত্য ততঃ সর্ব্বং কুর্য্যাৎ পর্পটিকাং শুভাম্॥
লৌহপাত্রে সমরসং মর্দ্দিতং কজ্জলীকৃতম্।
বদরাঙ্গার বহ্নিস্থে লৌহপাত্রে দ্রবীকৃতে॥
ময়ূরচন্দ্রিকাকারং লিঙ্গং বা যদি দৃশ্যতে।
আদ্যয়ো দৃশ্যতে সূতঃ খরপাকে ন দৃশ্যতে॥
মৃদৌ ন সম্যগ্ ভঙ্গঃ স্যাৎ মধ্যে ভঙ্গশ্চ রূপবৎ।
খরে লঘুর্ভবেদ্ ভঙ্গো রূক্ষঃ সূক্ষ্মোঽরুণচ্ছবিঃ॥
মৃদুমধ্যৌ তথা খাদ্যৌ খরস্ত্যাজ্যো বিষোপমঃ।
জরাব্যাধি শতাকীর্ণং বিশ্বং দৃষ্টা পুরা হরিঃ॥
চকার পর্পটীমেতাং যথা নারায়ণোঽমৃতম্।
আদৌ শঙ্কর মভ্যর্চ্য দ্বিজাতীন্ প্রণিপত্য চ॥
প্রভাতে ভক্ষয়েদেনাং প্রাগ্ রক্তিদ্বয়সম্মিতাম্।
রক্তিকাদি ক্রমাদ্ বৃদ্ধির্ভক্ষ্যানৈব দশোপরি॥
আরোগ্য দর্শনং যাবৎ তাবদ্ হ্রাসস্ততঃ পরম্।
অজীর্ণে ভোজনং নৈব পথ্যকালে ব্যতিক্রমে॥
ঘৃত সৈন্ধব ধন্যাক হিঙ্গুজীরক নাগরৈঃ।
শস্যতে ব্যঞ্জনং সিদ্ধং পিণ্ডে স্বাদ্বম্লমাক্ষিকম্॥
কৃষ্ণ মৎস্যেন দুগ্ধেন মাংসেন জাঙ্গলেন চ।
জাঙ্গলেষু শশচ্ছাগৌ মৎস্যৌ রোহিত-মদ্গুরৌ॥
পটোল ফলপত্রঞ্চ কৃষ্ণবার্ত্তাকুজালিকা।
সুস্বিন্নপূগৈস্তাম্বুলৈ র্লাভে কর্পূরসংযুতৈঃ॥
ক্ষুধাকালে ব্যতিক্রান্তে যদি বায়ুঃ প্রকুপ্যতি।
ঝিঞ্জিনীতে শিরঃশূলে বিরেকে বমনৌ তথা।
তৃষ্ণায়াঞ্চাধিকে পিত্তে নারিকেলাম্বু নির্ভয়ম্॥
নারিকেলপয়ঃ পেয়ং দ্বির্ভক্ষ্যং ক্ষীরমেব চ।
স্বপ্নে শুক্রচ্যুতৌ চৈব চম্পকং কদলীফলম্॥
বর্জ্জ্যং নিম্বাদিকং শাকং পাকাম্লং কাঞ্জিকং সুরাম্।
কদলীফল পত্রাজ্য ত্রপুষালাবু কর্কটি॥
কুষ্মাণ্ডং কারবেল্লঞ্চ ব্যায়ামং জাগরং নিশি।
ন পশ্যেন্ন স্পৃশেদ্ গচ্ছেৎ স্ত্রিয়ং জীবিতুমিচ্ছতি॥
যদ্যোষধে স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ কর্ত্তব্যা তু প্রতিক্রিয়া।
দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি দুঃসাধ্যাং বহুবার্ষিকীম্॥
আমশূলমতীসারং সামঞ্চৈব সুদারুণম্।
অতীসারং ষড়র্শাংসি যক্ষ্মাণং সপরিগ্রহম্॥
শোথঞ্চ কামলাং পাণ্ডু প্লীহানঞ্চ জলোদরম্।
পক্তিশূলঞ্চাম্লপিত্তং বাতরক্তং বমিং ক্রিমিম্।
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং প্রমেহান্ বিষমজ্বরান্।
বাতপিত্ত কফোত্থাংশ্চ জ্বরান্ হন্তি সুদারুণান্॥
জীর্ণোঽপি পর্পটীং কুর্ব্বন্ বপুষা নির্ম্মলঃ সুধীঃ।
জীবেদ্ বর্ষশতং শ্রীমান্ বলীপলিত-বর্জ্জিতঃ॥

প্রাতঃ করোতি সততং নিয়তং দ্বিগুঞ্জাং যস্তাং স বিন্দতি তুলাং কুসুমায়ুধস্য। আয়ুশ্চ দীর্ঘ মনঘং বপুষঃ স্থিরত্বং হানিং বলিপলিতয়োরতুলং বলঞ্চ॥ ৫৬॥

বিজয়পর্পটী—ভৃঙ্গরাজে শোধিত গন্ধক ৮ তোলা, পারদ ৪ তোলা, রূপা ২ তোলা, সোনা ১ তোলা, বৈক্রান্ত ৷৹ অর্দ্ধতোলা ও মুক্তা ।০ সিকি তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জ-লীবৎ করিয়া রসপর্পটীর ন্যায় পর্পটী প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিবে। ইহা প্রথম ২ রতি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যহ

১ রতি করিয়া বাড়াইয়া ১০ রতি পর্য্যন্ত সেবন করিলে ব্যাধি আরোগ্য হয়, ১ রতি কমাইয়া ঔষধ সেবন বন্ধ করিবে। এই ঔষধ সেবন করিতে আরম্ভকরিয়া অজীর্ণাবস্থায় অথবা ভোজন সময় অতিক্রম করিয়া আহার করিবে না। ঘৃত, সৈন্ধব, ধনে, হিং, জীরা ও শুঠী দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জন আহার করিবে। পিত্তাধিক্যরোগে মধুর ও অম্লদ্রব্য ও মধু হিতকর। শশকমংস, ছাগমাংস, রুইমাছ, মাগুরমাছ, পটোলপাতা ও কচি কাল-বেগুন সুপথ্য। আহারান্তে সিদ্ধ সুপারী ও কর্পূর সহ পান খাইবে। ভোজনকাল অতিক্রম হেতু নানা উপদ্রব উপস্থিত হইলে ডাবের জল পান করিবে। স্বপ্ন শুক্রধারণ হইলে দুগ্ধ পান করিবে। নিম্বাদি তিক্তদ্রব্য,শাক, কাঁজি, মুর', কাস, শশা, লাউ, কুমড়া, করলা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। আদৌ মৈথুন করিবে না। ব্যায়াম ও রাত্রি-জাগরণ করিবে না। ইহা দ্বারা গ্রহণী প্রভৃতি ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ৫৬ ॥

(তন্ত্রান্তরোক্তা) বিজয়পর্পটী।

রসং বজ্রং হেমতারং মৌক্তিকং তাম্রমভ্রকম্।
সর্ব্বতুল্যেন গন্ধেন কুর্য্যাদ্ বিজয়পর্পটীম্ ॥
দুর্ব্বারাং গ্রহণীং হন্তি দুঃসাধ্যাং বহুবার্ষিকীম্।
আমশূলমতীসারং চিরোত্থমতিদারুণম্ ॥
প্রবাহিকাং ষড়র্শাংসি যক্ষ্মাণং সপরিগ্রহম্।
শোথঞ্চ কামলাং পাণ্ডুং প্লীহা-গুল্ম-জলোদরম্ ॥
পক্তিশূলমম্লপিত্তং বাতরক্তং বমিং ভ্রমিম্।
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং প্রমেহান্ বিষমজ্বরান্ ॥
চতুর্ব্বিধমজীর্ণঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
জীর্ণোঽপি পর্পটীং কুর্ব্বন্ বপুষা নির্ম্মলঃ সুধীঃ।
জীবেদ্ বর্ষশতং শ্রীমান্ বলীপলিতবর্জ্জিতঃ ॥
প্রাতঃ করোতি সততং নিয়তং দ্বিগুঞ্জাং
যস্তাং স বিন্দতি তুলাং কুসুমায়ুধস্য।
আয়ুশ্চ দীর্ঘ মনঘং বপুষঃ স্থিরত্বং
হানিং বলীপলিতয়োরতুলং বলঞ্চ ॥
জরাব্যাধি সমাকীর্ণং বিশ্বং দৃষ্ট্বা পুরা হরঃ।
চকার পর্পটীমেতাং যথা নারায়ণঃ সুধাম্ ॥ ৫৭ ॥

(তন্ত্রান্তরোক্ত) বিজয়পর্পটী—পারদ, হীরা, সোণা, রূপা, মুক্তা, তাম্র ও অভ্র প্রত্যেকের ১ তোলা ও গন্ধক ৭ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক রসপর্পটীর ন্যায় পর্পটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধের সেবনবিধি ও পথ্যাদি পূর্ব্বোক্ত বিজয়পর্পটীর ন্যায় জানিবে। ইহা দ্বারা আমশূল, গ্রহণী, অতীসারাদি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ৫৭ ॥

হিরণ্যগর্ভপোট্টলী রসঃ।

একাংশো রসরাজস্য গ্রাহ্যো দ্বৌ হাটকস্য চ।
মুক্তাফলস্য চত্বারো ভাগাঃ ষড় দীর্ঘনিঃস্বনাৎ।
ত্র্যংশং বলের্বরাটাশ্চ টঙ্কনো রসপাদিকঃ।
পক্বনিম্বুকতোয়েন সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ ॥
মূষা-মধ্যে ন্যসেৎ কল্কং তস্য বক্ত্রং নিরোধয়েৎ।
গর্ত্তেঽহরত্নিপ্রমাণেন পুটে ত্রিংশৎ বনোপলৈঃ ॥
স্বাঙ্গশীতলতাং জ্ঞাত্বা রসং মূষোদরান্নয়েৎ।
ততঃ খল্লোদরে মর্দ্দ্যং সুধারূপং সমুদ্ধরেৎ ॥
এতস্যামৃতরূপস্য দদ্যাদ্ গুঞ্জা চতুষ্টয়ম্।
ঘৃতমাক্ষীকসংযুক্তমেকোনত্রিংশদূষণৈঃ ॥
মন্দাগ্নৌ রোগসংঘে চ গ্রহণ্যাং বিষমজ্বরে।
গুদাঙ্কুরে মহাশূলে পীনসে শ্বাস কাসয়োঃ।
অতীসারে গ্রহণ্যাঞ্চ ক্ষয়থৌ পাণ্ডুকে গদে।
সর্ব্বেষু কোষ্ঠরোগেষু যকৃৎ প্লীহাদিকেষু চ ॥
বাতপিত্ত-কফোত্থেষু দ্বন্দ্বজেষু ত্রিদোষে চ।
দদ্যাৎ সর্ব্বেষু রোগেষু শ্রেষ্ঠমেতদ্রসায়নম্ ॥ ৫৮ ॥

হিরণ্যগর্ভপোট্টলীরস—পারা ১ ভাগ, স্বর্ণ ২ ভাগ, মুক্তা ৪ ভাগ, কাঁসা ৬ ভাগ, গন্ধক ৩ ভাগ, কড়িভস্ম ৩ ভাগ ও সোহাগা ।০ সিকিভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পাকা লেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক মূষামধ্যে পুরিয়া লঘুপুটে ৩০ খানি বিম্ব কাষ্ঠের দ্বারা পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ৪ রতি পরিমাণে ঘৃত, মধু ও ২৯টী গোলমরিচ সহ সেবন করিলে মন্দাগ্নি গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ৫৮ ॥

গ্রহণী-মিহিরং তৈলম্।

ধন্যাকং ধাতকী লোধ্রং সমঙ্গাতিবিষা শিবা।
উশীরং বাম্বিবাহঞ্চ জলং মোচং রসাঞ্জনম্ ॥

বিল্বং নীলোৎপলং পত্রং কেশরং পদ্মকেশরম্।
গুড়ূচীন্দ্রযবশ্যামা পদ্মকং কটুরোহিণী ॥
তগরং নলদং ভৃঙ্গং কেশরাজং পুনর্নবা।
আম্র জম্বু কদম্বানাং ত্বচঃ কুটজবল্কলম্ ॥
যমানী জীরকাঞ্চৈষাং কার্ষিকাণি প্রকল্পয়েৎ।
তৈলপ্রস্থং পচেৎ সম্যক্ তক্রেণাস্তুতমেন বা।
কুটজত্বক্ কষায়েন ধান্যক ক্বথিতেন বা ॥
বুদ্ধা দোষগতিং তত্র তথান্যৌষধবারিণা ॥
এতদ্রসায়নবরং বলিপলিতনাশনম্।
হন্তি সর্ব্বানতীসারান্ গ্রহণীং সর্ব্বরূপিণীম্ ॥
জ্বরং তৃষ্ণাং তথা কাসং হিক্কাং শ্বাসং বমিং ভ্রমিম্।
সোপদ্রবং কোষ্ঠরুজং নাশয়েৎ সত্যমেবহি ॥
অর্শাংসি কামলাং মেহং শ্বয়থুং শূলমুগ্রনম্।
এতদ্ধি বৃংহণং বৃষ্যং সর্ব্বরোগ-নিবর্হণম্ ॥
বশীকরণমেতদ্ধি পুষ্যা যোগে বিপাচয়েৎ।
সায়ং স্ত্রীষু প্রকর্ত্তব্যং প্রত্যূষে রজসংসদি ॥
বিবাহাদিষু মাঙ্গল্যং বিবাদে বিজয়প্রদম্।
গর্ভস্য চলিতস্যাপি স্থাপনং পরমং শুভম্ ॥
গর্ভারম্ভে প্রকর্ত্তব্যমেতদ্ গর্ভবিবর্দ্ধনম্।
গ্রহণী-মিহিরং নাম তৈলং ভুবনমঙ্গলম্ ॥ ৫৯ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং গ্রহণ্যধিকারঃ।

গ্রহণীমিহির তৈল—উৎকৃষ্ট তিল তৈল ৪ সের, কুড়চি ছালের কাথ, বা ধানের কাথ, কিংবা তক্র, অথবা গ্রহণীনাশক অপর কোন দ্রব্যের কাথ ১৬ ষোলসের। কল্কার্থ, ধনিয়া, ধাই ফুল, লোধ, বরাহক্রান্তা, আতইস, বেণার মূল, মুথা, বালা, মোচরস, রসাঞ্জন, বেলশুঠ, নীলোৎপল, তেজপত্র, নাগেশ্বর, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ, ইন্দ্রযব শ্যামালতা, পদ্মকাষ্ঠ, কটকী, তগরপাদুকা, জটামাংসী, দারুচিনি, কেসুর, পুনর্নবা, আমছাল, জামছাল, কদমছাল, কুড়চিছাল, যমানী ও জীরা, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেক ২ দুই তোলা; যথাবিধানে এই তৈল পাক করিয়া গাত্রাদিতে মর্দ্দন করিলে গ্রহণী প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

ইতি গ্রহণী চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ অর্শোঽধিকারঃ।

দুর্নাম্নাং সাধনোপায়শ্চতুর্ধা পরিকীর্ত্তিতঃ।
ভেষজক্ষার-শস্ত্রাগ্নি-সাধ্যত্বাদাদ্য উচ্যতে ॥ ১ ॥

ঔষধ, ক্ষার, অস্ত্রক্রিয়া ও অগ্নিক্রিয়া, এই চতুর্ব্বিধ উপায়ে অর্শরোগের চিকিৎসা করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ ঔষধ বলা যাইতেছে ॥ ১ ॥

যদ্বায়োরানুলোম্যায় যদগ্নিবলবৃদ্ধয়ে।
অন্নপানৌষধদ্রব্যং তৎ সেব্যং নিত্যমর্শসৈঃ ॥ ২ ॥

যে সমস্ত অনুপান, ঔষধ ও আহার্য্য পদার্থ বায়ুর অনুলোম কারক এবং অগ্নি ও বল বৃদ্ধি করে, তাহা সমস্ত অর্শরোগীর পক্ষে হিতসাধক বলিয়া জানিবে ॥ ২ ॥

শুষ্কার্শসাং প্রলেপাদি ক্রিয়া তীক্ষ্ণা বিধীয়তে।
স্রাবিণাং রক্তমালোক্য ক্রিয়াকার্য্যাস্রপৈত্তিকী ॥ ৩ ॥

শুষ্কার্শরোগে প্রলেপাদি তীক্ষ্ণক্রিয়া হিতকর। রক্তস্রাবান্বিত অর্শরোগে রক্তপিত্তরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে ॥ ৩ ॥

স্নুক্‌ক্ষীরং রজনীযুক্তং লেপাদ্দুর্নামনাশনম্।
কোষাতকীরজোঘর্ষান্নিপতন্তি গুদোদ্ভবাঃ ॥ ৪ ॥

(১) মনসাসীজের আঠা হরিদ্রাচূর্ণ সহ মিশ্রিত করিয়া অর্শের বলিতে প্রলেপ দিলে অঙ্কুর সকল বিনষ্ট হয়।

(২) কোষাফল চূর্ণ করিয়া অর্শের বলিতে ঘর্ষণ করিলে বলি সকল পড়িয়া যায় ॥ ৪ ॥

অর্কক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং তিক্ততুম্বাশ্চ পল্লবাঃ।
করঞ্জো বস্তমূত্রঞ্চ লেপনং শ্রেষ্ঠমর্শসাম্ ॥ ৫ ॥

আকন্দর আঠা, মনসাসীজের আঠা, তিক্ত লাউর পাতা ও ডহর করঞ্জের ছাল, এই সকল দ্রব্য একত্র ছাগমূত্রের সহিত পেষণপূর্ব্বক বলিতে প্রলেপ দিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

অর্শোঘ্নী গুদজা বর্ত্তিগুড়ঘোষাফলোদ্ভবা।
জ্যোৎস্নিকামূল-কল্কেন লেপো রক্তার্শসাং হিতঃ ॥ ৬ ॥

(১) ইক্ষুগুড় ও ঘোষাফলের চূর্ণ জলে গুলিয়া অগ্নি সংযোগে পাক পূর্ব্বক তদ্দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া গুহ্যে প্রয়োগ করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয়।

(২) ঘোষালতার মূল পেষণ পূর্ব্বক গুহ্যে প্রলেপ দিলে রক্তার্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥৬॥

তুম্বীবীজং সৌদ্ভিদন্তু কাঞ্জিপিষ্টং গুড়ীত্রয়ম্।
অর্শোহরং গুদস্থং স্যাদ্দধি মাহিষমশ্নতঃ ॥ ৭ ॥

তিতলাউবীজ ও ঔদ্ভিদ লবণ সমান পরিমাণে লইয়া কাঁজির সহিত বাটিয়া তিনটী গুড়িক প্রস্তুত করতঃ গুহ্যে প্রয়োগ করিলে ও রোগীকে মাহিষ দধি সেবন করিতে দিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

মহাবোধি প্রদেশস্থ পথ্যা কোষাতকী-রজঃ।
সফেনং লেপতো হন্তি লিঙ্গবর্ত্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥

মগধদেশীয় হরীতকী চূর্ণ, ঘোষাফল চূর্ণ ও সমুদ্রফেন, এই দ্রব্যত্রয় জলসহ পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে লিঙ্গার্শ বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

অপামার্গোত্তবামূলাৎ ক্ষারঃ সহরিতালকঃ।
লিঙ্গার্শো লেপতো হন্তি চিরজাতমসংশয়ম্ ॥ ৯

আপাংমূলের ক্ষার ও হরিতাল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জলসহ পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে বহুকালীয় লিঙ্গার্শ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বাতাতীসারবদ্ভিন্নবর্চ্চাং স্বর্শাংস্যুপাচরেৎ।
উদাবর্ত্ত বিধানেন গাঢ়বিটকানি চাসকৃৎ ॥ ১০ ॥

অর্শরোগীর পাতলা বাহ্য হইলে বাতাতিসারের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। এবং মল কঠিন হইলে উদাবর্ত্তরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে ॥ ১০ ॥

বিড়্বিবন্ধে হিতং তক্রং যমানী বিড় সংযুতম্।
বাতশ্লেষ্মার্শসাং তক্রাৎ পরং নাস্তীহ ভেষজম্ ॥
তৎ প্রয়োজ্যং যথাদোষং সস্নেহং রুক্ষমেব বা।
ন বিরোহন্তি গুদজাঃ পুনস্তক্র সমাহিতাঃ ॥ ১১ ॥

অর্শরোগীর মল বদ্ধতা হইলে যমানী ও বিট লবণের সহিত তক্র পান করিতে দিবে। বাত শ্লেষ্মজনিত অর্শরোগীর পক্ষে তক্রেরতুল্য মহৌষধ দ্বিতীয় নাই। এই তক্র বাতজ অর্শরোগে মাখন না তুলিয়া এবং কফজ অর্শরোগে মাখন তুলিয়া তক্র পান করিতে দিবে। তক্র দ্বারা অর্শরোগ একবার বিনষ্ট হইলে পুনরায় উৎপন্ন হয় না ॥১১॥

ত্বচং চিত্রকমূলস্য পিষ্ট্বা কুম্ভং প্রলেপয়েৎ।
তক্রং বা দধি বা তত্র জাতমর্শোহরং পিবেৎ ॥
পিত্তশ্লেষ্ম-প্রশমনী কচ্ছু-কণ্ডু-রুজাপহা।
গুদজান্নাশয়ত্যাশু যোজিতা সগুড়াভয়া ॥ ১২ ॥

(১) চিতার মূলের ছাল পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা কলসীর ভিতর লেপিয়া সেই কলসীতে দধি পাতিয়া রাখিবে, পরে সেই দধিদ্বারা ঘোল প্রস্তুত করিয়া সেই তক্র পান করিলে অথবা সেই দধি সেবন করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) হরীতকী চূর্ণ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্ম, কচ্ছু, কণ্ডু, বেদনা ও অর্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

সগুড়াং পিপ্পলীযুক্তামভয়াং ঘৃতভর্জ্জিতাম্।
ত্রিবৃদ্দন্তীযুতাং বাপি ভক্ষয়েদানুলোমিকীম্ ॥ ১৩ ॥

(১) ঘৃতভর্জ্জিত হরীতকীচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে বায়ুর অনুলোম হইয়া অর্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) তেউড়ীচূর্ণ দন্তীমূলচূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে বায়ুর অনুলোম হইয়া অর্শরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

তিলারুষ্কর সংযোগং ভক্ষয়েদগ্নিবর্দ্ধনম্।
কুষ্ঠরোগহরং শ্রেষ্ঠমর্শসাং নাশনং পরম্ ॥ ১৪ ॥

তিল ও ভেলা চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে একত্র মিশ্রণপূর্ব্বক সেবন করিলে অত্যন্ত অগ্নিবৃদ্ধি হয়, এবং কুষ্ঠরোগ ও অর্শরোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

গোমূত্রাধ্যুষিতাং দদ্যাৎ সগুড়াং বা হরীতকীম্।
পঞ্চকোলযুতং বাপি তক্রমস্মৈ প্রদাপয়েৎ ॥ ১৫ ॥

(১) হরীতকী রাত্রেতে গোমূত্রে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয়।

(২) পঞ্চকোল চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় তক্রের সহিত সেবন করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

মৃল্লিপ্তং শূরণং কন্দং পক্ত্বাগ্নৌ পুটপাকবৎ।
অদ্যাৎ সতৈল লবণৈর্দুর্নাম্নাং বিনিবৃত্তয়ে ॥ ১৬ ॥

ওলে মাটী লেপিয়া পুট পাকের ন্যায় অগ্নিতে পাকপূর্ব্বক উহাতে তৈল ও লবণ মাখিয়া সেবন করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

স্বিন্নং বার্ত্তাকুফলং ঘোষায়াঃ ক্ষারজেন সলিলেন।
তদ্ঘৃত-ভৃষ্টং যুক্তং গুড়েনাতৃপ্তিতো যোঽত্তি ॥
পিবতি চ নূনং তক্রং তস্যাশ্বেবাতিবৃদ্ধ গুদজানি।
যান্তি বিনাশং পুংসাং সহজান্যপি সপ্তরাত্রেণ ॥ ১৭ ॥

ঘোষাফলের ক্ষারজলের সহিত স্বিন্ন বেগুন ঘৃতে ভাজিয়া ইক্ষুগুড় সহ তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিয়া পশ্চাৎ তক্রপান করিলে ৭ সাত দিনের মধ্যে অতি প্রবল অর্শরোগ নিশ্চয় বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

অসিতানাং তিলানাঞ্চ প্রকুঞ্চাং শীতবার্য্যনু।
খাদতোঽর্শাংসি নশ্যন্তি দ্বিজদার্ঢ্যাঙ্গপুষ্টিদম্ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণতিল উপযুক্ত পরিমাণে ভোজনপূর্ব্বক পশ্চাৎ শীতল জল পান করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হয়, দন্ত দৃঢ় হয় এবং সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮

নাগরাদ্যো মোদকঃ।

সনাগরারুষ্কর-বৃদ্ধদারকং
গুড়েন যো মোদকমত্যুদারকম্।
অশেষ-দুর্নামক-রোগ-দারকং
করোতি বৃদ্ধং সহসৈব দারকম্ ॥
চূর্ণে চূর্ণসমো দেয়ো মোদকঃ দ্বিগুণো গুড়ঃ ॥১৯ ॥

নাগরাদ্য মোদক—শুঠচূর্ণ, ভেলাবীজ চূর্ণ ও বিদ্ধারকবীজ চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিগুণ ইক্ষুগুড়ের সহিত পাকপূর্ব্বক মোদক প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অর্শরোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

লবণোত্তমাদি-চূর্ণম্।

লবণোত্তম-বহ্নি-কলিঙ্গ-যবান্
চিরবিল্ব-মহাপিচুমর্দ্দযুতান্।
পিব সপ্তদিনং মথিতালুলিতান্
যদি মর্দ্দিতুমিচ্ছসি পায়ুগদান্ ॥ ২০ ॥

সৈন্ধবলবণ, চিতার মূল, ইন্দ্রযব, যব, ডহর করঞ্জের বীজ ও মহানিম্বের ছাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণপূর্ব্বক প্রত্যহ উপযুক্ত পরিমাণে মন্থিত (ঘোল) সহ সেবন করিলে অর্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥২০॥

স্বল্পশূরণমোদকঃ।

মরিচ মহৌষধ চিত্রকস্য শূরণ ভাগা যথোত্তরং দ্বিগুণাঃ।
সর্ব্ব-সমো গুড়ভাগঃ সেব্যোঽয়ং মোদকঃ সিদ্ধফলঃ ॥
জ্বলনং জ্বলয়তি জাঠরমুন্মূলয়তি গুল্মশূলগদান্।
নিঃশেষয়তি শ্লীপদমবশ্যমর্শাংসি নাশয়ত্যাশু ॥ ২১ ॥

স্বল্পশূরণমোদক—মরিচচূর্ণ ১ ভাগ, শুণ্ঠী চূর্ণ ২ ভাগ, চিতা মূলচূর্ণ ৪ ভাগ ও ওলচূর্ণ ৮ ভাগ, ইক্ষুগুড় সমস্তে সমান যথানিয়মে পাকপূর্ব্বক এই মোদক প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে অত্যন্ত জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয় এবং উদর, গুল্ম, শূল, শ্লীপদ ও অর্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

বৃহচ্ছূরণমোদকঃ।

শূরণষোড়শ ভাগা বহ্নেরষ্টৌ মহৌষধস্যাতঃ।
অর্দ্ধেন ভাগা যুক্তির্মরিচস্য ততোঽপি চার্দ্ধেন ত্রিফলা ॥
কণা সমূলা তালীশারুষ্কর ক্রিমিঘ্নানাম্।
ভাগা মহৌষধসমা দহনাংশা তালমূলী চ।
ভাগঃ শূরণ-তুল্যো দাতব্যো বৃদ্ধদারকস্যাপি।
ভৃঙ্গৈলে মরিচাংশে সর্ব্বাণ্যেকত্র সংচূর্ণ্য ॥
দ্বিগুণেন গুড়েন যুতঃ সেব্যোঽয়ং মোদকঃ প্রকামধনৈঃ
গুরু বৃষ্য ভোজ্য রহিতৈর্ম্বিতরৈর্ব্বৃপত্রবং কুর্য্যাৎ ॥
ভস্মক মনেন জনিতং পূর্ব্বমগস্ত্যস্য প্রয়োগরাজেন।
ভীমস্য মারুতেরপি যেন তৌ মহাশনৌ জাতৌ ॥
অগ্নি বল বৃদ্ধি হেতুর্কেবলং শূরণো মহাবীর্য্যঃ।
প্রভবতি শস্ত্রক্ষারাগ্নিভির্বিনাপ্যর্শসামেষঃ ॥
শ্বয়থুশ্লীপদ গরজিদ্গ্রহণীঞ্চ তথা হিক্কামনিজাম্।
নাশয়তি বলীপলিতং মেধাং কুরুতে বৃষত্বঞ্চ ॥

হিক্কাং শ্বাসং কাসং সরাজযক্ষ্ম প্রমেহাংশ্চ।
প্লীহানকাথোগ্রং হন্তীতি রসায়নং পুংসাম্॥ ২২॥

বৃহচ্ছুরণমোদক—ওলচূর্ণ ১৬ তোলা, চিতার মূলচূর্ণ ৮ তোলা, শুঁঠচূর্ণ ৪ তোলা, মরিচচূর্ণ ২ তোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেরা, পিপুল, পিপুলমূল, তালীশপত্র, ভেলা ও বিড়ঙ্গচূর্ণ ৪ তোলা, তালমূলীচূর্ণ ৭ তোলা, বিস্তারকচূর্ণ ১৬ তোলা, দারুচিনিচূর্ণ ২ তোলা, ছোট এলাচিচূর্ণ ২ তোলা এবং পুরাতন ইক্ষু গুড় সমস্ত চূর্ণ দ্রব্যের দ্বিগুণ, যথানিয়মে এই মোদক প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে অর্শাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া গুরুপাক ও বলকারক দ্রব্য আহার করিবে॥ ২২॥

শ্রীবাহুশালো গুড়ঃ।

ত্রিবৃত্তেজোবতী দন্তী শ্বদংষ্ট্রা চিত্রকং শঠী।
গবাক্ষী মুস্ত-বিশ্বাহ্ব বিড়ঙ্গানি হরীতকী॥
পলোন্মিতানি চৈতানি পলান্যষ্টৌ ত্বরুষ্করাৎ।
ষট্পলং বৃদ্ধদারস্য শূরণস্য চ ষোড়শঃ॥
জলদ্রোণদ্বয়ে ক্কাথং চতুর্ভাগাবশেষিতম্।
পূতস্তু তং রসং ভূয়ঃ ক্কাথ্যেভ্যস্ত্রিগুণো গুড়ঃ॥
লেহং পচেত্তু তং তাবৎ যাবদ্দর্ব্বী প্রলেপনম্।
অবতার্য্য ততঃ পশ্চাচ্চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ॥
ত্রিবৃত্তেজোবতী কন্দ চিত্রকান্ দ্বিপলাংশিকান্।
এলা ত্বগ্ মরিচঞ্চাপি গজাহ্বাঞ্চাপি ষপটলম্॥
দ্বাত্রিংশৎপলমত্র চূর্ণং দত্ত্বা নিধাপয়েৎ।
ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত জীর্ণে ক্ষীররসাশনঃ॥
পঞ্চগুল্মান্ প্রমেহাংশ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
জয়েদর্শাংসি সর্ব্বাণি তথা সর্ব্বোদরাণি চ॥
দীপয়েদ্গ্রহণীং মন্দাং যক্ষ্মাণমপকর্ষতি।
পীনসে চ প্রতিশ্যায়ে আঢ্যবাতে তথৈব চ॥
অয়ং সর্ব্বগদেষ্বেব কল্যাণো লেহ উত্তমঃ।
দুর্নামারিরয়ঞ্চাপ্ত দৃষ্টো বরসহস্রশঃ॥
ভবন্ত্যেনং প্রযুঞ্জানাঃ শতবর্ষং নিরাময়াঃ।
আয়ুষো দৈর্ঘ্যজননো বলীপলিত-নাশনঃ॥
রসায়নবরশ্চৈব মেধাজনন উত্তমঃ।
হঃ শ্রীবাহুশালোহয়ং দুর্নামারিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সুখমর্দ্দঃ খরস্পর্শো গন্ধবর্ণরসান্বিতঃ।
পীড়িতো ভজতে মুদ্রাং গুড়ঃ পাকমুপাগতঃ॥ ২৩॥

শ্রীবাহুশালগুড়—তেউরী মূল, চই, দন্তীমূল, গোক্ষুর, চিতার মূল, শঠী, রাখালশশা, মুথা, বেলশুঁঠ, বিড়ঙ্গ ও হরীতকী, ইহাদের প্রত্যেক ৮ তোলা, ভেলা ৬৪তোলা, বিস্তারক ৪৮ তোলা, ওল ১২৮ তোলা, কাথার্থ জল ১১৮ সের, শেষ ক্কাথ ৩২ সের, এই ক্কাথ ছাকিয়া উহাতে ৯৪৮ তোলা পুরাতন ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে উহাতে তেউড়ীমূল চূর্ণ ১৬ তোলা, ওল চূর্ণ ১৬ তোলা, চিতামূল চূর্ণ ১৬ তোলা, ছোট এলাচি চূর্ণ ৪৮, দারুচিনি চূর্ণ ৪৮ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৪৮ তোলা ও গজপিপুলচূর্ণ ৪৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে এই ঔষধ প্রত্যহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে অর্শাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৩॥

প্রাণদা গুড়িকা।

ত্রিপলং শৃঙ্গবেরস্য চতুর্থং মরিচস্য চ।
পিপ্পল্যাঃ কুড়বার্দ্ধঞ্চ চব্যাশ্চ পলমেব চ।
তালীশপত্রস্য পলং পলার্দ্ধং কেশরস্য চ।
দ্বে পলে পিপ্পলীমূলার্দ্ধকর্ষঞ্চ পত্রকাৎ॥
সূক্ষ্মৈলাকর্ষমেকঞ্চ কর্ষঞ্চ মৃণ্ডমৃণালয়োঃ।
গুড়াৎ পলানি ত্রিংশচ্চ চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ॥
অক্ষপ্রমাণ-গুড়িকা প্রাণদেতি প্রকীর্ত্তিতা।
পূর্ব্বং ভক্ষ্যাচ্চ পশ্চাচ্চ ভোজনস্য যথাবলম্॥
মদ্যং মাংসরসং যূষং ক্ষীরং তোয়ং পিবেদনু।
হন্ত্যর্শাংসি সর্ব্বাণি সহজান্যস্রজান্যপি॥
বাতপিত্ত কফোত্থানি সন্নিপাতোদ্ভবানি চ।
পানাত্যয়ে মূত্রকৃচ্ছ্রে বাতরোগে গলগ্রহে॥
বিষমজ্বরে মন্দোঽগ্নৌ পাণ্ডুরোগে তথৈব চ।
ক্রিমিহৃদ্রোগিণাঞ্চৈব গুল্মশূলার্ত্তিনাং তথা॥
শ্বাসকাসপরীতানামেষা স্যাদমৃতোপমা।
শুণ্ঠ্যাঃ স্থানেঽভয়া দেয়া বিড়গ্রহে পিত্তপায়ুজে॥
প্রাণদায়াং সিতা দেয়া চূর্ণমানাচ্চতুর্গুণা।
অম্লপিত্তাগ্নিমান্দ্যাদৌ প্রযোজ্যা গুদজাতুরে॥
পক্বেন্দুং গুড়িকাঃ কার্য্যা গুড়েন সিতয়াথবা।
পরং হি বহ্নি সংসর্গাল্লঘিমানং ভজন্তি তাঃ॥ ২৪॥

প্রাণদা গুড়িকা—শুঠ ২৪ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ১৬ তোলা, চই ৮তোলা, তালীশ-পত্র ৮ তোলা, নাগেশ্বর ৪ তোলা, পিপুলমূল

১৬ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, ছোট এলাইচ ২ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, বেণারমূল ১ তোলা ও পুরাতন গুড় ২৪০ তোলা। এই সকল একত্রে পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ।০ চারিআনা বা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ভোজনের পর দিবসে ২ বার সেবন করিবে। ঔষধ ব্যবহার করিলে বাতশ্লেষ্মজ অর্শঃরোগে মস্ত, বাতিক অর্শঃরোগে মাংস রস, পিত্তজ অর্শঃরোগে দুগ্ধ, কফার্শে মুগের যুষ এবং সান্নিপাত জনিত অর্শে উষ্ণজল পান করিতে দিবে। পিত্তজ অর্শঃরোগে দাস্ত বন্ধ থাকিলে শুণ্ঠীর পরিবর্ত্তে হরীতকী দিবে। এই ঔষধের ৪ গুণ চিনি মিলিত করিয়া অগ্নিমান্দ্য ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগে ব্যবহার করাইবে। ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ অর্শঃ রোগ এবং অন্যান্য বহুবিধ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

রক্তার্শসামুপেক্ষেত রক্তমাদৌ স্রবেত্তিষক্।
দুষ্টাস্রে নিগৃহীতে তু শূলানাহাবসৃগ্‌গদাঃ ॥ ২৫ ॥

চিকিৎসক রক্তার্শরোগে রক্তস্রাব বন্ধ না করিয়া দূষিতরক্ত নিঃসারিত করিয়া ফেলিবেন। কারণ দূষিত রক্ত নির্গত না হইলে শূলবেদন অনাহ ও রক্তদোষজনিত বিবিধ ব্যাধি উৎপন্ন হয় ॥ ২৫ ॥

শক্রকাথঃ সধিখো বা কিংবা বিল্বশলাটবঃ।
যোজ্যা রক্তার্শসৈস্তদ্বৎ জ্যোৎস্নিকামূললেপনম্ ॥ ২৬ ॥

(১) কুড়্‌চিছালের কাথ শুঁঠচূর্ণ প্রলেপ দিয়া পান করিলে রক্তার্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) বেলশুঁঠের কাথ শুঠচূর্ণ প্রলেপ দিয়া পান করিলে রক্তার্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে, জানিবে।

(৩) ঘোষা লতার মূল পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে অর্শের অঙ্কুর সকল পচিয়া যায় ॥ ২৬ ॥

নবনীত তিলাভ্যাসাৎ কেশর নবনীত শর্করাভ্যাসাৎ।
দধিসর মথিতাভ্যাসাৎ গুদজাঃ শাম্যন্তি রক্তাবহাঃ ॥২৭॥

(১) মাখন ও তিল একত্র পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে রক্তার্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) নাগকেশর, মাখন ও ইক্ষুচিনি, এইদ্রব্যত্রয় একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ সেবন করিলে রক্তার্শরোগ নিবারিত হয়।

(৩) দধির সরসঞ্চিত তক্র কিয়দ্দিবস সেবন করিলে রক্তার্শরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

সমঙ্গোৎপল মোচাহ্ব তিরীট তিলচন্দনৈঃ।
ছাগক্ষীরং প্রয়োক্তব্যং গুদজে শোণিতাপহম্ ॥ ২৮ ॥

বরাহক্রান্তা, নীলোৎপল, মোচরস, লোধ, কৃষ্ণতিল ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্যের সহিত ছাগদুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে অর্শজনিত রক্তস্রাব নিবারিত হয় ॥ ২৮ ॥

কোমলং নলিনীপত্রং পিষ্ট্বা খাদেৎ সশর্করম্।
প্রাতরাজং পয়ঃ পীত্বা রক্তস্রাবাদ্বিমুচ্যতে ॥
সশর্করং কৃষ্ণতিলস্য কল্কং, বস্তীপয়োভিঃপিবতি প্রভাতে। সদ্যো হরত্যেব গুদোত্থরক্তং যোগোয়মিত্থং গিরিশ-প্রযুক্তঃ ॥
কৌটজ-কল্কমাদায় পিষ্ট্বা তক্রেণ বুদ্ধিমান্।
পীত্বা রক্তার্শসো রক্তক্ষতিমাশু নিযচ্ছতি ॥
তণ্ডুল সলিলোপেতং কল্কমপামার্গজং পিবতঃ
ক্ষীরমনুবাপ্যভীরোগুদজাঃ শাম্যন্তি রক্তবলাঃ।
দাড়িম্বস্য রসঃ পেয়ঃ শর্করামধুরীকৃতঃ॥ ২৯ ॥

(১) পদ্মের কচিপাতা ইক্ষুচিনির সহিত পেষণ পূর্ব্বক ছাগদুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে অর্শরোগীর রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে।

(২) কৃষ্ণতিল ও ইক্ষুচিনি একত্র পেষণ পূর্ব্বক ছাগদুগ্ধের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে সদ্যই অর্শরোগীর রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে।

(৩) কুড়্‌চির ছাল পেষণ পূর্ব্বক তক্রসহ সেবন করিলে অর্শজনিত রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

(৪) আপাংমূলের ছাল পেষণপূর্ব্বক তণ্ডুলোদক সহ সেবন, পশ্চাৎ ছাগ দুগ্ধ পান করিলে অর্শজনিত রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

(৫) দাড়িমের রস ইক্ষুচিনি সহ সেবন করিলে অর্শজনিত রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

কুটজলেহঃ।

কুটজত্বক্ পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ ॥
বস্ত্রপূতং পুনঃ ক্বাথং পচেল্লেহত্বমাগতম্।
ভল্লাতকং বিড়ঙ্গানি ত্রিকটু ত্রিফলা তথা ॥
রসাঞ্জনং চিত্রকঞ্চ কুটজস্য ফলানি চ ঃ
বচামতিবিষা বিল্বং প্রত্যেকঞ্চ পলং পলম ॥
গুড়াৎ পলানি ত্রিংশচ্চ চূর্ণীকৃত্য বিনিঃক্ষিপেৎ।
মধুনঃ কুড়বং দদ্যাদ্ ঘৃতস্য কুড়বং তথা ॥
এষ লেহঃ শময়তি অর্শো রক্ত সমুদ্ভবম্।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
যে চ দুর্নামজা রোগাস্তান্ সর্ব্বান্নাশয়ত্যপি।
অম্লপিত্তমতীসারং পাণ্ডুরোগমরোচকম্ ॥
গ্রহণীমার্দ্দবং কার্শ্যং শ্বয়থুং কামলামপি।
অনুপানং ঘৃতং দদ্যান্মধু তক্রং জলং পয়ঃ।
রোগানীকবিনাশায় কৌটজো লেহ উত্তমঃ ॥ ৩০ ॥

কুটজলেহ—কুড়্চিমূলের ছাল ২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া উহার সহিত পুরাতন গুড় ৩৸০ এবং ঘৃত ১ সের মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে এবং পাক পূর্ব্বক লেহবৎ ঘন হইলে ভেলা, বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, রসাঞ্জন, চিতামূল, ইন্দ্রযব, বচ, আতইস ও বেলশুঠ এই ১৪টী দ্রব্যের প্রত্যেকেরচূর্ণ ৮ তোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া নামাইবে, তৎপরে শীতল হইলে উহাতে মধু ৬৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। ইহা ব্যবহারে বাতাদি দোষ জনিত সকলপ্রকার রক্তার্শঃ, অম্ল পিত্ত, অতীসার, পাণ্ডু, অরুচি, গ্রহণী, শোথ ও কামলা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। অনুপান অবস্থা বিশেষে ঘৃত, মধু, ঘোল, শীতল জল বা ছাগ দুগ্ধ দিবে ॥ ৩০ ॥

অগ্নিমুখং লৌহম্।

ত্রিবৃচ্চিত্রক নির্গুণ্ডী স্নুহী মুণ্ডিকাজ্জটাঃ।
প্রত্যেকশোঽষ্টপলিকা জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ ॥
পলত্রয়ং বিড়ঙ্গাচ্চ ব্যোষং কর্ষত্রয়ং পৃথক্।
ত্রিফলায়াঃ পলঃ পঞ্চ শিলাজতু পলং ক্ষিপেৎ ॥
দিব্যৌষধি হতস্যাপি বৈকঙ্কত হতস্য বা।
পলদ্বাদশকং দেয়ং রুক্ম লৌহস্য চূর্ণিতম্ ॥
পলৈশ্চতুর্ব্বিংশত্যাজ্যান্মধুশর্করয়োরপি।
ঘনীভূতে সুশীতে চ দাপয়েদবতারিতে।
এতদগ্নিমুখং নাম দুর্নামান্তকরং পরম্।
মন্দমগ্নিং করোত্যাশু কালাগ্নিসমতেজসম্ ॥
পর্ব্বতানপি জীর্য্যন্তি প্রাশনাদস্য দেহিনাম্।
গুরুবৃষ্যান্নপানানি পয়ো মাংসরসো হিতঃ ॥
দুর্নাম পাণ্ডু শ্বয়থু কুষ্ঠ প্লীহোদরাপহম্।
অকালং পলিতং হন্যাদামবাতং গুদাময়ম্ ॥
ন স রোগোঽস্তি যঞ্চাপি ন নিহন্তি ক্ষণাদিদম্।
করীর কাঞ্জিকাদীনি ককারাদীনি বর্জ্জয়েৎ ॥
স্রবত্যতোঽন্যথা লৌহং দেহাৎ কিট্টঞ্চ দুর্জ্জয়ম্ ॥৩১॥

অগ্নিমুখ লৌহ—নিসিন্দা, চিতা, সিজ, তেউড়ী, মুণ্ডিরী ও ভুঁইআমলা ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৬৪ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬সের। কল্কার্থ—বিড়ঙ্গ, মরিচ, পিপুল ও শুঠ প্রত্যেকের ২৪ তোলা, ত্রিফলা মিশ্রিত ৪০ তোলা, শোধিত শিলাজতু ৮ তোলা, মনঃশিলা বা বৈকঙ্কত দ্বারা মারিত লৌহচূর্ণ ১॥০ দেড় সের, গব্যঘৃত ৩ সের এবং মধু ১॥০ দেড় সের ও চিনি ১॥০ দেড় সের। পাকের নিয়ম—প্রথমে ঘৃত একটী পাত্রে করিয়া অগ্নিসন্তাপে গলাইয়া উহাতে লৌহ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন দ্বারা কিছুক্ষণ পরে তাহাতে চিনি মিশ্রিত ক্বাথ-জল প্রদান পূর্ব্বক জ্বাল দিতে থাকিবে। যখন দেখিবে যে জলীয়াংশ নিঃশেষ হইয়াছে, সেই সময়ে উহাতে উল্লিখিত চূর্ণগুলি প্রক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে এবং শীতল হইলে মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া বলকারক দ্রব্য আহার করা বিধেয়। ইহা সেবনে অর্শঃ, পাণ্ডু ও শোথ এই সকল রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। এই ঔষধ সেবন কালীন কলা, কচু প্রভৃতি ককারাদি সমস্ত দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩১ ॥

মাণশূরণাদ্যং লৌহম্।

মাণ শূরণ ভল্লাত ত্রিবৃদ্দন্তী সমন্বিতম্।
ত্রিকত্রয়সমাযুক্তমেয়া চূর্ণাম নাশনম্ ॥ ৩২ ॥

মাণশূরণাদ্য লৌহ,—মাণকচু, ওল, ভেলা, তেউড়ী, দন্তী, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতা, মূথা ও বিড়ঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্ব চূর্ণের সমান লৌহ ভস্ম। এই সমস্ত *একত্রে মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা দুই আনা।* ইহা সেবনে অর্শরোগের শান্তি হয় ॥ ৩২ ॥

রসগুড়িকা।

রসস্ত পাদিকস্তুল্যা বিড়ঙ্গমরিচাভ্রকাঃ।
গঙ্গাপালঙ্কজ-রসে খল্লয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ॥
রক্তিমাত্রা গুদার্শোঘ্নী বহ্নেরত্যর্থদীপনী ॥ ৩৩ ॥

রসগুড়িকা—রসসিন্দূর ১ তোলা, বিড়ঙ্গ, মরিচ এবং অভ্র ইহাদের প্রত্যেকে ৪ তোলা। এই সমস্ত একত্র করিয়া গাঙ্গরাই শাকের রস দ্বারা বাটিয়া ১ রতি পরিমাণে গুড়িকা করিবে। ইহা সেবনে, গুহ্যার্শ বিনষ্ট হওত অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

নিত্যোদিতরসঃ।

মৃত সুতার্ক লৌহাভ্র বিষং গন্ধং সমং সমম্।
সর্ব্বতুল্যাংশভল্লাতফলমেকত্র চূর্ণয়েৎ।
দ্রবৈঃ শূরণ মাণোত্থৈর্ভাব্যং খল্লে দিনত্রয়ম্।
মাষমাত্রং লিহেদাজ্যৈরসৈশ্চার্শাংসি নাশয়েৎ ॥
রসো নিত্যোদিতো নাম গুদোদ্ভব কুলান্তকঃ ॥ ৩৪ ॥

নিত্যোদিতরস—পারদ, তাম্র, লৌহ, অভ্র, বিষ ও গন্ধক ইহাদিগের প্রত্যেকের সমভাগ এবং সর্ব্বসমান শোধিত ভেলা। সকল দ্রব্য গুলি একত্রে বাটিয়া ওল এবং মানকচুর রসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। মাষকলাই প্রমাণ বটী হইবে। অনুপান ছাগমাংসের যুষ বা ছাগ দুগ্ধ। এই ঔষধে সর্ব্বপ্রকার অর্শঃ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

কণ্টকিফলাত্বর্ম্বগক্ষারো গোরোচনাজলম্।
লেপমাত্রেণ বিস্রাব্য রসান্ হন্তি গুদাঙ্কুরান্ ॥ ৩৫

কাটালের ভাতার ক্ষার গোরোচনার জলের সহিত পেষণপূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে অর্শের অঙ্কুর সকল পচিয়া যায় ॥ ৩৫ ॥

ভাবিতং রজনীচূর্ণৈঃ স্নুহীক্ষীরে পুনঃ পুনঃ।
বন্ধনাৎ সুদৃঢ়ং সূত্রং ছিনত্ত্যর্শো ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

হরিদ্রাচূর্ণ মনসাসীজের আঠা একত্রে মিশ্রণ পূর্ব্বক তাহাতে ১ গাছি সূতা পুনঃ পুনঃ ভিজাইয়া সেই সূতা দ্বারা অর্শাঙ্কুরের মূলদেশ বন্ধন করিলে ঐ অঙ্কুর ছিড়িয়া পচিয়া যায় ॥ ৩৬ ॥

বেগাবরোধং স্ত্রী পৃষ্ঠযানমত্তিউৎকটকাসনম্।
যথাস্বং দোষলক্ষান্নমর্শসঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৩৭

মলমূত্রাদির বেগধারণ, স্ত্রীসহবাস, অশ্বাদিযান আরোহণ, উৎকটভাবে (উচু হইয়া) উপবেশন, এবং বাতাদি দোষজনক অন্ন সেবন, অর্শরোগী এই সকল পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৭ ॥

ইতি অর্শশ্চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথাগ্নিমান্দ্যাধিকারঃ

সারমেতচ্চিকিৎসায়াঃ পরমগ্নেশ্চ পালনম্ ॥
তস্মাদ্ যত্নেন কর্ত্তব্যং বহ্নেস্তু প্রতিপালনম্।
অস্তু দোষশতং ক্রুদ্ধং সন্তু ব্যাধিশতানি চ।
কায়াগ্নিমেব মতিমান্ রক্ষন্ রক্ষতি জীবিতম্ ॥ ১ ॥

অগ্নিকে সমভাগে রক্ষা করাই চিকিৎসকের প্রধান কার্য্য। শত দোষ এবং শতব্যাধির প্রকোপ সত্ত্বেও সর্ব্বাগ্রে অগ্নির রক্ষায় যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

সমস্ত রক্ষণং কার্য্যং বিষমে বাতনিগ্রহঃ।
তীক্ষ্ণে পিত্তপ্রতিকারো মন্দে শ্লেষ্মবিশোধনম্ ॥ ২ ॥

সমাগ্নির রক্ষা, বিষমাগ্নিতে বায়ুর শান্তি, তীক্ষ্ণাগ্নিতে পিত্তপ্রশমন এবং মন্দাগ্নিতে কফ বিশোধন করা কর্ত্তব্য ॥ ২ ॥

সৈন্ধবাদিচূর্ণম্।

সিন্ধূত্থ পথ্যা মগধোদ্ভব বহ্নিচূর্ণ
মুষ্ণাম্বুনা পিবতি যঃ খলু নষ্টবহ্নিঃ।
তস্যামিষেণ সঘৃতেন নবং নবান্নং
ভস্মীভবত্যশিতমাত্রমিহ ক্ষণেন ॥ ৩ ॥

সৈন্ধবাদিচূর্ণ—সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূল ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া উষ্ণ জলসহ সেবন করিলে অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয়। এই ঔষধ সেবন করিয়া নূতন তণ্ডুলের অন্ন এবং ঘৃতপক্ক মৎস্য ভোজন করিলেও ক্ষণ-কালের মধ্যে পরিপাক হইয়া যায়॥ ৩ ॥

হিঙ্গ্বষ্টকং চূর্ণম্।

ত্রিকটুকমজমোদা সৈন্ধবং জীরকে দ্বে
সমধরণ ঘৃতানামষ্টমো হিঙ্গুভাগঃ।
প্রথমকবলভুক্তং সর্পিষা চূর্ণমেত-
জ্জনয়তি জঠরাগ্নিং বাতরোগাংশ্চ হন্তি ॥ ৪ ॥

হিঙ্গ্বষ্টকচূর্ণ—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা ও হিং; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া ভোজনের প্রথম গ্রাসে ঘৃতের সহিত সেবন করিলে অগ্নিবৃদ্ধি ও বাতরোগ নষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

স্বল্পাগ্নিমুখচূর্ণম্।

হিঙ্গুভাগো ভবেদেকো বচা চ দ্বিগুণা ভবেৎ।
পিপ্পলী ত্রিগুণা প্রোক্তা শৃঙ্গবেরং চতুর্গুণম্ ॥
যমানিকা পঞ্চগুণা ষড়্‌গুণা চ হরীতকী।
চিত্রকং সপ্তগুণিতং কুষ্ঠমষ্টগুণং ভবেৎ ॥
এতদ্ বাতহরং চূর্ণং পীতমাত্রং প্রসন্নয়া।
পিবেদ্ দধ্না মস্তুনা বা সুরয়া কোষ্ণবারিণা ॥
সোদাবর্ত্তমজীর্ণঞ্চ প্লীহানমুদরং তথা।
অঙ্গানি যস্য শীর্য্যন্তি বিষং বা যেন ভক্ষিতম্ ॥
অর্শোহরং দীপনঞ্চ শূলঘ্নং গুল্মনাশনম্।
কাসং শ্বাসং নিহন্ত্যাশু তথৈব ক্ষয়নাশনম্।
চূর্ণমগ্নিমুখং নাম ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যতে ॥ ৫ ॥

স্বল্পাগ্নিমুখচূর্ণ—হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঠ ৪ ভাগ, যমানী ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, চিতামূল ৭ ভাগ ও কুড় ৮ ভাগ। ইহাদের প্রত্যেকটী পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ প্রসন্না (সুরার উপরিস্থ স্বচ্ছভাগ), দধি, দধির মাত, সুরা, অথবা উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে দিবে। সেবনে বায়ু, উদাবর্ত্ত, অজীর্ণ, প্লীহা উদর, অর্শঃ, শূল, গুল্ম, কাস ও ক্ষয়রোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত অগ্নি বর্দ্ধক। এই ঔষধ প্রায়ই নিষ্ফল হয় না ॥ ৫ ॥

বৃহদগ্নিমুখচূর্ণম্।

দ্বৌ ক্ষারৌ চিত্রকং পাঠা করঞ্জং লবণানি চ।
সূক্ষ্মৈলা পত্রকং ভার্গী ক্রিমিঘ্নং হিঙ্গু পুষ্করম্ ॥
শঠী দার্ব্বী ত্রিবৃন্মুস্তং বচাচেন্দ্রযবস্তথা।
ধাত্রী জীরক বৃক্ষাম্লং শ্রেয়সী চোপকুঞ্চিকা ॥
অম্লবেতসমম্লিকা যমানী সুরদারু চ।
অভয়াতিবিষাশ্যামা হবুষারগ্বধং সমম্ ॥
তিলমুষ্ককশিগ্রূণাং কোকিলাক্ষপলাশয়োঃ।
ক্ষারাণি লৌহকিট্টঞ্চ তপ্তং গোমূত্রসেচিতম্ ॥
সমভাগানি সর্ব্বাণি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
মাতুলুঙ্গরসেনৈব ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্ ॥
দিনত্রয়ন্তু শুক্তেন আর্দ্রকস্য রসেন চ।
অত্যগ্নিকারকং চূর্ণং প্রদীপ্তাগ্নিসমপ্রভম্ ॥
উপযুক্তবিধানেন নাশয়ত্যচিরাদ্গদান্।
অজীর্ণকমথো গুল্মান্ প্লীহানং গুদজানি চ ॥
উদরাণ্যন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ অষ্ঠীলাং বাতশোণিতম্।
প্রণুদত্যুল্বণান্ রোগান্ নষ্টমগ্নিং প্রদীপয়েৎ ॥
সমস্তব্যঞ্জনোপেতং ভক্তং কৃত্বা সুভাজনে।
দাপয়েদস্য চূর্ণস্য বিড়ালপদমাত্রকম্ ॥
"গোদোহমাত্রাৎ তৎ সর্ব্বং দ্রবীভবতি সোষ্মকম্"॥৬॥

বৃহদগ্নিমুখচূর্ণ—যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামুল, আকনাদি, করঞ্জমূলের ছাল, পঞ্চলবণ, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, বামনহাটী, বিড়ঙ্গ, হিং, কুড়, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ী, মুথা, বচ, ইন্দ্রযব, আমলকী, জীরা, আমরুল, গজ-পিপ্‌পলী, কৃষ্ণজীরা, অম্লবেতস, তেঁতুল, যমানী, দেবদারু, হরীতকী, আতইস, অনন্তমূল, হবুষা (অভাবে ধনে), সোদালফলের মজ্জা, তিলের ডাটার ক্ষার, ঘণ্টাপারুলির ক্ষার, সজিনাছালের ক্ষার, কুলেখাড়ার ক্ষার, পলাশক্ষার ও গোমূত্রে

শোধিত মণ্ডুর; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া চূর্ণ করিয়া তিনদিন ছোলঙ্গলেবুর রসে, তিনদিন শুক্তে (অভাবে কাঞ্জিতে) ও তিনদিন আদাররসে ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ চারি আনা পরিমাণ অন্ন ও ব্যঞ্জনাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক, বিশেষতঃ এই ঔষধ দ্বারা অজীর্ণ, গুল্ম, প্লীহা, অর্শঃ, উদর, অন্ত্রবৃদ্ধি, অষ্ঠীলা, বাতরক্ত এবং অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ভাস্করলবণম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ধান্যকং কৃষ্ণজীরকম্।
সৈন্ধবঞ্চ বিড়ঞ্চৈব পত্রং তালীশকেশরম্ ॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পঞ্চসৌবর্চ্চলস্য চ।
মরিচাজাজী শুণ্ঠীনামেকৈকস্য পলং পলম্ ॥
ত্বগেলা চার্দ্ধভাগেন সামুদ্রাৎ কুড়বদ্বয়ম্।
দাড়িমাৎ কুড়বঞ্চৈব দ্বে পলে চাম্লবেতসাৎ ॥
এতচ্চূর্ণীকৃতং শ্লক্ষ্ণং গন্ধাঢ্যমমৃতোপমম্।
লবণং ভাস্করং নাম ভাস্করেণ বিনির্ম্মিতম্ ॥
জগতস্তু হিতার্থায় বাতশ্লেষ্মামনাশনম্ ॥
বাতগুল্মং নিহন্ত্যাশু বাতশূলানি যানি চ।
তক্রমস্তু সুরাসীধু শুক্ত কাঞ্জিকযোজিতম্।
জাঙ্গলানাঞ্চ মাংসেন রসেন বিবিধেন চ।
মন্দাগ্নেরগ্নিতো নিত্যং ভবেদাশ্বেব পাবকঃ।
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং কুষ্ঠাময় ভগন্দরান্।
হৃদ্রোগমামদোষঞ্চ বিবদ্ধাঞ্চুদরে স্থিতান্।
প্লীহানমশ্মরীঞ্চৈব শ্বাসকাসোদরক্রিমীন্ ॥
বিশেষতঃ শর্করাদীন্ রোগান্ নানাবিধাংস্তথা।
পাণ্ডুরোগাংশ্চ বিবিধান্ নাশয়ত্যশনির্যথা ॥ ৭ ॥

ভাস্করলবণ—পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, কৃষ্ণজীরা, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ, তেজপত্র, তালীশপত্র ও নাগকেশর, ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা, সচললবণ ৮০ তোলা, মরিচ, জীরা ও শুঠ ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, দারুচিনি ৪ তোলা, ছোট এলাইচ ৪ তোলা, করকচ্ লবণ ৬৪ তোলা, দাড়িমের খোসা ৩২ তোলা ও অম্লবেতস ১৬ তোলা। এই দ্রব্যগুলি পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ চারি আনা পরিমাণে দিবসে দুইবার করিয়া অবস্থা বিশেষে ঘোল, দধির মাত, সুরা, সীধু, শুক্ত, কাঁজি বা মাংসরস ইহার কোন একটীর সহিত সেবন করিলে বাতগুল্ম, বাতশূল, অগ্নিমান্দ্য, অর্শঃ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, ভগন্দর, হৃদ্রোগ, বিবিধ আমদোষ, প্লীহা, অশ্মরী, শ্বাস, কাস, উদর, ক্রিমি ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

বচালবণতোয়েন বান্তিরামে প্রশস্যতে ॥ ৮ ॥

আমাজীর্ণে বচের চূর্ণ ও সৈন্ধব মিশ্রিত উষ্ণ জল কিম্বা বচ ও সৈন্ধব দ্বারা সিদ্ধ করা জল রোগীকে পান করাইয়া অজীর্ণ দ্রব্য সকল বমন করাইয়া নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে ॥ ৮ ॥

অন্নং বিদগ্ধং হি নরস্য শীঘ্রং
শীতাম্বুনাবৈ পরিপাকমেতি।
তৎ তস্য শৈত্যেন নিহন্তি পিত্ত-
মাক্লেদিভাবাচ্চ নয়ত্যধস্তাৎ ॥ ৯ ॥

বিদগ্ধাজীর্ণে শীতল জল পান করিলে অগ্নিবল বৃদ্ধি হইয়া শীঘ্র অপক্ব অন্নের পরিপাক হইয়া থাকে এবং জলের শৈত্যগুণ বশতঃ পিত্ত প্রশমিত হওত আক্লেদিভাব প্রযুক্ত অধোদিকে নিঃসরণ হয় ॥ ৯ ॥

হরীতকী ধান্যতুষোদসিদ্ধা সপিপ্পলী সৈন্ধব সংপ্রযুক্তা। সোদ্গারধূমত্বশমপ্যজীর্ণং বিভজ্য সদ্যো জনয়েৎ ক্ষুধাঞ্চ ॥ ১০ ॥

হরীতকী ও পিপুল, ধান্যতুষোদক বা অভাব পক্ষে কাঁজির সহিত সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধবলবণের সহিত সেবন করিলে ধূমোদ্গারের সহিত অজীর্ণ প্রশমিত হইয়া সদ্য ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় ॥ ১০ ॥

বিষ্টব্ধে স্বেদনং পথ্যং পেয়ঞ্চ লবণোদকম্
রসশেষে দিবাস্বপ্নং লঙ্ঘনং বাতবর্জ্জনম্ ॥ ১১

বিষ্টব্ধাজীর্ণে রোগীকে স্বেদক্রিয়া ও সৈন্ধব মিশ্রিত জলপান করিতে দিবে। অন্ন রসের সম্যক্ পরিপাক না হইয়া কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে

দিবানিদ্রা, উপবাস ও নির্ব্বাত স্থানে শয়নোপবেশনাদি উপকারী জানিবে ॥ ১১ ॥

ব্যায়ামপ্রমদাধ্ববাহনরতক্লান্তানতীসারিণঃ শূলশ্বাসবতস্তৃষাপরিগতান্ হিক্কামরুৎপীড়িতান্ ॥ ক্ষীণান্ ক্ষীণকফান্ শিশূন্ মদহতান্ বৃদ্ধান্ রসাজীর্ণিনো রাত্রৌ জাগরিতান্ নরান্ নিরশনান্ কামং দিবা স্বাপয়েৎ ॥ ১২।

ব্যায়াম, স্ত্রীসঙ্গম, পথপর্য্যটন ও অশ্বাদি আরোহণে ক্লান্ত, অতীসার, শূলরোগী, শ্বাসরোগী, তৃষ্ণাপীড়িত, হিক্কা ও বায়ু পীড়িত, ক্ষীণধাতু, ক্ষীণকফ, শিশু, মদাত্যয়রোগাক্রান্ত, বৃদ্ধ, রসাজীর্ণরোগী, রাত্রিজাগরিত ও নিরাহারী ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রচুররূপে দিবানিদ্রা মহোপকারী ॥ ১২ ॥

আলিপ্য জঠরং প্রাজ্ঞো হিঙ্গুত্র্যূষণসৈন্ধবৈঃ।
দিবাস্বপ্নং প্রকুর্ব্বীত সর্ব্বাজীর্ণবিনাশনম্ ॥ ১৩ ॥

হিং, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধবলবণ একত্রে বাটিয়া উদরে প্রলেপ দিয়া দিবাভাগে নিদ্রা গেলে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

পথ্যাপিপ্পলীসংযুক্তং চূর্ণং সৌবর্চ্চলং পিবেৎ।
মস্তুনোষ্ণোদকেনাথ বুদ্ধা দোষগতিং ভিষক্ ॥
চতুর্বিধমজীর্ণঞ্চ মন্দানলমরোচকম্।
আধ্মানং বাতগুল্মঞ্চ শূলঞ্চাশু নিযচ্ছতি ॥ ১৪ ॥

হরীতকী, পিপুল ও সচললবণ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করতঃ দোষানুসারে দধির মাত বা উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে চারি প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, আধ্মান, বাতগুল্ম ও শূলরোগ বিদূরিত হয় ॥ ১৪ ॥

বিসূচিকায়াং বমিতং বিরিক্তং সুলঙ্ঘিতং বা নরমুৎ বিদিত্বা। পেয়াদিভির্দীপনপাচনৈশ্চ সম্যক্ ক্ষুধার্ত্তং সমুপক্রমেত ॥ ১৫ ॥

বিসূচিকা রোগে বমন, দাস্ত ও উপবাসের পর ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকে অগ্নি প্রদীপক ও দোষপাচক পেয়াদি লঘু আহার ব্যবস্থা করিবে ॥ ১৫ ॥

জলপীতমপামার্গমূলং হন্তি বিসূচিকাম্।
কুষ্ঠ-সৈন্ধবয়োঃ কল্কং চুক্র তৈল সমন্বিতম্।
বিসূচ্যাং মর্দনং কোষ্ণং খল্লীশূলনিবারণম্ ॥ ১৬ ॥

আপাঙ্গের মূল জলে বাটিয়া সেবন করিলে বিসূচিকা রোগ বিনষ্ট হয়।

কুড় ও সৈন্ধবলবণ সমভাগে লইয়া চুক্র ও তিলতৈলসহ বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ উদরে মর্দ্দন করিলে খালিধরা নিবারিত হয় ॥ ১৬ ॥

ব্যোষ্য করঞ্জস্য ফলং হরিদ্রাং মূলং সমাবাপ্য চ মাতুলুঙ্গ্যাঃ। ছায়াবিশুষ্কা গুড়িকাঃ কৃতাস্তা হন্যুর্বিসূচীং নয়নাঞ্জনেন ॥ ১৭ ॥

শুঠ, পিপুল, মরিচ, ডহরকরঞ্জাফল, হরিদ্রা ও ছোলঙ্গলেবুর মূল; এই সমস্ত দ্রব্য জলে বাটিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে বিসূচিকা রোগ বিনষ্টহয় ॥১৭

গুড়পুষ্পশিখরীতণ্ডুলগিরিকর্ণিকা-হরিদ্রাভিঃ।
অঞ্জনগুড়িকা বিনয়তিবিসূচিকাং ত্রিকটুসংযুক্তা ॥১৮॥

মউলসার, আপাংবীজের তণ্ডুল, শ্বেত অপরাজিতার মূল, হরিদ্রা, শুঠ, পিপুল ও মরিচ একত্রে বাটিয়া উহার অঞ্জন দিলে বিসূচিকা রোগ প্রশমিত হয় ॥ ১৮ ॥

ত্বক্‌পত্র রাস্না গুরু শিগ্রু কুষ্ঠৈরম্লপ্রপিষ্টৈঃ সবচা শতাহ্বৈঃ। উদ্বর্ত্তনং খল্লীবিসূচিকাঘ্নং তৈলং বিপক্কঞ্চ তদর্থকারি॥১৯॥

দারুচিনি, তেজপত্র, রাস্না, অগুরু, সজিনাছাল, কুড়, বচ ও শুল্‌ফা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কাঁজির সহিত বাটিয়া অথবা কাঁজির সহিত উক্ত ৭টী দ্রব্যদ্বারা তৈল পাক করিয়া উদরে মর্দ্দন করিলে বিসূচিকা ও খালিধরা নিবারিত হয় ॥ ১৯ ॥

বমনং ত্বলসে পূর্ব্বং লবণেনোষ্ণবারিণা।
স্বেদো বর্ত্তির্লঙ্ঘনঞ্চ ক্রমশ্চাতোঽগ্নিবর্দ্ধনঃ ॥ ২০ ॥

অলসক রোগে প্রথমে সৈন্ধব ও উষ্ণজল পান করাইয়া বমন করাইবে। তৎপরে স্বেদ, বর্ত্তি, লঙ্ঘন ও অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ প্রয়োগ করিবে ॥ ২০ ॥

সরুক্ চাম্লদ্রুমদয়মম্লপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ।
দারু হৈমবতী কুষ্ঠ শতাহ্বা হিঙ্গু সৈন্ধবৈঃ ॥ ২১ ॥

দেবদারু, বচ, কুড়, শুলফা, হিং ও সৈন্ধব-লবণ সমভাগে লইয়া কাঁজি দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে উদরের স্তম্ভিত ভাব দূর হয়॥ ২১॥

তক্রেণ যুক্তং যবচূর্ণমুষ্ণং সক্ষারমর্ত্তিং জঠরে নিহন্যাৎ।
স্বেদো ঘটৈর্বা বহুবাষ্পপূর্ণৈরুষ্ণৈস্তথান্যৈরপি পাণি-তাপৈঃ॥ ২২॥

যবচূর্ণ ও যবক্ষারচূর্ণ ঘোলের সহিত মিশ্রিত করতঃ উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা উদরে সেক দিবে। অথবা ঘোল, যবচূর্ণ ও যবক্ষার একত্র পাক উষ্ণ হইলে একটী ঘটের মধ্যে রাখিয়া তদ্দ্বারা সেক দিবে; কিম্বা হস্ত উষ্ণ করিয়া তদ্দ্বারা সেক দিবে। ইহা দ্বারা উদরের বেদনা প্রশমিত হয়॥ ২২॥

তীব্রার্ত্তিরপি নাজীর্ণী পিবেচ্ছূলঘ্নমৌষধম্।
দোষাচ্ছন্নোঽনলো নালং পক্তুং দোষৌষধাশনম্॥ ২৩॥

অজীর্ণ রোগীর উদরে তীব্র বেদনা থাকিলেও শূলনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না, কারণ বাতাদি দোষ কর্ত্তৃক জঠরাগ্নি আচ্ছন্ন থাকিলে বাতাদি দোষ, ঔষধ ও ভুক্ত দ্রব্য ইহার কিছুই পরিপাক হয় না॥ ২৩॥

লবঙ্গাদ্যং মোদকম্।

লবঙ্গং পিপ্পলী শুণ্ঠী মরিচং জীরকদ্বয়ম্।
কেশরং তগরঞ্চৈব এলা জাতীফলং তুগা॥
কট্‌ফলং তেজপত্রঞ্চ পদ্মবীজং সচন্দনম্।
কক্কোলমগুরুশ্চৈব উশীরমভ্রকং তথা॥
কর্পূরং জাতীকোষঞ্চ মুস্তং মাংসী যবস্তথা।
ধান্যকং শতপুষ্পা চ লবঙ্গং সর্ব্বতুল্যকম্॥
সর্ব্বচূর্ণদ্বিগুণিতাং শর্করাং বিনিযোজয়েৎ।
সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু অম্লপিত্তং সুদারুণম্॥
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ কামলাপাণ্ডুরোগনুৎ।
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব বিশেষাৎ শুক্রবর্দ্ধনম্॥
গ্রহণীং সর্ব্বরূপাঞ্চ অতীসারং সুদুর্জ্জয়ম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতৎ লবঙ্গাদ্যমিদং শুভম্॥ ২৪॥

লবঙ্গ, পিপুল, শুঠ, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, নাগকেশর, তগরপাদুকা, ছোটএলাইচ, জাতীফল, বংশলোচন, কট্‌ফল, তেজপত্র, পদ্মবীজ, রক্তচন্দন, কাঁকোলী, অগুরু, বেণারমূল, অভ্র, কর্পূর, জয়িত্রী, মুথা, জটামাংসী, যবতণ্ডুল, ধনে ও শুলফা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সমস্ত চূর্ণের সমান লবঙ্গ চূর্ণ ও লবঙ্গ চূর্ণ সহ সকল চূর্ণের চিনি। প্রথমে যথাযোগ্য জল সহ চিনি পাক করিয়া তৎপরে চূর্ণগুলি ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করতঃ উত্তমরূপে আলোড়নপূর্ব্বক নামাইবে এবং ঘৃত ও মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৪॥

বাতাজীর্ণে-সুকুমারমোদকম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং নাগরং মরিচং শিবা।
ধাত্রী চিত্রকমভ্রঞ্চ গুড়ূচী কটুরোহিণী॥
প্রত্যেকমেষাং কর্ষাংশং চূর্ণং দন্ত্যাস্ত্রিকার্ষিকম্।
দ্বিপলং ত্রিবৃতাচূর্ণং শর্করায়াঃ পলত্রয়ম্॥
মধুনা মোদকং কার্য্যং সুকুমারকমোদকম্।
বাতাজীর্ণ-প্রশমনং বিষ্টম্ভে পরমৌষধম্॥
উদাবর্ত্তানাহহরং সর্ব্বাজীর্ণবিনাশনম্॥ ২৫॥

পিপুল, পিপুলমূল, শুঠ, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, চিতামূল, অভ্র, গুলঞ্চ ও কট্‌কী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, দন্তীচূর্ণ ৬ তোলা, তেউড়ীচূর্ণ ১৬ তোলা, চিনি ২৪ তোলা। প্রথমে জলসহ চিনি পাক করিয়া তাহাতে চূর্ণগুলি নিক্ষেপ করতঃ পাক শেষ হইলে নামাইয়া মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে বাতাজীর্ণ, বিষ্টম্ভ, উদাবর্ত্ত, আনাহ ও সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৫॥

বাতাজীর্ণে-হরীতকী প্রয়োগঃ।

হরীতক্যাঃ শতং প্রস্থং তক্রেঃ স্বিন্নঞ্চ কারয়েৎ।
যত্নাদ্বীজং সমুদ্ধৃত্য চূর্ণৈরীমানি পূরয়েৎ।

ত্রিক্ষারং হিঙ্গু দিব্যঞ্চ কর্ষদ্বয়মিতং পৃথক্
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং সর্ব্বং চুক্রাম্লেনাপি ভাবয়েৎ।
লিম্পাকস্বরসেনাপি ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্॥
খাদয়েদভয়ামেকাং সর্ব্বাজীর্ণ-বিনাশিনীম্।
চতুর্ব্বিধমজীর্ণঞ্চ বহ্নিমান্দ্যং বিসূচিকাম্॥
গুল্মশূলাদিরোগাংশ্চ নাশয়েদবিকল্পতঃ॥ ২৬॥

১০০ হরীতকী ঘোলের সহিত সিদ্ধ করিয়া যত্নপূর্ব্বক বীজগুলি পরিত্যাগ করিবে। তৎপর পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, মরিচ, পঞ্চলবণ, যমানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, হিং ও লবঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা চূর্ণ লইয়া পূর্ব্বোক্ত হরীতকী সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইবে। পশ্চাৎ ঐ হরীতকী গুলি আমরুলের রসে ও লেবুর রসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিবে। প্রত্যহ প্রাতে এক একটী এই হরীতকী সেবন করিলে সকল প্রকার অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য ও শূলাদি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৬ ॥

বিষ্টম্ভে-ত্রিবৃতাদিমোদকম্।

ত্রিবৃদ্দন্তী কণামূলং কণা বহ্নি পলং পলম্।
সর্ব্বতুল্যামৃতা শুণ্ঠী গুড়েন সহ মোদকম্ ॥
কর্ষৈকং ভক্ষয়েন্নিত্যং দীপ্তাগ্নিং কুরুতে ক্ষণাৎ ॥ ২৭॥

তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, পিপুলমূল, পিপুল ও চিতামূল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, গুলঞ্চ চূর্ণ ২০ তোলা এবং শুঠচূর্ণ ২০ তোলা ও গুড় ২॥০ আড়াই সের। যথা নিয়মে মোদক প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবন করিলে অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয় ॥ ২৭ ॥

বিষ্টম্ভেঅগ্নিমুখলবণম্।

চিত্রকং ত্রিফলা দন্তী ত্রিবৃতা পুষ্করং সমম্।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রন্তু সৈন্ধবম্ ॥
ভাবয়িত্বা স্নুহীক্ষীরৈস্তৎকাণ্ডে নিক্ষিপেৎ ততঃ।
মৃদ্রূপঙ্কেনানুলিপ্তং প্রক্ষিপেজ্জাতবেদসি ॥
সুদগ্ধন্তু সমুদ্ধৃত্য সংচূর্ণ্যোষ্ণাম্বুনা পিবেৎ।
এতদগ্নিমুখং নাম লবণং বহ্নিকৃৎ পরম্ ॥
যকৃৎ-প্লীহোদরানাহ-গুল্মার্শঃ-পার্শ্বশূলনুৎ ॥ ২৮ ॥

চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল এবং কুড় ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ ও সমস্ত চূর্ণের সমান সৈন্ধবলবণ এই সমস্ত একত্র করিয়া সিজের ক্ষীরদ্বারা ভাবনা দিয়া সিজবৃক্ষের কাষ্ঠ মধ্যে স্থাপন করতঃ মৃত্তিকা দ্বারা লেপ দিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে এবং দগ্ধ হইলে তুলিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা এক আনা। অনুপান উষ্ণজল। ইহা সেবনে অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয় এবং যকৃৎ প্লীহা উদর প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

শার্দ্দূল-কাঞ্জিকম্

পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ দেবদারু সচিত্রকম্।
চবিকাং বিল্বপেশীঞ্চ অজমোদাং হরীতকীম্ ॥
মহৌষধং যমানীঞ্চ ধান্যকং মরিচং তথা।
জীরকঞ্চাপি হিঙ্গুঞ্চ কাঞ্জিকাং সাধয়েদ্ভিষক্ ॥
এষ শার্দ্দূলকো নাম কাঞ্জিকোঽগ্নিবলপ্রদঃ।
সিদ্ধার্থতৈলসংভৃষ্টো দশ রোগান্ ব্যপোহতি ॥
কাসং শ্বাসমতীসারং পাণ্ডুরোগং সকামলম্।
আমঞ্চ গুল্মরোগঞ্চ বাতশূলং সবেদনম্।
অর্শাংসি শ্বয়থুঞ্চৈব ভুক্তে পীতে চ সাত্ম্যতঃ।
ক্ষীরপাকবিধানেন কাঞ্জিকস্যাপি সাধনম্ ॥ ২৯ ॥

পিপুল, শুঠ, দেবদারু, চিতামূল, চই, বেলশুঠ, বনযমানী, হরীতকী, শুঠ, যমানী, ধনে, মরিচ, জীরা ও হিং, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সমস্ত চূর্ণের অষ্টগুণ কাঁজি ও কাঁজির চতুর্গুণ জল। এই সমস্ত একত্র পাক করিয়া জল নিঃশেষ হইলে কাঁজি অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে শ্বেত সর্ষপের তৈলদ্বারা সন্তলন করিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কাস, শ্বাস, অতীসার, পাণ্ডুরোগ, কামলা, আমদোষ, গুল্মরোগ, বেদনাযুক্ত বাতশূল, অর্শঃ এবং শোথ বিনষ্ট হয় ॥ ২৯ ॥

সৈন্ধবাদ্যং চূর্ণম্।

সৈন্ধবং চিত্রকং পথ্যা লবঙ্গং মরিচং কণা।
টঙ্কনং নাগরং চব্যং যমানী মধুরী বচা ॥
দ্রব্যাণি দ্বাদশৈতানি সমভাগানি চূর্ণয়েৎ।
ভাবয়েন্নিম্বুকদ্রাবৈস্ত্রিসপ্তাহং প্রযত্নতঃ ॥
ততো মাষদ্বয়ং চূর্ণং বারিণোষ্ণেন পায়য়েৎ।
সৈন্ধবেন সতক্রেণ মস্তুনা কাঞ্জিকেন বা ॥
সৈন্ধবাদ্যমিদং চূর্ণং সদ্যো বহ্নিং প্রদীপয়েৎ ॥ ৩০ ॥

সৈন্ধবাদ্যচূর্ণ—সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, হরীতকী, লবঙ্গ, মরিচ, পিপুল, সোহাগা, শুঠ, চই যমানী, মৌরী ও বচ এই সকল দ্রব্যের চূ-

সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া লেবুর রসে ২১ দিন ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। মাত্রা ২ মাষা, অনুপান উষ্ণজল, সৈন্ধব মিশ্রিত ঘোল, দধির মাত বা কাঁজি। ইহা সেবন করিলে সদ্যঃ অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

রস প্রয়োগঃ।

শ্রীরামবাণরসঃ।

পারদামৃত লবঙ্গ গন্ধকং ভাগযুগ্মমরিচেন মিশ্রিতম্
জাতীফলমথার্দ্ধভাগিকংতিন্তিড়ীফল-রসেন মর্দ্দিতম্ ॥
মাষমাত্রমনুপানযোগতঃ সদ্য এব জঠরাগ্নিদীপনঃ। সংগ্রহ
গ্রহণীকুম্ভকর্ণকং সামবাতখরদূষণং জয়েৎ ॥ বহ্নিমান্দ্য-
দশবক্ত্ নাশনো রামবাণ ইব বিশ্রুতো রসঃ ॥ ৩১ ॥

রামবাণরস—পারদ, বিষ, লবঙ্গ ও গন্ধক প্রত্যেকে ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা ও জাতীফল অর্দ্ধ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কাঁচা তেঁতুলের রসে বাটিয়া মাষকলাই প্রমাণ বটিকা করিবে। দোষানুসারে অনুপান প্রদান করিবে। ইহা সেবন করিলে সদ্যঃ জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয় এবং সংগ্রহ গ্রহণী প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩১ ॥

অগ্নিতুণ্ডী বটী।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধমজমোদা ফলত্রয়ম্।
সর্জ্জিক্ষারং যবক্ষারং বহ্নি সৈন্ধব জীরকম্ ॥
সৌবর্চলবিড়ঙ্গানি সামুদ্রং টঙ্কনং সমম্ ॥
বিষমুষ্টিং সর্ব্বতুল্যং জম্বীরাম্লেন মর্দ্দয়েৎ ॥
মরিচাভাং বটীং খাদেদগ্নিমান্দ্য প্রশান্তয়ে ॥ ৩২।

অগ্নিতুণ্ডী বটী—পারদ, বিষ, গন্ধক, বনযমানী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সাচিক্ষার, যবক্ষার, চিতামূল, সৈন্ধবলবণ, জীরা ও সচললবণ, বিড়ঙ্গ, করকচলবণ ও সোহাগা, ইহাদের প্রত্যেকে সমভাগ এবং সর্ব্ব সমান কুঁচিলা। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া জম্বীরের রসে মর্দ্দন করতঃ মরিচের স্থায় বটিকা করিবে। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য প্রশমিত হয় ॥ ৩২ ॥

অমৃতবটী।

অমৃতবরাটকমরিচৈর্দ্বিপঞ্চনবভাগিকৈঃ ক্রমশঃ ॥
বটিকা মুদ্গসমানা কফপিত্তাগ্নিমান্দ্যহারিণী ॥ ৩৩ ॥

—বিষ ২ ভাগ, কড়িভস্ম ৫ ভাগ এবং মরিচ ৯ ভাগ একত্র করিয়া জলদ্বারা বাটিয়া মুগের স্থায় বটিকা করিবে। ইহা সেবনে কফ, পিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য উপশমিত হয় ॥ ৩৩ ॥

ক্ষুধাসাগরো রসঃ

ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব তথা লবণপঞ্চকম্।
ক্ষারত্রয়ং রসং গন্ধং ভাগৈকং পূর্ব্ববদ্বিষম্ ॥
গুঞ্জামাত্রাং বটীং কুর্য্যাল্লবঙ্গৈঃ পঞ্চভিঃ সহ।
ক্ষুধাসাগরনামায়ং রসঃ সূর্য্যেণ নির্ম্মিতং ॥
"পূর্ব্ববদ্ বিষমিতি অমৃতবট্যুক্তভাগবৎ ॥" ৩৪ ॥

ক্ষুধাসাগর রস—শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পারদ ও গন্ধক ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং বিষ ২ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্রে জলদ্বারা বাটিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ ৫টী লবঙ্গ সহ সেবন করিতে হয়। ইহা দ্বারা অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয় ॥ ৩৪ ॥

লবঙ্গাদিবটী।

লবঙ্গশুণ্ঠী মরিচানি ভৃঙ্গসৌভাগ্যচূর্ণানি সমানি। কৃত্বা।
ভাব্যান্যপামার্গহুতাশবারা প্রভূতমাংসাদিকজারণায় ॥৩৫॥

লবঙ্গাদিবটী—লবঙ্গ, শুঠ, মরিচ ও সোহাগা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া আপাং ও চিতামূলের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে প্রভূত মাংসাদি জীর্ণ হয় ॥ ৩৫ ॥

অজীর্ণকণ্টকো রসঃ।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং সমং সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।
মরিচং সর্ব্বতুল্যং স্যাৎ কণ্টকার্য্যাঃ ফলদ্রবৈঃ ॥
মর্দ্দয়েৎ ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকবিংশতিবারকম্।
গুঞ্জামাত্রাং বটীং খাদেৎ সর্ব্বাজীর্ণপ্রশান্তয়ে ॥
অজীর্ণকণ্টকঃ সোঽয়ং রসো হন্তি বিসূচিকাম্ ॥ ৩৬ ॥

অজীর্ণকণ্টক রস—পারদ ১ তোলা, বিষ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও মরিচ ৩ তোলা।

এই সমুদায় কণ্টকারীর ফলের রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ ও বিসূচিকা প্রশমিত হয়॥ ৩৬॥

মহোদধিঃ।

একৈকং বিষসূতৌ চ জাতী টঙ্কং দ্বিকং দ্বিকম্॥
কৃষ্ণাত্রিকং বিশ্বষট্‌কং গন্ধং কপর্দকং দ্বিকম্॥
দেবপুষ্পং বাণমিতং সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য যত্নতঃ।
মহোদধিবটী নাম্না নষ্টমগ্নিং প্রদীপয়েৎ॥ ৩৭॥

মহোদধি—বিষ ১ তোলা, পারদ ১ তোলা, জাতীফল ২ তোলা, সোহাগা ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, শুঠ ৬ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, কড়িভস্ম ২ তোলা ও লবঙ্গ ৪ তোলা। এই সমস্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া জলে বাটিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে, ইহা দ্বারা নষ্ট অগ্নি প্রদীপ্ত হয়॥ ৩৭॥

অগ্নিকুমারো রসঃ।

রসেন্দ্রগন্ধৌ সহ টঙ্কনেন সমং বিষং যোজ্যমিহ ত্রিভাগম্॥ কপর্দ্দশঙ্খাবিহ নেত্রভাগৌ মরিচমত্রাষ্টগুণং প্রদেয়ম্॥ সুপক্কজম্বীর রসেন ঘৃষ্টঃ সিদ্ধো ভবেদগ্নিকুমার এষঃ। বিসূচিকাজীর্ণসমীরণার্ত্তে দদ্যাদ্বিবল্লং গ্রহণীগদে চ॥ অত্রসর্ব্বমেকভাগাপেক্ষয়া বচনান্তরসংবাদাৎ॥ ৩৮॥

অগ্নিকুমার রস—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, সোহাগা ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, কড়িভস্ম ৩ ভাগ, শঙ্খভস্ম ৩ ভাগ ও মরিচ ৮ ভাগ। এই সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া পক্কজম্বীরের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা দ্বারা বিসূচিকা, বাতাজীর্ণ ও গ্রহণী রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৮॥

হুতাশনো রসঃ।

গন্ধেশটঙ্কনৈকৈকং বিষমত্র ত্রিভাগিকম্।
অষ্টভাগন্ত মরিচং জম্বাম্ভো মর্দ্দিতং দিনম্॥
তদ্বটীং মুদ্গমানেন কৃত্বাদ্রে'ণ প্রযোজয়েৎ।
শূলারোচকগুল্মেষু বিসূচ্যামগ্নিমান্দ্যকে॥
অজীর্ণে সন্নিপাতাদৌ শৈত্যে জাড্যে শিরোগদে॥ ৩৯॥

হুতাশন রস—গন্ধক ১ ভাগ, পারদ ১ ভাগ, সোহাগা ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ ও মরিচ ৮ ভাগ। এই সকল দ্রব্য একত্রে লেবুর রসে ৭ দিন মর্দ্দন করিয়া মুগের ন্যায় বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস। ইহা সেবনে শূল, অরুচি, গুল্ম, বিসূচিকা, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং সন্নিপাত ও শিরোরোগ নষ্ট হয়॥ ৩৯॥

ভাস্করোরসঃ।

বিষং সূতং ফলং গন্ধং ত্র্যূষণং টঙ্কজীরকম্।
একৈকং দ্বিগুণং লৌহং শঙ্খমভ্রবরাটকম্।
সর্ব্বতুল্যাং লবঙ্গঞ্চ জম্বীরৈর্ভাবয়েদ্‌ভিষক্।
সপ্তবাসর পর্য্যন্তং ততঃ স্যাদ্ ভাস্করো রসঃ॥
গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন বটীং সংচর্ব্ব্য ভক্ষয়েৎ।
শূলরোগেষু সর্ব্বেষু বিসূচ্যামগ্নিমান্দ্যকে॥
সদ্যো বহ্নিকরো হ্যেষ ভস্মনাথেন ভাষিতঃ॥ ৪০॥

ভাস্কর রস—বিষ, পারদ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গন্ধক, শুঠ, পিপুল, মরিচ, সোহাগা ও জীরা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ও লৌহ শঙ্খভস্ম, অভ্র ও কড়িভস্ম ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা ও সমস্ত দ্রব্যের সমান লবঙ্গ চূর্ণ। এই সমুদায় একত্র মিশ্রিত করিয়া ৭ দিন জম্বীরের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা তাম্বুলের সহিত চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্ব প্রকার শূল, বিসূচিকা ও অগ্নিমান্দ্য রোগ প্রশমিত এবং ইহা সদ্যঃ অগ্নিবর্দ্ধক॥ ৪০॥

অগ্নিসন্দীপনো রসঃ।

ষড়ূষণং পঞ্চকটু ত্রিক্ষারং জীরকদ্বয়ম্।
ব্রহ্মদর্ভোগ্রগন্ধে চ মধুরী হিঙ্গু চিত্রকম্॥
জাতীফলং তথা কুষ্ঠং জাতীকোষং ত্রিজাতকম্।
চিঞ্চা শেখরিকক্ষারমমৃতং রসগন্ধকৌ॥
লৌহমভ্রঞ্চ বঙ্গঞ্চ লবঙ্গঞ্চ হরীতকী।
সমভাগানি সর্ব্বাণি ভাগৌ দ্বাবম্লবেতসাৎ॥
শঙ্খস্ত ভাগাশ্চত্বারঃ সর্ব্বমেকত্র ভাবয়েৎ।
কাথেন পঞ্চকোলস্ত চিত্রাপামার্গয়োস্তথা॥
অম্ললোণীরসেনৈব প্রত্যেকং ভাবয়েৎ ত্রিধা।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বা লিম্পাকরসৈঃ পশ্চাদ্বিভাবয়েৎ॥

বদরাভা বটী কার্য্যা ভোক্তব্যা সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োঃ।
অনুপানং প্রদাতব্যং বুদ্ধ্যা দোষানুসারতঃ॥
অগ্নিসন্দীপনো নাম রসোঽয়ং ভুবি দুর্লভঃ।
দীপয়ত্যাশু মন্দাগ্নিমজীর্ণঞ্চ বিনাশয়েৎ॥
অম্লপিত্তং তথা শূলং গুল্মমাশু ব্যপোহতি॥ ৪১॥

অগ্নিসন্দীপন রস—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, মরিচ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বচ, মৌরী, হিং, চিতামূল, জাতীফল, কুড়, জয়িত্রী, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, তেঁতুলছালভস্ম, আপাংভস্ম, বিষ, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, লবঙ্গ ও হরীতকী এই ৩৭টী দ্রব্যের প্রত্যেকের ৫ ভাগ, অম্লবেতস ২ ভাগ ও শঙ্খভস্ম ৪ ভাগ। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পঞ্চকোলের ক্বাথে, চিতামূলের ক্বাথে, আপাঙ্গের ক্বাথে এবং আমরুলের রসে পৃথক্ পৃথক্ ৩ বার করিয়া ভাবনা দিয়া শেষে লেবুর রসে ২১ বার ভাবনা দিবে এবং শুষ্ক হইলে মর্দ্দন করতঃ ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে যথা যোগ্য অনুপানের সহিত এক এক বটী সেবন করিলে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, অম্লপিত্ত, শূল এবং গুল্ম রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪১॥

অজীর্ণবলকালানলো রসঃ।

দ্বিপলং শুদ্ধ সূতঞ্চ গন্ধকঞ্চ সমং সমম্।
লৌহং তাম্রং হরিতালং বিষং তুত্থং সবঙ্গকম্॥
পলপ্রমাণঞ্চ পৃথক্ লবঙ্গং টঙ্কনং তথা।
দন্তীমূলং ত্রিবৃচ্চূর্ণমেকৈকং পলসম্মিতম্॥
অজমোদা যমানী চ দ্বিক্ষারলবণানি চ।
পৃথগর্দ্ধপলং গ্রাহ্যমেকীকৃত্য চ ভাবয়েৎ॥
আর্দ্রকস্বরসেনৈকবিংশতিঃ পঞ্চকোলজৈঃ।
দশধা ভাবয়েত্তোয়ৈর্গুড়ূচীনাং রসৈর্দশ॥
সর্ব্বার্দ্ধং মরিচং দত্ত্বা কাচকূপ্যাঞ্চ ধারয়েৎ।
চণমাত্রাং বটীং কৃত্বা ছায়ায়াং পরিশোষয়েৎ॥
রসোঽজীর্ণবলকালানল এব প্রকীর্ত্তিতঃ।
অনেককালনষ্টাগ্নের্দীপনঃ পরমঃ স্মৃতঃ॥
আমবাত-কুলধ্বংসী প্লীহপাণ্ডুগদাপহঃ।
প্রমেহানাহ-বিষ্টম্ভ-সূতিকা-গ্রহণী হরঃ॥
শ্বাস-কাস-প্রতিশ্যায়যক্ষ্মক্ষয়-বিনাশনঃ।
অম্লপিত্তঞ্চ শূলঞ্চ ভগন্দরগুদোদ্ভবৌ॥
অষ্টৌদরাণি প্লীহানং যকৃতং হন্তি দারুণম্।
আকণ্ঠং ভোজয়িত্বাতু খাদয়েচ্চ রসোত্তমম্॥
অর্দ্ধযামেন তৎ সর্ব্বং ভস্মীভবতি নিশ্চিতম্।
চতুর্ব্বিধরসোপেতং মহাভোজনমিচ্ছতঃ॥
ভোজস্য নৃপতেঃ কাঙ্ক্ষা ভোজনাৎ কৃপয়া কৃতঃ
গহনানন্দনাথেন সর্ব্বলোকহিতৈষিণা॥ ৪২॥

অজীর্ণবলকালানল রস—শোধিত পারদ ১৬ তোলা ও গন্ধক ১৬ তোলা একত্রে কজ্জলী করিয়া তাহার সহিত লৌহ, তাম্র, হরিতাল, বিষ, তুঁতে, বঙ্গ, লবঙ্গ, সোহাগা, দন্তীমূল ও তেউড়ীমূল চূর্ণ ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং বনযমানী, যমানী, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও পঞ্চলবণ এই নয়টী দ্রব্যের প্রত্যেকে চূর্ণ ৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করতঃ আদার রসে ২১ বার এবং পঞ্চকোলের ক্বাথে ও গুলঞ্চের রসে দশ বার করিয়া ভাবনা দিয়া চূর্ণ সমষ্টির অর্দ্ধেক মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করতঃ কাচকূপীতে স্থাপন করিবে। তদনন্তর ছোলার ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ, গ্রহণী ও আমবাতাদি বহুবিধ রোগ প্রশমিত হয়। অবস্থানুযায়ী অনুপান স্থির করিয়া লইবে॥ ৪২॥

মহাশঙ্খবটী।

দগ্ধশঙ্খস্য চূর্ণং হি তথা লবণপঞ্চকম্।
চিঞ্চিকাক্ষারকঞ্চৈব কটুকত্রয়মেব চ॥
তথৈব হিঙ্গুকং গ্রাহ্যং বিষ-গন্ধক-পারদম্।
অপামার্গস্য বহ্নেশ্চ ক্বাথৈর্লিম্পাকজৈ রসৈঃ।
ভাবয়েৎ সর্ব্বচূর্ণং তদম্লবর্গৈর্বিশেষতঃ।
যাবৎ তদম্লতাং যাতি গুড়িকামৃতরূপিণী॥
সদ্যো বহ্নিকরী চৈব ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি।
ভুক্ত্বাকণ্ঠস্তু তত্রান্তে খাদেচ্চ গুড়িকামিমাম্॥
তৎক্ষণাজ্জারয়ত্যাশু সর্ব্বাজীর্ণবিনাশিনী।
জ্বরং গুল্মং পাণ্ডুরোগং কুষ্ঠং শূলং প্রমেহকম্॥
বাতরক্তং মহাশোথং বাতপিত্তকফানপি।
দুর্নামারিরয়ঞ্চাশু দৃষ্টো বারসহস্রশঃ॥

নির্মূলং দহতে শীঘ্রং তূলকং বহ্নিনা যথা।
লৌহবঙ্গযুতা সেয়ং মহাশঙ্খবটী স্মৃতা॥
প্রভাতে কোষ্ণতোয়ানুপানমেব প্রশস্যতে।
জম্বীরং বীজপূরঞ্চ মাতুলুঙ্গকচুক্রকম্॥
চাঙ্গেরী তিন্তিড়ী চৈব বদরী করমর্দ্দকম্।
অষ্টাবম্লস্তু বর্গোঽয়ং কথিতো মুনিসত্তমৈঃ॥ ৪৩॥

মহাশঙ্খবটী—শঙ্খভস্ম, পঞ্চলবণ, তেঁতুল-ছালের ক্ষার, ত্রিকটু, হিং, বিষ, পারদ ও গন্ধক এই ১৪টী দ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত করিয়া আপাং ও চিতামূলের কাথে, লেবুর রসে ও অম্লবর্গ দ্বারা (জামীর, বীজপূরক, টাবালেবু, চুকা-পালঙ্গ, আমরুল, তেঁতুল, কুল ও করঞ্জ এই আটটীকে অম্লবর্গ বলে) যতক্ষণ অম্লরস উৎ-পন্ন না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবনা দিয়া তৎ-পর ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই শঙ্খ-বটীর সহিত লৌহ ও বঙ্গ মিশ্রিত করিলে মহাশঙ্খবটী প্রস্তুত হয়। এই ঔষধ প্রাতে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিতে হয়। ইহা সেবনে অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, অর্শ, পাণ্ডু ও শূল প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়। আকণ্ঠ ভোজন করিয়া এই ঔষধ সেবন করিলে তৎক্ষণাৎ সমুদায় জীর্ণ হইয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত ঔষধ জানিবে॥ ৪৩॥

শঙ্খবটী।

চিঞ্চাক্ষারপলং পটুব্রজপলং নিম্বুরসে কল্কিতং তস্মিন্ শঙ্খপলং প্রতপ্তমসকৃৎ সংস্থাপ্য শীর্ণাবধি। হিঙ্গুব্যোষপলং রসামৃতবলীন্ নিক্ষিপ্য নিষ্কাংশিকান্ বদ্ধা শঙ্খবটী ক্ষয়-গ্রহণিকারুক্পক্তিশূলাদিষু॥ পটুব্রজপলং পঞ্চলবণং মিলিত্বা পলম্ হিঙ্গু-শুণ্ঠী-পিপ্পলী-মরিচানামপি মিলিত্বা পলম্। রস-বিষ-গন্ধকানাং প্রত্যেকং নিষ্কং মাষচতুষ্টয়ম্॥ শঙ্খর্গেড়ুয়াং বহ্নৌ ধ্মাত্বা নিম্বুরসে তৃপ্তাং নিক্ষিপেৎ যাবচ্চূর্ণীভূয় তদ্রসে পতিত। সর্ব্ব-চূর্ণমেকীকৃত্য নিম্বু রসেন রৌদ্রে ভাবয়েদ্ভাবয়েৎ যাবদম্লতা ভবতি॥ ৪৪॥

শঙ্খবটী—তেঁতুলছাল ভস্ম ৮ তোলা, পঞ্চ-লবণ সমভাগে মিলিত ৮ তোলা, শঙ্খভস্ম ৮ তোলা, হিং, শুঠ, পিপুল, ও মরিচ সমভাগে মিলিত ৮ তোলা, পারদ, গন্ধক ও বিষ ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধতোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া লেবুর রসে বাটিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে গ্রহণী ও শূলাদি রোগ প্রশমিত হয়॥ ৪৪॥

শঙ্খবটী।

দ্বৌ ক্ষারৌ রসগন্ধকৌ সলবণৌ ব্যোষঞ্চ তুল্যং বিষং চিঞ্চাশঙ্খং চতুর্গুণং রসবরে লিম্পাকজাতে কৃতম্। বারং বারমিদং সুপাকচরিতং লৌহং ক্ষিপেদ্বিন্দুকং ভৃষ্টং বঙ্গ-সমং সুমর্দ্দিতমিদং গুঞ্জাপ্রমাণা ভবেৎ॥ খ্যাতা শঙ্খবটী মহাগ্নিজননী শূলান্তকৃৎ পাচনী কাসশ্বাসবিনাশিনী ক্ষয়হরী মন্দাগ্নিসন্দীপনী। বাতব্যাধি-মহোদরাদিশমনী তৃষ্ণাময়ো-চ্ছেদনী সর্ব্বব্যাধিবিনাশিনী ক্রিমিহরী দুষ্টাময়ধ্বংসিনী॥ ৪৫

শঙ্খবটী—যবক্ষার, সাচিক্ষার, পারদ, গন্ধক, সৈন্ধব, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও বিষ ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং তেঁতুলছাল ভস্ম ৪ তোলা ও শঙ্খভস্ম ৪ তোলা। এই সমুদায় দ্রব্য একত্র করিয়া লেবুর রসে ভাবনা দিয়া তাহার সহিত লৌহ, ঘৃত ভর্জ্জিত হিং ও বঙ্গ এই তিনটী দ্রব্যের প্রত্যেকের ১ তোলা করিয়া মিশ্রিত করতঃ উত্তমরূপে বাটিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক এবং শূলনাশক ও পাচক। সেবনে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, মন্দাগ্নি, বাতব্যাধি, মহোদর, তৃষ্ণা ও ক্রিমি প্রভৃতি রোগ সমূলে ধ্বংস হয়॥ ৪৫॥

মহাশঙ্খবটী।

পটুপঞ্চক-হিঙ্গু-শঙ্খ-চিঞ্চাভস্মিতব্যোষ-বলীশ্বরীমৃতানি। শিখিশৈখরিকাম্লবর্গ-নিম্বু-দ্রুম-ভাব্যানি যথা ম্লতাং ব্রজন্তি॥ মহাশঙ্খবটী খ্যাতা ভোজনান্তে প্রকী-র্ত্তিতা। দীপনী পরমা হন্তি মহার্শোগ্রহণীমুখান্॥ ৪৬॥

মহাশঙ্খবটী—পঞ্চলবণ, হিং, শঙ্খভস্ম, তেঁতুল-ছাল ভস্ম, শুঠ, পিপুল, মরিচ, গন্ধক, পারদ ও বিষ; এই ১৪টী দ্রব্যের প্রত্যেকে সম-ভাগে লইয়া চিতার কাথে, অম্লবর্গের রসে ও লেবুর রসে, যে পর্য্যন্ত অম্লরস উৎপন্ন না হয়, সেই পর্য্যন্ত ভাবনা দিয়া তৎপরে ২

রত্তি প্রমাণ বটিকা করিয়া ভোজনান্তে সেবন করিবে। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবৰ্দ্ধক এবং অর্শঃ ও গ্রহণী প্রভৃতি রোগ নাশক ॥ ৪৬ ॥

মহাশঙ্খবটী।

কণামূলং বহ্নি দন্তী পারদং গন্ধকং কণা।
ত্রিক্ষারং পঞ্চলবণং মরিচং নাগরং বিষম্ ॥
অজমোদামৃতা হিঙ্গু ক্ষারং তিন্তিড়িকাভবম্।
সংচূর্ণ্য সমভাগন্তু দ্বিগুণং শঙ্খভস্মকম্ ॥
অম্লদ্রব্যেণ সংভাব্য বটী কোলাস্থিসম্মিতা।
অম্লদাড়িমতোয়েন লিম্পাকস্বরসেন চ ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় নাম্না শঙ্খবটী শুভা।
তক্রমস্তু সুরা সীধু কাঞ্জিকোষ্ণোদকেন বা ॥
শশৈণাদিরসেনৈব রসেন বিবিধেন চ।
মন্দাগ্নিং দীপয়ত্যাশু বড়বাগ্নিসমপ্রভম্ ॥
অর্শাংসি গ্রহণীরোগং কুষ্ঠং মেহভগন্দরম্।
প্লীহানমশ্মরীং শ্বাস-কাস-মহোদরক্রিমীন্ ॥
হৃদ্রোগং পাণ্ডুরোগঞ্চ বিবন্ধাসুদরে স্থিতান্।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥৪৭ ॥

মহাশঙ্খবটী—পিপুলমূল, চিতামূল, দন্তীমূল, পারদ, গন্ধক, পিপুল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, মরিচ, শুঠ, বিষ, বনযমানী, গুলঞ্চ, হিং ও তেঁতুলছাল ভস্ম; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং শঙ্খভস্ম ২ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য অম্লবর্গের রসে ভাবনা দিয়া বদরীর আটির ন্যায় বটিকা করিবে। এই ঔষধ অম্ল দাড়িমের রস, লেবুর রস, ঘোল, দধির মাত, সুরা, সীধু, কাঁজি, উষ্ণজল অথবা শশ ও এণ প্রভৃতির মাংসের সহিত সেবন করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবৰ্দ্ধক এবং অর্শঃ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, মেহ, ভগন্দর, প্লীহা, অশ্মরী, শ্বাস, কাস, মহোদর, ক্রিমি, হৃদ্রোগ ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিনাশক ॥ ৪৭

অগ্নিরসঃ।

মরিচাব্দবচা কুষ্ঠং সমাংশং বিষমেব চ।
আর্দ্রকস্ত রসৈঃ পিষ্ট্বা মুদ্গমাত্রন্তু কারয়েৎ ॥
স্বয়মগ্নিরসো নাম সর্ব্বাজীর্ণ-প্রশান্তয়ে ॥ ৪৮ ॥

অগ্নিরস—মরিচ, মুথা, বচ, কুড় ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা ও বিষ ৪ তোলা; এই ৮ তোলা ঔষধ একত্রিত করিয়া আদার রসে বাটিয়া মুগের ন্যায় বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ প্রশমিত হয় ॥ ৪৮ ॥

টঙ্কনাদিবটী।

টঙ্কন নাগর-গন্ধক-পারদগরলং মরিচং সমভাগযুতম্। লকুচস্বরসৈশ্চণকপ্রতিমা গুড়িকা জনয়ত্যচিরাদনলম্ ॥ ৪৯

টঙ্কনাদিবটী—সোহাগা, শুঠ, গন্ধক, পারদ, বিষ ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মাদারের রসে বটিয়া ছোলার ন্যায় বটিকা করিবে। ইহা সেবনে অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হয় ॥ ৪৯ ॥

ক্রব্যাদরসঃ।

পলং রসস্য দ্বিপলং বলেঃ স্যাচ্ছুল্বায়সী চার্দ্ধপলপ্রমাণে। বিচূর্ণ্য সর্ব্বং দ্রুতবহ্নিযোগাদেরণ্ডপত্রেঽথ নিবেশনীয়ম্ ॥ কৃত্বাথ তাং পর্পটিকাং বিদধ্যাল্লৌহস্য পাত্রে বরপুতমস্মিন্ জম্বীরজং পক্বরসং পলানি শতং নিযোজ্যাগ্নিমথাল্পমাত্রাম্ ॥ জীর্ণে রসে ভাবিতমেতদেতৈঃ সুপক্বকোলোদ্ভব বারিপুরৈঃ। সবেতসাম্লৈ শতমত্র দেয়ং সমং রজষ্টঙ্কনজং সুভৃষ্টম্ ॥ বিড়ং তদর্দ্ধং মরিচং সমঞ্চ তৎ সপ্তধার্দ্রাং চণকাম্বুবারি। ক্রব্যাদনামা ভবতি প্রসিদ্ধো রসস্তু মন্থানকভৈরবোক্তঃ ॥ মাষবয়ং সৈন্ধব তক্র পীতমেবাস্য ধনৈঃ খলু ভোজনান্তে। গুরূণি মাংসানি পয়াংসি পিষ্টকৃতানি সেব্যানি ফলানি চৈব ; মাত্রাতিরিক্তান্যপি সেবিতানি যামদ্বয়াজ্জারয়তি প্রসিদ্ধঃ ॥ কার্শ্য-স্থৌল্য-নিবর্হণো গরহরঃ সাবাতিনির্ণাশনো গুল্ম-প্লীহ-জলোদরাদিশমনঃ শূলার্ত্তিমূলাপহঃ ॥ বাতশ্লেষ্মনিবর্হণো গ্রহণিকাতীসার-বিধ্বংসিনো বাতগ্রন্থিমহোদরাপহরণঃক্রব্যাদনামা রসঃ ॥ ৫০

ক্রব্যাদরস—পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা, তাম্র ৪ তোলা ও লৌহ ৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া লৌহপাত্রে মৃদু অগ্নিতে পর্পটীর ন্যায় পাক করিয়া জামীরের রস ১২॥০ সের দিয়া মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে এবং সমস্ত রস নিঃশেষিত হইলে

পঞ্চকোলের ক্বাথ ৬৷০ সের ও অম্লবেতসের ক্বাথ ৬৷০ সের দ্বারা পৃথক্ রূপে ভাবনা দিয়া সোহাগা ৩২ তোলা, বিট্‌লবণ ১৬ তোলা ও মরিচচূর্ণ ৮০ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছোলার জলে ৭ বার ভাবনা দিয়া এক আনা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত ঘোল। এই ঔষধ সেবন কালীন মাংস ও পিষ্টকাদি গুরুদ্রব্য আহার করিলেও দুই প্রহরের মধ্যে জীর্ণ হয়। ইহা সেবনে কৃশতা, স্থূলতা, গরদোষ, গুল্ম, প্লীহা, জলোদর, শূল, বাতশ্লেষ্ম, গ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

বিশ্বোদ্দীপকাভ্রম্।

অভ্রং নির্ম্মলমারিতং পলমিতং চূর্ণীকৃতং যত্নতশ্চ ।ং চিত্রকমিন্দ্রসুর কনকং মালুরপত্রার্দ্র কম্। মূলং পিপ্পলী সম্ভবং মধুরিকা নীপোহর্ক মূলং পৃথক্ চৈষাং সত্বপলৈ-র্বিমর্দ্দিতমিদং কর্ষং ক্ষিপেট্টঙ্কনম্॥ গুঞ্জাসম্মিতমেতদেব খলিতং তং শূলাম্লপিত্তং জ্বরম্। ছর্দ্দিং দুষ্টমসূরিকালসকং শ্বাসঞ্চ কাসং তৃষাং প্লীহানং যকৃতং ক্ষয়ং স্বরহতং কুষ্ঠং মহারোচকম্॥ দাহং মোহমশেষ দোষজনিতং কৃচ্ছ্রঞ্চ দুর্নামকমামং বাতবিমিশ্রিতংনয়নজং রোগং সমুন্মূলয়েৎ। বিশ্বোদ্দীপকনাম রোগহরণে প্রোক্তং পুরা শম্ভুনা সর্ব্বেষাং হিতকারকং গদবতাং সর্ব্বাময়ধ্বংসনম্॥ পাষাণং যদি ভক্ষিতং তদপি তৎকুর্য্যাৎ সুজীর্ণং পুনর্ব্বল্যং বৃষ্যতরং রসায়নবরং মেধাকরং কান্তিদম্॥ ৫১

বিশ্বোদ্দীপকাভ্র—অভ্র ৮ তোলা গ্রহণ করিয়া চৈ, চিতা, নিসিন্দা, ধুতুরা ও বিল্ব ইহাদের প্রত্যেকের পত্রের রস ৮ তোলা, আদার রস ৮ তোলা এবং পিপুলমূল, মৌরী, কদম্ব, আকন্দ-মূল ইহাদের প্রত্যেকের ক্বাথ ৮ তোলার সহিত ক্রমান্বয়ে পৃথক্ পৃথক মর্দ্দন করিয়া ২ তোলা সোহাগা মিশ্রিত করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান পালিধামাদারের রস। ইহা দ্বারা মন্দাগ্নি, গুল্ম, আমবাত ও শূল প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৫১ ॥

বীরভদ্রাভ্রকম্।

অভ্রকং পুটসহস্রমারিতং কর্ষযুগ্মমতিনির্ম্মলীকৃতম্। বাসরাণি নবতিং বিমর্দ্দিতং চিত্রকস্বরসসাধুসিক্তকম্॥ শৃঙ্গবেররসমর্দ্দিতা বটীকারিতা সকলরোগনাশনী॥ ভক্ষিতা ভুজগবল্লিপত্রকৈঃ শৃঙ্গবেরশকলেন বা পুনঃ॥ বহ্নিমান্দ্য মতিনাশু সত্বরং কারয়েৎ প্রখরপাবকোৎকরম্। শ্বাসকাস বমি শোথ কামল প্লীহ গুল্ম জঠরারুচি ভ্রমান্॥ রক্ত পিত্ত যকৃদম্লপিত্তকং শূল কোষ্ঠজগদান্ বিসূচিকাম্। আমবাত বহুবাত শোণিতং দাহ শীত বলহ্রাস কার্শ্যকম্॥ বিভ্রমিং জ্বরগদং শিরোগদং নেত্র-রোগমখিলং হলীমকম্। হন্তি বৃষ্যতমমেতদভ্রকং বীরভদ্রমতিবল্যমুত্তমম্॥ ভক্ষিতং বিবিধভক্ষ্যমার্গলং কাষ্ঠসংঘমিব ভস্মতাং নয়েৎ॥ ৫২॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং অগ্নিমান্দ্যাধিকারঃ।

বীরভদ্রাভ্রক—সহস্র পুটিত অভ্র ৪ তোলা লইয়া ৯০দিন চিতার রসে বাটিবে। পরে আদার রসে মর্দ্দন করতঃ ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান পান বা আদাররস; ইহা সেবনে অগ্নি-মান্দ্য প্রভৃতি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৫২ ॥

ইতি অগ্নিমান্দ্য-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ ক্রিম্যধিকার:

পারাসীযমানী পীত্বা পর্য্যষিতবারিণা প্রাতঃ।
গুড়পূর্ব্বা ক্রিমিজাতং কোষ্ঠগতং পাতয়ত্যাশু ॥ ১ ॥

ক্রিমিরোগাধিকার।

প্রাতঃকালে প্রথমতঃ ইক্ষুগুড় সেবন করিয়া তৎপরে খোরাসানী যোয়ান বাসীজলের সহিত সেবন করিলে কোষ্ঠগত ক্রিমিসকল মলের সহিত নির্গত হইয়া যায় ॥ ১ ॥

পারিভদ্রস্ত পত্রোত্থং রসং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ।
কেবুকস্ত রসং বাপি পত্তুরক্বাথ বা পুনঃ॥
লিহ্যাৎ ক্ষৌদ্রেণ বৈড়ঙ্গং চূর্ণং ক্রিমিহরং পরম্॥ ২॥

(১) পালিধামাদারের পাতার রস ২ তোলা পরিমাণে মধুর সহিত কিছুদিন সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

(২) কেউপাতার রস মধুর সহিত কিছু-দিন সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৩) শাঞ্চিশাকের রস মধুর সহিত সেবন করিলে ক্রিমি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৪) বিড়ঙ্গচূর্ণ মধুর সহিত কিয়দ্দিবস সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

মুস্তাখুপর্ণী ফল শিগ্রু দারু ক্বাথঃ সকৃষ্ণা ক্রিমি শত্রুকল্কঃ। মার্গদ্বয়েনাপি চিরপ্রবৃত্তান্ ক্রিমীন্ নিহন্তি ক্রিমিজাংশ্চ রোগান্ ॥ ৩ ॥

মুথা, ইন্দুরকানী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সজিনামূলের ছাল ও দেবদারু, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথা বিধানে এই পাচন প্রস্তুত পূর্ব্বক বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া তাহাতে।০ চারি আনা পিপুলচূর্ণ ও ৵০ দুই আনা বিড়ঙ্গচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে উভয়মার্গ প্রবর্ত্তিত বহুকালজাত ক্রিমি ও ক্রিমি-জনিত রোগ সকল বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

পলাশবীজস্বরসং পিবেদ্বা ক্ষৌদ্রসংযুতম্।
পিবেৎ তদ্বীজকল্কং বা তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্ ॥ ৪ ॥

(১) পলাশবীজের রস মধুর সহিত সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) পলাশবীজ বাটিয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৪ ॥

ক্বাথং খর্জ্জুরপত্রাণাং সক্ষৌদ্রমুষিতং নিশি।
পীত্বা নিবারয়ত্যাশু ক্রিমিসঞ্জমশেষতঃ ॥ ৫ ॥

খেজুর পাতা কুট্টিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা, এই ক্বাথ যথা-নিয়মে রাত্রিতে প্রস্তুত করিয়া পরদিবস প্রাতে।০ সিকি তোলা মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে ক্রিমি সমূহ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

অপক্বং ক্রমুকং পিষ্টং পীতং জম্বীরজৈ রসৈঃ।
নিহন্তি বিড়্‌ভবং কীটং রসঃ খর্জ্জুরজম্ভয়োঃ ॥ ৬ ॥

(১) কাঁচা সুপারী পেষণপূর্ব্বক জামীর নেবুর রসের সহিত প্রাতে সেবন করিলে মল-জাত ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয়।

(২) খেজুর পাতার রস ও জামীর নেবুর রস একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক পান করিলে বিষ্ঠাজাত ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

পিবেৎ তুম্বীবীজচূর্ণং তক্রেণ ক্রিমিনাশনম্ ॥
নারিকেলজলং পীতং সক্ষৌদ্রং ক্রিমিনাশনম্ ॥ ৭ ॥

(১) তিক্তলাউবীজ চূর্ণ করিয়া তক্রের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয়।

(২) নারিকেলের জল মধুর সহিত পান করিলে ক্রিমি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭

যমানীং লবণোপেতাং ভক্ষয়েৎ কল্য উত্থিতঃ।
অজীর্ণমামবাতঞ্চ ক্রিমিজাংশ্চ জয়েদ্গদান্ ॥ ৮ ॥

প্রাতঃকালে খোরাসানী যমানী, সৈন্ধব লবণের সহিত সেবন করিলে অজীর্ণ, আমবাত, ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

পলাশবীজেন্দ্র বিড়ঙ্গ নিম্ব, ভূনিম্বচূর্ণং সগুড়ং লিহেদ্যঃ। দিনত্রয়েণ ক্রিময়ঃ পতন্তি, পলাশবীজেন যমানিকা বা ॥৯॥

(১) পলাশবীজ, ইন্দ্রযব, বিড়ঙ্গ, নিম-ছাল ও চিরতা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে ইক্ষুগুড়ের সহিত ৩ তিন দিন মাত্র সেবন করিলে মলের সহিত ক্রিমি সকল নির্গত হইয়া যায়।

(২) পলাশবীজ ও যমানী একত্র পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে ৩তিন দিবসের মধ্যে ক্রিমি সকল নির্গত হইয়া যায় ॥ ৯ ॥

পারাসীয়াদিচূর্ণম্।

পারাসীয় যমানিকা ঘনকণা শৃঙ্গীবিড়ঙ্গারুণা চূর্ণং শ্লক্ষ্ণতরং বিলীঢ়মপি তৎ ক্ষৌদ্রেণ সংযোজিতম্। কাসং নাশ-য়তি জ্বরঞ্চ জয়তি প্রৌঢ়াতিসারং জয়েচ্ছর্দ্দিং মর্দ্দয়তি ক্রিমিস্ত নিয়তং কোষ্ঠস্থমুন্মূলয়েৎ ॥ ১০ ॥

পারাসীয়াদি চূর্ণ—খোরাসানী যোয়ান, মুথা, পিপুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ ও আতইস, এই

সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া সমভাগে মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে কাস, জ্বর, অতীসার, বমি ও কোষ্ঠগত ক্রিমি সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১০॥

পেষয়েদারনালেন নাড়ীচস্য ফলানি চ।
যূকালিখ্যাপ্রশান্ত্যর্থং দদ্যাল্লেপন্ত মস্তকে॥ ১১॥

পাটশাকের বীজ কাঁজির সহিত পেষণপূর্ব্বক মস্তকে তাহার প্রলেপ দিলে নিকি, তেঙ্গরাদি উকুন সকল মরিয়া যায়॥ ১১॥

রসেন্দ্রেণ সমাযুক্তো রসো ধুস্তূরপত্রজঃ।
তাম্বুলপত্রজো বাপি লেপাদ্ যুকবিনাশনঃ॥ ১২॥

(১) পারার সহিত ধুতুরা পাতার রস মর্দ্দন পূর্ব্বক মস্তকে প্রলেপ দিলে উকুন সকল মরিয়া যায়।

(২) পারার সহিত পানের রস মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিলে উকুন সকল মরিয়া যায়॥ ১২॥

বিড়ঙ্গতৈলম্।

সবিড়ঙ্গ গন্ধক শিলা সিদ্ধং সুরভিজলেন কটুতৈলম্।
আজন্ম নয়তি নাশং লিখ্যানহিতাংশ্চ যুকাংশ্চ॥ ১৩॥

বিড়ঙ্গ তৈল—সর্ষপতৈল ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের, কল্কার্থ—বিড়ঙ্গ, গন্ধক ও মনঃশিলা সমভাগে মিলিত /১ সের। এই সকল দ্রব্যদ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে উকুন সকল নষ্ট হয়॥ ১৩॥

ধুস্তূরতৈলম্।

ধুস্তূরপত্রকল্কেন তদ্রসেন চ সাধিতম্।
তৈলমভ্যঙ্গমাত্রেণ যুকান্ নাশয়তি ধ্রুবম্॥ ১৪॥

ধুস্তুর তৈল—কটুতৈল ৪ সের, ধুতুরাপাতার রস ১৬। কল্কার্থে ধুতুরা পত্র ১ সের। যথা নিয়মে তৈল পাক পূর্ব্বক মস্তকে মর্দ্দন করিলে সমস্ত উকুন বিনষ্ট হয়॥ ১৪॥

ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্।

ত্রিফলা ত্রিবৃতা দন্তী বচা কাম্পিল্লকং তথা।
সিদ্ধমেভির্গবাং মূত্রৈঃ সর্পিঃ ক্রিমিবিনাশনম্॥
সর্ব্বান্ ক্রিমীন্ প্রণুদতি বজ্রং মুক্তমিবাসুরান্॥ ১৫॥

ত্রিফলাদ্য ঘৃত—গব্য ঘৃত ৪ সের, গোমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ি, দন্তীমুল, বচ ও কমলাগুড়ি, সমভাগে মিশ্রিত ১ সের। যথানিয়মে ঘৃত আলোড়ন পূর্ব্বক এই ঘৃত সেবন করিলে ক্রিমি সকল নষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৫॥

ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্।

ত্রিফলায়াস্ত্রয়ঃ প্রস্থা বিড়ঙ্গপ্রস্থ এব চ।
দীপনং দশমূলঞ্চ লাভতঃ সমুপাহরেৎ॥
পাদশেষে জলদ্রোণে শৃতে সর্পির্বিপাচয়েৎ।
প্রস্থোন্মিতং সিন্ধুযুতং তৎপরং ক্রিমিনাশনম্॥
ত্রিফলাঘৃতমেতদ্ধি লেহ্যং শর্করয়া সহ।
সর্ব্বান্ ক্রিমীন্ প্রণুদতি বজ্রং মুক্তমিবাসুরান্॥ ১৬॥

ত্রিফলাদ্য ঘৃত—হরীতকী ২ সের, বহেড়া ২ সের, আমলকী ২ সের, বিড়ঙ্গ ২ সের ও পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামুল ও শুঠ সমভাগে মিলিত ২ সের, দশমূল সমভাগে মিশ্রিত ২ সের। পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ঘৃত চিনির সহিত সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়॥ ১৬॥

হরিদ্রাখণ্ডঃ।

স্বরসং পারিভদ্রস্য প্রস্থমাদায় যত্নতঃ।
তদর্দ্ধঞ্চ সিতাং দত্ত্বা ঘৃতং কুড়বসম্মিতম্॥
প্রস্থার্দ্ধং রজনীচূর্ণং দত্ত্বা পাকং সমাচরেৎ।
যদা দর্ব্বীপ্রলেপঃ স্যাৎ তদৈষাং চূর্ণমাক্ষিপেৎ॥
চিত্রকং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং কৃষ্ণজীরকম্।
যমানীদ্বয়সিন্ধুত্থং নিশু্ঠীফলমেব চ॥
পাঠা বিড়ঙ্গকঞ্চৈব শারিবাদ্বয়বাসকৌ।
পলাশবীজং ব্যোষঞ্চ ত্রিবৃদ্দন্তী সরেণুকা॥
অরিষ্টং সোমরাজী চ প্রত্যেকন্তু দ্বিকার্ষিকম্
ততো মাষাষ্টকং ভক্ষেৎ তোয়ঞ্চানুপিবেন্নরঃ॥
ক্রিমীংশ্চ বিংশতির্বিধান্ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
দুষ্টব্রণঞ্চ কুষ্ঠঞ্চ নাড়ীব্রণভগন্দরম্॥
শীতপিত্তং বিদ্রধিঞ্চ দদ্রুং চর্ম্মদলং তথা।
অজীর্ণং কামলাং গুল্মং শ্বয়থুঞ্চ বিনাশয়েৎ॥
বলপুষ্টিকরো হ্যেষ বলীপলিতনাশনঃ।
হরিদ্রাখণ্ডনামায়ং সর্ব্বব্যাধিনিসূদনঃ।
প্রাণিনাং হিতোকামো হি প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ॥ ১৭॥

হরিদ্রাখণ্ড—পালিধামাদারপত্রের রস ৪সের, চিনি ২ সের, ঘৃত ১ সের ও হরিদ্রাচূর্ণ ১ সের। এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে পাক করিয়া তৎপর পাক শেষ হইলে চিতামূল, হরীতকী, বহেড়া আমলকী, কৃষ্ণজীরা, মুথা, বিড়ঙ্গ, যমানী, বনযমানী, সৈন্ধব লবণ, বিড়ঙ্গ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, শ্যামালতা, অনন্তমূল, বাসকমূল, পলাশবীজ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ী, দন্তীমূল, রেণুকা, নিমছাল এবং সোমরাজী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে ও পাক শেষ পূর্ব্বক নামাইবে। মাত্রা ।০ আনা। জল দ্বারা সেবনে বিংশতি প্রকার ক্রিমি, দুষ্টব্রণ ও কুষ্ঠাদি সর্ব্বপ্রকার রোগ উপশম হয়॥ ১৭॥

ক্রিমিমুদ্গরোরসঃ।

ক্রমেণ বৃদ্ধং রসগন্ধকাজমোদাবিড়ঙ্গং বিষমুষ্টিকাচ।
পলাশবীজঞ্চ বিচূর্ণমস্ত নিষ্কপ্রমাণং মধুনাবলীঢ়ম্॥ পিবেৎ কষায়ং ঘনজং তদূর্দ্ধং রসোঽয়মুক্তঃ ক্রিমিমুদ্গরাখ্যঃ। ক্রিমীন্ নিহন্তি ক্রিমিজাংশ্চ রোগান্ সন্দীপয়ত্যগ্ন্যাময়ং ত্রিরাত্রাৎ॥ ১৮॥

ক্রিমিমুদ্গররস—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, কুঁচিলা ৫ তোলা ও পলাশবীজ ৬ তোলা। এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—দুই আনা। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিয়া মুথার কাথ পান করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবনে তিন রাত্রের মধ্যে অগ্নি প্রদীপ্ত হয় ও ক্রিমি ও অন্যান্য ক্রিমিজন্য রোগ নষ্ট হয়॥ ১৮॥

কীটারিরসঃ।

শুদ্ধসূতমিন্দ্রযবং চাজমোদা মনঃশিলা।
পলাশবীজং গন্ধক দেবদাল্যাস্ত্রবৈর্দিনম্।
সংমর্দ্দ্য ভক্ষয়েন্নিত্যং মুদ্গপর্ণীরসৈঃ সহ।
সিতাযুক্তং পিবেচ্চানু ক্রিমিপাতো ভবত্যলম্॥১৯॥

কীটারি রস—পারদ, ইন্দ্রযব, বনযমানী, মনঃশিলা, পলাশবীজ ও গন্ধক; এই সকল সমভাগে লইয়া ঘোষালতার রসে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান চিনির সহিত মুগানির রস। ইহা সেবন করিলে সমস্ত ক্রিমি নির্গত হয়॥ ১৯॥

কীটমর্দ্দোরসঃ।

শুদ্ধসূতং শুদ্ধগন্ধমজমোদা বিড়ঙ্গকম্।
বিষমুষ্টিং ব্রহ্মদণ্ডী যথাক্রমগুণোত্তরম্॥
চূর্ণয়েন্মধুনা মিশ্রং নিষ্কৈকং ক্রিমিজিদ্ভবেৎ।
কীটমর্দ্দো রসো নাম মুস্তকাথং পিবেদনু॥ ২০॥

কীটমর্দ্দ রস—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, কুচিলা ৫ তোলা ও বামনহাটী ৬ তোলা। এই সকল চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া মধু দ্বারা মর্দ্দন করিয়া দুই আনা পরিমাণ বটী করিবে। অনুপান মধু ও মুথার কাথের সহিত সেবন করিলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়॥ ২০॥

ক্রিমিঘাতিনী গুড়িকা।

রসগন্ধাজমোদানাং ক্রিমিঘ্ন-ব্রহ্মবীজয়োঃ।
একদ্বিত্রিশ্চতুঃপঞ্চ ভিন্দোর্বীজস্ত ষট্ ক্রমাৎ।
সংচূর্ণং মধুনা সর্ব্বং গুড়িকাং ক্রিমিঘাতিনীম্।
খাদন্ পিপাসুস্তোয়াঞ্চ মুস্তানাং ক্রিমিশান্তয়ে॥
আখুপর্ণীকষায়ং বা প্রপিবেৎ শর্করান্বিতম্॥ ২১॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং ক্রিম্যধিকারঃ।

ক্রিমিঘাতিনীগুড়িকা—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, বামনহাটির বীজ ৫ তোলা ও কেঁউ ৬ তোলা। এই সমস্ত চূর্ণ একত্রে মধুর সহ মিশাইয়া দুই আনা পরিমাণ বটিকা করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিয়া রোগীর পিপাসা হইলে মুথার কাথ কিম্বা ইন্দুরকাণির কাথের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে ক্রিমি সকল বিনষ্ট হয়॥ ২১॥

ইতি ক্রিমিচিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ পাণ্ডুরোগাধিকারঃ।

——:*:——

সাধ্যন্তু পাণ্ড্বাময়িনং সমীক্ষ্য স্নিগ্ধং ঘৃতেনোর্দ্ধমধশ্চ শুদ্ধম্। সম্পাদয়েৎ ক্ষৌদ্রঘৃতপ্রগাঢ়ৈর্হরীতকীচূর্ণময়ৈঃ প্রয়োগৈঃ॥ ১॥

পাণ্ডুরোগের চিকিৎসা।

চিকিৎসাসাধ্য পাণ্ডুরোগীকে প্রথমতঃ কল্যাণকাদি ঘৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধকরতঃ তৎপরে বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ সংশুদ্ধ করিয়া ঘৃত ও মধু সহ হরীতকী চূর্ণ ও নবায়স লৌহাদি ঔষধ সেবন করিতে দিবে॥ ১॥

পিবেদ্ ঘৃতং বা রজনীবিপক্বং যৎ ত্রৈফলং তৈন্দুকমেব বাপি। বিরেচনদ্রব্যকৃতান্ পিবেদ্বা যোগাংশ্চ বৈরেচনিকান্ ঘৃতেন॥ ২॥

(১) হরিদ্রার কাথ ও কল্ক দ্বারা পাক করা ঘৃত পান করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) ত্রিফলার কাথ ও কল্ক দ্বারা ঘৃত পাক পূর্ব্বক তাহা সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৩) বাত ব্যাধিতে কথিত তৈন্দুক ঘৃত পান করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৪) বিরেচক দ্রব্য সহ প্রস্তুত বিরেচক ঘৃত সহ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২॥

বিধিঃ স্নিগ্ধস্তু বাতোত্থে তিক্তশীতস্তু পৈত্তিকে। শ্লৈষ্মিকে কটুরুক্ষোষ্ণঃ কার্য্যো মিশ্রস্তু মিশ্রকে॥ ৩॥

বাতজনিত পাণ্ডুরোগে স্নিগ্ধক্রিয়া, পিত্তজ পাণ্ডু রোগে তিক্তদ্রব্য সেবন ও শীতলক্রিয়া, কফজ পাণ্ডুরোগে কটু দ্রব্যসেবন রুক্ষ ও উষ্ণক্রিয়া এবং দুই তিন দোষের সংযোগে উৎপন্ন ত্রিদোষজ পাণ্ডুরোগে মিশ্রক্রিয়াই বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে॥ ৩॥

পাণ্ডুরোগে সদা সেব্যা সগুড়া চ হরীতকী॥ ৪॥

ইক্ষুগুড়ের সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া থাকে জানিবে॥ ৪॥

সপ্তরাত্রং গবাং মূত্রে ভাবিতং বাপ্যয়োরজঃ। পাণ্ডুরোগ-প্রশান্ত্যর্থং পয়সাথ পিবেন্নরঃ॥ ৫॥

লৌহচূর্ণ ৭রাত্র গোমূত্রে ভাবনা দিয়া উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধ সহ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৫॥

অয়োমলন্তু সন্তপ্তং ভূয়ো গোমূত্রশোধিতম্। মধুসর্পির্যুতং চূর্ণং সহ ভক্তেন যোজয়েৎ॥ দীপনং চাগ্নিজননং শোথপাণ্ড্বাময়াপহম্॥ ৬॥

অর্থাৎ মণ্ডুর ৭ বার অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ প্রত্যেক বার গোমূত্রে নিক্ষেপ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় মধু ও ঘৃত সহ আহারের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডু ও শোথ বিনষ্ট হয় এবং অত্যন্ত অগ্নির দীপ্তি ও অগ্নির বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৬॥

রেচনং কামলার্ত্তস্য স্নিগ্ধস্যাদৌ প্রয়োজয়েৎ। ততঃপ্রশমনী কার্য্যা ক্রিয়া বৈদ্যেন জানতা॥ ৭॥

কামলা রোগের চিকিৎসা।

কামলারোগীকে প্রথমতঃ স্নেহ পান করাইয়া বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া পিত্ত নিঃসারণ পূর্ব্বক তৎপরে সংশমন ঔষধ প্রয়োগ করা উচিত॥ ৭॥

ত্রিফলায়া গুড়ূচ্যা বা দার্ব্ব্যা নিম্বস্য বা রসঃ। প্রাতর্মাক্ষিকসংযুক্তঃ শীলিতঃ কামলাপহঃ॥ ৮॥

(১) ত্রিফলার কাথ মধু প্রক্ষেপে প্রাতঃকালে পান করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হয়।

(২) গুলঞ্চের রস মধু প্রক্ষেপে প্রাতে পান করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৩) দারু হরিদ্রার কাথ মধু প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হয়।

(৪) নিমছালের রসে মধু প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে কামলা রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৮॥

সশর্করা কামলিনাং ত্রিভণ্ডী হিতা গবাক্ষী সগুড়া চ শুণ্ঠী। দগ্ধ্বাক্ষকাষ্ঠৈর্মলমায়সন্তু গোমূত্রনির্ব্বাপিতমষ্টবারান্। বিচূর্ণ্য লীঢ়ং মধুনা চিরেণ কুম্ভাহ্বয়ং পাণ্ডুগদং নিহন্তি ॥ ৯ ॥

(১) তেউড়ী চূর্ণ ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) রাখাল শশার মূল চূর্ণ ইক্ষুচিনির সহিত সেবন করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হয়।

(৩) শুণ্ঠিচূর্ণ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মণ্ডুর বহেড়াকাঠের আগুনে ৮ বার দগ্ধ করিয়া ৮ বার গোমূত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহা চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ মধুর সহিত সেবন করিলে কুম্ভকামলা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

লৌহপাত্রে শৃতং ক্ষীরং সপ্তাহং পথ্যভোজনঃ।
পিবেৎ পাণ্ড্বাময়ী শোথী গ্রহণীদোষপীড়িতঃ ॥ ১০ ॥

লৌহ পাত্রে দুগ্ধ জাল দিয়া ৭ সাত দিবস পর্য্যন্ত সুপথ্যের সহিত পান করিলে পাণ্ডু, শোথ ও গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

অঞ্জনং কামলার্ত্তস্য দ্রোণপুষ্পীরসঃ স্মৃতঃ
নিশাগৈরিকধাত্রীণাং চূর্ণং বা সংপ্রকল্পয়েৎ ॥ ১১ ॥

(১) চক্ষুতে হলকসার রসের অঞ্জন প্রয়োগ করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) হরিদ্রা, গেরিমাটী ও আমলকী চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ চক্ষুতে অঞ্জন প্রয়োগ করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১

নস্যং কর্কোটমূলং বা ঘ্রেয়ং বা জালিনীফলম্ ॥ ১২ ॥

(১) কাঁকরোল মূলের রসের নস্য গ্রহণ করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) পীত-ঘোষা ফলের নস্য গ্রহণ করিলে কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১২ ॥

পাণ্ডুরোগক্রিয়াং সর্ব্বাং যোজয়েচ্চ হলীমকে।
কামলায়াঞ্চ যা দৃষ্টা সাপি কার্য্যা ভিষগ্‌বরৈঃ ॥ ১৩ ॥

হলীমকের চিকিৎসা।

পাণ্ডু ও কামলারোগের বিধিমতে চিকিৎসা করিলে হলীমক রোগ (ন্যাবা) বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

নবায়সলৌহম্।

ত্র্যূষণ-ত্রিফলা-মুস্ত-বিড়ঙ্গ-চিত্রকাঃ সমাঃ।
নবায়োরজসো ভাগাস্তচ্চূর্ণং মধুসর্পিষা ॥
ভক্ষয়েৎ পাণ্ডু হৃদ্রোগ কুষ্ঠার্শঃ-কামলাপহম্ ॥ ১৪ ॥

নবায়সলৌহ—শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, চিতামূল ও বিড়ঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা ও লৌহ ৯ তোলা। এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশাইয়া লইবে। এই চূর্ণ মধু ও ঘৃত দ্বারা ব্যবহার করাইলে পাণ্ডু, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও কামলারোগ সকল নষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

ত্রিকত্রয়াদ্যং লৌহম্

পলং লৌহস্য কিট্টস্য পলং গব্যস্য সর্পিষঃ।
সিতায়াশ্চ পলঞ্চৈকং মধুনাঞ্চ পলং তথা ॥
তোলৈকং কান্তলৌহস্য ত্রিকত্রয়সমন্বিতম্।
ততঃ পাত্রে বিধাতব্যং লৌহে বা মৃন্ময়ে তথা।
ভাবিতং মধুসর্পির্ভ্যাং রৌদ্রে শিশির এব চ ॥
ভোজনাদৌ তথা মধ্যে চান্তে চৈব প্রযোজয়েৎ ॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমথাপি চ।
অম্লপিত্তং তথা শূলং শূলঞ্চ পারিণামজম্ ॥
কাসং পঞ্চবিধঞ্চৈব প্লীহশ্বাসজ্বরানপি।
অপস্মারং তথোন্মাদমুদরং গুল্মমেব চ ॥
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ শ্বয়থুঞ্চ সুদারুণম্।
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥ ১৫

ত্রিকত্রয়াদ্যলৌহ—মণ্ডুর ৮ তোলা, চিনি ৮ তোলা, কান্তলৌহ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া চিতামূল, মুথা ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্য ১ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক লৌহপাত্রে বা মৃত্তিকা পাত্রে স্থাপিত করিয়া ঘৃত ৮ তোলা ও মধু ৮ তোলা দ্বারা রৌদ্রে ও শিশিরে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিবে। এই ঔষধ ভোজনের আদিতে, মধ্যে ও পরে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে কামলা, পাণ্ডু, হলীমক ও অম্লপিত্তাদি রোগ সকল বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

কামলান্তকলৌহম্।

ত্রিপলং জারিতং লৌহং লৌহার্দ্ধং জারিতাভ্রকম্।
মণ্ডুরঞ্চ তদর্দ্ধঞ্চ তদর্দ্ধং মৃতবঙ্গকম্॥
বঙ্গার্দ্ধং মাগধং শুণ্ঠী পিপ্পলী গজপিপ্পলী।
গ্রন্থিকং গন্ধপত্রঞ্চ দার্ব্বী চব্যং যমানিকা॥
চিত্রকং কট্‌ফলং রাস্না দেবদারু ফলত্রিকম্।
রসাঞ্জনং চাতিবিষাং সমভাগানি চূর্ণয়েৎ॥
কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য সোমরাজরসস্য চ।
মণ্ডুকপর্ণ্যাঃ স্বরসৈর্ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্
ভক্ষয়েন্মধুনা যুক্তং সর্ব্বমেহকুলান্তকঃ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমথারুচিম্॥
কাসং শ্বাসং শিরঃশূলং প্লীহানমগ্রমাংসকম্।
জীর্ণজ্বরং তথা শোথমঙ্গগ্রহনিপীড়িতম্॥
গুল্মশূলঞ্চ হৃদ্রোগং সংগ্রহগ্রহণীহরম্॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তিং জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি।
কামলান্তকনামায়ং লৌহং কামলরোগনুৎ॥ ১৬॥

কামলান্তকলৌহ—লৌহ ১৬ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, মণ্ডুর ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা এবং শুঠ, পিপুল, গজপিপুল, তেজপত্র, দারুহরিদ্রা, চই, যমানী, চিতা, কট্‌ফল, রাস্না, দেবদারু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসাঞ্জন, আতইষ। এইসমস্ত দ্রব্য চূর্ণ প্রত্যেক ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মিলাইয়া কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, সোমরাজ এবং থুলকুড়ি ইহাদের প্রত্যেকের রসে ৩ দিবস ভাবনা দিয়া লইবে। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ, কামলা, পাণ্ডু, হলীমক, অরুচি এবং কাসাদি সর্ব্ববিধ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৬॥

বজ্রবটকমণ্ডুরম্।

পঞ্চকোলং সমরিচং দেবদারুফলত্রিকম্।
বিড়ঙ্গ-মুস্ত-যুক্তাশ্চ ভাগাস্ত্রিপলসম্মিতাঃ॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি মণ্ডুরং দ্বিগুণং ততঃ।
পক্ত্বা চাষ্টগুণে মূত্রে ঘনীভূতে তদুদ্ধরেৎ।
ততোঽক্ষমাত্রান্ বটকান্ পিবেত্তক্রেণ তক্রভুক্।
পাণ্ডুরোগং জয়ত্যেষ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
অর্শাংসি গ্রহণীদোষমূরুস্তম্ভমথাপি চ।
ক্রিমিং প্লীহানমুদরং গলরোগঞ্চ নাশয়েৎ॥
মণ্ডুরো বজ্রনামায়ং রোগানীকবিনাশনঃ॥
নির্ব্বাপ্য বহুশো মূত্রে মণ্ডুরং প্রাজ্ঞসিদ্ধয়ে॥
গ্রাহয়েদ্বাষ্টগুণিতং মূত্রং মণ্ডুরচূর্ণকঃ॥ ১৭॥

বজ্রবটকমণ্ডুর—গোমূত্রে শোধিত মণ্ডুর চূর্ণ ৪৮ তোলা, পাকার্থ—গোমূত্র ৬ সের। আসন্ন-পাকে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ, মরিচ, দেবদারু, ত্রিফলা, বিড়ঙ্গ ও মুথা এই ১২টী দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে পাকপূর্ব্বক নামাই অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় বটী করিবে। অনুপান-তক্র এই মণ্ডুর ব্যবহারে পাণ্ডু, কুম্ভকামলা এবং বহু প্রকার রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৭॥

পুনর্নবাদি মণ্ডুরম্।

পুনর্নবা ত্রিবিচ্ছুণ্ঠী পিপ্পলী মরিচানি চ।
বিড়ঙ্গং দেবকাষ্ঠঞ্চ চিত্রকং পুষ্করাহ্বয়ম্॥
ত্রিফলা দ্বে হরিদ্রে চ দন্তী চ চবিকা তথা।
কুটজস্য ফলং তিক্তা পিপ্পলীমূলমুস্তকম্॥
এতানি সমভাগানি মণ্ডুরং দ্বিগুণং ততঃ।
গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্ত্বা স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে।
পাণ্ডুশোথোদরানাহশূলার্শঃ ক্রিমি-গুল্মনুৎ॥ ১৮॥

পুনর্নবাদিমণ্ডুর—পুনর্নবা, তেউড়ীমূলের ছাল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা, দন্তীমূল, চই, ইন্দ্রযব, কট্‌কী, পিপুলমূল এবং মুথা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, এই চূর্ণের দ্বিগুণ শোধিত মণ্ডুর এবং মণ্ডুরের অষ্টগুণ গোমূত্র। প্রথমতঃ মণ্ডুর অষ্টগুণ গোমূত্রের সহ আলোড়ন করিতে করিতে দেখিবে, জলীয়াংশ প্রায় শেষ হইয়া গাঢ় হইতেছে, তখন উক্ত চূর্ণগুলি নিক্ষেপ করিয়া পাকপূর্ব্বক নামাইবে। এই ঔষধ ঘৃত পাত্রে রাখাই বিধি। এই ঔষধ সেবনে পাণ্ডু, শোথ, উদর, আনাহ, শূল, অর্শঃ, ক্রিমি ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৮॥

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুরম্।

লৌহং তাম্রং গন্ধকাভ্রং পারদঞ্চ সমাংশিকম্।
ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চিত্রকং তথা॥

কিরাতং দেবকাষ্ঠঞ্চ হরিদ্রাদ্বয়পুষ্করম্।
যমানীজীরযুগ্মঞ্চ শটী ধান্যক-চব্যকম্।
প্রত্যেকং লৌহভাগঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণন্তু কারয়েৎ।
সর্ব্বচূর্ণস্তু চার্দ্ধাংশং সুশুদ্ধং লৌহকিট্টকম্॥
গোমূত্রে পাচয়েদ্‌ বৈদ্যো লৌহকিট্টং চতুর্গুণে।
পুনর্নবাষ্টগুণিতং ক্বাথং তত্র প্রদাপয়েৎ॥
সিদ্ধেঽবতারিতে চূর্ণং মধুনঃ পলমাত্রকম্।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় কোকিলাক্ষানুপানতঃ॥
গ্রহণীং চিরজাং হন্তি সশোথং পাণ্ডু কামলাম্।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি॥
প্লীহানং যকৃতং গুল্মমুদরঞ্চ বিশেষতঃ।
কাসং শ্বাসং প্রতিশ্যায়ং কান্তিপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্॥ ১৯॥

পঞ্চামৃতলৌহমণ্ডুর—লৌহ, তাম্র, গন্ধক, অভ্র, পারদ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চিরতা, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, ধনে এবং চই ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও সকল চূর্ণের অর্দ্ধেক বিশুদ্ধ মণ্ডুর ও মণ্ডুরের ৪ গুণ গোমূত্র এবং ৮ গুণ পুনর্নবার ক্বাথ। এই সকল দ্রব্য একত্রে পাকপূর্ব্বক যখন দেখিবে যে পাত্রস্থ দ্রব্য গাঢ় হইয়া আসিতেছে, ঐ সময়ে লৌহাদি সমস্ত চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে ও পাক শেষ হইলে নামাইবে, পরে শীতল হইলে ৮ তোলা মধু সহ মিলিত করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা—চারি আনা। অনুপান-কুলেখাড়ার রস। প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঔষধ সেব্য। ইহা সেবনে বহু কালীয় গ্রহণী, শোথ সংযুক্ত পাণ্ডু ও কামলা, প্লীহা, যকৃৎ, গুল্ম, উদর, কাস, শ্বাস এবং প্রতিশ্যায় রোগ দূরীভূত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। ইহা অত্যন্ত অগ্নিবর্দ্ধক॥১৯॥

চন্দ্রসূর্য্যাত্মকো রসঃ।

সূতকং গন্ধকং লৌহমভ্রকঞ্চ পলং পলম্।
শঙ্খটঙ্কবরাটঞ্চ প্রত্যেকার্দ্ধপলং হরেৎ॥
গোক্ষুরবীজচূর্ণঞ্চ পলৈকং তত্র দীয়তে।
সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং বাস্পযন্ত্রে বিভাবয়েৎ॥
পটোলংপর্পটং ভার্গী বিদারীশতপুষ্পিকা।
কুণ্ডলী দন্তিনী বাসা কাকমাচীন্দ্রবারুণী॥
বর্ষাভূঃ কেশরাজশ্চ শালিঞ্চী দ্রোণপুষ্পিকা।
প্রত্যেকার্দ্ধপলৈদ্রব্যৈর্ভাবয়িত্বা বটীং কুরু॥
চতুর্দ্দশবটীং খাদেচ্ছাগীদুগ্ধানুপানতঃ।
গহনানন্দনাথোক্তশ্চন্দ্রসূর্য্যাত্মকো রসঃ॥
হলীমকং নিহন্ত্যাশু পাণ্ডুরোগঞ্চ কামলাম্।
জীর্ণজ্বরং সবিষমং রক্তপিত্তমরোচকম্॥
শূলং প্লীহোদরানাহঽষ্ঠীলাগুল্মবিদ্রধীন্।
শোথং মন্দানলং কাসং শ্বাসং হিক্কাং বমিং ভ্রমিম্।
ভগন্দরোপদংশৌ চ দদ্রুকণ্ডূব্রণানিচ।
দাহং তৃষ্ণামূরুস্তম্ভমামবাতং কটীগ্রহম্॥
যুক্ত্যা মদ্যেন মণ্ডেন মুদ্গযূষেণ বারিণা।
গুড়ূচী ত্রিফলা বাসা ক্বাথনীরেণ বা কচিৎ॥ ২০

চন্দ্রসূর্য্যাত্মক রস—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র এই ৪ টী দ্রব্যের প্রত্যেক ৮ তোলা, শঙ্খ-ভস্ম, সোহাগা এবং কড়িভস্ম এই ৩টী দ্রব্যের পৃথক্ পৃথক্ ৪ তোলা এবং গোক্ষুরচূর্ণ ৮ তোলা। এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া পলতা, ক্ষেত-পাপড়া, ব্রামনহাটী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শুলফা, গুলঞ্চ, থুলকুড়িশাক, বাসক, কাকমাচী, রাখালশসা, পুনর্নবা, কেশরাজ, শালিঞ্চ ও ঘলঘসিয়া ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা করিয়া রস লইয়া এক একটি দ্রব্যের রস দ্বারা ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। প্রতি দিবস ইহার ১ টী করিয়া বটিকা সেবন করিতে দিবে। ১৪ দিনে ১৪ বটিকা সেবনের নিয়ম। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা মদ্য, অন্নমণ্ড, মুদগযূষ অথবা গুলঞ্চ, ত্রিফলা ও বাসকের ক্বাথ। ইহা ব্যবহারে হলী-মক, পাণ্ডু, কামলা এবং জীর্ণজ্বরাদি সর্ব্ববিধ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে॥ ২০॥

প্রাণবল্লভো রসঃ।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং কাশ্মীরসম্ভবম্॥
লৌহং তাম্রং বরাটীঞ্চ তুত্থং হিঙ্গুফলত্রয়ম্॥
স্নুহীমূলং যবক্ষারং জৈপালং টঙ্কনং ত্রিবৃৎ।
প্রত্যেকন্তু সমং ভাগং ছাগীদুগ্ধেন ভাবয়েৎ॥
চতুর্গুঞ্জাং বটীং খাদেদ্বারিণা মধুনা সহ।
প্রাণবল্লভনামায়ং গহনানন্দভাবিতঃ॥

শ্লেষ্মদোষঞ্চ সংবীক্ষ্য যুক্ত্যা বা ক্রটিবর্দ্ধনম্।
নিহন্তি কামলং পাণ্ডু মানাহং শ্লীপদং তথা।
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং কৃচ্ছ্রাণি চ হলীমকম্॥
শোথং শূলমূরুস্তম্ভং সংগ্রহগ্রহণীং তথা॥
হন্তি মূর্চ্ছাং বমিং হিক্কাং কাসং শ্বাসং গলগ্রহম্।
অসাধ্যং সন্নিপাতঞ্চ জীর্ণজ্বরমরোচকম্॥
জলদোষভবং শোথং মহোগ্রঞ্চ জলোদরম্।
নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং কামলার্ত্তিরুজাপহম্॥ ২১॥

প্রাণবল্লভ রস—হিঙ্গুলোত্থ পারদ, আমলাসার গন্ধক, লৌহ, তাম্র, কড়িভস্ম, শুঁঠে, হিং, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সিজবৃক্ষেরমূল, যবক্ষার, জয়পাল, সোহাগা এবং তেউড়ীমূল। এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমমাত্রায় লইয়া ছাগ দুগ্ধে ভাবনা দিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু এবং জল। ইহা ব্যবহারে কামলা, পাণ্ডু, হলীমক, শ্লীপদ, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, আনাহ, শোথ, শূল, উরুস্তম্ভ এবং সংগ্রহগ্রহণী প্রভৃতি সর্ব্ববিধ রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে॥ ২১॥

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মৃততাম্রাভ্রগুগ্‌গুলুঃ।
জৈপালবীজতুল্যঞ্চ ঘৃতেন গুড়কীকৃতম্॥
ভক্ষয়েদ্বদরাণ্ডাভং শোথপাণ্ডু-প্রশান্তয়ে।
পঞ্চাননবটী খ্যাতা পাণ্ডুরোগকুলান্তকা॥
অত্র সর্ব্বসমং জৈপালম্। ঘৃতেন প্রহরং সংমর্দ্দ্য স্নিগ্ধভাণ্ডে সংস্থাপ্য বদরাণ্ডপ্রমাণং ভক্ষয়েৎ। দ্রোণপুষ্পীরসমনুপিবেৎ॥ ২২॥

পঞ্চাননবটী—শোধিত পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র ও গুগগুলু এই সকলদ্রব্য প্রত্যেকের সমভাগ ও সমপরিমাণ জয়পালবীজ। এই দ্রব্য সকল মিলিত করিয়া ঘৃতে মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করতঃ সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ ও শোথ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২২॥

পাণ্ডুসূদনো রসঃ।

রসং গন্ধং মৃতং তাম্রং জয়পালঞ্চ গুগ্‌গুলুম্।
সমাংসমাজ্যসংযুক্তাং গুড়িকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
একৈকাং খাদয়েন্নিত্যং পাণ্ডুশোথোপশান্তয়ে।
শীতলঞ্চ জলঞ্চাম্লং বর্জ্জয়েৎ পাণ্ডুসূদনে॥ ২৩॥

পাণ্ডুসূদন রস—পারদ, গন্ধক, তাম্র, জয়পাল ও গুগ্‌গুলু। এই সমস্ত বস্তু সমভাগে গ্রহণ করিয়া ঘৃতে মর্দ্দনপূর্ব্বক দুই রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন কালে শীতল জল এবং অম্ল দ্রব্য ত্যাগ করিবে॥ ২৩॥

ত্র্যূষণাদিমণ্ডূরম্।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঙ্গং চব্যচিত্রকৌ।
দার্ব্বীত্বঙ্মাক্ষিকো ধাতুগ্রন্থিকং দেবদারু চ॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ চূর্ণান্ কৃত্বা পৃথক্ পৃথক্।
মণ্ডূরং দ্বিগুণং চূর্ণাচ্ছুদ্ধমঞ্জনসন্নিভম্॥
মূত্রে চাষ্টগুণে পক্ত্বা তস্মিংস্তু প্রক্ষিপেৎ ততঃ।
উড়ুম্বরসমান্ কৃত্বা বটকাংস্তান্ যথাগ্নি তু॥
উপযুঞ্জীত তক্রেণ সাত্ম্যং জীর্ণে চ ভোজনম্।
মণ্ডূরবটকা হ্যেতে প্রাণদাঃ পাণ্ডুরোগিণাম্॥
কুষ্ঠান্যরোচকং শোথমূরুস্তম্ভং কফাময়ান্।
অর্শাংসি কামলাং মেহান্ প্লীহানং শময়ন্তি চ॥
নির্বাপ্য বহুশো মূলে মণ্ডূরং গ্রাহ্যমিষ্যতে।
গ্রাহয়ন্ত্যষ্টগুণিতং মূত্রং মণ্ডূরচূর্ণতঃ॥ ২৪॥

ত্র্যূষণাদিমণ্ডুর—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, দারুহরিদ্রা, দারুচিনি, স্বর্ণমাক্ষিক, পিপুলমূল ও দেবদারু ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা, এই সকল চূর্ণের দ্বিগুণ মাত্রায় বিশুদ্ধ মণ্ডুরচূর্ণ ও মণ্ডুরের ৮ গুণ গোমূত্র। প্রথমে গোমূত্র এবং মণ্ডুর একত্রে পাকপূর্ব্বক পাত্রস্থ পদার্থ গাঢ় হইয়া উঠিলে উল্লিখিত শুঠ প্রভৃতির চূর্ণ গুলি প্রক্ষেপ পূর্ব্বক পরে অগ্নিতে আলোড়ন করিয়া পাক শেষ পূর্ব্বক নামাইয়া দুই আনা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ঘোল। ইহা ব্যবহারে পাণ্ডু, কামলা এবং হলীমক প্রভৃতি রোগ বিদূরিত হয়॥ ২৪॥

হরিদ্রাদ্যং ঘৃতম্।

হরিদ্রা-ত্রিফলা-নিম্ব-বলা-মধুকসাধিতম্।
সক্ষীরং মাহিষং সর্পিঃকামলাহরমুত্তমম্॥ ২৫॥

হরিদ্রাদ্য ঘৃত—মাহিষ ঘৃত /৪ সের এবং গব্য দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ-হরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল, বেড়েলা এবং যষ্টিমধু সমভাগে মিশ্রিত /১ সের, জল ১৬ সের। পরিমাণ অর্দ্ধতোলা। এই ঘৃত সেবনে কামলারোগ সকল বিনষ্ট হয়॥ ২৫ ॥

মূর্ব্বাদ্যং ঘৃতম্।

মূর্ব্বা তিক্তা নিশা যাস কৃষ্ণা চন্দন পর্পটৈঃ।
ত্রায়ন্তী বৎস ভূনিম্ব পটোলাম্বুদ দারুভিঃ॥
অক্ষমাত্রে ঘৃতপ্রস্থং সিদ্ধং ক্ষীরং চতুর্গুণম্।
পাণ্ডুতাজ্বর-বিস্ফোট-শোথার্শোরক্তপিত্তনুৎ॥ ২৬ ॥

মূর্ব্বাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের এবং দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ-মূর্ব্বামূল, কটকী, হরিদ্রা, দুরালভা, পিপুল, রক্তচন্দন, ক্ষেতপাপড়া, বলাডুমুর, কুড়চিছাল, চিরতা, পলতা, মুথা ও দারুহরিদ্রা ইহাদের পরিমাণ ২ তোলা। পাকার্থ জল ১৬ সের। পরিমাণ অর্দ্ধতোলা। এই ঘৃত পান করিলে পাণ্ডু, জ্বর, বিস্ফোট, শোথ, অর্শঃ ও রক্তপিত্ত রোগ নষ্ট হয়॥ ২৬ ॥

ব্যোষাদ্যং ঘৃতম্।

ব্যোষং বিল্বং দ্বিরজনী ত্রিফলা দ্বিপুনর্নবম্।
মুস্তান্যয়োরজঃ পাঠা বিড়ঙ্গং দেবদারু চ॥
বৃশ্চিকালী চ ভার্গী চ সক্ষীরৈস্তৈঃ শৃতং ঘৃতম্।
সর্ব্বান্ প্রশময়ত্যেতদ্বিকারান্ মৃত্তিকাকৃতান্॥ ২৭ ॥

ব্যোষাদ্য ঘৃত—ঘৃত ৪ সের এবং দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—শুঠ, পিপুল, মরিচ, বেলছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শ্বেতপুনর্নবা, মুথা, লৌহচূর্ণ, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, বিছাটী এবং বামনহাটী এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃত সেবনে মৃত্তিকা-ভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়॥ ২৭ ॥

আনন্দোদয় রসঃ।

পারদং গন্ধকং লৌহমভ্রকং বিষমেব চ।
সমাংশং মরিচং চাষ্ট টঙ্কনঞ্চ চতুর্গুণম্॥
ভৃঙ্গরাজরসৈঃ সপ্ত ভাবনাশ্চাম্লদাড়িমৈঃ।
গুঞ্জাদ্বয়ং পর্ণখণ্ডে খাদেৎ সায়ং নিহন্তি চ॥
বাতশ্লেষ্মভবান্ রোগান্ মন্দাগ্নি-গ্রহণী-জ্বরান্।
অরুচিং পাণ্ডুতাঞ্চৈব জয়েদচিরসেবনাৎ॥
নষ্টমগ্নিং করোত্যেষ কালভাস্করতেজসম্।
পর্ব্বতোঽপি হি জীর্য্যেত প্রাশনাদস্য দেহিনঃ॥
গুর্ব্বন্নমন্নমাষঞ্চ ভক্ষণাদেব জীর্য্যতি॥ ২৮ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং পাণ্ডুরোগাধিকারঃ।

আনন্দোদয়রস—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র এবং বিষ এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা এবং সোহাগা ৪ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ভৃঙ্গরাজের রসে ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ তাম্বুলের সহিত সন্ধ্যার সময় সেবন করাইবে। এই ঔষধ সেবনে বাতশ্লেষ্মজন্য রোগ, মন্দাগ্নি, গ্রহণী, জ্বর, অরুচি এবং পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ অচিরে দূরীভূত হয়॥ ২৮ ॥

ইতি পাণ্ডু-কামলা-হলীমক চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ রক্তপিত্তাধিকারঃ।

নোদ্রিক্তমাদৌ সংগ্রাহ্যং বলিনোঽপ্যশ্নতশ্চ যৎ।
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীরোগ-প্লীহগুল্মজ্বরাদিকৃৎ॥ ১ ॥

রক্তপিত্তরোগাধিকার।

রক্তপিত্তরোগী বলশালী হইলে ও আহার করিতে সমর্থ হইলে প্রবর্ত্তনশীল রক্তস্রাব রোধ করিবার জন্য কদাচ চেষ্টা করিবে না, কারণ দূষিত রক্ত দেহে সংরুদ্ধ রহিলে তাহাতে হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম ও জ্বর প্রভৃতি ব্যাধি জন্মিয়া থাকে জানিবে॥ ১ ॥

ঊর্দ্ধং প্রবৃত্তদোষস্য পূর্ব্বং লোহিতপিত্তিনঃ।
অক্ষীণবলমাংসাগ্নেঃ কর্ত্তব্যমপতর্পণম্ ॥ ২ ॥

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তরোগী ক্ষীণবল, ক্ষীণমাংস ও অগ্নিবলহীন না হইলে, উহাকে প্রথমতঃ লঙ্ঘন দিবে ॥ ২ ॥

ঊর্দ্ধগে তর্পণং পূর্ব্বং কর্ত্তব্যঞ্চ বিরেচনম্।
প্রাগধোগমনে পেয়া বমনঞ্চ যথাবলম্ ॥ ৩ ॥

ঊর্দ্ধগ রক্তপিত্তরোগে প্রথমে তর্পণ প্রয়োগ পূর্ব্বক তৎপরে বিরেচন প্রয়োগ করিবে এবং অধোগ রক্তপিত্ত রোগে রোগীকে প্রথমে পেয়া পান করাইয়া তৎপরে রোগীর বলানুসারে বমনকারক ঔষধ সেবন করাইয়া দোষসকল নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে ॥ ৩ ॥

শালিষষ্টিক নীবার কোরদূষ-প্রসাধিকাঃ।
শ্যামাকশ্চ প্রিয়ঙ্গুশ্চ ভোজনং রক্তপিত্তিনাম্ ॥ ৪ ॥

শালিধান, ষষ্টিকধান, উড়ীধান, রক্তবর্ণ উড়ীধান, শ্যামাধান ও প্রিয়ঙ্গু ধান (কাকদানা), এই সকল ধান্যের অন্ন রক্তপিত্তরোগীকে আহার করিতে দিবে ॥ ৪ ॥

মসুর মুদ্গ চণকাঃ সমুকুষ্টাঢ়কীফলাঃ।
প্রশস্তাঃ সূপযূষার্থং কল্পিতা রক্তপিত্তিনাম্ ॥ ৫ ॥

মসুর, মুগ, ছোলা, বনমুগ ও অড়হর, এই সকল দাইলের যূষ রক্তপিত্তরোগীকে আহার করিতে দিবে ॥ ৫ ॥

শাকং পটোলবেত্রাগ্রতণ্ডুলীয়াদিকং হিতম্।
মাংসং লাব-কপোতাদি শশৈণহরিণাদিকম্ ॥ ৬ ॥

পলতা, বেতাগ ও কাঁটানটেশাক এবং লাব, কপোতাদি পক্ষীর মাংস, শশক, এণ ও হরিণাদির মাংস রক্তপিত্তরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ৬ ॥

ক্ষীণমাংসবলং বৃদ্ধং বালং শোষানুবন্ধিনম্।
অবম্যমবিরেচ্যঞ্চ স্তম্ভনৈঃ সমুপাচরেৎ ॥ ৭ ॥

বৃদ্ধ, বালক, ক্ষীণমাংস, ক্ষীণবল এবং শোষ রোগাক্রান্ত রক্তপিত্ত-রোগী, বমন ও বিরেচনের অযোগ্য সুতরাং ইহাদিগকে বমন ও বিরেচন করাইবে না। সঙ্কোচক ঔষধ দ্বারা এই সকল ব্যক্তিকে চিকিৎসা করিবে ॥ ৭ ॥

বৃষপত্রাণি নিষ্পীড্য রসং সমধুশর্করম্।
পিবেত্তেন শমং যাতি রক্তপিত্তং সুদারুণম্ ॥ ৮ ॥

বাসক পাতার রস ২ তোলা মধু এবং চিনির সহ পান করিলে অতি বেগবান রক্তপিত্ত রোগ নিবারিত হয়। বাসকপত্রগুলি একটী পাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক অন্য পাত্র দ্বারা আচ্ছাদন করতঃ কিছুক্ষণ অগ্নি সন্তাপে দিয়া পরে পীড়ন করিলে উহা হইতে রস বাহির করিয়া লইবে ॥ ৮ ॥

সমাক্ষিকঃ ফল্গুফলোদ্ভবো বা পীতো রসঃ শোণিতমাশু হন্তি ॥ ৯ ॥

যজ্ঞডুমুরের রস ২ তোলা মধুর সহ পান করিলে আশু রক্তপিত্ত নষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

অভয়া মধুসংযুক্তা পাচনী দীপনী মতা।
শ্লেষ্মাণং রক্তপিত্তঞ্চ হন্তি শূলাতিসারনুৎ ॥ ১০ ॥

হরীতকী মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে দোষের পরিপাক হইয়া অগ্নির দীপ্তি হয় ও শ্লেষ্মা, রক্তপিত্ত, শূল এবং অতিসার রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

বাসকস্বরসে পথ্যা সপ্তধা পরিভাবিতা।
কৃষ্ণা বা মধুনা লীঢ়া রক্তপিত্তং দ্রুতং জয়েৎ। ১১ ॥

হরীতকী বাসকের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া সেবন করিলে অথবা মধুসহ পিপুল চূর্ণ লেহন করতঃ সেবন করিলে আশু রক্তপিত্ত রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

পকোড়ুম্বর কাশ্মর্য্য পথ্যাখর্জ্জুর গোস্তনাঃ।
মধুনা ঘ্নন্তি সংলীঢ়া রক্তপিত্তং পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১২ ॥

হরীতকী, যজ্ঞডুমুর, গাম্ভারী, খেজুর অথবা কিস্‌মিস্ ইহাদের পক্কফল শুষ্ক এবং চূর্ণ করতঃ মধুসহ ভক্ষণ করিলে রক্তপিত্ত নষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

খদিরস্য প্রিয়ঙ্গুনাং কোবিদারস্য শাল্মলেঃ।
পুষ্পং চূর্ণন্তু মধুনা লিহন্নারোগ্যমশ্নুতে ॥ ১৩ ॥

প্রিয়ঙ্গু, খদির, রক্তকাঞ্চন ও শিমুলে চূর্ণ করতঃ মধুসহ ভক্ষণ করিলে র- বিদূরিত হয় ॥ ১৩ ॥

দাঁড়াই
ষ্ট থাকিতে
.৫ সাড়ে বার সের

লাক্ষাচূর্ণং সুকৃতং ক্ষৌদ্রাজ্যসমন্বিতং সকৃল্লীঢ়ম্।
শময়তি সোদ্ধতবমনং সরক্তপিত্তস্ত সিদ্ধমিদম্ ॥১৪॥

অৰ্দ্ধ তোলা লাক্ষাচূর্ণ ঘৃত এবং মধুসহ ব্যবহার করিলে রক্তপিত্ত এবং বমি রোগ প্রশমিত হয় ॥ ১৪ ॥

উশীরাদিচূর্ণম্।

উশীরং তগরং শুণ্ঠী কঙ্কোলং চন্দনদ্বয়ম্।
লবঙ্গং পিপ্পলীমূলং কৃষ্ণৈলা নাগকেশরম্ ॥
মুস্তা মধুক কর্পূরং তুগাক্ষীরী চ পত্রকম্।
কৃষ্ণাগুরুসমং চূর্ণং সিতাশ্চাষ্টগুণা তথা ॥
রক্তবান্তিঞ্চ তাপঞ্চ নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
তগরং তগরপাদিকং তুগাক্ষীরং বংশলোচনা ॥ ১৫ ॥

উশীরাদিচূর্ণ—বেণারমূল, তগরপাদুকা, শুঁঠ, কাকোলী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, লবঙ্গ, পিপুল, পিপুলমূল, এলাইচ, নাগেশ্বর, মুথা, যষ্টিমধু, কর্পূর, বংশলোচন এবং তেজপত্র। ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, কৃষ্ণঅগুরুচূর্ণ সমস্ত চূর্ণের সমান ও কৃষ্ণ অগুরুচূর্ণ সহ সকল চূর্ণের ৮ গুণ চিনি। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিলিত করিয়া লইবে। পরিমাণ—অৰ্দ্ধ তোলা। এই চূর্ণ সেবন করিলে রক্ত বমন ও গাত্রসন্তাপ বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

এলাদি গুড়িকা।

এলা পত্র ত্বচোঽর্দ্ধাক্ষাঃ পিপ্পল্যৰ্দ্ধপলং তথা।
সিতা মধুক খর্জ্জুর মৃদ্বীকাশ্চ পলোন্মিতাঃ।
সংচূর্ণ্য মধুনা যুক্তা গুড়িকাঃ কারয়েদ্ভিষক্ ॥
অক্ষমাত্রাং ততশ্চৈকাং ভক্ষয়েচ্চ দিনে দিনে।
শ্বাসং কাশং জ্বরং হিক্কাং ছর্দ্দিং মূর্চ্ছাং মদং ভ্রমম্ ॥
রক্তনিষ্ঠীবনং তৃষ্ণাং পার্শ্বশূলমরোচকম্।
শোষপ্লীহামবাতাংশ্চ স্বরভেদং ক্ষতক্ষয়ম্।
গুড়িকা তর্পণী বৃষ্যা রক্তপিত্তং বিনাশয়েৎ ॥ ১৬ ॥

এলাদিগুড়িকা—ছোট এলাইচ ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, পিপুল ৪ তোলা এবং চিনি, যষ্টিমধু, পিণ্ডখর্জ্জুর এবং দ্রাক্ষা ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা। এই সমস্ত চূর্ণ মধুসহ মৰ্দ্দন করিয়া অৰ্দ্ধ তোলা পরিমাণ গুড়িকা করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে, কাস, শ্বাস, জ্বর, হিক্কা, বমি, মূর্চ্ছা, রক্তবমন, পার্শ্বশূল, অরুচি, শোষ, প্লীহা, আমবাত, স্বরভেদ, রক্তপিত্ত ও তৃষ্ণা প্রভৃতি রোগ উপশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

ঘ্রাণপ্রবৃত্তে জলমাশু দেয়ং সশর্করং নাসিকয়া পয়ো বা।
দ্রাক্ষারসং ক্ষীরঘৃতং পিবেদ্বা সশর্করং চেক্ষুরসং হিতং বা॥১৭

নাসিকা দ্বারা রক্ত নিঃসরণ হইলে জল ও দুগ্ধসহ চিনি মিলিত করতঃ নাসিকা দ্বারে টানিতে দিবে কিম্বা কিস্‌মিসের ক্বাথ, দুগ্ধোৎপন্ন ঘৃত বা ইক্ষুর রসসহ চিনি মিশ্রিত করিয়া নাসিকা দ্বারা পান করিতে দিবে ॥ ১৭ ॥

নস্তং দাড়িমপুষ্পোত্থো রসো দূর্ব্বাভবোঽথবা।
আম্রাস্থিজঃ পলাণ্ডোর্বা নাসিকাস্রুতরক্তজিৎ ॥ ১৮ ॥

দাড়িম ফুল, দূর্ব্বা, আমের আটির শাস কিম্বা পিয়াজ; ইহাদের রসের নস্ত টানিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয় ॥ ১৮ ॥

রসো দাড়িমপুষ্পস্য দূর্ব্বারসসমন্বিতঃ।
অলক্তকরসোপেতঃ পথ্যয়া বা সমন্বিতঃ ॥
যোজিতো নস্যতঃ ক্ষিপ্রং ত্রিদোষমপি দেহিনাম্।
নাসাপ্রবৃত্তং রক্তস্তু হন্যাদেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

দাড়িমফুলের রস ও দূর্ব্বার রস একত্রে মিলিত করতঃ আলতার জল কিম্বা হরীতকীর জলসহ একত্র করতঃ নস্ত গ্রহণ করিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

নাসাপ্রবৃত্তরুধিরং ঘৃতভৃষ্টং শ্লক্ষ্ণপিষ্টমামলকম্।
সেতুরিব তোয়বেগং রুণদ্ধি মূর্দ্ধ্নি প্রলেপেন ॥ ২০ ॥

আমলকীর সূক্ষ্ম চূর্ণ ঘৃতে ভাজিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

মেঢ়্রগেহতি প্রবৃত্তে তু বস্তিরুত্তরসংজ্ঞিতঃ।
শৃতং ক্ষীরং পিবেদ্বাপি পঞ্চমূল্যা তৃণাহ্বয়া ॥ ২১ ॥

লিঙ্গ হইতে রক্তস্রাব হইলে উত্তর বস্তিক্রিয়া করিবে। কিম্বা পঞ্চ তৃণ (কুশ, কাশ শর, দর্ভ এবং ইক্ষু মূল এই ৫টীকে পঞ্চতৃণ বলে) সমভাগে মিশ্রিত ২ তোলা, ছাগ দুগ্ধ ১৬ তোলা এবং

জল ৬৪ তোলা, একত্রে পাক করিয়া দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিতে হয় ॥২১॥

কুষ্মাণ্ডখণ্ডঃ।

কুষ্মাণ্ডকাৎ পলশতং সুস্বিন্নং নিষ্কুলীকৃতম্।
পচেৎ তপ্তে ঘৃতপ্রস্থে শনৈস্তাম্রময়ে দৃঢ়ে ॥
যদা মধুনিভঃ পাকস্তদা খণ্ডশতং ন্যসেৎ।
পিপ্‌পলীশৃঙ্গবেরাভ্যাং দ্বে পলে জীরকস্য চ ॥
ত্বগেলা পত্র মরিচ ধান্যকানাং পলার্দ্ধকম্।
ন্যসেচ্চূর্ণীকৃতং তত্র দর্ব্ব্যা সংঘট্টয়েৎ পুনঃ ॥
তৎ পক্বং স্থাপয়েদ্ভাণ্ডে দত্ত্বা ক্ষৌদ্রং ঘৃতার্দ্ধকম্।
তদ্ যথাগ্নিবলং খাদেদ্রক্তপিত্তী ক্ষতক্ষয়ী ॥
কাস শ্বাস তমশ্ছর্দ্দি তৃষ্ণা জ্বর নিপীড়িতঃ।
বৃষ্যং পুনর্নবকরং বলবর্ণপ্রসাদনম্।
উরঃ সন্ধানকরণং বৃংহণং স্বরবর্দ্ধনম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং কুষ্মাণ্ডকরসায়নম্ ॥
খণ্ডামলকমানানুসারাৎ কুষ্মাণ্ডকদ্রবাৎ।
পত্রং পাকায় দাতব্যং যাবদত্র রসো ভবেৎ ॥ ২২ ॥

কুষ্মাণ্ডখণ্ড—পুরাতন চালকুমড়ার ত্বক্ এবং বীজ পরিত্যাগ করিয়া শস্য গ্রহণ করতঃ বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। কুষ্মাণ্ডের শুষ্ক শাস ১২॥০ সাড়ে বার সের ঘৃত দ্বারা তাম্রপাত্রে করিয়া ভাজিয়া মধুব বর্ণ হইলে, ১৬ সের কুষ্মাণ্ডের জলে ১২॥০ সাড়ে বার সের চিনি গুলিয়া উহাতে দিবে এবং লৌহ-দর্ব্বী দ্বারা পুনঃপুনঃ আলোড়ন করিতে থাকিবে, পরে ঘন হইয়া আসিলে পিপুল, শুঠ ও জীরা, ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা এবং দারুচিনি, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, মরিচ ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা চূর্ণ উহাতে নিক্ষেপ করিয়া পাক শেষ হইলে নামাইবে ও শীতল হইলে ২ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা ও এক তোলা। অনুপান-ছাগদুগ্ধ। ইহা সেবনে রক্তপিত্ত প্রভৃতি বহুবিধ রোগের শান্তি হয় ও বলবীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ডঃ।

পঞ্চাশচ্চ পলং স্বিন্নং কুষ্মাণ্ডাৎ প্রস্থমাজ্যতঃ।
প্রাস্থং পলশতং খণ্ডং বাসাক্বাথাঢ়কে পচেৎ ॥
মুস্তা ধাত্রী শুভাভার্গী ত্রিসুগন্ধৈশ্চ কার্ষিকৈঃ।
ঐলেয় বিশ্ব ধন্যাক মরিচৈশ্চ পলাংশিকৈঃ ॥
পিপ্‌পলী কুড়বঞ্চৈব মধুমানীং প্রদাপয়েৎ।
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং হিক্কাং রক্তপিত্তহলীমকম্।
হৃদ্রোগমম্লপিত্তঞ্চ পীনসঞ্চ ব্যপোহতি ॥ ২৩ ॥

বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড—বাসক ছাল ৮ সের লইয়া ৬৪ সের জলে পাক পূর্ব্বক ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। পরে ত্বক্ বীজাদি রহিত কুষ্মাণ্ড শস্য সিদ্ধ করিয়া বস্ত্র ছাকিয়া জল পৃথক্ রাখিয়া শস্য গুলি রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া উহা হইতে ৬।০ সোয়া ছয় সের গ্রহণপূর্ব্বক তাম্র-পাত্রে করিয়া ৪ সের ঘৃতে ভাজিবে এবং মধুর বর্ণ হইলে উল্লিখিত বাসকের ক্বাথে ও কুষ্মা-ণ্ডের জলে ১২॥০ সাড়ে বার সের চিনি গুলিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিতে থাকিবে ও পাক করতঃ পাত্রস্থ পদার্থ ঘন হইলে মুথা, আমলকী, বংশলোচন, বামনহাটী, দারুচিনি, তেজপত্র এবং এলাইচ এই ৭টী দ্রব্যের প্রত্যে-কের চূর্ণ ২তোলা ও এল[illegible]লুকা, শুঠ, ধনে এবং মরিচ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ৮ তোলা এবং পিপুল চূর্ণ ৩২ তোলা উহাতে প্রক্ষেপ করতঃ উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে ৴১ সের মধুমিশ্রিত করতঃ অর্দ্ধতোলা বা একতোলা মাত্রায় ব্যবহার করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হিক্কা এবং রক্তপিত্তাদি সর্ব্ববিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

বাসাখণ্ডঃ।

তুলা মাদায় বাসায়াঃ পচেদষ্টগুণে জলে।
তেন পাদাবশেষেণ পাচয়েদাঢ়কং ভিষক্ ॥
চূর্ণানামভয়ানাঞ্চ খণ্ডাচ্ছুদ্ধশতং ন্যসেৎ।
দ্বিপলং পিপ্‌পলীচূর্ণাৎ সিদ্ধে শীতে চ মাক্ষিকাৎ ॥
কুড়বং পলমানন্তু চাতুর্জাতং সুচূর্ণিতম্।
ক্ষিপ্ত্বা বিলোড়িতং খাদেদ্রক্তপিত্তী ক্ষতক্ষয়ী ॥
কাসশ্বাস পরীতশ্চ যক্ষ্মণা চ প্রপীড়িতঃ ॥ ২৪ ॥

বাসাখণ্ড—বাসক সাড়ে বার সের আড়াই মণ জলে সিদ্ধ করিয়া পঁচিশসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিবে। পরে ইহাতে সাড়ে বার সের

চিনি মিলিত করতঃ পুনরায় পাকপূর্ব্বক কিছু ক্ষণ পরে হরীতকী চূর্ণ ৮ সের উহাতে প্রক্ষেপ দিয়া পাকপূর্ব্বক জলীয়াংশ নিঃশেষিত করতঃ যখন দেখিবে পাত্রস্থ দ্রব্য ঘনীভূত হইবে, ঐ সময়ে পিপুলচূর্ণ ১৬ তোলা ও দারুচিনি, ছোট এলাইচ, তেজপত্র এবং নাগেশ্বর এই ৪টী বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ ৮ তোলা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া উহাতে প্রক্ষেপ করতঃ পাক শেষ করিয়া নামাইবে। শীতল হইলে ১ সের মধুসহ মিলিত করতঃ উহা অর্দ্ধতোলা কিম্বা ১ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে রক্তপিত্ত, ক্ষয়, কাস, শ্বাস এবং যক্ষ্মা রোগ সকল বিদূরিত হয়॥ ২৪॥

বাসাঘৃতম্।

বাসাং সশাখাং সপলাশমূলাং কৃত্বা কষায়ং কুসুমানি চাস্যাঃ। প্রদায় কল্কং বিপচেদ্ ঘৃতঞ্চ ক্ষৌদ্রেণ পানাদ্বিনিহন্তি রক্তম্॥ শণস্য কোবিদারস্য বৃক্ষস্য ককুভস্য চ। কল্কাচ্চাত্রাৎ পুষ্পকল্ক প্রস্থে পলচতুষ্টয়ম্॥ ২৫॥

বাসাঘৃত—বাসকের শাখা, পত্র এবং মূল মিলিত ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—বাসক ফুল অর্দ্ধসের। ঘৃত ৪ সের। এই ঘৃত কিছু মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে রক্তপিত্ত রোগ সকল নষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৫॥

দূর্ব্বাদ্যং ঘৃতম্।

দূর্ব্বা সোৎপলকিঞ্জল্কা মঞ্জিষ্ঠা সৈলবালুকা।
সিতাসিত মুশীরঞ্চ মুস্তং চন্দনপদ্মকম্॥
বিপচেৎ কার্ষিকৈরেতৈঃ সর্পিরাজং সুখাগ্নিনা।
তণ্ডুলাম্বুতথাক্ষীরং দত্ত্বা চৈব চতুর্গুণম্॥
তৎপানং বমতে রক্তং নাবনং নাসিকাগতে।
কর্ণাভ্যাং যস্য গচ্ছেত্তু তস্য কর্ণৌ প্রপূরয়েৎ॥
চক্ষুঃস্রাবিণি রক্তে চ পূরয়েত্তেন চক্ষুষী।
মেঢ্রপায়ুপ্রবৃত্তে তু বস্তিকর্ম্মসু তদ্ধিতম্।
রোমকূপপ্রবৃত্তে তু তদভ্যঙ্গঃ প্রশস্যতে॥ ২৬॥

দূর্ব্বাদ্য ঘৃত—ছাগঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ—দূর্ব্বাঘাস, সুঁদিরকেশর, মঞ্জিষ্ঠা, এলবালুকা, চিনি, শ্বেতচন্দন, বেণারমূল, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। তণ্ডুল জল ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ১৬ সের। এই সকল দ্রব্য দ্বারা যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। রক্তবমনে এই ঘৃত পান, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে ইহার নস্য, কর্ণ হইতে রক্তস্রাব হইলে কর্ণপূরণ, চক্ষু হইতে রক্তস্রাব হইলে চক্ষুতে পূরণ, লিঙ্গ ও গুহ্যদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে ইহার পিচকারী এবং রোমকূপ হইতে রক্ত নির্গত হইলে গাত্রে মর্দ্দন করিতে দিবে॥২৬

সমশর্করং লৌহম্।

লৌহাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরমাজ্যং দ্বিগুণমুত্তমম্।
চূর্ণং পাদস্তু বৈড়ঙ্গং দদ্যাৎমধুসিতে সমে॥
তাম্রপাত্রে শুভে পক্ত্বা স্থাপয়েদ্ ঘৃতভাজনে।
মাষকাদিক্রমেণৈব ভক্ষয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্॥
অনুপানং প্রযুঞ্জীত নারিকেলজলাদিকম্।
রক্তপিত্তং জয়েত্তীব্রমম্লপিত্তং ক্ষতক্ষয়ম্।
পুষ্টিদং কান্তিজনন-মায়ুষ্যং বৃষ্যমুত্তমম্॥
মধুসিতে প্রত্যেকং লৌহসমে মুদ্রয়া পাকে জাতে লৌহাৎ পাদিকং বিড়ঙ্গনিকর-চূর্ণং প্রক্ষেপ্যং শীতে চ মধু দেয়ম্॥ ২৭॥

সমশর্কর লৌহ—লৌহ ৪ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, ঘৃত ৮ তোলা এবং চিনি ৪ তোলা। এই সকল একত্রে তাম্রপাত্রে পাক করতঃ যখন দেখিবে যে পাত্রস্থ দ্রব্য ঘনীভূত হইয়া আসিয়াছে, তখন উহাতে বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ তোলা প্রক্ষেপ করতঃ শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৪ তোলা মিশ্রিত করতঃ ঘৃতপাত্রে রাখিবে। মাত্রা—দুই আনা। অনুপান—নারিকেল জল। এই ঔষধ সেবন করিলে তীব্র রক্তপিত্ত, অম্লপিত্ত, ক্ষত ও ক্ষয়রোগ সকল নষ্ট হয় এবং বলবীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ২৭॥

শতমূল্যাদি লৌহম্।

শতমূলী সিতা ধান্য নাগকেশর চন্দনৈঃ।
ত্রিকত্রয় তিলৈর্যুক্তং লৌহং সর্ব্বগদাপহম্।
তৃষ্ণা-দাহ-জ্বর ছর্দ্দি-রক্তপিত্তহরং পরম্॥ ২৮॥

শতমূল্যাদি লৌহ—শতমূলী, চিনি, ধনে, নাগেশ্বর, রক্তচন্দন, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরী-

তকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা, চিতামূল এবং কৃষ্ণতিল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ এক তোলা এবং সমস্ত চূর্ণের সমান লৌহ। এই দ্রব্য গুলি একত্র পেষণ করতঃ গ্রহণ করিবে। মাত্রা-দুই আনা। অনুপান মধুসহ সেবন করিলে তৃষ্ণা, দাহ, জ্বর, বমি এবং রক্তপিত্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

রক্তপিত্তান্তকং লৌহম্।

ধাত্রী চ পিপ্পলীচূর্ণং তুল্যাযঃ সীতয়া সহ।
রক্তপিত্তহরং লৌহমম্লপিত্তং বিনাশয়েৎ ॥ ২৯ ॥

রক্তপিত্তান্তক লৌহ—আমলকী ১ তোলা, পিপুল ১ তোলা, চিনি ১ তোলা এবং লৌহ ১ তোলা এই ৪টী দ্রব্য একত্রে পেষণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সেবন করিলে রক্তপিত্ত এবং অম্লপিত্ত রোগ উপশম হয় ॥ ২৯ ॥

সুধানিধিরসঃ।

সূতং গন্ধং মাক্ষিকলৌহচূর্ণং সর্ব্বং মৃষ্টং ত্রৈফলেনোদকেন। মূষামধ্যে ভূধরে তৎ পুটিত্বা দদ্যাদ্ গুঞ্জাং ত্রৈফলেনোদকেন॥ লৌহপাত্রে গোপয়ঃ পাচয়িত্বা রাত্রৌ দদ্যাদ্রক্তপিত্তপ্রশান্ত্যৈ ॥ ৩০ ॥

সুধানিধিরস—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও লৌহ সমমাত্রায় গ্রহণ করিয়া ত্রিফলার জলে মর্দ্দন করতঃ মূষামধ্যে ভূধর যন্ত্রে পুটপাক করতঃ ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ত্রিফলোদক এবং লৌহপাত্রে সিদ্ধ করা গোদুগ্ধ। এই ঔষধ রাত্রিতে সেবন করা বিধেয়। ইহা রক্তপিত্ত বিনাশক ॥ ৩০ ॥

খণ্ডকাদ্যং লৌহম্ ॥

শতাবরী ছিন্নরুহা বৃষমুণ্ডিতিকাবলাঃ।
তালমূলী চ গায়ত্রী ত্রিফলায়াস্তচস্তথা ॥
ভার্গী পুষ্করমূলঞ্চ পৃথক্ পঞ্চপলানি চ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যমষ্টভাগাবশেষিতম্ ॥
দিব্যৌষধিহতস্তাপি মাক্ষিকস্ত হতস্ত বা।
পলদ্বাদশকং দেয়ং কান্তলৌহস্ত চূর্ণিতম্ ॥
খণ্ডতুল্যং ঘৃতং দেয়ং পলষোড়শিকং বুধৈঃ।
পচেত্তাম্রময়ে পাত্রে গুড়পাকো মতো যথা ॥
প্রস্থার্দ্ধং মধুনো দেয়ং শুভাশ্মজতুকং ত্বচম্।
শৃঙ্গী বিড়ঙ্গং কৃষ্ণা চ শুঠ্যাজাজীপলং পলম্ ॥
ত্রিফলা ধান্যকং পত্রং দ্ব্যক্ষং মরিচকেশরম্।
চূর্ণং দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥
যথাকালং প্রযুঞ্জীত বিড়ালপদকং ততঃ।
গব্যক্ষীরানুপানঞ্চ সেব্যো মাংসরসঃ পয়ঃ ॥
গুরুবৃষ্যান্নপানাদি স্নিগ্ধমাংসাদি বৃংহণম্।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাসং পঙক্তি শূলং বিশেষতঃ ॥
বাতরক্তং প্রমেহঞ্চ শীতপিত্তং বমিং ক্লমম্।
শ্বয়থুং পাণ্ডুরোগঞ্চ কুষ্ঠং প্লীহোদরং তথা ॥
আনাহং শোণিতস্রাবমম্লপিত্তং নিহন্তি চ।
চক্ষুষ্যং বৃংহণং বৃষ্যং মাঙ্গল্যং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥
আরোগ্যং পুত্রদং শ্রেষ্ঠং কায়াগ্নিবলবর্দ্ধনম্।
শ্রীকরং লাঘবকরং খণ্ডকাদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৩১ ॥

খণ্ডকাদ্য লৌহ—শতমূলী, তালমূলী, খদির-কাষ্ঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বামনহাটী ও কুড়; ইহাদের প্রত্যেকের ৪০ তোলা, পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ৮ সের। মনঃশিলা এবং স্বর্ণমাক্ষিক দ্বারা জারিত কান্তলৌহ ১॥০ দেড় সের, চিনি ১॥০ সের এবং ঘৃত ২ সের। এই সমস্ত দ্রব্য উক্ত ৮ সের কাথসহ তাম্রপাত্রে পাক পূর্ব্বক দ্রব্য গুলি ঘনীভূত হইলে বংশলোচন, শিলাজতু, দারুচিনি, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, শুঠ এবং কৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকের ৮ তোলা চূর্ণ ও হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ধনে, তেজপত্র, মরিচ, নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা মাত্রায় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক পাক শেষ করিয়া শীতল করতঃ ২ সের মধু মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধ পাত্রে রাখিবে। মাত্রা-দুই আনা কিম্বা চারি আনা। অনুপান গব্যদুগ্ধ। এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া মাংসরসাদি পুষ্টিকর বস্তু ভক্ষণ করিবে। ইহা সেবনে রক্তপিত্তাদি সর্ব্ববিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩১ ॥

ত্রিবৃতাদি মোদকম্।

ত্রিবৃতা ত্রিফলা শ্যামা পিপ্পলী শর্করা মধু।
মোদকং সন্নিপাতোর্দ্ধরক্তপিত্ত-জ্বরাপহম্ ॥ ৩২ ॥
ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং রক্তপিত্তাধিকারঃ।

ত্রিবৃতাদি মোদক—তেউড়ী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শ্যামালতা, পিপ্পলী ও চিনি এই সমস্ত বস্তু সমভাগে গ্রহণ করতঃ মধু সহযোগে ॥০ তোলা মাত্রায় মোদক করিয়া সেবন করিলে সান্নিপাতিক জ্বর এবং ঊর্দ্ধগত রক্তপিত্ত প্রভৃতি সর্ব্ববিধ রোগ নিবারিত হয় ॥ ৩২ ॥

ইতি রক্তপিত্তরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ যক্ষ্মাধিকারঃ।

শালি ষষ্টিক-গোধুম-যব-মুদ্গাদয়ঃ শুভাঃ।
মদ্যানি জাঙ্গলাঃপক্ষিমৃগাঃ শস্তা বিশুষ্যতাম্ ॥
শুষ্যতাং ক্ষীণমাংসানাং কল্পিতানি বিধানবিৎ।
দদ্যাৎ ক্রব্যাদমাংসানি বৃংহণানি বিশেষতঃ ॥ ১ ॥

যক্ষ্মারোগচিকিৎসা।

বহুদিনের পুরাতন শালি এবং ষষ্টিকধান্য, গোধুম (ময়দা), যব ও মুগ প্রভৃতি ও মদ্য এবং জাঙ্গল পক্ষীর মাংস এবং মৃগ-মাংস যক্ষ্মারোগীর সুপথ্য। যক্ষ্মারোগে রোগীর বল ও মাংস ক্ষীণ হইলে, ব্যাঘ্র এবং গৃধ্রাদির মাংস ভোজী জন্তুদিগের মাংস বহুবিধ চিন্তা করিয়া পাক পূর্ব্বক রোগীকে ভোজন করিতে দিবে। বিশেষ মাংসভোজী প্রাণিগণের মাংস অত্যন্ত মাংসবর্দ্ধক এবং বলকারক ॥ ১ ॥

দোষাধিকানাং বমনং শস্যতে সবিরেচনম্।
স্নেহ-স্বেদোপপন্নানাং সস্নেহং যন্নকর্ষণম্ ॥ ২ ॥

যক্ষ্মারোগে শ্লেষ্মার আধিক্য লক্ষিত হইলে রোগীকে স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক স্নেহ (ঘৃত তৈলাদি) পাক করতঃ স্নেহ সংযুক্ত বমন ও বিরেচক ঔষধ এরূপ ভাবে প্রদান করিবে, যেন রোগী দুর্ব্বল এবং কৃশ না হইতে পারে ॥ ২ ॥

বলিনো বহুদোষস্য পঞ্চকর্ম্মাণি কারয়েৎ।
যক্ষ্মিণঃ ক্ষীণদেহস্য তৎকৃতং স্যাদ্ বিষোপমম্ ॥ ৩ ॥

বলবান্ যক্ষ্মারোগীর বহুবিধ দোষ বর্ত্তমান থাকিলে পঞ্চকর্ম্ম (বমন, বিরেচন, অনুবাসন, নিরূহণ এবং নস্য কর্ম্ম) দ্বারা চিকিৎসা করিবে; কিন্তু দুর্ব্বল রোগীর পক্ষে উক্ত ক্রিয়াগুলি বিষতুল্য অহিতকারী ॥ ৩ ॥

শুক্রায়ত্তং বলং পুংসাং মলায়ত্তং হি জীবনম্।
তস্মাদ্ যত্নেন সংরক্ষেদ্ যক্ষ্মিণো মলরেতসী ॥ ৪ ॥

মানবগণের বল শুক্রের অধীন ও মলের অধীন জীবন; এই জন্যই যক্ষ্মারোগীর শুক্র এবং মল অতি যত্ন করিয়া রক্ষা করা বিধেয় এবং অতিরিক্ত শুক্রক্ষয় হইলে বল এবং অত্যন্ত দাস্ত হইলে জীবন নষ্ট হইবে ॥ ৪ ॥

পারাবত-কপিচ্ছাগ-কুরঙ্গানাং পৃথক্ পৃথক্।
মাংসচূর্ণমজাক্ষীরৈঃ পীতং ক্ষয়হরং পরম্ ॥
ঘৃতকুসুমসারলীঢ়ং ক্ষয়ং নয়তি গজবলা-মূলম্ ॥ ৫ ॥

(১) ছাগ কিম্বা কপোত, বানর ও হরিণের মাংস ভাজিয়া চূর্ণ করতঃ ছাগদুগ্ধ সহ ব্যবহার করিলে ক্ষয় রোগ উপশম হয়।

(২) গোরক্ষচাকুলের মূল মর্দ্দন পূর্ব্বক মধুসহ সেবন করিলে ও কাকজঙ্ঘার মূল মর্দ্দন পূর্ব্বক দুগ্ধসহ ব্যবহার করিলে ক্ষয় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শর্করামধুসংযুক্তং নবনীতং লিহন্ ক্ষয়ী।
ক্ষীরাশী লভতে পুষ্টিমতুল্যে চাজ্যমাক্ষিকে ॥ ৬ ॥

নবনীত চিনি এবং মধুসহ সেবন করিলে কিম্বা দুগ্ধাশী হইয়া সমমাত্রায় ঘৃত ও মধু সেবন করিলে যক্ষ্মারোগীর দেহে বল বর্দ্ধিত হয় ॥ ৬ ॥

অলক্তকরসৈঃ ক্ষৌদ্রং রক্তবান্তিহরং পরম্ ॥
যষ্ট্যাহ্বং চন্দনোপেতং সম্যক্ ক্ষীরপ্রপেষিতম্।
ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং রুধিরচ্ছর্দ্দিনাশনম্ ॥ ৭ ॥

(১) আলতারস মধুসহ সেবন করিলে রক্তবমন নিবারিত হয়।

(২) রক্তচন্দন ও যষ্টিমধু দুগ্ধসহ অতি উত্তম রূপে পেষণ ও পাক করতঃ সেবন করিলে রক্তবমন প্রশমিত হয় ॥ ৭ ॥

লবঙ্গাদ্যং চূর্ণম্।

লবঙ্গ-কঙ্কোলমুশীরচন্দনং নতং সনীলোৎপল-জীরকং সমম্। ত্রুটিঃ সকৃষ্ণাগুরুভৃঙ্গকেশরং কণা সবিশ্বানলদং সহাম্বুদম্॥ অহীন্দ্র জাতীফলবংশলোচনা সিতাষ্টভাগং সমসূক্ষ্মচূর্ণিতম্! সুরোচনং তর্পণমগ্নিদীপনং বলপ্রদং বৃষ্যতমং ত্রিদোষনুৎ॥ উরোবিবন্ধং তমকং গলগ্রহং সকাস হিক্কারুচিযক্ষ্মপীনসম্। গ্রহণ্যতীসার-ভগন্দরার্ব্বুদান্ প্রমেহগুল্মাংশ্চ নিহন্তি সজ্বরান্॥ ৮॥

লবঙ্গাদ্য চূর্ণ—তগরপাদুকার মূল, রক্তচন্দন, লবঙ্গ, কাঁকোলী, বেণারমূল, অগুরু, দারুচিনি, নাগেশ্বর, পিপুল, শুঠ, জটামাংসী, মুথা, অনন্তমূল, জাতীফল ও বংশলোচন সমভাগে এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ১ তোলা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া উহার সহিত ৮ তোলা ইক্ষু চিনি মিশ্রিত করতঃ চারি আনা মাত্রায় লইয়া সেবন করিলে কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা ও হিক্কা প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত হয় এবং দেহের কান্তি, বল ও অগ্নি বৃদ্ধি হয়॥ ৮॥

সিতোপলাদি-লেহঃ।

সিতোপলা তুগাক্ষীরী পিপ্পলী বহুলাত্বচঃ!
অন্ত্যাদূর্দ্ধং দ্বিগুণিতং লেহয়েৎ ক্ষৌদ্রসর্পিসা॥
চূর্ণং বা প্রাশয়েদেতৎ শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্।
সুপ্তজিহ্বারোচকিনং মন্দাগ্নিং পার্শ্বশূলিনম্॥
হস্তপাদাংসদাহেষু জ্বরে রক্তে তু চোর্দ্ধগে॥ ৯॥

সিতোপলাদি লেহ—দারুচিনি ১ তোলা, ছোট এলাচি ২ তোলা, বংশলোচন ৮ তোলা এবং চিনি ১৬ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য মিশ্রিত করতঃ এক আনা মাত্রায় গ্রহণ করিয়া ঘৃত ও মধুসহ সেবন করিলে শ্বাস, কাস, ক্ষয়, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, পার্শ্বশূল, হস্ত পদ দাহ ও উর্দ্ধগ, রক্তপিত্ত নিবারিত হয়॥ ৯॥

অজাপঞ্চকঘৃতম্।

ছাগশকৃদ্রসমূত্রক্ষীরৈর্দধ্না চ সাধিতং সর্পিঃ।
সক্ষারং যক্ষ্মহরং শ্বাসকাসোপশান্তয়ে পরমম্॥১০॥

অজাপঞ্চক ঘৃত—ছাগ ঘৃত ⁄৪ সের, ছাগবিষ্ঠার রস ৪ সের, ছাগমূত্র ৪ সের, ছাগদুগ্ধ ৪ সের ও ছাগদুগ্ধের দধি ৪ সের। এই সকল দ্রব্য পাক করিয়া শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে যবক্ষার চূর্ণ ১ সের নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে। এই ঘৃত ।০ তোলা মাত্রায় পান করিলে যক্ষা, শ্বাস ও কাসরোগ নিবারণ হয়॥ ১০॥

ছাগমাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিঃ সশর্করম্।
ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যে তু যক্ষ্মনুৎ॥ ১১

ছাগমাংস আহার, ছাগদুগ্ধ পান, চিনিসহ ছাগঘৃত পান, ছাগ সেবা এবং ছাগমধ্যে শয়ন করাই, যক্ষ্মারোগীর পক্ষে অতীব হিতকর॥ ১১॥

ছাগলাদ্যং ঘৃতম্।

ছাগমাংসতুলাং গৃহ্য সাধয়েন্নল্বণেঽম্ভসি।
পাদশেষেণ তেনৈব ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ঋদ্ধিবৃদ্ধী চ মেদে দ্বে জীবকর্ষভকৌ তথা।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী কল্কৈঃ পৃথক্ পলোন্মিতৈঃ॥
সম্যক্‌সিদ্ধে ঘৃতার্থা শীতে তস্মিন্ প্রদাপয়েৎ।
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ মধুনঃ কুড়বং ক্ষিপেৎ॥
পলং পলং পিবেৎ প্রাতর্যক্ষ্মাণং হন্তি দুর্জ্জয়ম্।
ক্ষতক্ষয়ঞ্চ কাসঞ্চ পার্শ্বশূলমরোচকম্॥
স্বরক্ষয়মুরোরোগং শ্বাসং হন্যাৎ সুদারুণম্॥ ১২॥

ছাগলাদ্য ঘৃত—গব্য ঘৃত ⁄৪ সের। কল্কার্থ ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, কাঁকোলী ও ক্ষীরকাঁকোলী, এই সকল দ্রব্য ৮ তোলা, কাথার্থ—ছাগমাংস ১২।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই সকল বস্তুর দ্বারা যথানিয়মে ঘৃত পাক করতঃ পরে চিনি ১ সের ও মধু ১ সের মিলিত পূর্ব্বক ।০ আনা কিম্বা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিবে। অনুপান গরম দুধ। এই ঔষধ ব্যবহারে যক্ষা, ক্ষয়কাস, স্বরভঙ্গ ও শ্বাস প্রভৃতি বহুবিধ রোগ নষ্ট হয় ও বল এবং বীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ১২॥

জীবন্ত্যাদ্যং ঘৃতম্।

জীবন্তীং মধুকং দ্রাক্ষাং ফলানি কুটজস্য চ।
শঠীং পুষ্করমূলঞ্চ ব্যাঘ্রীং গোক্ষুরকং বলাম্॥
নীলোৎপলং তামলকীং ত্রায়মাণাং দুরালভাম্।
পিপ্পলীঞ্চ সমং পিষ্ট্বা ঘৃতং বৈদ্যো বিপাচয়েৎ॥

এতদ্ব্যাধিসমূহস্য রোগেশস্য সমুত্থিতম্
ক্ষয়ং মেহাদশবিধং সর্পিরুগ্রং বাপোহতি॥ ১৩॥

ঘৃত—ঘৃত ৪ সের, জল ১৬ সের, কল্কার্থ-জীবন্তী, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইন্দ্রযব, শঠী, কুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা নীলোৎপল, ভুঁই আমলা, বলাডুমুর, দুরালভা এবং পিপ্পলী সমমাত্রায় মিশ্রিত ১ সের। এই ঘৃত ব্যবহারে সর্ব্ববিধ ক্ষয় রোগ নষ্ট হয়॥ ১৩॥

বাসাবলেহঃ।

শতং সংগৃহ্য বাসায়াস্তোয়দ্রোণে বিপাচয়েৎ।
চতুর্ভাগাবশেষেঽস্মিন্ শর্করায়াঃ পলং শতম্॥
ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধিশ্চ কট্ফলং মুস্তকং গদম্।
জীরকং পিপ্পলীমূলং রোচনী চবিকা শুভা॥
কটুকা শ্রেয়সী চৈব তালীশং সধনীয়কম্।
কার্ষিকং পৃথগেতেষাং ক্ষিপেন্মধুপলাষ্টকম্॥
তদ্ যথাগ্নিবলং লিহ্যাচ্ছৃতশীতাম্বুপানতঃ।
নিহন্তি রাজযক্ষ্মাণং রক্তপিত্তং ক্ষতং ক্ষয়ম্॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব শ্বাসঞ্চৈব সুদারুণম্।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ বমিঞ্চৈবারুচিং জ্বরম্॥
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতো হ্যেষ বৃহদ্বাসাবলেহকঃ॥ ১৪॥

বাসাবলেহ—বাসকছাল ১২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই ১৬ সের ক্বাথের সহিত ১২৷৷০ সের চিনি মিলিত করিয়া পাক করতঃ লেহবৎ ঘনীভূত করিয়া শুঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাচি, কট-ফল, মুথা, কুড়, জীরা, পিপুলমূল, কর্মলাগুঁড়ি, বংশলোচন, কট্কী, গজপিপ্পলী, তালীশপত্র এবং ধনে ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমাণ চূর্ণ নিক্ষেপ করতঃ আলোড়ন করিয়া শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া শীতল করতঃ ২ সের মধুসহ মিলিত করতঃ এই ঔষধ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সিদ্ধ করা শীতলাম্বুর সহ সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, ক্ষত, ক্ষয়, বাতজ এবং পিত্তজ সুদারুণ শ্বাস, হৃৎশূল, পার্শ্বশূল, বমি, অরুচি এবং জ্বর ইত্যাদি রোগ হইতে মুক্তি লাভ হয়॥ ১৪॥

বৃহদ্বাসাবলেহঃ।

পঞ্চবিংশৎপলং গ্রাহ্যং বৃহত্যোর্ব্বাসকস্য চ।
ভার্গ্যাশ্চ পঞ্চবিংশচ্চ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পাদশেষে রসে তস্মিন্ খণ্ডপ্রস্থং সমাবপেৎ।
কুড়বার্দ্ধঞ্চ হবিষো মধুনঃ কুড়বং তথা॥
মৃতাভ্রকং পলঞ্চৈকং কর্ণাচূর্ণং চতুঃপলম্।
কুষ্ঠং তালীশপত্রঞ্চ মরিচং তেজপত্রকম্॥
মুরামাংসীমুশীরঞ্চ লবঙ্গং নাগকেশরম্।
ত্বগ্ভার্গী বালকং মুস্তং প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্।
শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতং সর্ব্বং লেহীভূতে বিনিঃক্ষিপেৎ।
হন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং কাসং পঞ্চবিধং তথা।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং শ্বাসং জ্বরং প্লীহানমেব চ।
বালানামপি বৃদ্ধানাং তরুণানাং বিশেষতঃ॥
পার্শ্বশূলঞ্চ হৃচ্ছূলমম্লপিত্তং বমিং তথা।
বৃহদ্ বাসাবলেহোঽয়ং মহাদেবেন নির্ম্মিতঃ॥ ১৫॥

(১) বৃহদ্বাসাবলেহ—বৃহতী, কণ্টকারী, বাসকছাল ও কণ্টকারী প্রত্যেকে ২০০ তোলা, পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ ।৬ সের। এই ।৬ সের ক্বাথে /২ দুইসের ইক্ষুচিনি ও /৷৷০ অর্দ্ধসের গব্যঘৃত মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিলে তাহাতে জারিত অভ্র ৮ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৩২ তোলা এবং কুড়, তালীশ পত্র, মরিচ, তেজপত্র, মুরামাংসী, বেণার মূল, লবঙ্গ, নাগকেশর, দারুচিনি, বামনহাটী, বালা ও মুথা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে এবং শীতল হইলে /১ এক সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে যক্ষ্মা, কাস, রক্তপিত্ত প্রভৃতি বিবিধরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৫॥

(২) বৃহদ্বাসাবলেহঃ।

তুলামাদায় বাসায়া জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষে রসে তস্মিন্ খণ্ডং শতপলং ন্যসেৎ॥
শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা সম্যক্ সিদ্ধে তত্র প্রদাপয়েৎ।
ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধঞ্চ কট্ফলং মুস্তমেব চ॥
কুষ্ঠং কম্পিল্লকং শ্বেতজীরঞ্চ কৃষ্ণজীরকম্।
ত্রিবৃতা পিপ্পলীমূলং চব্যং কটুকরোহিণী॥

শিবা-তালীশ-ধন্যাকং প্রত্যেকঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্।
চূর্ণয়িত্বা ক্ষিপেত্তত্র শীতে মধুপলাষ্টকম্॥
অস্য মাত্রাং ততো লীঢ়া তোয়মুষ্ণং পিবেদনু।
সর্ব্বকাসাধিকারেষু স্বরভঙ্গে বিশেষতঃ॥
রাজযক্ষ্মণি দুঃসাধ্যে বাতশ্লেষ্মাশ্রয়ে তথা।
আনাহে বহ্নিমান্দ্যে চ হৃদ্রোগে চ ক্ষতক্ষয়ে॥
মূত্রকৃচ্ছ্রে চ কৃচ্ছ্রে চ শস্তোঽয়ং লেহ উত্তমঃ ১৬॥

(২) বৃহদ্বাসাবলেহ—বাসকছাল ।২॥০ সাড়ে বার সের, পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ ।১৬ ষোলসের। এই ক্বাথের সহিত ।২॥০ সাড়ে বার সের ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিলে উহাতে শুঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাচি, কট্‌ফল, মুথা, কুড়, কমলাগুঁড়ি, শ্বেতজীরা, কৃষ্ণজীরা, তেউড়ীমূল, পিপুলমূল, চই, কট্‌কী হরীতকী, তালীশপত্র ও ধনে ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে এবং শীতল হইলে উহাতে /১ একসের মধু মিশাইয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে কাস, স্বরভঙ্গ, যক্ষ্মা প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়॥ ১৬॥

উপদ্রবা জ্বরাদ্যাস্তে সাধ্যাঃ স্বৈঃ স্বৈশ্চিকিৎসিতৈঃ।
তেষু শান্তেষু রোগেষু পশ্চাচ্ছোষমুপাচরেৎ॥ ১৭॥

শোষরোগের চিকিৎসা সূত্র—শোষ রোগে জ্বরাদি উপদ্রব থাকিলে, প্রথমতঃ সেই সেই রোগ ও বিধিমত সেই সেই রোগের চিকিৎসা দ্বারা জ্বরাদি উপদ্রব সকল নিবারিত হইলে, তৎপরে শোষ (যক্ষ্মা, ক্ষয়) রোগের চিকিৎসা করিবে॥ ১৭॥

চ্যবনপ্রাশঃ।

বিল্বাগ্নিমন্থ-শ্যোনাক-কাশ্মর্য্যঃ পাটলা বলা।
পর্ণ্যশ্চতস্রঃ পিপ্পল্যঃ শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্॥
শৃঙ্গী আমলকী দ্রাক্ষা জীবন্তী পুষ্করাগুরুঃ।
অভয়া চামৃতা ঋদ্ধির্জীবকর্ষভকৌ শঠী॥
মুস্তং পুনর্নবা মেদা সূক্ষ্মৈলোৎপলচন্দনে।
বিদারী বৃষমূলানি কাকোলী কাকনাসিকা॥
এষাং পলোন্মিতান্ ভাগান্ শতান্যামলকস্য চ।
পঞ্চ দদ্যাৎ তদৈকস্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
জ্ঞাত্বা গতরসান্যেতান্যৌষধান্যথ তং রসম্।
তচ্চামলকমুদ্ধৃত্য নিষ্কুলং তৈলসর্পিষোঃ॥
পলদ্বিদশকে ভৃষ্টা দত্ত্বা চার্দ্ধতুলাং ভিষক্।
মৎস্যণ্ডিকায়াঃ পূতায়াঃ লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ॥
ষট্‌পলং মধুনশ্চাত্র সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ।
চতুঃপলং তুগাক্ষীর্য্যাঃ পিপ্পলী দ্বিপলং তথা॥
পলমেকং বিদধ্যাচ্চ ত্বগেলা-পত্র-কেশরাৎ।
ইত্যয়ং চ্যবনপ্রাশঃ পরামৃষ্টো রসায়নঃ॥
কাসশ্বাসহরশ্চৈব বিশেষেণোপদিশ্যতে।
ক্ষীণক্ষতানাং বৃদ্ধানাং বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনঃ॥
স্বরক্ষয়মুরোরোগং হৃদ্রোগং বাতশোণিতম্।
পিপাসাং মূত্রশুক্রস্থান্ দোষাংশ্চৈবাপকর্ষতি॥
অস্য মাত্রাং প্রযুঞ্জীত নোপরুন্ধ্যাচ্চ ভোজনম্।
অস্য প্রয়োগাচ্চ্যবনঃ সুবৃদ্ধোঽভূৎ পুনর্যুবা॥
মেধাং স্মৃতিং কান্তিমনাময়ত্বমায়ুঃপ্রকর্ষং বলমিন্দ্রিয়াণাম্। স্ত্রীষু প্রহর্ষং পরমগ্নিবৃদ্ধিং বলপ্রসাদং পবনানুলোমম্॥ রসায়নস্যাস্য নরঃ প্রয়োগাল্লভেত জীর্ণোঽপি কুটিপ্রবেশাৎ। জরাকৃতং পূর্ব্বমপাস্য রূপং বিভর্ত্তি রূপং নবযৌবনস্য॥ সিতা মৎস্যণ্ডিকালাভে ধাত্র্যাশ্চ মৃদুভর্জনম্। চতুর্ভাগজলে প্রায়ো দ্রবং গতরসং ভবেৎ॥ ১৮

চ্যবন প্রাশ—বেল, শোণাছাল, গণিয়ারী ছাল, গাম্ভারী ছাল, পারুল ছাল, বেড়েলা, শালপানী, চাকুলে, মুগানী, মাষাণী, পিপুল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁইআমলা, কিসমিস, জীবন্তী, কুড়, হরীতকী, গুলঞ্চ, অগুরু, ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক, শঠী, মুথা, পুনর্নবা, মেদ, ছোট এলাচি, নীলোৎপল, রক্তচন্দন, ভুঁইকুমড়া, বাসক ছাল, কাঁকলা ও কেউটিঠোটী, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ৮ তোলা এবং বস্ত্রে পুটলীবদ্ধ আমলকী ৫০০ পাঁচশত, পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ ক্বাথ ।১৬ সের। প্রথমতঃ আমলকী গুলি চটকাইয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া তাহা ৪৮ তোলা তিল তৈল এবং ৪৮ তোলা গব্য ঘৃত একত্র করিয়া তাহাতে ঈষৎ ভাজিয়া তৎসহ ।৬ সের

ছোটএলাচিচূর্ণ ২তোলা ও নাগকেশরচূর্ণ ২তোলা মিশাইয়া উত্তমরূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে, এবং শীতল হইলে উহাতে ৪৮ তোলা মধু মিশাইয়া একটী মৃত্তিকা পাত্রে রাখিয়া দিবে। এই ঔষধ প্রত্যহ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে শ্বাস, কাস, যক্ষ্মা, স্বরভঙ্গাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

যক্ষ্মারিলৌহম্।

মধুতাপ্য-বিড়ঙ্গাশ্মজতু-লৌহ-ঘৃতাভয়াঃ।
হন্তি যক্ষ্মাণমত্যুগ্রং সেব্যমানা হিতাশিনা ॥
"সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহচূর্ণং ঘৃতমধুভ্যাং লেহমিতি
ভানুদাসঃ

যক্ষ্মারিলৌহ—স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শিলাজতু ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহচূর্ণ ১ ভাগ, এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করিলে অতি প্রবল যক্ষ্মারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

বিন্ধ্যবাসিযোগঃ।

ব্যোষং শতাবরী ত্রীণি ফলানি দ্বে বলে তথা।
সর্ব্বাময়হরো যোগঃ সোঽয়ং লৌহরজোঽন্বিতঃ ॥
এষ যক্ষঃক্ষতং হন্তি কণ্ঠজাংশ্চ গদাংস্তথা।
রাজযক্ষ্মাণমত্যুগ্রং বাহুস্তম্ভমথার্দ্দিতম্ ॥ ২০ ॥

বিন্ধ্যবাসিযোগ—শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, শতাবরী, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, বেড়েলা ও গোরক্ষ চাকুলে,এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা ও লৌহ ৯ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে যথাযোগ্য অনুপান সহ সেবন করিলে উরঃক্ষত, কণ্ঠগত রোগ সকল, অত্যুগ্র রাজযক্ষ্মা, বাহুস্তম্ভ ও অর্দ্দিতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

হন্তি কাসং স্বরাঘাতং ক্ষয়কাসং ক্ষতক্ষয়ম্ ॥
বলবর্ণাগ্নিপুষ্টিনাং সাধনো দোষনাশনম্ ॥ ২১ ॥

যক্ষ্মান্তকলৌহ—রাস্না, তালীশপত্র, কর্পূর, থানকুনী,শিলাজতু,ত্রিফলা, ত্রিকটু ও ত্রিমদ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ এক ভাগ, লৌহ সকলের সমান, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় যথাযোগ্য অনুপানে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রবসংযুক্ত কাস, স্বরভঙ্গ, ক্ষয় কাস ও উরঃক্ষত বিনষ্ট হইয়া বল, বর্ণ, অগ্নি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শিলাজত্বাদিলৌহম্।

শিলাজতু-মধু ব্যোষ-তাপ্য লৌহরজাংসি চ।
ক্ষীরেণ লৌহিতস্রাবং ক্ষয়ং ক্ষয়মবাপ্নুয়াৎ ॥ ২২ ॥

শিলাজত্বাদিলৌহ—শিলাজতু,যষ্টিমধু, পিপুল, মরিচ ও স্বর্ণমাক্ষিক, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ ও লৌহ সকলের সমান, সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শীঘ্র রক্ত ক্ষয় নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

ক্ষয়কেশরী।

ত্রিকটুত্রিফলৈলাভির্জাতীফললবঙ্গকৈঃ ॥
নবভাগান্বিতং লৌহং মমং সিন্দুরসন্নিভম্ ॥
ছাগীদুগ্ধেন সংপিষ্য বল্লমত্র প্রযোজয়েৎ।
মধুনা ক্ষয়রোগার্ত্তি হন্ত্যয়ং ক্ষয়কেশরী ॥ ২৩ ॥

ক্ষয়কেশরী—শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ছোটএলাচি, জাতীফল ও লবঙ্গ, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহ ৯ ভাগ, সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশাইয়া ছাগ দুগ্ধের সহিত পেষণ পূর্ব্বক ২রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিলে ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৩ ॥

রসেন্দ্রগুড়িকা।

কর্ষং শুদ্ধরসেন্দ্রস্য স্বরসেন জয়ার্দ্রয়োঃ।
শিলায়াং খল্লয়েত্তাবদ্ যাবৎ পিণ্ডং ঘনং ভবেৎ॥
জলকর্ণা-কাকমাচীরসাভ্যাং ভাবয়েৎ পুনঃ।
সৌগন্ধিকপলং ভৃঙ্গস্বরসেন সুভাবিতম্॥
চূর্ণিতং রসসংযুক্তমজাক্ষীরপলদ্বয়ে।
খল্লিতং ঘনপিণ্ডন্তু গুড়ীঃ স্বিন্নকলায়বৎ॥
কৃত্বাদৌ শিবমভ্যর্চ্চ্য দ্বিজাতীন্ পরিতোষ্য চ
জীর্ণান্নে ভক্ষয়েদেকাং ক্ষীরমাংসরসাশনঃ॥
সর্ব্বরূপং ক্ষয়ং কাসং রক্তপিত্তমরোচকম্।
অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তমম্লপিত্তং নিযচ্ছতি॥ ২৪॥

রসেন্দ্রগুড়িকা—শোধিত পারা ২ দুই তোলা পরিমাণে লইয়া জয়ন্তীর রসে ও আদার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক পিণ্ডাকৃতি করতঃ জলকর্ণার (পানার) রসে ১ বার ও কাকমাচীর রসে ১ এক বার ভাবনা দিয়া, ভৃঙ্গরাজের রসে ভাবিত ৮ তোলা গন্ধক চূর্ণ সহ মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলী করিয়া সেই কজ্জলী ১৬ তোলা ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ পূর্ব্বক কলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। মহাদেবের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করতঃ আহার পরিপাকান্তে এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় যথাযোগ্য অনুপানে সেবন করিবে। দুগ্ধ ও মাংসরসের সহিত অন্ন পথ্য করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়, কাস, রক্তপিত্ত, অরুচি ও অম্লপিত্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৪॥

বৃহদ্রসেন্দ্রগুড়িকা।

কুমার্য্যা ত্রিফলাচূর্ণৈশ্চিত্রকস্য রসৈঃ ক্রমাৎ।
শোধয়িত্বা পুনারাজী-গৃহধূমহরিদ্রয়া॥
পক্কেষ্টকারজোভিশ্চ ধূর্ত্তপত্ররসেন চ।
শৃঙ্গবেররসেনাপি শোধয়িত্বা পুনঃ পুনঃ॥
প্রক্ষালয়েৎ পুনঃ পশ্চাচ্ছানয়েদ্বসনে ঘনে।
কর্ষদ্বয়ং রসেন্দ্রস্য ভাবয়েদ্বিজয়ারসে॥
শিলায়াং খল্লয়েচ্চাপি যাবচ্চূর্ণত্বমাগতম্।
জলকর্ণা-কাকমাচীরসাভ্যাং ভাবয়েৎ পুনঃ॥
সৌগন্ধিকপলং শুদ্ধমর্দ্ধং মরিচটঙ্গনম্।
মাক্ষিকঞ্চ শিখিগ্রীবং তালকং চাভ্রকং তথা॥
এতাংস্তু মিলিতান্ দত্ত্বা ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ।
রক্তিদ্বয়প্রমাণেন কারয়েদ্‌গুড়িকাং ভিষক্॥
জীর্ণান্নে ভোজয়েদেকাং ক্ষীরমাংসরসাশনঃ।
হন্তি কাসং ক্ষয়ং শ্বাসং রক্তপিত্তমরোচকম্॥
পাণ্ডু ক্রিমি-স্বরহরং কৃশানাং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
বাজীকরণমুদ্দিষ্টমম্লপিত্তহরং পরম্॥ ২৫॥

বৃহদ্রসেন্দ্রগুড়িকা—৪ তোলা পারদ গ্রহণ করতঃ ঘৃতকুমারীর রস, ত্রিফলা চূর্ণ, চিতার রস, রাইসর্ষপ চূর্ণ, ঝুল, হরিদ্রা, ইষ্টক চূর্ণ, ধুতুরাপত্রের রস ও আদার রস; এই সকল দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ পেষণ করতঃ পরে উক্ত পেষণ পারদ জলে ধৌত করতঃ জয়ন্তী, জলকর্ণা এবং কাকমাচী এই সকল দ্রব্যের রসে পুনরায় ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। এইরূপ শোধিত পারদ ৪ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা একত্রে কজ্জলী করিবে। পরে মরিচ, সোহাগা, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে, হরিতাল ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকের ৫ তোলা গ্রহণ করতঃ কজ্জলীর সহ একত্রে আদার রস দ্বারা ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ গুড়িকা করিবে। আহারীয় অন্নের পাক হইলে ইহার একটী গুড়িকা সেবন করিতে দিবে। পথ্য—দুগ্ধ এবং মাংসরস। ইহা সেবনে ক্ষয়, কাস, শ্বাস, রক্তপিত্ত, অরুচি, পাণ্ডু, ক্রিমি, স্বরভঙ্গ এবং অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট হয়। বিশেষতঃ এই গুড়িকা দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন ও বীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ২৫॥

কল্যাণসুন্দরাভ্রম্।

বজ্রাভ্রমেকপলিকং পুটনৈঃ সুজীর্ণং ধাত্রী পয়োদ-বৃহতী-শতমূলিকেক্ষু। বিম্বাগ্নিমন্থ-জল-বাসক-কণ্টকারী-শ্যোনাক-পাটলি-বসা চ রসৈরমীষাম্॥ সংমর্দ্দিতং পলমিতৈঃ পৃথগেকশশ্চ গুঞ্জাসমং সুবলিতং বটিকাকৃতঞ্চ। যক্ষ্মক্ষয়ৌ সকলশোষবলাস-পিত্তং শ্বাসং সমীরমরুচিং কসনাঙ্গসাদম্॥ শোথং স্বরক্ষয়মজীর্ণমুদর্দ্দ শূলং মেহজ্বর-বিষমুরোগ্রহপাণ্ডুহিক্কাঃ। বহ্নিবিনাশন মম্লপিত্তং প্লীহাময়ং সহহলীমকমস্রগুল্মম্॥ তৃষ্ণামবাতনিচয়ং গ্রহণীং প্রদুষ্টাং বিস্ফোট-কুষ্ঠ-নরনাস্থ-শিরোপদাংশ্চ। মূর্চ্ছাং বমিং বিরসতাং বিনিহন্তি সদ্যঃ কল্যাণসুন্দরমিদং বলদং সুবৃষ্যম্। মেধ্যং রসায়নবরং সকলাময়ানাং নাশায় যক্ষ্ম বিবহে কথিতং হরেণ॥ ২৬॥

মৃগাঙ্কোরসঃ।

স্বাদ্রসেন সমং হেম মৌক্তিকং দ্বিগুণং ততঃ।
গন্ধকঞ্চ সমং তেন রসপাদস্তু টঙ্গনম্ ॥
সর্ব্বং তদ্গোলকং কৃত্বা কাঞ্জিকেনাবশোষয়েৎ।
ভাণ্ডে লবণপূর্ণেঽথ পচেদ্ যামচতুষ্টয়ম্ ॥
মৃগাঙ্কসংজ্ঞঃ স জ্ঞেয়ো রোগরাজনিকৃন্তনঃ।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ং চাস্য মরিচৈর্ভক্ষয়েদ্ভিষক্ ॥
পিপ্পলীদশকৈর্ব্বাথ মধুনা লেহয়েদ্বুধঃ।
পথ্যং সুলঘু মাংসেন প্রায়শোঽস্য প্রযোজয়েৎ ॥
দধ্যাজ্যং গব্যতক্রং বা মাংসমাজং প্রয়োজয়েৎ।
ব্যঞ্জনৈর্ঘৃতপক্কৈশ্চ নাতিক্ষারৈরহিঙ্গুভিঃ ॥
বৃন্তাকং তৈল-বিল্বাদি কারবেল্লঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
স্ত্রিয়ং পরিহরেদ্দূরে কোপঞ্চাপি পরিত্যজেৎ ॥ ২৭ ॥

মৃগাঙ্করস—স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, পারদ ১ তোলা, মুক্তাভস্ম ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ও সোহাগা ।০ আনা। ইহা একত্রে কাঁজি দ্বারা পেষণ করতঃ গোলাকৃতি করিবে, অনন্তর রৌদ্রে শুষ্ক পূর্ব্বক মুষামধ্যে স্থাপিত করিয়া মুষার মুখ বন্ধ করতঃ লবণযন্ত্রে ৪ প্রহর পরিপাক করিবে। মাত্রা ২ রতি পরিমাণ। অনুপান মরিচ চূর্ণ ও মধু এবং পিপুলচূর্ণ ও মধু। পথ্য লঘুপাক মাংস, ছাগদধি, গব্যতক্র, ছাগমাংস, ঘৃতপক্ক ব্যঞ্জন। অধিক ক্ষার বস্তু, বেগুন, তৈল, বিল্ব এবং উচ্ছে প্রভৃতি দ্রব্য যক্ষ্মা-রোগীর কুপথ্য, স্ত্রীসহবাস ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে ॥ ২৭ ॥

রাজমৃগাঙ্কোরসঃ।

রসভস্মত্রয়ো ভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
মৃততাম্রস্য ভাগৈকং শিলাতালক-গন্ধকম্ ॥

রাজমৃগাঙ্করস—পারদ ৩ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা। ইহা একত্র মিশ্রিত পূর্ব্বক বড় বড় কড়ির মধ্যে স্থাপন করিয়া ছাগদুগ্ধ সহ সোহাগা মর্দ্দন করিয়া উক্ত কড়ি সকলের মুখ বন্ধ করতঃ মৃত্তিকা পাত্রে স্থাপিত করতঃ কুট্টিত বস্ত্র দ্বারা মৃত্তিকা সংযুক্ত পাত্রের মুখ রুদ্ধ করতঃ রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পরে পাক শেষ করতঃ উক্ত মৃত্তিকা পাত্রে স্থাপিত করতঃ শীতল হইলে ঔষধ গুলি চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৪ রতি মাত্র। অনুপান ঘৃত ও মধুসহ মরিচ চূর্ণ ও পিপুল চূর্ণ। ইহা সেবনে বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মজনিত যক্ষ্মারোগ বিদূরিত হয় জানিবে ॥ ২৮ ॥

মহামৃগাঙ্কোরসঃ।

নিরুত্তভস্ম সৌবর্ণ-দ্বিগুণং ভস্ম-সূতকম্।
ত্রিগুণং ভস্ম মুক্তোত্থং শুকপুচ্ছং চতুর্গুণম্ ॥
মৃততাপ্যঞ্চ পঞ্চাংশং দদ্যাদত্র ভিষক্ সুধীঃ।
সপ্তভাগং প্রবালঞ্চ রসতুল্যঞ্চ টঙ্গনম্ ॥
সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্যং ত্রিদিনং নিম্ববারিণা।
তৎ ততো গোলকং কৃত্বা শোষয়িত্বা খরাতপে ॥
লবণৈঃ পাত্রমাপূর্য্য তন্মধ্যে গোলকং ক্ষিপেৎ।
তন্মুখঞ্চ মৃদা রুদ্ধা পচেদ্যামচতুষ্টয়ম্ ॥
আকৃষ্য চূর্ণিতং শুদ্ধং প্রদেয়ং পূর্ব্বভাগিকম্ ॥
বজ্রঞ্চ তদভাবে তু বৈক্রান্তং তৎ সমাংশকম্ ॥
মহামৃগাঙ্কঃ খলু সিদ্ধ এষ শ্রীনন্দিনাথপ্রকটী-
কৃতোঽয়ম্। বল্লোঽস্য সেব্যো মরিচাজ্যযুক্তঃ
সেব্যোঽথবা পিপ্পলিকাসমেতঃ ॥
অত্রোপচারাঃ কর্ত্তব্যাঃ সর্ব্বে ক্ষয়গদোদিতাঃ।
বল্যং ঘৃতঞ্চ ভোক্তব্যং ত্যাজ্যং শূরবিরোধি যৎ ॥

[illegible]ভেদকাসবরুচিং বাহ্নিক মূর্চ্ছাং জ্বরম্। অষ্টাবেব মহাগদান্ গদগণান্ পাণ্ড্বাময়ং কামলাং পিত্তার্ত্তিং গরল গ্রহান্ বহুবিধানন্যাংস্তথা নাশয়েৎ॥ ২৮॥

মহামৃগাঙ্করস—স্বর্ণভস্ম ১ তোলা, রসসিন্দুর ২ তোলা, মুক্তাভস্ম ৩ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, স্বর্ণ মাক্ষিক ৫ তোলা, প্রবাল ৭ তোলা এবং সোহাগা ২ তোলা। এই সমস্ত বস্তু লেবুর কাথ দ্বারা তিন দিবস পেষণ করতঃ গোলাকৃতি পূর্ব্বক প্রখর রৌদ্রে শুকাইয়া মুষামধ্যে রাখিবে। পরে কুট্টিত বস্ত্র দ্বারা মৃত্তিকা নির্ম্মিত মুষার মুখ লেপন করতঃ লবণ যন্ত্রে ৭প্রহর পাক করতঃ শীতল করিয়া ঔষধ গ্রহণপূর্ব্বক উহার সহিত হীরক (অভাবে বৈক্রান্ত) ১তোলা মিলিত করতঃ অতি উত্তম রূপে চূর্ণ করিয়া গ্রহণ করিবে। মাত্রা—২ রতি। অনুপান—মরিচ কিম্বা পিপুল চূর্ণ মিলিত ঘৃত। ইহা সেবন করিয়া বলকর বস্তু এবং ঘৃত ইত্যাদি ভোজন করা বিধেয়। এই ঔষধ সেবনে যক্ষ্মা,জ্বর,গুল্ম, বিদ্রধি, মন্দাগ্নি, স্বর-ভঙ্গ, কাস, অরুচি, বমি এবং মূর্চ্ছাদি রোগ নষ্ট হয়॥ ২৯॥

রত্নগর্ভপোট্টলীরসঃ।

রসং বজ্রং হেমতারং নাগং লৌহঞ্চ তাম্রকম্।
তুল্যাংশং মারিতং যোজ্যং মুক্তামাক্ষিকবিদ্রুমম্।
শঙ্খঞ্চ তুল্যতুল্যাংশং সপ্তাহং চার্দ্রকদ্রবৈঃ॥
মর্দ্দয়িত্বা বিচূর্ণ্যাথ তেন পূর্য্যা বরাটিকাঃ।
টঙ্কনং রবিদুগ্ধেন পিষ্ট্বা মুখন্তু বন্ধয়েৎ॥
মৃদ্ভাণ্ডে তং নিরুধ্যাথ সম্যগ্ গজপুটে পচেৎ।
আদায় চূর্ণয়েৎ সর্ব্বং নির্গুণ্ড্যাঃ সপ্ত ভাবনাঃ॥
আর্দ্রকস্য রসে সপ্ত চিত্রকস্যৈকবিংশতিঃ।
দ্রবৈর্ভাব্যং ততঃ শোষ্য দেয়ং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্॥
যক্ষ্মরোগং নিহন্ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ।
যোজয়েৎ পিপ্পলী-ক্ষৌদ্রৈঃ সঘৃতৈর্ম্মরিচৈস্তথা॥
মহারোগাষ্টকে কাসে জ্বরে শ্বাসেঽতিসারকে।
পোট্টলীরত্নগর্ভোঽয়ং যোগবাহেন যোজয়েৎ॥
বাতব্যাধ্যশ্মরী-কুষ্ঠ-মেহোদর-ভগন্দরাঃ।
অর্শাংসি গ্রহণীত্যষ্টৌ মহারোগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩০॥
ইতিভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং যক্ষ্মাধিকারঃ।

রৌপ্য, সীসা, লৌহ, তাম্র, [illegible] [illegible], প্রবাল এবং শঙ্খভস্ম; এই সকল দ্রব্যের ১ তোলা গ্রহণ করতঃ আদার রসসহ ৭ দিন মর্দ্দন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ গ্রহণ করিয়া কড়ির মধ্যে স্থাপিত করিবে। অনন্তর ক্ষীরসহ সোহাগা পেষণ করিয়া উক্ত কড়ির মুখ বন্ধ করতঃ মৃৎপাত্রে স্থাপন এবং গজ-পুটে পাক করিবে ও শীতল হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া নিসিন্দার রসে ৭ বার, আদার রসে ৭ বার এবং চিতার রসে ২১ বার ভাবনা দিবে। মাত্রা—৪ রতি। অনুপান মধু ও পিপুল চূর্ণ কিম্বা ঘৃত ও মরিচ চূর্ণ। এই মহৌষধ সেবনে সাধ্যাসাধ্য যক্ষ্মা, অষ্টবিধ মহারোগ, বাতব্যাধি, অশ্মরী, কুষ্ঠ, প্রমেহ, উদররোগ, ভগন্দর, অর্শঃ ও গ্রহণী, কাস, জ্বর, শ্বাস এবং অতীসার প্রভৃতি রোগসকল নষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩০॥

ইতি যক্ষ্মচিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ কাসাধিকারঃ।

বাস্তুকো বায়সীশাকং মূলকং সুনিষণ্ণকম্।
স্নেহাস্তৈলাদয়ো ভক্ষ্যাঃ ক্ষীরেক্ষুরসগৌড়িকাঃ॥
দধ্যারনালাম্লফলং প্রসন্নাপানমেব চ।
শস্তন্তে বাতকাসে তু স্বাদ্বম্ললবণানি চ॥
গ্রাম্যানূপৌদকৈঃ শালি-যবগোধূমষষ্টিকান্।
রসৈর্ম্মাষাত্মগুপ্তানাং যূষৈর্ব্বা ভোজয়েদ্ধিতান্॥ ১

কাসচিকিৎসা।

বাস্তুকশাক, কাকমাচী, কচি মূলা, সুষুনিশাক, ঘৃত—তৈলাদি স্নেহ বস্তু, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়-বিকার (মিশ্রি ইত্যাদি), দধি, কাঁজি, অম্লফল, প্রসন্না, (মদ্য বিঃ) ও স্বাদু, অম্ল এবং লবণরস

গ্রাম্য (ছাগাদি), আনূপ (বরাহ) এবং ঔদক (কচ্ছপাদি) জন্তু সকলের মাংসের যুষ সহ যব, গোধূম, যষ্টিক এবং শালি তণ্ডুলের অন্ন আহার কিম্বা মাষকলায় ও আলকুশীর বীজের যুষসহ অতীব হিতকর বস্ত আহার, ইহা বাতকাসির পক্ষে বিশেষ হিতকর ॥ ১ ॥

শঠী-শৃঙ্গী-কণা-ভার্গী-গুড়-বারিদ-যাসকৈঃ।
সতৈলৈর্বাতকাসঘ্নো লেহোঽয়মপরাজিতঃ ॥ ২ ॥

শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল, বামনহাটী, পুরাতন গুড়, মুথা ও দুরালভা এই সকল দ্রব্য, চূর্ণ সমমাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক মিলিত করতঃ কটু তৈলের সহিত পেষণপূর্ব্বক সেবন করিলে বাত-কাস রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

পিত্তকাসে তনুকফে ত্রিবৃতাং মধুরৈর্যুতাম্।
দদ্যাদ্ঘনকফে তিক্তৈর্বিরেকার্থং যুতাং ভিষক্ ॥ ৩॥

পিত্তজনিত—কাসে কফের তরলাবস্থায় (কোষ্ঠবদ্ধ রহিলে) চিনি এবং মিছরি ইত্যাদি মধুর-রসসহ তেউড়ীর ক্বাথ বা চূর্ণ ও গাঢ় কফে তিক্ত রসসহ তেউড়ীর ক্বাথ ও চূর্ণ রোগীকে সেবন করাইয়া রোগের মূলীভূত দোষ নিঃসারিত করিবে ॥ ৩ ॥

মধুরৈর্জাঙ্গলরসৈঃ শ্যামাক-যব-কোদ্রবাঃ।
মুদ্গাদিযূষৈঃ শাকৈশ্চ তিক্তকৈর্মাত্রয়া হিতাঃ ॥ ৪ ॥

পিত্তজনিত—কাসে জাঙ্গলপ্রাণির মাংস রস সহ মুগ ইত্যাদি সহযোগে শ্যামাক, যব এবং কোদ্রব ধান্যের অন্ন আহার হিতকর ॥ ৪ ॥

দ্রাক্ষামধুরখর্জ্জূরং পিপ্পলী মরিচান্বিতম্।
পিত্তকাসহরং হ্যেতল্লিহ্যাম্মাক্ষিকসর্পিষা ॥ ৫ ॥

পিণ্ডখর্জ্জুর, যষ্টিমধু, কিস্মিস্, পিপুল এবং মরিচ এই সকল চূর্ণ সমানভাগে পেষণ করতঃ ঘৃত ও মধু সহ সেবনে পিত্তকাস নষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

বলিনং বমনেনাদৌ শোধিতং কফকাসিনম্।
যবান্নৈঃ কটুরুক্ষোষ্ণৈঃ কফঘ্নৈশ্চাপ্যুপাচরেৎ ॥ ৬ ॥

কফজ—কাসরোগাক্রান্ত ব্যক্তি বলবান্ হইলে প্রথমে উহাকে বমনকারক ঔষধ ব্যবহার করা-ইয়া দেহ শুদ্ধ করিবে; পরে কফনাশক, কটু, রুক্ষ এবং উষ্ণ দ্রব্যসহ যবের মণ্ড ইত্যাদি ভোজন করিতে দিবে ॥ ৬ ॥

পার্শ্বশূলে জ্বরে শ্বাসে কাসে শ্লেষ্মসমুদ্ভবে।
পিপ্পলীচূর্ণসংযুক্তং দশমূলীজলং পিবেৎ ॥ ৭ ॥

দশমূলের ক্বাথ, পিপুলচূর্ণ সহ সেবন করিলে পার্শ্ববেদনা, জ্বর, শ্বাস এবং শ্লেষ্ম-ঘটিত কাস রোগ বিদূরিত হয় ॥ ৭ ॥

স্বরসং শৃঙ্গবেরস্য মাক্ষিকেন সমন্বিতম্।
পায়য়েচ্ছ্বাসকাসঘ্নং প্রতিশ্যায়কফাপহম্ ॥ ৮ ॥

আদার রস, মধুর সহ পান করিলে শ্বাস, কাস ও প্রতিশ্যায় ইত্যাদি রোগ সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

কণ্টকারীকৃতঃ ক্বাথঃ সকৃষ্ণঃ সর্ব্বকাসহা ॥
বিভীতকং ঘৃতাভ্যক্তং গোশকৃৎ পরিবেষ্টিতম্।
স্বিন্নমগ্নৌ হরেৎ কাসং ধ্রুবমাস্য বিধারিতম্ ॥ ৯ ॥

(১) কণ্টকারী ক্বাথে পিপুলচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সকল প্রকার কাস রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) বহেড়া ফলে ঘৃত মাখাইয়া গোময় সহ বেষ্টন করতঃ ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে সিদ্ধ করতঃ বীজ ফেলিয়া মুখে ধারণ করিলে কাস রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

বাসকস্য রসঃ পেয়ো মধুযুক্তো হিতাশিনা।
পিত্তশ্লেষ্মকৃতে কাসে রক্তপিত্তে বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥

হিতকর দ্রব্যভোজী ব্যক্তি ২ তোলা বাসক পত্রের রস, মধু সহ সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজ কাস এবং রক্তপিত্ত রোগ নষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

বাসায়াঃ স্বরসং পূতং কণা-মাক্ষিকসংযুতম্।
অভ্যাসাম্মুচ্যতে পীত্বাপ্যসাধ্যাৎ কাসরোগতঃ ॥ ১১ ॥

বাসকের রস ২ তোলা লইয়া পিপুলচূর্ণ এবং মধু সহ প্রতিদিন সেবন করিলে কাস রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

সমূলং চিত্রকঞ্চৈব পিপ্পলীচূর্ণকং হরেৎ।
কাসং শ্বাসঞ্চ হিক্কাঞ্চ মধুযুক্তং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১২ ॥

শুষ্কমূলা, চিতামূল ও পিপুল এই সকল প্রত্যেকের চূর্ণ সমমাত্রায় গ্রহণ করতঃ মিশ্রিত পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে কাস, শ্বাস এবং হিক্কা নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

তদ্বৎ ক্রব্যাদজং মাংসং কৌলিঙ্গং মাংসমেবচ।
অসাধ্যামুচ্যতে ভুক্ত্বা কাসাদভ্যাসযোগতঃ ॥ ১৩॥

শ্যেন ও ফিঙ্গা প্রভৃতির মাংস প্রতিদিন আহার করিলে বহুবিধ দুঃসাধ্য কাস রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

মৃদ্বীকং পিপ্পলী দ্রাক্ষা সুপক্বং বৃহতীফলম্।
ঘৃত-ক্ষৌদ্রযুতো লেহঃ ক্ষয়কাসনিবর্হণঃ ॥ ১৪ ॥

কিস্মিস্, মুথা ও পিপুল সুপক্ক বৃহতী ফল; এই সমস্ত বস্তু সমভাগে গ্রহণ করতঃ ঘৃত এবং মধু সহিত সেবন করিলে ক্ষয়কাস বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

মরিচাদ্যং চূর্ণম্।

কর্ষঃ কর্ষার্দ্ধমথো পলং পলদ্বয়ং তথার্দ্ধকর্ষশ্চ।
মরিচস্য পিপ্পলীনাং দাড়িমগুড়যাবশূকানাম্॥
সর্ব্বৌষধৈরসাধ্যা যে কাসাঃ সর্ব্ববৈদ্য-বিবর্জ্জিতাঃ।
পুয়মপি ছর্দ্দয়তাং তেষামিদং মহৌষধং পথ্যম্ ॥ ১৫ ॥

মরিচাদ্য চূর্ণ—মরিচচূর্ণ ২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ১তোলা, দাড়িমবীজ চূর্ণ ৮ তোলা, পুরাতন গুড় ১৬ তোলা এবং যবক্ষার ১ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য মিলাইয়া দুই আনা বা চারি আনা মাত্রায় সেবন করিলে দুঃসাধ্য কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

সমশর্করং চূর্ণম্।

লবঙ্গজাতীফলপিপ্পলীনাং
ভাগান্ প্রকল্প্যাক্ষসমানমীষাম্।
পলার্দ্ধমেকং মরিচস্য দদ্যাৎ
পলানি চত্বারি মহৌষধস্য॥
সিতাসমং চূর্ণমিদং প্রসহ্য
রোগানিমানাশুবলান্নিহন্যাৎ।
কাসজ্বরারোচক-মেহগুল্ম-
শ্বাসাগ্নিমান্দ্য-গ্রহণীপ্রদোষান্॥ ১৬॥

সমশর্কর চূর্ণ—লবঙ্গ ২ তোলা, জাতীফল ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা এবং শুঠচূর্ণ ৩২ তোলা ও সমস্ত চূর্ণের সমানমাত্রা চিনি। ইহা একত্রে মিশ্রিত করতঃ এক আনা কিম্বা দুই আনা পরিমাণে সেবন করিলে কাস, জ্বর, অরুচি, মেহ, গুল্ম, শ্বাস, অগ্নিমান্দ্য এবং গ্রহণী রোগ প্রশমিত হয় ॥ ১৬ ॥

মরিচং শিলার্কক্ষীরৈর্ভাবিতং ত্বচমাশুভাবিতং শুষ্কাম্।
কৃত্বা বিধিনা ধূমং পিবতঃ কাসাঃ শমং যান্তি ॥ ১৭ ॥

মনঃশিলা, মরিচ ও আকন্দের ক্ষীর সহ বেগুন ভাবনা দিয়া শুকাইয়া উহার ধূম পান করিলে কাস রোগের উপশম হয় ॥ ১৭ ॥

তিন্তিড়ীপত্রজঃ কাথো হিঙ্গু সৈন্ধব-সংযুতঃ।
দুষ্টকাসং জয়ত্যাশু তৃণবৃন্দমিবানলঃ ॥ ১৮ ॥

তেঁতুলপত্রের কাথে হিং ও সৈন্ধব মিলিত পূর্ব্বক পান করিলে কাসরোগ নষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

কণ্টকারী-ঘৃতম্।

ঘৃতং রাস্না-বলা-ব্যোষ শ্বদংষ্ট্রাকল্কপাচিতম্।
কণ্টকারীরসে পানাৎ পঞ্চকাসনিসূদনম্ ॥ ১৯ ॥

কণ্টকারী ঘৃত—ঘৃত ⁄৪ সের। কল্কার্থ—রাস্না, বেড়েলা, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও গোক্ষুর সমভাগে মিশ্রিত ১ সের। কণ্টকারীর রস ১৬ সের। এই ঘৃত পান করিলে পঞ্চবিধ কাস বিনষ্ট হয় ॥ ১৯ ॥

ব্যাঘ্রীহরীতকী।

সমূলপুষ্পচ্ছদকণ্টকার্য্যাস্তুলাং জলদ্রোণপরিপ্লুতাঞ্চ।
হরীতকীনাঞ্চ শতং নিদধ্যাদ্বিপচ্য সম্যক্ চরণাবশেষম্ ॥
গুড়স্য দত্ত্বা শতমেবমগ্নৌ বিপক্বমুত্তীর্য্য ততঃ সুশীতে।
কটুত্রিকঞ্চ দ্বিপলপ্রমাণং পলানি ষট্পুষ্পরসস্য তত্র ॥
ক্ষিপেচ্চতুর্জাতপলং যথাগ্নি-প্রযুজ্যমানো বিধিনাবলেহঃ।
বাতাত্মকং পিত্তকফোদ্ভবঞ্চ দ্বিদোষকাসানপিচ ত্রিদোষম্।
ক্ষয়োদ্ভবঞ্চ ক্ষতজঞ্চ হন্যাৎ তৎ পীনসং শ্বাসমুরঃক্ষতঞ্চ।
যক্ষ্মাণমেকাদশমুগ্ররূপং ভৃগূপদিষ্টং হি রসায়নং স্যাৎ ॥২০॥

ব্যাঘ্রীহরীতকী—মূল, পুষ্প ও পত্র সহিত কণ্টকারী ১২॥০ সাড়ে বার সের এবং বস্ত্র খণ্ডে পুটলীবদ্ধ হরীতকী ১০০ টা। এই উভয় দ্রব্য

৬৪ সের জলে সিদ্ধ করতঃ ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া ইহার সহিত পুরাতন গুড় ১২॥০ সাড়ে বার সের গুলিয়া তাহাতে বীজরহিত হরিতকী গুলি একত্রিত করিয়া পাক করিবে এবং পাকপূর্ব্বক লেহবৎ হইয়া আসিলে শুঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট-এলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে উহাতে প্রক্ষেপ করতঃ উত্তমরূপে আলোড়ন করতঃ নামাইবে। পরে শীতল হইলে ৪৮ তোলা মধু মিলিত করিয়া স্নিগ্ধ পাত্রে রাখিবে। এই ঔষধ চারি আনা বা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে সেবন করিলে কাস, শ্বাস, পীনস ইত্যাদি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২০॥

বাসাবলেহঃ।

বাসকস্বরসপ্রস্থে মানিকা সিতশর্করা।
পিপ্পলী দ্বিপলং দত্ত্বা সর্পিষশ্চ পচেচ্ছনৈঃ॥
লেহীভূতে ততঃ পশ্চাচ্ছীতে ক্ষৌদ্রপলাষ্টকম্।
দত্ত্বাবতারয়েদ্বৈদ্যো মাত্রয়া লেহ উত্তমঃ॥
নিহন্তি রাজযক্ষ্মাণং কাসং শ্বাসঞ্চ দারুণম্।
পার্শ্বশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং রক্তপিত্তং জ্বরং তথা॥ ২১॥

বাসাবলেহ—বাসকপত্রের রস ৪ চারি সের, চিনি এক সের এবং ঘৃত ১৬ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র পাক করতঃ পাত্রস্থ ঔষধ লেহবৎ হইলে উহাতে পিপুলচূর্ণ ১৬ তোলা মিলিতপূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে ও শীতল করতঃ মধু ১ সের মিলিত করতঃ স্নিগ্ধ পাত্রে স্থাপন করিবে। পরে চারি আনা কিম্বা অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে রাজযক্ষ্মা, কাস, শ্বাস, পার্শ্ববেদনা, হৃদয়ের শূল, রক্তপিত্ত ও জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে॥ ২১॥

তালীশাদ্যং চূর্ণং মোদকঞ্চ।

তালীশপত্রং মরিচং নাগরং পিপ্পলী শুভা।
যথোত্তরং ভাগবৃদ্ধ্যা ত্বগেলে চার্দ্ধভাগিকে॥
পিপ্পল্যষ্টগুণা চাত্র প্রদেয়া সিতশর্করা।
কাসশ্বাসারুচিহরং তচ্চূর্ণং দীপনং পরম্॥
হৃৎপাণ্ডুগ্রহণীরোগ-প্লীহা-শোথ-জ্বরাপহম্।
ছর্দ্দ্যতীসারশূলঘ্নং মূঢ়বাতানুলোমনম্।
কল্পয়েদ্‌গুড়িকাঞ্চৈতচ্চূর্ণং পক্ত্বা সিতোপলাম্।
গুড়িকাহ্যগ্নিসংযোগাচ্চূর্ণাল্লঘুতরাস্মৃতা॥
পৈত্তিকে গ্রাহয়ন্ত্যেকে শুভয়া বংশলোচনম্।
বিশেষণং হি পিপ্পল্যা অন্যত্র পৈত্তিকাচ্ছুভা॥ ২২॥

তালীশাদ্য চূর্ণ ও মোদক—তালীশপত্র ১তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুঠ ৩ তোলা, পিপুল ৪ তোলা, বংশলোচন ৫তোলা, দারুচিনি ॥০তোলা ও ছোট-এলাইচ ॥০ তোলা। এই সকল চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া লইবে। পরে ৩২ তোলা জলে ৩২ তোলা ইক্ষু চিনি মিলিত করিয়া জ্বাল দিতে থাকিবে ও পাত্রস্থ ঔষধ ঘন হইলে উক্ত মিলিত চূর্ণ সকল উহাতে প্রক্ষেপ করতঃ উত্তমরূপে পাক করিয়া নামাইয়া লইবে। ইহাকে তালীশাদ্য মোদক বলে। উক্ত চূর্ণগুলি এবং ইক্ষুচিনি এক সঙ্গে মিলিত করিয়া লইলে তালীশাদ্য চূর্ণ বলে। এই ঔষধদ্বয় সেবন করিলে কাস, শ্বাস, শূল ও অরুচি ইত্যাদি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২২॥

পঞ্চামৃতরসঃ।

শুদ্ধসূতস্য ভাগৈকং ভাগৌ দ্বৌ গন্ধকস্য চ।
ভাগদ্বয়ং মৃতং তাম্রং মরিচং দশভাগিকম্॥
মৃতাভ্রস্য চতুর্ভাগং ভাগমেকং বিষং ক্ষিপেৎ।
অম্লেন মর্দ্দয়েৎ সর্ব্বং মাষৈকং বাতকাসনুৎ॥
অনুপানং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বিভীতকফলত্বচম্॥ ২৩॥

পঞ্চামৃত রস—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, তামা ২ তোলা, মরিচ ১০তোলা, অভ্র ৪ তোলা ও বিষ ১ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক নেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া মাষকলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ বহেড়ার ছালচূর্ণ ও মধু সহ সেবন করিলে বাতজ কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৩॥

অমৃতার্ণবোরসঃ।

পারদং গন্ধকং শুদ্ধং মৃতলৌহঞ্চ টঙ্কণম্।
রাস্না বিড়ঙ্গ ত্রিফলা দেবদারু কটুত্রিকম্॥
অমৃতা পদ্মকং ক্ষৌদ্রং বিষঞ্চাপি বিচূর্ণয়েৎ।
দ্বিগুঞ্জং বাতকাসার্ত্তঃ সেবয়েদমৃতার্ণবম্॥ ২৪॥

অমৃতার্ণবরস—পারা, গন্ধক, লৌহ,সোহাগার খৈ, রাস্না, হরীতকী, বিড়ঙ্গ, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, গুলঞ্চ, পদ্মকাষ্ঠ ও বিষ; এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণে চূর্ণ করিয়া জলের সহিত মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ মধুর সহিত সেবন করিলে বাতজনিত কাস রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ২৪॥

চন্দ্রামৃতাবটী।

ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং ধান্য-জীরক-সৈন্ধবম্।
প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ॥
রসগন্ধক-লৌহানাং প্রত্যেকং কার্ষিকং শুভম্।
টঙ্গনস্য পলং দত্ত্বা মরিচস্য পলার্দ্ধকম্॥
নবগুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্।
প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা চিন্তয়িত্বামৃতেশ্বরীম্॥
একৈকাং বটিকাং খাদেদ্রক্তোৎপলরসপ্লুতাম।
নীলোৎপলরসেনাপি কুলত্থস্য রসেন বা।
পিপ্পল্যা মধুনা বাপি শৃঙ্গবেররসেন বা।
হন্তি পঞ্চবিধং কাসং বাতপিত্তসমুদ্ভবম্॥
বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং দোষং পিত্তশ্লেষ্মোদ্ভবং তথা।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চৈব নানাদোষ সমুদ্ভবম্॥
রক্তনিষ্ঠীবনঞ্চাপি জ্বরং শ্বাসসমন্বিতম্।
তৃষ্ণাং দাহং ভ্রমং হন্তি জঠরাগ্নিপ্রদীপনম্॥
বলবর্ণকরী হ্যেষা প্লীহগুল্মোদরাপহা।
আনাহ ক্রিমিহৃৎ পাণ্ডু-জীর্ণজ্বরবিনাশিনী॥
ইয়ং চন্দ্রামৃতা নাম চন্দ্রনাথেন নির্ম্মিতা।
বাসা গুড়ূচী ভার্গী চ মুস্তকং কণ্টকারিকা॥
সেবনান্তে প্রকর্ত্তব্যা গুড়িকা বীর্য্যধারিণী॥ ২৫॥

চন্দ্রামৃতাবটী—শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই, জীরা, ধনে ও সৈন্ধব-লবণ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১তোলা, পারদ, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেকে ২তোলা, সোহাগার খৈ ৮তোলা ও মরিচচূর্ণ ৪তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র ছাগদুগ্ধ সহ পেষণ পূর্ব্বক ৯ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুতকরিবে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে পবিত্র হইয়া অমৃতেশ্বরী দেবীকে স্মরণ পূর্ব্বক ইহার একটী করিয়া বটী রক্তোৎপলের রস, নীলোৎপলের রস,কুলত্থিকলায়ের ক্বাথ, পিপুলচূর্ণ ও মধু অথবা আদার রস ও মধু অনুপানে সেবন করিলে পঞ্চবিধ কাস, রক্তপিত্ত, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা দাহ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনান্তে বাসক, গুলঞ্চ, বামনহাটী, মুথা ও কণ্টকারী ইহাদের ক্বাথ পান করিলে ঔষধের গুণ সমধিক বর্দ্ধিত হয়॥ ২৫॥

শ্রীডামরানন্দাভ্রম্।

অভ্রস্যামলমারিতস্য তু পলং ক্ষুদ্রাটরূষস্থিরা-বিল্বশ্যোনাক-পাটলঃ কলসিকাঃ সত্রক্ষষষ্ট্যাদ্র কাঃ। চিত্রগ্রন্থিক-গোক্ষুরং সচবিকং মার্গাঅগুপ্তান্বিতং সত্বৈর্ম্মর্দ্দিতমেকশশ্চ পলিকৈর্গুঞ্জার্দ্ধকং ভক্ষিতম্॥ কাসং পঞ্চবিধং স্বরাময়মুরোঘাতঞ্চ হিক্কাং জ্বরং শ্বাসং পীনস মেহ গুল্মমরুচিং যক্ষ্মাস্রপিত্তং ক্ষয়ম্। দাহং মোহমশেষদোষজনিতং শূলং বলাসং ক্রিমিং ছর্দ্দিং পাণ্ডুহলীমকং গলগণ্ডং বিস্ফোটকং ...বলাম্॥ মন্দাগ্নিং গ্রহণীং ক্ষয়ঞ্চ যকৃতং প্লীহানমর্শাংসি চ হন্যাদামকফোদ্ভবানপি গদান্ শ্রীডামরানন্দাভ্রকম্। বল্যং বৃষ্যমশেষ-দোষহরণং ধাতুপ্রদং কামিনাং মেধ্যং হৃদ্যং রসায়নং হরমুখাজ্জাত্বা মহাভাষিতম্॥ ২৬॥

শ্রীডামরানন্দাভ্র—কণ্টকারী, বাসকছাল, শালপানী, বেলমূল, শোণারছাল,পারুলছাল, চাকুলে, বামনহাটী, আদা, চিতারমূল, পিপুলমূল, গোক্ষুর, চই, আপাংমূল ও আলকুশী, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ৮ তোলা পরিমাণ রস দ্বারা পৃথক্ পৃথক্রূপে এক একবার ৮তোলা পরিমাণ জারিত অভ্র মর্দ্দন পূর্ব্বক অর্দ্ধ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ যথাযোগ্য অনুপান সহ সেবন করিলে কাস, স্বরভঙ্গ,হিক্কা, যক্ষ্মাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৬॥

মহাকালেশ্বরো রসঃ।

মৃতং লৌহং মৃতং বঙ্গং মৃতার্কং মৃতমভ্রকম্।
শুদ্ধং সূতঞ্চ গন্ধঞ্চ মাক্ষিকং হিঙ্গুলং বিষম্॥
জাতীফলং লবঙ্গঞ্চ ত্বগেলা নাগকেশরম্।
উন্মত্তস্য চ বীজানি জয়পালঞ্চ শোধিতম্॥
এতানি সমভাগানি মরিচং হয়নেত্রকম্।
সর্ব্বদ্রব্যং ক্ষিপেৎ খল্লে লোহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ॥
শক্রাশনস্য স্বরসৈর্ভাবয়েদেকবিংশতিম্।
গুঞ্জামাত্রা প্রদাতব্যা আর্দ্রকস্য রসৈর্যুতা॥

তদৰ্দ্ধং বালবৃদ্ধেষু পথ্যং দেয়ং যথোচিতম্।
পঞ্চকাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং রাজযক্ষ্মাণমেব চ ॥
সন্নিপাতং কণ্ঠরোগমভিন্যাসমচেতনম্।
মহাকালেশ্বরো হন্তি কালনাথেন ভাষিতঃ। ২৭ ॥

মহাকালেশ্বর রস—লৌহ, বঙ্গ, তাম্র, অভ্র, পারদ, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, বিষ, জাতীফল, লবঙ্গ, দারুচিনি, ছোটএলাচি, নাগকেশর, ধুতুরাবীজ ও জয়পালবীজ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ ১ তোলা ও মরিচচূর্ণ ৩ তোলা, এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া ২১ বার সিদ্ধির কাথে ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা আদার রসের সহিত সেবন করিলে কাস, ক্ষয় শ্বাস, রাজযক্ষ্মা, সন্নিপাত, কণ্ঠরোগ ও অভিন্যাস রোগ বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ বালক ও বৃদ্ধদিগকে অৰ্দ্ধরতি পরিমাণে সেবন করাইবে ॥ ২৭ ॥

বিজয়ভৈরবোরসঃ।

সূতকং গন্ধকং লৌহং বিষমভ্রকতালকম্।
বিড়ঙ্গং রেণুকং মুস্তমেলা গ্রন্থিক-কেশরম্ ॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চিত্রং শুদ্ধং জৈপালবীজকম্।
এতানি সমভাগানি গুড়ং দ্বিগুণমুচ্যতে ॥
তিন্তিড়ীবীজশস্যেন প্রাতঃকালে তু ভক্ষয়েৎ।
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং গুল্মং প্রমেহ বিষমজ্বরম্ ॥
অজীর্ণ-গ্রহণীদোষং হন্তি পাণ্ড্বাময়ং তথা।
অপানে হৃদয়ে শূলং বাতরোগং গলগ্রহম্।
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতো হ্যেষ রসো বিজয়ভৈরবং ॥ ২৮ ॥

বিজয়ভৈরব রস—পারা, গন্ধক, লৌহ, বিষ, অভ্র, হরিতাল, বিড়ঙ্গ, রেণুকা, মুথা, ছোট এলাচি, পিপুলমূল, নাগকেশর, ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিতারমূল ও জয়পালবীজ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা ও গুড় ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মৰ্দ্দনপূর্ব্বক ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রাতঃকালে তেঁতুলবীজের শাসের সহিত সেবন করিলে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, গুল্ম, প্রমেহ, বিষমজ্বর, অজীর্ণ, গ্রহণী, পাণ্ডু, গুহ্যশূল, হৃদয়শূল, বাতরোগ ও গলগ্রহ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৮

কাসসংহারভৈরবো রসঃ।

রস গন্ধক-তাম্রাভ্র শঙ্খ-টঙ্গন-লৌহকম্।
মরিচং কুষ্ঠ-তালীশ-জাতীফল-লবঙ্গকম্ ॥
কার্ষিকং চূর্ণয়েদাদৌ দণ্ডেনামর্দ্দ্য ভাবয়েৎ ॥
ভেকপর্ণী কেশরাজো নিগুণ্ডী কাকমাচিকা ॥
দ্রোণপুষ্পী শালপর্ণীগ্রীষ্মসুন্দরমেব চ।
ভার্গীহরীতকী বাসা কার্ষিকৈঃ পত্রজৈঃ রসৈঃ।
বটিকাং কারয়েদ্বৈদ্যঃ পঞ্চগুঞ্জাপ্রমাণতঃ।
বাতজং পিত্তজং কাসং দ্বন্দ্বজং চিরকালজম্ ॥
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা।
শ্রীমন্মহনাথেন কাসংহারভৈরবঃ ॥
রসোঽয়ং নির্ম্মিতো যত্নাল্লোকরক্ষণহেতবে।
বাসা শুণ্ঠী কণ্টকারী কাথেন পায়য়েদ্বুধঃ ॥
কাসং নানাবিধং হন্তি শ্বাসমুগ্রং গরাপহঃ।
বলবর্ণকরঃ শ্রীদঃ পুষ্টিদো বহ্নিদীপনঃ ॥ ২৯ ॥

কাসসংহার-ভৈরবরস—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, শঙ্খভস্ম, সোহাগার খৈ, লৌহ, মরিচ, কুড়, তালীশপত্র, জাতীফল ও লবঙ্গ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ দুই তোলা পরিমাণে লইয়া থানকুনী, কেশুর্য্যা, নিসিন্দা, কাকমাচী, হলকসা, শালপানী, গিমা, বামনহাটী, হরীতকী ও বাসকপাতা, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমাণ রসে এক এক বার ভাবনা দিয়া ৫ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া পশ্চাৎ বাসক, শুঠ ও কণ্টকারী ইহাদের কাথ পান করিবে। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার কাস, শ্বাস, ও গরদোষ বিনষ্ট হইয়া বল, বর্ণ, শ্রী, পুষ্টি ও অগ্নি বৰ্দ্ধিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৯ ॥

বৃহদ্রসেন্দ্রগুড়িকা।

কর্ষং শুদ্ধরসেন্দ্রস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ।
তাম্রস্য হরিতালস্য লৌহস্য চ বিষস্য চ ॥
মনঃশিলায়াঃ ক্ষারাণাং বীজং ধুস্তুরকস্য চ।
মরিচস্য চ সর্ব্বেষাং সমং চূর্ণং প্রকল্পয়েৎ ॥
জয়ন্তী চিত্রকং মাণং ঘণ্টকর্ণোল্লমণ্ডুকী।
শক্রাশনং ভৃঙ্গরাজং কেশরাজার্দ্রক তথা ॥
সিন্ধুবারস্য চ রসৈঃ কর্ষমাত্রৈর্বিভাবয়েৎ।
কলায়পরিমাণাস্তু গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্।

আর্দ্রকস্বরসেনৈব পঞ্চকাসং ব্যপোহতি।
হন্তি কাসং তথা শ্বাসং যক্ষ্মাণং সভগন্দরম্॥
অগ্নিমান্দ্যারুচিং শোথমুদরং পাণ্ডু-কামলাম্।
রসায়নী চ বৃষ্যা চ বল বর্ণ প্রদায়িনী॥ ৩০॥

বৃহদ্রসেন্দ্রগুড়িকা—পারদ,গন্ধক, অভ্র, তামা, হরিতাল, লৌহ, বিষ, মনঃশিলা, সোহাগার খৈ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, ধুতুরাবীজ ও মরিচ এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা মাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক জয়ন্তী, চিতা, মাণকচু, ঘাটেকোল, ওল, থানকুনি, সিদ্ধি, ভীমরাজ, কেশুর্য্যা, আদা ও নিসিন্দাপাতা ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমাণ রস দ্বারা এক একবার ভাবনা দিয়া কলায় প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা আদার রসসহ সেবন করিলে কাস, শ্বাস, যক্ষ্মা, ভগন্দর, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শোথ, উদর, পাণ্ডু ও কামলা রোগ বিনষ্ট হইয়া পুষ্টি, বল, বীর্য্য ও বর্ণ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ৩০॥

গুণমহোদধিঃ।

মৃতকং গন্ধকং লৌহং বিষঞ্চাপি বরাঙ্গকম্।
তাম্রকং বঙ্গ ভস্মাপি ব্যোমকঞ্চ সমাংশকম্॥
পত্র ত্রিকটুকং মুস্তং বিড়ঙ্গং নাগকেশরম্।
রেণুকামেলকঞ্চৈব পিপ্পলীমূলমেব চ॥
এষাঞ্চ দ্বিগুণং দত্বা মর্দ্দয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
ভাবনা তত্র দাতব্যা গজপিপ্পলিকাম্বুভিঃ॥
মাত্রা চণকতুল্যা তু বটিকেয়ং প্রকীর্ত্তিতা।
হন্তি কাসং তথা শ্বাসমর্শাংসি চ ভগন্দরম্॥
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কর্ণরোগং কপালিকাম্।
হরেৎ সংগ্রহণীরোগানষ্টৌ চ জাঠরাণি চ।
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈবাপ্যশ্মরীঞ্চ চতুর্বিধাম্॥
ন চান্নপানে পরিহার্য্যমস্তি ন চাতপে চাধ্বনি মৈথুনে চ। যথেষ্টচেষ্টাভিরতঃ প্রয়োগে নরো ভবেৎ কাঞ্চনরাশিগৌরঃ॥ ৩১॥

গুণোমহোদধি—পারদ, গন্ধক, লৌহ, বিষ, দারুচিনি, তামা, বঙ্গ ও অভ্রচূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, তেজপত্র, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, নাগকেশর, রেণুকা, ছোটএলাচি ও পিপুলমূল চূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক গজপিপুলের কাথে ভাবনা দিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ যথাযোগ্য অনুপানে সেবন করিলে কাস, শ্বাস, অর্শঃ, হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল, ভগন্দর, কর্ণরোগ, কপালিকাকুষ্ঠ, সংগ্রহগ্রহণী, উদর, প্রমেহ ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ৩১॥

সমশর্করলৌহম্।

লবঙ্গং কটফলং কুষ্ঠং যমানী কুষণং তথা।
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং বাসকং কণ্টকারিকা॥
চব্যং কর্কটশৃঙ্গী চ চাতুর্জাতং হরীতকী।
শঠী কক্কোলকং মুস্তং লৌহমভ্রং যবাগ্রজম্॥
সর্ব্বং প্রতি সমং চূর্ণং তাবচ্ছর্করয়ান্বিতম্।
সর্ব্বমেকীকৃতং চূর্ণং স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে॥
নিহন্তি সর্ব্বজং কাসং বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভবম্।
ক্ষয়কাসং রক্তপিত্তং শ্বাসমাশু বিনাশয়েৎ॥
ক্ষীণস্য পুষ্টিজননং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥ ৩২॥

সমশর্করলৌহ—লবঙ্গ, কটফল, কুড়, যমানী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, চিতামূল, বাসকমূলের ছাল, কণ্টকারী, চই, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাইচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, শঠী, কাঁকোলী, মুথা, লৌহ, অভ্র ও যবক্ষার ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং সমুদায় চূর্ণের সমান চিনি এই সকল একসঙ্গে পেষণ করতঃ ঘৃতপাত্রে স্থাপন করিয়া ।০ আনা পরিমাণে ব্যবহার করিলে সকল রকম কাস, ক্ষয়কাস, রক্তপিত্ত এবং শ্বাসরোগ নষ্ট হইয়া থাকে। ইহা দেহের পুষ্টিকারক ও বল, বর্ণ অগ্নিদীপক॥ ৩২॥

ভাগোত্তরগুড়িকা।

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো দ্বিগুণো ভবেৎ।
ত্রিভাগা পিপ্পলী পথ্যা চতুর্ভাগা বিভীতকঃ॥
পঞ্চভাগস্তথা বাসা ষড়্গুণা সপ্তভাগিকা।
ভার্গী সর্ব্বমিদং চূর্ণং ভাব্যং বব্বোলজৈর্দ্রবৈঃ॥
একবিংশতিবারাংস্ত মধুনা গুড়িকা কৃতা।
বিভীতক-প্রমাণেন প্রাতরেকান্ত ভক্ষয়েৎ।
কাসং শ্বাসং হরেৎ ক্ষুদ্রাকাথস্তদনু কৃষয়া॥ ৩৩॥

ভাগোত্তরগুড়িকা—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, পিপুল ৩ তোলা, হরীতকী ৪ তোলা

বহেড়া ৫ তোলা, বাসক ৬ তোলা ও বামনহাটী ৭ তোলা। এই সকল গুঁড়া একসঙ্গে মিশাইয়া বাবলার রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া মধুর সহিত বহেড়া ফলের মত গুড়া তৈয়ারি করিয়া সকালবেলা খাইতে দিবে। অনুপান—পিপুল চূর্ণ এবং কণ্টকারীর রস। ইহা খাইলে কাস ও শ্বাস রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

লক্ষ্মীবিলাসোরসঃ ;

শুদ্ধসূতং সতালঞ্চ তালার্দ্ধং রসখর্পরম্।
বঙ্গং তাম্রং ঘনং কান্তং কাংস্যং গন্ধং পলং পলম্ ॥
কেসরাজরসেনাপি ভাবনা দিবসত্রয়ম্।
কুলত্থস্বরসেনাথ ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ ॥
এলা জাতীফলাখ্যঞ্চ তেজপত্র-লবঙ্গকম্।
যমানী জীরকঞ্চৈব ত্রিকটু ত্রিফলা সমম্ ॥
নতং ভৃঙ্গং বংশগর্ভং কর্ষমাত্রঞ্চ কারয়েৎ।
ভাবয়েচ্চ রসেনাথ গোলয়েৎ সর্ব্বমৌষধম্ ॥
ছায়াশুষ্কা বটী কার্য্যা চণক প্রতিমা তথা।
শীতাম্বুনা পিবেদ্ধীমান্ সর্ব্বকাসনিবৃত্তয়ে ॥
মৎস্যং মাংসং তথা ক্ষীরং পথ্যং স্যাৎ স্নিগ্ধভোজনম্।
ক্ষতকাসং তথা শ্বাসং জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ ॥
হলীমকং পাণ্ডুরোগং শোথং শূলং প্রমেহকম্।
অর্শোনাশং করোত্যেব বলবৃদ্ধিঞ্চ কারয়েৎ ॥
কামদেবসমং বর্ণং তৃষ্ণারোচকনাশনম্।
বর্জ্জ্যং শাকাম্লমাদৌ চ ভৃষ্টদ্রব্যং হুতাশনম্ ॥
রসো লক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং মহাদেবেন ভাষিতঃ ॥ ৩৪ ॥

লক্ষ্মীবিলাস রস—বঙ্গ, লৌহ, অভ্র, তাম্র, কাঁসা, পারদ, গন্ধক এবং হরিতাল ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা ও খর্পর ৪ তোলা। এই সমস্ত একসঙ্গে মিশ্রিত করিয়া কেশুরিয়ার কাথে এবং কুলথকলায়ের রসে ৩ দিবস করিয়া ভাবনা দিয়া উহার সঙ্গে ছোট এলাইচ, জাতীফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, যমানী, জীরা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তগরপাদুকা, দারুচিনি এবং বংশলোচন ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মাত্রায় মিশাইয়া পুনরায় কেশুরিয়ার কাথে এবং কুলথকলায়ের রসে পেষণ করিয়া ছায়ায় শুকাইয়া ছোলারমত বড়ি প্রস্তুত করিবে। অনুপান ঠাণ্ডা জল। পথ্য মৎস্য, মাংস এবং দুধ প্রভৃতি সতেজ জিনিষ। ইহা খাইলে কাস, শ্বাস, জ্বর, হলীমক, পাণ্ডু এবং শোথাদি অনেক রোগের শান্তি হয় ॥ ৩৪ ॥

শৃঙ্গারাভ্রম্।

শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্র চূর্ণং দ্বিপলপরিমিতং শানমানং বদন্ত্যৎ কর্পূরং জাতিকোষং সজলমিভকণা তেজপত্রং লবঙ্গম্। মাংসী তালীশচোচে গজকুসুমগদং ধাতকী চেতিতুল্যং পথ্যা ধাত্রী বিভীতং ত্রিকটুরথ পৃথকত্বর্দ্ধশাণং দ্বিশানম্ ॥ এলা জাতীফলাখ্যং ক্ষিতিতলবিধিনা শুদ্ধগন্ধাশ্মকোলং কোলার্দ্ধং পারদস্য প্রতিপদবিহিতং পিষ্টমেকত্র মিশ্রম্। পানীয়েনৈব কার্য্যাঃ পরিণতচণকস্বিন্নতুল্যাশ্চ বট্যঃ প্রাতঃ খাদ্যাশ্চ তস্যানুদম্ চ কিয়চ্ছ্ রবের সপর্ণম্ ॥ পানীয়ং পীতমস্তে প্রবমপহরতি ক্ষিপ্রমাদৌ বিকারান্ কোষ্ঠে দুষ্টাগ্নজাতান্ জ্বরমুদররুজো রাজযক্ষ্মক্ষয়ঞ্চ। কাসং শ্বাসং সশোথং নয়নপরিভবং মেহমেদোবিকারান্ ছর্দ্দিং শূলাম্লপিত্তং তৃষমপি মহতীং গুল্মজালং বিশালম্ ॥ পাণ্ডুং রক্তপিত্তং গরগরলগদানৃং পীনসান্ প্লীহরোগান্ হন্যাদাম্য নিলোত্থান্ কফপবনকৃতান্ পিত্ত-রোগানশেষান্। বল্যো বৃষ্যশ্চ ভোগ্যস্তরুণতয়করঃ সর্ব্বরোগে প্রশস্তঃ পথ্যং মাংসৈশ্চ যুষৈর্দুগ্ধপরিললিতৈর্গব্যদুগ্ধৈশ্চ ভূয়ঃ ॥ ভোজ্যং মিষ্টং যথেষ্টং ললিতললনয়া দীয়মানা মুদায় শৃঙ্গারাভ্রেণ কামী যুবতিজনশতাভোগযোগায়তুষ্টঃ। বর্জ্যংশাকাম্লমাদৌ দিনকতিচিদথ স্বেচ্ছয়া ভোজ্যমন্নাদ্ দীর্ঘায়ুঃ কামমূর্ত্তির্গতবলিপলিতো মানবোঽস্য প্রসাদাৎ ॥ চোচংগুড়ত্বক্‌গদং কুষ্ঠং কর্পূরাদিধাতকীপর্য্যন্তানাং মাষচতুষ্টয়ভাগঃ ত্রিফলা ত্রিকটোর্মাষদ্বয়ং এলাজাতীফলগন্ধকানাং তোলক রসস্যার্দ্ধতোলকং পরিণতচণকস্বিন্নতুল্যা ইতি আদৌ স্বিন্নাঃ পশ্চাত্তুল্যাঃ স্নাতানুলিপ্তবৎ স্বিন্নাঃ শুষ্কা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

শৃঙ্গারাভ্র—জারিত অভ্র ১৬ তোলা, কর্পূর, জয়িত্রী, বালা, গজপিপ্পলী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জটামাংসী, তালীশপত্র, দারু চিনি, নাগেশ্বর, কুড় ও ধাইফুল, ইহাদের প্রত্যেকের ॥০ তোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের ।০ আনা, ছোটএলাইচ এবং জাতীফল প্রত্যেক ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও পারদ ।০ তোলা। প্রথমতঃ পারদ এবং গন্ধক একসঙ্গে কজ্জলী করিয়া তৎপরে

অপরাপর চূর্ণগুলি মিশাইবে ও সকল জিনিষ একসঙ্গে করিয়া জলে পেষণ করিয়া সিদ্ধ মটরের মত বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি সকাল বেলা আদা এবং পানের সঙ্গে খাইলে কাস, শ্বাস, রাজযক্ষ্মা, জ্বর এবং শোথাদি বহুবিধ রোগ দুর হয় ও বল-বীর্য্যাদি বাড়িয়া থাকে। পথ্য—মাংসের যূষ, ঘৃত এবং গরুর দুধ প্রভৃতি ॥ ৩৫ ॥

স্বল্পচন্দনাদ্যং তৈলম্।

চন্দনাগুরু-তালীশ-মঞ্জিষ্ঠা নখ-পদ্মকম্।
মুস্তকঞ্চ শঠী লাক্ষা হরিদ্রে রক্তচন্দনম্॥
এষাং প্রতিপলৈশ্চূর্ণৈ স্তৈলার্দ্ধং পাত্রকং পচেৎ।
ভাগী বাসা কণ্টকারী বাট্যালক-গুড়ূচিকাঃ॥
এষাং শতপলে ক্বাথে সমভাগে জড়ীকৃতে।
পক্বা তৈলং প্রদাতব্যং রাজযক্ষ্মবিনাশনম্।
কাসঘ্নং গরদোষঘ্নং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্।
পাপালক্ষ্মীপ্রশমনং গ্রহদোষ-বিনাশনম্ ॥ ৩৬ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং কাসাধিকারঃ।

স্বল্পচন্দনাদ্য তৈল—তিল তৈল /৮ সের। ক্বাথার্থ—বামনহাটী, বাসকছাল, কণ্টকারী, বেড়েলা ও গুলঞ্চ সমভাগে মিশ্রিত ১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬সের। কল্কার্থ—শ্বেতচন্দন, অগুরু, তালীশপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, নখী, পদ্মকাষ্ঠ, মুথা, শঠী, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও রক্তচন্দন, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক ৮ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে কাস ও রাজযক্ষ্মারোগ নষ্ট হয় এবং বল, বর্ণ ও অগ্নিবৃদ্ধি হয় ॥ ৩৬ ॥

ইতি কাসরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ হিক্কাশ্বাসাধিকারঃ

হিক্কাশ্বাসাতুরে পূর্ব্বং তৈলাক্তে স্বেদ ইষ্যতে।
স্নিগ্ধৈর্লবণযোগৈশ্চ মৃদুর্বাতানুলোমনম্॥
ঊর্দ্ধাধঃ শোধনং শক্তেদুর্ব্বলে শমনং মতম্ ॥ ১ ॥

হিক্কা ও শ্বাসরোগচিকিৎসা।

হিক্কা ও শ্বাসরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রথমে সৈন্ধব লবণ সংযুক্ত তৈল মালিষ করাইয়া পরে স্নিগ্ধদ্রব্য দ্বারা স্বেদ দিবে। তৎপরে রোগী বলবান থাকিলে বায়ুর অনুলোমকারী মৃদু বমন-কারক ও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ পূর্ব্বক রোগের মূলীভূত দোষ নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। এস্থলে ইহাও জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক যে, রোগের প্রকোপ এবং রোগীর বলাবল বিবেচনা করিয়া বমন অথবা বিরেচন কিম্বা বমন ও বিরেচন উভয়বিধ ক্রিয়াই করা যাইতে পারে। রোগী দুর্ব্বল থাকিলে বমন ও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া সংশমন ঔষধ দ্বারা দোষের পরিপাক করাইবে। দুর্ব্বলাবস্থায় বমন বা বিরেচক কোনও প্রকার ঔষধই প্রয়োগ করা অকর্ত্তব্য ॥ ১ ॥

কোলমজ্জাঞ্জনং লাজা তিক্তা কাঞ্চনগৈরিকম্।
কৃষ্ণাধাত্রী সিতাশুণ্ঠী কাশীশংদধিনাম চ॥
পাটল্যাঃ সফলং পুষ্পং কৃষ্ণাখর্জ্জুরমস্তকম্।
ষড়েতে পাদিকালেহা হিক্কাঘ্না মধুসংযুতাঃ ॥ ২ ॥

১। বদরীবীজের শাঁস, সৌবীরাঞ্জন, খৈ চূর্ণ ও মধু। ২। কট্‌কী, স্বর্ণগেরিমাটী ও মধু। ৩। পিপুল, আমলকী, চিনি, শুঁঠ ও মধু। ৪। হিরাকস, কয়েদবেলের শস্য ও মধু। ৫। পারুল বৃক্ষের ফল, পুষ্প ও মধু। ৬। পিপুল, খেজুরের মাতি ও মধু।

হিক্কা রোগ নিবারণ জন্য উল্লিখিত ছয়টী ঔষধের মধ্যে কোনও একটী ঔষধ রোগীকে সেবন করিতে দিবে ॥ ২ ॥

মধুকং মধুসংযুক্তং পিপ্পলী শর্করান্বিতা।
নাগরংগুড়সংযুক্তং হিক্কাঘ্নং নাবনত্রয়ম্ ॥ ৩ ॥

যষ্টিমধু চূর্ণ মধুর সহিত, পিপুলচূর্ণ চিনির সহিত এবং শুঠচূর্ণ ইক্ষুগুড় সহ মিলিত করতঃ নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

স্তন্যেন মক্ষিকাবিষ্ঠা নস্যং বালক্তকাম্বুনা।
যোজ্যং হিক্কাভিভূতায় স্তন্যং বা চন্দনান্বিতম্ ॥ ৪ ॥

মাছির বিষ্ঠা, স্তন দুগ্ধ সহ কিম্বা লাক্ষাজলের সহিত গুলিয়া কিম্বা স্তনদুগ্ধ সহ রক্তচন্দন ঘষিয়া নাসিকা দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে হিক্কারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

মধু সৌবর্চ্চলোপেতং মাতুলুঙ্গরসং পিবেৎ
হিক্কার্ত্তস্ত পয়শ্ছাগং হিতং নাগরসাধিতম্ ॥ ৫ ॥

২ তোলা ছোলঙ্গলেবুর রস সহ মধু ।০ চারি আনা ও সচললবণ ।০ আনা মিলিত করতঃ পান করিলে বা শুঠ ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৪ তোলা একত্র সিদ্ধ করতঃ ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সেবন করিলে হিক্কারোগ বিদুরিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অপ্যসাধ্যাং নয়ত্যস্তং হিক্কাং ক্ষৌদ্রবিলেহনম্ ।
সদ্য এব মহাযোগঃ কাশমূলভবং রজঃ ॥ ৬ ॥

মধু সহ কেশের মূল চূর্ণ পেষণপূর্ব্বক সেবন করিলে হিক্কা বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

মাষচূর্ণভবো ধূম হিক্কাং হন্তি ন সংশয়ঃ ।
অসাধ্যাং সাধয়েদ্ধিক্কাং সিতয়ৈলাভবং রজঃ ॥ ৭ ॥

মাষকলায় চূর্ণের ধূম গ্রহণ করতঃ বা ছোট-এলাইচ চূর্ণ চিনির সহিত ভক্ষণ করিলে হিক্কা-রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৭ ॥

শর্করা মরিচং চূর্ণং লীঢ়ং মধুযুতং মুহুঃ ।
নিহন্তি প্রবলাং হিক্কামসাধ্যামপি দেহিনাম্ ।
হিক্কাঘ্নঃ কদলীমূলরসঃ পেয়ঃ সশর্করঃ ॥ ৮ ॥

(১) চিনি, মরিচচূর্ণ ও মধু এই ৩টী বস্তু একত্র মিলিত করতঃ সেবন করিলে হিক্কা বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

(২) কদলীমূলের রস মধু সহ পান করিলে হিক্কারোগ প্রশমিত হয় ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণামলকশুণ্ঠীনাং চূর্ণং মধু সিতাঘৃতম্ ।
মুহুর্মুহুঃ প্রয়োক্তব্যং হিক্কাশ্বাসনিবর্হণম্ ॥
হিক্কাং হরতি প্রবলাং শ্বাসমতিপ্রবৃদ্ধং জয়তি ।
শিখিপুচ্ছভস্ম পিপ্পলীচূর্ণং মধুমিশ্রিতং লীঢ়ম্ ॥ ৯ ॥

পিপুল,আমলকী ও শুঠচূর্ণ একত্রে মধু, চিনি ও ঘৃতসহ মিলিত করতঃ বার বার সেবন করিলে হিক্কারোগ দূরীভূত হয় ও ময়ূরপুচ্ছভস্ম, পিপুল-চূর্ণ এবং মধু এই বস্তু তিনটী এক সঙ্গে ব্যবহার করিলে হিক্কা ও শ্বাস উপশমিত হয় ॥ ৯ ॥

অভয়া নাগরকল্কং পৌষ্কর-যাবশূক-মরিচকল্কং বা
তোয়েনোষ্ণেণ পিবেচ্ছাসী হিক্কী চ তচ্ছান্ত্যৈ ॥ ১০ ॥

হরীতকী এবং শুঠ কিংবা কুড়, যবক্ষার এবং মরিচ পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে হিক্কা ও শ্বাস উপশম হয় ॥ ১০ ॥

কর্ষং কলিঙ্গচূর্ণং লীঢ়ং ক্ষৌদ্রেণ সম্মিশ্রিতং মধুনা ।
অচিরাদ্ধরতি শ্বাসং প্রবলামূর্দ্ধহিক্কাঞ্চৈব ॥ ১১ ॥

অর্দ্ধ তোলা ইন্দ্রযব চূর্ণ মধুর সহিত পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে অচিরাৎ শ্বাস ও ঊর্দ্ধ হিক্কা বিনষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

হরিদ্রাং মরিচং দ্রাক্ষা গুড়ং রাস্নাং কণাং শঠীম্ ।
জহ্যাৎ তৈলেন বিলিহন্ শ্বাসান্ প্রাণহরানপি ॥ ১২ ॥

কিস্‌মিস, মরিচ, হরিদ্রা, পুরাতনগুড়, রাস্না, পিপুল ও শঠী এই দ্রব্য গুলি প্রত্যেকের চূর্ণ সমানমাত্রায় একত্রে মিলিত করতঃ সরিষা তৈল সহ লেহন পূর্ব্বক সেবন করিলে শ্বাস রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২

গুড়ং কটুকতৈলেন মিশ্রয়িত্বা সমং লিহেৎ ।
ত্রিসপ্তাহপ্রয়োগেন শ্বাসং নির্ম্মূলতো জয়েৎ ॥ ১৩

সরিষার তৈল ও পুরাতন গুড় সমান অংশে গ্রহণপূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া ২১ দিবস সেবন করিলে শ্বাসরোগের উপশম হয় ॥ ১৩ ॥

বিল্বাটরূষদলবারিসমূলশুক্ল-দণ্ডোৎপলোৎপলজলং কটুতৈলমিশ্রম্ । ভার্গীগুড়ো যদি চ তত্র হতপ্রভাবস্তং শ্বাসমাশু বিনিহন্তি মহাপ্রভাবম্ ॥ বিল্ববাসকয়োঃ পত্রস্ত শুক্লদণ্ডোৎপলপত্রস্য চ স্বরসঃ কটুতৈলেন পেয়ঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীফলপত্রের রস, বাসক পত্রের রস এবং শ্বেত থুলকুড়ি পাতার রস ও উৎপলের রস, কটু তৈল সহ মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে শ্বাসরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

কুষ্মাণ্ডকানাং চূর্ণন্ত পেয়ং কোষ্ণেন বারিণা ।
শীঘ্রং প্রশময়েচ্ছ্বাসং কাসঞ্চৈব সুদারুণম্ ॥ ১৫ ।

কুষ্মাণ্ডশস্য চূর্ণ ঈষদুষ্ণ জল সহযোগে সেবন করিলে সুদারুণ শ্বাস ও কাসরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

কৃষ্ণা সৈন্ধবচূর্ণং স্বরসেন শৃঙ্গবেরস্য।
যো লেঢ়ি শয়নকালে স জয়তি সপ্তাহতঃ শ্বাসান্।
গন্ধকং মরিচং সাজ্যং শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্।
গন্ধকং ঘৃতযোগেন শ্বাসকাসক্ষয়াপহম্ ॥ ১৬ ॥

(.) শয়নকালে পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ আদার রস সহ ৭ দিন পান করিলে শ্বাস রোগ বিনষ্ট হয়।

(২) শোধিত গন্ধক চূর্ণ ও মরিচচূর্ণ ঘৃত সহ পেষণপূর্ব্বক সেবন করিলে শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে।

(৩) শোধিত গন্ধক চূর্ণ, ঘৃতের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

শৃঙ্গ্যাদিচূর্ণম্।

শৃঙ্গীকটুত্রয়ফলত্রয়কণ্টকারী-ভার্গীসপুষ্করজটা লবণানি পঞ্চ। চূর্ণং পিবেদশিশিরেণ জলেন হিক্কাশ্বাসোর্দ্ধবাতকস নারুচিপীনসেষু ॥ ১৭ ॥

শৃঙ্গ্যাদি চূর্ণ—কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কণ্টকারী, বামনহাটী, কুড়, জটামাংসী ও পঞ্চলবণ এই ১৬টী দ্রব্য প্রত্যেকের চূর্ণ সমমাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক মিলাইয়া গরম জল সহযোগে পান করিলে হিক্কা, শ্বাস, উর্দ্ধবাত, কাস, অরুচি ও পীনস রোগ নষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

ভার্গীগুড়ঃ।

শতং সংগৃহ্য ভার্গ্যাস্তু দশমূল্যাস্তথা শতম্।
শতং হরীতকীনাঞ্চ পচেৎ তোয়ে চতুর্গুণে ॥
পাদাবশেষে তস্মিংস্তু রসে বস্ত্রপরিস্রুতে।
আলোড্য চ তুলাং পূতাং গুড়স্যত্বভয়াং ততঃ ॥
পুনঃ পচেন্মৃদাবগ্নৌ যাবল্লেহত্বমাগতম্।
শীতে চ মধুনশ্চাত্র ষট্পলানি প্রদাপয়েৎ।
ত্রিকটু ত্রিসুগন্ধঞ্চ পলিকানি পৃথক্ পৃথক্।
কর্ষদ্বয়ং যবক্ষারং সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেৎ ততঃ।
ভক্ষয়েদভয়ামেকাং লেহস্যার্দ্ধপলং লিহেৎ।
শ্বাসং সুদারুণং হন্তি কাসং পঞ্চবিধং তথা ॥
স্বরবর্ণপ্রদো হ্যেষ জঠরাগ্নেশ্চ দীপনঃ।
পলোল্লেখাগতে মানে ন বৈগুণ্যমিহেষ্যতে ॥
হরীতকীশতস্যাত্র প্রস্থমাদাঢ়কং জলম্ ॥ ১৮ ॥

ভার্গীগুড়—বামনহাটীর মূল ১২॥• সাড়ে বার সের, দশমূল সমভাগে মিশ্রিত ১২॥• সাড়ে বার সের ও শ্লথ পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ১০০টা। এই দ্রব্যগুলি একত্র করতঃ ১১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ২৯ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া উহার সহিত ১২॥• সাড়ে বার সের ইক্ষু গুড় মিশ্রিত করিয়া উক্ত পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী সকল প্রক্ষেপকরতঃ পুনর্ব্বার পাক করিয়া লেহবৎ ঘন হইয়া আসিলে শুঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, ছোটএলাইচ ও তেজপত্র এই দ্রব্য সকলের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা ও যবক্ষারচূর্ণ ৪ তোলা মিলিত করিয়া লইবে। পরে শীতল হইলে মধু ৪৮ তোলা মিশ্রিত করতঃ স্নিগ্ধপাত্রে স্থাপন করিবে। এই ঔষধ।• আনা কিম্বা ॥• তোলা এবং হরীতকী ১টী সেবন করিলে শ্বাস ও পঞ্চবিধ কাস আরোগ্য হয় ॥ ১৮

শৃঙ্গীগুড়ঘৃতম্।

কণ্টকারীদ্বয়ং বাসামৃতা পঞ্চপলং পৃথক্।
শতাবর্য্যাঃ পঞ্চদশ ভার্গী দশপলানি চ ॥
গোক্ষুরং পিপ্পলীমূলং পৃথক্ পলসমন্বিতম্।
পাটলা ত্রিপলঞ্চৈব চতুর্গুণ জলে পচেৎ ॥
চতুর্ভাগাবশিষ্টস্তু কষায়মবতারয়েৎ।
পুরাতনগুড়স্তাত্র পলানি দশ দাপয়েৎ ॥
ঘৃতস্য পঞ্চ দত্ত্বা চ দত্ত্বা দশপলং পয়ঃ।
সর্ব্বমেকীকৃতং পক্ত্বা চূর্ণমেষাং বিনিক্ষিপেৎ ॥
শৃঙ্গী দ্বিতোলকং জাতীফলং পত্রং ত্রিতোলকম্।
চতুস্তোলং লবঙ্গঞ্চ তুগাক্ষীরী পৃথক্ পৃথক্ ॥
গুড়ত্বগেলে চ তথা তোলকদ্বয়মানিকে।
কুষ্ঠং তোলচতুষ্কঞ্চ শুণ্ঠ্যাস্তোলকসপ্তকম্ ॥
পিপ্পল্যাঃ পলমেকঞ্চ তালীশং তোলকত্রয়ম্।
জাতিকোষং তোলকৈকং শীতে চ মধুনঃ পলম্ ॥
ততঃ খাদ্যঞ্চ কর্ষৈকমনুপানবিধিং শৃণু।
কাষ্ঠমার্জ্জারিকাচূর্ণং মরিচং তচ্চতুর্গুণম্ ॥

একীকৃত্য বটীং কুর্য্যাচ্চতুর্মাষমিতাং ভিষক্।
তাসামেকাং চর্ব্বয়িত্বা পিবেদম্বু জলং কিয়ৎ॥
শৃঙ্গীগুড়ঘৃতং নাম সর্ব্বরোগহরং পরম্।
অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তং শ্বাসং হন্তি সুদারুণম্॥
কাসং পঞ্চবিধং হন্তি বিবিধোপদ্রবান্বিতম্।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ঞ্চৈব স্বরভঙ্গমরোচকম্॥
বিশেষাচ্চিরকালোত্থং শ্বাসং হন্তি সুদুস্তরম্॥ ১৯॥

শৃঙ্গীগুড়ঘৃত—কণ্টকারী, বৃহতী, বাসকছাল, গুলঞ্চ ইহাদের প্রত্যেকের ৪০তোলা, শতমূলী ১২০ তোলা, বামনহাটী ৮০ তোলা, গোক্ষুর ও পিপুলমূল প্রত্যেকে ৮ তোলা ও পারুলছাল ২৪ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য ৩২ সের জলে সিদ্ধ করতঃ /৮ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে ৪ তোলা ঘৃত সহ উক্ত কাথ-জল সম্মিলন করিয়া পুরাতন গুড় ৮০ তোলা ও দুধ ৮০ তোলা নিক্ষেপ করতঃ পাক পূর্ব্বক ঘন হইলে কাঁকড়াশৃঙ্গী ২তোলা, জাতীফল ৩ তোলা, তেজপত্র ৩ তোলা, লবঙ্গ ৪ তোলা, বংশলোচন ৪ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, ছোটএলাইচ ২ তোলা, কুড় ৪ তোলা, শুঠ ৭ তোলা, পিপুল ৮ তোলা, তালীশপত্র ৩ তোলা ও জয়িত্রী ৪ তোলা এই সমুদয় চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে মিলিত করিয়া পাক শেষ হইলে নামাইবে এবং শীতল হইলে মধু ৮ তোলা মিলিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ ॥০ তোলা মাত্রায় নিম্নলিখিত অনুপান সহ সেবন করিবে। কাঠবিড়ালের মাংস চূর্ণ ১ ভাগ এবং মরিচচূর্ণ ৪ ভাগ একত্রে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ বটিকা করতঃ উক্ত অর্দ্ধ তোলা ঔষধ সেবন করিয়া পরে এই বটিকা ১টী ভক্ষণ পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ জল পান করিবে। এই ঔষধ ব্যবহারে সুদারুণ শ্বাস, পঞ্চবিধ কাস, রক্তপিত্ত, ক্ষয়, স্বরভঙ্গ ও অরুচি ইত্যাদি রোগ উপশমিত হয়॥ ১৯॥

ভার্গীশর্করা।

ভার্গ্যাঃ শতার্দ্ধা বাসায়াঃকণ্টকার্য্যাশ্চ পাচয়েৎ।
তুলামিতং জলং দত্বা নিশাচরচতুষ্টয়ম্॥
জলাঢ়কে পচেত্তেন চতুর্থমবশেষয়েৎ।
বস্ত্রপূতঞ্চ তৎ সর্ব্বং সিতাপ্রস্থং ততঃ ক্ষিপেৎ॥
উক্তেঽবতারিতে তত্র চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ।
ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং তালীশং নাগকেশরম্॥
ভার্গী বচা শ্বদংষ্ট্রা চ ত্বগেলাপত্রজীরকম্।
যমানী চাজমোদা চ বংশী কোলখজং রজঃ।
কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী তোলমাত্রং ক্ষিপেৎ ততঃ।
শীতে ক্ষৌদ্রং প্রদাতব্যং কুড়বার্দ্ধং শুভে দিনে॥
লিহেৎ পিচুমিতং নিত্যং প্রাতর্বৌক্ষ্যানুপানতঃ।
হন্তি পঞ্চবিধং কাসং শ্বাসমেব সুদারুণম্॥
যক্ষ্মাণং হন্তি হিক্কাঞ্চ জ্বরং জীর্ণং ব্যপোহতি।
রোগানেতান্ নিহন্ত্যাশু বলপুষ্ট্যগ্নিবর্দ্ধনম্॥ ২০॥

ভার্গীশর্করা—বামনহাটির মূল /৬।০ সের, বাসকছাল /৬।০ সের, কণ্টকারী /৬।০ সের, পাকার্থ জল ৯৬ সের, শেষ ২৪ সের। চারিটী বাদুরের মাংস, পাকার্থ-জল ৬ সের, শেষ /৪ সের। এই উভয় কাথ ছাঁকিয়া সেই কাথে ২ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং পাক করতঃ ঘন হইলে উহাতে শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, বামনহাটির মূল, বচ, গোক্ষুর, দারুচিনি, ছোটএলাইচ, তেজপত্র, জীরা, যমানী, বনযমানী, বংশলোচন, কুলথকলাই, কটফল, কুড় ও কাঁকড়াশৃঙ্গী এই সকলের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা করিয়া প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে। পরে শীতল হইলে অর্দ্ধসের মধু প্রক্ষেপ দিয়া স্নিগ্ধ পাত্রে স্থাপন করিবে। এই ঔষধ প্রাতে যথাযোগ্য অনুপান সহযোগে সেবন করিলে পঞ্চবিধ কাস, সুদারুণ শ্বাস, যক্ষ্মা, হিক্কা ও জীর্ণজ্বর বিনষ্ট হয় এবং বল, পুষ্টি ও অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে॥২০॥

ডামরেশ্বরাভ্রম্।

মেচকং পলমিতং মৃতমভ্র-ব্রহ্মযষ্টি-কনকামৃতবাসাঃ।
কাসমর্দ্দ-বননিম্বকচব্যং গ্রন্থিকং দহনমূলসমবেতম্॥
একশশ্চ পলিকৈরিহ সম্যৈর্মর্দ্দিতং সুবলিতং গুরুহিক্কাম্।
শ্বাসকাসমুদরং চিরলেহান্ পাণ্ডুগুল্মযকৃতং গলরোগম্॥
শোথমোহনয়নান্তরোগং যক্ষ্মপীনসগদং বলসাদম্। গণ্ড-

মণ্ডলবহ্নিভ্রমি দাহং প্লীহশূলবিষমজ্বরকৃচ্ছ্রম্। হন্তি বাত-কফপিত্তমশেষং ডামরেশ্বরমিদং মহদভ্রম্॥ ২১॥

ডামরেশ্বরাভ্র—৮ তোলা অভ্র, বামনহাটির মূলের ছালের রস, ধুতুরাপত্রের রস, গুলঞ্চের রস, বাসক পাতার রস, কালকাসুন্দে পত্রের রস, ঘোড়ানিমের মূলের ছাল, চই, পিপ্পলীমূল ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা করিয়া রস লইয়া যথাক্রমে পেষণ করিয়া লইবে। ইহা যথাযোগ্য মাত্রায় পান করিলে হিক্কা, শ্বাস ও কাসাদি যাবতীয় রোগ বিদূরিত হয়॥ ২১॥

মহাশ্বাসারি লৌহম্।

কর্ষদ্বয়ং লৌহচূর্ণং কর্ষার্দ্ধমভ্রমেব চ।
সিতাকর্ষদ্বয়ঞ্চৈব মধুকর্ষদ্বয়ং তথা॥
ত্রিফলা মধুকং দ্রাক্ষা কণা কোলাস্থি বংশজা।
তালীশপত্রং বৈড়ঙ্গমেলা-পুষ্করকেশরম্॥
এতানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কর্ষার্দ্ধঞ্চ সমাংশিকম্।
লৌহে চ লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্॥
ততো মাত্রাং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বুদ্ধ্বা দোষবলাবলম্।
ইদং শ্বাসারিলৌহঞ্চ মহাশ্বাসং বিনাশয়েৎ॥
কাসং পঞ্চবিধঞ্চৈব রক্তপিত্তং সুদারুণম্।
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্।
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা॥ ২২॥

মহাশ্বাসারি লৌহ—লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ১ তোলা, চিনি ৪ তোলা, মধু ৪ তোলা এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস, পিপুল, বদরীবীজের শাস, বংশলোচন, তালীশপত্র, বিড়ঙ্গ, ছোটএলাচি, কুড় ও নাগেশ্বর; এই সকল প্রত্যেকের চূর্ণ ১তোলা মাত্রায় একত্র মিলিত করিয়া লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা ২ প্রহর পেষণ করিয়া লইবে। ইহা যোগ্য পরিমাণে মধু সহ সেবন করিলে মহাশ্বাস, পঞ্চবিধ কাস এবং একজ, দ্বন্দ্বজ ও সন্নিপাতজ সুদারুণ রক্তপিত্ত রোগ দূর হইয়া থাকে জানিবে॥ ২২॥

পিপ্পল্যাদ্যং লৌহম্।

পিপ্পল্যামলকী দ্রাক্ষা কোলাস্থি মধু শর্করা।
বিড়ঙ্গপুষ্করৈর্যুক্তং লৌহং হন্তি সুদুস্তরাম্॥
হিক্কাং ছর্দ্দি-মহাশ্বাসং ত্রিরাত্রেণ ন সংশয়ঃ।
সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহং হিক্কায়ামতিপ্রশস্তম্॥ ২৩॥

পিপ্পল্যাদ্য লৌহ—পিপুল, আমলকী, কিস্‌মিস, বদরীবীজের শাস, মধু, চিনি, বিড়ঙ্গ ও কুড় ইহাদিগের প্রত্যেকের পরিমাণ ১ তোলা এবং লৌহ ৮ তোলা। এই সকল একত্র মিলিত করিয়া সেবন করিলে হিক্কা, বমি এবং মহাশ্বাস রোগ ৩ রাত্রি মধ্যে নিশ্চয় বিনষ্ট হয়॥ ২৩॥

শ্বাসকুঠারো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং টঙ্কং শিলোষণকটুত্রিকম্।
সর্ব্বং সংমর্দ্দ্য দাতব্যো রসঃ শ্বাসকুঠারকঃ॥
বাতশ্লেষ্মসমুদ্ভূতং কাসং শ্বাসং স্বরক্ষয়ম্।
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো বৃন্দমিদ্রাশনির্যথা॥
অত্র মরিচস্য ভাগদ্বয়ং পুনরুক্তত্বাৎ, মাত্রা রক্তিমিতা।
বৃদ্ধবৈদ্যোপদেশাৎ আর্দ্রকরসানুপানম্॥ ২৪॥

শ্বাসকুঠার রস—পারদ, গন্ধক, বিষ, সোহাগা, মনঃশিলা, মরিচ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ এই দ্রব্য গুলির প্রত্যেকের ১ তোলা মাত্রায় গ্রহণপূর্ব্বক জল সহ মর্দ্দন করতঃ ১ রতি পরিমাণে বটিকা করিবে। ইহা আদার রস ও মধুর সহিত সেবন করিলে বাতশ্লেষ্ম জন্য কাস, শ্বাস ও স্বরভঙ্গ বিনষ্ট হয়॥ ২৪॥

(তন্ত্রান্তরোক্তঃ) শ্বাসকুঠারো রসঃ।

রসং বিষং সমং গন্ধং টঙ্গনং সমনঃশিলম্।
এতানি সমভাগানি মরিচঞ্চাষ্টটঙ্গনাৎ
টঙ্কষট্কং ত্রিকটুকং খল্লে কৃত্বা বিচূর্ণয়েৎ।
রসঃ শ্বাসকুঠারোঽয়ং বিষমশ্বাসকাসজিৎ॥
প্রতিশ্যায়ঞ্চ যক্ষ্মাণমেকাদশবিধং ক্ষয়ম্।
হৃদ্রোগং পার্শ্বশূলঞ্চ স্বরভেদঞ্চ দারুণম্॥
সন্নিপাতং তথা তন্দ্রাং প্রমেহাংশ্চ বিনাশয়েৎ।
গতা সংজ্ঞা যদা পুংসাং তদা নস্যং প্রদাপয়েৎ॥
ঘ্রাণয়েন্নাসিকারন্ধ্রে সংজ্ঞাকারণমুত্তমম্।
সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদৌ চ দুঃসহাঞ্চ শিরোব্যথাম্॥
অনুপানং পর্ণরসমার্দ্রকস্য রসং তথা॥
"টঙ্গণাদষ্টগুণং মরিচং ষড়্গুণা পিপ্পলী শুণ্ঠী"॥২৫॥

তন্ত্রান্তরোক্ত শ্বাসকুঠার রস—পারদ, বিষ, গন্ধক, সোহাগা ও মনঃশিলা এই দ্রব্য সকল

প্রত্যেকের ১ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৬ তোলা ও শুণ্ঠ ৬ তোলা, একত্র মিলিত করতঃ জলে পেষণ করিয়া ১ রত্তি পরিমাণ বটী করিবে। অনুপান পানের রস বা আদার রস। ইহা সেবনে শ্বাস ও কাসাদি সমস্ত রোগ বিনষ্ট হয়। রোগীর অজ্ঞানাবস্থায় এই নস্য প্রয়োগ করিলে জ্ঞান সঞ্চার হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

শ্বাসভৈরবো রসঃ।

রসং গন্ধং বিষং ব্যোষং মরিচং চব্য-চিত্রকম্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব সংমর্দ্দ্য বটিকাং ততঃ।
গুঞ্জাদ্বয়প্রমাণেন খাদেৎ তোয়ানুপানতঃ।
স্বরভেদং নিহন্ত্যাশু শ্বাসং কাসং সুদুর্জ্জয়ম্ ॥
"ব্যোষস্থানে টঙ্গনমিতি কৌমুদ্যাম্।
অত্রাপি মরিচস্য ভাগদ্বয়ম্ ; ২৬ ॥"

শ্বাসভৈরবরস—পারদ, গন্ধক, বিষ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, চই এবং চিতামূল ; এই সকল প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক আদার রসে মর্দ্দন করতঃ ২ রত্তি পরিমাণে বটিকা করিবে। অনুপান—জল। ইহা সেবনে স্বরভঙ্গ ও দুর্জ্জয় শ্বাস ও কাস রোগ উপশম হয় ॥ ২৬ ॥

বৃহচ্চন্দনাদি তৈলম্।

চন্দনাম্বু নখং বাপ্যং যষ্টি-শৈলেয়-পদ্মকম্।
মঞ্জিষ্ঠা সরলং দারু শট্যেলা-পুতি-কেশরম্ ॥
পত্রং তৈলং মুরামাংসী কক্কোলং বনিতাম্বুদম্।
হরিদ্রে শারিবে তিক্তা লবঙ্গাগুরু-কুঙ্কুমম্ ॥
ত্বগ্‌রেণু নলিকাশ্চৈভিস্তৈলং মস্তু চতুর্গুণম্।
লাক্ষারসং সমং সিদ্ধং গ্রহঘ্নং বলবর্ণকৃৎ ॥
রক্তপিত্ত-ক্ষতক্ষীণ-শ্বাসকাশবিনাশনম্।
আয়ুঃপুষ্টিকরঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্ ॥ ২৭ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং হিক্কাশ্বাসাধিকারঃ।

বৃহচ্চন্দনাদি তৈল—তিলতৈল ৴৪ সের। দধির মাত ১৬ সের, আলতা ২ সের, জল ১৬ সের, শেষ ৪ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, বালা, নখী, কুড়, যষ্টিমধু, শৈলজ, মঞ্জিষ্ঠা, সরলকাষ্ঠ, দেবদারু, শঠী, ছোটএলাইচ, খাটাসী, পদ্মকেশর, তেজপত্র, শিলাজতু, মুরামাংসী, জটামাংসী, কাঁকোলী, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, কট্‌কী, লবঙ্গ, অগুরু, কুঙ্কুম, দারুচিনি, রেণুকা ও নালুকা। এই সকল বস্তু মিশ্রিত ৴১ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে যক্ষ্মা, শ্বাস ও কাস ইত্যাদি রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৭ ॥

ইতি হিক্কা-শ্বাস চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ স্বরভেদাধিকারঃ।

বাতে সলবণং তৈলং পিত্তে সর্পিঃ সমাক্ষিকম্।
কফে সক্ষারকটুকং ক্ষৌদ্রং কবড় ইষ্যতে ॥
গলে তালুনি জিহ্বায়াং দন্তমূলেষু চাশ্রিতঃ।
তেন নিষ্কষ্যতে শ্লেষ্মা স্বরশ্চাশু প্রসীদতি ॥
স্বরোপঘাতে মেদোজে কফবদ্বিধিরিষ্যতে।
ক্ষয়জে সর্ব্বজে চাপি প্রত্যাখ্যায় চরেৎ ক্রিয়াম্ ॥ ১ ॥

স্বরভেদচিকিৎসা।

বায়ুজনিত স্বরভঙ্গ রোগে ঈষদুষ্ণ তৈল এবং সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করতঃ কবল গ্রহণ করিবে। এইরূপ পিত্তজনিত স্বরভঙ্গে ঘৃত ও মধু এবং কফজন্য স্বরভঙ্গে মরিচ বা পিপুল চূর্ণ, যবক্ষার ও মধু মিলিত করিয়া কবল গ্রহণ করিবে। এই দ্রব্য ব্যবহারে গলদেশ, তালু, জিহ্বা ও দন্তমূলাশ্রিত শ্লেষ্মা নিঃসৃত হইয়া স্বর পরিষ্কৃত হয়। মেদোজনিত স্বরভঙ্গে কফজ স্বরভঙ্গের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ক্ষয়জনিত স্বরভঙ্গে ক্ষয় কাসের ন্যায় এবং স্বরভেদ রোগোক্ত প্রত্যেক দোষের চিকিৎসা মিশ্রিত করিয়া সন্নিপাতজনিত স্বরভঙ্গের চিকিৎসা করিবে ॥ ১ ॥

চব্যাদি চূর্ণম্।

চব্যাম্লবেতস-কটুত্রিক-তিন্তিড়ীক-তালীশজীরক-তুগা-দহনৈঃ সমাংশৈঃ। চূর্ণং গুড়েঃ প্রমুদিতং ত্রিসুগন্ধিযুক্তং বৈস্বর্য্য-পীনস-কফারুচিষু প্রশস্তম্ ॥ ২ ॥

চব্যাদি চূর্ণ—চই, আমরুলশাক, শুঠ, পিপুল, মরিচ, অম্লবেতস, তালীশপত্র, জীরা, বংশলোচন ও চিতামূল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ও দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ এই ৩টীর প্রত্যেকের চূর্ণ।০ আনা। এই সকল চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করতঃ সমস্ত চূর্ণের সমমাত্রায় পুরাতন গুড় সহ মিশ্রিত করিয়া গ্রহণ করিবে। ইহা চারি আনা পরিমাণে দিবসের মধ্যে দুইবার সেবন করিলে স্বরভেদ পীনস ও কফজনিত অরুচিরোগ উপশম হয়॥ ২॥

অজমোদাং নিশাং ধাত্রীং ক্ষারং বহ্নিং বিচূর্ণয়েৎ।
মধুসর্পির্যুতং লীঢ়া স্বরভেদমপোহতি॥ ৩॥

বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবক্ষার এবং চিতামূল এই সমস্ত দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ করতঃ ঘৃত ও মধু সহ পেষণ করিয়া সেবন করিলে স্বরভেদ বিনষ্ট হয়॥ ৩॥

বদরীপত্রকল্কং বা ঘৃতভৃষ্টং সসৈন্ধবম্।
স্বরোপঘাতে কাসে চ লেহমেনং প্রয়োজয়েৎ॥ ৪॥

কচি কুলপাতা বাটিয়া সৈন্ধবলবণ সহ ঘৃতে ভাজিয়া ঘৃত সহ সেবন করিলে স্বরভঙ্গ ও কাস-রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে॥ ৪॥

পিপ্পলীপিপ্পলীমূলং মরিচং বিশ্বভেষজম্।
পিবেন্মূত্রেণ মতিমান্ কফজে স্বরসংক্ষয়ে॥ ৫॥

পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঠ এই সমস্ত দ্রব্য সম পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক গোমূত্রসহ সেবন করিলে কফজ স্বরভঙ্গ রোগ উপশম হয়॥ ৫॥

ব্যাঘ্রঘৃতম্।

ব্যাঘ্রীস্বরস-বিপক্কং রাস্না-বাট্যাল-গোক্ষুর-ব্যোষৈঃ। সর্পিঃ স্বরোপঘাতং হন্যাৎ কাসঞ্চ পঞ্চবিধম্॥ শুষ্কদ্রব্যমুপাদায় স্বরসানামসম্ভবে। বারিণ্যষ্টগুণে সাধ্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্॥ ৬॥

ব্যাঘ্রীঘৃত—গব্যঘৃত ⁄৪ সের। কল্কার্থ রাস্না, বেড়েলা, গোক্ষুর, শুঠ পিপুল ও মরিচ মিলিত ⁄১ সের। কণ্টকারীর রস ১৬ সের। এই ঘৃত।০ বা ৷৷০ তোলা পরিমাণে উষ্ণ দুগ্ধ সহিত পান করিলে স্বরভেদ এবং পঞ্চবিধ কাস বিনষ্ট হয়॥৬॥

সারস্বত-ঘৃতম্ (ব্রাহ্মী ঘৃতম্।)

সমূলং পত্রমাদায় ব্রাহ্মীং প্রক্ষাল্য বারিণা।
উদূখলে ক্ষোদয়িত্বা রসং বস্ত্রেণ গালয়েৎ॥
রসে চতুর্গুণে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ঔষধানি তু পেষ্যাণি তানীমানি প্রদাপয়েৎ॥
হরিদ্রা মালতী কুষ্ঠং ত্রিবৃতা সহরীতকী।
এতেষাং পলিকান্ ভাগান্ শেষাণি কার্ষিকাণি চ॥
পিপ্পল্যোঽথ বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং শর্করা বচা।
সর্ব্বমেতৎ সমালোড্য শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
এতৎপ্রাশিতমাত্রেণ বাগ্বিশুদ্ধিঃ প্রজায়তে।
সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ কিন্নরৈঃ সহ গীয়তে॥
অর্দ্ধমাসপ্রয়োগেণ সোমরাজীবপুর্ভবেৎ।
মাসমাত্রপ্রয়োগেণ শ্রুতমাত্রন্তু ধারয়েৎ॥
হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি অর্শাংসি বিবিধানি চ।
পঞ্চগুল্মান্ প্রমেহাংশ্চ কাসং পঞ্চবিধং তথা॥
বন্ধ্যানামপি নারীণাং নরাণামল্পরেতসাম্।
ঘৃতং সারস্বতং নাম বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥ ৭॥

সারস্বত ঘৃত (ব্রাহ্মী-ঘৃত)—মূল ও পত্র সহিত ব্রাহ্মীশাক জলে ধৌত করণানন্তর উদূখলে কুট্টিত করতঃ বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া রস গ্রহণপূর্ব্বক উক্ত রস ১৬ সের, ঘৃত ⁄৪ সের। কল্কার্থ-হরিদ্রা, কুড়, মালতীফুল, তেউড়ীমূল ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকের ৮ তোলা, পিপুল,বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি ও বচ ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্যের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। পরিমাণ অর্দ্ধ তোলা। ইহা ব্যবহারদ্বারা স্বরভঙ্গ ইত্যাদি বহুবিধ রোগ নিবারিত হয় এবং ধারণাশক্তি বৃদ্ধি হয়। ইহা "ব্রাহ্মীঘৃত" নামে প্রসিদ্ধ॥ ৭

ত্র্যম্বকাভ্রম্।

অভ্রং মেচকমারিতং পলমিতং ব্যাঘ্রী বলা গোক্ষুরং কন্যা-পিপ্পলীমূলভৃঙ্গ বৃষকাঃ পত্রং তথা বাদরম্। ধাত্রী রাত্রিগুড়ূচিকাঃ পৃথগতঃ স্বস্বৈঃপলাংশৈর্যুতং সংমর্দ্দ্যাতিমনোরমং সুবলিতং কৃত্বা যদা সেবিতম্॥ বাতোত্থং কফপিত্তজং স্বরগদং যক্ষ্ম ত্রিদোষাত্মকমত্যুচ্চৈর্বদতো হতং বহুবিধং পানীয়দোষোদ্ভবম্। কাসং শ্বাসমুরোগ্রহং সযকৃতং হিক্কাং তৃষাং কামলামর্শাংসি গ্রহণীং জ্বরং বহুবিধং

শোথং ক্ষয়কার্শ্যদম্ ॥ হন্তি ত্র্যম্বকমভ্রমদ্ভুততরং বৃষ্যাতিবৃষ্য পরং বহ্নের্বৃদ্ধিকরং রসায়নবরং সর্ব্বাময়-ধ্বংসি তৎ ॥ ৮

ইতি ভৈষজ্য রত্নাবল্যাং স্বরভেদাধিকারঃ।

ত্র্যম্বকাভ্র—কণ্টকারী, বেড়েলা, গোক্ষুর, ঘৃতকুমারী, পিপুলমূল, ভৃঙ্গরাজ,বাসক, কুলপাতা, আমলকী, হরিদ্রা ও গুলঞ্চ। এই ১২টী পদার্থের প্রত্যেকের ৮ তোলা রস সহ ৮ তোলা অভ্র যথাবিধানে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া ১ রতি মাত্রায় বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা যথাযোগ্য অনুপান সহিত পান করিলে স্বরভঙ্গ, কাস, শ্বাস, উরোগ্রহ ও যকৃতাদি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥৮॥

স্বরভঙ্গচিকিৎসা সমাপ্ত।

অথারোচকাধিকারঃ।

বাস্তিং সমীরণে পিত্তে বিরেকং বমনং কফে।
কুর্য্যাদ্ধৃদ্যানুকূলানি হর্ষণঞ্চ মনোঘ্নজে ॥ ১ ॥

অরুচিচিকিৎসা।

বাতজ ও কফজ অরুচিরোগে বমন, পিত্তজ অরুচিরোগে বিরেচন এবং শোকজ ও কামাদি জনিত অরুচিরোগে চিত্তের অনুকূল হর্ষজনক ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে॥ ১ ॥

কুষ্ঠ-সৌবর্চলাজাজী শর্করা মরিচং বিড়ম্।
ধাত্র্যেলা-পদ্মকোশীর-পিপ্পল্যশ্চন্দনোৎপলম্ ॥
লোধ্রং তেজোবতী পথ্যা ত্র্যূষণং সযবাগ্রজম্।
আর্দ্র দাড়িমনির্য্যাসশ্চাজাজী-শর্করাযুতঃ ॥
সতৈল-মাক্ষিকাস্ত্বেতে চত্বারঃ কবড়গ্রহাঃ।
চতুরোঽরোচকান্ হন্যুর্বাতাদ্যেকজ সর্ব্বজান্ ॥ ২ ॥

(১) কুড়, সচললবণ, কৃষ্ণজীরা, ইক্ষুচিনি, মরিচ ও বিটলবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া তিলতৈল ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া কবল ধারণ করিলে বাতজ অরুচিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) আমলকী, ছোটএলাচি, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, পিপুল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া তিলতৈল ও মধুর সহিত মিশাইয়া কবল ধারণ করিলে পিত্তজনিত অরুচিরোগ নিবারিত হয়।

(৩) লোধ, চই, হরীতকী শুঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া তিলতৈল ও মধুর সহিত মিশ্রণ পূর্ব্বক কবল ধারণ করিলে কফজ অরুচি নষ্ট হয়।

(৪) আদার রস, দাড়িমরস, কৃষ্ণজীরাচূর্ণ ও ইক্ষুচিনি, এই দ্রব্য চতুষ্টয় সহ তিলতৈল ও মধু মিশ্রিত করিয়া কবল ধারণ করিলে সন্নিপাতজনিত অরুচিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

ত্বম্বুস্তমেলা ধান্যানি মুস্তমামলকং ত্বচঃ।
ত্বক্ চ দার্ব্বী যমান্যশ্চ পিপ্পল্যস্তেজোবত্যপি ॥
যমানী তিন্তিড়ীকঞ্চ পঞ্চৈতে মুখশোধনাঃ।
শ্লোকপাদৈরভিহিতাঃ সর্ব্বারোচকনাশনাঃ ॥ ৩ ॥

(১) দারুচিনি, মধু, ছোটএলাচি ও ধনে, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে মুখ পরিস্কৃত হইয়া অরুচি নিবারিত হয়।

(২) মুথা, আমলকী ও দারুচিনি সমভাগে চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে মুখ পরিষ্কার হইয়া অরুচি আরোগ্য হয়।

(৩) দারুচিনি, দারুহরিদ্রা ও যমানী সমভাগে চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে মুখ পরিষ্কার হইয়া অরুচি বিনষ্ট হয়।

(৪) পিপুল ও চই সমভাগে চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে মুখ পরিষ্কার হইয়া অরুচি দূরীভূত হয়।

(৫) যমানী চূর্ণ ও তেঁতুল একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে মুখ পরিস্কৃত হইয়া অরুচি আরোগ্য হয় ॥ ৩ ॥

অম্লিকাগুড়তোয়ঞ্চ ত্বগেলামরিচান্বিতম্।
অভক্তচ্ছন্দরোগেষু শস্তং কবড়ধারণম্ ॥ ৪ ॥

পুরাতন তেঁতুল ও গুড় একত্রে জলে গুলিয়া তাহার সহিত দারুচিনি, ছোটএলাইচ এবং মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করতঃ কবল ধারণ করিলে অরুচি দূর হয় ॥ ৪ ॥

কারব্যাজাজী মরিচং দ্রাক্ষা বৃক্ষাম্লদাড়িমম্।
সৌবর্চ্চলং গুড়ং ক্ষৌদ্রং সর্ব্বারোচকনাশনম্ ॥
বিট্‌চূর্ণমধুসংযুক্তো রসো দাড়িমসম্ভবঃ।
অসাধ্যমপি সংহন্যাদরুচিং বক্ত্র ধারিতঃ ॥ ৫ ॥

কৃষ্ণজীরা, জীরা, মরিচ, কিস্‌মিস্, অম্লবেতস, দাড়িমের রস ও সচললবণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া তাহাতে সমস্ত চূর্ণের সমপরিমাণ ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করতঃ মধু সহযোগে ॥০ অর্দ্ধ তোলা প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা মুখে ধারণ করিলে সর্ব্বপ্রকার অরুচি বিনষ্ট হয়। দাড়িমের রসের সহিত বিট্‌লবণ ও মধু মিশ্রিত করতঃ মুখে ধারণ করিলে অসাধ্য অরুচিও দূরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

যমানী তিন্তিড়ীকঞ্চ নাগরঞ্চাম্লবেতসম্।
দাড়িমং বদরঞ্চাম্লং কার্ষিকাণ্যুপকল্পয়েৎ ॥
ধান্য-সৌবর্চ্চলাজাজীবরাঙ্গঞ্চার্দ্ধকার্ষিকম্।
পিপ্পলীনাং শতঞ্চৈব দ্বে শতে মরিচস্য চ ॥
শর্করায়াশ্চ চত্বারি পলান্যেকত্র চূর্ণয়েৎ।
জিহ্বাবিশোধনং হৃদ্যং তচ্চূর্ণং ভক্তরোচনম্ ॥
হৃৎপীড়া-পার্শ্বশূলঘ্নং বিবন্ধানাহনাশনম্।
কাসশ্বাসহরং গ্রাহি গ্রহণ্যর্শোবিকারনুৎ ॥ ৬ ॥

যমানী, পুরাতনতেঁতুল, শুঠ, অম্লবেতস, দাড়িমের রস ও অম্লকুল; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা এবং ধনে, সচললবণ, কৃষ্ণজীরা ও দারুচিনি ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, পিপুল ১০০টা, মরিচ ২০০টা, চিনি ৩২ তোলা এই দ্রব্য গুলি চূর্ণ করতঃ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই চূর্ণ মুখে রাখিয়া ক্রমে ক্রমে গলাধঃকরণ করিবে। ইহা জিহ্বা পরিষ্কারক, হৃদ্য, আহারে রুচিপ্রদ এবং হৃদ্রোগ, পার্শ্বশূল, বিবন্ধ, আনাহ, কাস, শ্বাস, গ্রহণী ও অর্শোরোগ বিনাশক ॥ ৬ ॥

কলহংসঃ।

অষ্টাদশ শিগ্রুফলানি দশ মরিচানি বিংশতিঃ পিপ্পল্যশ্চ।
আর্দ্রকপলং গুড়পলং প্রস্থদ্বয়মারনালস্য চ ॥
এতদ্বিড়লবণসহিতং খজাহতং সুরভিগন্ধাঢ্যম্।
ব্যঞ্জনসহস্রঘাতি জ্ঞেয়ং কলহংসকং নাম ॥ ৭ ॥

সজিনাবীজ ১৮টা, মরিচ ১০টা, পিপুল ২০ টা, আদা ৮ তোলা, ইক্ষুগুড় ৮ তোলা, কাঁজি ৮ সের ও বিট্‌লবণ ৮ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিবে এবং সুগন্ধির জন্য উহাতে দারুচিনি, ছোটএলাইচ, তেজপত্র ও নাগেশ্বরের চূর্ণ যথাযোগ্য পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লইবে ॥ ৭ ॥

তিন্তিড়ীপানকম্।

ভাগাস্তু পঞ্চ চিঞ্চায়াঃ খণ্ডস্যাপি চতুর্গুণাঃ।
ধান্যকার্দ্রকয়োর্ভাগং চাতুর্জাতার্দ্ধভাগিকম্।
দ্বিগুণং জলমেতেষামেকপাত্রে বিলোড়িতম্।
পিহিতং তপ্তদুগ্ধেন ততো বস্ত্রপরিপ্লুতম্ ॥
বিধিনা ধূপিতে পাত্রে কৃত্বা কর্পূরবাসিতম্।
নৃপযোগ্যমিদং পানং ভবেদ্যুক্ত্যা সুযোজিতম্ ॥ ৮ ॥

পুরাতন তেঁতুল ৪০ তোলা, চিনি ১৬০ তোলা, ধনে ৪ তোলা, আদা ৪ তোলা, দারুচিনি ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, ছোটএলাইচ ১ তোলা ও নাগেশ্বর চূর্ণ ১ তোলা এবং সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ পরিমাণ জল। এই দ্রব্যগুলি একটী মৃত্তিকা পাত্রে রাখিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন পূর্ব্বক উহার সহিত উষ্ণ দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরে ধূপিত পাত্রে রাখিয়া কর্পূরাদি সুগন্ধ দ্রব্যদ্বারা সুবাসিত করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে॥ ইহাতে অরুচি নষ্ট হয় ॥ ৮

রসালা।

অর্দ্ধাঢ়কং সুচিরপর্য্যুষিতস্য দধ্নঃ
খণ্ডস্য ষোড়শ পলানি শশিপ্রভস্য।
সর্পিঃ পলং মধুপলং মরিচং দ্বিকর্ষং
শুণ্ঠ্যাঃ পলার্দ্ধমপি চার্দ্ধপলং চতুর্ণাম্।

শুক্লোপলে ললনয়া মৃদুপাণিঘৃষ্টা
কর্পূরচূর্ণসুরভীকৃতভাণ্ডসংস্থা।
এষা বৃকোদরকৃতা সুরসা রসালা
চাস্বাদিতা ভগবতা মধুসূদনেন।
রসালা বৃংহণী বৃষ্যা স্নিগ্ধা বল্যা রুচিপ্রদা।
ততঃ খাদেৎ অত্র দগ্নো ন বৈগুণ্যমিতি কেচিৎ ॥ ৯ ॥

অম্ল দধি ৮ সের, চিনি ২ সের, ঘৃত ৮ তোলা, মধু ৮ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুঁঠ ৪ তোলা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া কর্পূর চূর্ণ দ্বারা সুবাসিত করতঃ ভাণ্ড মধ্যে রাখিয়া উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা বৃষ্য, স্নিগ্ধ, বলকারক ও রুচিপ্রদ ॥ ৯ ॥

রসকেশরী।

রসগন্ধৌ সমৌ শুদ্ধৌ দন্তীক্বাথেন মর্দ্দয়েৎ।
দেবপুষ্পং বাণমিতং রসপাদং তথামৃতম্ ॥
মাষমাত্রঞ্চ তৎসর্ব্বং নাগরেণ গুড়েন বা।
সর্ব্বারোচকশূলার্ত্তিমামবাতং বিনাশয়েৎ ॥
বিসূচীমগ্নিমান্দ্যঞ্চ ভক্ষয়েদং সুদারুণম্।
রসো নিবারয়ত্যেষ কেশরী করিণং যথা ॥ ১০ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যামরোচকাধিকারঃ।

পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লবঙ্গ ৫ তোলা ও বিষ ।• আনা। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া দন্তীর ক্বাথে বাটিয়া মাষকলাই পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা শুঁঠ বা গুড়ের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার অরুচি, শূল, আমবাত, বিসূচিকা ও অগ্নিমান্দ্য রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ইতি অরুচি-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ ছর্দ্দ্যধিকারঃ

আমাশয়োৎক্লেশভবা হি সর্ব্বাশ্ছর্দ্দ্যো মতা লঙ্ঘনমেব তস্মাৎ। প্রাক্ কারয়েন্মারুতজাং বিমুচ্য সংশোধনং বা কফপিত্তহারি ॥ ১ ॥

সকল প্রকার বমি রোগই আমাশয়ে উৎক্লেশ হেতু উৎপন্ন হইয়া থাকে, এই হেতু বমন রোগে প্রথমে লঙ্ঘন কিম্বা দোষাধিক্য লক্ষিত হইলে কফ পিত্ত নাশক ঔষধ দ্বারা বমন বা বিরেচক প্রয়োগ করিবে। কিন্তু বায়ু জন্য বমি রোগে লঙ্ঘন বা সংশোধন (বমন ও বিরেচন) নিষিদ্ধ ॥ ১ ॥

চন্দনেনাক্ষমাত্রেণ সংযোজ্যামলকীরসম্।
পিবেন্মাক্ষিকসংযুক্তং ছর্দ্দিস্তেন নিবর্ত্ততে ॥ ২ ॥

২ তোলা আমলকীর রসে অর্দ্ধ তোলা শ্বেতচন্দন ঘষিয়া মধুর সহিত পান করিলে বমি নিবারিত হয় ॥ ২ ॥

ক্বাথঃ পর্পটজঃ পীতঃ সক্ষৌদ্রশ্ছর্দ্দিনাশনঃ।
হরীতকীনাং চূর্ণন্তু লিহ্যান্মাক্ষিকসংযুতম্।
অধোভাগীকৃতে দোষে ক্ষিপ্রং বান্তি নিবর্ত্ততে ॥ ৩ ॥

(১) ক্ষেৎপাপড়ার ক্বাথে মধু মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে বমি বিনষ্ট হয়।

(২) হরীতকী চূর্ণ, মধুর সহিত বাটিয়া সেবন করিলে দাস্ত হইয়া বমি নিবৃত্তি হয় ॥ ৩ ॥

কষায়ো ভৃষ্টমুদ্গস্য সলাজমধুশর্করঃ।
ছর্দ্দ্যতীসার-তৃড়্দাহজ্বরঘ্নঃ সংপ্রকাশিতঃ ॥ ৪ ॥

ভর্জ্জিত মুগের ক্বাথে খৈ চূর্ণ, মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বমি, অতীসার, পিপাসা, দাহ ও জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

জাতীরসঃ কপিত্থস্য পিপ্পলী-মরিচান্বিতঃ।
ক্ষৌদ্রেণ যুক্তং শময়েল্লেহোঽয়ং ছর্দ্দিমুল্বণম্ ॥
অত্র জাতী আমলকী ॥ ৫ ॥

আমলকীর রস ১ তোলা ও কয়েত্‌বেলের শাঁস ১ তোলা লইয়া পিপুল চূর্ণ, মরিচ চূর্ণ ও মধু সহ মিশ্রিত করতঃ সেবন করিলে বমি আরোগ্য হয়॥ ৫॥

লাজা-কপিত্থ মধু-মাগধিকোষণানাং
ক্ষৌদ্রাভয়া ত্রিকটু-ধান্যক-জীরকাণাম্।
পথ্যা মৃতা-মরিচ-মাক্ষিক-পিপ্পলীনাং
লেহাস্ত্রয়ঃ সকলবম্যরুচি-প্রশান্ত্যৈ॥ ৬॥

খৈ চূর্ণ, কয়েৎবেলের শাঁস, মধু, পিপুল ও মরিচ। মধু, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে ও জীরা। হরীতকী, গুলঞ্চ, মরিচ, মধু ও পিপুল চূর্ণ। এই তিন প্রকার ঔষধ লেহন করিয়া সেবন করিলে সকল প্রকার বমি এবং অরুচি শান্তি হয়॥ ৬॥

এলাদিচূর্ণম্।

এলালবঙ্গগজকেশরকোলমজ্জ-
লাজ-প্রিয়ঙ্গুঘনচন্দনপিপ্পলীনাম্।
চূর্ণানি মাক্ষিকসিতাসহিতানি লীঢ্বা
চ্ছর্দ্দিং নিহন্তি কফমারুতপিত্তজাঞ্চ॥ ৭॥

ছোটএলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুলআঁটির শাঁস, খই, প্রিয়ঙ্গু, মুথা, রক্তচন্দন ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া চিনি ও মধুর সহিত লেহন পূর্ব্বক সেবন করিলে বাতজ, পিত্তজ ও কফজ বমি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৭॥

অশ্বত্থবল্কলং শুষ্কং দগ্ধ্বা নির্ব্বাপিতং জলে।
তজ্জলং পানমাত্রেণ চ্ছর্দ্দিমাশু ব্যপোহতি॥ ৮॥

অশ্বত্থের শুষ্ক ছাল দগ্ধ করতঃ একটী পাত্রে জল দিয়া তাহাতে উহা নিক্ষেপ পূর্ব্বক উক্ত জল ছাঁকিয়া পান করিলে বমি বিনষ্ট হয়॥ ৮॥

রসেন্দ্রঃ।

অজাজী-ধান্য-কৃষ্ণাভিঃ সক্ষৌদ্রাভিঃ কটুত্রিকৈঃ।
এভিঃ সার্দ্ধং ভস্মসূতঃ সেব্যো বান্তি-প্রশান্তয়ে॥ ৯॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং ছর্দ্দ্যধিকারঃ।

কৃষ্ণজীরা, ধনে, পিপুল, মধু, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও রসসিন্দূর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে বমি রোগ দূর হয়॥ ৯॥

ইতি ছর্দ্দিচিকিৎসা সমাপ্ত

অথ তৃষ্ণাধিকারঃ।

তৃষ্ণায়াং পবনোত্থায়াং সগুড়ং দধি শস্যতে।
রসাশ্চ বৃংহণাঃ শীতা গুড়ূচ্যা রস এব বা॥ ১॥

বায়ুজনিত পিপাসায় গুড় মিশ্রিত দধি, শীতল ও বলকারক রসায়ন এবং গুলঞ্চের রস পান বিশেষ উপকারী॥ ১॥

পিত্তজায়াস্ত তৃষ্ণায়াং পক্বোড়ুম্বরজো রসঃ।
তৎক্বাথো বা হিমস্তদ্বৎ শারিবাদিগণাম্বু বা॥ ২॥

পিত্ত জন্য পিপাসায় পক্ব যজ্ঞডুমুরের রস বা ক্বাথ পান করিতে দিবে। অথবা শারিবাদিগণ (অনন্তমূল, যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, মউলফুল, বেণারমূল) সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া অর্দ্ধ পোয়া জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া প্রাতঃকালে ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে॥ ২॥

লাজোদকং মধুযুতং শীতং গুড়বিমর্দ্দিতম্।
কাশ্মর্য্যশর্করাযুক্তং পিবেত্তৃষ্ণার্দ্দিতো নরঃ॥ ৩॥

অর্দ্ধপোয়া খই, ১ সের উষ্ণ জলে রাত্রিতে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে ছাঁকিয়া তাহার সহিত মধু ৷৹ তোলা, গুড় ৷৹ তোলা, গাম্ভারীফল চূর্ণ ৷৹ তোলা ও চিনি ৷৹ তোলা, এই সকল মিশ্রিত করতঃ অল্প অল্প করিয়া বারংবার পান করিলে পিপাসার শান্তি হয়॥ ৩॥

বিম্বাঢকী ধাতকী পঞ্চকোল-
দর্ভেষু সিদ্ধং কফজাং নিহন্তি।
হিতং ভবেচ্ছর্দ্দিনমেব চাত্র
তপ্তেন নিম্ব-প্রসবোদকেন॥ ৪॥

বেলশুঁঠ, অড়হরপত্র, ধাইফুল, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও কুশের মূল;

১৫৩

এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া চারিসের জলে সিদ্ধ করতঃ দুই সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া পান করিলে কফজনিত পিপাসা বিনষ্ট হয়। কফজনিত পিপাসা রোগে রোগীকে নিম্বছালের ক্বাথ, নিম্বপুষ্পের ক্বাথ, অথবা নিম্বপত্রের উষ্ণ ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে॥ ৪॥

ক্ষতোত্থিতাং রুগ্‌বিনিবারণেন জয়েদ্রসানামসৃজশ্চ পানৈঃ। ক্ষয়োত্থিতাং ক্ষীরজলং নিহন্যাৎ মাংসোদকং বাথ মধূদকং বা॥
গুর্ব্বন্নজামুল্লিখনৈর্জয়েত্তু ক্ষয়াদৃতে সর্ব্বকৃতাঞ্চ তৃষ্ণাম্॥ ৫

(২) ক্ষত জনিত পিপাসারোগে ক্ষত নিবারক ঔষধ সেবন এবং মাংসের যূষ অথবা এণ ও শশকাদির উষ্ণ রক্ত পান করিতে দিবে এবং ক্ষয়জনিত পিপাসায় রোগীকে দুগ্ধ মিশ্রিত জল, মাংসরস বা মধু মিশ্রিত বৃষ্টির জল পান করাইবে।

(২) ক্ষয়জ তৃষ্ণায় ভিন্ন, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন জনিত তৃষ্ণায় এবং অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার তৃষ্ণায় রোগীকে বমন করাইবে॥ ৫॥

অতিরুক্ষ দুর্ব্বলানাং তর্ষং শময়েন্নৃণামিহাশু পয়ঃ।
ছাগো বা ঘৃতভৃষ্টঃ শীতো মধুরো রসো হৃদ্যঃ॥ ৬॥

অতিশয় রুক্ষদেহে ও দুর্ব্বল ব্যক্তির পিপাসায় ছাগদুগ্ধ এবং ঘৃতে সন্তলন করা ছাগ মাংসের শীতল যূষ পান করিতে দিবে॥ ৬॥

গোস্তনেক্ষুরস-ক্ষীর যষ্টিমধু-মধূৎপলৈঃ।
নিয়তং নস্যতঃ পীতৈস্তৃষ্ণা শাম্যতি দারুণা॥ ৭॥

কিস্‌মিসের ক্বাথ, ইক্ষুরস, দুগ্ধ, যষ্টিমধুর ক্বাথ, মধু অথবা সুঁদিফুলের রস নাসিকা দ্বারা পান করিলে দারুণ তৃষ্ণার শান্তি হয়॥ ৭॥

ক্ষীরেক্ষুরসমাধ্বীক-ক্ষৌদ্র-সীধু-গুড়োদকৈঃ।
বৃক্ষাম্লাম্লৈশ্চ গণ্ডূষাস্তালুশোষনিবারণাঃ॥ ৮॥

দুগ্ধ, ইক্ষুরস, মউলফুলেরমদ্য, মধু, গুড় মিশ্রিত জল, বৃক্ষাম্ল ও অন্যান্য অম্ল দ্রব্যের রস দ্বারা মুখে গণ্ডূষ ধারণ করিলে তালুশোষ নিবারিত হয়॥ ৮॥

আম্র-জম্বু-কষায়ো বা পিবেন্মাক্ষিকসংযুতঃ।
ছর্দ্দিং সর্ব্বাং প্রণুদতি তৃষ্ণাঞ্চৈবাপকর্ষতি॥ ৯॥

আম অথবা জামের কচি পত্রের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার বমি ও তৃষ্ণা প্রশমিত হয়॥ ৯॥

বটশুঙ্গসিতা লোধ্র দাড়িম্বং মধুকং মধু।
পিবেৎ তণ্ডুলতোয়েন ছর্দ্দি-তৃষ্ণানিবারণম্॥ ১০॥

বটেরঝুরি, চিনি, লোধকাষ্ঠ, দাড়িম, যষ্টিমধু ও মধু। এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া তণ্ডুলজলের সহিত সেবন করিলে বমি ও তৃষ্ণা বিনষ্ট হয়॥ ১০॥

কেশরং মাতুলুঙ্গস্য সক্ষৌদ্রং দাড়িমীযুতং।
ক্ষণমাত্রেণ দুর্ব্বারাং তৃষ্ণাং কবলতো জয়েৎ॥
দাহ-তৃষ্ণা-প্রশমনং মধু-গণ্ডূষ-ধারণম্॥ ১১

টোলঙ্গলেবুর পুষ্পের কেশর, মধু ও দাড়িম, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া কবল করিলে, ক্ষণকাল মধ্যে দুঃসাধ্য তৃষ্ণা নিবারিত হয় এবং মধুর গণ্ডূষ ধারণ করিলে দাহ ও তৃষ্ণার শান্তি হইয়া থাকে॥ ১১॥

অসঞ্চার্য্যা তু যা মাত্রা গণ্ডূষে সা প্রকীর্ত্তিতা।
সুখং সঞ্চার্য্যতে যা তু সা মাত্রা কবলে হিতা॥ ১২॥

যে পরিমাণদ্রব্যে মুখ পরিপূর্ণ করিলে ঐদ্রব্য সঞ্চালন করা যায় না, তাহাকে গণ্ডূষ বলে এবং যে পরিমাণ দ্রব্য মুখে ধারণ করিলে অনায়াসে ঐ দ্রব্য সঞ্চালিত করা যায়, তাহাকে কবল বলে॥ ১২॥

বটশুঙ্গাম্বু-ক্ষৌদ্র-লাজনীলোৎপলৈর্দৃঢ়া।
গুড়িকা বদনন্যস্তা ক্ষিপ্রং তৃষ্ণামুদস্যতি॥ ১৩॥

বটেরঝুরি, কুড়, মধু, খই ও নীলোৎপল। এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে তৃষ্ণা নিবারিত হয়॥ ১৩॥

ওদনং রক্তশালীনাং শীতং মাক্ষিকসংযুতম্।
ভোজয়েত্তেন শাম্যেতচ্ছর্দ্দিস্তৃষ্ণা চিরোত্থিতা॥ ১৪॥

পুরাতন রক্তশালিতণ্ডুলের অন্ন শীতল

শম বমি ও তৃষ্ণা দূর হয় ॥ ১৪ ॥

বারি শীতং মধুযুতমাকণ্ঠাদ্বা পিপাসিতম্।
পায়য়েদ্ বময়েচ্চাপি তেন তৃষ্ণা প্রশাম্যতি ॥ ১৫ ॥

পিপাসিত ব্যক্তিকে আকণ্ঠ মধু মিশ্রিত শীতল জল পান করিতে দিলে, বমন হইয়া তৃষ্ণা প্রশমিত হয় ॥ ১৫ ॥

মূর্চ্ছা-ছর্দ্দি-তৃষা দাহ-স্ত্রী-মদ্য-ভৃশ-কর্ষিতাঃ।
পিবেয়ুঃ শীতলং তোয়ং রক্তপিত্তে মদাত্যয়ে ॥
পূর্ব্বমাময়াতুরঃ সন্ দীন তৃষ্ণার্দ্দিতো জলং যাচন্
লভতে ন চেদাশ্বেবমরণং প্রাপ্নোতি দীর্ঘরোগং বা ॥
তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাৎ প্রাণান্ বিমুঞ্চতি। তস্মাৎ সর্ব্বাস্ববস্থাসু ন কচিদ্ বারি বার্য্যতে ॥ অন্নেনাপি বিনা প্রাণান্ ধারয়তে চিরম্। তোয়াভাবে পিপাসার্ত্তঃ ক্ষণাৎ প্রাণৈর্বিমুচ্যতে ॥ অত্যম্বুপানাৎ প্রভবন্তি রোগা নিরম্বুপানাচ্চ স এব দোষঃ। তস্মাদ্ বুধঃ প্রাণবিবর্দ্ধনার্থং মুহুর্মুহুর্বারি পিবেদভূরি ॥ ১৬ ॥

মূর্চ্ছা, বমি, তৃষ্ণা, দাহ, স্ত্রীসঙ্গম ও মদ্য পানাদি জন্য অতিশয় ক্ষীণ হইলে এবং রক্ত-পিত্ত ও মদাত্যয় রোগে শীতল জল পান করিতে দিবে। জ্বর, রক্তপিত্ত ও তৃষ্ণাদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি যখন পিপাসায় কাতর হইয়া অতিদীন ভাবে জল প্রার্থনা করে, তখন জল না দিলে রোগের বৃদ্ধি এবং তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। যে হেতু অধিক তৃষ্ণায় মূর্চ্ছা এবং মূর্চ্ছা দ্বারা জীবন বিনষ্ট হইতে পারে, সুতরাং সকল অবস্থাতেই জল প্রদান করিবে। অন্ন ব্যতিরেকে চিরকাল জীবন ধারণ করা যাইতে পারে, কিন্তু জল অভাবে তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তির অল্পকালের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে। অধিক পরিমাণ জলপান করিলে যেমন নানা প্রকার রোগ জন্মিয়া থাকে, জল পান না করিলেও তদ্রূপ নানাবিধ রোগ জন্মে; সুতরাং বারংবার অল্প পরিমাণ জল পান করাই কর্ত্তব্য ॥ ১৬ ॥

সক্ষৌদ্রমাম্রমম্বুথং পিবেৎ ক্বাথং রসান্বিতম্।
সতৃষ্ণা মধুনা কুর্য্যাদ্ গণ্ডূষান্ শীতলে স্থিতঃ ॥ ১৭ ॥

গণ্ডূষ ধারণ ও শীতল শয্যায় শয়নাদি করিলে তৃষ্ণা দূর হয় ॥ ১৭ ॥

যত্র কেবল এব রসস্তত্র ভস্মসূতো বোধ্যঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং তৃষ্ণাধিকারঃ।

যে স্থলে কেবল মাত্র রস লিখিত আছে অথচ গন্ধক উক্ত নাই, সেই স্থলে "রস" শব্দে রসসিন্দূর বুঝিতে হইবে ॥ ১৮ ॥

ইতি তৃষ্ণাচিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ মূর্চ্ছাধিকারঃ

সেকাবগাহৌ মণয়ঃ সহারাঃ শীতাঃ প্রদেহা ব্যজনানিলাশ্চ। শীতানি পানানি চ গন্ধবন্তি সর্ব্বাসু মূর্চ্ছাস্বনিবারিতানি ॥ ১ ॥

শীতলজলাভিষেক, অবগাহন, পদ্মরাগ প্রভৃতি গ্রথিত হার ধারণ, গাত্রে উশীর-চন্দনাদি লেপন, বায়ু ব্যজন এবং কর্পূরাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত শীতল জল সর্ব্ববিধ মূর্চ্ছা রোগেই হিতকর ॥ ১ ॥

রক্তজায়ান্তু মূর্চ্ছায়াং হিতঃ শীতক্রিয়াবিধিঃ।
মদ্যজায়াং বমেন্মদ্যং নিদ্রাং সেবেদ্ যথাসুখম্।
বিষজায়াং বিষঘ্নানি ভেষজানি প্রযোজয়েৎ ॥ ২ ॥

রক্তদর্শনজনিত মূর্চ্ছা রোগে—শৈত্যক্রিয়া হিতকর। অধিক মদ্যপান হেতু যে মূর্চ্ছা, তাহাতে বমন কারক ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা রোগীর উদরস্থ মদ্য নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে এবং রোগীকে নিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিবে। বিষ জনিত-মূর্চ্ছা রোগে রোগীকে বিষঘ্ন ঔষধ সেবন করিতে দিবে ॥ ২ ॥

কোলমজ্জোষণোশীরং কেশরং শীতবারিণা।
পীতং মূর্চ্ছাং জয়েল্লীঢ়া কৃষ্ণাং বা মধুসংযুতাম্ ॥ ৩

কুল আঁটির শাঁস, পিপুল, বেণারমূল এবং নাগেশ্বর এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া শীতল জলে বাটিয়া অথবা পিপুল চূর্ণের সহিত লেহন পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে মূর্চ্ছা বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

পিবেদ্দুরালভাকাথং সঘৃতং ভ্রমশান্তয়ে।
ত্রিফলায়াঃ প্রয়োগো বা প্রয়োগঃ পয়সোঽপিবা।
রসায়নানং কৌম্ভস্য সর্পিষো বা প্রশস্যতে ॥ ৪ ॥

ঘৃত মিশ্রিত দুরালভার কাথ পান করিলে অথবা হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া চূর্ণ সম ভাগে মধুর সহিত বাটিয়া সেবন করিলে ভ্রম রোগের শান্তি হয়। এই রোগে দুগ্ধ মহোপকারী দ্রব্য। দশ বৎসরের পুরাতন ঘৃত মর্দ্দন ও শিলাজতু প্রভৃতি রাসায়নিক ঔষধ সেবন এই রোগে প্রশস্ত ॥ ৪ ॥

মধুনা হন্ত্যপযুক্তা ত্রিফলা রাত্রৌ গুড়াদ্রকং প্রাতঃ।
সপ্তাহাৎ পথ্যভোজী মদমূর্চ্ছাকামলোন্মাদান্ ॥ ৫ ॥

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া চূর্ণ সমভাগে একত্রে মধুর সহিত প্রত্যহ রাত্রিতে এবং ইক্ষুগুড় ও আদা প্রত্যহ প্রাতে সেবন করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত সুপথ্য ভোজন করিলে মদ, মূর্চ্ছা, কামলা ও উন্মাদ রোগ বিদূরিত হয় ॥ ৫ ॥

অঞ্জনান্যবপীড়াশ্চ ধূমঃ প্রধমনানি চ।
সূচিভিস্তোদনং শস্তং দাহঃ পীড়া নখান্তরে ॥
লুঞ্চনং কেশলোমঞ্চ দন্তৈর্দ্দংশনমেব চ।
আত্মগুপ্তাবঘর্ষশ্চ হিতস্তস্যাববোধনে ॥ ৬ ॥

সন্নিপাতাদি রোগের মূর্চ্ছাবস্থায় অপস্মার রোগোক্ত তীক্ষ্ণ অঞ্জন, রসুন, আদার রস ও ত্রিকটু চূর্ণের নস্য গ্রহণ, পুরাতন কাগজ প্রভৃতির ধূম গ্রহণ, নখাভ্যন্তরে সূচীবেধ, উষ্ণ লৌহশলাকা গাত্রে সংলগ্ন, কেশ ও রোমাদির আকর্ষণ, দন্ত দ্বারা দংশন ও গাত্রে আলকুশী ঘর্ষণ করিলে রোগীর চেতনা হয় ॥ ৬ ॥

গুড়ং পিপ্পলীমূলস্য চূর্ণেনাতি চিরং লিহন্।
চিরাদপি চ সংনষ্টাং নিদ্রামাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৭ ॥

পিপুলমূল চূর্ণ ও গুড় একত্রে বাটিয়া সেবন করিলে চিরপ্রনষ্ট নিদ্রাও উপস্থিত হয় ॥ ৭ ॥

ইক্ষবঃ পোতকী মাষাঃ সুরা মাংসং ঘৃতং পয়ঃ।
গোধূমগুড়মৎস্যাশ্চ নিদ্রাং কুর্ব্বন্তি দেহিনাম্।
শক্রাশনমজাক্ষীরৈঃ পাদলেপাং তদর্থকৃৎ ॥ ৮ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং মূর্চ্ছাধিকারঃ।

ইক্ষু, পুঁইশাক, মাষকলায়, মদ্য, মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ, গোধূম, গুড় ও মৎস্য এই সকল দ্রব্য ভোজন করিলে সুনিদ্রা হয়। দুগ্ধে সিদ্ধি বাটিয়া পাদদ্বয়ে লেপন করিলেও সুনিদ্রা হয় ॥৮॥

ইতি মূর্চ্ছাচিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ মদাত্যয়াধিকারঃ।

মন্থঃ খর্জ্জুরমৃদ্বীকাবৃক্ষাম্লাম্লিকদাড়িমৈঃ ॥
পরূষকৈঃ সামলকৈর্যুক্তো মদ্যবিকারনুৎ ॥ ১ ॥

খৈ চূর্ণ, পিণ্ডখর্জ্জুর, কিস্‌মিস্, বৃক্ষাম্ল, তেঁতুল, দাড়িমের রস, পরূষফল ও আমলকীর রস সমভাগে লইয়া একত্রে বাটিয়া সেবন করিলে মদ্যপান জনিত বিকার বিনষ্ট হয় ॥ ১ ॥

মদ্যং সৌবর্চ্চলব্যোষযুক্তং কিঞ্চিজ্জলান্বিতম্।
জীর্ণমদ্যায় দাতব্যং বাতপানাত্যয়াপহম্ ॥ ২ ॥

পীত মদ্য পরিপাক হইলে মদ্যের সহিত সচললবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ সমভাগে এবং কিঞ্চিৎ জল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহা দ্বারা বায়ু জনিত মদাত্যয় রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

মুদ্গযূষঃ সিতাযুক্তঃ স্বাদুর্বা পৈশিতো রসঃ।
পিত্তপানাত্যয়ে যোজ্যাঃ সর্ব্বতশ্চ ক্রিয়া হিমাঃ ॥ ৩॥

চিনির সহিত মুগের যুষ এবং সুস্বাদু মাংসের রস পান ও শৈত্য ক্রিয়া করিলে পিত্তজনিত পানাত্যয় রোগ উপশম হয় ॥ ৩ ॥

পানাত্যয়ে কফোদ্ভূতে লঙ্ঘনঞ্চ যথাবলম্।
দীপনীয়ৌষধোপেতং পিবেন্মদ্যং সমাহিতঃ ॥ ৪ ॥

শ্লেষ্মজনিত পানাত্যয় রোগে রোগীর বল বিবেচনা করিয়া অল্প বা অধিক পরিমাণে লঙ্ঘন দিবে এবং পঞ্চকোলের চূর্ণ মিশ্রিত মদ্য উপযুক্ত পরিমাণে পান করিতে দিবে ॥ ৪ ॥

সর্ব্বজে সর্ব্বমেবেদং প্রয়োক্তব্যং চিকিৎসিতম্।
আভিঃ ক্রিয়াভিঃ সিদ্ধাভিঃ শমং যাতি মদাত্যয়ঃ ॥৫॥

সান্নিপাতিক মদাত্যয়ে উল্লিখিত বাতাদি দোষত্রয়ে মিলিত ত্রিবিধ চিকিৎসাই করিবে। উক্ত তিনপ্রকার চিকিৎসা দ্বারা ত্রিদোষজ মদাত্যয় রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৫ ॥

সচ্ছর্দ্দিমূর্চ্ছাতীসারং মদ্যং পূগফলোদ্ভবম্।
সদ্যঃ প্রশময়েৎ পীতমাতৃপ্তের্বারি শীতলম্ ॥ ৬ ॥

সুপারি ভক্ষণে বমি, মূর্চ্ছা ও অতীসারের সহিত মত্ততা জন্মিলে সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত শীতল জল পান করিতে দিবে। ইহাতে সদ্য মত্ততা প্রশমিত হয় ॥ ৬ ॥

বন্যকরীষাঘ্রাণাৎ জলপানাল্লবণভক্ষণাদ্বাপি।
শাম্যতি পূগফলমদশ্চূর্ণরুজা শর্করাকবলাৎ ॥ ৭ ॥

শুষ্ক বন্য-গোময়ের আঘ্রাণে, শীতল জল পানে অথবা লবণ ভক্ষণে, সুপারি ভক্ষণ জনিত মত্ততার উপশম হয়। চূর্ণ খাইয়া মুখ বা জিহ্বার পীড়া হইলে চিনি দ্বারা কবল গ্রহণ করিবে ॥ ৭ ॥

কুষ্মাণ্ডরসঃ সগুড়ঃ শময়তি মদমাশু মদনকোদ্রবজম্।
ধুস্তূরজঞ্চ দুগ্ধং সশর্করং পানযোগেন ॥ ৮ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং মদাত্যয়াধিকারঃ ॥

গুড়ের সহিত কুমড়ার রস পান করিলে, মদনফল এবং কোদ্রব ভক্ষণ জন্য মত্ততা সত্বর প্রশমিত হয় এবং চিনি সংযুক্ত দুগ্ধ পান করিলে ধুতুরা ভক্ষণজনিত মত্ততা তৎক্ষণাৎ নিবারিত হয় ॥ ৮ ॥

ইতি মদাত্যয় চিকিৎসা সমাপ্ত

অথ দাহাধিকারঃ

যৎ পিত্তজ্বরদাহোক্তং দাহে তৎ সর্ব্বমিষ্যতে ॥ ১ ॥

পৈত্তিকজ্বরে দাহনাশক যে সকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে, দাহরোগে তৎসমস্তই প্রয়োগ করিবে ॥ ১ ॥

চন্দনাম্বুকণাস্যন্দি তালবৃন্তোপবীজিতঃ।
সুপ্যাদ্ দাহার্দ্দিতোঽম্ভোজকদলীদলসংস্তরে ॥ ২ ॥

দাহরোগীকে পদ্মপত্র বা কদলীপত্রে শয়ন করাইয়া চন্দনসিক্তজলসংযুক্ত তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন করিবে; ইহাতে নিদ্রা হওত দাহ নিবারিত হয় ॥ ২ ॥

পরিষেকাবগাহেষু ব্যজনানাঞ্চ সেবনে।
শস্যতে শিশিরং তোয়ং তৃষ্ণাদাহোপশান্তয়ে ॥ ৩ ॥

সেচন, অবগাহন ও ব্যজনার্থ শীতল জল ব্যবহার্য্য। তদ্দ্বারা তৃষ্ণা ও দাহ শান্তি হয় ॥ ৩ ॥

কলিনী লোধ্রসেব্যাম্বু হেমপত্রং কুটন্নটম্।
কালীয়করসোপেতং দাহে শস্তং প্রলেপনম্ ॥ ৪ ॥

প্রিয়ঙ্গু, লোধকাষ্ঠ, বেণারমূল, নাগেশ্বর, তেজপত্র ও মুথা সমভাগে লইয়া বাটিয়া কালিয়াকড়ার রসের সহিত মিশ্রিত করতঃ গাত্রে লেপন করিলে দাহ নিবারিত হয় ॥ ৪ ॥

হ্রীবেরপদ্মকোশীরচন্দনক্ষোদবারিণা।
সংপূর্ণামবগাহেত দ্রোণীং দাহার্দ্দিতো নরঃ ॥ ৫ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং দাহাধিকারঃ।

বালা, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও রক্তচন্দন এই সমস্ত চূর্ণ সমভাগে লইয়া শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা দাহার্ত্ত ব্যক্তিকে স্নান করাইলে দাহ বিনষ্ট হয়

ইতি দাহচিকিৎসা সমাপ্ত

অথোন্মাদাধিকারঃ।

—:*:—

উন্মাদে বাতিকে পূর্ব্বং স্নেহপানং বিরেচনম্।
পিত্তজে কফজে বান্তিপরো বস্ত্যাদিকঃ ক্রমঃ॥ ১ ॥

বাতিক উন্মাদ রোগে প্রথমে তৈল ও ঘৃতাদি স্নেহ দ্রব্য পান, পৈত্তিক উন্মাদ রোগে বিরেচন এবং শ্লৈষ্মিক উন্মাদ রোগে প্রথমতঃ বমন এবং তৎপরে বস্তিক্রিয়াদি করিবে॥ ১ ॥

যচ্চোপদেক্ষ্যতে কিঞ্চিদপস্মারচিকিৎসিতে।
উন্মাদে তচ্চ কর্ত্তব্যং সামান্য-দোষদূষ্যয়োঃ॥ ২ ॥

উন্মাদ ও অপস্মার এই উভয় রোগের দোষ ও দুষ্যের সমতা জন্য অপস্মার রোগোক্ত বিধানানুসারে উন্মাদ রোগের চিকিৎসা করা যাইতে পারে॥ ২ ॥

ব্রহ্মী কুষ্মাণ্ডফল-ষড়্‌গ্রন্থা-শঙ্খপুষ্পিকাঃ স্বরসাঃ।
উন্মাদহৃতো দৃষ্টাঃ পৃথগেতে কুষ্ঠমধুমিশ্রিতাঃ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মী শাকের রস, পুরাতন কুমড়ার রস, বচের রস অথবা শঙ্খপুষ্পীর রস, কুড় চূর্ণ ও মধুর সহিত পান করিলে উন্মাদ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে॥ ৩ ॥

সংভোজ্য পিকমাংসং বা নির্ব্বাতে স্বাপয়েৎ সুখম্।
ত্যক্ত্বা স্মৃতিমতিভ্রংশং সংজ্ঞাকাল প্রবুধ্যতে॥ ৪ ॥

উন্মাদ রোগীকে কোকিলের মাংস ভোজন করাইয়া বায়ুশূন্য স্থানে নিদ্রিত করাইবার চেষ্টা করিবে, কারণ সুনিদ্রা হইলে স্মৃতিভ্রংশ ও মতিভ্রংশ দূরীভূত হইয়া সংজ্ঞা লাভ হয়॥ ৪ ॥

অপক্বচটকক্ষীরপানমুন্মাদনাশনম্।
কুষ্মাণ্ডকবীজকল্কঃ পীতো বিনাশয়ত্যপি॥
উন্মাদরোগমত্যুগ্রং মধুনা দিবসত্রয়ম্॥ ৫ ॥

(১) চড়ুই পাখির কাঁচামাংস দুগ্ধের সহিত বাটিয়া পান করিলে উন্মাদ রোগ বিনাশ হয়।

(২) কুমড়ার বীজের শাঁস মধুর সহিত বাটিয়া তিন দিবস সেবন করিলে অত্যুগ্র উন্মাদ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৫ ॥

উন্মাদে সমধুঃ পেয়ঃ শুদ্ধো বা তালশাখজঃ।
রসো নস্যেহভ্যঞ্জনে চ সার্ষপং তৈলমিষ্যতে॥
বদ্ধং সার্ষপতৈলাক্তমুত্তানঞ্চাতপে ন্যসেৎ॥ ৬ ॥

তাল শাখা অর্থাৎ তালের বাগুড়ার রস ২ তোলা পরিমাণে লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিশ্রিত করিয়া অথবা মধু ব্যতীত পান করিলে উন্মাদরোগ আরোগ্য হয়। উন্মাদরোগে সর্ষপ তৈলের নস্য গ্রহণ এবং সর্ষপ তৈলের মালিষ উপকারী। উন্মাদরোগীর সর্ব্বাঙ্গে সর্ষপ তৈল মাখাইয়া হস্ত-পদাদি বন্ধন করতঃ কিছুক্ষণ রৌদ্রে উত্তান ভাবে রাখিয়া, অজ্ঞান হওয়া মাত্রই উক্ত হস্তপদাদির বন্ধন খুলিয়া ছায়ায় রাখিয়া শৈত্য ক্রিয়া করিলে, স্রোতোবিশুদ্ধ হইয়া উন্মাদ রোগ বিদূরিত হয়॥ ৬ ॥

পুরাণমথবা সর্পিঃ পিবেৎ প্রাতরতন্দ্রিতঃ॥ ৭ ॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে পুরাতন ঘৃত পান করিলে উন্মাদ রোগের উপশম হয়॥ ৭ ॥

শুদ্ধস্যাচারবিভ্রংশে তীক্ষ্ণং নাবনমঞ্জনম্।
তাড়নঞ্চ মনোবুদ্ধিঃ স্মৃতিসংবেদনং হিতম্॥
তর্জ্জনং ত্রাসনং দানং সান্ত্বনং হর্ষণং ভয়ম্।
বিস্ময়ো বিস্মৃতের্হেতোর্নয়ন্তি প্রকৃতিং মনঃ॥ ৮ ॥

অতিশয় প্রবল উন্মাদ রোগে রোগীকে প্রথমে বমন করাইয়া তৎপরে তীক্ষ্ণ নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ উন্মাদ রোগে তাড়ন, তর্জ্জন, ভয়প্রদর্শন, দান, সান্ত্বনা, হর্ষোৎপাদন ও বিস্ময়জনক ক্রিয়া করিবে। কারণ এই সকল ক্রিয়া দ্বারা মনঃ ও স্মৃতি হইয়া উন্মাদ রোগ বিদূরিত হয়॥ ৮ ॥

কামশোকভয়ক্রোধহর্ষের্ষালোভসম্ভবান্।
পরস্পরপ্রতিদ্বন্দ্বৈরেভিরেব শমং নয়েৎ॥ ৯ ॥

কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, ঈর্ষা এবং লোভ এই সকল কারণে উন্মাদ রোগ হইলে কারণের বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা ঐ সকল রোগের শান্তি হইয়া থাকে; অর্থাৎ কামজ উন্মাদ রোগে

রোগীকে অভিলষিত দ্রব্যপ্রদান, শোকজ উন্মাদ রোগে শোকনাশক কার্য্য এবং ভয়জ উন্মাদে ভয়নাশক ক্রিয়াদি করিবে ॥ ৯ ॥

ইষ্টদ্রব্যবিনাশাত্তু মনো যস্যোপহন্যতে।
তস্য তৎসদৃশপ্রাপ্ত্যা সান্ত্বাশ্বাসৈশ্চ তং জয়েৎ ॥ ১০॥

অভিলষিত দ্রব্যের বিনাশ জন্য মনোবিকার জন্মিলে, তৎসদৃশ অন্য কোন দ্রব্য প্রদান এবং সান্ত্বনা ও আশ্বাস বাক্য দ্বারা বিকারের শান্তি করিবে ॥ ১০ ॥

সর্পিঃ পানাদিনাগন্তোর্মন্ত্রাদিশ্চেষ্যতে বিধিঃ।
পূজাবল্যুপহারেষ্টিহোমমন্ত্রাঞ্জনাদিভিঃ ॥
জয়েদাগন্তুমুন্মাদং যথাবিধি শুচির্ভিষক্ ॥ ১১ ॥

চৈতস প্রভৃতি ঘৃত পান, মন্ত্র, পূজা, বলি, উপহার, যাগ, হোম ও অঞ্জনাদি দ্বারা আগন্তু উন্মাদরোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ১১ ॥

দেবর্ষিপিতৃগন্ধর্ব্বৈরুন্মত্তস্য চ বুদ্ধিমান্।
বর্জ্জয়েদঞ্জনাদীনি তীক্ষ্ণানি ক্রূরমেব চ ॥ ১২ ॥

দেবর্ষি, পিতৃগ্রহ ও গন্ধর্ব্ব দ্বারা আক্রান্ত হইয়া উন্মাদ রোগ জন্মিলে, রোগীকে তীক্ষ্ণ অঞ্জনাদি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, কিন্তু তাড়ন ও বন্ধনাদি করিবে না ॥ ১২ ॥

পানীয়কল্যাণকং ঘৃতম্।

বিশালা ত্রিফলা কৌন্তী দেবদার্ব্বেলবালুকম্।
স্থিরা নতং হরিদ্রে দ্বে শারিবে দ্বে প্রিয়ঙ্গুকম্ ॥
নীলোৎপলৈলা মঞ্জিষ্ঠা দন্তী দাড়িম-কেশরম্।
তালীশপত্রং বৃহতী মালত্যাঃ কুসুমং নবম্ ॥
বিড়ঙ্গং পৃশ্নিপর্ণী চ কুষ্ঠং চন্দনপদ্মকৌ।
অষ্টাবিংশতিভিঃ কল্কৈরেতৈরক্ষসমন্বিতৈঃ ॥
চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
অপস্মারে জ্বরে কাসে শোষে মন্দানলে ক্ষয়ে ॥
বাতরক্তে প্রতীশ্যায়ে তৃতীয়কচতুর্থকে।
বম্যর্শো মূত্রকৃচ্ছ্রেষু বিসর্পোপহতেষু চ ॥
দোষোপহতচিত্তানাং গদ্গদানাময়েতসাম্।
শস্তং স্ত্রীণাঞ্চ বন্ধ্যানাং বর্ণায়ুর্ব্বলবর্দ্ধনম্ ॥
অলক্ষ্মীপাপরোক্ষঘ্নং সর্ব্বগ্রহনিবারণম্।
কল্যাণকমিদং সর্পিঃ শ্রেষ্ঠং পুংসবনেষু চ ॥ ১৩ ॥

পানীয়কল্যাণ ঘৃত—গব্যঘৃত ৪ সের, জল ১৬ সের। কল্কার্থ—রাখালশসার মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া রেণুকা, দেবদারু, এলবালুকা, শালপানি, তগর পাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল (নীলসুঁদী), ছোট এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমবীজ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, নূতন মালতী পুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা পরিমাণ ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহ পান করিলে অপস্মারাদি যাবতীয় রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। ১৩ ॥

ক্ষীরকল্যাণকং ঘৃতম্।

দ্বিজলং সচতুঃক্ষীরং ক্ষীরকল্যাণকন্ত্বিদম্ ॥ ১৪ ॥

ক্ষীরকল্যাণক ঘৃত—উপরোক্ত পানীয়কল্যাণক ঘৃত ও ক্ষীরকল্যাণক ঘৃত এতদুভয়ই প্রায় একপ্রকার। বিভিন্ন এই যে, ক্ষীরকল্যাণক ঘৃতে আট সের জল এবং ১৬ সের দুগ্ধ দিয়া পাক করিতে হয়। অন্যান্য দ্রব্য উভয় ঘৃতেরই সমান কিছু মাত্র প্রভেদ নাই ॥ ১৪ ॥

স্বল্পচৈতসঘৃতম্।

পঞ্চমূল্যাবকাশ্মর্য্যৌ রাস্নৈরণ্ডত্রিবৃদ্বলাঃ।
মূর্ব্বা শতাবরী চেতি কাথ্যৈর্দ্বিপলিকৈরিমৈঃ ॥
কল্যাণকস্য চাঙ্গেন তদ্ঘৃতং চৈতসং স্মৃতম্।
সর্ব্বচেতোবিকারাণাং শমনং পরমং মতম্ ॥
ঘৃতপ্রস্থোঽত্র কর্ত্তব্যঃ কাথো দ্রোণাম্ভসা ঘৃতাৎ।
চতুর্গুণোঽত্র সম্পাদ্যঃ কল্কঃ কল্যাণকোদিতঃ ॥১৫ ॥

স্বল্পচৈতস ঘৃত—ঘৃত ৪ সের। কল্কার্থ—বিল্ব, শোণা, পারুল ও গণিয়ারী ইহাদের প্রত্যেকের ছাল ১৬ তোলা এবং শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রাস্না, এরণ্ডমূল, বেড়েলা, তেউড়ীমূল, মূর্ব্বামূল ও শতমূলী; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা। পাকার্থ-জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। উক্ত পানীয়কল্যাণক ঘৃতের ২৮ খানি কল্ক দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ এক-

সের ও জল ১৬ সের। এই সকল দ্রব্য যথা-নিয়মে ঘৃতে পাক করিয়া লইবে। পরে এই ঘৃত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার চিত্তবিকার ও অপস্মার প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৫॥

হিঙ্গ্বাদ্যং ঘৃতম্।

হিঙ্গু-সৌবর্চ্চল-ব্যোষৈর্দ্বিপলাংশৈ ঘৃ তাঢ়কম্।
চতুর্গুণে গবাং মূত্রে সিদ্ধমুন্মাদনাশনম্॥ ১৬॥

হিঙ্গ্বাদ্য-ঘৃত—ঘৃত ১৬ সের। গোমূত্র ৬৪ সের। কল্কার্থ—হিং, সচললবণ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা। এই দ্রব্যগুলি যথানিয়মে ঘৃতে পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত পান করিলে উন্মাদ রোগ নষ্ট হয়॥ ১৬॥

মহাপৈশাচিকং ঘৃতং॥

জটিলা পুতনা কেশী চারটী মর্কটী বচা।
ত্রায়মাণা জয়া বীরা চোরকঃ কটুরোহিণী॥
কায়স্থা শূকরী ছত্রা সাতিচ্ছত্রা পলঙ্কষা।
মহাপুরুষদন্তা চ বয়স্থা নাকুলীদ্বয়ম্॥
কটম্ভরা বৃশ্চিকালী স্থিরা চৈব শৃতং ঘৃতং।
চাতুর্থকজ্বরোন্মাদ-গ্রহাপস্মারনাশনম্॥
মহাপৈশাচিকং নাম ঘৃতমেতদ্ যথামৃতম্।
মেধা বুদ্ধি-স্মৃতিকরং বালানাঞ্চাঙ্গবর্দ্ধনম্॥ ১৭॥

মহাপৈশাচিক-ঘৃত—ঘৃত ৴৪ সের। কল্কার্থ জটামাংসী, হরীতকী, ভূতকেশী, স্থলপদ্ম, (কাহারও মতে ব্রহ্মযষ্টি), আলকুশী বীজ, বচ, বলা ডুমুর, জয়ন্তী, কাঁকোলী, চোরপুষ্পী কট্কী, ব্রাহ্মীশাক, বারাহীকন্দ, (অভাবে চামারআলু), মৌরি, শুল্ফা, গুগ্গুলু, শতমূলী, রাস্না, গন্ধভাদুলে, বিছাটী ও শালপানি; এই দ্রব্য সকল সমভাগে মিলিত এক সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে চাতুর্থক জ্বর, উন্মাদ ও অপস্মার বিনষ্ট হয় এবং মেধা, বুদ্ধি স্মৃতি শক্তি এবং বালকদিগের অঙ্গ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ১৭॥

কৃষ্ণা মরিচ-সিন্ধূত্থ-মধু-গোপিত্তনির্ম্মিতম্।
অঞ্জনং সর্ব্বভূতোত্থমহোন্মাদবিনাশনম্॥ ১৮॥

পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, মধু ও গোরোচনা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে সর্ব্বপ্রকার ভূতোন্মাদ বিনাশ হয়॥ ১৮॥

নিম্বপত্র-বচা-হিঙ্গু-সর্পনির্ম্মোকসর্ষপৈঃ।
ডাকিন্যাদিহরো ধূপো ভূতোন্মাদবিনাশনঃ॥ ১৯॥

নিমপত্র, বচ, হিং, সাপের খোলস এবং সর্ষপ সমভাগে লইয়া ধূপ প্রদান করিলে ডাকিনী প্রভৃতি দূরীভূত এবং ভূতোন্মাদ বিনষ্ট হয়॥ ১৯॥

মহাধূপঃ।

কার্পাসাস্থিময়ূরপুচ্ছবৃহতী নির্ম্মাল্য পিণ্ডীতকৈস্তত্বাংশী বৃষদংশবিট্-তুষ-বচা-কেশাহিনির্ম্মোককৈঃ। গোশৃঙ্গ-দ্বিপদন্ত-হিঙ্গু-মরিচৈস্তুল্যৈস্ত ধূপঃ কৃতঃ স্কন্দোন্মাদ পিশাচ-রাক্ষসসুরাবেশজ্বরঘ্নঃ স্মৃতঃ॥ ২০॥

মহাধূপ—কার্পাসবীজ, ময়ূরপুচ্ছ, বৃহতী ফল, শিবনির্ম্মাল্য, মদনফল, দারুচিনি, বংশলোচন, বিড়ালের বিষ্ঠা, ধান্যের তুষ, বচ, মনুষ্যের কেশ, সাপের খোলস, গরুর শৃঙ্গ, হস্তিদন্ত, হিং ও মরিচ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া ধূপ প্রদান করিলে বিবিধ ভূতোন্মাদ এবং জ্বর বিদূরিত হইয়া থাকে॥ ২০॥

শিবাঘৃতম্।

শিবায়াস্ত সুপুতায়াঃ পঞ্চাশৎপললাৎ পলম্।
পঞ্চ পঞ্চ সমাদায় পঞ্চমূলীযুগাৎ পৃথক্॥
কুটয়িত্বা চতুঃষষ্টিশরাবৈরম্ভসঃ পচেৎ।
জ্ঞাত্বা পাদাবশেষেণ তেন ক্বাথোদকেন চ॥
ক্ষীরস্যাষ্টাভিরাজ্যস্ত শরাবাণাং চতুষ্টয়ম্।
যষ্টিমধুকমঞ্জিষ্ঠা-কুষ্ঠচন্দনপদ্মকৈঃ॥
বিভীতকশিবাধাত্রীবৃহতীতগরপাদিকৈঃ।
বিড়ঙ্গ-দাড়িমী দেবদারু দন্তী-হরেণুভিঃ॥
তালীশকেশর শ্যামা বিশালা-শালপর্ণিভিঃ॥
প্রিয়ঙ্গু-মালতীপুষ্প-কাকোলীযুগলোৎপলৈঃ॥
হরিদ্রাযুগলানন্তা-মেদৈলা-হরিবালুকৈঃ।
সপৃশ্নিপর্ণিকৈরেভিঃ কল্কৈরক্ষসমন্বিতৈঃ॥
সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং যচ্চ তন্মে নিগদিতং শৃণু।
দেবাসুরগ্রহগ্রস্তে মানসে রাক্ষসক্ষতে॥

গন্ধর্ব্বধর্ষিতে চৈব পিতৃগ্রহনিপীড়িতে।
ভূতৈরগ্যাভিভূতে চ পিশাচৈশ্চ পরিপ্লুতে॥
ভুজঙ্গমগৃহীতে চ তথা জাঙ্গলভক্ষিতে।
যক্ষৈরপি পরিক্ষিপ্তে ভয়ৈরপ্যর্দ্দিতে ভৃশম্॥
শস্ততে সর্ব্ববাতে চ সর্ব্বাপস্মার এব চ।
শোষে সোরঃক্ষতে কাসে পীনসে চ মদাত্যয়ে॥
মেহে মূত্রগ্রহে চৈব জ্বরে জীর্ণে চ শস্যতে।
বৃষ্যং বলকরং হৃদ্যং বন্ধ্যানামপি পুত্রদম্॥
শ্রীবিন্ধ্যবাসিপাদেন সিদ্ধিদং সমুদীরিতম্।
শিবাঘৃতমিদং নাম্না শিবায়োন্মাদিনাং সদা॥ ২১॥

শিবাঘৃত—ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—পুরুষ শৃগালের মাংস ৬৷৹ সের এবং দশমূল সমভাগে মিলিত ৬৷৹ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, ছাগদুগ্ধ ৮ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বৃহতী, ভগরপাদুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, দন্তীমূল, রেণুকা, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, শ্যামালতা, রাখালশশার মূল, শালপাণি, প্রিয়ঙ্গু, মালতীফুল, কঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, পদ্ম, নীলোৎপল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেদ, ছোটএলাইচ, এলবালুকা ও চাকুলে; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ সহযোগে পান করিলে বিবিধ উন্মাদ, ভূতোন্মাদাদি সর্ব্বপ্রকার বাত ও অপস্মার ও অন্যান্য বহুবিধ পীড়ার উপশম হয়॥ ২১॥

তৈলং নারায়ণং বাপি মহানারায়ণং তথা।
হিতমত্র প্রয়োক্তব্যমিতি চক্রেণ ভাষিতম্॥ ২২॥

চক্রদত্ত বলেন, উন্মাদরোগে নারায়ণ বা মহানারায়ণ তৈল মর্দ্দন সমধিক হিতকর॥ ২২॥

উন্মাদগজাঙ্কুশঃ।

ত্রিদিনং কনকদ্রাবৈর্মহারাষ্ট্রীরসৈঃ পুনঃ।
বিষমুষ্টিদ্রবৈঃ সূতং সমুত্থাপ্যার্কচক্রিকাম্॥
কৃত্বা তপ্তাং সগন্ধাত্তাং যুক্ত্যা বন্ধনমাচরেৎ।
তৎসমং কামকং বীজমভ্রকং গন্ধকং বিষম্॥
মর্দ্দনাৎ ত্রিদিনং সর্ব্বং বল্লমাত্রাং প্রয়োজয়েৎ।
দোষোন্মাদং দ্রুতং হন্তি ভূতোন্মাদং বিশেষতঃ॥২৩॥

উন্মাদগজাঙ্কুশ—পারদ ১ তোলা লইয়া ধুতুরা, বামনহাটি এবং কুঁচিলা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে তিন দিন করিয়া ভাবনা দিয়া তাহার সহিত পারদের সমপরিমাণ গন্ধক মিলাইবে, তৎপর যথাবিধি পাক করিয়া ধুতুরা বীজ ১ তোলা, অভ্র ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও বিষ ১ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করতঃ জল দ্বারা বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে উন্মাদ ও ভূতোন্মাদ আরোগ্য হইয়া থাকে॥২৩॥

ভূতাঙ্কুশো রসঃ।

সূতায়স্তারতাম্রঞ্চ মুক্তা চাপি সমং সমম্।
মৃতপাদং তথা বজ্রং তালং গন্ধং মনঃশিলা॥
তুত্থং তিলাঞ্জনং শুদ্ধমব্ধিফেনং রসাঞ্জনম্।
পঞ্চানাং লবণানাঞ্চ প্রতিভাগং রসোন্মিতম্॥
ভৃঙ্গরাজ-চিতা-বজ্রদুগ্ধেনাপি বিমর্দ্দয়েৎ।
দিনান্তে পিণ্ডিতং কৃত্বা রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ॥
ভূতাঙ্কুশো রসো নাম নিত্যং গুঞ্জাদ্বয়ং লিহেৎ।
আর্দ্রকস্য রসেনাপি চোন্মাদে ভূতজিদ্রসম্॥
মাহিষঞ্চ ঘৃতং ক্ষীরং গুর্ব্বন্নমপি ভোজয়েৎ।
অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন হিতো ভূতাঙ্কুশে রসে॥ ২৪॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যামুন্মাদাধিকারঃ।

ভূতাঙ্কুশ রস—পারদ, লৌহ, রূপা, তামা ও মুক্তা ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, হীরক।৹ চারি আনা এবং হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা, তুতে, সৌবীরাঞ্জন, সমুদ্রফেন, স্রোতোঞ্জন ও পঞ্চলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ভৃঙ্গরাজ, দন্তী ও সীজবৃক্ষের রসদ্বারা বাটিয়া সন্ধ্যার সময় গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া মাহিষ ঘৃত, দুগ্ধ ও গুরুপাক দ্রব্য ভোজন এবং গাত্রে সর্ষপ তৈল মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য। ইহা দ্বারা ভূতোন্মাদ নিবারিত হয়॥ ২৪॥

ইতি উন্মাদরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথাপস্মারাধিকারঃ

বাতিকং বস্তিভিঃ প্রায়ঃ পৈত্তং প্রায়ো বিরেচনৈঃ।
শ্লৈষ্মিকং বমনপ্রায়ৈরপস্মারমুপাচরেৎ ॥ ১ ॥

বায়ু জনিত অপস্মারে বস্তিকর্ম্ম, পিত্তজন্য বিরেচক দ্রব্য এবং শ্লৈষ্মিক অপস্মারে বমনকারক দ্রব্য প্রয়োগ করিবে॥ ১॥

পুষ্যোদ্ধৃতং শুনঃ পিত্তমপস্মারঘ্নমঞ্জনম্।
তদেব সর্পিষা যুক্তং ধূপনং পরমং স্মৃতম্॥ ২॥

পুষ্যানক্ষত্রে কুকুরের পিত্ত গ্রহণ করিয়া অঞ্জন দিলে অথবা কুকুরের পিত্ত ঘৃতে মিশ্রিত করিয়া ধূপ দিলে অপস্মার রোগ প্রশমিত হয়॥ ২॥

নকুলোলুক-মার্জ্জার গৃধ্রকীটাহিকাকজৈঃ।
তুণ্ডৈঃ পক্ষৈঃ পুরীষৈশ্চ ধূপনং কারয়েদ্ ভিষক্ ॥৩॥

নকুল, পেচক, বিড়াল, শকুনি, কীট (শতপদী) সর্প ও কাক ইহাদের ঠোঁট, পক্ষ ও বিষ্ঠা দ্বারা রোগীকে ধূপ প্রদান করিলে অপস্মাররোগ বিদূরিত হয়॥ ৩॥

মনোহ্বা তার্ক্ষ্যজং চৈব শকৃৎ পারাবতস্য চ।
অঞ্জনং হন্ত্যপস্মারমুন্মাদঞ্চ বিশেষতঃ॥ ৪॥

মনঃশিলা রসাঞ্জন ও পায়রায় বিষ্ঠা একত্র মর্দ্দন করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে অপস্মার ও উন্মাদরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪॥

অপেতরাক্ষসী কুষ্ঠ পূতনাকেশচোরকৈঃ।
উৎসাদনং মূত্র পিষ্টৈর্মূত্রৈরেবাবসেচনম্॥ ৫॥

শ্বেততুলসীর শিকড়, কুড়, হরীতকী, ভূতকেশী ও চোরপুষ্পী এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া ছাগমূত্রে বাটিয়া গাত্রে ঘর্ষণ করিলে অথবা ছাগমূত্রে গুলিয়া গাত্রে সেচন করিলে অপস্মার উপশমিত হয়॥ ৫॥

জতুকাশকৃতা তদ্বৎ দগ্ধৈর্ব্বা বস্তলোমভিঃ।
অপস্মারহরো লেপো মূত্রসিদ্ধার্থশিগ্রুভিঃ॥ ৬॥

গোমূত্রের সহিত চামচিকার বিষ্ঠা গাত্রে লেপন করিলে বা ছাগলের লোম দগ্ধ করতঃ রোগীর গাত্রে লেপন করিলে অথবা গোমূত্র দ্বারা শ্বেতসর্ষপ ও সজিনাবীজ বাটিয়া গাত্রে লেপন করিলে অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৬॥

যঃ খাদেৎ ক্ষীরভক্তাশী মাক্ষিকেন বচারজঃ।
অপস্মারং মহাঘোরং স চিরোত্থং জয়েদ্ধ্রুবম্॥ ৭॥

দুগ্ধান্ন-ভোজী হইয়া মধুর সহিত বচের চূর্ণ সেবন করিলে নিশ্চয়ই বহুকালজাত ঘোরতর অপস্মার রোগের উপশম হইয়া থাকে॥ ৭॥

উদ্বন্ধিতনরগ্রীবাপাশং দগ্ধ্বা কৃতা মসী।
শীতাম্বুনা সমং পীতা হন্ত্যপস্মারমুদ্ধতম্॥ ৮॥

উদ্বন্ধন দ্বারা মৃতব্যক্তির গ্রীবাবন্ধন রজ্জু দগ্ধকরতঃ তাহার ভস্ম শীতল জলের সহিত পান করিলে অত্যুগ্র অপস্মার রোগ নষ্ট হয়॥৮॥

প্রয়োজ্যং তৈললশুনং পয়সা বা শতাবরী।
ব্রাহ্মীরসশ্চ মধুনা সর্ব্বাপস্মার-ভেষজম্॥ ৯॥

তৈলের সহিত রসুন, দুগ্ধের সহিত শতমূলী এবং মধুর সহিত ব্রাহ্মীশাকের রস সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অপস্মার বিনষ্ট হয়॥ ৯॥

নির্দহ্য শিরবাং কৃত্বা ছাগিকামরনালিকাম্।
তামম্লসাধিতাং খাদেদপস্মার-মুদস্ততি॥ ১০॥

ছাগীর অমরা নামক নাড়ী, যেন জলীয়াংশ না থাকে, এমন ভাবে দগ্ধ করিবে, তৎপরে উক্ত দগ্ধ নাড়ী কাঁজির সহিত পাক করতঃ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অপস্মার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১০॥

স্বল্পপঞ্চগব্যং ঘৃতম্।

গোশকৃদ্রসদধ্যম্ল-ক্ষীরমূত্রৈঃ সমৈর্ঘৃতম্।
সিদ্ধং চাতুর্থকোন্মাদ-গ্রহাপস্মারনাশনম্॥ ১১

ঘৃত /৪ সের। গোময় রস ৪ সের, অম্ল দধি ৪ সের, দুধ ৪ সের ও গোমূত্র ৪ সের। এই সকল দ্রব্য যথানিয়মে ঘৃত পাক করিবে। ইহা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় উষ্ণ দুধ সহ পান করিলে অপস্মার, উন্মাদ ও চাতুর্থক জ্বর বিনষ্ট হয়॥ ১১॥

বৃহৎ পঞ্চগব্যং ঘৃতম্।

দ্বে পঞ্চমূলে ত্রিফলাং রজন্যৌ কুটজত্বচম্।
সপ্তপর্ণমপামার্গং নীলিনীং কটুরোহিণীম্

শম্পাকং কল্‌গুমূলঞ্চ পৌষ্করং সদুরালভম্।
দ্বিপলানি জলদ্রোণে পক্ত্বা পাদাবশেষিতে ॥
ভার্গী পাঠা ত্রিকটুকং ত্রিবৃতা নিচুলানি চ।
প্রেয়সী চাঢ়কী মূর্ব্বা দন্তী ভূনিম্বচিত্রকৌ ॥
দ্বে শারিবে রোহিতকং ভূতিকাং মদয়ন্তিকাম্।
ক্ষিপেৎ পিষ্টাক্ষমাত্রাণি তৈঃ প্রস্থং সর্পিষঃ পচেৎ।
গোশকৃদ্রসদধ্যম্লক্ষীরমূত্রৈশ্চ তৎসমৈঃ।
পঞ্চগব্যমিদং খ্যাতং মহৎ তদমৃতোপমম্ ॥
অপস্মারে জ্বরে কাসে শ্বয়থাবুদরে তথা ॥
গুল্মার্শঃপাণ্ডুরোগেষু কামলায়াং হলীমকে।
অলক্ষ্মী-গ্রহরক্ষোঘ্নং চাতুর্থকবিনাশনম্ ॥ ১২ ॥

গব্য ঘৃত ৪ সের। গোময় রস ৪ সের, গোমূত্র ৪ সের, দুগ্ধ ৪ সের ও অম্ল দধি ৪ সের। ক্বাথার্থ—দশমূলের প্রত্যেকে ১৬ তোলা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া প্রত্যেকে ১৬ তোলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুড়চিছাল, ছাতিমছাল, আপাঙ্গের মূল, নীলবৃক্ষ, কট্‌কী, সোঁদাল ফল, ডুমুরমূল, কুড় ও দুরালভা ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—বামনহাটী, আকনাদি, শুঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ীমূল, হিজলবীজ, গজপিপ্পলী, অড়হর, মূর্ব্বামূল, দন্তীমূল, চিরতা চিতামূল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, রয়না, গন্ধতৃণ ও ময়নাফল উহাদের প্রত্যেক ২ তোলা। এই ঘৃত উষ্ণ দুগ্ধের সহিত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে অপস্মার, উন্মাদ ও চাতুর্থকজ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

মহাচৈতসং ঘৃতম্।

শণস্ত্রিবৃৎ তথৈরণ্ডো দশমূলশতাবরী।
রাস্না মাগধিকা শিগ্রু ক্বাথং দ্বিপলিকং ভবেৎ।
বিদারী মধুকং মেদে দ্বে কাকোল্যৌ সিতা তথা।
এভিঃ খর্জ্জুর মৃদ্বীকা ভীরু মুঞ্জাত গোক্ষুরৈঃ ॥
চৈতসস্য ঘৃতস্যাঙ্কৈঃ পক্তব্যং সর্পিরুত্তমম্।
মহাচৈতসসংজ্ঞন্তু সর্ব্বাপস্মারনাশনম্ ।
গরোন্মাদপ্রতিশ্যায়-তৃতীয়কচতুর্থকান্।
পাপালক্ষ্মীর্জয়েদেতৎ সর্ব্বগ্রহনিবারণম্ ॥
শ্বাসকাসহরঞ্চৈব শুক্রার্ত্তববিশোধনম্।
ঘৃতমানং ক্বাথবিধিরিহ চৈতসবন্মতঃ ॥
কল্কৈশ্চৈতসকপ্রোক্তদ্রব্যৈঃ সার্দ্ধক পাদিকৈঃ।
নিক্ষ্যং মুঞ্জাতকাপ্রাপ্তৌ তালমস্তকমিষ্যতে ॥ ১৩ ॥

মহাচৈতস ঘৃত—ঘৃত ।৴৪ সের। ক্বাথার্থ-শণবীজ, তেউড়ীমূল, এরণ্ডমূল, রাস্না, পিপুল ও সজিনামূল ; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা। পাকার্থ—জল ৬৪ সের। কল্কার্থ—ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, চিনি, পিণ্ডখর্জ্জুর, দ্রাক্ষা, শতমূলী, তালের মাতী, গোক্ষুর, রাখালশশা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুকা, শালপানি, তগরপাদুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্যামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমের খোসা, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, বৃহতী, মালতীপুষ্প, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন ও পদ্মকাষ্ঠ ; এই দ্রব্যগুলি সমস্তে সমভাগে মিলিত ১ সের। এই ঘৃত সেবনে অপস্মার ও উন্মাদাদি রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

কুষ্মাণ্ডঘৃতম্।

কুষ্মাণ্ডসরসে সর্পিরষ্টাদশগুণে পচেৎ।
যষ্ট্যাহ্বকল্কং তৎপানমপস্মারবিনাশনম্ ॥ ১৪ ॥

কুষ্মাণ্ড ঘৃত—ঘৃত ৴৪ সের। পুরাতন কুষ্মাণ্ডের রস ৭২ সের এবং কুট্টিত যষ্টিমধু ১ এক সের। এই ঘৃত সেবন করিলে অপস্মার রোগের বিনাশ হয় ॥ ১৪ ॥

পলঙ্কষাদ্যং তৈলম্।

পলঙ্কষা বচা পথ্যা বৃশ্চিকাল্যর্কসর্ষপৈঃ।
জটিলা-পূতনা-কেশী লাঙ্গলী হিঙ্গু-চোরকৈঃ ॥
লশুনাতিরসা-চিত্রা-কুষ্ঠৈর্বিড়ান্তিঃ পক্ষিণাম্।
মাংসাশিনাং যথালাভং বস্তমূত্রে চতুর্গুণে।
সিদ্ধমভ্যঞ্জনাত্তৈলমপস্মারবিনাশনম্ ॥ ১৫ ॥

পলঙ্কষাদ্য তৈল—তিলতৈল ৴৪ চারি সের। ছাগমূত্র ১৬ সের। কল্কার্থ—গুগ্‌গুলু, বচ, হরীতকী, বিছুটীমূল, আকন্দমূল, সর্ষপ, জটামাংসী, ভূতকেশী, ইষলাঙ্গলিয়া, হিং, চোরপুষ্পী, রসুন, জল-যষ্টিমধু, দন্তী, কুড় ও গৃধ্র প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীর বিষ্ঠা। এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত

১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে অপস্মার রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

অভ্যঙ্গে সার্ষপং তৈলং বস্তমূত্রে চতুর্গুণে।
সিদ্ধংস্যাদ্ গোশকৃন্মূত্রৈঃ স্নানোৎসাদনমেব চ ॥ ১৬ ॥

চতুর্গুণ ছাগমূত্র দ্বারা পক্ক সর্ষপের তৈল মর্দ্দন, গোময় দ্বারা গাত্র মার্জ্জন এবং গোমূত্র দ্বারা স্নান করাইলে অপস্মার রোগ নষ্ট হয় ॥১৬॥

চণ্ডভৈরবঃ

মৃতসূতার্ক লৌহঞ্চ তালং গন্ধং মনঃশিলাঃ।
রসাঞ্জনঞ্চ তুল্যাংশং গোমূত্রেণাপি মর্দ্দয়েৎ ॥
তং গোলং দ্বিগুণং গন্ধং লৌহপাত্রে ক্ষণং পচেৎ।
পঞ্চগুঞ্জামিতং ভক্ষ্যমপস্মারহরং পরম্ ॥
হিঙ্গু-সৌবর্চ্চলং কুষ্ঠং গবাং মূত্রেণ সর্পিষা।
কর্ষমাত্রং পিবেচ্চানু রসেঽস্মিংশ্চণ্ডভৈরবে ॥ ১৭

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যামপস্মারাধিকারঃ।

চণ্ডভৈরব—পারদ তাম্র, লৌহ, হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা ও রসাঞ্জন; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া গোমূত্রে মর্দ্দনপূর্ব্বক পুনর্ব্বার গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করতঃ কিছুক্ষণ লৌহপাত্রে পাক করিবে। মাত্রা ৫ রতি। অনুপান হিং, সচললবণ কুড়চূর্ণ, গোমূত্র এবং ঘৃত। ইহা সেবনে সকল প্রকার অপস্মার রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

ইতি অপস্মার চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বাতব্যাধ্যধিকারঃ

স্বাদ্বম্ললবণৈঃ স্নিগ্ধৈরাহারৈর্বাতরোগিণঃ।
অভ্যঙ্গ-স্নেহবস্ত্যাদ্যৈঃ সর্ব্বানেবোপপাদয়েৎ ॥ ১ ॥

বাতব্যাধি চিকিৎসা।

মধুর অম্ল ও লবণ রসবিশিষ্ট স্নিগ্ধ ভোজন, তৈলাদি মর্দ্দন ও স্নেহবস্তি প্রয়োগাদি দ্বারা বাতব্যাধির চিকিৎসা করিবে ॥ ১ ॥

বিশেষতস্তু কোষ্ঠস্থে বাতে ক্ষারং পিবেন্নরঃ।
আমাশয়স্থে শুদ্ধস্তু যথারোগহরী ক্রিয়া ॥
আমাশয়গতে বাতে ছর্দ্দিতায় যথাক্রমম্।
রুক্ষঃ স্বেদো লঙ্ঘনঞ্চ কর্ত্তব্যং বহ্নিদীপনম্।
পক্বাশয়গতে বাতে হিতং স্নেহবিরেচনম্ ॥ ২ ॥

(১) কোষ্ঠগত বাতরোগে রোগীকে যবক্ষার অথবা গ্রহণীরোগোক্ত অগ্নিপ্রদীপক ক্ষার সেবন করিতে দিবে।

(২) আমাশয়গত বাতরোগে রোগীকে বমন বা বিরেচন দ্বারা অথবা বমন ও বিরেচন উভয় প্রকার ক্রিয়া দ্বারা সংশোধন করতঃ যথাবিধি রোগনাশক চিকিৎসা বিধান করিবে। অথবা রোগীকে বমন করাইয়া যথানিয়মে রুক্ষস্বেদ, ঘন ও অগ্নিদীপক ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

(৩) পক্বাশয়গত বাতরোগে রোগীকে স্নেহ পান করাইয়া দাস্ত করাইবে ॥ ২ ॥

কার্য্যো বস্তিগতে বাপি বিধির্বস্তিবিশোধনঃ।
ত্বঙ্মাংসাসৃক্শিরাপ্রাপ্তে কুর্য্যাচ্চাসৃগ্ বিমোক্ষণম্ ॥৩॥

(১) বস্তিগত বাতরোগে বস্তি-বিশোধক ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে।

(২) চর্ম্মগত, মাংসগত, রক্তগত ও শিরাগত বাতরোগে রক্তমোক্ষণ করিবে ॥ ৩ ॥

স্নেহোপনাহাগ্নিকর্ম্ম-বন্ধনোন্মর্দ্দনানি চ।
স্নায়ুসন্ধ্যস্থিসংপ্রাপ্তে কুর্য্যাদ্ বাতে বিচক্ষণঃ ॥
স্বেদাভ্যঙ্গাবগাহাংশ্চ হৃদ্যং চান্নং ত্বগাশ্রিতে ॥ ৪ ॥

(১) স্নায়ুগত সন্ধিগত ও অস্থিগত বাতরোগে স্নেহমর্দ্দন, অগ্নিকর্ম্ম, বন্ধন ও মর্দ্দন দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

(২) স্বেদ, অভ্যঙ্গ, অবগাহন ও হৃদ্য অন্নপ্রয়োগ দ্বারা রসগত বাতরোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ৪ ॥

শীতাঃ প্রদেহারক্তস্থে বিরেকো রক্তমোক্ষণম্।
বিরেকো মাংসমেদস্থে নিরূহাঃ শমনানি চ ॥
বাহ্যাভ্যন্তরতঃ স্নেহৈরস্থিমজ্জগতং জয়েৎ ॥ ৫ ॥

(১) শীতল প্রলেপ, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণ দ্বারা রক্তগত বাতরোগের চিকিৎসা করিবে।

(২) বিরেচন, নিরূহ বস্তি ও সংশমন ক্রিয়া প্রয়োগ দ্বারা মাংসগত ও মেদোগত বাত-রোগের চিকিৎসা করিবে।

(৩) ঘৃত, তৈলাদি পান ও মর্দ্দন দ্বারা অস্থিগত ও মজ্জাগত বাতরোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ৫ ॥

হৃদ্যান্নপানং শুক্রস্থে বলশুক্রকরং হিতম্।
বিবদ্ধমার্গং শুক্রন্তু দৃষ্টা দদ্যাদ্ বিরেচনম্ ॥ ৬ ॥

হৃদয়ের প্রীতিকর, বলকারক ও শুক্রজনক অন্নপানীয় শুক্রগত বাতরোগে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে। এবং শুক্র নির্গমনের পথ রুদ্ধ হইলে শুক্রবিরেচক ঔষধ সেবন করিবে ॥৬॥

গর্ভে শুষ্কে তু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুষ্যতাম্।
সিতামধুককাশ্মর্য্যৈঃ হিতমুত্থাপনে পয়ঃ ॥
শিরোগতেঽনিলে বাতশিরোরোগহরী ক্রিয়া ॥ ৭ ॥

(১) বায়ুদ্বারা গর্ভ বা গর্ভস্থ শিশু শুষ্ক হইলে, যষ্টিমধু ও গাম্ভারীফল সমভাগে ২ তোলা পরিমাণে লইয়া ।/০ পোয়া গোদুগ্ধ ও /১ এক সের জল সহ পাক পূর্ব্বক দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া তাহাতে ২ দুই তোলা ইক্ষুচিনি মিশাইয়া গর্ভিণীকে পান করিতে দিবে।

(২) বাতজনিত শিরোরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিলে শিরোগত বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ব্যাদিতাস্যে হনুং স্বিন্নামঙ্গুষ্ঠাভ্যাং প্রপীড্য চ।
প্রদেশিনীভ্যাঞ্চোন্নম্য চিবুকোন্নমনং হিতম্ ॥ ৮ ॥

বায়ু কর্তৃক মুখ বিস্তৃত (হাঁকরা) হইলে হনুদেশে স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক তাহা অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপিলে ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি দ্বারা চিবুক উন্নমিত করিলে উহা আরোগ্য হইয়া মুখ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ৮ ॥

রসোনকল্কং নবনীতমিশ্রং খাদেন্নরো যোঽর্দ্দিত-রোগযুক্তঃ। তস্যার্দ্দিতং নাশয়তীহ শীঘ্রং বৃন্দং ঘনানামিব মাতরিশ্বা ॥ ৯ ॥

অর্দ্দিত রোগের চিকিৎসা।

রসুন পেষণ পূর্ব্বক মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্দ্দিত রোগ (মুখবাঁকা) আরোগ্য হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৯ ॥

অর্দ্দিতে নবনীতেন খাদেন্মাষণ্ডড়ীং নরঃ।
ক্ষীরমাংসরসৈর্ভুক্‌ত্বা দশমূলীরসং পিবেৎ ॥ ১০ ॥

(১) মাখনের সহিত মাষগুড়ী (মাষ-কলায়ের পিটা) ভক্ষণ করিলে, অথবা (২) দুগ্ধ ও মাংসরসের সহিত অন্ন আহার পূর্ব্বক তৎপরে দশমূলের কাথ পান করিলে অর্দ্দিত বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

স্বেদাভ্যঙ্গশিরোবস্তিপানস্যপরায়ণঃ।
অর্দ্দিতং স জয়েৎ সর্পিঃ পিবেদৌত্তরভক্তিকম্ ॥ ১১ ॥

স্বেদ, অভ্যঙ্গ, শিরোবস্তি, পান ও নস্য সর্ব্বদা প্রয়োগ পূর্ব্বক আহারান্তে ঘৃত পান করিতে দিলে অর্দ্দিত রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

পঞ্চমূলীকৃতঃ ক্বাথো দশমূলীকৃতোঽথ বা।
রুক্ষঃস্বেদস্তথা নস্যং মন্যাস্তম্ভে প্রশস্যতে ॥ ১২ ॥

মন্যাস্তম্ভের চিকিৎসা।

বিল্বাদি মহৎ পঞ্চমূলের কাথ পান করিলে অথবা দশমূলের কাথ পান করিলে এবং রুক্ষস্বেদ ও নস্য প্রয়োগ করিলে মন্যাস্তম্ভরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

কটুতৈলেনাভ্যক্তে লিপ্তে কল্কেন বাজিগন্ধায়াঃ।
শাম্যেদ্ গ্রীবাস্তম্ভশূলং মহদপ্যনায়াসম্ ॥ ১৩ ॥

গ্রীবাস্তম্ভরোগ চিকিৎসা।

(১) সর্ষপতৈল মর্দ্দন করিলে, অথবা (২) অশ্বগন্ধার মূল বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে গ্রীবাস্তম্ভরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বাতাদ্বাগ্‌ধমনীদুষ্টৌ স্নেহগণ্ডূষধারণম্।
বাতঘ্নৈর্দশমূল্যা চ নরং কুব্জমুপাচরেৎ ॥
স্নেহৈর্মাংসরসৈর্বাপি প্রবৃদ্ধং তং বিবর্জ্জয়েৎ ॥১৪॥

(১) বাতকর্তৃক বাগ্বাহিনী শিরা প্রদূষিত হইলে বাতঘ্ন ঘৃত বা তৈলের গণ্ডূষ ধারণ করিলে উহা আরোগ্য হয়।

(২) বাতঘ্ন ভদ্রদার্ব্বাদিগণের ক্বাথ পান করিলে, বা (২) দশমূলের ক্বাথ পান করিলে কিংবা (৩) বাতঘ্ন ঘৃত-তৈলাদি স্নেহ পদার্থ ব্যবহার করিলে, অথবা (৪) মাংসরস সেবন করিলে কুব্জতা নিবারিত হয় ॥ ১৪ ॥

আধ্মানে লঙ্ঘনং পাণিতাপশ্চ ফলবর্ত্তয়ঃ।
দীপনং পাচনঞ্চৈব বস্তিশ্চাপ্যত্র শোধনঃ॥
প্রত্যষ্ঠীলাষ্ঠীলকয়োরন্তর্বিদ্রধিগুল্মবৎ ॥ ১৫ ॥

(১) লঙ্ঘন, উদরে হস্ততাপে স্বেদ প্রদান, ফলবর্ত্তি, অগ্নিদীপক ও পরিপাচক ঔষধ ও বস্তিক্রিয়া প্রয়োগ করিলে আধ্মান রোগ বিনষ্ট হয়।

(২) অন্তর্বিদ্রধি ও গুল্মরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিলে প্রত্যষ্ঠীলা ও বাতাষ্ঠীলা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

তৈলমেরণ্ডজং বাপি গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ।
মাসমেকং প্রয়োগোঽয়ং গৃধ্রস্যূরুগ্রহাপহঃ॥ ১৬ ॥

একমাস পর্য্যন্ত ভেরেণ্ডার তৈলের সহিত গোমূত্র পান করিলে গৃধ্রসী ও উরুগ্রহ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

শেফালিকাদলক্বাথো মৃদ্বগ্নিপরিসাধিতঃ।
দুর্ব্বারং গৃধ্রসীরোগং পীতমাত্রং সমুদ্ধরেৎ ॥ ১৭ ॥

মৃদু অগ্নিতে সিউলি পাতার ক্বাথ করিয়া পান করিলে দুর্ব্বার গৃধ্রসী রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

পিষ্টৈরণ্ডফলং ক্ষীরে সবিশ্বং বা রুবোঃ ফলম্।
পায়সো ভক্ষিতঃ সিদ্ধো গৃধ্রসী-কটিশূলনুৎ ॥ ১৮ ॥

(১) ভেরেণ্ডার বীজ ২ তোলা, চাউল ৮ তোলা ও দুধ /১ একসের, এই দ্রব্যত্রয় একত্র করিয়া যথানিয়মে পায়স প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে, অথবা ভেরেণ্ডার বীজ ১ তোলা, শুঠ ১ তোলা, চাউল ৮ তোলা ও দুধ /১ একসের, এই দ্রব্য চারিটী দ্বারা যথানিয়মে পায়স প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে গৃধ্রসী ও কটিশূল বিনষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

রক্তাবসেচনং কার্য্যমভীক্ষ্ণং বাতকণ্টকে।
পিবেদেরণ্ডতৈলং বা দহেৎ সূচীভিরেব বা ॥ ১৯ ॥

(১) পুনঃ পুনঃ রক্তমোক্ষণ করিলে, (২) অথবা ভেরেণ্ডার তৈল পান করিলে, (৩) উত্তপ্ত সূচী দ্বারা দগ্ধ করিলে বাতকণ্টক রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

খল্ল্যাং স্নিগ্ধাম্ললবণৈঃ স্বেদোন্মর্দ্দোপনাহনম্ ॥ ২০ ॥

স্নিগ্ধ, অম্ল ও লবণ দ্রব্য দ্বারা স্বেদ প্রদান করিলে, মর্দ্দন করিলে ও প্রলেপ দিলে খল্লী রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

কোলং কুলথাঃ সুরদারুরাস্না মাষাতসীতৈল-ফলানি কুষ্ঠম্। বচা শতাহ্বা যবচূর্ণমম্লমুষ্ণানি বাতাময়িনাং প্রদেহঃ ॥ ২১

কুলের আঁটির শাঁস, কুলথকলায়, দেবদারু, রাস্না, মাষকলায়, মসিনা, তৈল বিশিষ্ট ফল, (ভেরেণ্ডারবীজ), কুড়, বচ, শলুফা ও যবের ছাতু এই সকল দ্রব্য সমভাবে গ্রহণপূর্ব্বক কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া উষ্ণকরতঃ তাহার প্রলেপ দিলে বাতরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

পক্ষাঘাতঃ কটিহনুশিরঃ কর্ণনাসাক্ষিতালুগ্রীবা গ্রন্থি-প্রবলমনিলং সার্দ্দিতঃ সাপতানম্। মূত্রাঘাতং গ্রহণী গলরুক্ শ্বাস সর্ব্বাঙ্গকম্পং তৈলদ্রোণী হরতি ন চিরাৎ-কাঞ্জিকদ্রোণিকা চ ॥ ২২ ॥

একটী চৌবাচ্চা তিল তৈল বা কাঁজি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া তাহাতে অবগাহন করিলে পক্ষাঘাত, কটিবাত, হনুগতবাত, শিরোগতবাত, কর্ণবাত, নাসাবাত, চক্ষুগতবাত, তালুগতবাত, গ্রীবাগত বাত, গ্রন্থিবাত, অর্দ্দিত, অপতানক, মূত্রাঘাত, গ্রহণী, গলবেদনা, শ্বাস ও সর্ব্বাঙ্গকম্প রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২২ ॥

কল্যাণলেহঃ।

সহরিদ্রা বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী বিশ্বভেষজম্।
অজাজী চাজমোদা চ যষ্টিমধুক-সৈন্ধবম্॥
এতানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি সমভাগানি কারয়েৎ।
তচ্চূর্ণং সর্পিষালোড্য প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ।
একবিংশতিরাত্রেণ নরঃ শ্রুতিধরো ভবেৎ॥

মেঘদুন্দুভিনির্ঘোষো মত্তকোকিল-নিস্বনঃ।
জড়গদ্গদমূকত্বং লেহঃ কল্যাণকো জয়েৎ ॥ ২৩ ॥

কল্যাণলেহ—হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপুল, শুঠ, কৃষ্ণজীরা, বনযমানী, যষ্টিমধু ও সৈন্ধবলবণ ; এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করতঃ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। এই চূর্ণ ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া ২১ দিন সেবন করিলে জিহ্বা ও কণ্ঠদেশের জড়তা দূরীভূত, কণ্ঠস্বর পরিষ্কার ও সুমধুর এবং মনুষ্য শ্রুতিধর হইয়া থাকে ॥২৩॥

স্বল্পরসোনপিণ্ডঃ।

পলমর্দ্ধপলকৈব রসোনস্ত সুকুট্টিতম্।
হিঙ্গুজীরকসিন্ধূত্থসৌবর্চ্চলকটুত্রিকৈঃ ॥
চূর্ণিতৈর্মাষকোন্মানৈরবচূর্ণ্য বিলোড়িতম্।
যথাগ্নিভক্ষিতং প্রাতরুরুবুকাথানুপানতঃ ॥
দিনে দিনে প্রয়োক্তব্যং মাসমেকং নিরন্তরম্।
বাতরোগং নিহন্ত্যাশু অর্দ্দিতং সাপতন্ত্রকম্ ॥
একাঙ্গরোগিণে চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গরোগিণে।
উরুস্তম্ভে চ গৃধ্রস্যাং ক্রিমিদোষে বিশেষতঃ ॥
কটিপৃষ্ঠাময়ং হন্ত্যাদুদরঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥ ২৪ ॥

স্বল্পরসোনপিণ্ড—রসুন ১২তোলা পেষণপূর্ব্বক তাহার সহিত হিং, জীরা, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই আনা মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় এরণ্ড মূলের ক্বাথের সহিত এক মাসকাল সেবন করিলে অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক, উরুস্তম্ভ ও একাঙ্গাশ্রিত বাতরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৪ ॥

তৈলং ঘৃতং চার্দ্রকমাতুলুঙ্গ্যো, রসং সচুক্রং সগুড়ং পিবেদ্বা। কট্যূরু-পৃষ্ঠ-ত্রিক-গুল্ম-শূল—গৃধ্রস্যুদাবর্ত্তহরঃ প্রয়োগঃ ॥

পঞ্চমূলীবলাসিদ্ধং ক্ষীরং বাতাময়ে হিতম্ ॥ ২৫ ॥

তিল তৈল, ঘৃত, আদার রস ও টাবালেবুর রস। এই দ্রব্যগুলি চুক্র বা গুড়ের সহিত পান করিলে কটি, উরু, পৃষ্ঠ ও ত্রিক স্থানের বেদনা, গুল্ম, শূল, গৃধ্রসী ও উদাবর্ত্ত রোগ আরোগ্য হয়। বায়ুরোগে বৃহৎ পঞ্চমূল ও বেড়েলার সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ পান হিতকর জানিবে ॥ ২৫ ॥

ত্রয়োদশাঙ্গগুগ্গুলুঃ।

আভাশ্বগন্ধা হবুষা গুড়ূচী শতাবরী গোক্ষুর বৃদ্ধদারম্। রাস্না শতাহ্বা সশঠী যমানী সনাগরা চেতি সমৈশ্চ চূর্ণম্ ॥ তুল্যং ভবেৎ কৌশিকমত্র মধ্যে, দেয়ং তথা সর্পিরথার্দ্ধভাগম্। সার্দ্ধাক্ষমাত্রস্তু ততঃ প্রয়োগাৎ কৃত্বানুপানং সুরয়াথ যূষৈঃ ॥ মদ্যেন বা কোষ্ণজলেন বাথ ক্ষীরেণ বা মাংসরসেন বাপি। কটিগ্রহে গৃধ্রসি বাহুপৃষ্ঠে হনুগ্রহে জানুনি পাদযুগ্মে ॥ সন্ধিস্থিতে চাস্থিগতে চ বাতে মজ্জাশ্রিতে স্নায়ুগতে চ কুষ্ঠে। রোগান্ জয়েদ্ বাতকফানুবিদ্ধান্ বাতেরিতান্ হৃদ্গ্রহযোনিদোষান্ ॥ ভগ্নাস্থিবিদ্ধেষু চ খঞ্জবাতে ত্রয়োদশাঙ্গং প্রবদন্তি সন্তঃ ॥ ২৬ ॥

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুলু—বাবলার ছাল, অশ্বগন্ধা হবুষা (অভাবে ধনে), গুলঞ্চ, শতমূলী, গোক্ষুর, বিদ্ধাড়ক, রাস্না, শুলফা, শঠী, যমানী ও শুঠ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, শোধিত গুগগুলু ১২ তোলা এবং ঘৃত ৬ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা ।০ আনা বা ॥০ তোলা। মদ্য, মাংসাদির যূষ, দুগ্ধ বা উষ্ণ জল অনুপানে ইহা সেবন করিলে কটিগ্রহ, গৃধ্রসী, অস্থি, মজ্জা ও স্নায়ুগত বাত রোগ প্রভৃতি প্রশমিত হয় ॥ ২৬ ॥

অথ তৈলমূর্চ্ছাবিধিঃ।

কৃত্বা তৈলং কটাহে দৃঢ়তরবিমলে মন্দমন্দানিলৈস্তৎ তৈলং নিষ্ফেনভাবং গতমিহ চ যদা শৈত্যযুক্তং তদৈব। মঞ্জিষ্ঠা রাত্রিলোধৈর্জলধরনলিকৈঃ সামলৈঃ সাক্ষপথ্যৈঃ সূচীপত্রাভিনীরৈরুপহিতমথিতৈ গন্ধযোগো জহাতি। তৈলস্যেন্দুকলাংশিকৈকবিকসাভাগোঽপি মূর্চ্ছাবিধৌ যে চান্যে ত্রিফলা পয়োদ-রজনীহ্রীবেরলোধ্রান্বিতাঃ। সূচী পুষ্পবটাবরোহনলিকাস্তত্যাশ্চ পাদাংশিকাঃ দুর্গন্ধিং বিনিহত্য তৈলমরুণং সৌরভ্যমাকুর্ব্বতে ॥ ২৭ ॥

অথ তৈলমূর্চ্ছাবিধি—প্রথমে দৃঢ় কটাহে মন্দ মন্দ অগ্নিতে তৈল পাক করিবে, ঐ তৈল যখন ফেনরহিত হইবে, তখন চুল্লী হইতে নামাইবে। অল্প শীতল হইলে পেষিত হরিদ্রা জলে গুলিয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে, পরে কুট্টিত জলসিক্ত মাঞ্জিষ্ঠা ক্রমশঃ ঐ তৈলে

দিবে। অনন্তর লোধ, মুথা, লালুকা, আমলকী, বহেড়া, হরীতকী, কেঁয়ারমূল ও বালা; এই সমুদায়ের চূর্ণ জলসংযুক্ত করতঃ তৈলে নিক্ষেপ করিবে ও উহাতে তৈলের চতুর্গুণ জল দিয়া পুনরায় পাক করিবে ও জল কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছুদিন তদবস্থায় রাখিবে। এই হরিদ্রা ও মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্রব্যকে মূর্চ্ছাদ্রব্য বলে। ইহাদের পরিমাণ যথা;—এই তৈলের পরিমাণ যত, মঞ্জিষ্ঠার পরিমাণ তাহার ষোড়শাংশ, অপরাপর দ্রব্যের প্রত্যেকের পরিমাণ মঞ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ অর্থাৎ তৈল ১৬ সের হইলে মঞ্জিষ্ঠার পরিমাণ /১ সের এবং হরিদ্রা, লোধ প্রভৃতি অবশিষ্ট কয়েকটী দ্রব্যের প্রত্যেকের পরিমাণ এক পোয়া হইবে। মূর্চ্ছাক্রিয়া দ্বারা তৈলের দুর্গন্ধ বিনষ্ট হওত উত্তম সৌগন্ধ ও অরুণবর্ণ উৎপন্ন হয়। তৈলের সহিত অন্য ক্বাথাদি পাক করিবার সময় মূর্চ্ছা দ্রব্যগুলি ছাঁকিয়া ফেলিবে ॥ ২৭ ॥

অথ গন্ধদ্রব্যকথনম্।

এলা চন্দন কুঙ্কুমাগুরু মুরা কক্কোল মাংসী শঠী-
শ্রীবাসচ্ছদ-গ্রন্থিপর্ণনখভৃৎ ক্ষৌণীধ্রশোশীরকম্॥
কস্তুরী-নখ-পূতি-তৈল-জলমুড্ মেথী-লবঙ্গাদিকং
গন্ধদ্রব্যমিদং প্রদেয়মখিলং শ্রীবিষ্ণুতৈলাদিষু॥ ২৮ ॥

গন্ধদ্রব্যকথন—এলাইচ, চন্দন, কুঙ্কুম, অগুরু, মুরামাংসী, কাঁকোলী, জটামাংসী, শঠী, সরলকাষ্ঠ, তেজপত্র, গেঁটেলা, কর্পূর, শৈলজ, বেণার মূল, মৃগনাভি, নখী, খাটাশী, শিলারস, মুথা ও মেথী এই সকল গন্ধদ্রব্য। বিষ্ণুতৈল প্রভৃতিতে এই গন্ধদ্রব্যগুলি প্রদান করিবে॥ ২৮ ॥

তন্ত্রান্তরে।

কুষ্ঠঞ্চ নলিকা পূতিরুশীরং শ্বেতচন্দনম্।
জটামাংসী তেজপত্রং নখী মৃগমদঃ ফলম্॥
কক্কোলং কুঙ্কুমং চোচং লতাকস্তুরিকা বচা।
সূক্ষ্মৈলাগুরুমুস্তঞ্চ কর্পূরং গ্রন্থিপর্ণকম্॥
শ্রীবাসঃ কুন্দুরু দেবকুসুমং গন্ধমাতৃকা।
সিহ্লকো মিষিকা মেথী ভদ্রমুস্তং তথা শঠী॥
জাতীকোষং শৈলজঞ্চ দেবদারু সজীরকম্।
এতানি গন্ধদ্রব্যাণি তৈলপাকেষু যুক্তিতঃ॥ ২৯ ॥

কুড়, লালুকা, খাটাশী, বেণারমূল, শ্বেতচন্দন, জটামাংসী, তেজপত্র, নখী, মৃগনাভি, জাতীফল, কাঁকোলী, কুঙ্কুম, দারুচিনি, লতাকস্তুরী, বচ, ছোটএলাইচ, অগুরু, মুথা, কর্পূর, গেঁটেলা, সরলকাষ্ঠ, কুন্দুরুখোটী, লবঙ্গ, গন্ধমাত্রা, শিলারস, গুল্ফা, মেথী, ভদ্রমুস্তক, শঠী, জয়িত্রী, শৈলজ, দেবদারু ও জীরা। এই সকল গন্ধদ্রব্যগুলি তৈলে প্রদান করিবে॥ ২৯ ॥

বিষ্ণুতৈলম্।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বলা চ বহুপুত্রিকা।
এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ॥
গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ।
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈস্তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
আজং বা যদি বা গব্যং ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্।
অস্য তৈলস্য পক্কস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্॥
অশ্বানাং বাতভগ্নানাং কুঞ্জরাণাং তথৈব চ।
অপুমাংশ্চ নরঃ পীত্বা নিশ্চয়েন পুমান্ ভবেৎ॥
হৃচ্ছূলে পার্শ্বশূলে চ তথৈবার্দ্ধাবভেদকে।
কামলা পাণ্ডুরোগেষু শর্করাশ্মরীষু চ॥
ক্ষীণেন্দ্রিয়া নরা যে চ জরয়া জর্জ্জরীকৃতাঃ।
যেষাঞ্চৈব ক্ষয়ো ব্যাধিরন্ত্রবৃদ্ধিশ্চ দারুণা॥
অর্দ্দিতং গলগণ্ডঞ্চ বাতশোণিতমেব চ।
স্ত্রিয়ো যা ন প্রসূয়ন্তে তাসাঞ্চৈব প্রদাপয়েৎ॥
গর্ভমশ্বতরী বিন্দ্যান্নচ মৃত্যুবশং ব্রজেৎ।
এতত্তৈলবরঞ্চৈব বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্॥ ৩০ ॥

বিষ্ণুতৈল—তিল তৈল /৪ সের। গব্য বা ছাগ দুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ—শালপানি, চাকুলে, বেড়েলা, শতমূলী, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারীমূল, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলের মূল ও ঝাঁটিমূল; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। ইহা মর্দ্দন করিলে নানাবিধ বাতরোগ ও অন্যান্য অনেক রোগ শান্তি হইয়া থাকে॥ ৩০ ॥

মধ্যমবিষ্ণুতৈলম্।

শতাবরী চাংশুমতী পৃশ্নিপর্ণী শটী বলা।
এরণ্ডস্য চ মূলানি বৃহত্যোঃ পূতিকস্য চ॥

গবেধুকস্য মূলানি তথা সহচরস্য চ।
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
পাদশেষে চ পূতে চ গর্ভঞ্চৈনং সমাবপেৎ।
পুনর্ন বা বচা দারু শতাহ্বা চন্দনাগুরু॥
শৈলেয়ং তগরং কুষ্ঠমেলা মাংসী স্থিরা বলা।
অশ্বাহ্বা সৈন্ধবং রাস্না পলার্দ্ধানি চ পেষয়েৎ॥
গব্যাজপয়সোঃ প্রস্থৌ দ্বৌ যাবত্র প্রদাপয়েৎ।
শতাবরীরস-প্রস্থং তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
অস্য তৈলস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্।
অশ্বানাং বাতভগ্নানাং কুঞ্জরাণাং তথা নৃণাম্॥
তৈলমেতৎ প্রয়োক্তব্যং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
অপুমাংশ্চ নরঃ পীত্বা নিশ্চয়েন পুমান্ ভবেৎ॥
গর্ভমশ্বতরী বিন্দ্যাৎ কিং পুনর্ম্মানুষী তথা।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ তথৈবার্দ্ধাবভেদকম্॥
অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ বাতরক্তং গলগ্রহম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ অশ্মরীঞ্চৈব নাশয়েৎ॥
তৈলমেতদ্ ভগবতা বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্।
বিষ্ণুতৈলমিদং খ্যাতং বাতান্তকরণং শুভম্॥ ৩১॥

মধ্যম বিষ্ণুতৈল—তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—শতমূলী, শালপানি, চাকুলে, শঠী, বেড়েলা, এরণ্ডমূল, বৃহতীমূল, কণ্টকারীমূল, নাটামূল, গোরক্ষচাকুলের মূল ও ঝাঁটি মূল ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—পুনর্নবা, বচ, দেবদারু,শুলফা,রক্তচন্দন, অগুরু, শৈলজ, তগরপাদুকা, কুড়, ছোটএলাইচ, জটামাংসী, শালপানি, বেড়েলা, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধবলবণ ও রাস্না; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। গব্যদুগ্ধ ৮ সের, ছাগদুগ্ধ ৮ সের, শতমূলীর রস ৪ সের। এই তৈল মর্দ্দনে বিবিধ বাতরোগ ও অন্যান্য নানাপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩১॥

বৃহদ্বিষ্ণুতৈলম্।

জলধরমশ্বগন্ধা জীবকর্ষভকৌ শঠী।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবন্তী মধুযষ্টিকা॥
মধুরিকা দেবদারু পদ্মকাষ্ঠঞ্চ শৈলজম্।
মাংসী চৈলা ত্বচং কুষ্ঠং বচা চন্দনকুঙ্কুমম্॥
মঞ্জিষ্ঠা মৃগনাভিশ্চ শ্বেতচন্দন-রেণুকম্।
পর্ণিনী কুন্দুখোটীশ্চ গ্রন্থিকঞ্চ নখী তথা॥
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈ তৈলস্যাপি তথাঢ়কম্।
শতাবরীরস-সমং দুগ্ধঞ্চাপি সমং পচেৎ॥
বিষ্ণুতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
ঊর্দ্ধং বাতং তথা বাতমঙ্গনিগ্রহমেব চ॥
শিরোমধ্যগতং বাতং মন্যাস্তম্ভং গলগ্রহম্।
হন্তি নানাবিধং বাতং সন্ধিমজ্জাগতং তথা॥
যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যস্য চ বিহ্বলা।
যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ॥
সর্ব্বাংস্তান্নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ॥ ৩২॥

বৃহদ্বিষ্ণুতৈল—তিলতৈল ১৬ সের। শতমূলীর রস ।৬ সের এবং গব্য দুগ্ধ ।৬ সের। কল্কার্থ—মুথা, ক্ষীরকাঁকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মৌরী, দেবদারু, পদ্মকাষ্ঠ, শৈলজ, জটামাংসী, এলাইচ, দারুচিনি, কুড়, বচ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, শ্বেতচন্দন, রেণুকা, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, কুন্দুরুখোটি, গেঁঠেলা ও নখী; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, জল ৬৪ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ আরোগ্য হয়॥ ৩২॥

নারায়ণতৈলম্।

বিল্বাগ্নিমন্থ-শ্যোনাক-পাটলা-পারিভদ্রকম্।
প্রসারণ্যশ্বগন্ধা চ বৃহতী কণ্টকারিকা॥
বলা চাতিবলা চৈব শ্বদংষ্ট্রা সপুনর্নবা।
এষাং দশপলান্ ভাগাংশ্চতুর্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ॥
পাদশেষং পরিস্রাব্য তৈলপাত্রং প্রদাপয়েৎ।
শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বচা॥
চন্দনং তগরং কুষ্ঠমেলা পর্ণী চতুষ্টয়ম্।
রাস্না তুরগগন্ধা চ সৈন্ধবং সপুনর্নবম্॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
শতাবরীরসঞ্চৈব তৈলতুল্যং প্রদাপয়েৎ॥
আজং বা যদি বা গব্য-ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্।
পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে ভোজ্যে চৈব প্রশস্যতে॥
অশ্বো বা বাতভগ্নো বা গজো বা যদি বা নরঃ।
পঙ্গুশ্চ পীঠসর্পী চ তৈলেনানেন সিধ্যতি॥
অধোভাগে যে চ বাতাঃ শিরোমধ্যগতাশ্চ যে।
মন্যাস্তম্ভে হনুস্তম্ভে দন্তরোগে গলগ্রহে॥
যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যস্য চ বিহ্বলা।
ক্ষীণেন্দ্রিয়াঃ ক্ষীণশুক্রা জ্বরক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ॥

বধিরা লম্বজিহ্বাশ্চ মন্দমেধস এব চ।
অল্পপ্রজাচ যা নারী যা চ গর্ভং ন বিন্দতি॥
বাতার্ত্তৌ বৃষণৌ যেষামন্ত্রবৃদ্ধিশ্চ দারুণা।
এতত্তৈলবরং তেষাং নাম্না নারায়ণং স্মৃতম্॥ ৩৩॥

নারায়ণতৈল—তিল তৈল ।৬ সের। ক্কাথার্থ-বিল্বছাল, গণিয়ারিছাল, শোনাছাল, পারুলছাল, পালিধামাদারের ছাল, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, কণ্টকারী, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর ও পুনর্নবা; ইহাদের প্রত্যেকের ৮০ তোলা, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। শতমূলীর রস ।৬ সের এবং গব্য বা ছাগ দুগ্ধ ৬৪ সের। কল্কার্থ—শুলফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, ছোট এলাইচ, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব ও পুনর্নবামূল, ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা। এই তৈল পানে মর্দ্দনে এবং বস্তি প্রয়োগে বিবিধ প্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয়॥৩৩॥

মধ্যমনারায়ণ-তৈলম্।

বিল্বাশ্বগন্ধা বৃহতী শ্বদংষ্ট্রা শ্যোনাক-বাট্যালক-পারিভদ্রম্। ক্ষুদ্রা কটিল্লাতিবলাগ্নিমন্থং মূলানি চৈষাং সরণীযুতানাম্॥ মূলং বিদধ্যাদথ পাটলানাং প্রস্থং সপাদবিধিনোদ্ধৃতানাম্। দ্রোণৈরপাষ্টভিরেব পক্বা পাদাবশেষেণ রসেন তেন॥ তৈলাঢ়কাভ্যাং সমমেবদুগ্ধমাজং নিদধ্যাদথবাপি গব্যম্। একত্র সম্যগ্ বিপচেৎ সুবুদ্ধির্দদ্যাদ্রসঞ্চৈব শতাবরীণাম্॥ তৈলেন তুল্যং পুনরেব তত্র রাস্নাশ্বগন্ধা মিষিদারু কুষ্ঠম্। পর্ণীচতুষ্কাগুরুকেশরাণি সিন্ধূত্থমাংসী রজনীদ্বয়ঞ্চ॥ শৈলেয়কং চন্দন পুষ্করাণি এলাপ্রবষ্টি তগরাব্দপত্রম্। ভৃঙ্গাষ্টবর্গাম্বু বচা পলাশং স্থৌণেয় বৃশ্চীরক চোরকাখ্যম্॥ এতৈঃ সমস্তৈ দ্বিপল প্রমাণৈরালোড্য সর্ব্বং বিধিনা বিপক্বম্। কর্পূর কাশ্মীর-মৃগাণ্ডজানাং চূর্ণীকৃতানাং ত্রিপলপ্রমাণম্॥ প্রক্ষেপ দৌর্গন্ধ্য নিবারণায় দদ্যাৎ সুগন্ধায় বদন্তি কেচিৎ। নারায়ণং নাম মহচ্চ তৈলং সর্ব্বপ্রকারৈর্বিবিধৈৎ প্রয়োজ্যম্॥ আশ্বেব পুংনাং পবনার্দ্দিতানামেকাঙ্গহীনার্দ্দিতবেপনানাম্। যে পঙ্গবঃ পীঠবিসর্পিণশ্চ বাধির্য্যশুক্রক্ষয়পীড়িতাশ্চ॥ মন্যা হনুস্তম্ভ-শিরোরুজার্ত্তা মুক্তাময়াস্তে বলবর্ণ যুক্তাঃ। সংসেব্য তৈলং সহসা ভবন্তি বন্ধ্যা চ নারী লভতে চ পুত্রম্॥ বীর্য্যোপমং সর্ব্বগুণোপপন্নং সুমেধসং শ্রীবিনয়ান্বিতঞ্চ। শাখাশ্রিতে কোষ্ঠগতে চ বাতে বৃদ্ধৌ বিশেষং পবনার্দ্দিতানাম্। জিহ্বানিলে দন্তগতে চ শূলে উন্মাদ-কৌব্জ্য-জ্বরকর্ষিতানাম্। প্রাপ্নোতি লক্ষ্মীং প্রমদাপ্রিয়ত্বং বপুঃ প্রকর্ষং বিজয়ঞ্চ নিত্যম্॥ তৈলোপসেবী জরয়াভিমুক্তো জীবেচ্চিরঞ্চাপি ভবেৎ যুবেব। দেবাসুরে যুদ্ধপরে সমীক্ষ্য স্নায়্বস্থিভগ্নানসুরৈঃ সুরাংশ্চ॥ নারায়ণেনাপি সুবৃংহণার্থং স্বনামতৈলং বিহিতঞ্চ তেষাম্॥৩৪॥

মধ্যমনারায়ণ তৈল—তিলতৈল ৬২ সের। ক্কাথার্থ—বিল্ব, অশ্বগন্ধা, বৃহতী, গোক্ষুর, শোনা, বেড়েলা, পালিধামাদার, কণ্টকারী, পুনর্নবা, গোরক্ষচাকুলে, গণিয়ারি, গন্ধভাদুলে ও পারুল; ইহাদের প্রত্যেকের ২॥ সের, পাকার্থ জল ৫১২ সের, শেষ ১২৮। গব্য বা ছাগদুগ্ধ ৬২ সের, শতমূলীর রস ৬২ সের। কল্কার্থ—রাস্না, অশ্বগন্ধা, মৌরী, দেবদারু, কুড়, শালপানি, চাকুলে, মুগানি, মাষানি, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধবলবণ, জটামাংসী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শৈলজ, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, য
মধু, তগরপাদুকা, মুথা, তেজপত্র, ভৃঙ্গরাজ, জীবক, ঋষভক, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, বালা, বচ, পলাশফুল, গেঁঠেলা, শ্বেতপুনর্নবা ও চোরপুষ্পী, ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা। গন্ধদ্রব্য কর্পূর, কুঙ্কুম ও মৃগনাভি, প্রত্যেকে ৮ তোলা। ইহা বাতরোগের উৎকৃষ্ট তৈল। মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয়॥৩৪॥

সিদ্ধার্থকতৈলম্।

শতাবরীন্তু নিষ্পীড্য রসং প্রস্থদ্বয়ং হরেৎ।
তিলতৈলং পচেৎ প্রস্থং ক্ষীরং দত্বা চতুর্গুণম্॥
শতপুষ্পা দেবদারু মাংসী শৈলেয়কং বলা।
চন্দনং তগরং কুষ্ঠমেলা চাংশুমতী তথা॥
রাস্না তুরগগন্ধা চ সমঙ্গা শারিবাদ্বয়ম্।
পৃশ্নিপর্ণীবচা চৈব তথা গন্ধর্ব্বহস্তকম্॥
সিন্ধুভবং সমং দদ্যাদ্ বিশভেষজমেব চ।
এভিস্তৈলং পচেদ্ধীমান্ দত্বার্দ্রকরসং সমম্॥

কুব্জেন বামনা যে চ পঙ্গুপাদাশ্চ যে নরাঃ।
মহাবাতেন যে ভগ্না অঙ্গসঙ্কুচিতাশ্চ যে ॥
তেষাং হিতমিদং তৈলং সন্নিবাতে চ শস্যতে ।
যেষাং শুষ্যতি চৈকাঙ্গং গতির্যেষাঞ্চ বিহ্বলা ॥
ক্ষীণেন্দ্রিয়া নষ্টশুক্রা জরয়া জর্জ্জরীকৃতাঃ।
অমেধসশ্চ বধিরাস্তেষামপি পরং হিতম ॥
মাসমেকং পিবেদ্‌যস্তু যৌবনস্থঃ পুনর্ভবেৎ।
সিদ্ধার্থকমিতি খ্যাতং নরনারীহিতায় বৈ ॥৩৫॥

সিদ্ধার্থক তৈল—তিল তৈল /৪ সের, শতমূলীর রস /৮ সের, দুগ্ধ /৬ সের, আদার রস/৪ সের। কল্কার্থ—শুলফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বেড়েলা, রক্তচন্দন, তগরপাদুকা, কুড়, ছোট এলাইচ, শালপানি, রাস্না, অশ্বগন্ধা, বরাহক্রান্তা, শ্যামালতা, অনন্তমূল, চাকুলে, বচ, এরণ্ডমূল, সৈন্ধব লবণ ও শুঠ; এই দ্রব্য সকল সমভাগে মিশ্রিত /১ এক সের। ইহা মর্দ্দনে নানাবিধ বাতরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৫ ॥

হিমসাগর-তৈলম্।

শতাবরী-রসপ্রস্থে বিদার্য্যাঃ স্বরসে তথা ।
কুষ্মাণ্ডকরসপ্রস্থে ধাত্র্যাশ্চ স্বরসে তথা ॥
শাল্মল্যাঃ স্বরসপ্রস্থে তথা গোক্ষুরকস্য চ।
নারীকেলরসপ্রস্থে তিলতৈলস্য প্রস্থতঃ ॥
কদল্যাঃ স্বরসপ্রস্থে ক্ষীরপ্রস্থচতুষ্টয়ে।
অস্যৌষধস্য কল্কস্য প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্ ॥
চন্দনং তগরং বাপ্যং মঞ্জিষ্ঠা সরলাগুরুঃ।
মাংসী মুরা চ শৈলেয়ং যষ্টি দারুনখী শিবা ॥
পূতিকা পীতিকা পত্রং কুন্দুরুর্নলিকা তথা।
মরীলোধ্রং তথা মুস্তং ত্বগেলা পত্র-কেশরম্ ॥
লবঙ্গং জাতীকোষঞ্চ তথা মধুরিকা শঠী।
চন্দনং গ্রন্থিপর্ণঞ্চ কর্পূরং লাভতঃ ক্ষিপেৎ ॥
অস্য তৈলস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃ পরম্।
উচ্চৈঃ প্রপততোবায়োর্গজতো বাজিনস্তথা ॥
উষ্ট্রতো লোষ্ট্রপাতাচ্চ পঙ্গূনাং পীঠসর্পিণাম্ ॥
একাঙ্গশোষিণাঞ্চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গশোষিণাম্ ॥
ক্ষতানাং ক্ষীণশুক্রাণামত্যন্তক্ষয়রোগিণাম্।
হনুমন্যাহতানাঞ্চ দুর্ব্বলানাং তথৈব চ ॥
শোষিণাং লম্বজিহ্বানাং তথা মিম্মিণভাষিণাম্।
অত্যন্তদাহযুক্তানাং ক্ষীণানাং বাতরোগিণাম্।
এতত্তৈলবরং শ্রেষ্ঠং বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্।
হিমসাগরনামাখ্যাতং সর্ব্ববাতবিকারনুৎ ॥
যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ।
শিরোমধ্যগতা যে চ শাখামাশ্রিত্য যে স্থিতাঃ ।
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি তৈলস্যাস্য প্রসাদতঃ ॥ ৩৬ ॥

হিমসাগর তৈল—তিল তৈল /৪ সের। শতমূলীর রস /৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস /৪ সের, কুষ্মাণ্ড জল /৪ সের। আমলকীর রস /৪ সের, শিমুল মূলের রস /৪ সের, কদলী মূলের রস /৪ সের, দুগ্ধ ।৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, তগর পাদুকা, কুড়, মঞ্জিষ্ঠা, সরল কাষ্ঠ, অগুরু, জটামাংসী, মুরামাংসী, শৈলজ, যষ্টিমধু, পিড়িংশাকপত্র, কুন্দুরুখোটী, লালুকা, শতমূলী, লোধকাষ্ঠ, মুথা, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, জয়িত্রী, শঠী, মৌরী, শ্বেতচন্দন, গেঁঠেলা ও কর্পূর ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দন করিলে উচ্চস্থান, হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্র হইতে পতন জন্য বেদনা, পঙ্গুতা, একাঙ্গশোষ, সর্ব্বাঙ্গশোষ, শুক্রক্ষয়, ক্ষয়রোগ এবং সর্ব্বপ্রকার বাতজ ও পিত্তজরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্র তৈলম্।

বাট্যালকং পলশতং তৎসমং দশমূলকম্।
জলষোড়শিকে পক্ত্বা পাদশেষং সমুদ্ধরেৎ ॥
এতৎ কাথে পচেত্তৈলং দ্বাত্রিংশৎ পলমেব চ ।
কল্কার্থং দীয়তে তত্র মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্ ॥
কুষ্ঠমেলা দেবদারু শৈলজং সৈন্ধবং বচা।
কঙ্কোলং পদ্মকাষ্ঠঞ্চ শৃঙ্গী তগরপাদিকা।
গুড়ূচী মুদ্গপর্ণী চ মাষপর্ণী শতাবরী।
নাগজিহ্বা শ্যামালতা শতপুষ্পা পুনর্নবা ॥
এষাং তোলদ্বয়ং ভাগং দত্ত্বা তৈলস্য পাচয়েৎ।
এতত্তৈলবরং নাম্না বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্রকম্ ॥
সর্ব্ববাতবিকারেষু হিতং পুংসাঞ্চ যোষিতাম্।
ক্ষীণশুক্রার্ত্তবানাঞ্চ নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ ॥
চেতোবিকারং হন্ত্যাশু বায়ুমাক্ষেপসম্ভবম্।
সর্ব্ববাতং শ্রমকৃতং গাত্রকম্পাদিকং তথা ॥
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ বাতপিত্তসমুদ্ভবম্।

অপস্মারে মহোন্মাদে হিক্কং লেপে চ ভক্ষণে ॥
শ্রীমদ্গহননাথেন রচিতং বিশ্বসম্পদে ॥ ৩৭ ॥

বায়ুচ্ছায়াসুরেন্দ্র তৈল—তিলতৈল ।৪ সের। কল্কার্থ—বেড়েলা ।২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। দশমূল ।২॥ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কুড়, ছোট এলাইচ, দেবদারু, শৈলজ, সৈন্ধবলবণ, বচ, কাঁকোলী ও পদ্মকাষ্ঠ, কাকড়াশৃঙ্গী, তগরপাদুকা, গুলঞ্চ, মুগানি, মাষানি, শতমূলী, অনন্তমূল, শ্যামালতা, গুলফা ও পুনর্নবা, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই তৈল ক্ষীণশুক্র পুরুষ এবং ক্ষীণার্ত্তবা স্ত্রীদিগের পক্ষে ও সর্ব্বপ্রকার বাতরোগে হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭ ॥

মহাকুক্কুটমাংসতৈলম্।

মাষস্যার্দ্ধাঢ়কং দেয়ং দশমূল্যাস্তুলার্দ্ধকম্।
বলামূলঞ্চ তত্তার্দ্ধং কেতকীনাং তথৈবচ ॥
দক্ষমাংস পলত্রিংশৎ ঝিণ্টিকা পঞ্চবিংশতিঃ।
জলদ্রোণদ্বয়ে পক্ত্বা পাদশেষেঽবতারিতে ॥
তিলতৈলস্য চ প্রস্থং পয়ো দত্ত্বা চতুর্গুণং॥
জীবনীয়ানি যান্যষ্টৌ মঞ্জিষ্ঠা চব্য কটুফলম্ ॥
ব্যোষ রাস্না কণামূলং মধুকং পুষ্করং তথা।
মাষাশ্বগুপ্তা সৈরণ্ডা শতাহ্বা লবণত্রয়ম্ ॥
কৃষ্ণাশ্বগন্ধাহমৃতা যমানীন্দ্রবরী শটী।
নাগরং মাগধী মুস্তং বর্ষাভূঃ রজনীদ্বয়ম্ ॥
শতাবরীবৃহত্যৌ চ এতৈরক্ষসমন্বিতৈঃ।
পক্ষাঘাতেষু সর্ব্বেষু অর্দ্দিতে চ হনুগ্রহে ॥
মন্দশ্রুতৌ চাশ্রবণে তিমিরে চ ত্রিদোষজে।
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে গাত্রকম্পে শিরোগ্রহে
শস্তং কলায়খঞ্জে চ গৃধ্রস্যামববাহুকে।
বাধির্য্যে কর্ণনাদে চ সর্ব্ববাতবিকারনুৎ ॥
দণ্ডাপতানকে চৈব মন্যাস্তম্ভে বিশেষতঃ।
হনুস্তম্ভে প্রশস্তং স্যাৎ সূতিকাতঙ্কনাশনম্ ॥
ঘচ্যং মাংসপ্রদঞ্চৈব শুক্রাগ্নিবলবর্দ্ধনম্।
অণ্ডবৃদ্ধ্যান্ত্রবৃদ্ধিং বা বাতরক্তঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

মহাকুক্কুটমাংস তৈল—তিল তৈল ।৪ সের। কাথার্থ—মাষকলাই ।৪ সের, দশমূল ৬।০ সের, বেড়েলামূল ।৩।/০ তিন সের আধপোয়া, কেতকীমূল ।৩।/০ তিন সের আধপোয়া, কুক্কুট মাংস ।৩।/০ তিন সের আধপোয়া, ঝাঁটিমূল ।৩।/০ তিন সের আধপোয়া। পাকার্থ-জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের। দুগ্ধ ।৬ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মঞ্জিষ্ঠা, চই, কট্‌ফল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, রাস্না, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই, আলকুশীবীজ, এরণ্ডমূল, গুলফা, বিট্, সৈন্ধব, সচললবণ, পিপুলমূল, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, যমানী, ইন্দ্রযব, শতমূল, শঠী, শুঠ, ছোটএলাইচ, মুথা, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শতমূলী, বৃহতী ও কণ্টকারী, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই তৈল নিয়মিত মর্দ্দন করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, শ্রবণশক্তির হ্রাস, দৃষ্টিশক্তির অল্পতা, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, গাত্রকম্প, শিরোগ্রহ, কলায়খঞ্জ, গৃধ্রসী, অববাহুক, বধিরতা, কর্ণনাদ, দণ্ডাপতানক মন্যাস্তম্ভ, হনুস্তম্ভ, সূতিকারোগ, অন্ত্রবৃদ্ধি ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ বিদূরিত হয়। বিশেষতঃ ইহা মাংস, শুক্র, অগ্নি ও বলবর্দ্ধক ॥ ৩৮ ॥

নকুলতৈলম্।

মধুকং জীরকং রাস্না সৈন্ধবং শতপুষ্পিকা।
যমানী মরিচং কুষ্ঠং বিড়ঙ্গং গজপিপ্পলী ॥
সৌবর্চ্চলং চাজমোদা বলা ষড়্‌গ্রন্থিকা তথা।
গ্রন্থিকং শৈলজং মাংসী কর্ষমেষাং পৃথক্ পৃথক্ ॥
বিনীয় পাচয়েত্তৈলং প্রস্থং কুবুসমুত্তমম্।
প্রস্থে নকুলমাংসস্য ক্বাথে চ দশমূলজে ॥
প্রস্থে চ কাঞ্জিকস্যাপি মস্তুপ্রস্থে তথৈব চ।
সিদ্ধং তৈলমিদং হন্তি কম্পবাতং সুদারুণম্ ॥
হস্তকম্পং শিরঃকম্পং বাহুকম্পঞ্চ নাশয়েৎ।
আমবাতং সশূলঞ্চ সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্ ॥
নানাভ্যঙ্গনবস্তিভির্নাশয়েন্মাত্র সংশয়ঃ।
আঢ্যবাতং কটিপৃষ্ঠজানুজঙ্ঘাশ্রিতং তথা ॥
সন্ধিস্থং বাতমাখেব জয়েৎকুলসংজ্ঞকম্।
হারীতভাষিতমিদং তৈলং হিতচিকীর্ষয়া।
বৈদ্যানাং সারভূতানাং শতেনাপি সমুদিতম্।
বাতব্যাধিং নিহন্ত্যাশু কম্পবাতং বিশেষতঃ।
অশীতিং বাতজান্ রোগান্ নাশয়েদাশু দেহিনাম্ ॥৩৯॥

নকুল তৈল—এরণ্ড তৈল /৪ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু, জীরা, রাস্না, সৈন্ধবলবণ, শুলফা, যমানী, মরিচ, কুড়, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, সচললবণ, বনযমানী, বেড়েলা, বচ, পিপুলমূল, জটামাংসী, শৈলজ ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। নকুল মাংস /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের। দশমূল ২ সের, জল ।৬ সের, শেষ ৪ সের। কাঞ্জি ৪ সের, দধির মাত ৪ সের এই তৈল পান ও গাত্রে মালিষ করিলে এবং ইহা দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিলে হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বাহুকম্প এবং সর্ব্বোপদ্রব ও শূল সংযুক্ত আমবাত, আঢ্যবাত, কটি, পৃষ্ঠ, জানু ও ঊরুআশ্রিতবাত, সন্ধিগতবাত প্রভৃতি অশীতি প্রকার বাতজরোগ প্রশমিত হয়॥ ৩৯॥

(১) মাষতৈলম্।

মাষাতসী-যবকুরণ্টককণ্টকারী
গোকণ্ট টুণ্টুকজটাকপিকচ্ছুতোয়ৈঃ।
কার্পাসকাস্থিশণবীজ-কুলথ-কোল-
কাথেন বস্তপিশিতস্ত রসেন চাপি॥
শুণ্ঠ্যা সনাগধিকয়া শতপুষ্পয়া চ
সৈরণ্ডমূল সপুনর্নবয়া সরণ্যা।
রাস্না বলামৃতলতাকটুকৈর্বিপক্বং
মাষাখ্যমেতদববাহুহরঞ্চ তৈলম্॥
অর্দ্ধাঙ্গ-শোষমপতানকমাঢ্যবাত-
মাক্ষেপকং সভুজকম্পশিরঃপ্রকম্পম্।
নস্তেন বস্তিবিধিনা পরিসেচনেন
হন্যাৎ কটিজঘনজানুরুজঃ সমীরণাৎ॥ ৪০॥

(১) মাষ তৈল—তিল তৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ মাষকলাই, তিসি, যব, ঝাঁটিমূল, কণ্টকারী, গোক্ষুর, শোনাছাল ও আলকুশী বীজ; ইহাদের প্রত্যেকের ৬৪ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কার্পাসবীজ, শণবীজ, কুলথকলাই ও শুষ্ককুল ইহাদের প্রত্যেকের ২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। ক্লীনপুংসক ছাগমাংস ৬।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ, পিপুল, শুলফা, ভেরেণ্ডা মূল, পুনর্নবা, গন্ধভাদুলে, রাস্না, বেড়েলা, গুলঞ্চ ও কটকী এই দ্রব্যগুলি সমমাত্রায় মিশ্রিত /১ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে অববাহুক, অর্দ্ধাঙ্গশোষ, আক্ষেপক, অপতানক, আঢ্যবাত, ভুজকম্প, শিরঃকম্প এবং কটি, জঙ্ঘা ও জানু প্রদেশের বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৪০॥

(২) মাষতৈলম্

মাষপ্রস্থং সমাবাপ্য পচেৎ সম্যগ্ জলাঢ়কে।
পাদশেষে রসে তস্মিন্ ক্ষীরং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্॥
প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্ত কল্কং দত্ত্বাক্ষসংমিতম্।
জীবনীয়ানি যাষ্ট্যৌ শতপুষ্পাং সসৈন্ধবাম্॥
রাস্নাত্মগুপ্তা মধুকং বলা-ব্যোষ-ত্রিকণ্টকম্।
পক্ষাঘাতেঽর্দ্দিতে বাতে কর্ণশূলে চ দারুণে॥
মন্দশ্রুতৌ চাশ্রবণে তিমিরে চ ত্রিদোষজে।
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বিশ্বাচ্যামববাহুকে॥
শস্তং কলায়খঞ্জে চ পানাভ্যঞ্জনবস্তিভিঃ।
মাষতৈলমিদং শ্রেষ্ঠমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্॥ ৪১॥

(২) মাষতৈল—তিল তৈল /৪ সের, দুগ্ধ ।৬ সের। ক্বাথার্থ মাষকলাই ২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীর কাঁকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, শুলফা, সৈন্ধবলবণ, রাস্না ও আলকুশীমূল ও যষ্টিমধু, বেড়েলা, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও গোক্ষুর ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই তৈল পান, মর্দ্দন এবং ইহা দ্বারা বস্তি প্রয়োগ করিলে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত কর্ণশূল, বধিরতা, তিমিররোগ, হস্ত কম্পন, মস্তককম্পন, বিশ্বচী ও অববাহুক প্রভৃতি বাতরোগ প্রশমিত হয়॥ ৪১॥

বৃহন্মাষতৈলম্।

মাষক্বাথে বলাক্বাথে রাস্নায়া দশমূলজে।
যবকোলকুলত্থানাং ছাগমাংসক্বাথে পৃথক্॥
প্রস্থে তৈলস্ত চ প্রস্থং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্।
রাস্নাত্মগুপ্তা সিন্ধুত্থশতাহ্বৈরণ্ডমুস্তকৈঃ॥
জীবনীয়-বলা-ব্যোষৈঃ পচেদক্ষ-সমৈর্ভিষক্।
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বাহুশোষেঽববাহুকে॥
বাধির্য্যে কর্ণশূলে চ কর্ণনাদে চ দারুণে।
বিশ্বচ্যামর্দ্দিতে কুব্জে গৃধ্রস্যামপতানকে॥
বস্ত্যভ্যঞ্জনপানেষু নাবনে চ প্রয়োজয়েৎ।

মাষতৈলমিদং শ্রেষ্ঠমূর্দ্ধজত্রু-গদাপহম্।
ক্বাথপ্রস্থাঃ যড়েবাত্র বিভক্ত্যন্তেন দর্শিতাঃ ॥ ৪২ ॥

বৃহন্মাষ তৈল—তিলতৈল ৪ সের। ক্বাথার্থ মাষকলাই /২ সের, পাকার্থ জল ৮ সের শেষ /২ সের। বেড়েলা /২ সের, জল /৮ সের, শেষ /২ সের। রাস্না /২ সের, জল /৮ সের, শেষ /২ সের। দশমূল সমভাগে মিলিত /২ সের, জল /৮ সের, শেষ /২ সের। যব তণ্ডুল, শুষ্ককুল, ও কুলথকলাই সমভাগে মিলিত /২ সের, জল /৮ সের, শেষ /২ সের। ছাগমাংস /২ সের, জল /৮ সের শেষ /২ সের। দুগ্ধ ।৬ সের। কল্কার্থ-রাস্না, আলকুশীবীজ, সৈন্ধবলবণ, শুল্ফা, এরণ্ডমূল, মুথা, জীবনীয়বর্গ, বেড়েলা ও ত্রিকটু এই ২০টী দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই তৈল পান ও মর্দ্দন করিলে হস্তকম্পন, মস্তক-কম্পন, বাহুশোষ, অববাহুক, বধিরতা, কর্ণশূল, বিশ্বচী, অর্দ্দিত, কুব্জ, অপতানক, কর্ণনাদ ও গৃধ্রসী রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৪২ ॥

মহামাষতৈলম্।

মাষস্যার্দ্ধাঢ়কং দত্ত্বা তুলার্দ্ধং দশমূলতঃ।
পলানি ছাগমাংসস্য ত্রিংশদ্দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ ॥
পূতশীতে কষায়ে চ চতুর্থাংশাবশেষিতে।
প্রস্থঞ্চ তিলতৈলস্য পয়ো দদ্যাচ্চতুর্গুণম্ ॥
আত্মগুপ্তারুবুকশ্চ শতাহ্বা লবণত্রয়ম্।
জীবনীয়ানি মঞ্জিষ্ঠা চব্যচিত্রককটফলম্ ॥
সব্যোষং পিপ্পলীমূলং রাস্নামধুকসৈন্ধবম্।
দেবদার্ব্বমৃতা কুষ্ঠং বাজিগন্ধা বচা শটী ॥
এতৈরক্ষসমৈর্ভাগৈঃ সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
পক্ষাঘাতেঽর্দ্দিতে বাতে বাধির্য্যে হনুসংগ্রহে ॥
কর্ণমন্যাশিরঃশূলে তিমিরে চ ত্রিদোষজে।
পাণিপাদ-শিরোগ্রীবা ভ্রমণে মন্দচংক্রমে ॥
কলায়খঞ্জে চাঙ্কুল্যে গৃধ্রস্যামববাহুকে।
পানে বস্তৌ তথাভ্যঙ্গে নস্যে কর্ণাক্ষিপূরণে ॥
তৈলমেতৎ প্রশংসন্তি সর্ব্ববাতরুজাপহম্ ॥ ৪৩ ॥

মহামাষ তৈল—তিল তৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—মাষকলাই /৪ সের, দশমূল /৬।০ সের, শ্রীনপুংসক ছাগ-মাংস /৩৮০ তিন সের তিন পোয়া। জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। দুগ্ধ ।৬ সের। কল্কার্থ—আলকুশীমূল, এরণ্ডমূল, শুলফা, সৈন্ধব, বিট্, সচললবণ, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, চই, চিতা-মূল, কটফল, ত্রিকটু, পিপুলমূল, রাস্না, যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, গুলঞ্চ, কুড়, অশ্বগন্ধা, বচ ও শঠী; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই তৈল ব্যবহারে পক্ষাঘাত, অর্দ্দিত, বধি-রতা, হনুগ্রহ, খঞ্জতা, পঙ্গুতা ও গৃধ্রসী প্রভৃতি বাত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই তৈল পানে, মর্দ্দনে, বস্তিকর্ম্মে, নস্যে এবং কর্ণ ও চক্ষু-পূরণে প্রশস্ত ॥ ৪৩ ॥

নিরামিষমহামাষতৈলম্।

দশমূলাঢ়কং পক্ত্বা জলদ্রোণেঽঙ্ঘ্রিশেষিতে।
তদ্বন্মাষাঢ়ককাথে তৈলপ্রস্থং পয়ঃ সমম্ ॥
কল্কৈরেভিশ্চ মতিমান্ সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
অশ্বগন্ধা শটী দারু বলা রাস্না প্রসারণী ॥
কুষ্ঠং পরুষকং ভার্গী দ্বে বিদার্য্যৌ পুনর্নবা।
মাতুলুঙ্গফলাজাজ্যৌ রামঠং শতপুষ্পিকা ॥
শতাবরী গোক্ষুরকং পিপ্পলীমূলচিত্রকৌ।
জীবনীয়গণং সর্ব্বং সংহৃত্যৈব সসৈন্ধবম্ ॥
তৎসাধু সিদ্ধং বিজ্ঞায় মাষতৈলমিদং মহৎ।
বস্ত্যভ্যঞ্জনপানেষু নাবনেষু প্রশস্যতে।
পক্ষাঘাতে হনুস্তম্ভে অর্দ্দিতে সাপতন্ত্রকে।
অববাহুকবিশ্বচ্যোঃ খাঞ্জ্য পাঙ্গুল্যয়োরপি ॥
শিরোমন্যাগ্রহে চৈব অধিমন্থে চ বাতিকে।
শুক্রক্ষয়ে কর্ণনাদে কর্ণক্ষেড়ে চ দারুণে।
কলায়খঞ্জশমনে ভৈষজ্যমিদমাদিশেৎ ॥ ৪৪ ॥

নিরামিষমহামাষ তৈল—তিলতৈল /৪ সের ক্বাথার্থ দশমূল সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। মাষকলাই /৮সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। দুগ্ধ ।৬ সের। কল্কার্থ-অশ্বগন্ধা, শঠী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, গন্ধ ভাদুলে, কুড়, পরুষফল, বামনহাটী, কুষ্মাণ্ড, ভূমিকুষ্মাণ্ড, পুনর্নবা, ছোলঙ্গলেবু, জীরা, কৃষ্ণ-জীরা, হিং, শুলফা, শতমূলী, গোক্ষুর, পিপুলমূল,

চিতামূল, জীবনীয়বর্গ ও সৈন্ধবলবণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ⁄১ সের। এই তৈল পানে, মর্দ্দনে, বস্তিকর্ম্মে ও নস্তে প্রশস্ত। ইহা দ্বারা পক্ষাঘাত, হনুস্তম্ভ, অর্দ্দিত, অপতন্ত্রক অববাহুক, বিশ্বচী, শুক্রক্ষয়, কর্ণনাদ ও কলায়খঞ্জ প্রভৃতি বিবিধ রোগ উপশম হয়॥ ৪৪॥

কুব্জপ্রসারণী তৈলম্।

প্রসারণীশতং ক্ষুণ্ণং পচেত্তোয়ার্ম্মণেশুভে।
পাদশেষে সমং তৈলং দধি দদ্যাৎ সকাঞ্জিকম্॥
দ্বিগুণঞ্চ পয়ো দত্বা কল্কান্ দ্বিপলিকাংস্তথা।
চিত্রকং পিপ্পলীমূলং মধুকং সৈন্ধবং বলাম্॥
শতপুষ্পাং দেবদারু রাস্নাং বারণপিপ্পলীম্।
প্রসারণ্যাশ্চ মূলানি মাংসী ভল্লাতকানি চ॥
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা তৈলং বাতশ্লেষ্মাময়ান্ জয়েৎ।
অশীতিং নরনারীস্থান্ বাতরোগান্ ব্যপোহতি॥
কুব্জস্তিমিতপঙ্গুত্বং গৃধ্রসীখুড়কার্দ্দিতম্।
হনু-পৃষ্ঠ-শিরো গ্রীবাস্তম্ভং চাশু নিযচ্ছতি॥ ৪৫॥

কুব্জপ্রসারণীতৈল—তিলতৈল ।৬ সের। ক্কাথার্থ—গন্ধভাদুলে ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। দধির মাত ।৬ সের, কাঁজি ।৬ সের, দুগ্ধ ৸২ সের। কল্কার্থ—চিতামূল, পিপুলমূল, যষ্টিমধু, সৈন্ধব, বেড়েলা, শুলফা, দেবদারু, রাস্না, গজপিপ্পলী, গন্ধভাদুলেমূল, জটামাংসী ও ভেলার মুটী; এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেকের ১৬ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে বাতশ্লেষ্মরোগ, কুব্জতা, স্তিমিততা, পঙ্গুত্ব, গৃধ্রসী এবং হনু, পৃষ্ঠ, গ্রীবাস্তম্ভ ও অশীতি প্রকার বাতরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪৫॥

সপ্তশতিকপ্রসারণীতৈলম্।

সমূলপত্রমুৎপাট্য শরৎকালে প্রসারণীম্।
শতং প্রাহুঃ সহচরাৎ শতাবর্য্যাঃ শতং তথা॥
বলাশ্বগন্ধাশ্বগন্ধা কেতকীনাং শতং শতম্।
পচেচ্চতুর্গুণে তোয়ে দ্রব্যৈস্তৈলাঢ়কং ভিষক্॥
দদ্যাৎ মাংসং রসং চুক্রং পয়শ্চাঢ়কমাঢ়কম্।
দধ্যাঢ়কসমাযুক্তং পাচয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥
দ্রব্যানান্ত প্রদাতব্যা মাত্রা চার্দ্ধপলাংশিকা।
তগরং মদনং কুষ্ঠং কেশরং মুস্তকং ত্বচম্॥
রাস্না সৈন্ধবপিপ্পল্যৌ মাংসী-মঞ্জিষ্ঠ-যষ্টিকাঃ।
তথা মেদা মহামেদা জীবকর্ষভকৌ পুনঃ॥
শতপুষ্পা ব্যাঘ্রনখং শুণ্ঠী দেবাহ্বমেব চ।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী বচা ভল্লাতকং তথা
পেষয়িত্বা সমানেতান্ সাধনীয়া প্রসারণী।
নাতিপক্কং ন হীনঞ্চ সিদ্ধং পূতং নিধাপয়েৎ॥
যত্র যত্র প্রদাতব্যা তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
কুব্জানাং মুখপঙ্গুনাং বামনানাং তথৈব চ॥
যস্য শুষ্যতি চৈকাঙ্গং যে চ ভগ্নাস্থিসন্ধয়ঃ।
বাতশোণিতদুষ্টানাং বাতোপহতচেতসাম্॥
স্ত্রীমদ্যক্ষীণশুক্রাণাং বাজীকরণমুত্তমম্।
বস্তৌ পানে তথাভ্যঙ্গে নস্যেচৈব প্রয়োজয়েৎ।
প্রযুক্তং শময়ত্যাশু বাতজান্ বিবিধান্ গদান্॥ ৪৬॥

সপ্তশতিক-প্রসারণীতৈল—তিলতৈল ।৬ সের। ক্কাথার্থ-মূল ও পত্র সহিত গন্ধভাদুলে ।২॥০ সের, জল ৫০ সের, শেষ ।২॥০ সের, ঝাঁটিমূল ।২॥০ সের, জল ৫০ সের, শেষ ।২॥০ সের, শতমূলী ।২॥০ সের, জল ৫০ সের, শেষ ।২॥০ সের, বেড়েলা ।২॥০ সের, জল ৫০ সের, শেষ ।২॥০ সের, আলকুশীমূল ।২॥০ সের, জল ৫০ সের, শেষ ।২॥০ সের, অশ্বগন্ধা ।২॥০ সের, জল ৫০ সের, শেষ ।২॥০ সের, কেয়ারমূল ।২॥০ সের, জল ৫০ সের, শেষ ।২॥০ সের, দধির মাত ।৬ সের, ছাগমাংস ⁄৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। চুক্র ।৬ সের, দুগ্ধ ।৬ সের, দধি ।৬ সের। কল্কার্থ—তগরপাদুকা, মদনফল, কুড়, নাগেশ্বর, মুথা, দারুচিনি, রাস্না, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, গজপিপুল, জটামাংসী, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, শুলফা, নখী, শুঠ, দেবদারু, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, বচ ও ভেলারমুটী; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। এই তৈল পানে, মর্দ্দনে, নস্তে ও বস্তিকর্ম্মে প্রয়োগ করিবে। ইহা দ্বারা কুব্জতা, পঙ্গুতা, বামনতা ও একাঙ্গশুষ্কতা প্রশমিত হয় এবং ভগ্নাস্থি ও ভগ্নসন্ধি সংযোজিত হয় ও বাতরক্ত, ক্ষয় ও বিবিধ বাতরোগ বিদূরিত হয়॥ ৪৬॥

একাদশশতিকং মহাপ্রসারণীতৈলম্।

শাখামূলদলৈঃ প্রসারণীতুলা স্তিস্রঃ কুরুণ্টাত্তুলে ছিন্নাশ্চ তুলে তুলে রুবুকতো রাস্না শিরীষাত্তুলা। দেবাহ্বাচ্চ সকেতকাদ্ ঘটশতে নিঃক্কাথ্য কুম্ভা শিকে তোয়ে তৈলঘটং তুষাম্বুকলসৌ দত্ত্বাঢ়কং মস্তুনঃ॥ শুক্তাচ্ছাগরসাদথেক্ষুরসতঃ ক্ষীরাচ্চদত্ত্বাঢ়কং পৃক্কা কর্কটজীবকাদ্যবিকষা কাকোলিকাকচ্ছুরৈঃ। সূক্ষ্মৈলা ঘনসার-কুন্দসরলা-কাশ্মীর-মাংসী-নখৈঃ কালীয়োৎপলপদ্মকাহ্বয়-নিশাকক্কোলকগ্রন্থিকৈঃ॥ চাম্পেয়াভয়চোচপুগকটুকা জাতীফলা-ভীরুভিঃ শ্রীবাসাম্বরদারু-চন্দন-বচা-শৈলেয়-সিন্ধূত্তবৈঃ। তৈলাম্ভোদ-কটম্ভরাজ্ঞ্যি নলিকা বৃশ্চীরকচ্ছোরকৈঃকস্তুরী-দশমূলকেতক নতধ্যামাশ্বগন্ধাম্বুভিঃ॥ কৌন্তীতার্ক্ষ্যজ-শল্লকীফল-লঘু শ্যামালতাহ্বাময়ৈর্ভল্লাত-ত্রিফলাব্জ-কেশর-মহাশ্যামালবঙ্গান্বিতৈঃ। সব্যোষৈস্ত্রিপলৈর্মহীয়সি পচেন্মন্দেন পাত্রেঽগ্নিনা পানাভ্যঞ্জন বস্তিনস্তবিধিনা তন্মারুতং নাশয়েৎ॥ সর্ব্বার্দ্ধাঙ্গ-গতং তথা বয়বগং সন্ধ্যস্থিমজ্জাশ্রিতং শ্লেষ্মোত্থানথ পৈত্তিকাংশ্চ শময়েন্নানাবিধানাময়ান্। ধাতূন্ বৃংহয়তি স্থিরঞ্চ কুরুতে পুংসাং নবং যৌবনং বৃদ্ধস্যাপি বলং করোতি সুমহদ্ বন্ধ্যাসু গর্ভপ্রদম্॥ পীত্বা তৈলমিদং জরত্যপি সুতং সূতেঽমুনা ভুরুহাঃ সিক্তাঃ শোষমুপাগতাশ্চ মলিনাঃ স্নিগ্ধা ভবন্তি স্থিরাঃ। ভগ্নাঙ্গাঃ সুদৃঢ়া ভবন্তি মনুজা গাবো হয়াঃ কুঞ্জরাঃ॥ ৪৭॥

একাদশশতিক মহাপ্রসারণীতৈল—তিলতৈল ৬৪ সের। ক্কাথার্থ—শাখা, মূল ও পত্র সহিত গন্ধভাদুলে সাড়ে সাইত্রিশ সের, নীলঝাটি ।৫ সের, গুলঞ্চ ।৫ সের, ভেরেণ্ডারমূল ॥৫ সের রাস্না ও শিরীষ মিলিত ।২॥০ সের, দেবদারু ও কেঁয়ারমূল মিলিত ।২॥০ সের, পাকার্থজল ৬৪০০ সের, শেষ ১২৮ সের। কাঁজি ১২৮ সের, দধির মাত ।৬ সের, শুক্ত ।৬ সের, স্ত্রীনপুংসক ছাগমাংস /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের, ইক্ষুরস ।৬ সের, দুগ্ধ ।৬ সের। কল্কার্থ—পিড়িংশাক, কাঁকড়াশৃঙ্গী, জীবনীয়গণ, মঞ্জিষ্ঠা, কাঁকোলী, আলকুশীমূল, ছোটএলাইচ, কর্পূর, কুন্দুরুখোটা, সরলকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, জটামাংসী, নখী, কালীয়ককাষ্ঠ, সুদি, পদ্মকাষ্ঠ, হরিদ্রা, কাঁকোলী, গেঁঠেলা, নাগেশ্বর, বেণারমূল, দারুচিনি, সুপারি, লতাকস্তুরী, জাতীফল, শতমূলী, নবনীতখোটী, দেবদারু, রক্তচন্দন, বচ, শৈলজ, সৈন্ধবলবণ, শিলারস, মুথা, গন্ধভাদুলেমূল, লালুকা, পুনর্নবা, গন্ধশটী, মৃগনাভি, দশমূল, কেঁয়ারমূল, তগরপাদুকা, গন্ধতৃণ, অশ্বগন্ধা,বালা, রেণুকা, রসাঞ্জন, শিমুলমূল, কটফল, অগুরু, প্রিয়ঙ্গু, কুড়, ভেলারমুটী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পদ্মকেশর, শ্যামালতা লবঙ্গ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ; ইহাদের প্রত্যেকের ২৪ তোলা। এই তৈল পানে,মর্দ্দনে, বস্তিকর্ম্মে ও নস্যে ব্যবহার্য্য। ইহা ব্যবহারে একাঙ্গ বা সর্ব্বাঙ্গাশ্রিত বাত, সন্ধি ও মজ্জাগত বাত এবং শ্লেষ্ম ও পিত্তজনিত নানাবিধ ব্যাধি বিদূরিত হয়॥ ৪৭॥

অষ্টাদশশতিকং প্রসারণীতৈলম্।

সমূলদলশাখায়াঃ প্রসারণ্যাঃ শতত্রয়ম্।
শতমেকং শতাবর্য্যা অশ্বগন্ধাশতং তথা।
কেতকীনাং শতঞ্চৈকং দশমূলাচ্ছতং শতম্।
শতং বাট্যালকস্যাপি শতং সহচরস্য চ॥
জলদ্রোণশতং দত্ত্বা শতভাগাবশেষিতম্।
ততস্তেন কষায়েণ কষায়দ্বিগুণেন চ॥
সুব্যক্তেনারনালেন দধিমস্ত্বাঢ়কেন চ।
ক্ষীরশুক্তেক্ষুনির্য্যাসচ্ছাগমাংসরসাঢ়কৈঃ॥
তৈলদ্রোণং সমাযুক্তং দৃঢ়ে পাত্রে নিধাপয়েৎ।
দ্রব্যাণি যানি পেষ্যাণি তানি বক্ষ্যাম্যতঃ পরম্।
ভল্লাতকং নতং শুণ্ঠী পিপ্পলী চিত্রকং শটী।
বচা পৃক্কা প্রসারণ্যাঃ পিপ্পল্যামলমেব চ।
দেবদারু শতাহ্বা চ সূক্ষ্মৈলা ত্বচ বালকম্॥
কুঙ্কুমং মদ-মঞ্জিষ্ঠা তুরুষ্কং নখিকাগুরু।
কর্পূর কুন্দুরু নিশা লবঙ্গং ধ্যাম-চন্দনম্॥
কক্কোলং নলিকা মুস্তং কালীয়োৎপলপত্রকম্।
শটী হরেণু শৈলেয়-শ্রীবাসক সকেতকম্॥
ত্রিফলা কচ্ছুরাভীরু সরলং পদ্মকেশরম্।
প্রিয়ঙ্গুশীরনলদং জীবকাদ্যং পুনর্নবা॥
দশমূল্যশ্বগন্ধে চ নাগপুষ্পং রসাঞ্জনম্।
কটুকাজাতিপুগানাং ফলানি শল্লকীরসম্॥
ভাগান্ ত্রিপলিকান্ দত্ত্বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
বিস্তীর্ণে সুদৃঢ়ে পাত্রে পাচ্যৈষা তু প্রসারণী।
প্রয়োগঃ ষড়্‌বিধশ্চাত্র রোগার্ত্তানাং বিধীয়তে।

অভ্যঙ্গাৎ ত্বগ্‌গতং হন্তি পানাৎ কোষ্ঠগতং তথা॥
ভোজনাৎ সূক্ষ্মনাড়ীস্থান্ নস্যাদূর্দ্ধগতং তথা।
পক্বাশয়গতে বস্তির্নিরূহঃ সর্ব্বগামিকে॥
এতদ্ধি বড়বাখানাং কিশোরাণাং যথামৃতম্।
এতদেব মনুষ্যাণাং কুঞ্জরাণাং গবামপি॥
অনেনৈব চ তৈলেন শুষ্যমানা মহাদ্রুমাঃ।
সিক্তাঃ পুনঃ প্ররোহন্তি ভবন্তি ফলশালিনঃ॥
বৃদ্ধোঽপ্যনেন তৈলেন পুনশ্চ তরুণায়তে।
ন প্রসূতে চ যা নারী সাপি পীত্বা প্রসূয়তে॥
অপ্রজঃ পুরুষো যস্তু সোঽপি পীত্বা লভেৎ সুতম্।
অশীতিং বাতজান্ রোগান্ পৈত্তিকান্ শ্লৈষ্মিকানপি।
সন্নিপাত-সমুত্থাংশ্চ নাশয়েৎ ক্ষিপ্রমেব হি॥
এতেনাঙ্কবৃষ্ণীনাং কৃতং পুংসবনং মহৎ।
কৃত্বা বিষ্ণোর্বলিঞ্চাপি তৈলমেতৎ প্রয়োজয়েৎ॥ ৪৮॥

অষ্টাদশশতিক প্রসারণীতৈল—তিলতৈল ৬৪ সের। কাথার্থ—মূল, পত্র এবং শাখা সহিত গন্ধভাদুলে ৮৭৷৷৹ সাড়ে সাইত্রিশ সের, শতমূলী ।২৷৷৹ সের, অশ্বগন্ধা ।২৷৷৹ সের, কেঁয়ার মূল ।২৷৷৹ সের, দশমূলের প্রত্যেকে ।২৷৷৹ সের, বেড়েলা ।২৷৷৹ সের, ঝাটিমূল ।২৷৷ সের, পাকার্থ-জল ৬৪০০ সের, শেষ ৬৪ সের। কাঁজি ১২৮ সের, দধিরমাত ।৬ সের, দুগ্ধ ।৬ সের, শুক্ত ।৬ সের, ইক্ষুরস ।৬ সের। স্ত্রীনপুংসক ছাগ মাংসের কাথ ।৬ সের। কল্কার্থ—ভেলারমূল, তগরপাদুকা, শুঠ, পিপুল, চিতামূল, শঠী, বচ, পিড়িংশাক, গন্ধভাদুলেমূল, পিপুলমূল, দেবদারু, শুলফা, ছোটএলাইচ, দারুচিনি, বালা, কুঙ্কুম, কস্তুরী, মঞ্জিষ্ঠা, শিলাজতু, নখী, অগুরু, কর্পূর, কুন্দুরুখোটী, হরিদ্রা, লবঙ্গ, গন্ধতৃণ, রক্তচন্দন, কাঁকোলী, লালুকা, মুথা, কৃষ্ণাগুরু, সুদি, তেজপত্র, গন্ধশঠী, রেণুক, শৈলজ, নবনীতখোটি, কেতকী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, আলকুশীমূল, শতমূলী, সরলকাষ্ঠ, পদ্মকেশর, প্রিয়ঙ্গু, বেণারমূল, জটামাংসী, জীবক, ঋষভক, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, মেদ, মহামেদ, মুগানী, মাষানী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পুনর্নবা, দশমূল, অশ্বগন্ধা, নাগেশ্বর, রসাঞ্জন, লতাকস্তুরী, জাতীফল, সুপারি, শিমুলের মূল ও গন্ধরস; ইহাদের প্রত্যেকের ২৪ তোলা। এই তৈল মর্দ্দন করিলে ত্বক্‌গত, পান করিলে কোষ্ঠগত, ভোজ্য-দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবনে সূক্ষ্মনাড়ীস্থ, এবং ইহা দ্বারা নস্য প্রদান করিলে ঊর্দ্ধগত, বস্তি প্রয়োগে পক্বাশয়স্থ এবং নিরূহ প্রয়োগ করিলে সর্ব্বদেহস্থ বাতরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪৮॥

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈলম্।

সমূলপত্রশাখাঞ্চ জাতসারাং প্রসারণীম্।
কুট্টয়িত্বা পলশতং দশমূলশতং তথা॥
অশ্বগন্ধাপলশতং কটাহে সমধিক্ষিপেৎ।
বারিদ্রোণে পৃথক্ কৃত্বা পাদশেষেঽবতারিতম্।
কষায়সমমাত্রস্তু তৈলমাত্রাং প্রদাপয়েৎ।
দধ্নস্তথাঢ়কং দত্বা দ্বিগুণঞ্চাম্লকাঞ্জিকাৎ॥
চতুর্দ্রোণেন পয়সা জীবনীয়ৈঃ পলোন্মিতৈঃ।
শৃঙ্গবেরপলান্ পঞ্চ ত্রিংশদ্ ভল্লাতকানি চ
দ্বে পলে পিপ্পলীমূলাৎ চিত্রকাচ্চ পলদ্বয়ম্।
যবক্ষারপলে দ্বে চ সৈন্ধবস্য পলদ্বয়ম্॥
সৌবর্চ্চলপলে দ্বে চ মঞ্জিষ্ঠায়াঃ পলদ্বয়ম্।
প্রসারণীপলে দ্বে চ মধুকস্য পলদ্বয়ম্॥
সর্ব্বাণ্যেতানি সংহৃত্য শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
এতদভ্যঞ্জনে শ্রেষ্ঠং বস্তিকর্ম্ম-নিরূহণে॥
পানে নস্যে চ দাতব্যং ন কচিৎ প্রতিহন্যতে।
অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্॥
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব সর্ব্বানেতান্ ব্যপোহতি।
গৃধ্রসীমস্থিভঙ্গঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥
অপস্মারং তথোন্মাদং বিভ্রমং মন্দগামিতাম্।
ত্বগ্‌গতাশ্চাপি যে বাতাঃ শিরঃসন্ধিগতাশ্চ যে॥
জানুসন্ধিগতাশ্চৈব পাদপৃষ্ঠগতাশ্চ যে।
অশ্বো বা যাত সংভগ্নো গজো বা যদি বা নরঃ॥
প্রসারয়তি যস্যাঙ্গং তস্যা দেয়া প্রসারণী।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ জননী বৃদ্ধানাঞ্চপ্রস্নবনী॥
এতেনাঙ্কবৃষ্ণীনাং কৃতং পুংসবনং মহৎ।
প্রসারণীতৈলমিদং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
অপনয়তি জরাং পলিতং শোষয়তি রুগ্নামুৎপাদয়তি
তারুণ্যম্॥

এতদুপযুজ্যমানঃ প্রসন্নবর্ণেন্দ্রিয়ো ভবেৎ॥ ৪৯॥

ত্রিশতীপ্রসারণীতৈল—তিলতৈল ৪৮ সের। কাথার্থ—মূল, পত্র ও শাখা সহিত গন্ধভাদুলে ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। অশ্বগন্ধা ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। দশমূল সমভাগে মিলিত ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। দধির মাত ।৬ সের, অম্ল কাঁজি ৮২ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, মুগানী, মাষানী, জীবন্তী ও যষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, আদা ৪০ তোলা, ভেলারমুটী, ২৪০ তোলা, পিপুলমূল, চিতামূল, যবক্ষার, সৈন্ধব, সচললবণ, মঞ্জিষ্ঠা, গন্ধভাদুলে ও যষ্টিমধু, ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা। কল্ক পাকার্থ, জল ২৫৬ সের। এই দ্রব্যগুলি দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করা হইলে পর এই তৈল পান, মর্দ্দন, নিরূহ, বস্তিকর্ম্ম ও নস্যরূপে ব্যবহার করিলে ইহাতে অশীতি প্রকার বাতরোগ, চল্লিশ প্রকার পিত্তজ রোগ এবং বিংশতি প্রকার শ্লৈষ্মিক রোগ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ গৃধ্রসী, অস্থিভঙ্গ, মন্দাগ্নি, অরুচি, অপস্মার, উন্মাদ, ভ্রম, মন্দগমনত্ব এবং ত্বক্, শিরঃসন্ধি, জানুসন্ধি, পাদ ও পৃষ্ঠগত বাতরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৯ ॥

মহারাজপ্রসারণীতৈলম্।

শতত্রয়ং প্রসারণ্যা যে চ পীতসহাচরাৎ।
অশ্বগন্ধৈরণ্ডবলা বর্ষী রাস্না পুনর্নবাঃ ॥
কেতকী দশমূলঞ্চ পৃথক্ ত্বক্ পারিভদ্রকঃ।
প্রত্যেকমেষান্তু তুলাতুলার্দ্ধং কিনিমাত্তথা ॥
তুলার্দ্ধং ত্বাচ্ছিন্নীষাচ্চ লাক্ষায়াঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
পলানি লোধ্রাচ্চ তথা সর্ব্বমেকত্র সাধয়েৎ ॥
জলপঞ্চাঢ়কশতে সপাদে তত্র শেষয়েৎ।
দ্রোণদ্বয়ং কাঞ্জিকন্তু ষড়বিংশত্যাঢ়কোন্মিতম্ ॥
ক্ষীরদধ্নোঃ পৃথক প্রস্থান্ দশ মস্ত্বাঢ়কং তথা।
ইক্ষোরসাঢ়কৌ চাপি ছাগমাংসং তুলাত্রয়ে ॥
জলপঞ্চচত্বারিংশৎপ্রস্থান্ পক্কে তু শেষয়েৎ।
সপ্তদশদ্বসপ্রস্থান্ মঞ্জিষ্ঠাক্বাথ এব চ ॥
কুড়বোনাঢ়কোন্মানা দ্রবৈরেভিস্তু সাধয়েৎ।
সুগুদ্ধং তিলতৈলস্ত দ্রোণং প্রস্থেন সংযুতম্ ॥
আদ্য এভির্দ্রবৈঃ পাকঃ কল্কো ভল্লাতকং কণা।
নাগরং মরিচঞ্চৈব প্রত্যেকং ষট্ পলোন্মিতম্ ॥
ভল্লাতকাসহত্বে তু রক্তচন্দনমিষ্যতে।
পথ্যাক্ষধাত্র্যঃ সরলং শতাহ্বা কর্কটো বচা ॥
চোরপুষ্পী শটী মুস্তদ্বয়ং পদ্মঞ্চ সোৎপলম্।
পিপ্পলীমূলং মঞ্জিষ্ঠা সাশ্বগন্ধা পুনর্নবা ॥
দশমূলং সমুদিতং চক্রমর্দ্দো রসাঞ্জনম্।
গন্ধতৃণং হরিদ্রা চ জীবনীয়গণস্তথা ॥
এষাং ত্রিপলিকৈর্ভাগৈরাদ্যঃ পাকো বিধীয়তে।
দেবপুষ্পী বোলপত্রং শল্লকীরসশৈলজে ॥
প্রিয়ঙ্গুশীরমধুরী মাংসী দারু বলা চলা।
শ্রীবাসো নলিকা খোটিঃ সূক্ষ্মৈলা কুন্দুরুর্মু রা ॥
নখীত্রয়ঞ্চ ত্বক্ পত্রী পদ্মা পূতিচম্পকম্।
মদনং রেণুকা পৃক্কা মরুবঞ্চ পলত্রয়ম্ ॥
প্রত্যেকং গন্ধতোয়েন দ্বিতীয়ঃ পাক ইষ্যতে।
গন্ধোদকস্তু ত্বক্‌পত্রী পত্রকোশীরমুস্তকম্ ॥
প্রত্যেকং সরলামূলং পলানি পঞ্চবিংশতিঃ।
কুষ্ঠার্দ্ধভাগোঽত্র জলপ্রস্থাস্ত পঞ্চবিংশতিঃ।
অর্দ্ধাবশিষ্টাঃ কর্ত্তব্যাঃ পাকে গন্ধাম্বুকর্ম্মণি।
গন্ধাম্বুচন্দনাম্বুভ্যাং তৃতীয়ঃ পাক ইষ্যতে ॥
কল্কোঽত্র কেশরং কুষ্ঠং ত্বক্ কালীয়ক-কুঙ্কুমম্।
ভদ্রশ্রিয়ং গ্রন্থিপর্ণং লতাকস্তুরিকাং তথা ॥
লবঙ্গ,গুরু-কক্কোল জাতিকোষফলানি চ।
এলা লবঙ্গং ছল্লী চ প্রত্যেকং ত্রিপলোন্মিতম্ ॥
কস্তুরী ষট্‌পলা চন্দ্রাৎ পলং সার্দ্ধঞ্চ গৃহ্যতে।
বেধনার্থং দ্রুনশ্চন্দ্রমদো দেয়ৌ হুথোন্মিতৌ ॥
মহাপ্রসারণী সেয়ং রাজভোগ্যা প্রকীর্ত্তিতা।
গুণান্ প্রসারণীনান্তু বহত্যেষা বলোত্তমান্ ॥
কাঞ্জিকং মানতো দ্রোণং শুক্তেনাত্র বিধীয়তে।
অত্র শুক্তবিধি র্গুঃ প্রস্থঃ পঞ্চাঢ়কোন্মিতম্ ॥
কাঞ্জিকং কুড়বং দধ্নো গুড়প্রস্থোঽম্লমূলকাৎ।
পলান্যষ্টৌ শোধিতাদ্র ৎ পলষোড়শিকং তথা ॥
কণা জীরক-সিন্ধুত্থ হরিদ্রা-মরিচং তথা।
দ্বিপলং ভাবিতে ভাণ্ডে ঘৃতেনাষ্টদিনং স্থিতম্ ॥
সিদ্ধং ভবতি তচ্ছুক্তং যদাবতার্য্য গৃহ্যতে।
তদা দেয়ং চতুর্জাতং পৃথক্ কর্ষত্রয়োন্মিতম্ ॥ ৫০ ॥

মহারাজপ্রসারণীতৈল—তিলতৈল ৬৮ সের কাথার্থ—গন্ধভাদুলে ৮৭॥০ সের, পীতঝাটিমূল ॥৫ সের, অশ্বগন্ধা, ভেরেণ্ডারমূল, বেড়েলা, শতমূলী, রাস্না, পুনর্নবা, কেয়ারমূল, দশমূল ও পালি-

ধার ছাল; ইহাদের প্রত্যেক ।২॥৹সের, দেবদারু ৬। সের, শিরীষছাল ৬। সের, লাক্ষা /১৶৹ পোয়া, লোধ /১৶ পোয়া। এই সমুদায় দ্রব্য একত্রে ৮৪০০সের জলে পাক করিয়া ১২৮ সের থাকিতে নামাইবে। কাঞ্জি ৬৪ সের, দুগ্ধ ৪০ সের, দধি ৪০ সের, দধির মাত ৬ সের, ইক্ষুরস ৩২ সের। ছাগমাংস ৩৭॥৹ সের, পাকার্থ জল ১৮০ সের। মঞ্জিষ্ঠা ৪৮০ তোলা, জল ৬০ সের, শেষ ।৫ সের। কল্কার্থ—ভেলারমুটি, পিপুল, শুঠ ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ৪৮ তোলা, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, সরলকাঠ, শুল্‌ফা, কাকড়াশৃঙ্গী, বচ, চোরপুষ্পী, শঠী, মুথা, নাগর-মুথা, পদ্মপুষ্প, সুঁদি, পিপুলমূল, মঞ্জিষ্ঠা অশ্বগন্ধা, পুনর্নবা, দশমূল, চাকুন্দেমূল, রসাঞ্জন, গন্ধতৃণ, হরিদ্রা, জীবক, ঋষভক, মেদ,মহামেদ, কঁাকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী ও যষ্টি-মধু, ইহাদের প্রত্যেকের ২৪ তোলা। প্রথমে এই সমুদায় কল্ক দ্রব্য ও কাথ দ্বারা তৈল পাক করিবে। পরে লবঙ্গ, গন্ধবোল, তেজপত্র, ধুনা, শৈলজ, প্রিয়ঙ্গু, বেণারমূল, মৌরি, জটামাংসী, দেবদারু, বালা, শিলারস, শ্বেতচন্দন, লালুকা, ছোটএলাইচ, কুন্দুরুখোটি, মুরামাংসী, ত্রিবিধ নখী, (এক প্রকার বদরী পত্রের ন্যায়, দ্বিতীয় প্রকার উৎপল পত্রের ন্যায়, তৃতীয় অশ্বের খুরের ন্যায়) তেজপত্র, চই, খাটাসী, চাঁপার কলি, মৌফুল, রেণুক, পিড়িংশাক ও মরুয়া ইহাদের প্রত্যেকের ২৪ তোলা। এই সমস্ত কল্ক ও গন্ধোদক দ্বারা তৈলের দ্বিতীয় পাক সমাধা করিবে। গন্ধোদক প্রস্তুতের নিয়ম এই, যথা —তেজপত্র, পত্রক, (তেজপত্রসদৃশ পত্রবিশেষ) বেণারমূল, মুথা ও বালা মূল প্রত্যেকের ২০০ তোলা, কুড় ১০ তোলা, জল ১০০ সের, শেষ ৫০ সের। পুনর্ব্বার এই গন্ধাম্বু ও চন্দন জলের সহিত পশ্চাল্লিখিত কল্ক পাক করিবে। চন্দ-নাম্বু প্রস্তুত করিবার নিয়ম; যথা—চন্দন ৬।৹ সের, ৫০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া ॥৫ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইতে হয়। পূর্ব্বোক্ত গন্ধাম্বু ২৫ সের ও এই চন্দন জল ॥৫ সেরের সহিত নাগেশ্বর, কুড়, দারুচিনি, কালিয়াকাষ্ঠ, কুঙ্কুম, অগুরু, কাকোলী, জয়িত্রী, জাতীফল, ছোটএলাইচ ও লবঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের ২৪ তোলা এবং মৃগনাভি ৪৮ তোলা ও কর্পূর ১২ তোলা তৈলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। পশ্চাৎ মৃগনাভি ৪৮ তোলা ও কর্পূর ১২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। এই স্থলে শুক্ত প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত হইল। অন্নমণ্ড /৪ সের, কাঁজি ৮০ সের, দধি /২ সের, অন্নমুলক (কাঁজির অধঃস্থিত অন্ন) /১ সের, আদা /২ সের, পিপুল, জীরা, সৈন্ধবলবণ, হরিদ্রা ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ১৬তোলা। এই দ্রব্য-গুলি ঘৃত ভাণ্ড মধ্যে স্থাপন করতঃ মুখ রুদ্ধ করিয়া ৮ দিন রাখিবে, তদনন্তর মুখ খুলিয়া তাহাতে দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগে-শ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লইলেই শুক্ত প্রস্তুত করা হইল। এই শুক্তই উক্ত মহারাজ প্রসারণী তৈলে কাঁজি রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহারই ৬৪ সের উক্ত মহারাজ প্রসারণী তৈলের সহিত পাক করিতে হয়॥ ৫০

গন্ধোদকম্।

শোধনঞ্চাপি সংস্কারো বিশেষশ্চাত্র কথ্যতে।
আম্র-জম্বুকপিত্থানাং বীজপূরক-বিল্বয়োঃ॥
গন্ধকর্ম্মণি সর্ব্বত্র পত্রাণি পঞ্চপল্লবম্।
পঞ্চপল্লবতোয়েন গন্ধানাং ক্ষালনং মতম্॥ ৫১॥

গন্ধোদক—গন্ধদ্রব্য শোধনার্থ গন্ধোদক প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত হইতেছে। যথা —আম, জাম, কয়েত্‌বেল, টাবালেবু ও বিল্ব ইহাদের পত্র সমভাগে লইয়া কুট্টিত করতঃ অষ্ট গুণ জলসহ সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধেক অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে, তৎপরে উক্ত কাথ দ্বারা গন্ধ দ্রব্য উত্তমরূপে প্রক্ষালনপূর্ব্বক শোধন করিয়া লইবে॥ ৫১॥

নখীশুদ্ধিঃ।

চণ্ডী-গোময়তোয়েন যদি বা তিন্তিড়ীজলৈঃ।
নখং সংক্কাথয়েদেভিরলাভে মৃন্ময়েণ তু ॥
পুনরুদ্ধৃত্য প্রক্ষাল্য ভর্জ্জয়িত্বা বিবেচয়েৎ।
গুড়পথ্যাম্বুনা হ্যেবং শুধ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫২ ॥

নখীশুদ্ধি—মহিষীর বিষ্ঠা বা তেঁতুল অথবা কৃষ্ণমৃত্তিকা মিশ্রিত জলসহ নখী সিদ্ধ করতঃ ঘৃতে ভাজিয়া গুড় মিশ্রিত জলে সিক্ত করিলে উহা বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

মুস্তকশুদ্ধিঃ

মুস্তকন্তু মনাক্ ক্ষুণ্ণং কাঞ্জিকে ত্রিদিনোষিতম্।
পঞ্চপল্লবতোয়েন খিন্নমাতপশোষিতম্ ॥
গুড়াম্বুনা সিচ্যমানং ভর্জ্জয়েচ্চূর্ণয়েত্ততঃ।
আজশোভাঞ্জনজলৈর্ভাবয়েচ্চেতি শুধ্যতি ॥ ৫৩ ॥

মুস্তকশুদ্ধি—মুথা অল্প কুট্টিত করিয়া তিন দিবস কাঁজিতে ভিজাইয়া রাখিবে, তদনন্তর গন্ধোদকের সহিত সিদ্ধ এবং রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ গুড়মিশ্রিত জলে সিক্ত করিবে। তৎপরে ভাজিয়া চূর্ণ করতঃ ছাগমূত্র ও সজিনাছালের রসে ভাবনা দিয়া লইলে মুথা বিশুদ্ধ হয় ॥ ৫৩ ॥

বচা-হরিদ্রয়োঃ শুদ্ধিঃ।

গোমূত্রে চালম্বুষকে পক্ত্বা পঙ্কদলোদকে।
পুনঃ সুরভিতোয়েন বাষ্পস্বেদেন স্বেদয়েৎ ॥
গন্ধোগ্রা শুধ্যতে হ্যেবং রজনীচ বিশেষতঃ॥ ৫৪ ॥

বচ ও হরিদ্রাশুদ্ধি—গোমূত্রে এবং মুণ্ডিরীর জলের সহিত বচ সিদ্ধ করিয়া একটী গন্ধোদক পাত্রের মুখে অপর একটী সছিদ্র পাত্র স্থাপন পূর্ব্বক উভয় পাত্রের সন্ধিস্থান অবরুদ্ধ করিয়া উক্ত সছিদ্র পাত্রোপরি বচ রাখিয়া একখানি সরা দ্বারা উক্ত বচগুলি ঢাকা দিবে এবং গন্ধোদকপূর্ণ পাত্রের নীচে অগ্নি সন্তাপ দিতে থাকিবে। এই রূপে গন্ধোদকপূর্ণ পাত্রের বাষ্প দ্বারা সিদ্ধ বচ সম্যকরূপে শোধিত হইয়া থাকে। এই প্রণালীতে হরিদ্রাও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

শৈলজ-শুদ্ধিঃ

কাঞ্জিকে কথিতং শৈলং ভৃষ্টা পথ্যাগুড়াম্বুনা।
সিক্তেদেবং পুনঃ পুষ্পৈ র্বিবিধৈরধিবাসয়েৎ ॥ ৫৫

শৈলজ শুদ্ধি—শৈলজ কাঁজির সহিত সিদ্ধ করতঃ ভাজিয়া গুড় মিশ্রিত জলে সিক্ত এবং নানাবিধ পুষ্পদ্বারা অধিবাসিত করিয়া লইবে ॥ ৫৫

খট্টাসীশুদ্ধিঃ।

যথালাভমপামার্গমুষ্ক্যাদিক্ষারলেপিতম্।
বাষ্পস্বেদেন সংস্বেদ্য পূতি নির্লোমতাং নয়েৎ ॥
দোলাপক্বং পচেৎ পশ্চাৎ পঞ্চপল্লববারিণি।
খলঃ সাধুমিবোৎপীড্য ততোনিঃস্নেহতাংনয়েৎ ॥
আজশোভাঞ্জনজলৈর্ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ।
শিগ্রুমূলে চ কেতক্যাঃ পুষ্পপত্রপুটেচ তম্ ॥
পচেদেবং বিশুদ্ধিশ্চ মৃগনাভিসমোভবেৎ ॥ ৫৬ ॥

খট্টাসীশুদ্ধি—আপাং এবং মনসাবীজ প্রভৃতির ক্ষার দ্বারা খট্টাসী লিপ্ত করিয়া বাষ্প স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক পঞ্চপল্লবের জলের সহিত দোলাযন্ত্রে পাক করিয়া নিষ্পীড়ন দ্বারা উহার স্নেহভাগ নিঃসারিত করিয়া ফেলিবে। অনন্তর ছাগমূত্র ও সজিনা ছালের রসে পুনঃ পুনঃ ভাবনা দিয়া সজিনার মূলের পিণ্ডে স্থাপন করতঃ কেতকীপুষ্প ও পত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া কুশ দ্বারা রুদ্ধ করিয়া পুটপাক করিয়া লইবে ॥ ৫৬ ॥

শিলারসাদিশুদ্ধিঃ।

তুরুষ্কং মধুনা ভাব্যং কাশ্মীরঞ্চাপি সর্পিষা।
রুধিরেণায়সং প্রাজ্ঞৈর্গোমূত্রৈর্গ্রন্থিপর্ণকম্ ॥
মধুদকেন মধুরীং পত্রকং তণ্ডুলাম্বুনা ॥ ৫৭ ॥

শিলারসাদিশুদ্ধি—শিলাজতু মধুর সহিত, কুঙ্কুম ঘৃতের সহিত, গ্রন্থিপর্ণ গোমূত্রের সহিত, মৌরী মধু মিশ্রিত জলের সহিত ও তেজপত্র তণ্ডুল জলের সহিত ভাবনা দিলে শোধিত হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥

যা গন্ধং কেতকীনাং বহতি পরিমলং বর্ণতঃ পিঙ্গলাভা স্বাদে তিক্তাকটুর্বা পরিলঘুতুলনামর্দ্দিতাচিক্কণা সা। দগ্ধা নো যাতি ভস্ম ঝিঝি ঝিঝি কুরুতে চর্ম্মগন্ধা তু চাগ্নে সা। তস্মা লোভনীয়া বরমৃগতনুজা রাজযোগ্যা প্রদিষ্টা। পীতঃ

কিঞ্চিল্লঘুরতিশয়ং কেতকীতুল্যগন্ধং স্নিগ্ধো দগ্ধো ন বি-বিবিকয়ো ভস্ম ভাবং ন যাতি॥ ঈষত্তিক্তঃ কটুরপি মনাক্ ক্ষার গন্ধানুবিদ্ধঃ সম্যক্ শুদ্ধো মদ ইতি মহীপাল-যোগ্যো মনোজ্ঞঃ॥ ৫৮॥

যে মৃগনাভির গন্ধ কেতকীপুষ্পের ন্যায় তৃপ্তি-জনক, বর্ণ পিঙ্গল বা পীত, আস্বাদ ঈষৎ তিক্ত বা কটু ও মর্দ্দন করিলে সুচিক্কণ হয় এবং অগ্নিতে দগ্ধ করিলে শীঘ্র দগ্ধ না হইয়া চর্ম্মের ন্যায় সঙ্কুচিত হইতে থাকে ও দগ্ধকালীন যদি উহা হইতে চর্ম্মভস্মের গন্ধ বহির্গত হয়, তবে সেইরূপ মৃগ-নাভিই শ্রেষ্ঠ॥ ৫৮॥

পক্কাৎ কর্পূরতঃ প্রাহুরপক্কং গুণবত্তরম্।
তত্রাপি স্যাদ্ যদক্ষুণ্ণং স্ফটিকাভং তদুত্তমম্।
পক্কঞ্চ সদলং স্নিগ্ধং হরিতদ্যুতি চোত্তমম্।
ভঙ্গে মনাগপি চলেন্নিপতন্তি ততঃ কণা॥
হস্তে নিঘৃষ্য কর্পূরং রেখাং হস্তস্য লক্ষয়েৎ।
যদি সা দৃশ্যতে বিদ্ধি কর্পূরমতিভদ্রকম্॥ ৫৯॥

পক্ককর্পূর অপেক্ষা অপক্ককর্পূর অধিক গুণ-শালী। অপক্ক কর্পূরের মধ্যে আবার যাহা অক্ষুণ্ণ ও স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ, তাহাই উৎকৃষ্ট। দানা-বিশিষ্ট, চিক্কণ ও হরিদ্বর্ণ পক্ককর্পূর ভাঙ্গিতে যদি ঈষৎ চঞ্চল এবং উহা হইতে কণাসকল পতিত হয়, তাহা হইলে পক্ক কর্পূরও উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়। কর্পূরের অপর পরীক্ষা এই, হস্তে কর্পূর ঘর্ষণ করিলে যদি উহার স্বচ্ছতা হেতু হস্তের রেখা লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সে কর্পূরও শ্রেষ্ঠ॥ ৫৯॥

মৃগশৃঙ্গাকৃতিঃ কুষ্ঠং কীটদোষবিবর্জ্জিতম্।
শ্বেতচন্দনমত্যন্তং স্নিগ্ধং গুরু সুগন্ধি চ।
ভবেদ্ যচ্চন্দনং রক্তপীতসারং তদুত্তমম্॥
যৎপাণ্ডুরমসারঞ্চ ন ভদ্রং প্রবদন্তি তৎ॥ ৬০॥

কুড়ের আকৃতি মৃগশৃঙ্গের ন্যায় হইলে এবং উহা যদি কীটাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত না হয়, তাহা হইলে সেই কুড়ই উৎকৃষ্ট।

যে শ্বেতচন্দন অত্যন্ত স্নিগ্ধ, গুরু ও সদ্-গন্ধবিশিষ্ট এবং যাহার সারভাগ লোহিত ও পীতবর্ণ বিশিষ্ট, তাহাই উৎকৃষ্ট; আর যাহা অসার ও পাণ্ডুবর্ণ, তাহা অপকৃষ্ট॥ ৬০॥

কাকতুণ্ডাকৃতিঃ স্নিগ্ধো গুরুশ্চৈবোত্তমোঽগুরুঃ।
অসারং পাণ্ডুরং রুক্ষং লঘুশ্চাধমমাদিশেৎ॥
নাদেয়ং নাপ্যুপাদেয়ং তিত্তিরিপক্ষকাগুরুঃ।
শাল্মলীকাষ্ঠসঙ্কাশো নৈব গ্রাহ্যঃ কদাচন॥ ৬১॥

যে অগুরু স্নিগ্ধ, গুরু ও কাকতুণ্ডাকৃতি, তাহাই উৎকৃষ্ট। অসার, পাণ্ডুবর্ণ, রুক্ষ ও লঘু অগুরু নিকৃষ্ট। তিত্তিরিপক্ষবৎ ও শাল্মলী কাষ্ঠ সদৃশ অগুরু সকলের অপকৃষ্ট॥ ৬ ॥

পাণ্ডরৈঃ কেশরৈস্ত্যক্তং রক্তং কুঙ্কুমমুত্তমম্।
নীলং দ্বিরাগিকাশ্মীরং খরপাণ্ডুরকেশরম্॥ ৬২॥

যে কুঙ্কুম পাণ্ডুবর্ণ ও কেশর বিহীন এবং যাহা রক্তবর্ণ তাহাই উত্তম। যে কুঙ্কুম নীলবর্ণ বা দুই প্রকার বর্ণবিশিষ্ট। পাণ্ডুবর্ণ অথবা কর্কশ কেশরযুক্ত, সেই কুঙ্কুম নিকৃষ্ট॥ ৬২॥

খট্টাসোঽনূপজঃ শ্রেষ্ঠো বর্ত্তুলো মাংসলশ্চ যঃ।
সম্মতো মধ্যদেশীয়ো মধ্যমো মরুজোঽধমঃ॥ ৬৩॥

সজল দেশীয় গোলাকার ও মাংসযুক্ত খাটা-সীই উৎকৃষ্ট। মধ্যদেশীয় খাটাসী মধ্যম এবং মরুজাত খাটাসী অধম॥ ৬৩॥

কিঞ্চিৎ পীতা মুরা শস্তা মাংসী পিঙ্গজটাকৃতিঃ।
রেণুকোমুদ্গাতুল্যো যো ভদ্রঃ স সম্মতঃ সতাম্॥
স্থূলো মরিচসঙ্কাশো গন্ধকর্ম্মণি গর্হিতঃ।
আনূপদেশসম্ভূতো মুদ্গবচ্চাতিশোভনঃ॥
মিশ্রিতো মধ্যমঃ প্রোক্তো জাঙ্গলস্ত্বধমো মতঃ॥ ৬৪॥

মুরামাংসী অল্প পীতবর্ণ, জটামাংসী কিঞ্চিৎ পিঙ্গলবর্ণ জটার ন্যায় এবং রেণুকা মুগের ন্যায় হইলে উত্তম জানিবে। যে রেণুকা স্থূল এবং মরিচ সদৃশ, তাহাই নিকৃষ্ট। আনূপদেশ জাত মুগের ন্যায় হইলে রেণুকা অতি উৎকৃষ্ট, মিশ্র দেশীয় রেণুকা মধ্যম এবং জাঙ্গল রেণুকা নিকৃষ্ট॥ ৬৪॥

জাতীফলং সশব্দঞ্চ স্নিগ্ধং গুরু চ শস্যতে।
লঘুকং শব্দহীনঞ্চ রুক্ষাঙ্গমতিনিন্দিতম্॥ ৬৫॥

যে জাতীফল শব্দবিশিষ্ট স্নিগ্ধ ও গুরু, তাহাই উৎকৃষ্ট এবং যাহা লঘু, শব্দহীন ও রুক্ষ, তাহাই অধম ॥ ৬৫ ॥

এলা কক্কোলবীজাভা সা গ্রাহ্যা কোদ্রবাকৃতিঃ।
যা কক্কোলসমাকারা কর্পূররেণুসংযুতা ॥
সরলা সাকৃতিঃ শ্রেষ্ঠা বিপরীতা তু নেষ্যতে ॥ ৬৬ ॥

যে ছোট এলাইচ, কাঁকোলীর বীজের মত এবং যাহা কোদ্রবের আকারবিশিষ্ট ও যাহাতে কর্পূর-রেণুবৎ রেণু লক্ষিত হয়, তাহাই উত্তম। ইহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্তই অপকৃষ্ট জানিবে ॥ ৬৬ ॥

যা কিঞ্চিৎ পাণ্ডরশ্যামা কীটদোষবিবর্জিতা ॥ ৬৭ ॥

যে প্রিয়ঙ্গু ঈষৎ পাণ্ডু ও শ্যামবর্ণ এবং যাহা কীটাদি কর্তৃক ভক্ষিত নহে, তাহা উত্তম। ইহার বিপরীত লক্ষণযুক্ত হইলে নিকৃষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৬৭ ॥

নখী পঞ্চবিধা জ্ঞেয়া গন্ধার্থং গন্ধতৎপরৈঃ।
কাকোডুম্বুরপত্রাভা তথোৎপলদলায়তা ॥
কাচিদশ্বখুরাকারা গজকর্ণসমাপরা।
বরাহকর্ণসঙ্কাশা গন্ধকর্ম্মণি গর্হিতঃ ॥ ৬৮

নখী পাঁচ প্রকার। তন্মধ্যে কাহার আকৃতি ডুমুর পত্রেরন্যায়, কাহারও আকৃতি উৎপল সদৃশ, কাহার আকৃতি হস্তিকর্ণ তুল্য, কাহারও আকৃতি অশ্ব খুরের মত, কাহারও আকৃতি শূকরের কর্ণের ন্যায়। এই পাঁচ প্রকার নখীর মধ্যে শূকর কর্ণ সদৃশ নখীই নিকৃষ্ট, সুতরাং উহা গন্ধ কর্ম্মে প্রয়োগ করিবে না ॥ ৬৮ ॥

গ্রন্থিকঃ পাণ্ডরঃ কিঞ্চিৎ কনিষ্ঠঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
উত্তমঃ কৃষ্ণবর্ণো যঃ স্থূলোঽতীব চ নিন্দিতঃ ॥ ৬৯ ॥

অল্প পাণ্ডুবর্ণ ও ক্ষুদ্র গেঁঠেলা উত্তম এবং যাহা কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূল তাহা অধম ॥ ৬৯ ॥

দীর্ঘমূলং দৃঢ়ং সূক্ষ্মমুত্তমং গন্ধসংযুতম্।
দেশে সাধারণে জাতং লামজ্জং ভদ্রকং ভবেৎ ॥৭০॥

দীর্ঘমূল, দৃঢ়, সূক্ষ্ম, উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত ও সাধারণ দেশে জাত বেণার মূল শ্রেষ্ঠ ॥ ৭০ ॥

মধ্যে সারবিহীনা যা সরসা কীটবর্জ্জিতা।
মালিকা সা ভবেদ্ ভদ্রা বিপরীতা তু নিন্দিতা ॥ ৭১ ॥

মধ্যভাগ সারবিহীন এবং যাহা সরল ও কীটবর্জ্জিত সেই লালুকাই উৎকৃষ্ট। ইহার বিপরীত লক্ষণাক্রান্ত লালুকা নিকৃষ্ট ॥ ৭১ ॥

নির্ম্মলঃ কপিলঃ স্বচ্ছঃ সিহ্লকোঽতিতরাং নবঃ।
মধ্বাভো মলসংযুক্তো বর্জিতো গন্ধকর্ম্মণি ॥ ৭২ ॥

নির্ম্মল, কপিলবর্ণ, স্বচ্ছ ও নূতন শিলাজতু উৎকৃষ্ট, যাহা মধু সদৃশ এবং ময়লা সংযুক্ত, তাহা নিকৃষ্ট, সুতরাং এইরূপ শিলাজতু গন্ধ কর্ম্মে প্রয়োগ করিবে না ॥ ৭২ ॥

শ্রীবাসো ভদ্রকঃ প্রোক্তো মলকাষ্ঠবিবর্জিতঃ।
লাক্ষা তু নূতনা গ্রাহ্যা মৃত্তিকাদিবিবর্জিতা ॥ ৭৩ ॥

মল ও কাষ্ঠবিহীন গন্ধবিরজা উৎকৃষ্ট, নূতন ও মৃত্তিকাদি বর্জ্জিত লাক্ষা উত্তম ॥ ৭৩ ॥

পদ্মকং সরলং ভদ্রং কীটদোষ-বিবর্জিতম্।
জলদোষবিহীনঞ্চ ত্বক্ প্রপত্রং তথৈব চ ॥ ৭৪ ॥

কীটাদি রহিত পদ্মকাষ্ঠ ও সরলকাষ্ঠই শ্রেষ্ঠ, জল দোষ বিহীন দারুচিনি ও তেজপত্র উত্তম ॥ ৭৪ ॥

সূক্ষ্মমূলো বরঃ কেশোঽনূতনঃ সরলস্তথা।
নূতনঃ স্থূলমূলশ্চ বর্জনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৭৫ ॥

যাহার মূল সূক্ষ্ম এবং যাহা পুরাতন ও সরল, সেই বালা শ্রেষ্ঠ। যাহার মূল স্থূল এবং যাহা নূতন, তাহা পরিত্যাজ্য ॥ ৭৫ ॥

কক্কোলকং শুভং বিদ্ধি বেষ্টিতং সূক্ষ্ময়া ত্বচা।
স্নিগ্ধংগুরুকমত্যন্তমন্যথাতীব নিন্দিতম্ ॥ ৭৬ ॥

সূক্ষ্ম ত্বক্ দ্বারা আবৃত, স্নিগ্ধ ও অত্যন্ত গুরু কাঁকোলীই উৎকৃষ্ট। ইহার বিপরীত হইলে নিকৃষ্ট ॥ ৭৬ ॥

অত্যুগ্রাপি সরাগাপি গ্রন্থিলাপি পরা ভবেৎ।
অন্তঃ শুচিস্বরূপেণ বচা কর্ম্মণি গর্হিতা ॥ ৭৭ ॥

উগ্রগন্ধ, ঈষৎ রক্তবর্ণ ও গ্রন্থিবিশিষ্ট বচ উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল গুণ সত্ত্বেও যদি ইহার মধ্য ভাগ শুভ্রবর্ণ হয়, তাহা হইলে তাহা গন্ধ কর্ম্মে প্রযোজ্য নহে ॥ ৭৭ ॥

স্থিমুস্তং নূতনং পুষ্টং গন্ধাঢ্যং পরমং বিদুঃ।
চোরপুষ্পাং নবাং শ্যামা মামনন্তি মনীষিণঃ ॥ ৭৮ ॥

নূতন, পুষ্ট এবং গন্ধবিশিষ্ট মুথা ও নাগরমুথা উৎকৃষ্ট। নূতন শ্যামবর্ণ চোরপুষ্পী উত্তম ॥ ৭৮ ॥

গ্রাহ্যা প্রশোষ্য সম্যক্চম্পক-কলিকা প্রদীপকলিকেব।
কীটাদিকেন রহিতমভিনবমিহ কেশরং গ্রাহ্যম্ ॥ ৭৯ ॥

সম্যক্ শুষ্ক দীপশিখার ন্যায় চম্পক-কলিকা উৎকৃষ্ট। কীটাদিরহিত অভিনব নাগেশ্বরপুষ্প গন্ধ কর্ম্মে গ্রাহ্য ॥ ৭৯ ॥

সসূক্ষ্মকেশরী স্নিগ্ধা মাংসী পিঙ্গজটাকৃতিঃ।
সুগন্ধি লঘু রুক্ষঞ্চ সুরদারু প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮০ ॥

সূক্ষ্ম কেশরবিশিষ্ট স্নিগ্ধ ও পিঙ্গলজটা সদৃশ জটামাংসী শ্রেষ্ঠ। সুগন্ধবিশিষ্ট, লঘু ও রুক্ষ দেবদারু উৎকৃষ্ট ॥ ৮০ ॥

আকৃষ্ণমুত্তমং ন্যূনং রক্তশ্বেদঞ্চ মধ্যমম্।
আরক্তমধমং বিদ্ধি রক্তচন্দনকং ত্রিধা ॥ ৮১ ॥

রক্তচন্দন তিন প্রকার। তন্মধ্যে ঈষৎ-কৃষ্ণবর্ণ রক্তচন্দন উত্তম; যাহা সম্পূর্ণ লোহিত বর্ণ, তাহা মধ্যম; আর যাহা অল্প রক্তবর্ণ, তাহা অধম ॥ ৮১ ॥

হরিদ্রা শস্যতে স্থূলা চ্ছেদে যা কুঙ্কুমচ্ছবিঃ ॥ ৮২ ॥

যাহা স্থূল এবং যাহা ছেদন করিলে কুঙ্কুমের ন্যায় দৃষ্ট হয়, সেইরূপ হরিদ্রাই উত্তম ॥ ৮২ ॥

কেতকী যূথিকা জাতি চম্পকং চাতিমুক্তকঃ।
কদম্বো মল্লিকা নাগপুষ্পঞ্চ কুটজস্তথা ॥
পাটলা করুণৌ সৌরী পুষ্পৈরেভিঃ সমাচরেৎ।
বাসনং কুসুমৈরন্যৈস্তথান্যৈরভিশোভনৈঃ ॥ ৮৩ ॥

কেঁয়া, যুঁই, জাতী, চাঁপা, মাধবী, কদম্ব, মল্লিকা, নাগেশ্বর, কুড়চি, পারুল, করুণালেবু ও পিয়াল; এই সকলের পুষ্প এবং অন্যান্য নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প দ্বারা অধিবাসন করা কর্ত্তব্য ॥ ৮৩ ॥

সৌবর্চ্চলন্তু কেশাভং সৈন্ধবং স্ফটিকপ্রভম্।
জবাকুসুমসঙ্কাশা মনোহ্বা চোত্তমা মতা।
সুবর্ণবচ্চ বিজ্ঞেয়ং স্বর্ণমাক্ষিকমুত্তমম্ ॥ ৮৪ ॥

কেশের ন্যায় বর্ণ বিশিষ্ট সৌবর্চ্চল, স্ফটিকের ন্যায় সৈন্ধব, জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিত বর্ণ মনঃশিলা এবং স্বর্ণের ন্যায় বর্ণ স্বর্ণমাক্ষিক শ্রেষ্ঠ ॥ ৮৪ ॥

শ্রেষ্ঠং শিলাজতু জ্ঞেয়ং যত্তু ক্ষিপ্তং ন শীর্য্যতে।
তোয়পূর্ণে যদা পাত্রে প্রত্যক্ষেব বিরুধ্যতে ॥ ৮৫ ॥

জলপূর্ণ পাত্রে শিলাজতু নিক্ষেপ করিলে যদি বিস্তীর্ণ হইয়া না পড়ে, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট, অন্য লক্ষণাক্রান্ত শিলাজতু নিকৃষ্ট ॥ ৮৫ ॥

ভাত্রক্যং কীর্ত্তিতং যেষাং বিরুদ্ধত্বং ন কীর্ত্তিতম্।
তেষাং তদ্বিপরীতত্বাদ্ বিরুদ্ধত্বঞ্চ লক্ষয়েৎ ॥ ৮৬ ॥

যে সমস্ত দ্রব্যের শ্রেষ্ঠতার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, অথচ নিকৃষ্টতার লক্ষণ উল্লিখিত হয় নাই, তাহাদের শ্রেষ্ঠতার বিপরীত লক্ষণ দ্বারা অপকৃষ্টতা স্থির করিবে ॥ ৮৬ ॥

নকুলাদ্যং ঘৃতম্।

নকুলস্য চ মাংসস্য পচেৎ প্রস্থং জলাঢ়কে।
তৎসমং দশমূলঞ্চ পক্বং মাষবলান্বিতম্ ॥
ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তত্র চতুর্ভাগাবশেষিতম্।
শতাবরী রসপ্রস্থং গব্যদুগ্ধঞ্চ তৎসমম্ ॥
অষ্টৌ বর্গাশ্চ কাকোল্যো জীবন্তী মধুযষ্টিকা ॥
এলা ত্বচঞ্চ পত্রঞ্চ ত্রিকটু ত্রিফলা তথা ॥
মুস্তকং নাগজিহ্বা চ কর্ষং কর্ষং প্রদাপয়েৎ।
সর্ব্ববাতবিকারেষু অপস্মারে বিশেষতঃ ॥
মহোন্মাদে পক্ষাঘাতে চাধ্মানে কোষ্ঠনিগ্রহে।
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে বাধির্য্যে মূকমিম্মিনে ॥
ঊর্দ্ধশুক্রগতে বাতে জঙ্ঘাপার্শ্বাদিসংশ্রিতে।
নকুলাদ্যমিদং নাম্না উর্দ্ধজক্রগদাপহম্ ॥ ৮৭ ॥

নকুলাদ্য ঘৃত—ঘৃত ⁄৪ সের। কাথার্থ—নকুলমাংস ⁄২ সের, জল।৬ সের, শেষ ⁄৪ সের। দশমূল মিলিত ⁄২ সের, জল।৬ সের, শেষ ⁄৪

সের। মাষকলাই /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের। বেড়েলা /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের। শতমূলীর রস /৪ সের এবং দুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবন্তী, যষ্টিমধু, ছোটএলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা ও অনন্তমূল; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই ঘৃত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহকারে পান করিলে সর্ব্ব প্রকার বাত, অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আধ্মান, কোষ্ঠ নিগ্রহ, হস্তকম্প, শিরঃকম্প, বধিরতা, মূকত্ব, মিন্মিনভাষণ, উর্দ্ধজত্রুগতবাত, জঙ্ঘা ও পার্শ্বাদি আশ্রিত বাত এবং উর্দ্ধজত্রু রোগ তিরোহিত হয়॥ ৮৭॥

ছাগলাদ্যং ঘৃতম্।

আজং চর্ম্মবিনির্ম্মুক্তং ত্যক্তশৃঙ্গনখাদিকম্।
পঞ্চমূলীদ্বয়ঞ্চৈব জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
তেন পাদাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
জীবনীয়ৈঃ সযষ্ট্যাহ্বৈঃ ক্ষীরঞ্চৈব শতাবরী॥
ছাগলাদ্যমিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
অর্দ্দিতে কর্ণশূলে চ বাধির্য্যে মূকমিন্মিনে॥
জড়গদ্গদপঙ্গূনাং খঞ্জে গৃধ্রসিকুব্জয়োঃ।
অপতানেঽপতন্ত্রে চ সর্পিরেতৎ প্রশস্যতে॥

ঘৃতারম্ভে মন্ত্র। ওঁ কালি বজ্রেশ্বরি অমুকস্য ফলসিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা॥

স্নাপয়িত্বা ছাগমাদৌ মধু দত্বা ললাটকে।
উদঙ্মুখঃ প্রাঙ্মুখো বা ভিষগেনমুপালভেৎ॥
ছাগমারণমন্ত্রঃ। ওঁ হ্রীং ওঁ গৌ গণপতয়ে স্বাহা ॥৮৮॥

ছাগলাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ—চর্ম্ম-শৃঙ্গ ও নখাদি রহিত ক্লীবপুংসক ছাগমাংস, /৬।০ সের, দশমূল সমভাগে মিলিত /৬।০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী ও যষ্টিমধু মিলিত /১ সের। এই ঘৃত অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে অর্দ্দিত, কর্ণশূল, বধিরতা, মূকত্ব, মিন্মিনভাষণ, অস্পষ্টভাষণ, জড়তা, পঙ্গুতা, খঞ্জতা, গৃধ্রসী, কুব্জত্ব, অপতানক ও অপতন্ত্রকাদি সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে॥ ৮৮॥

বৃহচ্ছাগলাদ্যং ঘৃতম্।

ছাগমাংস তুলাং গৃহ্য দশমূল্যাঃ পলং শতম্।
অশ্বগন্ধাপলশতং বাট্যালকশতং তথা॥
ঘৃতাঢ়কং পচেত্তোয়ৈশ্চতুর্ভাগাবশেষিতৈঃ।
ক্ষীরং স্নেহসমং দদ্যাৎ শতাবর্য্যা রসং তথা॥
তাম্রপাত্রে দৃঢ়ে চৈব শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
অস্যৌষধস্য কল্কস্তু প্রত্যেকং শুক্তিসম্মিতম্॥
জীবন্তী মধুকং দ্রাক্ষা কাকোল্যৌ নীলমুৎপলম্।
মুস্তং সচন্দনং রাস্না পর্ণিনীদ্বয়শারিবে॥
মেদে দ্বে চ তথা কুষ্ঠং জীবকর্ষভকৌ শটী।
দার্ব্বী প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা নতং তালীশপদ্মকৌ॥
এলা পত্রং বরী নাগং জাতীকুসুমধান্যকম্।
মঞ্জিষ্ঠা দাড়িমং দারু রেণুকং শৈলবালুকম্॥
বিড়ঙ্গং জীরকঞ্চৈব পেষয়িত্বা বিনিঃক্ষিপেৎ।
বস্ত্রপূতে চ শীতে চ শর্করাপ্রস্থ-সংযুতম্॥
নিধাপয়েৎ স্নিগ্ধভাণ্ডে সাদ্রে বা ভাজনে শুভে।
অস্যৌষধস্য সিদ্ধস্য শৃণু বীর্য্যমতঃপরম্॥
দেবদেবং নমস্কৃত্য সংপূজ্য গণনায়কম্।
পিবেৎ পাণিতলং তস্য ব্যাধিং বীক্ষ্যানুপানতঃ॥
সর্ব্ববাতবিকারেষু অপস্মারে বিশেষতঃ।
উন্মাদে পক্ষাঘাতে চ আধ্মানে কোষ্ঠনিগ্রহে॥
কর্ণরোগে শিরোরোগে বাধির্য্যে চাপতন্ত্রকে।
ভূতোন্মাদে চ গৃধ্রস্যাং সোদরে চাক্ষিপাতজে॥
পার্শ্বশূলে চ হৃচ্ছূলে স্নায়ামর্দ্দিতে তথা।
বাতকণ্টকহৃদ্রোগ-মূত্রকৃচ্ছ্রে সপঙ্গুকে॥
ক্রোষ্টুশীর্ষে তথা খঞ্জে কুব্জে চাধ্মানমিন্মিনে।
অপতানেঽস্ত্রবায়ামে রক্তপিত্তে তথোর্দ্ধগে॥
আনাহেঽর্শোবিকারেষু চাতুর্থকজ্বরেঽপি চ।
হনুগ্রহে তথা শোষে ক্ষীণে চৈবাববাহুকে॥
দণ্ডাপতানকে ভগ্নে দাহে চাক্ষেপকে তথা।
জীর্ণজ্বরে বিষে কুষ্ঠে শেকঃস্তম্ভে মদাত্যয়ে॥
আঢ্যবাতেঽগ্নিমান্দ্যে চ বাতরক্তগদেষু চ।
একাঙ্গরোগিণে চৈব তথা সর্ব্বাঙ্গরোগিণে॥
হস্তকম্পে শিরঃকম্পে জিহ্বাস্তম্ভে জ্বরে ভ্রমে।
ক্ষীণেন্দ্রিয়ে নষ্টশুক্রে শুক্রনিঃসরণে তথা॥
স্ত্রীণাং বাতাস্রপাতে চ পটলে চাক্ষিস্পন্দনে।

একাঙ্গস্পন্দনে চৈব সর্ব্বাঙ্গস্পন্দনে তথা।
নগাদিপতিতে বাতে স্ত্রীণামপ্রাপ্তিহেতুকে।
আভিচারিকদোষে চ ধনসন্তাপসম্ভবে।
যে বাতপ্রভবা রোগা যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ॥
শিরোমধ্যগতা যে চ জঙ্ঘাপার্শ্বাদিসংস্থিতাঃ।
মাতৃগ্রহাভিভূতশ্চ শিশুর্যশ্চ বিশুষ্যতে॥
প্রক্ষীণবলমাংসশ্চ ন বক্ষ্যা গমনক্ষমঃ।
ঘৃতেনানেন সিধ্যন্তি বজ্রমুক্তিরিবাসুরান্॥
নিহন্তি সকলান্ রোগান্ ঘৃতং পরমদুর্লভম্।

রসায়নং বহ্নিবলপ্রদঞ্চ বপুঃ প্রকর্ষং বিদধাতি রূপম্। দন্তাবলেন্দ্রেণ সমানতেজা দীর্ঘায়ুষং পুত্রশতং করোতি॥ স্ত্রীণাং শতং গচ্ছতি চাতিরেকং ন যাতি তৃপ্তিং স্মরঃ সমাঙ্গঃ। অপুত্রিণী পুত্রশতং করোতি শতায়ুষং কামসমং বলিষ্ঠম্॥ মহদ্ঘৃতং নাম তু ছাগলাদ্যং বিনির্ম্মিতং বাতনিসূদনঞ্চ। শিবং শুভং রোগভয়াপহঞ্চ চকার হারীতমুনির্বিশিষ্টঃ॥

শৃগাল বর্হিণোঃ পাকে পুমাংসং তত্র দাপয়েৎ।
ময়ূরী জম্বুকী ছাগী বীর্য্যহীনাঃ স্বভাবতঃ॥
ভাবিতং কাশিরাজেন ছাগমেব নপুংসকম্॥ ৮৯॥

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত—গব্য ঘৃত ।৬ সের, ক্বাথার্থ-স্ত্রীনপুংসক ছাগমাংস ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। দশমূল সমভাগে মিলিত ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। অশ্বগন্ধা ।২॥০সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। বেড়েলা ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। দুগ্ধ ।৬ সের। শতমূলীর রস ।৬ সের। কল্কার্থ জীবন্তী, যষ্টিমধু, কিস্‌মিস্, কাঁকোলী, ক্ষীর-কাঁকোলী, নীলোৎপল (অভাবে সুন্দিপুষ্পমূল), মুথা, রক্তচন্দন, রাস্না, মুগানি, মাষানি, শ্যামা-লতা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তগরপাদুকা, তালীশপত্র, পদ্ম-কাষ্ঠ, ছোটএলাইচ, তেজপত্র, শতমূলী, নাগে-শ্বর, জাতীপুষ্প, ধনে, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িমবীজ, দেব-দারু, রেণুকা, এলবালুকা, বিড়ঙ্গ ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে তাম্রপাত্রে ঘৃত পাক করিবে। পাক সম্পন্ন হইলে ঘৃত ছাঁকিয়া দুই সের চিনি মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। অনুপান ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। এই ঘৃত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাত, অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আধ্মান, কোষ্ঠরোগ, কর্ণরোগ, শিরো-রোগ, বধিরতা, অপতন্ত্রক, ভূতোন্মাদ, গৃধ্রসী, অর্দ্দিত, হৃদ্রোগ মূত্রকৃচ্ছ্র, খঞ্জতা, কুব্জতা, মিন্মিনভাষণ, রক্তপিত্ত, হনুগ্রহ, শোষ, আক্ষে-পক, একাঙ্গবাত, সর্ব্বাঙ্গবাত, হস্তকম্প, শিরঃ-কম্প, ক্ষীণেন্দ্রিয়, নষ্টশুক্র এবং সর্ব্ব প্রকার বাতজ ও পিত্তজ রোগ বিদূরিত হয়। ইহা বল-কারক ও পুষ্টিকারক ঔষধ জানিবে॥ ৮৯॥

চতুর্ম্মুখো রসঃ।

রসগন্ধকলৌহাভ্রং সমং সূতাঙ্ঘ্রি হেম চ।
সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যাম্বুসমর্দ্দিতম্।
এরণ্ডপত্রৈরাবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্।
সংস্থাপ্য চ তদুদ্ধৃত্য সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ॥
এতদ্রসায়নবরং ত্রিফলামধুযোজিতম্।
তদ্বদ্যথাগ্নিবলং খাদেদ্বলীপলিতনাশনম্॥
ক্ষয়মেকাদশবিধং পাণ্ডুরোগং প্রমেহকম্।
কাসং শূলঞ্চ মন্দাগ্নিং হিক্কাঞ্চৈবাম্লপিত্তকম্॥
ব্রণান্ সর্ব্বানাঢ্যবাতং বিসর্পং বিদ্রধিং তথা।
অপস্মারং মহোন্মাদং সর্ব্বার্শাংসি ত্বগাময়ান্॥
ক্রমেণ শীলিতং হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।
পৌষ্টিকং বল্যমায়ুষ্যং স্ত্রীণাং প্রসবকারণম্।
চতুর্ম্মুখেন দেবেন কৃষ্ণাত্রেয়স্য সূচিতম্॥ ৯০॥

ইতি বাতব্যাধ্যধিকারঃ।

চতুর্ম্মুখরস--পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেকের এক তোলা এবং স্বর্ণ চারি আনা। এই দ্রব্যগুলি ঘৃতকুমারীর রসে বাটিয়া এরণ্ড পত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক বন্ধন করতঃ ধান্যরাশির মধ্যে তিনদিন রাখিবে। তৎপরে উদ্ধৃত করিয়া দুইরতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান--ত্রিফলার জল ও মধু। ইহা সেবনে বলী, পলিত, ক্ষয়, পাণ্ডু, প্রমেহ, কাস, শূল, মন্দাগ্নি, হিক্কা অম্লপিত্ত ও উন্মাদ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৯০॥

ইতি বাতব্যাধি চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বাতরক্তাধিকারঃ

বাতরক্ত-চিকিৎসা।

বায়ুঃ প্রবৃদ্ধো বৃদ্ধেন রক্তেনাবরিতে পথি।
ক্রুদ্ধঃ সংদূষয়েদ্রক্তং তজ্জ্ঞেয়ং বাতশোণিতম্॥
উত্তানমথ গম্ভীরং দ্বিবিধং বাতশোণিতম্।
ত্বঙ্মাংসাশ্রয়মুত্তানং গম্ভীরন্ত্বন্তরাশ্রয়ম্॥ ১॥

বাতরক্তরোগ-চিকিৎসা।

প্রবৃদ্ধ রক্তদ্বারা বায়ুর পথ অবরুদ্ধ হইলে বায়ু কুপিত হইয়া রক্তকে দূষিত করতঃ বাতরক্ত রোগ উৎপাদন করে। বাতরক্ত রোগ দুইপ্রকার যথা:—উত্তান ও গম্ভীর। ত্বক্ ও মাংসাশ্রিত বাতরক্তকে উত্তান এবং অন্তর্ব্বর্ত্তী ধাতুগত বাতরক্তকে গম্ভীর কহে॥ ১॥

আঢ়ক্যশ্চণকামুদ্গা মসূরাঃ সমুকুষ্ঠকাঃ।
যূষার্থে বহুসর্পিষা প্রশস্তা বাতশোণিতে॥ ২॥

অড়হর, ছোলা, মুগ মসুর ও বনমুগ এই দ্রব্যগুলি ডালের যূষের সহিত অধিক পরিমাণ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া বাতরক্ত রোগীকে আহারার্থ প্রদান করিবে॥ ২॥

পুরাণা যব-গোধুম-নীবারাঃ শালিষষ্টিকাঃ।
ভোজনার্থে হিতা গব্যমহিষাজপয়ো হিতম্॥ ৩॥

বাতরক্ত রোগে পুরাতন যব, গোধূম এবং পুরাতন উড়িধান্য, শালিধান্য ও ষষ্টিক ধান্যের অন্ন ভোজন এবং গোদুগ্ধ, মহিষদুগ্ধ ও ছাগদুগ্ধ পান অতি উপকারী॥ ৩॥

হরীতকীঃ প্রাশ্য সমং গুড়েন ত্রিস্রোঽথবা পঞ্চ ততো গুড়ুচ্যাঃ। কাথোঽনুপীতঃ শময়ত্যবশ্যং প্রভিন্নমাজানুজ-বাতরক্তম্॥ ৪॥

৩টী বা ৫টী হরীতকী গুড়ের সহিত সেবন করিয়া গুলঞ্চের কাথ পান করিলে জানু পর্য্যন্ত স্ফুটিত বাতরক্ত প্রশমিত হয়॥ ৪॥

পটোলাদিকাথঃ

পটোল-কটুকা-ভীরু-ত্রিফলামৃতসাধিতম্
কাথং পীত্বা জয়েজ্জন্তুঃ সদাহং বাতশোণিতম্॥ ৫॥

পটোলাদি কাথ—পলতা, কট্কী, শতমূলী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও গুলঞ্চ; ইহাদের কাথ পান করিলে দাহযুক্ত বাতরক্ত নষ্ট হয়॥ ৫॥

সম্পাকামৃতবাসানামেরণ্ডস্নেহসংযুতম্।
পীত্বা কাথমনুপ্রাতঃ ক্রমাৎ সর্ব্বাঙ্গজং জয়েৎ॥ ৬॥

সোদাল ফলের আঁটা, গুলঞ্চ ও বাসক ছালের কাথ, এরণ্ড তৈলের সহিত পান করিলে ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাঙ্গগত বাতরক্ত বিনষ্ট হয়॥ ৬॥

গোধুমচূর্ণাজপয়ো ঘৃতঞ্চ সচ্ছাগদুগ্ধো রুবুবীজ-কল্কঃ। লেপো বিধেয়ঃ শতধৌত সর্পিঃ সেকে পয়শ্চা-বিকমেব শস্তম্॥ ৭॥

গোধূম চূর্ণ, ছাগদুগ্ধ অথবা ছাগঘৃত। ছাগ দুগ্ধ, এরণ্ডবীজ এবং শতধৌতঘৃত। এই ত্রিবিধ প্রলেপ এবং মেষদুগ্ধ সেচন বাতরক্তরোগে উপকারী জানিবে॥ ৭

গুড়ুচ্যাঃ স্বরসং চূর্ণং কল্কং বা কাথমেব বা।
প্রভূতকালমাসেব্য মুচ্যতে বাতশোণিতাৎ॥
লেপে পিষ্টাস্তিলাস্তদ্বদ্ ভৃষ্টাঃ পয়সি নির্ব্বৃতাঃ॥ ৮॥

গুলঞ্চের রস চূর্ণ, কল্ক অথবা কাথ অধিক দিন সেবন করিলে বাতরক্ত রোগ বিনষ্ট হয়। বাতরক্ত রোগে ভর্জ্জিত তিল, দুগ্ধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে॥ ৮॥

নিম্বাদিচূর্ণম্।

নিম্বামৃতাভয়া ধাত্রী প্রত্যেকঞ্চ পলোন্মিতম্।
সোমরাজীপলং শুণ্ঠী বিড়ঙ্গৈড়গজাঃ কণাঃ॥
যমানী চোগ্রগন্ধা চ জীরকং কটুকং তথা।
খদিরং সৈন্ধবং ক্ষারা দ্বে হরিদ্রে চ মুস্তকম্॥
দেবদারু তথা কুষ্ঠং কর্ষং কর্ষং প্রদাপয়েৎ।
সর্ব্বং সংচূর্ণিতং কৃত্বা শ্লক্ষবস্ত্রেণ ছানয়েৎ॥
শানমাত্রন্তু ভোক্তব্যং ছিন্নকাথং পিবেদনু।
মাসমাত্রপ্রয়োগেণ ভবেৎ কাঞ্চনসন্নিভঃ॥
বাতশোণিতমত্যুগ্রং শ্বিত্রমৌড় ম্বরং তথা।
কোঠং চর্ম্মদলাখ্যঞ্চ সিধ্ম পামা চ বিস্ফতা॥
কণ্ডূবিচর্চ্চিকা কারু দদ্রু-মণ্ডল-কিটিভম্।
সর্ব্বাণ্যেব নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
আমবাতং কৃতং শোথমুদরং সর্ব্বরূপিণম্।
প্লীহানং গুল্মরোগঞ্চ পাণ্ডুরোগং সকামলম্॥

সর্ব্বান্ কণ্ডুব্রণাংশ্চৈব হন্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
এতন্নিম্বাদিকং চূর্ণং প্রাহ নাগার্জ্জুনো মুনিঃ॥ ৯॥

নিম্বাদি চূর্ণ—নিমছাল, গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী ও সোমরাজী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং শুঁঠ, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেমুল, পিপুল, যমানী, বচ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুথা, দেবদারু ও কুড়; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা। এই চূর্ণগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা দুই আনা বা চারি আনা। অনুপান—গুলঞ্চের কাথ। এই ঔষধ এক মাস কাল সেবন করিলে বাতরক্তাদি যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৯॥

স্বল্পগুড়ূচীতৈলম্।

গুড়ূচীকাথকল্কাভ্যাং সিদ্ধং তৈলং প্রযত্নতঃ।
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ১০॥

স্বল্পগুড়ূচীতৈল—তিলতৈল /৪সের। কাথার্থ গুলঞ্চ ।২॥০সের, পাকার্থ—জল ৬৪সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ—কুট্টিত গুলঞ্চ ১সের। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১০॥

মধ্যমগুড়ূচীতৈলম্।

গুড়ূচীকাথকল্কাভ্যাং সিদ্ধং তৈলং পয়ঃ সমম্।
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু সাধ্যাসাধ্যমথাপিবা॥
একজং দ্বন্দ্বজং চৈব তথৈব সান্নিপাতিকম্।
নাশয়েত্তিবিধং ঘোরং গুড়ূচীতৈলমুত্তমম্॥ ১১॥

মধ্যম গুড়ূচীতৈল—তিল তৈল /৪ সের। গুলঞ্চের কাথ ।৬ সের। কল্কার্থ—কুট্টিত গুলঞ্চ/১ সের। দুগ্ধ /৪ সের। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্ব প্রকার বাতরক্ত আরোগ্য হইয়া থাকে॥১১॥

বৃহদ্গুড়ূচীতৈলম্।

শতং ছিন্নরুহায়াশ্চ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ক্ষীরং চতুর্গুণং দদ্যাৎ কল্কানেতান্ প্রযত্নতঃ।
অশ্বগন্ধা বিদারী চ কাকোল্যৌ হরিচন্দনম্॥
শতাবরী চাতিবলা শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্।
ক্রিমিঘ্নং ত্রিফলা রাস্না ত্রায়মাণা চ সারিবা॥
জীবন্তী গ্রন্থিকং ব্যোষং বাগুজী ভেকপর্ণিকা।
বিশালা গ্রন্থিপর্ণঞ্চ মঞ্জিষ্ঠা চন্দনং নিশা॥
শতাহ্বা সপ্তপর্ণী চ কার্ষিকাণ্যপকল্পয়েৎ।
পানাভ্যঞ্জননস্যেষু বাতরক্তে প্রয়োজয়েৎ।
বাতরক্তমুদাবর্ত্তং কুষ্ঠান্যষ্টাদশৈব তু।
হনুস্তম্ভং প্রমেহঞ্চ কামলাং পাণ্ডুতাং জয়েৎ॥
বিস্ফোটঞ্চ বিসর্পঞ্চ নাড়ীব্রণভগন্দরম্।
বিচর্চিকাং গাত্রকণ্ডুং পাদদাহং বিশেষতঃ॥
এতত্তৈলবরং শ্রেষ্ঠং বলীপলিতনাশনম্।
আত্রেয়নির্ম্মিতং চৈব বলবর্ণকরং স্মৃতম্॥ ১২॥

বৃহৎ গুড়ূচীতৈল—তিল তৈল /৪ সের। কাথার্থ-গুলঞ্চ ।২॥০ সের, পাকার্থ- জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। দুগ্ধ ।৬ সের। কল্কার্থ—অশ্বগন্ধা, ভূমি কুষ্মাণ্ড, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, শ্বেতচন্দন, শতমূলী, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রাস্না, বলাডুমুর, অনন্তমূল, জীবন্তী, পিপুলমূল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হাকুচবীজ, থুলকুড়ি, রাখালশসারমুল, গেঁঠেলা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, শুলফা ও ছাতিমছাল; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই তৈল পান, মর্দ্দন ও নস্যরূপে গ্রহণ করিলে বাতরক্ত, উদাবর্ত্ত, হনুস্তম্ভ, প্রমেহ কামলা, পাণ্ডু, কুষ্ঠ, হস্তপদাদির দাহ, বিস্ফোট, বিসর্প, নাড়ীব্রণ, ভগন্দর, বিচর্চিকা, গাত্রকণ্ডু এবং বলী ও পলিত বিনষ্ট হয়॥ ১২॥

বিষতিন্দুকতৈলম্।

বিষতরুফলমজ্জ প্রস্থযুগ্মঞ্চ শিগ্রুস্বরস লকুচবারিপ্রস্থমেকৈকশশ্চ। কনকবরুণচিত্রাপত্রনিগুণ্ডিকাম্বুক্ স্বরস তুরগগন্ধা বৈজয়ন্তীরসশ্চ॥ পৃথগিতি পরিকল্প্য প্রস্থযুগ্মেন যুগ্মং বিষতরুমজ্জতুল্যং তৈলং বিপক্বম্। লশুন সরল যষ্টি কুষ্ঠ সিন্ধুত্থ যুগ্মং দহন-ত্রিমির-কৃষ্ণা-কল্কযুক্তং সুসিদ্ধম্॥ হরতি সকল বাতান্ ঘোররূপানসাধ্যান্ প্রতিদিনমনুলেপাৎ সুপ্তবাতস্য জন্তোঃ। কু-ঌ মষ্টাদশবিদ্বিবিধং বাতশোণিতম্। বৈবর্ণ্যং ভগন্দরান্ দোষান্ নাশয়ত্যাশু মর্দ্দনাৎ॥ ১৩॥

বিষতিন্দুকতৈল—তিলতৈল ৮সের। কাথার্থ কুট্টিত কুঁচিলা বীজ /৪ সের, জল ৬২ সের,

শেষ /৮সের। সজিনামূলের ছাল ২সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের। মাদারমূল /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের। বরুণছাল /২ সের, জল ।৬ সের শেষ /৪ সের। চিনাপত্রের রস /৪ সের নিসিন্দা পত্রের রস /৪ সের, সিজপত্রের রস /৪ সের। অশ্বগন্ধার কাথ /৪ সের, জয়ন্তী পত্রের রস /৪ সের। কল্কার্থ—রশুন, সরলকাষ্ঠ, যষ্টিমধু, কুড়, সৈন্ধব, বিট লবণ, চিতামূল, হরিদ্রা ও পিপুল ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা। এই তৈল মর্দ্দন করিলে সর্ব্ববিধ বাতব্যাধি, কুষ্ঠ, বাতরক্ত, বিবর্ণতা ও ত্বগ্‌দোষ বিনষ্ট হয়॥ ১৩॥

রুদ্রতৈলম্।

পুনর্নবা নিশা নিম্বং বার্ত্তাকু বৃহতীত্বচম্।
কণ্টকারী করঞ্জশ্চ নির্গুণ্ডী বৃষমূলকম্॥
অপামার্গং পটোলঞ্চ ধুস্তূরং দাড়িমীফলম্।
জয়ন্তীমূলকং দন্তী প্রত্যেকং কার্ষিকদ্বয়ম্॥
ত্রিফলায়াঃ প্রত্যেকং দ্বিকর্ষঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
দত্ত্বা ছিন্নরুহায়াশ্চ দ্বাত্রিংশচ্চ পলানি চ॥
পাচয়েত্তাজনে তোয়ং চতুর্ভাগাবশেষিতম্।
কটুতৈলস্য চ প্রস্থং দুগ্ধঞ্চ তৎসমং ভবেৎ॥
বাসকস্বরসপ্রস্থং মন্দমন্দেন বহ্নিনা।
গন্ধং শটী চ কাকোলী চন্দনং গ্রন্থিকং নখী॥
পূতিকং কেশরং কুষ্ঠং হন্ত্যাশ্বিমজ্জগং পুনঃ।
হস্তপদাঙ্গুলী সন্ধিগলিতং স্ফুটিতং তথা॥
কৃষ্ণং শ্বেতং তথা রক্তং নানাবর্ণং সদাহকং।
পামাং বিচর্চিকাং কণ্ডুং ছায়াং ত্বচঞ্চ কালিনীম্॥
মসূরিকাং মণ্ডলঞ্চ জ্বলনঞ্চ বিসর্পকম্।
নাড়ীব্রণং মর্ম্মহীনং গাত্রবৈবর্ণ্য দদ্রুকম্॥
নিহন্তি রক্তদোষঞ্চ ভাস্করস্তিমিরং যথা॥ ১৪॥

রুদ্রতৈল—সর্ষপ তৈল /৪ সের। ক্কাথার্থ—গুলঞ্চ /৪ সের, জল ৮২ সের, শেষ /৮ সের। দুগ্ধ /৪সের, বাসকের রস /৪সের। কল্কার্থ—পুনর্নবা হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুন, বৃহতী, দারুচিনি, কণ্টকারী, করঞ্জ, নিসিন্দা, বাসকমূল, আপাং, পলতা, ধুতুরা, দাড়িমফলের ছাল, জয়ন্তীমূল, দন্তী, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। গন্ধার্থ—কৃষ্ণাগুরু, শঠী, কাঁকোলী, শ্বেতচন্দন, গেঁঠেলা, নখী, খাটাসী, নাগেশ্বর ও কুড়। এই তৈল মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ, পামা, বিচর্চ্চিকা, কণ্ডু, মসূরিকা, বিসর্প, নাড়ী-ব্রণ, দদ্রু এবং বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ উপশম হয়॥ ১৪॥

মহারুদ্রতৈলম্।

পুনর্নবা নিশা নিম্বং বার্ত্তাকু দাড়িমী ফলম্।
বৃহত্যো পূতিকামূলং বাসকং সিন্ধুবারকম্॥
পটোলপত্রং ধুস্তুরমপামার্গং জয়ন্তিকা।
দন্তী বরা পৃথক্ সর্ব্বং কর্ষদ্বয়মিতং পুনঃ॥
বিষস্য দ্বিপলং দেয়ং পৃথক্ ব্যোষ পলত্রয়ম্।
প্রস্থঞ্চ সার্ষপং তৈলং প্রস্থাম্বু বৃষপত্রজম্॥
গুড়ূচ্যাস্ত চতুঃষষ্টিপলক্কাথরসেন চ।
বারিপ্রস্থেন পক্তব্যং মহারুদ্রমিদং শুভম্।
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু নানাদোষসমুদ্ভবম্।
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং হন্তি বর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
ক্রিমিং দুষ্টব্রণঞ্চৈব দাহং কণ্ডুং নিহন্তি চ।
অস্বেদনং মহাস্বেদমভ্যঙ্গাদেব নশ্যতি॥ ১৫॥

মহারুদ্রতৈল—কটুতৈল /৪ সের। ক্কাথার্থ—গুলঞ্চ /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। বাসকপত্রের রস /৪ সের। কল্কার্থ—পুনর্নবা, হরিদ্রা, নিমছাল, বেগুন, দাড়িমফলের ছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, নাটারমূল, বাসকছাল, নিসিন্দা, পটোলপত্র, ধুতুরা, আপাংমূল, জয়ন্তী, দন্তী, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। বিষ ১৬ তোলা এবং শুঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের ২৪ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, ব্রণ ও কণ্ডু প্রভৃতি বিনষ্ট হয়॥ ১৫॥

কৈশোরগুগ্‌গুলুঃ।

বরমহিষলোচনোদরসন্নিভবর্ণস্য গুগ্‌গুলোঃ প্রস্থম্। প্রক্ষিপ্য তোয়রাশৌ ত্রিফলাঞ্চ যথোক্তপরিমাণম্। দ্বাত্রিংশচ্ছিন্নরুহাপলানি দেয়ানি যত্নেন। বিপচেদপ্রমত্তো দর্ব্ব্যা সংঘট্টয়ন মুহুর্যাবৎ। অর্দ্ধক্ষয়িতং তোয়ং জাতং জ্বলনস্য সম্পর্কাৎ। অবতার্য্য বস্ত্রপূতং পুনরপি সংসাধয়েৎ পাত্রে। সান্দ্রীভূতে তস্মিন্নবতার্য্য হিমোপলপ্রখ্যে। ত্রিফলা-চূর্ণার্দ্ধপলং ত্রিকটোশ্চূর্ণং ষড়ক্ষপরিমাণম্। ক্রিমিরিপু-

চূর্ণার্দ্ধপলং কর্ষং কর্ষং ত্রিবৃদ্দন্ত্যোঃ অমৃতায়াঃ পলমেকং দত্ত্বা সংমূর্চ্ছ্য যত্নেন॥ উপযুজ্য চানুপানং যুষং ক্ষীরং সুগন্ধি সলিলঞ্চ। ইচ্ছাহারবিহারী ভেষজমুপযুজ্য সর্ব্বকালমিদং॥ তনুরোধি বাতশোণিতমেকজমথ দ্বন্দ্বজং চিরোত্থঞ্চ। জয়তি স্রুতংপরিশুষ্কংস্ফুটিতং চাজানুজঞ্চাপি॥ ব্রণকাসকুষ্ঠং গুল্মশ্বয়থুদর পাণ্ডু মেহাংশ্চ। মন্দাগ্নিঞ্চ বিবন্ধং প্রমেহপিড়কাশ্চ নাশয়ত্যাশু॥ সততং নিষেব্যমানং কালবশাদ্ধন্তি সর্ব্বগদান্। অভিভূয় জরাদোষং করোতি কৈশোরকং রূপম্॥ প্রত্যেকং ত্রিফলাপ্রস্থো জলমত্র ষড়াঢ়কম্। পাকায়ত্তং ফলং পাকে ক্বাথে পাক-প্রধানতা। অস্মাৎ ক্বাথবিধৌ নিত্যং যতিতব্যং চিকিৎসকৈঃ॥ ১৬॥

কৈশোর গুগ্‌গুলু—পোট্‌লি বদ্ধ মহিষাক্ষ গুগ্‌গুলু, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের /২ সের ও গুলঞ্চ /৪ সের। এই সকল দ্রব্য একত্রে করিয়া ৯৬ সের জলে পাক করিয়া ৪৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং পোট্‌লীস্থ অবশিষ্ট গুগ্‌গুলু উক্ত ক্বাথজলে গুলিয়া পুনর্ব্বার লৌহপাত্রে পাক করিতে করিতে পাত্রস্থ পদার্থ ঘনীভূত হইয়া আসিলে, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া চূর্ণ মিলিত ৪ তোলা, শুঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ মিলিত ৬ তোলা, বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৪ তোলা, তেউড়ীমূল চূর্ণ ২ তোলা, দন্তীমূল চূর্ণ ২ তোলা এবং গুলঞ্চ চূর্ণ ৮ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা—অর্দ্ধ তোলা। অনুপান—দুগ্ধ বা জল। ইহা সেবনে বিবিধ বাতরক্তাদি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৬॥

রসাভ্রগুগ্‌গুলুঃ।

কর্ষদ্বয়ং পারদস্য লৌহং গন্ধঞ্চ তৎসমম্।
লৌহগন্ধসমং চাভ্রং গুগ্‌গুলুং কুড়বদ্বয়ম্॥
অমৃতায়া রসপ্রস্থে রসপ্রস্থে ফলত্রিকে।
সান্দ্রীভূতে রসে তস্মিন্ গর্ভং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ॥
ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী গুড়ূচী চেন্দ্রবারুণী।
বিড়ঙ্গং নাগপুষ্পঞ্চ ত্রিবৃতা চ সুচূর্ণিতম্॥
প্রত্যেকং কর্ষমাদায় সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
ভক্ষয়েৎ কোলমাত্রন্তু ছিন্নকাথানুপানতঃ॥
বাতরক্তং মহাঘোরং স্ফুটিতং গলিতং জয়েৎ।
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং ক্রিমিরোগাশ্মরীং তথা॥
ভগন্দরং গুদভ্রংশং শ্বেতকুষ্ঠং সকামলম্।
অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ পামা কণ্ডু বিচর্চিকাঃ॥
চর্ম্মকীলং মহাদদ্রুং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।
বাতরক্তবিনাশায় ধন্বন্তরিকৃতঃ পুরা॥
রসাভ্রগুগ্‌গুলুঃ খ্যাতো বাতরক্তেঽমৃতোপমঃ॥ ১৭॥

রসাভ্রগুগ্‌গুলু—পারদ ৪ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, গুগ্‌গুলু /১ সের। গুলঞ্চ /২ সের, পাকার্থ জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের। ত্রিফলা সমভাগে মিলিত /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের। এই ক্বাথদ্বয় একত্র করিয়া তাহার সহিত উপরোক্ত দ্রব্যগুলি মিশ্রিত করতঃ পাক করিতে থাকিবে। ঘনীভূত হইলে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তীমূল, গুলঞ্চ, রাখালশসারমূল, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর ও তেউড়ীমূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা নিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। অনুপান গুলঞ্চের ক্বাথ। ইহা সেবনে বাতরক্ত ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রক্তদুষিত জন্য রোগ এবং অন্যান্য বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৭॥

বাতরক্তান্তকো রসঃ।

পারদং গন্ধকং লৌহং ঘনং তালং মনঃশিলা।
শিলাজতু পুরং শুভ্রং সমভাগং বিচূর্ণয়েৎ॥
বিড়ঙ্গত্রিফলাব্যোষ মব্ধিফেনং পুনর্নবা।
দেবদারু চিত্রকঞ্চ দার্ব্বী শ্বেতাপরাজিতা॥
চূর্ণমেষাং পৃথক্ তুল্যং সর্ব্বমেকত্র ভাবয়েৎ।
ত্রিফলা ভৃঙ্গরাজস্য রসেনৈব ত্রিধা ত্রিধা॥
সম্ভাব্য ভক্ষয়েৎ পশ্চান্মাষমাত্রং দিনে দিনে।
কৃষ্ণানুপানং নিম্বস্য পত্রং পুষ্পং ত্বচং সমম্॥
শাণমাত্রং ঘৃতৈঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্ববাতবিকারনুৎ।
বাতরক্তং মহাঘোরং গম্ভীরং সর্ব্বজং জয়েৎ॥
সর্ব্বোপদ্রবসংযুক্তং সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যয়ম্॥ ১৮॥

বাতরক্তান্তক রস—পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, শোধিত গুগ্‌গুলু, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সমুদ্রফেন, পুনর্নবা, দেব-

দারু, চিতামুল, দারুহরিদ্রা ও শ্বেতঅপরাজিতার মূল; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে লইয়া ত্রিফলার কাথ ও ভৃঙ্গরাজের রস দ্বারা তিনবার করিয়া ভাবনা দিয়া মাষকলাই পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান—ঘৃত এবং নিম্বের পত্র, পুষ্প কিম্বা ছালের কাথ। ইহা সেবনে সর্ব্ববিধ উপদ্রব সংযুক্ত বাতরক্ত রোগ নষ্ট হয়॥ ১৮॥

দ্বাদশায়সঃ।

পরুস্থান্ দরদন্তীক্ষ্ণং সর্ব্বাখ্যো বঙ্গ শুক্তিকে।
শুল্বঞ্চ গগনং ফেনং রুধিরঞ্চ ত্রিনেত্রকম্॥
পাতালনৃপভিশ্চৈব বহ্নিমূলং সরামঠম্।
ত্রিকটু ত্রিফলা শিগ্রু চাজমোদা যমানিকা॥
পিপ্পলীমূলভার্গী চ লশুনং জীরকদ্বয়ম্।
আর্দ্রকস্য রসেনৈব বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
বাতরক্তং মহাকুষ্ঠং গলিতাঙ্গং ত্রিদোষজম্।
শোথং কণ্ডুঞ্চ রুধিরং সর্ব্বমেতদ্ব্যপোহতি॥
মন্দানলামবাতঞ্চ শ্লেষ্মাণঞ্চ জলোদরম্।
প্রাণাক্ষিকর্ণজিহ্বায়াং সর্ব্বরোগং বিনাশয়েৎ॥ ১৯॥

দ্বাদশায়স—স্বর্ণমাক্ষিক, হিঙ্গুল, লৌহ, পারদ, বঙ্গ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, সমুদ্রফেন, গেরিমাটি, স্বর্ণ, সীসা, চিতামূল, হিং, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সজিনাবীজ, বনযমানী, যমানী, পিপুলমূল, বামনহাটী, রসুন, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, এই দ্রব্যগুলি চূর্ণ সমভাগে লইয়া আদার রসে বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবন করিলে বাতরক্ত, কুষ্ঠ ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৯॥

ছিন্নোদ্ভবাকষায়েণ সেব্যং শুদ্ধং শিলাজতু।
পঞ্চকর্ম্মবিশুদ্ধেন বাতরক্ত-প্রশান্তয়ে॥ ২০॥

বাতরক্ত শান্তির নিমিত্ত প্রথমে বমন ও বিরেচনাদি পঞ্চ কর্ম্ম দ্বারা দেহ শুদ্ধ করিয়া শেষ গুলঞ্চের কাথের সহিত শোধিত শিলাজতু রোগীকে সেবন করাইবে॥ ২০॥

কুষ্ঠোক্তোঽপ্যত্র দাতব্যঃ শ্রীমহাতালকেশ্বরঃ।
সর্ব্বেশ্বরশ্চ দাতব্য তস্মিন্ কুর্য্যাদিদং বিধিম্॥
রক্তাধিক্যে রক্তমোক্ষঃ পাদে বাহৌ ললাটকে।
কর্ত্তব্যো রক্ত রোগেষু কুষ্ঠিনাঞ্চ বিশেষতঃ॥
বলিনো বহুদোষস্য বয়স্থস্য শরীরিণঃ
পরং প্রমাণমিচ্ছন্তি প্রস্থং শোণিতমোক্ষণে॥ ২১॥

বাতরক্ত রোগে, কুষ্ঠরোগোক্ত মহাতালকেশ্বর ও সর্ব্বেশ্বর নামক ঔষধদ্বয় রোগীকে সেবন করাইবে। বাতরক্ত ও কুষ্ঠরোগে বহুদোষ সমাকীর্ণ বলবান ও বয়স্থ রোগীর রক্তাধিক্য লক্ষণ ঘটিলে পাদদ্বয়, বাহুদ্বয় এবং ললাট হইতে রক্ত মোক্ষণ করা কর্ত্তব্য। দুই সের পর্য্যন্ত রক্তমোক্ষণ করা যাইতে পারে॥ ২১॥

তালেন নিহতং তাম্রং রস গন্ধক সংযুতম্।
বহুধা পুটিতং তালং বাতরক্তে মহৌষধম্॥ ২২॥

হরিতাল দ্বারা তাম্রপাত্র লেপন করিয়া যথা নিয়মে পুটপাকে ভস্ম করতঃ উক্ত ভস্মীভূত তাম্র এবং পারদ ও গন্ধক এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে বাতরক্ত রোগ বিনষ্ট হয়। বহু পুটিত হরিতাল বাতরক্ত রোগে মহৌষধ॥ ২২॥

গুড়ূচীসারসংযুক্তং ত্রিকত্রয়যুতস্ত্বয়ঃ।
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বরোগহরং পরম্॥ ২৩॥

গুলঞ্চের চিনি, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মুথা ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং লৌহ ১০ তোলা। এই দ্রব্যগুলি গুলঞ্চের রস দ্বারা বাটিয়া এক আনা পরিমাণে বটিকা করিবে। অনুপান ইক্ষুচিনি মিশ্রিত ধনে ও পলতার জল। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার বাতরক্ত বিনষ্ট হয়॥ ২৩॥

দিবাস্বপ্নাগ্নিসন্তাপং ব্যায়ামং মৈথুনং তথা।
কটূষ্ণগুর্ব্বভিষ্যন্দি লবণাম্লানি বর্জ্জয়েৎ॥ ২৪

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং বাতরক্তাধিকারঃ।

বাতরক্তরোগে দিবানিদ্রা, ব্যায়াম, স্ত্রীসংসর্গ এবং কটু, উষ্ণ, গুরু, অভিষ্যন্দি (ক্লেদ জনক দ্রব্য), লবণ ও অম্লদ্রব্য পরিত্যাগ করিবে॥২৪॥

ইতি বাতরক্ত রোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথোরুস্তম্ভাধিকারঃ।

—:*:—

শ্লেষ্মণঃ ক্ষপণং যৎস্যান্ন চ মারুতকোপনম্।
তৎসর্ব্বং সর্ব্বদা কার্য্যমুরুস্তম্ভস্য ভেষজম্॥
তস্য ন স্নেহনং কার্য্যং ন বস্তির্ন বিরেচনম্।
সর্ব্বো রুক্ষক্রমঃ কার্য্যস্তত্রাদৌ কফনাশনঃ॥
পশ্চাদ্ বাতবিনাশায় কৃৎস্নঃ কার্য্যঃ ক্রিয়াক্রমঃ॥ ১॥

উরুস্তম্ভরোগের চিকিৎসা।

যে সকল দ্রব্য শ্লেষ্মনাশক অথচ বায়ুবর্দ্ধক নহে, তৎসমস্তই উরুস্তম্ভ রোগের ঔষধ। এই রোগে তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য পান বা মর্দ্দন কিম্বা স্নেহ বস্তি, বমন-কারক ও বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। উরুস্তম্ভ রোগে প্রথমে কফনাশক রুক্ষ দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া শেষে বায়ুনাশক ক্রিয়া করিবে॥ ১॥

শিলাজতুং গুগ্‌গুলুং বা পিপ্পলীমথ নাগরম্।
উরুস্তম্ভে পিবেন্মূত্রৈর্দশমূলীরসেন বা॥ ২॥

শোধিত শিলাজতু, পিপুল অথবা শুঁঠ ইহার যে কোন একটী গোমূত্র বা দশমূলের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে উরুস্তম্ভ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২

ভল্লাতকামৃতা শুণ্ঠী দারু পথ্যা পুনর্নবাঃ।
পঞ্চমূলীদ্বয়োন্মিশ্রা উরুস্তম্ভনিবর্হণাঃ॥ ৩॥

ভেলা, গুলঞ্চ, শুঠ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা ও দশমূল; ইহাদের ক্বাথ পান করিলে উরুস্তম্ভ রোগ নষ্ট হয়॥ ৩॥

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং ভল্লাতকাথ এব বা।
কল্কো বা সমধুর্দেয়মুরুস্তম্ভবিনাশনঃ॥ ৪॥

পিপুল, পিপুলমূল ও ভেলা, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে অথবা পিপুল, পিপুলমূল ও ভেলা, এই দ্রব্যত্রয়ের চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া মধু সহ সেবন করিলে উরুস্তম্ভ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪॥

ত্রিফলা চব্য কটুকং গ্রন্থিকং মধুনা লিহেৎ।
উরুস্তম্ভবিনাশায় পুরং মূত্রেণ বা পিবেৎ॥ ৫॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও পিপুলমূল; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত লেহন পূর্ব্বক সেবন করিলে অথবা শোধিত গুগ্‌গুলু, গোমূত্রের সহিত সেবনে উরুস্তম্ভ বিনষ্ট হয়॥ ৫॥

লিহ্যাদ্ বা ত্রিফলাচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ কটুকাযুতম্।
সুখাম্বুনা পিবেদ্ বাপি চূর্ণং ষড়্‌ধরণং নরঃ॥ ৬॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ মধুর সহিত লেহন পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে অথবা বাতব্যাধি রোগোক্ত ষড়্‌ধরণ যোগ ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবনে উরুস্তম্ভ রোগ বিদূরিত হয়॥ ৬॥

পিপ্পলী বর্দ্ধমানং বা মাক্ষিকেণ গুড়েন বা।
স্নেহবর্জী পিবেদত্র চূর্ণং ষড়্‌ধরণং নরঃ॥
হিতমুষ্ণাম্বু বা তদ্বৎ পিপ্পল্যাদিগণৈঃ কৃতম্॥ ৭॥

জ্বররোগোক্ত পিপ্পলী-বর্দ্ধমান নামক ঔষ মধু বা পুরাতন গুড়ের সহিত সেবনে উরুস্তম্ রোগের শান্তি হয়। পিপ্পলী বর্দ্ধমানের নিয় এই—রোগী দুগ্ধ ও মাংসরসভোজী হইয়া প্রথ দিবস একটী পিপ্পলী, দ্বিতীয় দিবস ২টী, তৃতী দিবস ৩টী, চতুর্থ দিবস ৪টী, এইরূপে ১টী করিয় প্রত্যহ বর্দ্ধিত করিবে। পিপ্পলীগুলি পেষণ পূর্ব্ব আবর্ত্তিত দুগ্ধের সহিত উপর্য্যুপরি দশ দিব সেবন করিয়া একাদশ দিবস হইতে একটী করি কমাইয়া আর দশদিন পর্য্যন্ত সেবন করিবে এই রোগে স্নেহপান ও মর্দ্দন পরিত্যাগ করিবে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও মরি এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করত সেবন করিবে। পিপ্পল্যাদিগণের উষ্ণ ক্বাথ পা এই রোগে হিতকর॥ ৭॥

ক্ষৌদ্র-সর্ষপ-বল্মীক-মৃত্তিকা-সংযুতং ভিষক্।
গাঢ়মুৎসাদনং কুর্য্যাদুরুস্তম্ভে প্রলেপনম্॥
ধুস্তুরপত্ররসেন স্নুহীপত্ররসেন বা সর্ব্বং পিষ্ট্বা।
গাঢ়ং প্রলিপ্য বস্ত্রাদিনাবেষ্ট্য বন্ধয়েৎ॥ ৮॥

উরুস্তম্ভে মধু, সর্ষপ এবং উই মৃত্তিকা এই ৩টী দ্রব্য ধুতুরা পাতার রস অথবা মনসাসিজের পাতার রস দ্বারা বাটিয়া গাঢ়রূপে প্রলেপ দিয়া বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করতঃ বন্ধন করিয়া রাখিবে॥ ৮॥

গুঞ্জাভদ্রো রসঃ।

নিষ্কত্রয়ং শুদ্ধসূতং নিষ্কাদ্দ্বাদশগন্ধকম্।
গুঞ্জাবীজন্তু ষড়্‌নিষ্কং নিষ্কং জৈপালবীজকম্॥
জয়া-জম্বীর-ধুস্তূরকাকমাচীদ্রবৈর্দ্দিনম্।
ভাবয়িত্বা বটীং কুর্য্যাদ্ ঘৃতৈগুঞ্জা চতুষ্টয়ীম্॥
গুঞ্জাভদ্রো রসো নাম্না হিঙ্গু সৈন্ধবসংযুতঃ।
শময়ত্যেব নো চিত্রমূরুস্তম্ভং সুদুর্জ্জয়ম্॥ ৯॥

ইতি ভৈষজ্য রত্নাবল্যামুরুস্তম্ভাধিকারঃ।

গুঞ্জাভদ্র রস—পারদ ১৷৷০ তোলা, গন্ধক ৬ তোলা, কুঁচবীজ ৩ তোলা এবং জয়পাল বীজ ৷৷০ তোলা। এই দ্রব্যগুলি জয়ন্তী, জামীর লেবু, ধুতুরা ও কাকমাচীর রসদ্বারা যথাক্রমে এক একদিন ভাবনা দিয়া এবং ঘৃতে মর্দ্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। হিং ও সৈন্ধবলবণ অনুপানে ইহা সেবন করিলে দুর্জ্জয় উরুস্তম্ভ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৯॥

ইতি উরুস্তম্ভ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথামবাতাধিকারঃ।

লঙ্ঘনং স্বেদনং তিক্তং দীপনানি কটূনি চ।
বিরেচনং স্নেহপানং বস্তয়শ্চামমারুতে॥ ১॥

আমবাতচিকিৎসা।

আমবাত রোগে উপবাস, সেক এবং তিক্ত, কটু ও অগ্নিবর্দ্ধক দ্রব্য এবং বিরেচন, স্নেহপান ও বিরেচক দ্রব্যের পিচকারী প্রদান, এইগুলি হিতকর॥ ১॥

আমবাতে পঞ্চকোলসিদ্ধং পানান্নমিষ্যতে।
পটোলং গোক্ষুরঞ্চৈব বরুণং কারবেল্লকম্।
যবকোদ্রবশাল্যাদি প্রপুরাণং সতিক্তকম্।
লাবাদীনাং তথা মাংসং তক্রেণ মস্তুনা হিতম্॥ ২॥

আমবাত রোগে, রোগীর পিপাসা শান্তির নিমিত্ত পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঁঠ, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া /৪সের জলে সিদ্ধ করিয়া /২সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করিতে দিবে; এবং উক্ত নিয়মানুসারে প্রস্তুত জল দ্বারা তণ্ডুল সহযোগে যবাগু পাক করিয়া রোগীকে আহারার্থ প্রদান করিবে। পটোল, গোক্ষুর, বরুণ, করলা, পুরাতন যব এবং তিক্ত দ্রব্যের সহিত পুরাতন কোদ্রব ও শালিতণ্ডুলের অন্ন এবং ঘোল কিম্বা দধির মাতের সহিত লাবাদি পক্ষীর মাংসও আমবাত-রোগীর পক্ষে হিতকর॥ ২॥

শঙ্করস্বেদঃ।

কার্পাসাস্থি কুলথিকা তিল যবৈরেরণ্ডমূলাতসী বর্ষাভূঃ শণবীজ-কাঞ্জিক-যুতৈরেকৈকশো বা পৃথক্। স্বেদঃস্যাদিতি কূর্পরোদরশিরঃস্ফিক্‌পাণিপাদাঙ্গুলি গুল্ফস্কন্ধকটীরুজা বিজয়তে সামাঃ সমীরানুগাঃ॥ এতানি সমুদিতানি একৈকশো বা সংকুট্য কাঞ্জিকেন সংসিচ্য বস্ত্রেণ পোট্টলং বদ্ধ্বা। দীপ্তাগ্নি চুল্লোপরিস্থিত কাঞ্জিকস্থাল্যুপরিলিপ্ত সচ্ছিদ্র শরাবস্থঃ বাষ্পতপ্তমেকৈকমানীয় বেদনা স্থানে স্বেদয়েৎ॥ ৩॥

শঙ্করস্বেদ—কার্পাসবীজ, কুলথকলাই, তিল, যব, ভেরেণ্ডার মূল, তিসী, পুনর্নবা ও শণবীজ; এই সকলদ্রব্য কুট্টিতকরতঃ কাঁজিতে সিক্ত করিয়া দুইটী পুটলী বাঁধিবে, তৎপরে অগ্নি প্রজ্বলিত চুল্লীর উপর কাঁজিপূর্ণ একটী হাঁড়ী রাখিয়া মুখে ছিদ্র বিশিষ্ট একখানি সরা ঢাকা দিয়া সন্ধিস্থান লেপন করিবে। এই সরার উপর উক্ত পুটলী রাখিবে। অগ্রে একটী পুটলী স্থাপন করিবে এবং ঐ পুটলী উষ্ণ হইলে উহা দ্বারা সেক দিবে ও অপর পুট-লীটি উক্ত ছিদ্র বিশিষ্ট সরার উপর স্থাপন করিবে। এইরূপে বারম্বার সেক দিবে॥ ৩॥

রুক্ষস্বেদো বিধাতব্যো বালিকাপুটকৈস্তথা।
গোজলপিষ্টং হিংস্রা কেবুক শিগ্রুস্তবং মূলম্ ॥
নাকযুতং পরিলেপাৎ সামঃ সমীরণঃ কুতঃ।
"এষাং সমভাগং গোমূত্রেণ পিষ্ট্বা বেদনাস্থানে প্রলেপঃ" ॥ ৪ ॥

(১) আমবাতে বালুকার পুটলী অগ্নি-সন্তাপে উষ্ণ করিয়া রুক্ষ সেক দিতে হয়।

(২) কণ্টকারী, কেঁউ ও সজিনার মূল এবং উই মৃত্তিকা এই সকল দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে আমবাত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শতপুষ্পা বচা শিগ্রু শ্বদংষ্ট্রা বরুণ ত্বচঃ।
সহদেবা চ বর্ষাভূঃ শটী চ সহ ভাদলী ॥
সতর্কারীফলং হিঙ্গু শুক্তকাঞ্জিকপেষিতম্।
আমবাতহরং শ্রেষ্ঠং সুখোষ্ণং লেপনং হিতম্ ॥ ৫ ॥

শুলফা, বচ, সজিনাছাল, গোক্ষুর, বরুণছাল, বেড়েলা, পুনর্নবা, শঠী, গন্ধভাদুলে, জয়ন্তীফল ও হিং; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া শুক্ত ও কাঁজিতে বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ শোথস্থানে প্রলেপ দিলে আমবাত প্রশমিত হয় ॥ ৫ ॥

রাস্নাদিদশমূলম্।

দশমূল্যামৃতৈরণ্ড-রাস্না-নাগর-দারুভিঃ।
ক্বাথো রুবুকতৈলেন সামং হন্ত্যনিলং গুরুম্ ॥ ৬ ॥

রাস্নাদিদশমূল—দশমূল, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঁঠ ও দেবদারু; ইহাদের কাথ সহযোগে এরণ্ডতৈল মিশ্রিত করতঃ পান করিলে অত্যুগ্র আমবাত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

রাস্নামৃতারগ্বধ দেবদারু ত্রিকণ্টকৈরণ্ডপুনর্নবানাম্।
ক্বাথং পিবেন্নাগরচূর্ণমিশ্রং জঙ্ঘোরুপার্শ্বত্রিকপৃষ্ঠশূলী ॥ ৭ ॥

রাস্না, গুলঞ্চ, সোঁদালফল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল ও পুনর্নবা; ইহাদের কাথ চারি আনা শুঁঠচূর্ণ সহযোগে পান করিলে জঙ্ঘা, উরু, পার্শ্ব, ত্রিক ও পৃষ্ঠের বেদনা দূর হয় ॥ ৭ ॥

রাস্নাপঞ্চকম্।

রাস্নাগুড়ূচীমেরণ্ডং দেবদারু মহৌষধম্।
পিবেৎ সার্ব্বাঙ্গিকে বাতে সামে সন্ধ্যস্থিমজ্জগে ॥ ৮ ॥

রাস্নাপঞ্চক—রাস্না, গুলঞ্চ, এরণ্ডমূল, দেবদারু ও শুঁঠ; ইহাদের কাথ পান করিলে সন্ধিগত, মজ্জাগত ও সার্ব্বাঙ্গিক আমবাত নষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

রাস্নাপঞ্চকো রাস্নাসপ্তকে চ উক্তে। ভেদার্থমেরণ্ড-তৈলং প্রক্ষিপন্তি বৃদ্ধাঃ ॥ ৯ ॥

আমবাত রোগে, বৃদ্ধ বৈদ্যদিগের মতে বিরেচনের নিমিত্ত রাস্নাসপ্তকের উষ্ণ কাথ সহ এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া পান করা কর্ত্তব্য ॥ ৯ ॥

দশমূলীকষায়েণ পিবেদ্ বা নাগরাম্ভসা।
কুক্ষিবস্তি-কটীশূলে তৈলমেরণ্ডসম্ভবম্ ॥ ১০ ॥

দশমূল অথবা শুণ্ঠীর কাথ সহ এরণ্ড তৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কুক্ষিশূল, বস্তিশূল ও কটিশূল উপশম হয় ॥ ১০ ॥

আমবাতগজেন্দ্রস্য শরীরবনচারিণঃ।
এক এব নিহন্তাযমেরণ্ডস্নেহকেশরী ॥ ১১ ॥

এরণ্ডতৈল আমবাতরোগের মহৌষধ ॥ ১১ ॥

এরণ্ডতৈলযুক্তাং হরীতকীং ভক্ষয়েন্নরো বিধিবৎ।
আমানিলার্দ্দিতযুক্তো গৃধ্রসী বৃদ্ধ্যর্দ্দিতো নিত্যম্ ॥ ১২ ॥

আমবাত, গৃধ্রসী, বৃদ্ধি ও অর্দ্দিত রোগে এরণ্ড তৈলের সহিত হরীতকী ভক্ষণ করিলে উক্ত রোগসকল দূরীভূত হয় ॥ ১২ ॥

ভৃষ্ট্বাদ্যাৎ কটুতৈলেহন্নৈঃ সহারগ্বধপল্লবম্।
কিম্বাম্লকাঞ্জিকে পক্বং খাদেদামানিলাপহম্ ॥ ১৩ ॥

সোঁদালপত্র সর্ষপ তৈলে ভাজিয়া অন্নের সহিত ভোজন করিলে অথবা অম্ল কাঁজিতে পাক করিয়া ভক্ষণ করিলে আমবাত রোগ আরোগ্য হয় ॥ ১৩ ॥

কর্ষং নাগরচূর্ণস্য কাঞ্জিকেন পিবেৎ সদা।
আমবাতপ্রশমনং কফবাতহরং পরম্ ॥ ১৪ ॥

শুঁঠ চূর্ণ ৷৷০ তোলা কাঁজির সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে আমবাত ও বাতশ্লেষ্মা নষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

ত্রিবৃৎ সৈন্ধবশুণ্ঠীনামারনালেন চূর্ণিতম্।
পীত্বা বিরিচ্যতে জন্তুরামবাতহরং পরম্ ॥ ১৫ ॥

তেউড়ী চূর্ণ ৷৷০ তোলা, সৈন্ধব লবণ ।০ আনা ও শুঁঠ চূর্ণ ।০ আনা; এই তিনটী দ্রব্য কাঁজির

সহিত একত্রে সেবন করিলে বিরেচন হইয়া আমবাত রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

সপ্তাহং ত্রিবৃতশ্চূর্ণং ত্রিবৃৎক্বাথেন ভাবিতম্।
কাঞ্জিকেন তু তৎ পীতং রেচয়েদামবাতিনম্ ॥ ১৬ ॥

তেউড়ীমূলের চূর্ণ, তেউড়ীর কাথে ভাবনা দিয়া কাঁজির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিরেচন হওত আমবাত বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

বৈশ্বানরচূর্ণম্।

মানিমন্থস্য ভাগৌ দ্বৌ ক্ষমান্যান্তথৈব হি।
ভাগাস্ত্রয়োঽজমোদায়া নাগরাদ্ ভাগপঞ্চকম্ ॥
দশ দ্বৌ চ হরীতক্যাঃ শ্লক্ষ্ণচূর্ণীকৃতাঃ শুভাঃ।
মস্তারনালতক্রেণ সর্পিষোষ্ণোদকেন বা ॥
পীতং জয়ত্যামবাতং গুল্মং হৃদ্বস্তিজান্ গদান্
প্লীহানং গ্রন্থিশূলাদীনর্শাংস্যানাহমেব চ ॥
বিবন্ধং বাতজান্ রোগাংস্তথৈব হস্তপাদজান্।
বাতানুলোমনমিদং চূর্ণং বৈশ্বানরং স্মৃতম্ ॥ ১৭ ॥

বৈশ্বানর চূর্ণ—সৈন্ধবলবণ ২ তোলা, যমানী ২ তোলা, বনযমানী ২ তোলা, শুঁঠ ৫ তোলা ও হরীতকী ১২ তোলা। এই সমস্ত চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিবে। পরে অনুপান দধির মাত, কাঁজি, ঘোল, ঘৃত বা উষ্ণ জল সহ এই ঔষধ সেবন করিলে আমবাত প্রভৃতি রোগ শান্তি হয় ॥ ১৭ ॥

অজমোদাদিবটকঃ।

অজমোদা মরিচপিপ্পলীবিড়ঙ্গসুরদারুচিত্রকশতাহ্বাঃ
সৈন্ধব পিপ্পলীমূলং ভাগা নবকস্য পলিকাঃ স্যুঃ ॥
শুণ্ঠী দশপলিকা স্যাৎ পলানি তাবন্তি বৃদ্ধদারস্য।
পথ্যাপঞ্চপলানি চ সর্ব্বাণ্যেকত্র সংচূর্ণ্য ॥
সমগুড়বটকানদতশ্চূর্ণং বাপ্যুষ্ণবারিণা পিবতঃ।
নশ্যন্ত্যামানিলজাঃ সর্ব্বে রোগাঃ সুৎকটাশ্চ ॥
বিসূচিকা প্রতিতূনী হৃদ্রোগা গৃধ্রসী চোগ্রা।
কটিবস্তিগুদস্ফুটনং চৈবাস্থি-জঙ্ঘয়োস্তীব্রম্।
শ্বয়থুস্তথাঙ্গসন্ধিষু যে চান্যেঽপ্যামবাতসম্ভূতাঃ।
সর্ব্বে প্রয়ান্তি নাশং তমইব সূর্য্যাংশুবিধ্বস্তম্ ॥ ১৮ ॥

অজমোদাদিবটক—যমানী, মরিচ, পিপুল, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, শুল্ফা, সৈন্ধব ও পিপুলমূল ; এই ৯টী দ্রব্যের প্রত্যেকের ৮ তোলা শুঁঠ ৮০ তোলা, বিদ্ধাড়কবীজ ৮০ তোলা ও হরীতকী ৪০ তোলা। এই সকলের চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া সমস্ত চূর্ণের সমান ইক্ষুগুড়ের সহিত মোদক প্রস্তুতের নিয়মানুসারে পাক করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা উষ্ণ জলের সহিত মাড়িয়া সেবন করিলে আমবাত-জনিত সর্ব্বপ্রকার রোগ বিনষ্ট হয়। উক্ত চূর্ণগুলি গুড় মিশ্রিত না করিয়া কেবল মাত্র উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলেও উক্ত আমবাত নষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

আমগজসিংহ-মোদকঃ।

শুণ্ঠীচূর্ণস্য প্রস্থৈকং যমান্যাশ্চ পলাষ্টকম্।
জীরকস্য পলদ্বন্দ্বং টঙ্কণস্য পলদ্বয়ম্।
পলৈকং শতপুষ্পায়া লবঙ্গস্য পলং তথা।
টঙ্কণস্য পলং গ্রাহ্যং মরিচস্য পলং ভবেৎ।
ত্রিবৃত্ত্রিফলা-ক্ষার-পিপ্পলীনাং পলং পলম্।
এতেষাং সর্ব্বচূর্ণানাং গুড়ং দদ্যাচ্চতুর্গুণম্ ॥
ঘৃতেন গুড়কীকৃত্য মোদকো মধুনা কৃতঃ।
শটোলাতেজপত্রাণাং কর্ষং দদ্যাদ্ গুড়ত্বচঃ ॥
চতুর্ভিরধিবাসোঽস্য তোলৈকং খাদয়েদ্ বুধঃ।
শরীরং বাঞ্ছ মাত্রস্য যুক্ত্যা বা কেটিবর্দ্ধনম্ ॥
আমবাতপ্রশমনঃ কটীগ্রহবিনাশনঃ।
শূলঘ্নো রক্তপিত্তঘ্নশ্চাম্লপিত্তবিনাশনঃ ॥
শ্রীমতা চন্দ্রনাথেন গুরুণা ভাষিতং ময়ি।
শ্রীমদ্গহননাথোঽয়ং কৃতবান্ মোদকং শুভম্ ॥
গজস্থামগজেন্দ্রোঽয়মজীর্ণবলমাগতঃ।
যথা সিংহো বনে হন্তি দন্তিনং বলিনং শুভম্ ॥
তথামবাতকরিণং নিহন্ত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

আমগজসিংহ মোদক—শুঁঠ /২ সের, যমানী /১ সের, জীরা ১৬ তোলা, সোহাগা ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, তেউড়ী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যবক্ষার ও পিপুল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং সমুদায় চূর্ণের চতুর্গুণ চিনি। পাক শেষে নামাইয়া শঠী, এলাইচ, তেজপত্র ও দারুচিনি ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা পরিমাণ লইয়া ঔষধ অধিবাসিত করতঃ ঘৃত ও মধুর সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। মাত্রা চারি আনা

হইতে অর্দ্ধ তোলা পর্য্যন্ত। ইহা আমবাত প্রভৃতি রোগ নাশের অব্যর্থ ঔষধ ॥ ১৯ ॥

রসোনপিণ্ডঃ।

রসোনস্য পলশতং তিলস্য কুড়বং তথা।
হিঙ্গু ত্রিকটুকং ক্ষারৌ দ্বৌ পঞ্চলবণানি চ ॥
শতপুষ্পা তথা কুষ্ঠং পিপ্পলীমূলচিত্রকৌ।
অজমোদা যমানী চ ধন্যাকঞ্চাপি বুদ্ধিমান্ ॥
প্রত্যেকন্তু পলৈকেষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
ঘৃতভাণ্ডে দৃঢ়ে চৈতৎ স্থাপয়েদ্ দিনষোড়শ ॥
প্রক্ষিপ্য তৈলমানিঞ্চ প্রস্থার্দ্ধং কাঞ্জিকস্য চ।
খাদেৎ কর্ষপ্রমাণস্তু তোয়ং মদ্যং পিবেদনু ॥
আমবাতে তথা বাতে সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রয়ে
অপস্মারেঽনলে মন্দে কাস-শ্বাস-গরেষু চ।
উন্মাদে বাতভগ্নে চ শূলে জন্তোঃ প্রশস্যতে ॥ ২০ ॥

রসোনপিণ্ড—রসুন ।২॥॰ সের এবং তুষ রহিত তিল ৴॥॰ সের একত্রে পেষণ করিয়া লইবে, পরে হিং, শুঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, শুলফা, কুড়, পিপুলমূল, চিতামূল, বনযমানী, যমানী ও ধনে; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা করিয়া লইয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিবে এবং উহাতে তিল তৈল ৴১ সের ও কাঁজি ৴২ সের প্রদান করিয়া কোন স্নিগ্ধ ভাণ্ডে স্থাপনপূর্ব্বক মুখরুদ্ধ করতঃ ১৬ দিন রাখিয়া দিবে। মাত্রা ।॰ আনা বা ॥॰ তোলা, অনুপান শীতল জল বা মদ্য। এই ঔষধে আমবাত, বাতরোগ, অপস্মার, অগ্নিমান্দ্য, কাস, শ্বাস, উন্মাদ ও শূল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥২০॥

মহারসোনপিণ্ডঃ।

রসোনং পলশতং ক্ষুণ্ণং তদর্দ্ধং নিস্তুষাত্তিলাৎ।
পাত্রং গব্যস্য তক্রস্য পিষ্ট্বা চৈতানি সংক্ষিপেৎ ॥
ত্রিকটুং ধন্যাকং চব্যং চিত্রকং গজপিপ্পলী।
অজমোদা ত্বগেলা চ গ্রন্থিকঞ্চ পলাংশিকম্ ॥
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ পলাংশং মরিচস্য চ।
কুষ্ঠাজাজ্যোশ্চ চত্বারি মধুনঃ কুড়বং তথা ॥
আর্দ্রকস্য চ চত্বারি সর্পিষোঽষ্টৌ পলানি চ।
তিলতৈলস্য তাবন্তি শুক্তবস্যাপি বিংশতিঃ ॥
সিদ্ধার্থকস্য চত্বারি রাজিকায়াস্তথৈব চ।
কর্ষপ্রমাণং দাতব্যং হিঙ্গু-লবণ-পঞ্চকম্ ॥
একীকৃত্য দৃঢ়ে কুম্ভে ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ।
দ্বাদশাহাৎ সমুদ্ধৃত্য প্রাতঃ খাদ্যং যথাবলম্ ॥
সুরাং সৌবীরকং সীধুং ক্ষীরঞ্চানু পিবেন্নরঃ।
জীর্ণে যথেপ্সিতং ভোজ্যং দধিপিষ্টান্নবর্জিতম্ ॥
একমাসপ্রয়োগেন সর্ব্বান্ ব্যাধীন্ ব্যপোহতি।
অশীতিং বাতজান্ রোগান্ চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব প্রমেহানপি বিংশতিম্ ॥
অর্শাংসি ষট্‌প্রকারাণি গুল্মং পঞ্চবিধং তথা।
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠমেকাদশবিধং ক্ষয়ম্ ॥
শ্বয়থুং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বমাশু বিনাশয়েৎ।
ক্ষতসন্ধ্যস্থিভগ্নানাং সন্ধানকরণঃ পরঃ ॥
দৃষ্টের্বলকরো হৃদ্য আয়ুষ্যো বলবর্দ্ধনঃ।
মহারসোনপিণ্ডোঽয়মামবাতকুলান্তকঃ ॥
সর্ব্বমেকীকৃত্য চণ্ডাতপে শোধয়িত্বা স্নিগ্ধভাণ্ডে সংস্থাপ্য ধান্যরাশৌ দ্বাদশ দিনানি সংস্থাপ্য উদ্ধৃত্য খাদয়েৎ ॥ ২১ ॥

মহারসোনপিণ্ড—উপরিস্থ আবরণ ত্বক্ রহি রসোন ।২॥॰ সের এবং তুষরহিত তিল ৴৬। সের, গব্য তক্র ।৬ সের, শুঠ, পিপুল, মরি ধনে, চই, চিতামূল, গজপিপ্পলী, বনযমানী, দারু চিনি, ছোটএলাইচ ও পিপুলমূল এইগুলি প্রত্যেকের ৮ তোলা, চিনি ৬৪ তোলা, মরিচ তোলা, কুড় ৩২ তোলা, কৃষ্ণজীরা ৩২ তোল মধু ৩২ তোলা, আদা ৩২তোলা, ঘৃত ৬৪ তোল তিলতৈল ৬৪ তোলা, কাঁজি ১৬০ তোলা, শ্বে সর্ষপ ৩২ তোলা, রাইসর্ষপ ৩২ তোলা, হিং তোলা ও পঞ্চলবণ প্রত্যেক ২ তোলা। প্রথ রসোন ও তিল পেষণ পূর্ব্বক শেষে অন্যান্য দ্রব গুলি উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। অতঃ উক্ত মিশ্রিত দ্রব্যগুলি প্রখর রৌদ্রে শুষ্ক কর ঘৃত কুম্ভে স্থাপন পূর্ব্বক ধান্যরাশির মধ্যে ১ দিন রাখিয়া দিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া চা আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় প্রাতঃকালে সুর সৌবীরক, সীধু অথবা দুগ্ধসহ ভক্ষণ করিবে এই ঔষধ সেবন কালে দধি ও পিষ্টক পরিত্যা করিয়া অন্যান্য দ্রব্য ভোজন করিবে। ইহা এ মাসকাল সেবন করিলে অশীতি প্রকার বাত

রোগ, চল্লিশ প্রকার পিত্তজরোগ, বিংশতিপ্রকার কফজরোগ এবং সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ, কুষ্ঠ, অর্শঃ, ক্ষয়, শোথ ও আমবাত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

বাতারিগুগ্‌গুলুঃ।

বাতারিতৈলসংযুক্তং গন্ধকং পুরসংযুতম্।
ফলত্রয়যুতং কৃত্বা পিষ্টয়িত্বা চিরং ক্রজী ॥
ভক্ষয়েৎ প্রত্যহং প্রাতরুষ্ণতোয়ানুপানতঃ।
দিনে দিনে প্রয়োক্তব্যং মাসমেকং নিরন্তরম্ ॥
সামবাতং কটিশূলং গৃধ্রসীখঞ্জপঙ্গুতাম্।
বাতরক্তং সশোথঞ্চ সদাহং ক্রোষ্টুশীর্ষকম্ ॥
শময়েদ্ বহুশো দৃষ্টমপি বৈদ্যবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২২ ॥

বাতারিগুগ্‌গুলু—গন্ধক, গুগ্‌গুলু, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া এরণ্ড তৈল দ্বারা পেষণ করিতে হইবে। মাত্রা ।• তোলা। অনুপান উষ্ণ জল। এই ঔষধ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে আমবাত, কটিশূল, গৃধ্রসী, খঞ্জ, পঙ্গুতা ও বাতরক্ত প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

যোগরাজগুগ্‌গুলুঃ।

চিত্রকং পিপ্পলীমূলং যমানী কারবী তথা।
বিড়ঙ্গান্যজমোদা চ জীরকং সুরদারু চ।
চব্যৈলা সৈন্ধবং কুষ্ঠং রাস্নাগোক্ষুরধান্যকম্।
ত্রিফলা মুস্তকং ব্যোষং ত্বগুশীরং যবাগ্রজম্ ॥
তালীশপত্রং পত্রঞ্চ শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবন্মাত্রস্তু গুগ্‌গুলুম্।
সংমর্দ্দ্য সর্পিষা গাঢ়ং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
অতো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত যথেষ্টাহারবানপি ॥
যোগরাজ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ।
আমবাতাঢ্যবাতাদীন্ ক্রিমিদুষ্টব্রণানি চ ॥
প্লীহগুল্মোদরানাহদুর্নামানি বিনাশয়েৎ।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলং তথা।
বাতরোগান্ জয়ত্যেষ সন্ধিমজ্জগতানপি ॥ ২৩ ॥

যোগরাজগুগ্‌গুলু—চিতামূল, পিপুলমূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, জীরা, দেবদারু, চই, এলাইচ, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনে, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, বেণারমূল, যবক্ষার, তালীশপত্র ও তেজপত্র; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত চূর্ণের সম পরিমাণ শোধিত গুগ্‌গুলু উহার সহিত মিশ্রিত করতঃ ঘৃত দ্বারা মর্দ্দন করিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে স্থাপন করিবে। ঘৃত ।• তোলা, ইহা সেবনে আমবাত, আঢ্যবাত, ক্রিমি, দুষ্টব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, আনাহ, অর্শঃ এবং সন্ধি ও মজ্জাগত বাত বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি, তেজঃ ও বল বীর্য্যাদি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

বৃহদ্‌যোগরাজগুগ্‌গুলুঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা পাঠা শতাহ্বা রজনীদ্বয়ম্।
অজমোদা বচা হিঙ্গু হবুষা হস্তিপিপ্পলী ॥
উপকুঞ্চী শটী ধান্যং বিড়ং সৌবর্চ্চলং তথা।
সৈন্ধবং পিপ্পলীমূলং ত্বগেলা-পত্র-কেশরম্ ॥
ফনিরকঞ্চ লৌহঞ্চ সর্জ্জকঞ্চ ত্রিকণ্টকম্।
রাস্না চাতিবিষা শুণ্ঠী যবক্ষারাম্লবেতসম্ ॥
চিত্রকং পুষ্করং চব্যং বৃক্ষাম্লং দাড়িমং রুবু।
অশ্বগন্ধা ত্রিবৃদ্দন্তী বদরং দেবদারু চ ॥
হরিদ্রা কটুকা মূর্ব্বা ত্রায়মাণা দুরালভাঃ
বিড়ঙ্গং গতবঙ্গঞ্চ যমানী বাসকাভ্রকম্ ॥
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
শোধিতং গুগ্‌গুলুঞ্চৈব সর্ব্বচূর্ণসমং নয়েৎ ॥
ঘৃতেন পিষ্টয়িত্বা চ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥
রসভাবেন যে ভগ্নাঃ কটিভগ্নাশ্চ যে জনাঃ।
একাঙ্গঃ শুষ্যতে যেষাং কুষ্ঠং বাপি ক্ষতোত্তমম্।
পাদৌ বিস্তারিতৌ যেষাং যেষাং বা গৃধ্রসীগ্রহঃ।
সন্ধিবাতং ক্রোষ্টুশীর্ষং বাতং সর্ব্বশরীরগম্।
অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্ ॥
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ।
অয়ং বৃহদ্‌যোগরাজ-গুগ্‌গুলুঃ সর্ব্ববাতহা ॥ ২৪ ॥

বৃহদ্‌যোগরাজগুগ্‌গুলু—শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, আকনাদি, শুলফা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বনযমানী, বচ, হিং, ধনে, গজপিপ্পলী, ছোটএলাইচ, শঠী, ধনে, বিট্‌লবণ, সচললবণ, সৈন্ধব, পিপুলমূল, দারুচিনি, এলাইচ তেজপত্র, নাগেশ্বর, সমুদ্রফেনলৌহ, ধুনা, গোক্ষুর

রাস্না, আতইষ, শুঠ, যবক্ষার, অম্লবেতস, চিতামূল, কুড়, চই, মহাদা, দাড়িম, এরণ্ডমূল, অশ্বগন্ধা, তেউড়ী, দন্তীমূল, কুলশুঠ, দেবদারু, হরিদ্রা, কট্‌কী, মুর্ব্বা, বলাডুমুর, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, বঙ্গভস্ম, যমানী, বাসকছাল ও অভ্র, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সমস্ত চূর্ণের সম পরিমাণ গুগ্‌গুলু। এই দ্রব্যগুলি একত্রে ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ॥০ তোলা। ইহা সেবনে আমবাত, গৃধ্রসী, কটিশূল, সন্ধিগত বাত, সর্ব্বশরীরগত বাত এবং সর্ব্বপ্রকার বাতজ ও কফজনিত রোগ আরোগ্য হয়। ইহা আমবাতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ ॥ ২৪ ॥

সিংহনাদগুগ্‌গুলুঃ।

পিট্টিতাঃ গুগ্‌গুলোর্ম্মানীঃ কটুতৈলপলাষ্টকম্।
প্রত্যেকং ত্রিফলা প্রস্থো সার্দ্ধদ্রোণে জলে পচেৎ
পাদশেষঞ্চ পূতঞ্চ পুনরেতদ্ বিমিশ্রয়েৎ।
ত্রিকটু-ত্রিফলা-মুস্ত-বিড়ঙ্গামরকানিকম্ ॥
গুড়ূচ্যগ্নিত্রিবৃদ্দন্তী চবী-শূরণ-মাণকম্।
পারদং গন্ধকঞ্চৈব প্রত্যেকং শুক্তি-সম্মিতম্ ॥
সহস্রং কানকফলং সিদ্ধে সংচূর্ণ্য নিক্ষিপেৎ।
ততো মাষদ্বয়ং জগ্ধ্বা পিবেত্তপ্তজলাদিকম্ ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং বড়বানলসন্নিভম্।
ধাতুবৃদ্ধিং বয়োবৃদ্ধিং বলং সুবিপুলং তথা ॥
আমবাতং শিরোবাতং সন্ধিবাতং সুদারুণম্।
জানুজঙ্ঘাশ্রিতং বাতং সকটিগ্রহমেব চ ॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ ভগ্নঞ্চ তিমিরোদরে।
অম্লপিত্তং তথা কুষ্ঠং প্রমেহং গুদনির্গমম্ ॥
কাসং পঞ্চবিধং শ্বাসং ক্ষয়ঞ্চ বিষমজ্বরম্।
প্লীহানং শ্লীপদং গুল্মং পাণ্ডুরোগং সকামলম্ ॥
শোথান্ত্রবৃদ্ধিশূলানি গুদজানি বিনাশয়েৎ ॥
মেদঃ কফামসংঘাতং ব্যাধিবারণদর্পহা ॥
সিংহনাদ ইতি খ্যাতো যোগোঽয়মমৃতোপমঃ ॥ ২৫ ॥

সিংহনাদ গুগ্‌গুলু—কাথার্থ—হরীতকী /৪ সের, আমলকী /৪ সের ও বহেড়া /৪ সের এবং কটুতৈলদ্বারা মর্দ্দিত শ্লথ পোট্টলী বদ্ধ গুগ্‌গুলু /১ সের। এই সকল দ্রব্য ৯৬ সের জলে পাক করিয়া ॥৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। পরে উহার সহিত পোট্টলীবদ্ধ অবশিষ্ট গুগ্‌গুলু গুলিয়া পুনরায় পাক করিতে থাকিবে; এবং পাক করিতে করিতে পাদস্থ পদার্থ ঘনীভূত হইয়া আসিলে শুঠ, পিপুল মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ বিছাটীমূল, গুলঞ্চ, চিতামূল, তেউড়ী, দন্তীমূল চই, ওল, মাণ, পারদ, গন্ধক ইহাদের প্রত্যেকে চূর্ণ ৪ তোলা এবং ১০০০টী শোধিত জয়পালবীজ চূর্ণ উহাতে নিক্ষেপপূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা এক আনা। অনুপান উষ্ণ জল। ইহা সেবনে অগ্নি, ধাতু ও বল বর্দ্ধিত হয় এবং আমবাত, শিরোবাত, সন্ধিবাত জানুজঙ্ঘাশ্রিতবাত, কটিবেদনা, অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৫

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবং শ্রেয়সী রাস্না শতপুষ্পা যমানিকা।
স্বর্জিকা মরিচং কুষ্ঠং শুণ্ঠী সৌবর্চ্চলং বিড়ম্ ॥
বচাজমোদা মধুকং জীরকং পৌষ্করং কণা।
এতান্যর্দ্ধপলাংশানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি কারয়েৎ ॥
প্রস্থমেরণ্ডতৈলস্য প্রস্থার্দ্ধং শতপুষ্পজম্।
কাঞ্জিকং দ্বিগুণং দধ্না তথা মস্তু শনৈঃ পচেৎ ॥
সিদ্ধমেতৎ প্রয়োক্তব্যমামবাতহরং পরম্।
পানাভ্যঞ্জনবস্তৌ চ কুরুতেঽপি বলং ভৃশম্
বাতার্ত্তরক্ষণে শস্তং কটিজানূরুসন্ধিজে।
শূলোদ্ধৃৎপার্শ্বপৃষ্ঠেষু কৃচ্ছ্রেঽশ্মরীনিপীড়িতে ॥
বাহায়ামার্দ্দিতানাহে অন্ত্রবৃদ্ধিনিপীড়িতে।
অন্যাংশ্চানিলজান্ রোগান্ নাশয়ত্যাশু দেহিনাম্

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল—এরণ্ড তৈল সের। কল্কার্থ সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, রাস্না, শুলফা যমানী, সাজিমাটি, মরিচ, কুড়, শুঠ সচল বিট্‌লবণ, বচ, বনযমানী যষ্টিমধু, জীরা, কুড় পিপুল ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। শুলফা ক্কাথ /৪ সের, কাঁজি /৮ সের, দধিরমাত সের। এই তৈল পান ও মর্দ্দন এবং ইহা দ্ব বস্তিপ্রয়োগ করিলে আমবাত এবং কটি, জ উরু ও সন্ধিগতবাত প্রশমিত হইয়া থাকে ॥২৬

অজমোদা পিপ্পলী চ কুষ্ঠং রাস্না চ গ্রন্থিকম্।
এষাং কর্ষমিতৈঃ কল্কৈঃ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য মূর্চ্ছিতস্য যথাবিধি॥
এতত্তৈলবরং শ্রেষ্ঠমভ্যঙ্গাৎ সর্ব্ববাতনুৎ।
বিশেষেণামবাতেষু কটিজানূরুসন্ধিষু॥
হৃৎপার্শ্ব-সর্ব্বগাত্রেষু শূলঞ্চৈব বিনাশয়েৎ।
বাতশ্লেষ্মণি বাহ্যায়ামন্ত্রবৃদ্ধৌ ভগন্দরে॥
শস্তং নাড়ীব্রণান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যথ দেহিনাম্।
অন্যাংশ্চ বিবিধান্ রোগান্ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
সৈন্ধবাদ্যমিদং তৈলং সর্ব্বাময়নিসূদনম্॥ ২৭॥

দ্বিতীয়সৈন্ধবাদ্য তৈল—যথাবিধি মূর্চ্ছিত কটুতৈল, /৪ সের। কল্কার্থ—সৈন্ধব, দেবদারু, বচ, শুঠ, কট্‌ফল, শুলফা, মুথা, চই, মেদ, মহা মেদ, জয়পালছাল, তেউড়ীমূল, আকনাদি, নীল-বৃক্ষমূল, দন্তীমূল, মরিচ, বনযমানী, পিপুল, কুড়, রাস্না ও পিপুল মূল; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার বাত, বিশেষতঃ কটি, জানু, উরু ও সন্ধিগত আমবাত, হৃদয় ও পার্শ্ব শূল বাতশ্লেষ্ম এবং অন্যান্য নানাবিধ রোগ আরোগ্য হয়॥ ২৭॥

আমবাতারি বটিকা।

রসগন্ধক-লৌহার্ক-তুথ-টঙ্কন-সৈন্ধবান্।
সমভাগৈঃ বিচূর্ণ্যাথ চূর্ণাদ্দ্বিগুণ-গুগ্‌গুলুঃ॥
গুগ্‌গুলোঃ পাদিকং দেয়ং ত্রিবৃতাচূর্ণমুত্তমম্।
তৎসমং চিত্রকস্যাথ ঘৃতেন বটিকাং কুরু॥
খাদেন্মাষদ্বয়ঞ্চেদং ত্রিফলাজলযোগতঃ।
আমবাতারিবটিকা পাচিকা ভেদিকা মতা॥
আমবাতং নিহন্ত্যাশু গুল্মশূলোদরাণি চ।
যকৃৎপ্লীহোদরাষ্ঠীলাং কামলাং পাণ্ডুরোগকম্॥
হলীমকং চাম্লপিত্তং শ্বয়থুং শ্লীপদার্ব্বুদৌ।
গ্রন্থিশূলং শিরঃশূলং বাতরোগঞ্চ গৃধ্রসীম্।
গলগণ্ড-গণ্ডমালা-ক্রিমি-কুষ্ঠ-বিনাশিনী।
বিদ্রধিং গর্দ্দভানাহাবন্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ নাশয়েৎ॥ ২৮॥

গুলি ঘৃত দ্বারা বাটিয়া এক আনা বা দুই আনা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ত্রিফলার জল। এই ঔষধ পাচক ও ভেদক। ইহা সেবনে আমবাত, বাতরোগ ও গৃধ্রসী প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৮॥

আমবাতারিরসঃ।

রসো-গন্ধো-বরা বহ্নি-গুগ্‌গুলুঃ ক্রমবর্দ্ধিতঃ।
এতদেরণ্ডতৈলেন শ্লক্ষ্ণচূর্ণং প্রপেষয়েৎ॥
কর্ষোহস্যৈরণ্ডতৈলেন হস্ত্যুষ্ণজলপায়িনাম্।
আমবাতমতীবোগ্রং দুগ্ধমুদ্গাদি বর্জ্জয়েৎ॥ ২৯॥

আমাবাতারিরস—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, হরীতকী ৩ তোলা, আমলকী ৪ তোলা, বহেড়া ৫ তোলা, চিতামূল ৬ তোলা ও গুগ্‌গুলু ৭ তোলা। এই চূর্ণগুলি একত্র করিয়া তৈলে পেষণ করিবে। মাত্রা ॥০ তোলা। এই ঔষধ এরণ্ড তৈলের সহিত সেবন করাইয়া উষ্ণ জল পান করিতে দিবে। দুগ্ধ ও মুদ্গ ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য ভক্ষণ করিবে। ইহা সেবনে অত্যুগ্র আম বাত রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৯॥

আমবাতেশ্বরো রসঃ।

শুদ্ধগন্ধং পলার্দ্ধঞ্চ মৃততাম্রঞ্চ তৎসমম্।
তাম্রার্দ্ধং পারদং দেয়ং রসতুল্যং মৃতায়সম্॥
সর্ব্বং পঞ্চাঙ্গুলেনৈব ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ।
সংচূর্ণ্য পঞ্চকোলস্য ক্বাথে সর্ব্বং বিমর্দ্দয়েৎ॥
রৌদ্রে বিংশতিবীরাংশ্চ গুড়ূচীনাং রসৈর্দ্দশ।
ভৃষ্টটঙ্কনচূর্ণেন তুল্যেন সহ মেলয়েৎ॥
টঙ্কনার্দ্ধং বিড়ং দেয়ং মরিচং বিড়তুল্যকম্।
তিন্তিড়ী ক্ষারতুল্যঞ্চ সূততুল্যঞ্চ দন্তিকম্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা চৈব লবঙ্গং চার্দ্ধভাগিকম্।
আমবাতেশ্বরো নাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতঃ॥
মহাগ্নিকারকো হ্যেষ আমবাতকুলান্তকঃ॥
স্থূলানাং কুরুতে কার্শ্যং কৃশানাং স্থৌল্যকারকম্॥

অমৃপানরসেনৈব সর্ব্বরোগমূলান্তকঃ।
সাধ্যাসাধ্যং নিহন্ত্যাশু চামবাতং সুদারুণম্ ॥
গুরুবৃষ্যান্নপানানি পয়ো মাংসরসা হিতাঃ।
ভোজয়েৎ কণ্ঠপর্য্যন্তং চতুর্গুঞ্জামিতং রসম্ ॥
কটুপ্রতিক্তসহিতং পিবেত্তদমৃপানকম্।
শীঘ্রং জীর্য্যতি তৎসর্ব্বং জায়তে দীপনঃ পরঃ ॥
অনেন সদৃশো নাস্তি বহ্নিসন্দীপনো রসঃ।
গুল্মার্শো-গ্রহণী-রোগ-শোথ পাণ্ডুদরাপহঃ ॥
"সর্ব্বতোভদ্রশ্চায়মুচ্যতে ॥" ৩০ ॥

আমবাতেশ্বর রস—শোধিত গন্ধক ৪ তোলা, তাম্র ৪ তোলা, পারদ ২ তোলা ও লৌহ ২ তোলা। অগ্রে গন্ধক ও পারদ কজ্জলী করিয়া পরে উহার সহিত লৌহ ও তাম্র মিশ্রিত করিবে। অনন্তর এরণ্ডমূলের রসে ৭ বার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া লইবে। তৎপরে পঞ্চকোলের কাথে বিংশতিবার এবং গুলঞ্চের কাথে দশবার ভাবনা দিয়া উহার সহিত সর্ব্বদ্রব্যের সমান সোহাগা, সোহাগার অর্দ্ধেক বিট্‌লবণ, বিট্‌লবণের সমান মরিচ ও পারদের সমান তেঁতুলের ক্ষার ও দন্তীমূল চূর্ণ এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও লবঙ্গ প্রত্যেকে পারদের অর্দ্ধাংশ। এই সমস্ত একত্র করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে আমবাত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥

ত্রিফলাদি লৌহম্।

ত্রিফলা মুস্তকং ব্যোষং বিড়ঙ্গং পুষ্করং বচা।
চিত্রকং মধুকঞ্চৈব পলাংশং শ্লক্ষ্ণচূর্ণিতম্ ॥
অয়শ্চূর্ণপলান্যষ্টৌ গুগ্‌গুলোস্তাবদেব হি।
আলোড্য মধুনোপেতং পলদ্বাদশকেন চ ॥
প্রাতর্বিলিহ্য ভুঞ্জানো জীর্ণে তস্মিন্ জয়েদ্রুজঃ।
দুঃসাধ্যামবাতঞ্চ পাণ্ডুরোগং হলীমকম্ ॥
জীর্ণান্নসম্ভবং শূলং শ্বয়থুং বিষমজ্বরম্ ॥ ৩১ ॥

ত্রিফলাদি লৌহ—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, কুড়, বচ, চিতামূল ও যষ্টিমধু ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, লৌহচূর্ণ ৬৪ তোলা এবং শোধিত গুগ্‌গুলু ৬৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য ১৷০ সের মধুর সহিত আলোড়ন পূর্ব্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। ইহা প্রাতঃকালে সেবন করিলে দুঃসাধ্য আমবাত, পাণ্ডুরোগ ও হলীমক প্রভৃতি বিদূরিত হয় ॥ ৩১ ॥

বিড়ঙ্গাদিলৌহম্

বজ্রপাণ্ডাদিলৌহানাং গ্রাহ্যং পঞ্চপলং শুভম্।
চূর্ণং মৃতাভ্রকস্যাপি লৌহার্দ্ধং পারদং তথা ॥
ত্রিগুণা ত্রিফলা গ্রাহ্যা লৌহাভ্রাৎ ষোড়শৈর্জলৈঃ।
পক্ত্বাষ্টভাগশেষন্তু গ্রাহ্যং ক্বাথজলং ততঃ ॥
তেন লৌহাভ্রচূর্ণঞ্চ পুনঃ পাচ্যং সমং ঘৃতম্।
শতাবর্য্যা রসঞ্চৈব ক্ষীরঞ্চ দ্বিগুণং রসাৎ ॥
লৌহময্যা পচেদ্দর্ব্ব্যা পাত্রে চায়সি তাম্রকে।
পচেৎ পাকবিধিজ্ঞস্তু বহ্নিনা মৃদুনা শনৈঃ ॥
সিদ্ধে চ প্রক্ষিপেদেতান্ বিড়ঙ্গাদীন্ যথোদিতান্।
বিড়ঙ্গং নাগরং ধান্যং গুড়ূচীসত্ত্বজীরকম্ ॥
পলাশবীজং মরিচং পিপ্পলী হস্তিপিপ্পলী।
ত্রিবৃতা ত্রিফলা দন্তী এলা চৈরগুকং তথা ॥
চবিকা গ্রন্থিকং চিত্রং মুস্তকং বৃদ্ধদারকম্।
সর্ব্বেষাং চূর্ণমেতেষাং লৌহাভ্রকসমং ভবেৎ ॥
আমবাতগজেন্দ্রস্য কেশরী বিধিনির্ম্মিতঃ।
আমবাতঞ্চ শোথঞ্চাপ্যগ্নিমান্দ্যং হলীমকম্ ॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হন্ত্যাবল্যং রসায়নম্।
"অত্রামুক্তগন্ধকমপি কজ্জলিকা-যোগ্যং দাতব্যমিতি ॥ ৩২ ॥

বিড়ঙ্গাদিলৌহ—লৌহ ৪০ তোলা, অভ্র ২০ তোলা, পারদ ২০ তোলা, গন্ধক ২০ তোলা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের ৬০ তোলা, জল ২৮৮০ তোলা, শেষ ৩৬০ তোলা। এই ক্বাথজলে উক্ত লৌহ, অভ্র এবং ঘৃত ৬০ তোলা, শতমূলীর রস ৬০ তোলা ও দুগ্ধ ১২০ তোলা মিশ্রিত করিয়া লৌহ বা তাম্র পাত্রে মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিবে এবং লৌহদর্ব্বী দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিতে থাকিবে। পাক করিতে করিতে ঘন হইলে বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, ধনে, গুলঞ্চ, জীরা, পলাশ বীজ, মরিচ, পিপুল, গজপিপ্পলী, তেউড়ী, হরী-

তকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তীমূল, ছোট এলাইচ, এরণ্ডমূল, চই, পিপুলমূল, চিতামূল, মুথা ও বিদ্ধাড়কবীজ; এই ২১টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৬০ তোলা উহাতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে আমবাত, শোথ, অগ্নিমান্দ্য, হলীমক, কামলা ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা বলকারক, রসায়ন ও বৃষ্য ॥ ৩২ ॥

পঞ্চাননরসলৌহম্।

জারিতং পুটিতং লৌহচূর্ণং পঞ্চপলং শুভম্।
গুগ্‌গুলোশ্চ পলং পঞ্চ লৌহার্দ্ধং মৃতমভ্রকম্॥
শুদ্ধসূতমভ্রসমং গন্ধকং তৎসমং ভবেৎ।
ত্রিগুণামৃতসম্পূর্ণাৎ কৃত্বা তাং ত্রিফলাং পচেৎ॥
দ্বিরষ্টভাগং পানীয়মষ্টভাগাবশেষিতম্।
তেন চাষ্টাবশেষেণ পচেল্লৌহাভ্র গুগ্‌গুলুম্॥
ঘৃততুল্যাং শতাবর্য্যারসং দত্ত্বা তথা শুভম্।
প্রস্থং প্রস্থঞ্চ দুগ্ধস্য শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
লৌহময্যা পচেৎ দর্ব্ব্যা পাত্রে চায়সমৃন্ময়ে।
ততঃ পাকবিধিজ্ঞস্তু পাকসিদ্ধৌ বিনিক্ষিপেৎ॥
বিড়ঙ্গং নাগরং ধান্যং গুড়ূচীসহজীরকম্।
পঞ্চকোলং ত্রিবৃদ্দন্তী ত্রিফলৈলা চ মুস্তকম্॥
সুচূর্ণিতঞ্চ প্রত্যেকমেষামর্দ্ধপলং ক্ষিপেৎ।
রসস্য কজ্জলীং কৃত্বা ঈষদুষ্ণে বিমর্দ্দয়েৎ॥
উত্তার্য্য স্থাপয়েদ্ ভাণ্ডে স্নিগ্ধে চাপি সুরক্ষিতম্।
ঘৃতেন মধুনা পশ্চান্মর্দ্দয়িত্বানুপানতঃ॥
গুড়ূচীনাগরৈরণ্ডং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
ভক্ষয়েচ্ছুদ্ধদেহস্তু শুভেঽহনি সুরার্চ্চকঃ॥
আমবাত-মহাব্যাধি-বিনাশায়েষ্টদেবতা।
সন্ধিবাতং কটিশূলং কুক্ষিশূলং সুদারুণম্॥
জঙ্ঘাপাদাঙ্গুলীশূলং গৃধ্রসীং হন্তি পঙ্গুতাম্।
গুল্মশোথং পাণ্ডুরোগং সন্ধিবাতঞ্চ দুঃসহম্॥
আম-বাত গজেন্দ্রস্য কেশরী বিধিনির্ম্মিতঃ॥ ৩৩॥

পঞ্চাননরস লৌহ—লৌহ ৪০ তোলা, গুগ্‌গুলু ৪০ তোলা, অভ্র ২০ তোলা, পারদ ২০ তোলা, গন্ধক ৩০ তোলা। ক্বাথার্থ-হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের ৪০ তোলা, পাকার্থ জল।৬ সের, শেষ /২ সের। এই ক্বাথ জলে উক্ত গুগ্‌গুলু, লৌহ, অভ্র এবং ঘৃত /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের ও দুগ্ধ /৪ সের একত্র করিয়া লৌহ বা মৃণ্ময় পাত্রে পাক করিতে থাকিবে এবং লৌহদর্ব্বী দ্বারা পুনঃ পুনঃ আলোড়ন করিবে। পাক করিতে করিতে ভালরূপ সিদ্ধ হইলে বিড়ঙ্গ, শুঁঠ, ধনে, গুলঞ্চ, জীরা, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, তেউড়ী, দন্তীমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, ছোট-এলাইচ ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা পরিমাণে উহাতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করতঃ মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং পারদ ও গন্ধক কজ্জলী করিয়া অল্প উষ্ণ থাকিতে উহার সহিত মিশাইয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ইহা ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া গুলঞ্চ, শুঠ ও ভেরেণ্ডামূলের ক্বাথের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে আমবাত, কটিশূল, সন্ধিগতবাত, কুক্ষিশূল, জঙ্ঘা, পাদ ও অঙ্গুলিগত শূল, গৃধ্রসী ও পঙ্গুতা প্রভৃতি রোগ বিদূরিত হয়॥ ৩৩॥

দধি-মৎস্য-গুড়-ক্ষীর-পোতকী মাষ-পিষ্টকান্।
বর্জ্জয়েদামবাতার্ত্তো মাংসঞ্চানূপসম্ভবম্॥
অভিষ্যন্দিকরা যে চ যে চান্যে গুরুপিচ্ছিলাঃ।
বর্জ্জনীয়াঃ প্রযত্নেন আমবাতার্দ্দিতৈর্নরৈঃ॥৩৪॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যামামবাতাধিকারঃ।

দধি, মৎস্য, গুড়, দুগ্ধ, পুঁইশাক, মাষকলাই, পিষ্টক, আনূপমাংস এবং কফজনক, গুরু ও পিচ্ছিল দ্রব্য, এই সমস্ত আমবাত রোগে পরিত্যাগ করিবে॥ ৩৪॥

ইতি আমবাত-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ শূলাধিকারঃ

বমনং লঙ্ঘনং স্বেদঃ পাচনং ফলবর্ত্তয়ঃ।
ক্ষারচূর্ণাদিগুড়িকাঃ শস্যন্তে শূলশান্তয়ে॥ ১॥

শূলরোগের চিকিৎসা।

বমন, লঙ্ঘন, স্বেদ, পাচন, ফলবর্ত্তি, ক্ষার চূর্ণ, গুড়িকা প্রভৃতি শূলরোগ বিনাশের পক্ষে সুপ্রশস্ত বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

পুংসঃ শূলাভিপন্নস্ত স্বেদ এবং সুখাবহঃ।
পায়সৈঃ কৃশরৈঃ পিষ্টৈঃ স্নিগ্ধৈর্ব্বা পিশিতোৎকরৈঃ ॥২

পায়স, কৃশরা, স্নিগ্ধ পিষ্টক ও মাংস পিণ্ড এই সকল দ্রব্য উষ্ণ করিয়া তাহার স্বেদ প্রদান করিলে শূলরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

বাতশূলে।
বাতাত্মকং হন্ত্যচিরেণ শূলং
স্নেহেন যুক্তস্তু কুলত্থযূষঃ ॥
সসৈন্ধব-ব্যোষযুতঃ সলাবঃ
সহিঙ্গু-সৌবর্চ্চল-দাড়িমাঢ্যঃ ॥৩॥

বাতজ শূলরোগের চিকিৎসা।

কুলত্থ কলায় ও লাবপক্ষীর মাংস সমভাগে ৮তোলা পরিমাণে লইয়া /২দুইসের জলের সহিত সিদ্ধ করতঃ অর্দ্ধসের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে উহা হিং সংযুক্ত ঘৃত দ্বারা সন্তলন পূর্ব্বক উহাতে সৈন্ধবলবণ, শুণ্ঠি, পিপুল, মরিচ ও সচল লবণ চূর্ণ সমভাগে মিলিত ২ তোলা ও দাড়িমের রস যথামাত্রায় মিশাইয়া সেবন করিলে বাতজ শূলরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

বলা-পুনর্নবৈরণ্ড-বৃহতীদ্বয়-গোক্ষুরৈঃ।
সহিঙ্গু লবণোপেতং সদ্যো বাতরুজাপহম্ ॥ ৪ ॥

বেড়েলা, পুনর্নবা, ভেরেণ্ডার মূল, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হিং ও সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতজনিত শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শূলী নিয়ম-কোষ্ঠোঽষ্ণিরুষ্ণাভিশ্চূর্ণিতাঃ পিবেৎ।
হিঙ্গুপ্রতিবিষাব্যোষ-বচা-সৌবর্চলাভয়াঃ ॥ ৫ ॥

হিং, আতইস, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বচ, সচল লবণ ও হরীতকী এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত প্রাতঃকালে আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে বাতজনিত শূলরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

তুম্বুরুণ্যভয়া হিঙ্গু পৌষ্করং লবণত্রয়ম্।
পিবেৎ যবাম্বুনা বাত শূল-গুল্মাপতন্ত্রকী ॥ ৬ ॥

ধনে, হরীতকী, হিং, পুষ্কর মূল (অভাবে কুড়), সৈন্ধব লবণ, সচললবণ ও বিট্‌লবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উচিত মাত্রায় যবের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে বাতজনিত শূল গুল্ম ও অপতন্ত্রক বাতব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যবানী-হিঙ্গু-সিন্ধূত্থ ক্ষার-সৌবর্চলাভয়াঃ।
সুরামণ্ডেন পাতব্যা বাতশূলনিসূদনাঃ ॥ ৭ ॥

যোয়ান, হিং, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সচল লবণ ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে সুরামণ্ডের সহিত সেবন করিলে বাতজ শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৭

বিশ্বমেরণ্ডজং মূলং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
হিঙ্গু সৌবর্চলোপেতং সদ্যঃ শূলনিবারণম্ ॥ ৮ ॥

শুণ্ঠী ॥০ অর্দ্ধতোলা ও ভেরেণ্ডার মূল ॥০ অর্দ্ধতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮তোলা। যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া ইহাতে হিং ও সচললবণ।০ সিকিতোলা পরিমাণে মিশাইয়া সেবন করিলে সত্বই শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৮ ॥

হিঙ্গু-পুষ্কর-মূলাভ্যাং হিঙ্গু সৌবর্চ্চলেন বা।
বিশ্বৈরণ্ড-যবক্বাথঃ সদ্যঃ শূলনিবারণঃ ॥
তদ্বৎ কুম্বুযবক্বাথো হিঙ্গু সৌবর্চলান্বিতঃ ॥ ৯ ॥

(১) শুণ্ঠী ভেরেণ্ডার মূল ও যব এই দ্রব্য ত্রয় সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হিং, পুষ্কর মূল চূ

।॰ সিকিতোলা মিশ্রিত করিয়া, অথবা হিং ও সচললবণ চূর্ণ।॰ সিকি তোলা মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সত্তই শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) ভেরেণ্ডার মূল ॥॰ অর্দ্ধতোলা ও যব ॥॰ অর্দ্ধতোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সিকিতোলা হিং ও সচললবণ মিশাইয়া সেবন করিলে শূলরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

সৌবর্চ্চলাম্লিকাজাজী-মরিচৈর্দ্বিগুণোত্তরৈঃ।
মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্ট্বা গুড়িকা বাতশূলনুৎ ॥ ১০ ॥

সচললবণ ১ এক ভাগ, তেঁতুল ২ দুই ভাগ, কৃষ্ণজীরা ৪ চারিভাগ ও মরিচ ৮ আটভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র ছোলঙ্গলেবুর রসে পেষণপূর্ব্বক ।॰ সিকিতোলা পরিমাণ বটিকা করিয়া উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে বাতজনিত শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

বীজপূরকমূলঞ্চ ঘৃতেন সহ পায়য়েৎ।
জয়েদ্ বাতভবং শূলং কর্ষমেকং প্রমাণতঃ ॥ ১১ ॥

ছোলঙ্গ নেবুর মূল ২ তোলা পরিমাণে পেষণ পূর্ব্বক গব্য ঘৃত সহ সেবন করিলে বাত জনিত শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

হিঙ্গ্বম্লবেতস-ব্যোষ-যমানী-লবণত্রিকৈঃ।
বীজপূররসোপেতৈর্গুড়িকা বাতশূলনুৎ ॥ ১২ ॥

হিং,অম্লবেতস (থৈকর),শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যোয়ান, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিটলবণ এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ছোলঙ্গনেবুর রসে পেষণপূর্ব্বক ।॰ সিকিতোলা পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে বাতজনিত শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১২ ॥

বিল্বমূলতিলৈরণ্ডং পিষ্ট্বা চাম্লতুষাম্ভসা।
গুড়িকাং ভ্রময়েদুষ্ণাং বাতশূলবিনাশিনীম্ ॥ ১৩ ॥

বেলমূল, তিল ও ভেরেণ্ডার মূল, এই দ্রব্য ত্রয় সমভাগে অম্লকাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ সেই গুড়িকা বেদনা স্থলে বুলাইলে বাতজ শূলরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

তিলৈশ্চ গুড়িকা কৃত্বা ভ্রময়েজ্জঠরোপরি।
গুড়িকা শময়ত্যেষা শূলঞ্চৈবাতিদুস্তরম্ ॥ ১৪ ॥

তিল কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ উদরে বেদনা স্থলে বুলাইলে অতি দুঃসাধ্য বাতশূল বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

নাভিলেপাজ্জয়েচ্ছূলং মদনঃ কাঞ্জিকান্বিতঃ।
জীবন্তীমূলকল্কো বা সতৈলঃ পার্শ্বশূলনুৎ ॥ ১৫ ॥

(১) মদনফল কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক নাভিদেশে লেপন করিলে বাতজনিত শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) জীবন্তীমূল পেষণ পূর্ব্বক তিল তৈল সহ মিশাইয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে পার্শ্বশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৫ ॥

পিত্তশূলে।

গুড়শালিযবাঃ ক্ষীরং সর্পিঃপানং বিরেচনম্।
জাঙ্গলানি চ মাংসানি ভেষজং পিত্তশূলিনাম্ ॥ ১৬।

পিত্তজ শূলরোগের চিকিৎসা।

পুরাতন ইক্ষুগুড়, শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, দুগ্ধ, ঘৃতপান ও বিরেচন, এই সকল পিত্তজনিত শূলরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর ॥ ১৬ ॥

পৈত্তে তু শূলে বমনং পয়োম্বু-
রসৈস্তথেক্ষোঃ সপটোলনিম্বৈঃ ॥
শীতাবগাহাঃ পুলিনাঃ সবাতাঃ
কাংস্যাদি পাত্রাণি জলপ্লুতানি ॥ ১৭ ॥

(১) পিত্তজ শূলরোগে দুগ্ধ, জল বা ইক্ষুরসের সহিত পলতা ও নিমছাল পেষণ পূর্ব্বক রোগীকে তাহা সেবন করাইয়া বমন করাইবে।

(২) শীতল জলে অবগাহন, নদীতীরস্থ বায়ুসেবন এবং উদরোপরি শীতল জল পূর্ণ কাংস্যাদি পাত্র ধারণ করিলে পিত্তজনিত শূলরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৭ ॥

বিরেচনং পিত্তহরঞ্চ শস্তং রসাশ্চ শস্তাঃ শশলাবকানাম্। সন্তর্পণং লাজমধূপপন্নং যোগাঃ সুশীতা মধু সংপ্রযুক্তাঃ ॥ ১৮

পিত্তনিঃসারক বিরেচন, শশক ও লাবপক্ষীর মাংসরস, খৈ ও মধু সংযুক্ত সন্তর্পণ ও মধু মিশ্রিত অন্যান্য শীতল যোগসকল পিত্তজনিত শূলরোগে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ১৮ ॥

ছর্দ্যাংজ্বরে পিত্তভবেহথ শূলে ঘোরে বিদাহেত্বতি-কর্ষিতে চ। যবস্ত পেয়াং মধুনা বিমিশ্রাং পিবেৎ সুশীতাং মনুজঃ সুখার্থী ॥ ১৯ ॥

বমি, পিত্তজ্বর, পৈত্তিকশূল অত্যন্ত দাহ বা অত্যধিক কৃশতা হইলে, তদবস্থায় যবের পেয়া প্রস্তুত করতঃ শীতল করিয়া মধুর সহিত পান করিলে বিশেষ উপকার দর্শে ॥ ১৯ ॥

ধাত্র্যা রসং বিদার্য্যা বা ত্রায়ন্তী গোস্তনাম্বু বা।
পিবেৎ সশর্করং সদ্যঃ পিত্তশূলনিসূদনম্ ॥ ২০ ॥

(১) আমলকীর রসে চিনি মিশাইয়া পান করিলে অথবা ভুমি কুষ্মাণ্ডের রসে ইক্ষুচিনি মিশাইয়া পান করিলে, কিম্বা বলালতা ও কিস্‌মিস সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা, এই ক্বাথে ইক্ষু চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে সদ্যই পিত্তজনিত শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

শতাবরীরসং ক্ষৌদ্রযুতং প্রাতঃ পিবেন্নরঃ।
দাহশূলোপশান্ত্যর্থং সর্ব্বপিত্তাময়াপহম্ ॥ ২১ ॥

শতাবরীর রসে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহ, শূল ও সর্ব্বপ্রকার পিত্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

শতাবরী সযষ্ট্যাহ্ববাট্যাল-কুশ-গোক্ষুরৈঃ।
শৃতশীতং পিবেত্তোয়ং সগুড়ক্ষৌদ্রশর্করম্ ॥
পিত্তাসৃগ্‌ দাহশূলঘ্নং সদ্যো দাহজ্বরাপহম্ ॥ ২২ ॥

শতাবরী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশের মূল ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে ইক্ষু-গুড়, মধু ও ইক্ষুচিনি মিশাইয়া পান করিলে সদ্যই রক্তপিত্ত, দাহ, পৈত্তিক শূল ও দাহ-সংযুক্ত জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

তৈলমেরণ্ডজং বাপি মধুককাথসংযুতম্।
শূলং পিত্তোদ্ভবং হন্তি গুল্মং পৈত্তিকমেব চ ॥
প্রলিহ্যাৎ পিত্তশূলঘ্নং ধাত্রীচূর্ণং সমাক্ষিকম্ ॥ ২৩ ॥

(১) যষ্টিমধু ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষক্বাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ভেরেণ্ডার তৈল মিশাইয়া পান করিলে পৈত্তিকশূল ও পিত্তজ গুল্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) আমলকীচূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পরি-মাণে মধুর সহিত সেবন করিলে পিত্তজনিত শূল-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৩ ॥

শ্লৈষ্মিকশূলে।

শ্লেষ্মাত্মকে ছর্দনলঙ্ঘনানি
শিরোবিরেকং মধুসীধুপানম্।
মধুনা গোধুম-যবানরিষ্টান্
সেবেত রুক্ষান্ কটুকাংশ্চ সর্ব্বান্ ॥ ২৪

কফজনিত শূলরোগের চিকিৎসা।

বমন, লঙ্ঘন, শিরোবিরেচন (নস্য), মধুকৃত সীধুপান, মধুসহ গোধুম ও যব ভক্ষণ, অরিষ্টক এবং সর্ব্বপ্রকার রুক্ষ ও কটুদ্রব্য, এই সকল কফজ শূলরোগে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ২৪ ॥

লবণত্রয়সংযুক্তং পঞ্চকোলং সরামঠম্।
সুখোষ্ণেণাম্বুনা পীতং কফশূলনিবারণম্ ॥ ২৫ ॥

সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, বিট্‌লবণ, পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ ও হিঙ্গু এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে কফজনিত শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৫ ॥

বিল্বমূলমথৈরণ্ডং চিত্রকং বিশ্বভেষজম্।
হিঙ্গু সৈন্ধবসংযুক্তং সদ্যঃ শূলনিবারণম্ ॥ ২৬ ॥

বেলমূলের ছাল, ভেরেণ্ডার মূলের ছাল, চিতামূলের ছাল ও শুণ্ঠী, এই সকল দ্রব্য সম-ভাগে মিলিত ২ দুই তোলা, পাকার্থ জল ৩২

তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হিং ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে সদ্য কফজশূলরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৬ ॥

হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং শুণ্ঠী পথ্যা চ দ্বিগুণোত্তরা।
এতচ্চূর্ণং কটি-কুক্ষি-পার্শ্ব-হৃদ্-বস্তিশূলনুৎ ॥ ২৭ ॥

হিং চূর্ণ ১ ভাগ, সচললবণ চূর্ণ ২ ভাগ, শুণ্ঠীচূর্ণ ৪ ভাগ ও হরীতকী চূর্ণ ৮ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক প্রত্যহ উপযুক্ত পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে কফশূল, কুক্ষিশূল, পার্শ্বশূল, হৃদয়শূল ও বস্তি শূলরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৭ ॥

আমশূলে।

আমশূলে ক্রিয়া কার্য্যা কফশূলবিনাশিনী।
সেব্যমামহরং সর্ব্বং যদগ্নিবলবর্দ্ধনম্ ॥ ২৮ ॥

আমশূলের চিকিৎসা।

আমশূলে কফনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে। যাহা আমনাশক এবং অগ্নিদীপক ও বলবর্দ্ধক, তাহা সমস্তই আমশূলে প্রয়োগ করিবে ॥ ২৮ ॥

চতুঃসম-চূর্ণম্।

দীপ্যকং সৈন্ধবং পথ্যা নাগরঞ্চ চতুঃসমম্।
চূর্ণং শূলং জয়ত্যাশু মন্দস্যাগ্নেশ্চ দীপনম্ ॥ ২৯ ॥

চতুঃসমচূর্ণ—যোয়ান, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী ও শুণ্ঠী, এই ৪ চারিটী দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে আমশূল বিনষ্ট হয় এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

সমাক্ষিকং বৃহত্যাদিং পিবেৎ পিত্তানিলাত্মকে।
ব্যামিশ্রং বা বিধিং কুর্য্যাৎ শূলে পিত্তানিলাত্মকে ॥৩০

বাতপৈত্তিক-শূলের চিকিৎসা।

(১) বৃহত্যাদিগণের ক্বাথ মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বাতপৈত্তিক শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) বাতজ ও পিত্তজ শূলের ঔষধ একত্র করিয়া সেবন করাইলেও বাতপৈত্তিক শূলরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥

পিত্তজে কফজেচাপি ক্রিয়া যা কথিতা পৃথক্।
একীকৃত্য প্রযুঞ্জীত তাং ক্রিয়াং কফপিত্তজে ॥৩১ ॥

কফপৈত্তিক শূলরোগের চিকিৎসা।

পিত্তজ ও কফজ শূলরোগের যে সকল ঔষধ পৃথক্ পৃথক্ কথিত হইয়াছে, তাহা একত্র করিয়া প্রয়োগ করিলে কফপিত্তজ শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

রসোনং মধুসংমিশ্রং পিবেৎ প্রাতঃ প্রকাঙ্ক্ষিতঃ।
বাতশ্লেষ্মভবং শূলং নিহন্তি বহ্নিদীপনম্ ॥ ৩২ ॥

বাতশ্লৈষ্মিক শূলের চিকিৎসা।

প্রাতঃকালে মধুর সহিত রসুন সেবন করিলে বাতকফজনিত শূলরোগ বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

শঙ্খচূর্ণং সলবণং সহিঙ্গু ব্যোষসংযুতম্
উষ্ণোদকেন তৎপীতং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্ ॥ ৩৩

ত্রিদোষজ শূলের চিকিৎসা।

শঙ্খচূর্ণ, সৈন্ধবলবণ, হিং ও ত্রিকটু চূর্ণ, এই সকল উপযুক্ত পরিমাণে একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে ত্রিদোষজ শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩৩ ॥

গোমূত্রশুদ্ধমণ্ডূরং ত্রিফলাচূর্ণসংযুতম্।
বিলিহন্ মধুসর্পির্ভ্যাং শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্ ॥ ৩৪ ॥

৭ সাতবার গোমূত্রে শোধিত মণ্ডুর চূর্ণ ও ত্রিফলাচূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিলে ত্রিদোষজ শূলরোগ বিনষ্ট হয় ॥৩৪॥

দগ্ধমনির্গতধূমং মৃগশৃঙ্গং গোঘৃতেন সহ পীতম্।
হৃদয়নিতম্বজশূলং হরতি শিখী দারুনিবহমিব ॥ ৩৫ ॥

অন্তর্ধূমে দগ্ধ হরিণশৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় গব্যঘৃত সহ সেবন করিলে হৃদয়শূল ও নিতম্বশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

ব্যায়ামং মৈথুনং মদ্যং লবণং কটুবৈদলম্।
বেগরোধং শুচং ক্রোধং বর্জয়েচ্ছূলবান্ নরঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং শূলাধিকারঃ ॥

শূলরোগে পরিত্যাজ্য—ব্যায়াম (পরিশ্রম), মৈথুন, মদ্য, লবণাত্মক দ্রব্য, কটু দ্রব্য, দাইল, মলমূত্রাদির বেগধারণ, শোক ও ক্রোধ, এই সকল শূলরোগী অবশ্য পরিত্যাগ করিবে ॥৩৬॥

ইতি শূল-চিকিৎসা সমাপ্ত

অথ পরিণাম-শূলাধিকারঃ।

——:০:——

বমনং তিক্তমধুরৈর্বিরেকশ্চাত্র শস্যতে।
বস্তয়শ্চ হিতাঃ শূলে পরিণামসমুদ্ভবে ॥ ১

পরিণাম শূল চিকিৎসা.

পরিণাম শূলরোগে তিক্ত ও মধুর দ্রব্য দ্বারা বমন, বিরেচন ও বস্তি কার্য্য করিবে ॥ ১ ॥

নাগর-তিল-গুড়-কল্কং পয়সা সংসাধ্য যঃ পুমানদ্যাৎ।
উগ্রং পরিণতিশূলং তস্যাপৈতি সপ্তরাত্রেণ ॥ ২ ॥

শুঁঠচূর্ণ ২ তোলা ও পুরাতন গুড় ২ তোলা এবং তিল ৮তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্র করতঃ দুই সের দুগ্ধের সহিত পায়স প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে ৭ দিবসের মধ্যে পরিণাম শূল বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

শম্বুক জং ভস্ম পীতং জলেনোষ্ণেণ তৎক্ষণাৎ।
পংক্তিজং বিনিহন্ত্যেতৎ শূলং বিষ্ণুরিবাসুরান্ ॥
নির্মাংসীকৃতশম্বুক-ভস্ম মাসমেকং দ্বয়ং বা।
ঘৃতাক্তমুখকুহরেণ উষ্ণাম্বুনা গোলয়িত্বা পেয়ম্ ॥ ৩ ॥

মাংস রহিত শম্বুক ভস্ম করিয়া উহা দুই আনা বা চারি আনা গ্রহণপূর্ব্বক উষ্ণজল সহ পান করিলে পংক্তিশূল বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনের পূর্ব্বে মুখে ঘৃত লেপন করিবে, নচেৎ জিহ্বা ও মুখ দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা ॥ ৩ ॥

দধ্না নূনং সরেণাদ্যাৎ সতিলযবশক্তুকান্।
অচিরান্মুচ্যতে শূলাদন্নরোধপরিবর্জনাৎ ॥ ৪ ॥

অন্নভোজন পরিত্যাগ করতঃ সরসংযুক্ত দধির সহিত মটর ও যবের ছাতু ভক্ষণ করিলে অচিরে শূলরোগ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ॥৪॥

তিল-নাগর-পথ্যানাং ভাগং শম্বুকভস্মনাম্।
দ্বিভাগ গুড়সংযুক্তাং গুড়ীং কৃত্বাক্ষভাগিকাম্ ॥
শীতাম্বুপানাৎ পূর্ব্বাহ্নে ভক্ষয়েৎ ক্ষীরভোজনঃ।
সায়াহ্নে রসকং পীত্বা নরো মুচ্যেত দুর্জয়াৎ ॥
পরিণামসমুত্থাচ্চ শূলাচ্চিরভবাদপি ॥ ৫ ॥

তিল, শুঁঠ, হরীতকী ও শম্বুক ভস্ম ইহাদের প্রত্যেক এক তোলা এবং গুড় ৮ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া অর্দ্ধতোলা প্রমাণ গুড়িকা প্রস্তুত পূর্ব্বক শীতল জল সহ সেবন করিতে দিবে। পথ্য—পূর্ব্বাহ্নে দুগ্ধ এবং সায়াহ্নে মাংসের যুষ। ইহা দ্বারা পরিণাম শূল অচিরে বিনষ্ট হয় ॥ ৫

শম্বুকাদি গুড়িকা।

শম্বুকং ত্র্যূষণঞ্চৈব পঞ্চৈব লবণানি চ।
সমাংশা গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ কলম্বকরসেন চ ॥
প্রাতর্ভোজনকালে বা ভক্ষয়েত্তদ্ যথাবলম্।
শূলাদ্ বিমুচ্যতে জন্তুঃ সহসা পরিণামজাৎ ॥ ৬ ॥

শম্বুকাদি গুড়িকা—শম্বুক ভস্ম ১ তোলা, ত্রিকটু মিলিত ৩ তোলা ও পঞ্চলবণ মিলিত ৫ তোলা। এই সকল দ্রব্য কলমীশাকের রসে বাটিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া প্রাতঃকালে কিম্বা আহারের পূর্ব্বে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে পরিণাম শূল হইতে মুক্ত হওয়া যায় জানিবে ॥৬॥

শঙ্খরসগুড়িকা।

পলানি চিঞ্চাক্ষারস্য পঞ্চ পঞ্চপলানিচ।
লবণানাং ক্ষিপেৎ প্রস্থদ্বয়ং জম্বীরবারিণঃ ॥
পলদ্বাদশ শঙ্খস্য ভস্মীভূতং ক্ষিপেৎ পুনঃ।
পূর্ব্বত্রয়েণ সংমর্দ্দ্য হিঙ্গুব্যোষচতুঃপলম্ ॥
রসামৃতস্যগন্ধানাং পলার্দ্ধঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
দদ্যাৎ সমস্তং সংমর্দ্দ্য জম্বীরাম্লে দিনত্রয়ম্ ॥
বদরাস্থিপ্রমাণেন গুড়িকাঃ কারয়েদ্ভিষক্।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় তোয়মুষ্ণং পিবেদনু ॥
শূলঞ্চ সর্ব্বগুল্মঞ্চ অজীর্ণপরিণামজম্।
অম্লশূলং পংক্তিশূলং হৃচ্ছুলঞ্চ বিশেষতঃ ॥

কুক্ষিশূলং পার্শ্বশূলং পৃথগ্ বাতাদিসম্ভবম্।
আমশূলমুদাবর্ত্তং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭

শঙ্খরসগুড়িকা—তেঁতুলছাল ভস্ম ৪০ তোলা, পঞ্চলবণ প্রত্যেকের ৮ তোলা, শঙ্খভস্ম ৯৬ তোলা, জম্বীরের রস ⁄৮ সের, হিং, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং পারদ, গন্ধক ও বিষ প্রত্যেকে ৪ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া জম্বীরের রসে ৩ দিন মর্দ্দন করতঃ কুল আঁটি পরিমাণ বটিকা করিবে। ইহা প্রাতঃকালে উষ্ণজলের সহিত ভক্ষণ করিতে দিবে। ইহা সেবনে সকল প্রকার শূল এবং পরিণামশূল রোগ নিবৃত্ত হয় ॥ ৭ ॥

যঃ পিবতি সপ্তরাত্রং শক্তূনেকান্ কলায়যূষেণ।
স জয়তি পরিণামজং শূলং চিরজমপি কিমুত নূতনজম্ ॥ ৮ ॥

কলাইয়ের যূষের সহিত যবচূর্ণ ভক্ষণ করিলে চিরকালোৎপন্ন পরিণামশূল বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

লৌহচূর্ণং বরাযুক্তং বিলীঢ়ং মধুসর্পিষা।
পরিণামশূলং শময়েৎ তন্মলং বা প্রয়োজিতম্ ॥ ৯ ॥

লৌহভস্ম অথবা মণ্ডুরচূর্ণ এবং হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া চূর্ণ সমভাগে মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে পরিণাম শূল বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

সামুদ্রাদ্যং চূর্ণম্।

সামুদ্রং সৈন্ধবং ক্ষারো রুচকং রোমকং বিড়ম্।
দন্তী লৌহরজঃ কিট্টং ত্রিবৃচ্ছূরণকং সমম্ ॥
দধিগোমূত্রপয়সা মন্দপাকে বিপাচিতম্।
তদ্‌যথাগ্নিবলং চূর্ণং পিবেদুষ্ণেন বারিণা ॥
জীর্ণেঽজীর্ণে তু ভুঞ্জীত মাংসাদি ঘৃতসাধিতম্।
নাভিশূলং প্লীহশূলং যকৃদ্‌-গুল্মকৃতঞ্চ যৎ ॥
বিদ্রধ্যষ্ঠীলিকাং হন্তি কফবাতোদ্ভবং তথা।
শূলানামপি সর্ব্বেষামৌষধং নাস্তি তৎপরম্ ॥
পরিণামসমুত্থস্ত বিশেষেণান্তকৃন্মতম্ ॥ ১০ ॥

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ—করকচ, সৈন্ধব, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সচললবণ, গাম্ভারী, বিট্‌লবণ, দন্তীমূল, লৌহচূর্ণ, মণ্ডুর, তেউড়ী ও ওল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র করিয়া দধি, গোমূত্র ও দুগ্ধ এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে মিলিত চূর্ণ সমষ্টির চতুর্গুণ গ্রহণ পূর্ব্বক সমুদায় গুলি একত্রে পাক করিয়া লইবে। মাত্রা ।০ আনা। অনুপান উষ্ণজল। ইহা সেবনে নাভিশূল, যকৃৎশূল, গুল্ম, প্লীহা, যকৃৎ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ শূল রোগ বিনষ্ট হয়। পথ্য—ঘৃত সংযুক্ত মাংসাদি ॥ ১০ ॥

নারিকেলং সতোয়ঞ্চ লবণেন প্রপূরিতম্।
বিপক্বমগ্নিনা সম্যক্ পরিণামজশূলনুৎ।
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্ ॥ ১১

জলযুক্ত সুপক্ব নারিকেলের মধ্যে সৈন্ধবলবণ পূর্ণ করিয়া পুটপাকের নিয়মানুযায়ী অগ্নিতে দগ্ধ করতঃ তন্মধ্যস্থ সৈন্ধব গ্রহণ করিবে, ইহা সেবনে পরিণাম শূল নষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

সপ্তামৃতলৌহম্।

মধুকং ত্রিফলাচূর্ণময়োরজঃ সমং লিহন্।
মধুসর্পির্যুতং সম্যগ্ গব্যং ক্ষীরং পিবেদনু ॥
ছর্দ্দিং সতিমিরং শূলমম্লপিত্তং জ্বরং ক্লমম্।
আনাহং মূত্রসঙ্গঞ্চ শোথঞ্চৈব নিহন্তি সঃ ॥ ১২ ॥

সপ্তামৃতলৌহ—যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং লৌহ চূর্ণ ৪ তোলা। এই গুলি একত্র করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন পূর্ব্বক ভক্ষণ করতঃ গব্যদুগ্ধ পান করিলে বমি, শূল ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১২

গুড়পিপ্পলীঘৃতম্।

সপিপ্পলীগুড়ং সর্পিঃ পচেৎ ক্ষীরে চতুর্গুণে।
বিনিহন্ত্যম্লপিত্তঞ্চ শূলঞ্চ পরিণামজম্ ॥ ১৩ ॥

গুড়পিপ্পলী ঘৃত—ঘৃত ⁄৪ সের। পিপুল ⁄।০ অর্দ্ধ সের, ইক্ষুগুড় ⁄।০ সের এবং দুধ।৬ সের। এই সকল দ্রব্য যথানিয়মে ঘৃত দ্বারা পাক করিয়া লইবে। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত ও পরিণাম শূল বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

পিপ্পলীঘৃতম্।

কাথেন কল্কেন চ পিপ্পলীনাং সিদ্ধং ঘৃতং মাক্ষিক-

সংপ্রযুক্তম্। ক্ষীরাম্বুপানিস্ত নিহন্ত্যবশ্যং শূলং প্রবৃদ্ধং পরিণামসংজ্ঞম্॥ ১৪॥

পিপ্পলীঘৃত।—ঘৃত /৪ সের। পিপুল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ—পিপুল /১ সের। এই দ্রব্য গুলি দ্বারা যথা নিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। ইহা ।।০ তোলা মাত্রায় অল্প উষ্ণ দুগ্ধ সহ পান করিলে প্রবৃদ্ধ পরিণাম শূল তিরোহিত হয়॥ ১৪॥

বীজপূরাদ্যং ঘৃতম্।

বীজপূরকমেরণ্ডং রাস্না গোক্ষুরকং বলাম্।
পৃথক্ পঞ্চপলান্ ভাগান্ যবপ্রস্থসমাযুতান্॥
বারিদ্রোণেন সংসাধ্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
ঘৃতপ্রস্থং পচেত্তেন কল্কং দত্ত্বাক্ষসম্মিতম্।
তুম্বুরুণ্যভয়া ব্যোষাং হিঙ্গু সৌবর্চ্চলং বিড়ম্।
সৈন্ধবং যাবশূকঞ্চ সর্জ্জিকাম্লবেতসম্॥
পুষ্করং দাড়িমঞ্চৈব বৃক্ষাম্লং জীরকদ্বয়ম্।
মস্ত প্রস্থদ্বয়ং দত্ত্বা সর্ব্বং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
ঘৃতমেতৎ প্রশংসন্তি শূলং হন্তি ত্রিদোষজম্।
বাতশূলং বকৃচ্ছূলং গুল্মং প্লীহাপহং পরম্॥
কুক্ষিশূলং পার্শ্বশূলঞ্চ অঙ্গশূলঞ্চ নাশয়েৎ।
বলবর্ণকরং হৃদ্যমগ্নিসন্দীপনং পরম্॥ ১৫॥

ঘৃত।—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—ধনে, হরীতকী, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং সচললবণ, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব, যবক্ষার, শ্বেতধুনা, অম্লবেতস, কুড়, দাড়িম, মহাদা, জীরা ও কৃষ্ণজীরা; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। কাথার্থ—টাবালেবুর মূল, এরণ্ডমূল, রাস্না, গোক্ষুর ও বেড়েলা ইহাদের প্রত্যেকের ৪০ তোলা এবং নিস্তুষ যব /২ সের। পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। দধির মাত /৮ সের। এই সকল দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত সেবনে সর্ব্ববিধ শূল ও পরিণামশূল আরোগ্য হয়॥ ১৫॥

কোলাদিমণ্ডুরম্।

কোলা গ্রন্থিক শৃঙ্গবের চপলা ক্ষারৈঃ সমং চূর্ণিতং মণ্ডুরং সুরভীজলেঽষ্টগুণিতে পক্ত্বাথ সান্দ্রীকৃতম্। তৎ খাদেদশনাদি-মধ্য-বিরতৌ প্রায়েণ দুগ্ধান্নভুক্ জেতুং বাতকফাময়ান্ পরিণতৌ শূলঞ্চ শূলানি চ॥ ১৬॥

কোলাদিমণ্ডুর।—চই, পিপলমূল, শুঠ, পিপুল ও যবক্ষার; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সমস্ত চূর্ণের সমান মণ্ডুর এবং মণ্ডুরের ৮ গুণ গোমূত্র। প্রথমতঃ গোমূত্রে ও মণ্ডুর একত্রে পাক করিতে থাকিবে। পরে পাক করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিলে উক্ত চূর্ণ গুলি নিক্ষেপ করিয়া চুল্লী হইতে নামাইবে। এই ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হইলে দুগ্ধান্ন ভোজন করিবে। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার শূল রোগ প্রশমিত হয়॥ ১৬॥

ক্ষীরমণ্ডুরম্।

লৌহকিট্টপলান্যষ্টৌ গোমূত্রার্দ্ধাঢ়কে পচেৎ।
ক্ষীরপ্রস্থেন তৎসিদ্ধং পংক্তিশূলহরং পরম্॥ ১৭॥

ক্ষীরমণ্ডুর।—৬৪ তোলা মণ্ডুর চূর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক /৮ সের গোমূত্র ও /৪ সের দুগ্ধ দ্বারা মৃদু অগ্নিতে যথা-নিয়মে পাক করিয়া লইবে। ইহা সেবনে পংক্তি শূল বিনষ্ট হয়॥ ১৭॥

তারামণ্ডুরগুড়ঃ।

বিড়ঙ্গংচিত্রকং চব্যং ত্রিফলা ত্র্যূষণানি চ।
নবভাগানি চৈতানি লৌহকিট্টসমানি চ॥
গোমূত্রং দ্বিগুণং দত্ত্বা মূত্রার্দ্ধিকগুড়ান্বিতম্।
শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পক্ত্বা সুসিদ্ধং পিণ্ডমাগতম্॥
স্নিগ্ধভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ভক্ষয়েৎ কোলমাত্রয়া।
প্রাগ্মধ্যান্তক্রমেণৈব ভোজনস্য প্রয়োজিতম্॥
যোগোঽয়ং শময়ত্যাশু পংক্তিশূলং সুদারুণম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং মন্দাগ্নিতামপি॥
অর্শাংসি গ্রহণীরোগং ক্রিমিগুল্মোদরাণি চ।
নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চ স্থৌল্যঞ্চাপি নিযচ্ছতি॥
বর্জ্জয়েচ্ছুষ্কশাকানি বিদাহ্যম্লকটূনি চ।
পংক্তিশূলান্তকো হ্যেষ গুড়ো মণ্ডুরসংজ্ঞিতঃ॥
শূলার্ত্তানাং কৃপাহেতো তারয়া পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ১৮॥

তারামণ্ডুর গুড়।—বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মরিচ, পিপুল ও শুঁঠ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ, সমস্ত চূর্ণের সমপরিমাণ মণ্ডুর, মণ্ডুর ও বিড়ঙ্গ প্রভৃতি সমস্তচূর্ণের দ্বিগুণ পরিমাণ গোমূত্র এবং সর্ব্বচূর্ণের সমপরিমাণ গুড়। প্রথমতঃ গোমূত্র, মণ্ডুর

ও গুড় একত্রে পাক করিতে থাকিবে। তৎপরে ঘন হইয়া আসিলে অন্যান্য চূর্ণ গুলি নিক্ষেপ করিবে। এই ঔষধ ভোজনের অগ্রে, মধ্যে ও অন্তে ভক্ষণ করিলে পংক্তিশূল, কামলা ও প্রভৃতি নানাবিধ রোগ দূর হয়॥ ১৮॥

শতাবরীমণ্ডুরম্।

সংশোধ্য চূর্ণিতং কৃত্বা মণ্ডুরস্য পলাষ্টকম্।
শতাবরীরসস্যাষ্টৌ দধ্নশ্চ পয়সস্তথা॥
পলান্যাদায় চত্বারি তথা গব্যস্য সর্পিষঃ।
বিপচেৎ সর্ব্বমেকত্র যাবৎ পিণ্ডত্বমাগতম্॥
সিদ্ধস্তু ভক্ষয়েন্মধ্যে ভোজনস্যাগ্রতোঽপি বা।
বাতাত্মকং পিত্তভবং শূলঞ্চ পরিণামজম্॥
নিহন্ত্যেব নিয়োগোঽয়ং মণ্ডুরস্য ন সংশয়ঃ॥ ১৯

শতাবরীমণ্ডুর।—শোধিত মণ্ডুর চূর্ণ ৬৪ তোলা, শতমূলীর রস ৬৪ তোল', দধি ৬৪তোলা, দুগ্ধ ৬৪ তোলা এবং ঘৃত ৩২ তোলা। এই দ্রব্য গুলি একত্রে পাক করিতে থাকিবে এবং পাক করিতে করিতে পিণ্ডবৎ হইলে নামাইবে। ইহা ভোজনের অগ্রে বা মধ্যে ভক্ষণ করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও পরিণাম শূল বিনষ্ট হয়॥ ১৯॥

বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডুরম্।

মণ্ডুরস্যাভিতপ্তস্য বরাকাথপ্লুতস্য চ।
চূর্ণীকৃতপলান্যষ্টৌ শতাবরীরসস্য চ॥
দধ্নশ্চ পয়সশ্চাষ্টৌ বামলক্যা রসস্য চ।
চতুঃপলং ঘৃতস্যাপি শাণমাত্রং বিনিক্ষিপেৎ॥
সিদ্ধে প্রত্যেকমেতেষা মজাজী ধান্য মুস্তকম্।
ত্রিজাতক কণাপথ্যা উপযুক্তং নিহন্তি চ॥
শূলং দোষত্রয়োদ্ভুতমম্লপিত্তঞ্চ দারুণম্।
অরুচিঞ্চ বমিঞ্চৈব কাশং শ্বাসঞ্চ নাশয়েৎ॥ ২০॥

বৃহচ্ছতাবরীমণ্ডুর।—অগ্রে মণ্ডুর দগ্ধ করতঃ ত্রিফলার কাথে ৭ বার নিক্ষেপ পূর্ব্বক শোধন করিয়া লইবে। তদনন্তর উক্ত নিয়মে বিশুদ্ধ মণ্ডুর চূর্ণ /১ সের, শতমূলীর রস /১ সের, দধি /. সের, দুগ্ধ /১ সের, আমলকীর রস /১ সের এবং ঘৃত /॥ অর্দ্ধসের। এই সকল দ্রব্য একত্রে পাক করিতে থাকিবে, তৎপরে পাক সিদ্ধ হইলে কৃষ্ণজীরা, ধনে, মুথা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, পিপুল ও হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ অর্দ্ধতোলা করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে। ইহা সেবনে ত্রিদোষজ শূল, সুদারুণ অম্লপিত্ত, অরুচি, বমি, কাস ও শ্বাস বিনষ্ট হয়॥ ২০॥

চতুঃসমমণ্ডুরম্।

সদ্যো লৌহমলাজ্য মাক্ষিক সিতা ভাগাঃ সমামানতঃ পাত্রে তাম্রময়ে দিনান্তমথিতং সংস্থাপয়েদাতপে। পশ্চাৎ তদ্ ঘনতাং প্রণীয় রজনীমেকাং বহিঃ স্থাপয়েৎ পাত্রে তাম্রময়ে নিধেয়মথবা পাত্রে হবির্ভাবিতে॥ পশ্চাম্মাষচতুষ্টয়ং প্রতিদিনং অক্ষ্ণা জলং শীতলং পেয়ং ভোজনপূর্ব্বমধ্য বিরতৌ স্বচ্ছন্দভোজ্যৈর্ন্নৈঃ। জেতুং শূলহুতাশমান্দ্য কসন শ্বাসাম্লপিত্তজ্বরোন্মাদাপস্মৃতি-মেহসর্ব্বজঠরা-জীর্ণাদি সর্ব্বারুজঃ॥ ২১।

চতুঃসমমণ্ডুর।—বিশুদ্ধ মণ্ডুর, ঘৃত, মধু ও চিনি ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া তাম্রপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে মর্দ্দন করতঃ এক দিন রৌদ্রে স্থাপন করিয়া এক রাত্রি শিশিরে স্থাপন করিবে, তৎপরে উক্ত ঔষধ কোন তাম্র পাত্রে অথবা ঘৃতাক্তপাত্রে রাখিয়া দিবে। পরিমাণ অর্দ্ধতোলা। অনুপান শীতল জল। উক্ত অর্দ্ধ তোলা ঔষধ সমান তিন ভাগ করিয়া ভোজনের আদিতে ১ভাগ, মধ্যে ১ ভাগ এবং অন্তে ১ভাগ সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে শূল, অগ্নিমান্দ্য, কাস ও শ্বাস বিনষ্ট হয়॥ ২১

রসমণ্ডুরম্।

কুড়বং পথ্যাচূর্ণং দ্বিপলং গন্ধাশ্ম-লৌহ-কিট্টঞ্চ।
শুদ্ধরসস্যার্দ্ধপলং ভৃঙ্গস্য রসঞ্চ কেশরাজস্য॥
প্রত্যেকস্মিতঞ্চ দত্বা পাত্রে লৌহেহথদণ্ডসংঘৃষ্টম্।
শুষ্কং ঘৃতমধুযুক্তং মৃদিতং স্থাপ্যঞ্চ ভাজনে স্নিগ্ধে।
উপযুক্তমেতদচিরান্নিহন্তি কফপিত্তজান্।
শূলং তথাম্লপিত্তং গ্রহণীঞ্চ কামলামুগ্রাম্॥ ২২॥

রসমণ্ডুর।—শোধিত গন্ধক ১৬ তোলা ও পারদ ৪ তোলা একত্র কজ্জলী করিয়া লইবে। অনন্তর হরীতকী চূর্ণ ৩২ তোলা ও বিশুদ্ধ মণ্ডুর চূর্ণ ১৬ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত

করিয়া ভৃঙ্গরাজের রস /২ সের ও কেশরাজের রস ২ সের প্রদান করিয়া লৌহ পাত্রে লৌহ দণ্ড দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ প্রথম দিবস ৪ রত্তি মাত্রায় ঘৃত ও মধু সহকারে সেবন করিয়া দুগ্ধ পান করিবে। তৎপরে প্রত্যেক দিন ২ রত্তি করিয়া ।০ আনা পর্য্যন্ত মাত্রা বৃদ্ধি করিবে॥ ২২॥

ধাত্রীলৌহম্।

ধাত্রীচূর্ণস্যাষ্টৌ পলানি চত্বারি লৌহচূর্ণকম্।
যষ্টিমধুকরজশ্চ দ্বিপলং দদ্যাৎ পটে সূক্ষ্মম্॥
অমৃতাক্কাথেন তচ্চূর্ণং ভাব্যঞ্চ সপ্তসপ্তাহম্।
চণ্ডাংশুপেষু শুষ্কং ভূয়ঃ পিষ্ট্বা নবঘটে স্থাপ্যম্॥
ঘৃতমধুনা সংযুক্তং ভক্তাদৌ মধ্যতস্তথান্তে চ।
ত্রীনপি বারান্ খাদেৎ পথ্যং দোষানুবন্ধেন॥
ভক্তস্যাদৌ শময়তি রোগান্ পিত্তানিলোদ্ভূতান্।
মধ্যেঽন্নে বিষ্টম্ভং জয়তি নৃণাং বিদহ্যতে চান্নম্॥
পানান্নকৃতান্ দোষান্ ভক্তান্তে শীলিতং জয়তি।
এবং জীর্য্যতি চান্নং শূলং নৃণাং সুকষ্টমপি॥
হরতি চ সহসা যুক্তো যোগশ্চায়ং জরৎপিত্তম্।
চক্ষুষ্যঃ পলিতঘ্নঃ কফপিত্ত সমুদ্ভবান্ জয়তি॥ ২৩॥

ধাত্রীলৌহ।—আমলকী চূর্ণ ৬৪ তোলা, লৌহ ৩২ তোলা এবং যষ্টিমধু চূর্ণ ১৬ তোলা। এই গুলি একত্র করিয়া আমলকীর কাথ দ্বারা সাত দিন ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। এই ঔষধ ।০ আনা বা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত ভোজনের আদিতে মধ্যে ও অন্তে সেবন করিতে দিবে। ইহা ভোজনের আদিতে সেবন করিলে বাতজ ও পিত্তজ রোগ, মধ্যে সেবন করিলে বিষ্টব্ধাজীর্ণ এবং ভোজনের পরে সেবনে পান ও অন্নকৃত রোগ, অন্নদ্রব্যাখ্য শূল ও অম্লপিত্ত রোগ প্রশমিত হয়॥ ২৩॥

ধাত্রীলৌহম্।

ষট্‌পলং শুদ্ধমণ্ডূরং যবস্ত কুড়বং তথা।
পাকায় নীরপ্রস্থার্দ্ধং দদ্যাৎ পাদাবশেষিতম্॥
শতমূলীরসস্যাষ্টাবামলক্যা রসস্তথা।
তথা দধি পয়ো ভূমিকুষ্মাণ্ডস্ত চতুঃপলম্॥
চতুঃপলং সর্পিরিক্ষুরসং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
প্রক্ষিপেদ্ জীরধন্যাকং ত্রিজাতং করিপিপ্পলী॥
মুস্তং হরীতকী চৈব লৌহমভ্রং কটুত্রিকম্।
রেণুকং ত্রিফলা চৈব তালীশং নাগকেশরম্॥
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈশ্চূর্ণয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
ভোজনাদ্যবসানে চ মধ্যেচৈব সমাহিতঃ॥
তোলৈকং ভক্ষয়েচ্চানু পেয়ং নিত্যং পয়স্তথা।
শূলমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা॥
বাতিকং পৈত্তিকঞ্চাপি শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
পরিণামভবং শূলমন্নদ্রবভবং তথা॥
দ্বন্দ্বজানপি শূলাংশ্চ অম্লপিত্তং সুদারুণম্।
সর্ব্বশূলহরং শ্রেষ্ঠং ধাত্রীলৌহমিদং শুভম্॥ ২৪॥

ধাত্রীলৌহ।—যবতণ্ডুল ৩২ তোলা, পাকার্থ জল /২ সের, শেষ অর্দ্ধসের, শতমূলীর রস, আমলকীর রস, দধি ও দুগ্ধ ইহাদের প্রত্যেকের /১ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডরস, ঘৃত ও ইক্ষুরস ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ সের এবং বিশুদ্ধ মণ্ডুর চূর্ণ ৪৮ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া যথারীতি পাক করিতে থাকিবে। শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহাতে জীরা, ধনে, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, গজপিপুল, মুথা, হরীতকী, লৌহ, অভ্র, শুঁঠ পিপুল, মরিচ, রেণুক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তালীশ পত্র ও নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইয়া সিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ॥০ তোলা। অনুপান—দুগ্ধ। ইহা ভোজনের আদিতে, মধ্যে ও অন্তে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে সাধ্যাসাধ্য অষ্টবিধ শূল এবং অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ বিদূরিত হয়॥ ২৪॥

শর্করালৌহম্।

শতাবরীরসপ্রস্থে প্রস্থে চ সুরভীজলে।
অজায়াঃ পয়সঃ প্রস্থে প্রস্থে ধাত্রীরসস্ত চ॥
লৌহমলপলান্যষ্টৌ শর্করাপলষোড়শ।
দত্বাজ্য কুড়বং তত্র শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
সিদ্ধশীতে ঘনীভূতে দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ।
বিড়ঙ্গ ত্রিফলা ব্যোষ যমানী গজপিপ্পলী।

বিজীরকং যমং লৌহমভ্রং কর্ষদ্বয়ং পৃথক্।
খাদেদগ্নিবলাপেক্ষী ভোজনাদৌ বিচক্ষণঃ॥
শূলং সর্ব্বভবং হন্তি পিত্তশূলং বিশেষতঃ।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কুক্ষিবস্তিগুদে রুজম্॥
কাসং শ্বাসং তথা শোথং গ্রহণীদোষমেব চ।
যকৃৎপ্লীহোদরানাহ রাজযক্ষ্মাবিনাশনম্॥
বিষ্টম্ভমামং দৌর্ব্বল্যমগ্নিমান্দ্যঞ্চ যদ্ ভবেৎ।
এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥ ২৫॥

শর্করালৌহ।—শতমূলীর রস ৪ সের, গোমূত্র /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, আমলকীর রস ৪ সের, মণ্ডুর ১ সের, চিনি ২ সের এবং ঘৃত ॥• অর্দ্ধ সের। এই সকল দ্রব্য একত্রে পাক করিয়া নামাইবে। অনন্তর শীতল হইলে বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী, গজপিপ্পলী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুথা, লৌহ ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা উহাতে নিক্ষেপ করিবে। ভোজনের পূর্ব্বে এই ঔষধ যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্ববিধ শূল, কাস, শ্বাস, শোথ, গ্রহণী, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, আনাহ ও রাজযক্ষ্মাদি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা পিত্তশূলের উৎকৃষ্ট ঔষধ॥২৫॥

খণ্ডামলকী।

স্বিন্ন-পীড়িতকুষ্মাণ্ডাৎ তুলার্দ্ধং ভৃষ্টমাজ্যতঃ।
প্রস্থার্দ্ধে খণ্ডতুল্যন্তু পচেদামলকীরসাৎ॥
প্রস্থে সুস্বিন্নকুষ্মাণ্ডরসপ্রস্থে বিঘট্টয়ন্।
দর্ব্ব্যা পাকং গতে তস্মিংশ্চূর্ণীকৃত্য বিনিক্ষিপেৎ॥
দ্বে দ্বে পলে কণাজাজী শুণ্ঠীনাং মরিচস্য চ।
পলং তালীশধন্যাক-চাতুর্জাতক মুস্তকম্॥
কর্ষপ্রমাণং প্রত্যেকং প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকস্ত চ।
পংক্তিশূলং নিহন্ত্যেতৎ দোষত্রয়কৃতঞ্চ যৎ॥
ছর্দ্দ্যম্লপিত্তমূর্চ্ছাশ্চ শ্বাসং কাসমরোচকম্।
হৃচ্ছূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ রক্তপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ॥
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং খণ্ডামলকসংজ্ঞিতম্॥ ২৬॥

খণ্ডামলকী।—সুপক্ব পুরাতন কুষ্মাণ্ড শস্য সিদ্ধ করতঃ নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক কুষ্মাণ্ড শস্যগুলি শুষ্ক করিবে। তৎপরে উক্ত কুষ্মাণ্ড শস্য /৬। সের, ২ সের ঘৃতে সন্তলন করিয়া আমলকীর রস /৪ সের ও কুষ্মাণ্ড রস একত্র /৪ সের করিয়া উহাতে /৬।• সের চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া উক্ত বস্ত্রখণ্ডে ভর্জ্জিত কুষ্মাণ্ডে প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে। পাক শেষ হইয়া আসিলে পিপুল, কৃষ্ণজীরা ও শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৮ তোলা এবং তালীশপত্র, ধনে, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট এলাইচ, নাগেশ্বর ও মুথা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। পরে শীতল হইলে উহার সহিত ২ সের মধু মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে স্থাপন করিবে। ইহা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে পরিণাম শূল, অম্লপিত্ত, বমি, মূর্চ্ছা, শ্বাস, কাস, অরুচি ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৬॥

নারিকেলখণ্ডঃ।

কুড়বমিতিমিহ স্যান্নারিকেলং সুপিষ্টং। পলপরিমিতসর্পিঃপাচিতং খণ্ডতুল্যম্। নিজপয়সি তদেতৎ প্রস্থমাত্রে বিপক্বং। গুড়বদথ সুশীতে শানভাগান্ ক্ষিপেচ্চ॥ ধন্যাক পিপ্পলী পয়োদ তুগা দ্বিজীরান্। শাণং ত্রিজাতমিভকেশরবদ্ বিচূর্ণ্য। হন্ত্যম্লপিত্তমরুচিং ক্ষয়মস্রপিত্তং। শূলং বমিং সকলপৌরুষকারি হারি॥ ২৭॥

নারিকেলখণ্ড।—সুপক্ব নারিকেল শস্য শিলায় পেষণ করতঃ বস্ত্র দ্বারা নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক জলীয়াংশ পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধ সের ঘৃতে সন্তলন করিতে হইবে। অতঃপর ডাব নারিকেলের জল ৪ সের গ্রহণ পূর্ব্বক উহাতে অর্দ্ধ সের ইক্ষুচিনি গুলিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া উক্ত সন্তলিত শস্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে, পাক শেষ হইয়া আসিলে ধনে, পিপুল, মুথা, বংশলোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিনি, তেজপত্র ও ছোটএলাইচ ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা এবং দারুচিনি ও নাগেশ্বর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই আনা উহাতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে।

ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, শূল ও বমি প্রশমিত হয়। ইহা অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক ॥ ২৭

বৃহন্নারিকেলখণ্ডঃ।

নারিকেলপলান্যষ্টৌ শর্করা প্রস্থসংমিতা।
তজ্জলং পাত্রমেকন্তু সর্পিঃপঞ্চপলানি চ।
শুণ্ঠিচূর্ণন্তু কুড়বং প্রস্থার্দ্ধং ক্ষীরমেব চ।
সর্ব্বমেকীকৃতং পাত্রে শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
তুগা ত্রিকটুকং মুস্তং চাতুর্জাতং সধান্যকম্।
দ্বিকণাজীরকঞ্চৈব কর্ষযুগ্মং পৃথক্ পৃথক্॥
শ্লক্ষ্ণচূর্ণং বিনিক্ষিপ্য স্থাপয়েদ্ ভাজনে মৃদঃ।
খাদেৎ প্রতিদিনং শাণং যথেষ্টাহারবানপি
সর্ব্বদোষভবং শূলমেকজং দ্বন্দ্বজং তথা।
পরিণামভবং শূলমম্লপিত্তঞ্চ নাশয়েৎ॥
বলপুষ্টিকরং হৃদ্যং বাজীকরণমুত্তমম্।
রক্তপিত্তহরং শ্রেষ্ঠং ছর্দ্দিহৃদ্রোগনাশনম্॥
ধন্বন্তরিকৃতশ্চৈতন্নারিকেলরসায়নম্ ॥ ২৮ ॥

বৃহন্নারিকেলখণ্ড:—সুপক্ক নারিকেল শস্য শিলায় পেষণ করিয়া বস্ত্র দ্বারা নিষ্পীড়নপূর্ব্বক জলীয়াংশ পরিত্যাগ করিবে। উক্ত নারিকেল শস্য ১ সের, সন্তলনার্থ ঘৃত ৪০ তোলা, ডাব নারিকেলের জল ।৬ সের, চিনি ২ সের, শুঁঠ চূর্ণ ৩২ তোলা এবং দুগ্ধ ২ সের। অগ্রে নারিকেল শস্য ঘৃতে ভাজিয়া লইবে, পরে উক্ত ডাব নারিকেলের জলে চিনি গুলিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইবে। তৎপরে উক্ত ঘৃত ভর্জ্জিত শস্য, চিনি মিশ্রিত জল, শুঁঠ চূর্ণ ও দুগ্ধ এই ৪টী দ্রব্য একত্রে মৃদু অগ্নিসন্তাপে পাক করিতে করিতে ঘন হইয়া আসিলে বংশলোচন, ত্রিকটু, মুথা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, নাগেশ্বর, ধনে, পিপুল, গজপিপুল ও জীরা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ ও উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইয়া মৃত্তিকা পাত্রে রাখিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা বা।০ আনা। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শূল, অম্লপিত্ত ও বমি প্রশমিত হয় এবং শরীরের বল ও পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে॥ ২৮॥

নারিকেলামৃতম্।

নারিকেলফলপ্রস্থং সুপিষ্টং ভর্জ্জিতং ঘৃতে।
প্রস্থে প্রস্থং সমাদায় শুণ্ঠীচূর্ণন্তু তৎসমম্॥
দ্বিপাত্রং নারিকেলাম্বু তৎসমং ক্ষীরমেব চ।
ধাত্র্যাশ্চ স্বরসপ্রস্থং খণ্ডস্যাপি তুলাং ন্যসেৎ॥
একীকৃত্য পচেৎ সর্ব্বং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্॥
সিদ্ধশীতে প্রদাতব্যং চূর্ণমেষাং সুশোভনম্॥
কটুত্রয়ং চতুর্জাতং প্রত্যেকঞ্চ পলোন্মিতম্।
ধাত্রী জীরকযুগ্মঞ্চ ধন্যাকং গ্রন্থিপর্ণকম্॥
তুগা পয়োদচূর্ণানি ত্রিকর্ষাণি পৃথক্ পৃথক্।
চতুঃপলানি মধুনঃ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
শিবং প্রণম্য সগণং ধন্বন্তরিমথাপরম্।
কর্ষপ্রমাণং কর্ত্তব্যং মুদ্গাম্বুমং পিবেদনু॥
অম্লপিত্তং নিহন্ত্যাগ্রং শূলঞ্চৈব সুদারুণম্।
পরিণামভবং শূলং পৃষ্ঠশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥
অন্নদ্রবভবং শূলং পার্শ্বশূলং সুদুস্তরম্।
অগ্নিসন্দীপনকরং রসায়নমিদং শুভম্॥
মূত্রাঘাতানশেষাংশ্চ রক্তপিত্তং বিশেষতঃ।
পীনসঞ্চ প্রতিশ্যায়ং নাশয়েন্নিত্যসেবনাৎ॥
রোগানীকবিনাশায় লোকানুগ্রহহেতবে।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং শ্রেষ্ঠং নারিকেলামৃতং শুভম্॥ ২৯॥

নারিকেলামৃত:—সুপক্ক নারিকেল শস্য শিলায় পেষণ পূর্ব্বক রস নিষ্কাশিত করতঃ শস্য গ্রহণ করিবে। উক্ত শস্য ২ সের লইয়া ৪ সের ঘৃত দ্বারা সন্তলন করিয়া লইবে। অনন্তর ডাব নারিকেলের জল ৩২ সের গ্রহণ পূর্ব্বক উহাতে ১২॥০ সের চিনি গুলিয়া লইবে এবং উক্ত ভর্জিত কুষ্মাণ্ড শস্য, চিনি মিশ্রিত জল, গব্য দুগ্ধ ৩২ সের, আমলকীর রস ৪ সের এবং শুঁঠ চূর্ণ ২ সের। এই সকল দ্রব্য একত্রে পাক করিতে থাকিবে এবং পাক শেষ হইয়া আসিলে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, গেঁটেলা, বংশলোচন ও মুথা; ইহাদের প্রত্যেকের ৬ তোলা

উহাতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়ন করতঃ নামাইবে এবং শীতল হইলে অর্দ্ধসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। অনুপান মুগের যুষ বা দুগ্ধ। ইহা সেবনে সর্ব্ব-প্রকার শূল, অম্লপিত্ত ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

হরীতকীখণ্ডঃ।

চতুঃপলং হরীতক্যাস্ত্রিবৃতায়াশ্চতুঃপলম্।
চতুর্জ্জাতং সমুস্তঞ্চ তালীসং জীরকং কণা ॥
জাতীকোষং লবঙ্গঞ্চ লৌহমভ্রঞ্চ টঙ্কণম্।
প্রত্যেকং কর্ষমানেন শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ ॥
প্রস্থেন গব্যদুগ্ধস্য পচেন্মৃদগ্নিনা ভিষক্।
শর্করায়াঃ দশপলং পাক-সিদ্ধি-বিধানবিৎ ॥
দর্ব্বীপ্রলেপাবস্থায়াং ক্ষিপেচ্চূর্ণং বিচক্ষণঃ।
পূজয়েদ্ ভাস্করং শম্ভুং দ্বিজাতীনভিবাদয়েৎ ॥
শূলমষ্টবিধং হন্তি অম্লপিত্তং সুদুর্জ্জয়ম্।
অন্নদ্রবভবং শূলং কাশং শ্বাসং তথা বমিম্ ॥
কান্তিপুষ্টিকরো হৃদ্যো বল মেধাগ্নি বর্দ্ধনঃ।
খ্যাতো হরীতকীখণ্ডঃ সর্ব্বশূলনিকৃন্তনঃ ॥ ৩০ ॥

হরীতকীখণ্ড। হরীতকী ৩২ তোলা, তেউড়ী ৩২ তোলা, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ, নাগে-শ্বর, মুথা, তালীশপত্র, জীরা, পিপুল, জয়িত্রী, লবঙ্গ, লৌহ, অভ্র ও সোহাগ; ইহাদের প্রত্যে-কের ২ তোলা। গব্য দুগ্ধ ৪ সের এবং চিনি ৮ তোলা। এই সকল দ্রব্য যথানিয়মে উত্তমরূপে পাক করিয়া লইবে। ইহা দ্বারা অষ্টবিধ শূল, অম্লপিত্ত, কাস, শ্বাস, বমি প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়; এবং কান্তি, পুষ্টি, বল, মেধা ও অগ্নি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৩০

(১) পূগখণ্ডঃ।

ছিত্ত্বা পূগফলং দৃঢ়ং পরিণতংপক্ত্বাচ দুগ্ধাম্বুভিঃ প্রক্ষা-ল্যাতপশোষিতং বসুপলং গ্রাহ্যং ততশ্চূর্ণিতাৎ। তৎসর্পিঃ কুড়বে বিপচ্যাহিবরীধাত্রীরসৌ দ্ব্যঞ্জলী দ্বে প্রস্থে পয়সঃ প্রদায় বিপচেন্মন্দং তুলার্দ্ধাং সিতাম্॥ হেমাম্ভোধর চন্দনং ত্রিকটুকং ধাত্রীপিয়ালাহ্বয়ৌ মজ্জানৌ ত্রিসুগন্ধি জীর-কযুগং শৃঙ্গাটকং বংশজা। জাতীকোষফলে লবঙ্গমপরং ধন্যাক ককোলকং নাকুলীতগরাম্বুবীরণশিফা ভৃঙ্গাহ্ব-গন্ধে তথা॥ সর্ব্বং দ্ব্যক্ষমিতং বিচূর্ণ্য বিধিনা পাকেতু মন্দে ততঃ প্রক্ষিপ্যাথ বিঘট্টয়ন্ মুহুরিদং দর্ব্ব্যাবতার্য্য ক্ষণাৎ। সিদ্ধং বীক্ষ্য বিধায় স্নিগ্ধভাণ্ডে স্থিতে৽থ মৃত্তা-জনে খাদেৎ প্রাতরিদং জরামরহরং বৃষ্যং বুধঃ কার্ষি-কম্॥ শূলাজীর্ণ গুদপ্রবাহ রুধিরং দুষ্টাম্লপিত্তং জয়েদ্ যক্ষ্মক্ষীণহিতং মহাগ্নিজননং তৃট্ ছর্দ্দিমূর্চ্ছাপহম্। পাণ্ডুরং বলবর্ণ দৃষ্টিকরণং গর্ভপ্রদং যোষিতা মেতৎ পূগরসায়নং প্রদরনুদ্বিষ্মূত্রসজ্ঞাপহম্ ॥ ৩১ ॥

(১) পূগখণ্ড।—সুপক্ক সুপারি খণ্ড খণ্ড করিয়া জল মিশ্রিত দুগ্ধে সিদ্ধ করতঃ ধৌত করিয়া লইবে। পরে ঐ সুপারিগুলি রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া উক্ত চূর্ণ ৬৪ তোলা গ্রহণ করিবে। ঐ সুপারি চূর্ণ ৬৪ তোলা ১ সের ঘৃতে পাক করিয়া তাহাতে আমলকীর রস ১ সের, শতমূলীর রস ১ সের, দুগ্ধ ৮ সের ও চিনি ৪০০ তোলা দিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং পাক করিতে ২ লেহবৎ ঘন হইয়া আসিলে উহাতে নাগেশ্বর, মুথা, রক্ত চন্দন, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, মজ্জা, পিয়ালমজ্জা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোট-এলাইচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পানিফল, বংশলোচন, জয়িত্রী, জাতীফল, লবঙ্গ, ধনে, কাঁকোলী, রাস্না, তগরপাদুকা, বালা, বেণারমূল, ভৃঙ্গরাজ ও অশ্বগন্ধা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা নিক্ষেপ করিয়া লৌহদর্ব্বী দ্বারা উত্তমরূপে আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইয়া স্নিগ্ধ মৃৎপাত্রে রাখিবে। ইহা প্রত্যহ প্রাতে ॥৹ তোলা পরি-মাণে সেবন করিলে সকল প্রকার শূল, অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩॥

(২) পূগখণ্ডঃ।

প্রস্থৈকং পূগচূর্ণস্য পয়সশ্চাঢ়কং ক্ষিপেৎ।
শর্করায়াঃ পলশতং ঘৃতস্য কুড়বদ্বয়ম্ ॥
চাতুর্জ্জাতং ত্রিকটুকং দেবপুষ্পং সচন্দনম্।
মাংসী তালীসপত্রঞ্চ বীজং কমলসম্ভবম্ ॥
নীলোৎপলং তথা মাংসী শৃঙ্গাটং জীরকং তথা।
বিদারীকন্দজশ্চৈব রসো গোক্ষুরসম্ভবম্ ॥
শতমূলীরজশ্চৈব মালতীকুসুমং তথা।
ধাত্রীচূর্ণসমং কর্ষং কর্পূরং শুক্তিমানতঃ ॥

মন্দেহগ্নৌ বিপচেদ্ বৈদ্যঃ স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
খাদেচ্চ প্রাতঃরুত্থায় কর্ষমেকং প্রমাণতঃ॥
ছর্দ্দ্যম্লপিত্ত হৃদ্দাহ ভ্রমিমূর্চ্ছাপহংনৃণাম্।
সর্ব্বশূলহরং শ্রেষ্ঠমামবাত-বিনাশনম্॥
মেহমেদো বিকারঘ্নং প্লীহপাণ্ডুগদাপহম্।
অশ্মরীমূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ গুদজং রুধিরং জয়েৎ॥
রেতোবৃদ্ধিকরং হৃদ্যং পুষ্টিদং কামদং তথা।
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥
নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং বিদ্যন্তে বাজিকর্ম্মসু॥ ৩২॥

(২) পূগখণ্ড—সুপারি চূর্ণ /২ সের, দুগ্ধ ।৬ সের চিনি ।২॥০ সের, ঘৃত /২ সের। প্রথমে সুপারি চূর্ণ ঘৃতে পাক করিয়া তৎপরে দুগ্ধ ও চিনি দিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং পাক শেষ হইয়া আসিলে তেজপত্র, দারুচিনি, ছোটএলাইচ, নাগেশ্বর, ত্রিকটু, লবণ, রক্তচন্দন, জটামাংসী, তালীশপত্র, পদ্মবীজ, নীলসুঁদি, বংশলোচন, পানিফল, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুর, শতমূলী, মালতীপুষ্প ও আমলকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং কর্পূর ৪ তোলা উহাতে মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। ইহা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে বমি, অম্লপিত্ত, হৃদয়ের দাহ, ভ্রমি, মূর্চ্ছা, সর্ব্বপ্রকার শূল এবং আমবাতাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩২॥

বৈশ্বানরলৌহম্

ত্রিপলং তিন্তিড়ীক্ষারং তথাপামার্গসম্ভবম্॥
শম্বুকভস্মসংযুক্তং লবণঞ্চ সমং তথা॥
চতুর্ণাং সমভাগাঃ স্যুস্তুল্যঞ্চ লৌহচূর্ণকম্।
চূর্ণং সংপিষ্য খল্লাদৌ কারয়েদেকতং ভিষক্॥
শূলত্যাগমবেলায়াং খাদেন্মাষদ্বয়ং নরঃ।
শূলমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ॥ ৩৩॥

বৈশ্বানরলৌহ—তেঁতুলছালভস্ম, আপাংভস্ম, শামুকের মুটি ভস্ম ও সৈন্ধব ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা এবং লৌহ ৬৪ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে খলে পেষণপূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া লইবে। বেদনা উপস্থিত হইলে চারি আনা মাত্রায় ইহা জলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অষ্টবিধ শূল বিনষ্ট হয়॥ ৩৩॥

শূলগজকেশরী।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধকং যামৈকং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ম্।
দ্বয়োস্তুল্যং শুদ্ধতাম্রসংপুটং তং নিরোধয়েৎ॥
উর্দ্ধাধোলবণং দত্ত্বা মৃদ্ভাণ্ডে স্থাপয়েদ্ বুধঃ।
রুদ্ধা গজপুটং দত্ত্বা স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥
সম্পুটং চূর্ণয়েচ্ছ্লক্ষ্ণং পর্ণখণ্ডে দ্বিগুঞ্জকম্।
ভক্ষয়েৎ সর্ব্বশূলার্ত্তো হিঙ্গুশুণ্ঠী সজীরকা॥
বচা মরিচজা চূর্ণং কর্ষমুষ্ণজলৈঃ পিবেৎ।
অসাধ্যং সাধয়েচ্ছূলং শ্রীশূলগজকেশরী॥ ৩৪॥

শূলগজকেশরী—শোধিত পারদ ১ ভাগ ও শোধিত গন্ধক ১ ভাগ কজ্জলী করিবে। কজ্জলীর সমতুল্য বিশুদ্ধ তাম্র উহার সহিত মিশ্রিত করতঃ একটী মৃত্তিকা নির্ম্মিত হাঁড়ির মধ্যে লবণ রাখিয়া উক্ত ঔষধ তাহার উপরিভাগে স্থাপন করিয়া ঔষধের উপরিভাগে পুনর্ব্বার লবণ প্রদান করিবে। তৎপরে উক্ত ভাণ্ডের মুখ রুদ্ধ করতঃ গজপুটে পাক করিবে এবং পাক শেষ হইলে ঔষধ চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে পানের সহিত সেব্য। ঔষধ সেবনান্তে হিং, শুঁঠ, জীরা, বচ ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ উষ্ণ জল সহকারে সেবন করিতে দিবে। ইহাতে অসাধ্য সর্ব্বপ্রকার শূলও প্রশমিত হয়॥ ৩৪॥

রসগন্ধকলৌহানাং পলার্দ্ধেন সমন্বিতম্।
টঙ্কনং রামঠং শুণ্ঠী ত্রিকটু ত্রিফলা শটী॥
ত্বগেলা পত্র তালীশং জাতীফল লবঙ্গকম্।
যমানী জীরকং ধান্যং প্রত্যেকং তোলকং শুভম্।
মাষিকা বটিকা কার্য্যাচ্ছাগীদুগ্ধেন পেষিতা।
গণেশং যোগিনীং শম্ভুং হরিং সূর্য্যং প্রপূজ্য চ।
শীততোয়ানুপানেন চ্ছাগীদুগ্ধেন বা পুনঃ।
একৈকা ভক্ষিতা চেদ্বং বটিকা শূলবজ্রিণী।
শূলমষ্টবিধং হন্তি প্লীহগুল্মোদরজ্বরম্।
অষ্ঠীলানাহমেহাংশ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্॥

অম্লপিত্তামবাতাংশ্চ কামলাং পাণ্ডুরোগকম্।
গুরুণা চন্দ্রনাথেন বটিকৈষা প্রকীর্ত্তিতা।।
সংসারলোকরক্ষার্থং বিচিন্ত্য পরিনির্ম্মিতা ॥ ৩৫॥

শূলবজ্রিণী বটী—পারদ, গন্ধক ও লৌহ প্রত্যেক ৪ তোলা, সোহাগা, হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শঠী, দারুচিনি, ছোটএলাইচ, তেজপত্র, তালীশপত্র, জাতীফল, লবঙ্গ, যমানী, জীরা ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা পরিমাণ লইয়া ছাগদুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া দুই আনা পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান শীতল জল বা ছাগদুগ্ধ। ইহা সেবনে অষ্টবিধ শূল, প্লীহা, গুল্ম, উদর, জ্বর, অষ্ঠীলা আনাহ, মেহ, মন্দাগ্নি, অরুচি, অম্ল পিত্ত, আমবাত, কামলা ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৫ ॥

শূলান্তকোরসঃ।

ত্র্যূষণং ত্রিফলা মুস্তং ত্রিবৃম্বা চিত্রকং তথা।
একৈকশঃ সমো ভাগস্তদৰ্দ্ধং রসগন্ধয়োঃ ॥
লৌহাভ্রকবিড়ঙ্গানাং ভাগস্তদ্বিগুণো ভবেৎ।
এতৎ সর্ব্বং সমাদায় চূর্ণয়িত্বা বিচক্ষণঃ ॥
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ গুড়িকাঃ কারয়েদ্ভিষক্।
তদেকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্ভক্তবারি পিবেদনু ॥
নিহন্তি পরিণামোত্থমম্লপিত্তং বমিং তথা।
অম্লদ্রবভবং শূলং সন্নিপাতসমুদ্ভবম্।
সর্ব্বশূলং নিহন্ত্যাশু শুষ্কদার্ব্বনলো যথা ॥ ৩৬ ॥

শূলান্তকরস—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, তেউড়ী ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, পারদ অর্দ্ধ তোলা, গন্ধক অর্দ্ধ তোলা এবং লৌহ, অভ্র ও বিড়ঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা এই সমুদয় চূর্ণ ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দন পূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান কাঁজি। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শূল, অম্লপিত্ত এবং বমি প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

শ্রীবিদ্যাধরাভ্রম্।

বিড় মুস্ত ত্রিফলা গুড়ূচী। দন্তী ত্রিবৃৎ বহ্নি কটুত্রকঞ্চ। প্রত্যেকমেষাং পিচুভাগ চূর্ণং। পলানি চত্বার্য্যয়সো মলস্য ॥ গোমূত্রশুদ্ধস্য পুরাতনস্য। যদ্বায়সো বাপি চিরন্টকায়াঃ। কৃষ্ণাভ্রকাচ্চূর্ণপলং বিশুদ্ধং নিশ্চন্দ্রকং রুক্মবতীব সুতাৎ ॥ পাদোনকর্ষং খরসেন খল্লশিলাতলে মস্যমনীদলস্য। সংমর্দ্দ্য যত্নাদতিশুদ্ধগন্ধপাষাণচূর্ণেন পিচুম্মিতেন ॥ যুক্ত্যা ততঃ পূর্ব্বরজাংসি দত্ত্বা। সর্পির্মধুভ্যামবমর্দ্দ্য পশ্চাৎ। সংস্থাপয়েৎ স্নিগ্ধবিশুদ্ধভাণ্ডে। ততঃ প্রয়োজ্যাস্য রসায়নস্য ॥ প্রাথ্যাবক্যৌ দ্বাবথবা ত্রয়ো বা। গব্যং পয়ো বা শিশিরং জলং বা। পিবেদয়ং যোগবরঃ প্রভূত।—কালপ্রণষ্টানলদীপকশ্চ ॥ রোগেষু হন্যাৎ পরিণামশূলং। শূলং তথাম্লদ্রব সংজ্ঞকঞ্চ। যক্ষ্মাম্লপিত্ত গ্রহণীং প্রদুষ্টাং জীর্ণজ্বরং লোহিত পিত্তমুগ্রম্ ॥ নশ্যন্তি তেষাং নিহন্তি রোগান্ যোগোত্তমঃ সম্যগুপাস্যমানঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীবিদ্যাধরাভ্র—বিড়ঙ্গ, মুথা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুলঞ্চ, দন্তীমূল, তেউড়ী, চিতামূল, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, গোমূত্রে শোধিত মণ্ডুর অথবা লৌহচটাভস্ম ৩২ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, থুলকুড়ির রসে শোধিত পারদ ১৷৹ তোলা ও শোধিত গন্ধক ২ তোলা। এই সমুদয় চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে, পরে লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক ঘৃত ও মধু নিক্ষেপে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা দুই আনা। অনুপান—গব্য দুগ্ধ বা শীতল জল। ইহা সেবনে শূল, অম্লপিত্ত, যক্ষ্মা ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৭ ॥

চতুঃসমলৌহম্।

অভ্রং গন্ধং রসং লৌহং প্রত্যেকং সংস্কৃতংপলম্।
সর্ব্বমেতৎ সমাহৃত্য যত্নতঃকুশলো ভিষক্ ॥
আজ্যপলদ্বাদশকে দুগ্ধে বৎসরসংখ্যকে।
পক্ত্বা ক্ষিপেত্তত্র চূর্ণং সুপূতং ঘনবাসসা ॥
বিড়ঙ্গং ত্রিফলা বহ্নি ত্রিকটূনাং তথৈব চ।
পিষ্ট্বা পলোম্মিতানেতান তথা সংমিশ্রিতান্ নয়েৎ।
তত্তু পিষ্টং শুভে ভাণ্ডে স্থাপয়েত্তু বিচক্ষণঃ।
আত্মনঃ শোভনে চাহ্নি পূজয়িত্বা রবিং গুরুম্।
ঘৃতেন মধুনা মর্দ্দ্যাঃ ভক্ষয়েন্মাষকাবধি।
ক্রমেণ বর্দ্ধয়েত্তচ্চ সমাহিতমনাঃ সদা ॥

অনুপানঞ্চ দুগ্ধেন নারিকেলোদকেন বা।
জীর্ণান্নে হিতশাল্যন্নমুদ্গমাংসরসাদিভিঃ ॥
রসায়নাবিরুদ্ধানি চান্যান্যপি চ কারয়েৎ।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চাপ্যামবাতং কটিগ্রহম্ ॥
গুল্মশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং যকৃৎ প্লীহানমেব চ।
অগ্নিমান্দ্যং ক্ষয়ং কুষ্ঠং কাসং শ্বাসং বিচর্চিকাম্ ॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ যোগেনানেন সাধয়েৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতিশূলাধিকারঃ।

চতুঃসমলৌহ—অভ্র, গন্ধক, পারদ ও লৌহ ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া /১॥০ সের ঘৃত ও /১॥০ সের দুগ্ধ দ্বারা পাক করিবে। পাক শেষ হইলে বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা নিক্ষেপ করিবে। মাত্রা দুই আনা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে। এই ঔষধ ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিয়া দুগ্ধ বা নারিকেল জল পান করিবে। পথ্য—শালি তণ্ডুলের অন্ন, মুগের যূষ ও মাংসের যূষ প্রভৃতি। ইহা সেবনে শূল, ক্ষয়, যকৃৎ, প্লীহা, কাস ও শ্বাস প্রভৃতি রোগ বিদূরিত হয় ॥ ৩৮ ॥

ইতি শূলচিকিৎসা সমাপ্ত।

অথোদাবর্ত্তানাহাধিকারঃ।

ত্রিবৃৎ সুধাপত্রতিলাদিশাক-
গ্রাম্যৌদকানূপরসৈর্যবান্নম্।
অন্যৈশ্চ সৃষ্টানিল-মূত্র-বিড়্ভি-
রদ্যাৎ প্রসন্না-গুড়সীধুপায়ী ॥ ১ ॥

উদাবর্ত্তরোগের চিকিৎসা।

তেউড়ীপাতা, মনসাসীজেরপাতা, তিলাদিশাক, গ্রাম্য, (ছাগাদি), ঔদক (কচ্ছপাদি) ও আনূপ (বরাহাদি) প্রাণীর মাংসের রস (যূষ) এবং বাতপ্রশমক, মলরেচক ও মূত্রস্রাবক দ্রব্যের সহিত যবান্ন ভক্ষণ এবং প্রসন্না মদ্যোপরিস্থ স্বচ্ছভাগ ও গুড় কৃত সীধুপান এই সকল উদাবর্ত্ত রোগে বিশেষ হিতকারী বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

আস্থাপনং মারুতজে স্নিগ্ধস্বিন্নস্য শস্যতে।
পুরীষজে তু কর্ত্তব্যো বিধিরানাহিকস্তু যঃ ॥ ২

বাতরোগজনিত উদাবর্ত্তরোগে প্রথমতঃ স্নেহ স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক তৎপরে আস্থাপন (বস্তিক্রিয়া) প্রয়োগ করিবে। কফরোগজনিত উদাবর্ত্তরোগে আনাহরোগোক্ত ক্রিয়া অর্থাৎ ফলবর্ত্তি প্রভৃতি প্রয়োগ করিবে ॥ ২ ॥

নারাচচূর্ণম্।

খণ্ডপলং ত্রিবৃতা সম যুপকুল্যা কর্ষচূর্ণিতং শ্লক্ষ্ণম্।
প্রাগ্ভোজনে চ সমধু বিড়ালপদকং লিহেৎ প্রাজ্ঞঃ ॥
এতদ্ গাঢ়পুরীষে পিত্তে কফে চ বিনিযোজ্যম্।
স্বাদুর্নৃপযোগ্যোঽয়ং চূর্ণো নারাচকো নাম্না ॥ ৩ ॥

নারাচচূর্ণ—ইক্ষুচিনি ৮ তোলা, তেউড়ী মূল চূর্ণ ৮ তোলা ও পিপুল চূর্ণ ২ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে মলের গাঢ়তা দূরীভূত হয় এবং পিত্ত ও কফ প্রশমিত হইয়া থাকে। এই নারাচচূর্ণ নামক মধুর রসাত্মক ঔষধ রাজার সেবন যোগ্য বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥

নারাচরসঃ।

সূতগন্ধক-তুল্যাংশং মরিচং সূততুল্যকম্।
টঙ্কনং পিপ্পলী শুণ্ঠী দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ বিমিশ্রয়েৎ ॥
সর্ব্বতুল্যানি বীজানি দন্তীনাং নিস্তুষাণি চ।
স্নুহীক্ষীরেণ সংযুক্তং মর্দ্দয়েদ্ দিবসত্রয়ম্ ॥
নারিকেলোদরে স্থাপ্যং মহাগাঢ়াগ্নিনা ততঃ।
তৎকল্কং পাচয়েৎ ক্ষিপ্রং খল্লস্থিতা নিধাপয়েৎ ॥
তন্মধ্যে নাভিলেপেন রাজযোগ্যং বিরেচনম্।
বটিকা লেপমাত্রেণ দশবারং বিরেচয়েৎ।
তদ্গন্ধঘ্রাণমাত্রেণ বিরেকো জায়তে ধ্রুবম্ ॥ ৪ ॥

নারাচরস—কজ্জলী ২ ভাগ, মরিচচূর্ণ ১ ভাগ, সোহাগার খৈ, পিপুল চূর্ণ ও শুণ্ঠী চূর্ণ প্রত্যেকে ২ ভাগ, এবং দন্তীবীজ চূর্ণ ৯ ভাগ,

এই সকল দ্রব্য একত্র মিশাইয়া মনসাসীজের আঠায় ৩ তিন দিবস মর্দ্দনপূর্ব্বক নারিকেলের মধ্যে পুরিয়া প্রখর ঘুঁটের আগুনে পুটপাক করতঃ ঔষধ গ্রহণ পূর্ব্বক খলে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা ঘর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা নাভিতে প্রলেপ দিলে ১০ দশ বার ভেদ হইয়া উদাবর্ত্তরোগ বিনষ্ট হয়। এমন কি, ইহার ঘ্রাণমাত্রেই তৎক্ষণাৎ দাস্ত হইয়া উদাবর্ত্তরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ত্রিবৃৎ কৃষ্ণা হরীতক্যো দ্বিচতুঃপঞ্চভাগিকাঃ।
গুড়িকা গুড়তুল্যা স্তা বিড়্‌ বিবন্ধ-গদাপহাঃ ॥ ৫ ॥

তেউড়ীচূর্ণ ২ ভাগ, পিপুলচূর্ণ ৪ ভাগ, হরীতকী চূর্ণ ৫ ভাগ এবং ইক্ষুগুড় ১১ এগার ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা সেবন করিলে দাস্ত হইয়া উদাবর্ত্তরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৫ ॥

ইতি উদাবর্ত্তচিকিৎসা সমাপ্ত।

অথানাহে।

ত্রিবৃদ্ধরীতকীশ্যামাঃ স্নুহীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
স্নুহীমূলস্ত চূর্ণং বা পিবেদুষ্ণেন বারিণা ॥ ৬ ॥

আনাহরোগের চিকিৎসা।

(১) তেউড়ীচূর্ণ, হরীতকীচূর্ণ ও শ্যামামূল, তেউড়ীচূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক মনসাসীজের আঠা দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক উপযুক্তমাত্রায় বটিকা প্রস্তুত করতঃ উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে আনাহ রোগ বিনষ্ট হয়।

(২) মনসাসীজের মূল চূর্ণ করিয়া উপযুক্তমাত্রায় উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে আনাহরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৬ ॥

ত্রিকট্বাদিবর্ত্তিঃ

বর্ত্তিস্ত্রিকটুক সৈন্ধব সর্ষপ গৃহধূমকুষ্ঠমদনফলৈঃ।
মধুনি গুড়ে বা পক্ত্বা বর্ত্তিরীরিতাঙ্গুষ্ঠপরিমাণা।
বর্ত্তিরিয়ং দৃষ্টফলা শনৈঃ শনৈঃ প্রণিহিতা ঘৃতাভ্যক্তা ॥
আনাহোদাবর্ত্ত-প্রশমনী জঠর-গুল্ম-নিবারণীচ ॥
সর্ষপঃ শ্বেতঃ, মদনফলমেকম্, ত্রিকট্বাদীনাং।
মিলিত্বা কর্ষং, মধুনঃ পলং পক্ত্বা বর্ত্তিঃ
কর্ত্তব্যেত্যেকে। ত্রিকট্বাদি দ্রব্যং সংগৃহ্য
গুড়ে দত্ত্বা পক্ত্বা বর্ত্তিঃ কার্য্যেতি কেচিৎ ॥ ৭ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যামুদাবর্ত্তানাহাধিকারঃ।

ত্রিকট্বাদি বর্ত্তি—মদনফল ১ একটী; শুঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, শ্বেতসরিষা, ঝুল ও কুড় ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিলিত ২ তোলা, মধু বা ইক্ষুগুড় ৮ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যথাবিধি পাকপূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া ঘৃত মাখাইয়া আস্তে আস্তে গুহ্যমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিলে দাস্ত হইয়া আনাহ, উদাবর্ত্ত, উদর ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ইতি উদাবর্ত্ত-আনাহ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ গুল্মাধিকারঃ

লঘ্বন্নং দীপনং স্নিগ্ধ মুষ্ণং বাতানুলোমনম্।
বৃংহণং যত্তবেৎ সর্ব্বং তদ্ধিতং সর্ব্বগুল্মিনাম্ ॥ ১ ॥

গুল্মরোগের চিকিৎসা।

যে সকল অন্নপানীয় লঘুপাক, অগ্নিদীপক, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, বায়ুর অনুলোমকারক ও বলকর, তৎসমস্তই গুল্মরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

সিদ্ধমেকাদশবিধং শৃণু মে গুল্মভেষজম্।
স্নেহনং স্বেদনঞ্চৈব নিরূহমনুবাসনম্ ॥
বিরেকবমনে চোভে লঙ্ঘনং বৃংহণং তথা।
শমনাঞ্চাবসেকঞ্চ শোণিতস্যাগ্নিকর্ম্ম চ ॥
কারয়েদিতি গুল্মানাং যথাস্বস্তং চিকিৎসিতম্ ॥ ২ ॥

স্নেহ, স্বেদ, নিরূহ, অনুবাসন, বিরেচন, বমন, লঙ্ঘন, বৃংহণ, সংশমন, রক্তমোক্ষণ ও অগ্নিকর্ম্ম, এই ১১ একাদশ প্রকার ক্রিয়া দ্বারা অবস্থাভেদে গুল্মরোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ২

গুল্মিনামনিলশান্তিরুপায়ৈঃ
সর্ব্বশো বিধিবদাচরিতব্যা।
মারুতে হ্যবজিতেহন্যমুদীর্ণং
দোষমল্পমপি কর্ম্ম নিহন্যাৎ ॥ ৩ ॥

গুল্মরোগে সর্ব্বপ্রথমে বায়ু প্রশমন করিবে। কারণ বায়ু প্রশমিত হইলেই অন্যান্য দোষ সহজেই নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

স্বেদগুণমাহ।

স্নিগ্ধস্য ভিষজা স্বেদঃ কর্ত্তব্যো গুল্মশান্তয়ে।
স্রোতসাং মার্দ্দবং কৃত্বা জিত্বা মারুত মুল্বণম্ ॥
ভিত্ত্বা বিবন্ধং স্নিগ্ধস্য স্বেদো গুল্মান্ ব্যপোহতি ॥ ৪ ॥

গুল্মরোগীকে ঘৃত তৈলাদি স্নেহ পদার্থ পান বা মর্দ্দন করাইয়া স্নিগ্ধ করতঃ স্বেদ দিবে; কারণ তাহাতে স্রোতঃ সমূহের মৃদুতা ও বায়ুর সরলতা জন্মিয়া এবং দোষের বিবদ্ধতা বিনষ্ট হইয়া গুল্মরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৪ ॥

কুম্ভীপিণ্ডেষ্টকাস্বেদান্ কারয়েৎ কুশলো ভিষক্।
উপনাহাশ্চ কর্ত্তব্যাঃ সুখোষ্ণাঃ শাল্বনাদয়ঃ ॥ ৫ ॥

গুল্মরোগে কুম্ভীস্বেদ, পিণ্ডস্বেদ, ইষ্টকস্বেদ, ঈষদুষ্ণ প্রলেপ ও শাল্বনস্বেদাদি প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে জানিবে ॥ ৫ ॥

স্থানাবসেকী রক্তস্য বাহুমধ্যে শিরাব্যধঃ।
স্বেদোহনুলোমনঞ্চৈব প্রশস্তং সর্ব্বগুল্মিনাম্ ॥ ৬ ॥

স্থির গুল্মে গুল্মস্থান বিদ্ধ করিয়া রক্তস্রাব করাইবে। এবং যে পার্শ্বে গুল্ম জন্মে, সেই পার্শ্বস্থ বাহুসন্ধির অধঃস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তস্রাব করাইবে। সর্ব্বপ্রকার গুল্মরোগেই স্বেদ ও বায়ুর অনুলোমন ক্রিয়াই প্রয়োজ্য বলিয়া জানিবে ॥ ৬

পেয়া বাতহরৈঃ সিদ্ধা কৌলত্থা ধন্বজা রসাঃ।
খড়াঃ সপঞ্চমূলাশ্চ গুল্মিনাং ভোজনে হিতাঃ ॥ ৭

বাতঘ্ন দ্রব্যের সহিত প্রস্তুত পেয়া, কুলত্থ কলায়ের যূষ, ধন্বদেশজাত প্রাণীর মাংসরস এবং বৃহৎ পঞ্চমূলের সহিত পাক করা খড়যূষ আহারার্থ সর্ব্বপ্রকার গুল্মরোগীকেই প্রদান করিবে ॥ ৭ ॥

মাতুলুঙ্গরসো হিঙ্গু দাড়িম্বং বিড় সৈন্ধবম্।
সুরামণ্ডেন পাতব্যং বাতগুল্ম-রুজাপহম্ ॥ ৮ ॥

ছোলঙ্গনেবুর রস, হিং, দাড়িম্বের রস, বিট্ লবণ ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে একত্র করিয়া সুরামণ্ডের সহিত সেবন করিলে বাতগুল্ম বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

নাগরার্দ্ধপলং পিষ্টং দ্বে পলে লুঞ্চিতস্য চ।
তিলস্যৈকং গুড়পলং ক্ষীরেণোষ্ণেন পায়য়েৎ ॥
বাতগুল্ম মুদাবর্ত্তং যোনিশূলঞ্চ নাশয়েৎ ॥ ৯ ॥

শুণ্ঠী ৪ তোলা, খোসারহিত তিল ১৬ তোলা ও ইক্ষু গুড় ৮ তোলা, এই দ্রব্যত্রয় একত্র করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাতগুল্ম, উদাবর্ত্ত ও যোনিশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

পিবেদেরণ্ডতৈলং বা বারুণীমণ্ডমিশ্রিতম্।
তদেব তৈলং পয়সা বাতগুল্মী পিবেন্নরঃ ॥ ১০ ॥

সুরামণ্ডের সহিত অথবা দুগ্ধের সহিত ভেরেণ্ডার তৈল পান করিলে বাতজ গুল্মরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

সাধয়েচ্ছুদ্ধ শুষ্কস্য লশুনস্য চতুঃপলম্।
ক্ষীরোদকেহষ্টগুণিতে ক্ষীরশেষঞ্চ পায়য়েৎ ॥
বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং গৃধ্রসীং বিষমজ্বরম্।
হৃদ্রোগং বিদ্রধিং শোথং নাশয়ত্যাশু তৎপরঃ ॥
এবন্তু সাধিতে ক্ষীরে স্তোকমপ্যত্র দীয়তে ॥ ১১ ॥

খোসারহিত শোধিত শুষ্ক রসুন ৩২ তোলা, দুগ্ধ /২ দুই সের, জল /২ সের। যথাবিধানে পাকপূর্ব্বক দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া অল্প পরিমাণে সেবন করিলে বাতজ গুল্ম, উদাবর্ত্ত, গৃধ্রসী, বিষমজ্বর, হৃদ্রোগ, বিদ্রধি ও শোথরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

সর্জিকা-কুষ্ঠসহিতঃ ক্ষারঃ কেতকজোঽপি বা।
তৈলেন পীতঃ শময়েদ্ গুল্মং পবনসম্ভবম্ ॥ ১২ ॥

(১) সাচিক্ষার ও কুড়চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে তিলতৈল সহ সেবন করিলে বাতগুল্ম বিনষ্ট হয়।

(২) কেয়ার জটার ক্ষার উপযুক্ত মাত্রায় তিলতৈলের সহিত সেবন করিলে বাতজনিত শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১২ ॥

আবস্থিক ক্রিয়াসূত্রমাহ।

বাতগুল্মে কফে বৃদ্ধে বান্তিশ্চূর্ণাদিরিষ্যতে।
পিত্তে বিরেচনং স্নিগ্ধং রক্তে রক্তস্য মোক্ষণম্ ॥ ১৩ ॥

গুল্মরোগে অবস্থাভেদে ক্রিয়াসূত্র।

বাতজনিত গুল্মরোগে শ্লেষ্মার আধিক্য থাকিলে বমিকারক ঔষধ ও চূর্ণাদি ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। পিত্তজনিত গুল্মরোগে স্নিগ্ধ বিরেচন ও রক্তজনিত গুল্মরোগে রক্তমোক্ষণ বিধান করিবে ॥ ১৩ ॥

স্নিগ্ধোষ্ণেনোদিতে গুল্মে পৈত্তিকে স্রংসনং হিতম্।
রুক্ষোষ্ণেন তু সম্ভূতে সর্পিঃ প্রশমনং পরম্ ॥ ১৪ ॥

স্নিগ্ধ ও উষ্ণক্রিয়া দ্বারা সঞ্জাত গুল্মরোগে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। এবং রুক্ষ ও উষ্ণ ক্রিয়াসম্ভূত গুল্মরোগে ঘৃতপান ব্যবস্থা করিতে হইবে ॥ ১৪ ॥

কাকোল্যাদি মহাতিক্ত বাসাদ্যৈঃ পিত্ত গুল্মিনম্।
স্নেহিতং স্রংসয়েৎ পশ্চাদ্ যোজয়েদ্বস্তিকর্ম্মণা ॥ ১৫

পিত্তজ গুল্মরোগীকে কাকোল্যাদি ঘৃত, মহাতিক্তক ঘৃত ও বাসাদ্য ঘৃতাদি পান করাইয়া স্নিগ্ধ করতঃ বস্তিক্রিয়া দ্বারা বিরেচন করাইবে ॥ ১৫ ॥

স্নিগ্ধোষ্ণজে পিত্তগুল্মে কম্পিল্লং মধুনা লিহেৎ।
রেচনার্থী রসং বাপি দ্রাক্ষায়াঃ সগুড়ং পিবেৎ ॥১৬॥

স্নিগ্ধ ও উষ্ণক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন গুল্মরোগে মধুর সহিত কমলাগুঁড়ি সেবন করাইয়া অথবা কিসমিসের ক্কাথে ইক্ষুগুড় মিশ্রণ পূর্ব্বক সেবন করাইয়া দাস্ত করাইবে ॥ ১৬ ॥

দাহ শূলানিল ক্ষোভ স্বপ্ননাশারুচি জ্বরৈঃ।
বিদহ্যমানং জানীয়াদ্ গুল্মং তমুপনাহয়েৎ ॥ ১৭ ॥

গুল্মরোগে দাহ (জ্বালা), শূল, বায়ুপ্রকোপ, নিদ্রানাশ, অরুচি ও জ্বর লক্ষিত হইলে, গুল্ম পাকিবার উপক্রম হইয়াছে বুঝিয়া তদবস্থায় পাকিবার জন্য ব্রণশোথোক্ত পাচক প্রলেপ প্রয়োগ করিবে ॥ ১৭ ॥

পক্কে তু ব্রণবৎ কার্য্যং ব্যধ শোধন রোপণম্।
স্বয়মূর্দ্ধমধো বাপি স চেদ্দোষঃ প্রবর্ত্ততে ॥
দ্বাদশাহমুপেক্ষেত রক্ষন্নন্যানুপদ্রবান্।
পরস্তু শোধনং সর্পিঃ শুদ্ধে সমধু তিক্তকম্ ॥ ১৮ ॥

গুল্ম পাকিলে ব্রণবৎ ব্যধ, শোধন ও রোপণ ক্রিয়া করিবে। পক্ক গুল্ম স্বয়ং বিদীর্ণ হইয়া ঊর্দ্ধ বা অধোদেশ দিয়া পুঁযাদি নির্গত হইলে ১২ দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত শোধন বা রোপণ ক্রিয়া করিবে না, তবে জ্বরাদি অন্যান্য উপদ্রব হইতে রোগীকে রক্ষা করিবে। তৎপরে ১২ দিনের পরে রোগীকে শোধনঘৃত পান করাইয়া শরীর শোধিত হইলে ব্রণ শুকাইবার জন্য মধুর সহিত তিক্তদ্রব্য মিশ্রিত ঘৃত পান করিতে দিবে ॥ ১৮॥

লঙ্ঘনোল্লেখনে স্বেদে কৃতেঽগ্নৌ সংপ্রধুক্ষিতে।
ঘৃতং সক্ষার কটুকং পাতব্যং কফগুল্মিনাম্ ॥ ১৯ ॥

কফজনিত গুল্মরোগে লঙ্ঘন, লেখন ও স্বেদ ক্রিয়া দ্বারা জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হইলে যবক্ষার ও ত্রিকটুসহ পাক করা ঘৃত রোগীকে পান করিতে দিবে ॥ ১৯ ॥

মন্দোঽগ্নির্বেদনা মন্দা গুরুস্তিমিতকোষ্ঠতা।
সোৎক্লেশারুচির্যস্য সগুল্মী বমনোপগঃ ॥ ২০ ॥

অগ্নিমান্দ্য, অল্পবেদনা, উদরের গুরুতা ও স্তিমিততা, বিবমিষা ও অরুচি, কফজ গুল্মরোগীর এই সকল উপদ্রব জন্মিলে তদবস্থায় বমন প্রয়োগ করিবে ॥ ২০॥

মন্দেঽগ্নাবনিলে মূঢ়ে জ্ঞাত্বা সস্নেহমাশয়ম্।
গুড়িকা চূর্ণ নির্য্যূহাঃ প্রয়োজ্যাঃ কফগুল্মিনাম্ ॥ ২১ ॥

অগ্নিমান্দ্য, উদর বায়ু কর্ত্তৃক আবৃত এবং আশয় স্নেহযুক্ত হইলে, কফজ গুল্মরোগে গুড়িকা, চূর্ণ ও ক্বাথ প্রয়োগ করিবে ॥ ২১ ॥

তিলৈরণ্ডাতসীবীজসর্ষপৈঃ পরিলিপ্য চ।
শ্লেষ্মগুল্মময়ঃপাত্রৈঃ সুখোষ্ণৈঃ স্বেদয়েদ্ভিষক্ ॥ ২২ ॥

তিল, ভেরেণ্ডার বীজ, মসিনা ও সরিষা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র জলসহ পেষণ পূর্ব্বক গুল্মস্থানে প্রলেপ দিয়া ঈষদুষ্ণ লৌহ পাত্রদ্বারা তদুপরি স্বেদ প্রয়োগ করিলে কফজ গুল্মরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

যমানীচূর্ণিতং তক্রং বিড়েণ লবণীকৃতম্।
পিবেৎ সন্দীপনং বাতমূত্র বর্চোনুলোমনম্ ॥ ২৩ ॥

যোয়ানচূর্ণ ও বিট্‌লবণ উপযুক্ত পরিমাণে ঘোলের সহিত পান করিলে গুল্মরোগীর অগ্নি-দীপ্তি হয় এবং দূষিত বায়ু, মূত্র ও মলের সরলতা সাধিত হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

ব্যামিশ্রদোষে ব্যামিশ্রঃ সর্ব্ব এব ক্রিয়াক্রমঃ।
সন্নিপাতোদ্ভবে গুল্মে ত্রিদোষঘ্নো বিধির্হিতঃ ॥ ২৪ ॥

দুই দোষের মিলিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে বাতপৈত্তিকাদি দ্বিদোষজ গুল্মরোগ এবং ত্রিদোষের মিলিত ঔষধ প্রয়োগ করিলে ত্রিদোষজ গুল্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

বচা বিড়ভয়া শুণ্ঠী হিঙ্গু কুষ্ঠাগ্নিদীপ্যকাঃ।
দ্বি ত্রি ষট্ চতুরেকাষ্ট সপ্তপঞ্চাংশিকাঃ ক্রমাৎ ॥
চূর্ণং মদ্যাদিভিঃ পীতং গুল্মানাহোদরাপহম্।
শূলার্শঃ শ্বাসকাসঘ্নং গ্রহণীদীপনং পরম্ ॥ ২৫ ॥

বচচূর্ণ ২ ভাগ, বিট্‌লবণচূর্ণ ৩ ভাগ, হরীতকী চূর্ণ ৬ ভাগ, শুণ্ঠী চূর্ণ ৪ ভাগ, হিং চূর্ণ ১ ভাগ, কুড়চূর্ণ ৮ ভাগ, চিতামূলচূর্ণ ৭ ভাগ ও যমানী চূর্ণ ৫ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্তমাত্রায় মদ্যাদির সহিত সেবন করিলে গুল্ম, আনাহ, উদর, শূল, অর্শঃ, শ্বাস ও কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৫ ॥

যমানী হিঙ্গু সিন্ধূত্থ ক্ষার সৌবর্চলাভয়াঃ।
সুরামণ্ডেন পাতব্যা গুল্মশূলনিসূদনাঃ ॥ ২৬ ॥

যমানী, হিং, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সচললবণ ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণপূর্ব্বক উপযুক্তমাত্রায় সুরা-মণ্ডের সহিত সেবন করিলে গুল্ম ও শূলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণম্।

হিঙ্গু ত্রিকটুকং পাঠাং হবুষামভয়াং শটীম্।
অজমোদাজগন্ধে চ তিন্তিড়ীকাম্লবেতসৌ ॥
দাড়িমং পৌষ্করং ধান্যমজাজী চিত্রকং বচাম্।
দ্বৌ ক্ষারৌ লবণে দ্বে চ চব্যঞ্চৈকত্র চূর্ণয়েৎ ॥
চূর্ণমেতৎ প্রয়োক্তব্যমন্নপানেষ্বনত্যয়ম্।
প্রাগ্ভুক্তমথবা পেয়ং মদ্যেনোষ্ণোদকেন বা ॥
পার্শ্বহৃদ্বস্তিশূলেষু গুল্মে বাতকফাত্মকে।
আনাহে মূত্রকৃচ্ছ্রেষু গুদযোনিরুজাসু চ ॥
গ্রহণ্যর্শোবিকারেষু প্লীহপাণ্ড্বাময়েঽরুচৌ।
উরোবিবন্ধে হিক্কায়াং শ্বাসে কাসে গলগ্রহে ॥
ভাবিতং মাতুলুঙ্গস্য চূর্ণমেতদ্রসেন বা।
বহুশো গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ কার্ষিকাঃ স্যুস্ততো-ঽধিকাঃ ॥

"গুড়িকা পক্ষে এবাং সমভাগচূর্ণং সপ্তদিনং ছোলঙ্গরসেন ভাবয়িত্বা গুড়িকাঃ কার্য্যাঃ ২৭ ॥

হিঙ্গ্বাদিচূর্ণ—হিং, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, আকনাদী, হবুষা, হরীতকী, শটী, যমানী, বন-যমানী, মহাদা, অম্লবেতস, দাড়িমফলের ছাল, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ধনে, কৃষ্ণজীরা, চিতারমূল, বচ, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, যবক্ষার সাচিক্ষার ও চই, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণপূর্ব্বক উপযুক্তমাত্রায় আহারের পূর্ব্বে মদ্য বা উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে পার্শ্বশূল, বস্তিশূল, বাতশ্লৈষ্মিক গুল্ম আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, গুদশূল, যোনিশূল, গ্রহণী, অর্শ, প্লীহা, পাণ্ডুরোগ, অরুচি, হৃদ্রোগ, হিক্কা, শ্বাস, কাশ ও গলবেদনা বিনষ্ট হয়।

হিঙ্গ্বাদিগুড়িকা—উল্লিখিত হিঙ্গ্বাদি চূর্ণে দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া ছোলঙ্গনেবুর রসে ৭সা

দিন ভাবনা দিয়া উচিতমাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ সেবন করিলে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক ফল পাওয়া গিয়া থাকে জানিবে ॥ ২৭ ॥

হিঙ্গুপুষ্করমূলানি তুম্বুরূণি হরীতকী।
শ্যামা বিড়ং সৈন্ধবঞ্চ যবক্ষারং মহৌষধম্॥
যবক্কাথোদকেনৈতদ্ ঘৃতভৃষ্টন্তু পায়য়েৎ।
তেনাস্য ভিদ্যতে গুল্মঃ সশূলঃ সপরিগ্রহঃ ॥ ২৮।

হিং, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), ধনে, হরীতকী, শ্যামামূল, তেউড়ী, বিটলবণ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার ও শুণ্ঠী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া যবের ক্বাথের সহিত মিশাইয়া ঘৃতে সন্তলন পূর্ব্বক সেবন করিলে শূলবেদনা ও আকৃতি সহ গুল্মরোগ একেবারে বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৮ ॥

বচাদিচূর্ণম্।

বচা হরীতকী হিঙ্গু সৈন্ধবং চাম্লবেতসম্।
যবক্ষারং যমানীঞ্চ পিবেদুষ্ণেন বারিণা॥
এতদ্ধি গুল্মনিচয়ং সশূলং সপরিগ্রহম্।
ভিনত্তি সপ্তরাত্রেণ বহ্নের্ব্বৃদ্ধিং করোতি চ ॥ ২৯ ॥

বচাদি চূর্ণ—বচ, হরীতকী, হিং, সৈন্ধবলবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার ও যমানী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ।০ সিকি তোলা পরিমাণে প্রাতঃকালে উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে ৭ সাত দিনের মধ্যে শূল ও বেদনার সহিত গুল্মরোগ বিনষ্ট হয় এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২৯ ॥

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণম্।

হিঙ্গুগ্রগন্ধা বিড়শুণ্ঠ্যজাজী হরীতকী পুষ্কর-
মূলকুষ্ঠম্। ভাগোত্তরং চূর্ণিতমেতদিষ্টং গুল্মো-
দরাজীর্ণবিসূচিকাসু ॥ ৩০ ॥

হিঙ্গ্বাদি চূর্ণ—হিং ১ ভাগ, বচচূর্ণ ২ ভাগ, বিট্ লবণ চূর্ণ ৩ ভাগ, শুণ্ঠীচূর্ণ ৪ ভাগ, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ৫ ভাগ, হরীতকী চূর্ণ ৬ ভাগ, পুষ্করমূলচূর্ণ ৭ ভাগ ও কুড়চূর্ণ ৮ ভাগ, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ।০ সিকি তোলা পরিমাণে উষ্ণ জলের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে গুল্ম উদর, অজীর্ণ ও বিসূচিকারোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩০ ॥

লবঙ্গাদিচূর্ণম্।

লবঙ্গ দন্তী ত্রিবৃতা যমানী শুণ্ঠী বচা ধান্যক-
চিত্রকাণি। ফলত্রয়ং মাগধিকা চ কট্কী দ্রাক্ষা
চবী গোক্ষুর যাবশূকম্ ॥ এলাজমোদা কুটজস্য
বীজং বিধায় চূর্ণানি সমাংশমীষাম্। খাদেৎ
ততঃ পাণিতলং হিতাশী কোষ্ণং জলং চানু-
পিবেৎ প্রযত্নাৎ ॥ নিহন্তি গুল্মং সরুজং সদাহ-
মর্শাংসি শোথাংশ্চ তথামবাতম্। সর্ব্বোদরা-
ণ্যেব চিরোত্থিতানি চূর্ণং লবঙ্গাদিকমাশু হন্তি ॥ ৩১॥

লবঙ্গাদিচূর্ণ—লবঙ্গ, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, যমানী, শুণ্ঠী বচ, ধনে, চিতার মূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল, কটকী, কিসমিস, চই, গোক্ষুর, যবক্ষার, ছোট এলাচি, বনযমানী ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক সুপথ্য আহারী হইয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে ।০ সিকি তোলা পরিমাণে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবন করিলে বেদনা ও দাহ সংযুক্ত গুল্ম, অর্শ, শোথ, আমবাত ও বহুকাল জাত সর্ব্বপ্রকার উদররোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩১ ॥

কাঙ্কায়ন গুড়িকা।

শটী পুষ্করমূলঞ্চ দন্তী চিত্রকমাঢ়কীম্।
শৃঙ্গবেরং বচাঞ্চৈব পলিকানি সমাহরেৎ॥
ত্রিবৃতায়াঃ পলঞ্চৈকং কুর্য্যাৎ ত্রীণি চ হিঙ্গুনঃ।
যবক্ষারপলে দ্বে তু দ্বে পলে চাম্লবেতসাৎ॥
যমান্যজাজী মরিচং ধন্যাকঞ্চেতি কার্ষিকম্।
উপকুঞ্চ্যজমোদাভ্যাং তথাচাষ্টমিকামপি॥
মাতুলুঙ্গরসে চৈতা গুড়িকাঃ কারয়েদ্ ভিষক্।
আসাঞ্চৈকাং পিবেদ্দ্বে বা তিস্রো বাথ সুখাম্বুনা॥
অম্লৈর্ম্মদ্যৈশ্চ যূষৈশ্চ ঘৃতেন পয়সাথবা।
এষা কাঙ্কায়নেনোক্তা গুড়িকা গুল্মনাশিনী॥
অর্শো হৃদ্রোগশমনী ক্রিমীণাঞ্চ বিনাশিনী।
গোমূত্রযুক্তা শময়েৎ কফগুল্মং চিরোত্থিতম্।
ক্ষীরেণ পিত্তগুল্মঞ্চ মদ্যৈরম্লৈশ্চ বাতিকম্।
ত্রিফলা রসমূত্রৈশ্চ নিযচ্ছেৎ সান্নিপাতিকম্॥
রক্তগুল্মে চ নারীণামুষ্ট্রীক্ষীরেণ পায়য়েৎ ॥ ৩১ ॥

কাঙ্কায়ন গুড়িকা—শটী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), দন্তীমূল, চিতামূল, অড়হর, শুণ্ঠী ও

বচ, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ আট তোলা, তেউড়ীমূলচূর্ণ ৮ তোলা, হিং ২৪ তোলা, যবক্ষার চূর্ণ ১৬ তোলা, অম্লবেতসচূর্ণ ১৬ তোলা, যমানীচূর্ণ, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও ধনেচূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা, সূক্ষ্মজীরা চূর্ণ ও বনযমানী চূর্ণ প্রত্যেকে ৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্রে ছোলঙ্গনেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ।০ সিকি তোলা পরিমাণে গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই গুড়িকা ১টী, ২টী অথবা ৩টী ঈষদুষ্ণজল, কাঁজি, মদ্য, মাংসযূষ, ঘৃত বা দুগ্ধ সহ সেবন করিলে গুল্ম, অর্শঃ, হৃদ্রোগ ও ক্রিমিরোগ বিনষ্ট হয়। এই গুড়িকা গোমূত্র সহ সেবন করিলে বহুকালজাত কফজ গুল্ম, দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে পিত্তজ গুল্ম, মদ্য ও কাঁজিসহ সেবন করিলে বাতজ গুল্ম, ত্রিফলার ক্বাথ ও গোমূত্র সহ সেবন করিলে সান্নিপাতিক গুল্ম ও উটের দুগ্ধসহ সেবন করিলে স্ত্রীলোকের রক্তগুল্ম বিনষ্ট হয়॥ ৩২ ॥

নারাচঘৃতম্।

চিত্রকং ত্রিফলা দন্তী ত্রিবৃতা কণ্টকারিকা।
স্নুহীক্ষীরবিড়ঙ্গানি ঘৃতং দশমমুচ্যতে॥
একৈকস্য চ কর্ষেণ ঘৃতস্য কুড়বং পচেৎ।
অস্য মাত্রাং পিবেৎ কালে পলার্দ্ধেন চ সম্মিতাম্।
উষ্ণোদকঞ্চানুপিবেদ্বিরেকার্থং পিবেন্নরঃ।
পিবেদ্ যবাগূং সর্পিষা পেয়াং বা ক্ষীরসাধিতাম্॥
রসেন জাঙ্গলানাং বা ভোজয়েন্মতিমান্ ভিষক্।
বাতগুল্মমুদাবর্ত্তং প্লীহার্শো ব্রধ্ন কুণ্ডলম্॥
গ্রহণীং দীপয়েন্মন্দাং কুষ্ঠদোষাংশ্চ নাশয়েৎ।
নারাচকমিদং সর্পিঃ খ্যাতং নারাচসন্নিভম্॥ ৩৩॥

নারাচঘৃত—উৎকৃষ্ট গব্য ঘৃত /১ এক সের জল ।৬ সের। কল্কার্থ—চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া দন্তী, তেউড়ীমূল, কণ্টকারী, মনসাসীজের আঠা ও বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ২ দুইতোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাকপূর্ব্বক প্রত্যহ প্রাতঃকালে অর্দ্ধতোলা পরিমাণে উষ্ণোদকের সহিত সেবন করিলে দাস্ত হইয়া বাতজগুল্ম, উদাবর্ত্ত, প্লীহা, অর্শঃ, বাগী, গ্রহণী, অগ্নিমান্দ্য ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়। ইহা সেবন করিয়া ঘৃতমিশ্রিত যবাগূ, দুগ্ধপক্ক-পেয়া ও জাঙ্গলপ্রাণীর মাংসরস সহ অন্নপথ্য করিবে॥ ৩৩॥

হবুষাদ্যং ঘৃতম্।

হবুষা ব্যোষ পৃথ্বীকা চব্য-চিত্রক-সৈন্ধবৈঃ।
সাজাজী পিপ্পলীমূলদীপ্যকৈঃ পাচয়েদ্ঘৃতম্॥
সকোল মূলক-রসং সক্ষীর দধি-দাড়িমম্।
তৎপরং বাতগুল্মঘ্নং শূলানাহবিবন্ধনুৎ॥
যোন্যর্শো গ্রহণীদোষ-শ্বাসকাসারুচি-জ্বরান্।
পার্শ্ব-হৃদ্বস্তি-শূলঞ্চ ঘৃতমেতদ্ ব্যপোহতি॥ ৩৪॥

হবুষাদ্যঘৃত—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারি সের। শুষ্ককুলের ক্বাথ /৪ সের। শুষ্কমূলার ক্বাথ /৪ সের। দুগ্ধ /৪ সের। দধি /৪ সের। দাড়িম্বের রস /৪ সের। কল্কার্থ—হবুষা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কৃষ্ণজীরা, চই, চিতারমূল, সৈন্ধব-লবণ, জীরা, পিপুলমূল ও যমানী, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে মিলিত /১ একসের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাকপূর্ব্বক ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে উষ্ণদুগ্ধের সহিত সেবন করিলে বাতজ গুল্ম, শূল, আনাহ, বিবন্ধ, যোনিগত অর্শ, গ্রহণী, শ্বাস, কাস, অরুচি, জ্বর, পার্শ্বশূল, হৃদয়শূল ও বস্তিশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ৩৪॥

পঞ্চপলকং ঘৃতম্।

পিপ্পল্যাঃপিচুরর্দ্ধার্দ্ধো দাড়িমাদ্ দ্বিপলং পলম্।
ধান্যাৎ পঞ্চ ঘৃতাৎ শুণ্ঠ্যাঃ কর্ষঃ ক্ষীরং চতুর্গুণম্॥
সিদ্ধমেতদ্ ঘৃতং সদ্যো বাতগুল্মং চিকিৎসতি॥
যোনিশূলং শিরঃশূলমর্শাংসি বিষমজ্বরম্॥ ৩৫॥

পঞ্চপলকঘৃত—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ৪০ চল্লিশ তোলা। কল্কার্থ—পিপুল ৩ তোলা, দাড়িমবীজ ১৬ তোলা, ধনে ৮ তোলা ও শুণ্ঠী ২ তোলা। গব্যদুগ্ধ ১৬০ একশত ষাইটতোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাকপূর্ব্বক প্রত্যহ ॥০ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে সদ্যই বাতজগুল্মরোগ, যোনিশূল, শিরঃশূল, অর্শ ও বিষমজ্বর বিনষ্ট হয়॥ ৩৫॥

त्रायमाणाद्यं घृतम्।

जले दशगुणे साध्यं त्रायमाणा चतुःपलम्।
पञ्चभागस्थितं पूतं कल्कैः संयोज्य कार्षिकैः।
रोहिणी कटुकं मुस्तं त्रायमाणा दुरालभा।
कल्कस्तामलकी वीरा जीवन्ती चन्दनोत्पलम्॥
रसस्यामलकीनाञ्च क्षीरस्य च घृतस्य च।
पलानि पृथगष्टाष्टौ दत्त्वा सम्यग् विपाचयेत्॥
पित्तगुल्मं रक्तगुल्मं विसर्पं पैत्तिकज्वरम्।
हृद्रोगं कामलां कुष्ठं हन्यादेव घृतोत्तमम्॥
पलोल्लेखागते माने न द्वैगुण्यमिहेष्यते।
चत्वारिंशत् पलस्तेन तोयं दशगुणं भवेत्॥ ৩৬॥

ত্রায়মাণাদ্যঘৃত—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /১ এক সের। ক্বাথার্থ—বলালতা /॥০ অৰ্দ্ধসের, পাকার্থ জল /৫ পাঁচসের, শেষক্বাথ /১ একসের, আমলকীর রস /১ একসের, গব্যদুগ্ধ /১ একসের। কল্কার্থ—কট্‌কী, মুথা, বলালতা, দুরালভা, ভূম্যামলকী, ক্ষীরকাকোলী, জীবন্তী, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল, এই সকল কুট্টিত দ্রব্য প্রত্যেকে ২ দুই তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাকপূর্ব্বক প্রত্যহ ।॥০ অৰ্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবন করিলে পিত্তগুল্ম, রক্তগুল্ম, বিসর্প, পিত্তজ্বর, হৃদ্রোগ, কামলা ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৬॥

क्षीरषट्‌पलकं घृतम्।

पिप्पली पिप्पलीमूल चव्यचित्रकनागरैः।
पलिकैः सयवक्षारैः सर्पिः प्रस्थं विपाचयेत्॥
क्षीरप्रस्थेन तत् सर्पिर्हन्ति गुल्मं कफात्मकम्।
ग्रहणीपाण्डुरोगघ्नं प्लीहकास-ज्वरापहम्॥ ৩৭॥

ক্ষীরষট্‌পলক ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চিতারমূল, শুঁঠ ও যবক্ষার। এইসকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা, জল ।৬ সের। দুগ্ধ /৪ সের। যথানিয়মে এই ঘৃত পাক করিয়া অৰ্দ্ধতোলা বা একতোলা মাত্রায় উষ্ণদুগ্ধ সহ সেবন করিলে কফজগুল্ম, গ্রহণী, পাণ্ডু, প্লীহা, কাস ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ৩৭॥

धात्रीषट्‌पलकं घृतम्।

धात्रीफलानां स्वरसैः षडङ्गं पाचयेद् घृतम्।
शर्करया सैकयोपेतं भक्षितं सर्व्वगुल्मिनाम्॥ ৩৮॥

ধাত্রীষট্‌পলক ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৮ তোলা। আমলকীর রস ।৬ সের। এই ঘৃত অৰ্দ্ধতোলা বা একতোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিলে সৰ্ব্বপ্রকার গুল্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৮॥

दन्तीहरीतकी।

जलद्रोणे विपक्तव्या विंशतिः पञ्चचाभयाः।
दन्त्याः पलानि तावन्ति चित्रकस्य तथैव च॥
तेनाष्टभागशेषेण पचेद्दन्तीसमं गुड़म्।
ताश्चाभयास्त्रिवृच्चूर्णात् तैलाच्चापि चतुःपलम्॥
पलमेकं कणाशुण्ठ्योः सिद्धे लेहे च शीतले।
क्षौद्रं तैलसमं दद्याच्चातुर्जातपलं तथा॥
ततो लेह पलं लीढ़्वा जग्ध्वा चैकां हरीतकीम्।
सुखं विरिच्यते स्निग्धो दोषप्रस्थमनामयः॥
प्लीह श्वयथुगुल्मार्शो हृत्पाण्डु ग्रहणी गदाः।
शाम्यन्त्युत्क्लेश विषम ज्वर कुष्ठान्यरोचकाः॥ ৩৯॥

দন্তীহরীতকী—দন্তীমূল /৩।০ পোয়া, চিতামূল /৩।০ পোয়া এবং পোট্টলীবদ্ধ হরীতকী ২৫ টা, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত /৩।০ পোয়া ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত হরীতকী ২৫ টা, ৩২ তোলা তিল তৈল দ্বারা ঈষৎ ভর্জ্জিত করিয়া গুড় মিশ্রিত ক্বাথ জলে প্রদান করিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং পাক শেষ হইলে তেউড়ী চূর্ণ ৩২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ৪ তোলা ও শুঁঠচূর্ণ ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে এবং শীতল হইলে মধু ৩২ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২ তোলা ও ১টী হরীতকী সেবন করিলে দাস্ত পরিষ্কার হইয়া প্লীহা, শোথ, গুল্ম ও হৃদ্রোগ প্রভৃতি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩৯॥

रसायनामृतलौहम्

त्रिकटु त्रिफला मुस्तं विड़ङ्गं जीरकद्वयम्।
यमानीद्वय भूनिम्बं त्रिवृत् दन्ती च निम्बकम्॥

সর্ব্বেষাং কার্ষিকং ভাগং সৈন্ধবং কর্ষমভ্রকম্।
খণ্ডস্তু ষোড়শপলং প্রস্থঞ্চ ত্রিফলাজলম্॥
জম্বীরাণাং রসং দদ্যাৎ পলষোড়শকং তথা।
পাচ্যং সর্ব্বং প্রযত্নেন লৌহং দত্ত্বা পলদ্বয়ম্॥
সিদ্ধে পাকে পুনর্দেয়ং ঘৃতং পলচতুষ্টয়ম্।
সর্ব্বরোগেষু সংযোজ্যং মহামৃতরসায়নম্॥
গুল্মং পঞ্চবিধং হন্তি যকৃৎ প্লীহোদরাণি চ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথং জীর্ণজ্বরং তথা॥
রোগান্ সর্ব্বান্নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥ ৪০॥

রসায়নামৃতলৌহ—কুট্টিত হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত /২ সের, পাকার্থ—জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের এবং জম্বীরের রস /২ দুইসের। পাক শেষ হইয়া আসিলে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, চিরতা, তেউড়ী, দন্তীমূল, নিমছাল, সৈন্ধব ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা এবং লৌহ ১৬ তোলা ও ঘৃত ৩২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে। ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবনে পঞ্চবিধ গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, উদর ও পাণ্ডু প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয়॥ ৪০॥

গুল্মকালানলো রসঃ।

পারদং গন্ধকং তালং তাম্রকং টঙ্কনং সমম্।
তোলদ্বয়মিতং ভাগং যবক্ষারঞ্চ তৎসমম্॥
মুস্তকং পিপ্পলী শুণ্ঠী মরিচং গজপিপ্পলী।
হরীতকী বচা কুষ্ঠং তোলৈকং চূর্ণয়েৎ সুধীঃ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং পাত্রে ভাবনা ক্রিয়তে ততঃ।
পর্পটং মুস্তকং শুণ্ঠ্যপামার্গং পাপচেলিকম্॥
তৎপুনশ্চূর্ণয়েৎ পশ্চাৎ সর্ব্বগুল্মনিবারণম্।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ং খাদেদ্ধরীতক্যনুপানতঃ॥
বাতিকং পৈত্তিকং গুল্মং শ্লৈষ্মিকং সান্নিপাতিকম্।
দ্বন্দ্বজং বিনিহন্ত্যাশু বাতগুল্মং বিশেষতঃ॥
শ্রীমদ্গহননাথেন নির্ম্মিতো বিশ্বসম্পদে॥ ৪১॥

গুল্মকালানল রস—পারদ, গন্ধক, হরিতাল, তাম্র, সোহাগা ও যবক্ষার; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, মুথা, পিপুল, শুঁঠ, মরিচ, গজপিপ্পলী, হরীতকী, বচ ও কুড়, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্র মর্দ্দন করিয়া ক্ষেৎপাপড়া, মুথা, শুঁঠ, আপাং ও আকনাদি; ইহাদের কাথে ক্রমান্বয়ে ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রতি। অনুপান হরীতকীর জল। ইহা সেবনে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, সন্নিপাতজ এবং দ্বন্দ্বজ প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার গুল্ম বিনষ্ট হয়॥ ৪১॥

বৃহদ্গুল্মকালানলো রসঃ।

অভ্রং লৌহং রসং গন্ধং টঙ্কনং কটুকং বচাম্।
দ্বিক্ষারং সৈন্ধবং কুষ্ঠং ত্র্যূষণং সুরদারু চ॥
পত্রমেলাং ত্বচং নাগং খদিরং সারমেব চ।
গৃহীত্বা সমভাগেন শ্লক্ষ্ণচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ॥
জয়ন্তী চিত্রকোন্মত্ত কেশরাজ দলং তথা।
নিষ্পীড্য স্বরসং নীত্বা ভাবয়েৎ কুশলো ভিষক্॥
চতুর্গুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েত্ততঃ।
উত্থায় ভক্ষয়েৎ প্রাতরনুপানং জলং পয়ঃ॥
গুল্মং পঞ্চবিধং হন্তি যকৃৎ প্লীহোদরাণি চ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শোথঞ্চৈব সুদারুণম্॥
হলীমকং রক্তপিত্তং মন্দাগ্নিমরুচিং তথা।
গ্রহণীং মার্দ্দবং কার্শ্যং জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্॥ ৪২॥

বৃহদ্গুল্মকালানল রস—অভ্র, লৌহ, পারদ, গন্ধক, সোহাগা, কটকী, বচ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দেবদারু তেজপত্র, ছোটএলাইচ, দারুচিনি, নাগেশ্বর ও খদির ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মিশ্রিত করতঃ জয়ন্তী, চিতা, ধুতুরা ও কেশুরিয়া, ইহাদের পত্রের রসে ক্রমান্বয়ে ভাবনা দিয়া ৪ রতি পরিমাণ বটিকা করিয়া প্রাতে সেবন করিতে দিবে। অনুপান—জল বা দুগ্ধ। ইহা সেবনে পঞ্চবিধ গুল্ম, যকৃৎ, প্লীহা, উদর, কামলা, পাণ্ডু এবং শোথাদি যাবতীয় রোগ ধ্বংস হয়॥ ৪২॥

শিখিবাড়বো রসঃ।

মারিতং তাম্রসূতাভ্রং গন্ধকং মাক্ষিকং সমম্॥
মর্দ্দয়েচ্চিত্রকদ্রাবৈর্যবক্ষারযুতং দিনম্॥
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং নাগবল্লীদলেন চ।
বাতগুল্মহরঃ খ্যাতো রসোঽয়ং শিখিবাড়বঃ॥ ৪৩॥

শিখিবাড়ব রস—তাম্র, পারদ, অভ্র, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক ও যবক্ষার; ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা করিয়া লইয়া চিতার রসে ১ দিন মর্দ্দনপূর্ব্বক ২রতি পরিমাণ বটিকা করিয়া পানের রস দিয়া সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে বাতজ গুল্ম বিনষ্ট হয়॥ ৪৩॥

নাগেশ্বরোরসঃ

শুদ্ধসূতস্তথা গন্ধো নাগ-বঙ্গৌ মনঃশিলা।
নিশাদলঞ্চ ত্রিক্ষারং লৌহশুল্ব-মথাভ্রকম্॥
এতানি সমভাগানি স্নুহীক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ।
চিত্রকং বাসকং দন্তিকাথেনৈকেন মর্দ্দয়েৎ॥
দিনৈকন্তু প্রযত্নেন রসো নাগেশ্বরো মতঃ।
গুল্মপ্লীহপাণ্ডু শোথমাধ্মানঞ্চ বিনাশয়েৎ॥
ভক্ষয়েন্মাসমেকন্তু পর্ণখণ্ডেন গুল্মবান্॥ ৪৪॥

নাগেশ্বর রস—পারদ, গন্ধক, সীসা, বঙ্গ, মনঃশিলা, নিশাদল,যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, লৌহ, তাম্র ও অভ্র; এই দ্রব্যগুলির প্রত্যেক ১ তোলা করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক সিজ বৃক্ষের আঁটায় মর্দ্দন করিয়া চিতা, বাসক ও দন্তী এই দ্রব্যত্রয়ের মধ্যে কোনও একটীর কাথের দ্বারা ১ দিন বাটিয়া মাষকলাই পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান পানের রস। ইহা সেবনে গুল্ম, প্লীহা,পাণ্ডু, শোথ এবং আধ্মান বিনষ্ট হয়॥ ৪৪॥

অথ রক্তগুল্মে।

রৌধিরস্য তু গুল্মস্য গর্ভকাল-ব্যতিক্রমে।
স্নিগ্ধ স্বিন্ন শরীরায়ৈ দদ্যাৎ স্নিগ্ধং বিরেচনম্॥ ৪৫॥

রক্তগুল্ম ও গর্ভের লক্ষণ প্রায় একরূপ, এজন্য গুল্ম ভ্রমে গর্ভাবস্থায় ঔষধ প্রয়োজিত হইলে গর্ভের হানি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা; সুতরাং গর্ভকাল অর্থাৎ দশমমাস অতীত হইলে রক্ত গুল্মের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রে ঘৃত পান করিতে দিবে এবং ঘৃতপানে রোগীর শরীর সম্যক্ স্নিগ্ধ হইলে গুল্মস্থানে সেকপ্রদান পূর্ব্বক স্নিগ্ধ বিরেচক সেবন করাইয়া রোগের মূলীভূত দোষ নিঃসারিত করিবে॥ ৪৫॥

শতাহ্বাচিরবিল্বত্বগ্ দারুভার্গী কণোদ্ভবঃ।
কল্কঃ পীতোহরেদ্ গুল্ম তিলকাথেন রক্তজম্॥ ৪৬॥

শুলফা, নাটাকরঞ্জের ছাল. দেবদারু, বামনহাটির মূল ও পিপুল। এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ তিলের কাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে রক্তজ গুল্ম আরোগ্য হয়। ৪৬

তিলকাথে গুড় ব্যোষ হিঙ্গুভার্গীযুতো ভবেৎ।
পানং রক্তভবে গুল্মে নষ্টে পুষ্পে চ যোষিতাম্॥
সক্ষারং ত্র্যূষণং মদ্যং প্রপিবেদস্রগুল্মিনী॥ ৪৭॥

পুরাতন গুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হিং ও বামনহাটির মূল। এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্রে মিশ্রিত করিয়া তিলের কাথের সহিত অথবা যবক্ষার, ত্রিকটু চূর্ণ ও মদ্যের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে রক্ত গুল্ম বিদূরিত হয়॥ ৪৭॥

পলাশক্ষারতোয়েন সিদ্ধং সর্পিঃ পিবেচ্চ সা।
উষ্ণৈর্ব্বা ভেদয়েদ্ ভিন্নে বিধিরসৃগ্দরো হিতঃ॥
ন প্রভিদ্যেত যদ্যেবং দদ্যাদ্ যোনিবিশোধনম্।
ক্ষারেণ যুক্তং পললং সুরাক্ষীরেণ বা পুনঃ॥
রুধিরেঽতিপ্রবৃত্তে তু রক্তপিত্তহরী ক্রিয়া॥ ৪৮

চতুর্গুণ পলাশ ক্ষারের জলের সহিত ঘৃত পাক করিয়া রক্তগুল্ম রোগীকে সেবন করাইয়া অথবা উষ্ণ বীর্য্য সুরা-মণ্ডাদি বা দন্তীগুড়াদি প্রয়োগ দ্বারা রক্তগুল্মকে তরলীকৃত করিবে। দ্রবীভূত হইলে রক্তপ্রদর রোগোক্ত বিধানানুযায়ী চিকিৎসা করিবে। যদি উক্ত ক্রিয়া দ্বারা দ্রবীভূত না হয়, তাহা হইলে যোনি বিশোধনার্থ তিল ও পলাশক্ষার অল্প জলের সহিত বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া অথবা তিল ও পলাশক্ষার সিজের আঁটায় মর্দ্দন করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া যোনির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করাইয়া দিবে। ইহাতে রক্তস্রাব হইয়া রক্ত গুল্মের শান্তি হইবে। সহসা অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইলে রক্তপিত্ত রোগোক্ত চিকিৎসা করিবে॥ ৪৮॥

ভল্লাতকাং কল্ককষায়-পক্বং
সর্পিঃ পিবেচ্ছর্করয়া বিমিশ্রম্।
তদ্রক্তগুল্মং বিনিহন্তি পীতং
বলাস গুল্মং মধুনা সমেতম্ ॥ ৪৯ ॥

ভেলার কল্ক ও ক্বাথ দ্বারা ঘৃত পাক পূর্ব্বক ঘৃতের চতুর্থাংশ চিনি ও চতুর্থাংশ মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে রক্তগুল্ম বিনষ্ট হয়, আর উক্ত নিয়মে ঘৃত পাক করতঃ ঘৃতের অর্দ্ধাংশ পরিমিত মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কফজ গুল্ম বিনষ্ট হয় ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাননরসঃ।

পারদাংশক তুত্থঞ্চ গন্ধকং জৈপাল পিপ্পলী।
আরগ্বধ ফলান্মজ্জ বজ্রীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ ॥
ধাত্রীরসযুতং খাদেদ্রক্তগুল্মপ্রশান্তয়ে।
চিঞ্চাদলরসঞ্চানুপথ্যং দধ্যোদনং হিতম্ ॥ ৫০

পঞ্চাননরস—পারদ, তুঁতে, গন্ধক, জয়পাল, পিপুল ও সোঁদাল ফলের মজ্জা, এই দ্রব্যগুলি সিজের আঁটায় ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া আমলকীর রসের সহিত সেবন করিতে দিবে। অনুপান তেঁতুল পত্রের রস। পথ্য দধি-মিশ্রিত অন্ন। ইহা সেবন করিলে রক্তগুল্ম প্রশমিত হয় ॥ ৫০ ॥

বল্লূরং মূলকং মৎস্যান্ শুষ্কশাকানি বৈদলম্।
ন খাদেচ্চালুকং গুল্মী মধুরাণি ফলানি চ ॥ ৫১ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং গুল্মাধিকারঃ।

শুষ্ক মাংস, কচি মূলা, মৎস্য, শুষ্ক শাক, ডাইল, আলু ও মধুর ফল। এই দ্রব্যগুলি গুল্ম রোগীর পক্ষে অহিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ৫১ ॥

ইতি রক্তগুল্ম-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ হৃদ্রোগাধিকারঃ।

বাতোপসৃষ্টে হৃদয়ে বাময়েৎ স্নিগ্ধমাতুরম্।
দ্বিপঞ্চমূলীক্বাথেন সস্নেহ লবণেন চ ॥
পিপ্পল্যেলা বচা হিঙ্গু যবক্ষারোঽথ সৈন্ধবম্।
সৌবর্চ্চলমথো শুণ্ঠী অজমোদা চ চূর্ণিতম্ ॥
ফলধান্যাম্ল কৌলত্থ দধি মদ্যাসবাদিভিঃ।
পায়য়েচ্ছুদ্ধদেহঞ্চ স্নেহেনান্যতমেন বা ॥ ১ ॥

বাতজ হৃদ্রোগের চিকিৎসা।

বাতজনিত হৃদ্রোগীকে ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য পান করাইয়া শরীর স্নিগ্ধ হইলে, তৎপরে দশমূলের ক্বাথের সহিত ঘৃত, সৈন্ধবলবণ ও মদনফল চূর্ণ মিশ্রিত করতঃ পান করাইয়া বমি করাইবে। বমনান্তে দেহ সংশুদ্ধ হইলে, তদনন্তর পিপুল, ছোটএলাচি, বচ, হিং, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণ, সচললবণ, শুঠ ও যোয়ান এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগে একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ।০ সিকি তোলা পরিমাণে ছোলঙ্গনেবুর রস, কাঁজি, কুলখিকলায়ের যুষ, দধি, মদ্য, আসব অথবা ঘৃতাদি কোন স্নেহ দ্রব্যের সহিত সেবন করিতে দিবে ॥ ১

নাগরং বা পিবেদুষ্ণং কষায়ঞ্চাগ্নিবর্দ্ধনম্ ॥
কাস-শ্বাসানিলহরং শূল-হৃদ্রোগনাশনম্ ॥ ২ ॥

শুণ্ঠীর উষ্ণ ক্বাথ পান করিলে জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হয় এবং শ্বাস, কাস, বায়ু, শূল ও হৃদ্রোগ বিনাশ প্রাপ্ত হয় জানিবে ॥ ২ ॥

শ্রীপর্ণী মধুক ক্ষৌদ্র সিতা গুড় জলৈর্ব্বমেৎ ॥
পিত্তোপসৃষ্টে হৃদয়ে সেবেন্মধুরকৈঃ শৃতম্ ॥
ঘৃতং কষায়াংশ্চোদ্দিষ্টান্ পিত্তজ্বরবিনাশনান্।
শীতাঃ প্রদেহাঃ পরিষেচনানি
তথা বিরেকো হৃদি পিত্তদুষ্টে
দ্রাক্ষা সিতা ক্ষৌদ্র পরূষকৈঃ স্যা-
চ্ছুদ্ধে চ পিত্তাপহমন্নপানম্।
পিষ্ট্বা পিবেদ্বাপি সিতা জলেন
যষ্ট্যাহ্বয়ং তিক্তকরোহিণীঞ্চ ॥ ৩ ॥

পিত্তজ হৃদ্রোগের চিকিৎসা।

পিত্তজনিত হৃদ্রোগীকে গাম্ভারীফল ও যষ্টিমধুর অর্দ্ধাবশিষ্ট ক্বাথের সহিত মধু, ইক্ষুচিনি ও ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া পান করাইয়া বমন

করাইবে। এবং কাকোল্যাদি মধুরগণ দ্রব্য সহ পাককরা ঘৃত, পিত্তজ্বরঘ্ন ক্কাথ সমূহ, প্রলেপ, শীতলদ্রব্য সেচন ও বিরেচন প্রয়োগ করিবে। কিস্‌মিস্‌, ইক্ষুচিনি, মধু ও পরূষফল সহ প্রস্তুত পিত্তঘ্ন অন্নপানীয় সেবন করিতে দিবে। এবং যষ্টিমধু ও কট্‌কী চিনির সহিত পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিতে দিবে॥ ৩॥

অর্জ্জুনস্ত ত্বচা সিদ্ধং ক্ষীরং যোজ্যং হৃদাময়ে।
সিতয়া পঞ্চমূল্যা বা বলয়া মধুকেন বা॥ ৪॥

অর্জ্জুনছাল, স্বল্পপঞ্চমূল, বেড়েলা ও যষ্টিমধু ইহাদের যে কোন একটী ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেষ দুগ্ধাবশিষ্ট। এই দুগ্ধের সহিত ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হৃদ্রোগ নষ্ট হয়॥ ৪॥

ঘৃতেন দুগ্ধেন গুড়াম্ভসা বা
পিবন্তি চূর্ণং ককুভত্বচো যে।
হৃদ্রোগ জীর্ণজ্বর রক্তপিত্তং
হত্বা ভবেয়ুশ্চিরজীবিনস্তে॥ ৫॥

অর্জ্জুনছাল চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া ঘৃত দুগ্ধ বা গুড়মিশ্রিত জলের সহিত সেবন করিলে হৃদ্রোগ, জীর্ণজ্বর ও রক্তপিত্তরোগ বিনষ্ট হয় এবং দীর্ঘায়ুঃ লাভ করা যায় জানিবে॥ ৫॥

বচা নিম্বকষায়াভ্যাং বান্তং হৃদি কফোত্থিতে।
বাতহৃদ্রোগহৃচ্চূর্ণং পিপ্পল্যাদিঞ্চ পায়য়েৎ॥ ৬

কফজনিত হৃদ্রোগের চিকিৎসা।

কফজনিত হৃদ্রোগীকে বচ ও নিম্বছালের ক্কাথ পান করাইয়া বমন করাইবে। এবং তৎপরে বাতজ হৃদ্রোগে পিপ্পল্যাদিচূর্ণ সেবন করিতে দিবে॥ ৬॥

ত্রিদোষজে লঙ্ঘনমাদিতঃস্যা-
দন্নঞ্চ সর্ব্বেষু হিতং বিধেয়ম্।
হীনাতিমধ্যত্বমবেক্ষ্য চৈব
কার্য্যং ত্রয়াণামপি কর্ম্ম শস্তম্॥ ৭॥

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগের চিকিৎসা।

ত্রিদোষজ হৃদ্রোগে প্রথমে লঙ্ঘন প্রয়োগ পূর্ব্বক তৎপরে ত্রিদোষনাশক অন্নপথ্যাদি সেবন করিতে দিবে। এবং তৎপরে দোষের প্রবলতা, মধ্যাবস্থা ও হীনাবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক যথাবিহিত ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে॥ ৭॥

চূর্ণং পুষ্করজং লিহ্যান্মাক্ষিকেন সমাযুতম্।
হৃচ্ছূল শ্বাস কাসঘ্নং ক্ষয় হিক্কানিবারণম্॥ ৮॥

পুষ্করমূল চূর্ণ (অভাবে কুড়চূর্ণ) ।০ সিকি তোলা পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে হৃদয়শূল, শ্বাস, কাস ক্ষয় ও হিক্কারোগ বিনষ্ট হয় জানিবে॥ ৮॥

তৈলাজ্য গুড়বিপক্বং চূর্ণং গোধূমং পার্থজং বাপি।
পিবতি পয়োঽনু চ যঃ স ভবেজ্জিত-সকল-
হৃদাময়ঃ পুরুষঃ॥ ৯॥

তিলতৈল, গব্যঘৃত, ইক্ষুগুড়, গোধূম চূর্ণ (ময়দা) ও অর্জ্জুন ছালচূর্ণ, এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত পরিমাণে একত্র পাক করিয়া উচিত মাত্রায় সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ দুগ্ধ পান করিলে সর্ব্ববিধ হৃদ্রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ৯॥

মূলং নাগবলায়াস্তু চূর্ণং দুগ্ধেন পায়য়েৎ।
হৃদ্রোগ শ্বাস কাসঘ্নং ককুভস্য চ বল্কলম্॥
রসায়নং পরং বল্যং বাতজিন্মাসযোজিতম্।
সংবৎসরপ্রয়োগেন জীবেদ্‌বর্ষশতং ধ্রুবম্॥ ১০॥

(১) গোরক্ষচাকুলের মূল চূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে হৃদ্রোগ, শ্বাস ও কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) ককুভ (অর্জ্জুন) ছালচূর্ণ ১ এক মাস পর্য্যন্ত সেবন করিলে হৃদ্রোগ বিনষ্ট হইয়া দেহের পুষ্টি ও বল বর্দ্ধিত হয় ও বায়ু বিনষ্ট হয়। এবং ইহা ১ এক বৎসর পর্য্যন্ত সেবন করিলে ১০০ একশত বৎসর বাঁচিয়া থাকা যায় জানিবে॥ ১০॥

হিঙ্গুগ্রগন্ধা বিড় বিশ্ব কৃষ্ণা
কুষ্ঠা ভয়া চিত্রক যাবশূকম্।
পিবেৎ সসৌবর্চল পুষ্করাঢ্যং
যবাম্ভসা শূল হৃদাময়ঘ্নম্॥ ১১॥

হিং, বচ, বিট্‌লবণ, শুঠ, পিপুল, কুড়, হরীতকী, চিতা, যবক্ষার, সচললবণ ও পুষ্কর-

মূল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া মিশ্রণ পূর্ব্বক।০ সিকি তোলা মাত্রায় যবের ক্বাথের সহিত সেবন করিলে শূল ও হৃদ্রোগ বিনষ্ট হয় জানিবে॥ ১১॥

দশমূলকষায়স্তু লবণ ক্ষার যোজিতঃ।
কাসং শ্বাসঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥ ১২॥

দশমূলের ক্বাথে সৈন্ধবলবণ ও যবক্ষার চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহা সেবন করিলে কাস, শ্বাস, হৃদ্রোগ, গুল্ম ও শূলরোগ বিনষ্ট হয়॥ ১২॥

পাঠাং বচাং যবক্ষারমভয়াং চাম্লবেতসম্।
দুরালভাং চিত্রকঞ্চ ত্র্যূষণঞ্চ ফলত্রয়ম্॥
শঠীং পুষ্করমূলঞ্চ তিন্তিড়ীকং সদাড়িমম্।
মাতুলুঙ্গস্য মূলানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
সুখোদকেন মদ্যৈর্বা প্রুতান্যেতানি পায়য়েৎ।
অর্শঃ শূলঞ্চ হৃদ্রোগং গুল্মঞ্চাশু নিযচ্ছতি॥ ১৩॥

আকনাদী, বচ, যবক্ষার, হরীতকী, অম্লবেতস, দুরালভা, চিতারমূল, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শটী, পুষ্করমূল (অভাবে কুড়), মহাদা, দাড়িমফলের ছাল ও ছোলঙ্গলেবুর মূল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া।০ সিকিতোলা মাত্রায় ঈষদুষ্ণ জলের সহিত বা মদ্যের সহিত সেবন করিলে অর্শঃ, শূল, হৃদ্রোগ ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ১৩॥

পুটদগ্ধমশ্মপিষ্টং হরিণবিষাণস্তু সর্পিষা পিবতঃ।
হৃৎপৃষ্ঠ শূলমুপশমমুপযাত্যচিরেণ কষ্টমপি॥ ১৪॥

হরিণশৃঙ্গ পুট দগ্ধ করতঃ শিলায় পেষণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় গব্যঘৃত সহ সেবন করিলে অতিকষ্টজনক হৃদয়শূল ও পৃষ্ঠশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ১৪॥

ক্রিমি হৃদ্রোগিণং স্নিগ্ধং ভোজয়েৎ পিশিতৌদনম্।
দধ্না চ পললোপেতং ত্র্যহং পশ্চাৎ বিরেচয়েৎ॥
সুগন্ধিভিঃ সলবণৈর্যোগৈঃ সাজাজীশর্করৈঃ।
বিড়ঙ্গগাঢৈর্ধান্যাম্লং পায়য়েদ্ধিতমুত্তমম্॥
ক্রিমিজেচ পিবেন্মূত্রং বিড়ঙ্গাময়সংযুতম্।
হৃদি স্থিতাঃ পতন্ত্যেবমধস্তাৎ ক্রিময়ো নৃণাম্॥
যবান্নং বিতরেচ্চাস্মৈ সবিড়ঙ্গমতঃ পরম্॥ ১৫॥

ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগের চিকিৎসা।

ক্রিমিজনিত হৃদ্রোগীকে প্রথমে তিন দিবস ঘৃত, দধি ও মাংসরস সহ অন্ন সেবন করাইয়া, তৎপরে সুগন্ধিদ্রব্য, সৈন্ধবলবণ, কৃষ্ণজীরা ও ইক্ষুচিনিমিশ্রিত বিরেচক ঔষধ সেবন করাইয়া পশ্চাৎ বিড়ঙ্গচূর্ণ সহ কাঁজি পান করিতে দিবে। ক্রিমিজ হৃদ্রোগীকে বিড়ঙ্গ ও কুড়চূর্ণ সহ গোমূত্র পান করাইবে, ইহাতে হৃদয়স্থ ক্রিমি সকল স্থানচ্যুত হইয়া মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। এইরূপে ক্রিমি পতিত হইলে রোগীকে বিড়ঙ্গচূর্ণ সহ যবান্ন আহার করিতে দিবে॥ ১৫

বল্লভং ঘৃতম্।

মুখ্যাং শতার্দ্ধঞ্চ হরীতকীনাং সৌবর্চ্চলস্যাপি পলদ্বয়ঞ্চ। পক্বং ঘৃতং বল্লভকেতিনাম্না হৃল্লাস-শূলোদর-মারুতঘ্নম্॥ ১৬॥

বল্লভ ঘৃত—হরীতকী ৫০টা ও সচললবণ ১৬ তোলা, এই দুইটী দ্রব্য /৪ সের ঘৃতে প্রদান পূর্ব্বক ।৬ সের জলসহ যথানিয়মে পাক করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে হৃল্লাস, শূল, উদর রোগ ও বায়ু প্রশমিত হয়॥ ১৬॥

শ্বদংষ্ট্রাদ্যং ঘৃতম্।

শ্বদংষ্ট্রোশীর মঞ্জিষ্ঠা বলা কাশ্মর্য্য কর্তৃণম্।
দর্ভমূলং পৃথক্‌পর্ণী পলাশর্ষভকৌ স্থিরা॥
পলিকাং সাধয়েৎ তেষাং রসে ক্ষীরে চতুর্গুণে।
কল্কৈঃ স্বগুপ্তর্ষভক মেদা জীবন্তী জীবকৈঃ॥
শতাবর্য্যাদ্ধি মৃদ্বীকা শর্করা শ্রাবণী বিসে॥
প্রস্থং সিদ্ধো ঘৃতাদাপি পিত্তহৃদ্রোগশূলনুৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্র প্রমেহার্শঃ শ্বাস কাস ক্ষয়াপহা॥
ধনুঃ স্ত্রী মদ্য ভারাধ্বখিন্নানাং বলমাংসদঃ॥ ১৭॥

শ্বদংষ্ট্রাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ-আলকুশীবীজ, ঋষভক, মেদ, জীবন্তী, জীবক, শতমূলী, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, চিনি, মুণ্ডিরী ও মৃণাল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত ১ সের।

ক্বাথার্থ—কণ্টকারী, বেণারমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেড়েলা, গাম্ভারীছাল, গন্ধতৃণ, দর্ভমূল, চাকুলে, পলাশছাল, ঋষভক ও শালপানি। ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা। পাকার্থ জল ।৬ সের, শেষ ৵৪ সের। দুগ্ধ ৬ সের। এই ঘৃত সেবনে পিত্তজ হৃদ্রোগ, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং প্রমেহাদি যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৭॥

বলাদ্যং ঘৃতম্।

ঘৃতং বলা নাগবলার্জ্জুনাম্বু সিদ্ধং সযষ্টিমধুকল্কপাদম্। হৃদ্রোগ শূলক্ষত রক্তপিত্তকাসানিলাসৃক্ শময়ত্যুদীর্ণম্॥ ১৮॥

বলাদ্য ঘৃত—ঘৃত ৵৪ সের। ক্বাথার্থ—বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও অর্জ্জুনছাল এই তিন দ্রব্য সমভাগে মিলিত ৵৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু ৵১ সের। ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে হৃদ্রোগ, শূল, ক্ষত, রক্তপিত্ত, কাস এবং বাতরক্ত আরোগ্য হয়॥ ১৮॥

অর্জ্জুনঘৃতম্।

পার্থস্য কল্কং স্বরসেন সিদ্ধং শস্তং ঘৃতং সর্ব্বহৃদাময়েষু॥ ১৯॥

ইতি হৃদ্রোগাধিকারঃ।

অর্জ্জুন ঘৃত—ঘৃত ৵৪ সের। ক্বাথার্থ—অর্জ্জুনছাল ৵৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ—অর্জ্জুনছাল ৵১ সের। ইহা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবনে সকল প্রকার হৃদ্রোগ নষ্ট হয়॥ ১৯॥

ইতি হৃদ্রোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ

অভ্যঞ্জন স্নেহ নিরূহ বস্তি স্বেদোপনাহোত্তরবস্তিসেকান্। স্থিরাদিভির্বাতহরৈশ্চ সিদ্ধান্ দদ্যাদ্রসাংশ্চানিল মূত্রকৃচ্ছ্রে॥ ১॥

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের চিকিৎসা।

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে অভ্যঙ্গ, স্নেহপান, নিরূহ বস্তি, স্বেদ, প্রলেপ, উত্তরবস্তি, সেক এবং বাতঘ্ন স্থিরাদিদ্রব্যের সহিত পাককরা মাংসযূষ বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে॥ ১॥

সেকাবগাহাঃ শিশিরাঃ প্রদেহা গ্রৈষ্মো বিধির্বস্তি পয়োবিরেকাঃ। দ্রাক্ষা বিদারীক্ষুরসৈঘৃতৈশ্চ কৃচ্ছ্রেষু পিত্তপ্রভবেষু কার্য্যাঃ॥ ২॥

পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা।

পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে সেক, অবগাহন, শীতল প্রলেপ, গ্রীষ্মকালীন শীতলক্রিয়া, বস্তিক্রিয়া, দুগ্ধপান, দ্রাক্ষা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইক্ষুরস বা ঘৃত মিশ্রিত বিরেচন প্রয়োগ বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে॥ ২॥

ক্ষারোষ্ণ তীক্ষ্ণৌষধমন্নপানং স্বেদো যবান্নং বমনং নিরূহাঃ। তক্রং সতিক্তৌষধসিদ্ধতৈলমভ্যঙ্গপানং কফ মূত্রকৃচ্ছ্রে॥ ৩॥

কফজনিত মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা।

কফজনিত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে ক্ষার, উষ্ণ ও তীক্ষ্ণ ঔষধযুক্ত অন্নপানীয়, স্বেদ, যবান্ন, বমন, নিরূহবস্তি, তক্র এবং তিক্ত ঔষধের সহিত সিদ্ধতৈল মর্দ্দন ও পান বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে॥ ৩॥

সর্ব্বত্রিদোষপ্রভবে চ বায়োঃ স্থানানুপূর্ব্ব্যা প্রসমীক্ষ্য কার্য্যম্। ত্রিভ্যোঽধিকে প্রাগ্বমনো বিরেকঃ পিত্তে কফে স্যাৎ পবনে চ বস্তিঃ॥ ৪॥

ত্রিদোষজনিত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে বায়ুর প্রতি আনুপূর্ব্বিক দৃষ্টি রাখিয়া বাতজাদি পৃথক্ পৃথক্ ঔষধ একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবে। বিশেষতঃ ইহাতে তিনদোষের মধ্যে কফের আধিক্য থাকিলে বমন, পিত্তের আধিক্য থাকিলে বিরেচন ও বায়ুর আধিক্য থাকিলে বস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ৪॥

তথাভিঘাতজে কুর্য্যাৎ সদ্যোব্রণ-চিকিৎসিতম্। মূত্রকৃচ্ছ্রে সদা কার্য্যা বাতরোগহরী ক্রিয়া॥ স্বেদচূর্ণং ক্রিয়াভ্যঙ্গ বস্তয়ঃ স্যুঃ পুরীষজে॥ ৫॥

অভিঘাতজ ও মলজ মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা।

(১) অভিঘাত জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে সদ্যোব্রণবৎ ও বাতঘ্ন ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে।

(২) মলরোধজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে স্বেদ, চূর্ণ, অভ্যঙ্গ ও বস্তি প্রয়োগ করিবে ॥ ৫ ॥

ক্রিয়া হিতাস্বশ্মরি শর্করায়াং যা মূত্রকৃচ্ছ্রে
কফমারুতোত্থে ॥ ৬ ॥

বাতশ্লৈষ্মিক মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা।

অশ্মরী (পাথরী) ও শর্করা (ঝিলে) রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিলে বাতকফজ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

লেহ্যং শুক্র বিবন্ধোত্থে শিলাজতু সমাক্ষিকম্।
বৃষ্যৈর্বৃংহিতধাতুত্থে বিধেয়া প্রমদোত্তমা ॥ ৭ ॥

(১) শুক্ররোধহেতু মূত্রকৃচ্ছ্র জন্মিলে মধুর সহিত শিলাজতু সেবন করিবে।

(২) বৃষ্যাধিকারোক্ত ঔষধ সেবন করিয়া অত্যন্ত বীর্য্য বর্দ্ধিত হইলে স্ত্রী-সহবাসের ব্যবস্থা করিবে ॥ ৭ ॥

যন্মূত্রকৃচ্ছ্রে বিহিতঞ্চ পৈত্তে তৎ কারয়ে
চ্ছোণিতমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥ ৮ ॥

রক্তজ মূত্রকৃচ্ছ্রের চিকিৎসা।

রক্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে ॥ ৮ ॥

কুষ্মাণ্ডকরসং পীত্বা সযবক্ষারশর্করম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রাদ্ বিমুচ্যেত শীঘ্রঞ্চ লভতে সুখম্॥ ৯ ॥

দেশী কুমড়ার রসে যবক্ষারচূর্ণ ও ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে শীঘ্রই মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৯ ॥

তৃণপঞ্চমূলম্।

কুশঃকাশঃ শরো দর্ভ ইক্ষুশ্চেতি তৃণোদ্ভবম্।
পিত্তকৃচ্ছ্রহরং পঞ্চমূলং বস্তি-বিশোধনম্ ॥ ১০ ॥

তৃণপঞ্চমূল ক্বাথ—কুশ, কাশ, শর, দর্ভ ও ইক্ষু, এই ৫টীর মূল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ বিনষ্ট হয় এবং মূত্রাশয় শোধিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১০ ॥

পঞ্চতৃণক্ষীরম্।

এতৎ সিদ্ধং পয়ঃ পীতং মেঢ্রগং হন্তি শোণিতম্ ১১॥

পঞ্চতৃণক্ষীর—পূর্ব্বোক্ত কুশাদি তৃণপঞ্চ মূলের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে লিঙ্গ দিয়া রক্তস্রাব নিবারিত হয় ॥ ১১ ॥

ত্রিকণ্টকাদিঃ।

ত্রিকণ্টকারগ্বধ দর্ভ কাশ দুরালভা প্রস্তরভেদ-
পথ্যাঃ। নিঘ্নন্তি পীড়াং মধুনাশ্মরীঞ্চ সংপ্রাপ্ত-
মৃত্যোরপি মূত্রকৃচ্ছ্রম্ ॥ ১২ ॥

ত্রিকণ্টকাদি—গোক্ষুর, সোঁদালফল, দর্ভমূল, কাশমূল, দুরালভা ও পাষাণভেদী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা, যথাবিধি এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অশ্মরী ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ক্বাথং গোক্ষুর বীজস্য যবক্ষারযুতং পিবেৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রং তথা রক্তং পীতং শীঘ্রং নিবারয়েৎ ॥ ১৩ ॥

গোক্ষুরবীজ কুট্টিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষক্বাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রস্তুত করতঃ তাহাতে ।০ সিকি তোলা যবক্ষারচূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ ও লিঙ্গ দিয়া রক্তস্রাব নিবৃত্ত হয় জানিবে ॥ ১৩ ॥

ধাত্র্যাদিঃ।

ধাত্রী দ্রাক্ষা বিদারী চ যষ্ট্যাহ্বং গোক্ষুরং তথা।
এভিঃ কষায়ং বিপচেৎ পিবেৎ শীতং সশর্করম্ ॥
অপি যোগশতাসাধ্যং মূত্রকৃচ্ছ্রং জয়েল্লঘু ॥ ১৪ ॥

ধাত্র্যাদি ক্বাথ—আমলকী, কিসমিস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু ও গোক্ষুর; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২

তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে তাহাতে ১ তোলা ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অসাধ্য মূত্রকৃচ্ছ্র রোগও সত্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪

বৃহদ্ধাত্র্যাদিঃ।

ধাত্রী দ্রাক্ষা চ যষ্ট্যাহ্বং বিদারী সত্রিকণ্টকা।
দর্ভেক্ষুমূলমভয়া ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ ॥
সসিতং মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং রুজাদাহহরং পরম্ ॥ ১৫ ॥

বৃহদ্ধাত্র্যাদি ক্বাথ—আমলকী, কিসমিস, যষ্টিমধু, ভুঁইকুমড়া, গোক্ষুর, দর্ভমূল, ইক্ষুমূল ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথাবিধি এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে তাহাতে ১ এক তোলা ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে বেদনা ও জ্বালা-সংযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

অমৃতাদিঃ।

অমৃতা নাগরং ধাত্রী বাজিগন্ধা ত্রিকণ্টকম্
প্রপিবেদ্ বাতরোগার্ত্তঃ সশূলো মূত্রকৃচ্ছ্রবান্ ॥১৬॥

অমৃতাদি ক্বাথ—গুলঞ্চ, শুণ্ঠী, আমলকী, অশ্বগন্ধা ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ দুই তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই পাচন প্রস্তুত করিয়া পান করিলে বাতব্যাধি ও শূলবৎবেদনাবিশিষ্ট মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ নষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

শতাবর্য্যাদিঃ।

শতাবরী কাশ কুশৈঃ শ্বদংষ্ট্রা বিদারি শালীক্ষু-
কশেরুকাণাম্। ক্বাথং সুশীতং মধুশর্করাক্তং
পিবন্ জয়েৎ পৈত্তিকমূত্রকৃচ্ছ্রম্ ॥ ১৭ ॥

শতাবর্য্যাদি ক্বাথ—শতমূল, কাশমূল, কুশমূল, গোক্ষুর, ভুঁইকুমড়া, শালিধানের মূল, ইক্ষুমূল ও কেশুর। এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে তাহাতে মধু ও ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

গুড়েনামলকং বৃষ্যং শ্রমঘ্নং তর্পণং পরম্।
পিত্তাসৃগ্‌দাহশূলঘ্নং মূত্রকৃচ্ছ্র-নিবারণম্ ॥ ১৮ ॥

আমলকী চূর্ণ ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে অত্যন্ত বীর্য্য বৃদ্ধি হয়, শ্রম দূর হয়, দেহের তৃপ্তি সাধিত হয় এবং রক্তপিত্ত, দাহ, শূল ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

এর্ব্বারুবীজং মধুকং সদার্ব্বীং পৈত্তে পিবে-
ত্তণ্ডুল ধাবনেন। দার্ব্বীং তথৈবামলকীরসেন
সমাক্ষিকাং পৈত্তিকমূত্রকৃচ্ছ্রে ॥ ১৯ ॥

(১) কাকুড়বীজ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা, এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে চূর্ণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে পিত্ত-জনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়।

(২) দারুহরিদ্রাচূর্ণ আমলকীর রস ও মধু সহ সেবন করিলে পিত্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৯ ॥

হরীতক্যাদিঃ।

হরীতকী গোক্ষুর রাজবৃক্ষ পাষাণভিদ্‌ধন্ব-
যবাসকানাম্। ক্বাথং পিবেন্মাক্ষিকসংপ্রযুক্তং
কৃচ্ছ্রে সদাহে সরুজে বিবন্ধে ॥ ২০ ॥

হরীতক্যাদি কষায়—হরীতকী, গোক্ষুর, সোঁদালফল, পাষাণভেদী, বেলশুঠ ও দুরালভা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ—জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই পাচন প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে দাহ, বেদনা ও বিবন্ধসংযুক্ত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২০ ॥

সিতাতুল্যো যবক্ষারঃ সর্ব্বকৃচ্ছ্র বিনাশনঃ।
সূর্য্যাবর্ত্তভবং বীজং শ্লক্ষং দৃশদি পেষিতম্ ॥
ব্যুষিতোদক সংপীতং কৃচ্ছ্রং হন্তি সুদারুণম্ ॥
মধুনা চ যবক্ষারং মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীহরম্ ॥ ২১ ॥

(১) ইক্ষুচিনি ও যবক্ষার সমভাগে একত্র করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

(২) হুড়হুড়ের বীজ শিলায় পেষণ পূর্ব্বক উপযুক্ত পরিমাণে বাসিজলের সহিত সেবন করিলে অতিদারুণ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয়।

(৩) যবক্ষার চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয়॥ ২১॥

সগন্ধক যবক্ষার শর্করা তক্রতঃ পিবেৎ।
মূত্রকৃচ্ছ্রাৎ বিমুচ্যেত সাধ্যাসাধ্যান্ন সংশয়ঃ॥ ২২॥

গন্ধকচূর্ণ, যবক্ষারচূর্ণ ও ইক্ষুচিনি একত্র করিয়া।০ তোলা পরিমাণে তক্রের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ রোগ নষ্ট হয়॥ ২২॥

নারিকেলোদ্ভবং পুষ্পং তণ্ডুলোদক সংযুতম্।
রক্তজং মূত্রকৃচ্ছ্রং হি পীতং হন্তি ন সংশয়ঃ॥ ২৩॥

নারিকেলের ফুল তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে রক্তজনিত মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৩॥

তারকেশ্বরঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং লৌহং বঙ্গং মৃতাভ্রকম্।
দুরালভা যবক্ষারং বীজং গোক্ষুরজং শিবাম্॥
সমাংশং ভাবয়েৎ সর্ব্বং কুষ্মাণ্ডফলবারিণা।
পঞ্চতৃণভবক্কাথে রসে গোক্ষুরজে তথা॥
সংপিষ্য বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
মধুনামর্দ্দ্য বিলিহেন্মূত্রকৃচ্ছ্র বিনাশনঃ॥
উডুম্বরফলং পক্বং চূর্ণিতং কর্ষমাত্রকম্।
লেহয়েন্মধুনা সার্দ্ধমনুপানং সুখাবহম্॥
অজাক্ষীরং ভবেৎ পথ্যং শর্করেক্ষুরসো হিতঃ॥ ২৪॥

তারকেশ্বর—পারদ, গন্ধক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, দুরালভা, যবক্ষার, গোক্ষুর ও হরীতকী; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে লইয়া কুষ্মাণ্ডের রসে, তৃণপঞ্চমূলের ক্কাথে ও গোক্ষুরের ক্কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ সেবনান্তে পক্ক যজ্ঞডুম্বুরের ফল চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা এবং মধু এই দুই দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া অনুপান করিতে দিবে। পথ্য—ছাগ-দুগ্ধ চিনি ও ইক্ষুরস। ইহা সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৪॥

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তকঃ।

সূতঃ স্বর্ণঞ্চ বৈক্রান্তং গন্ধতুল্যং বিমর্দ্দয়েৎ।
চাণ্ডালী রাক্ষসী দ্রাবৈর্দ্বিযামান্তে তু গোলকম্।
শুষ্কং বদ্ধা পটেচ্চাহঃ করীষাগ্নৌ মহাপুটে।
মাষমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্মূত্রকৃচ্ছ্র-প্রশান্তয়ে॥ ২৫॥

মূত্রকৃচ্ছ্রান্তক—পারদ, গন্ধক, স্বর্ণ এবং বৈক্রান্ত; ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ লইয়া চাণ্ডালী ও চোরখড়িকার রসে দুই প্রহর কাল মর্দ্দনপূর্ব্বক গোলাকার করিয়া শুষ্ক করতঃ ঘুটি-য়ার অগ্নিতে ১দিন মহাপুটে পাক করিবে। তৎপরে মাষকলায় পরিমাণে ঔষধ গ্রহণ করিয়া মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা মূত্রকৃচ্ছ রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে॥ ২৫॥

ত্রিকণ্টকাদ্যং ঘৃতম্।

ত্রিকণ্টকৈরণ্ড কুশাদ্য ভীরু কর্কারুকেক্ষু স্বর-
সেন সিদ্ধম্। সর্পিগুর্ড়ার্দ্ধাংশযুতং প্রপেয়ং
কৃচ্ছ্রাশ্মরীমূত্রবিঘাত-হেতোঃ॥ ২৬॥

ত্রিকণ্টকাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, তৃণপঞ্চমূল, শতমূলী, কর্কারু অর্থাৎ কুষ্মাণ্ড ভেদ ও ইক্ষু, এই দ্রব্যগুলির রস অভাবে ক্কাথ সমভাগে মিলিত ঘৃতের চতুর্গুণ দিয়া, পাক শেষ হইলে ইক্ষুগুড় ২ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। অনুপান—উষ্ণ দুগ্ধ। ইহা সেবনে অশ্মরী ও মূত্রাঘাত বিদূরিত হয়॥ ২৬॥

মূত্রকৃচ্ছ্রহরঃ।

বিদারী গোক্ষুরং যষ্টি কেশরঞ্চ সমং পচেৎ।
তৎ কষায়ং পিবেৎ ক্ষৌদ্রৈ রসভস্মযুতং পুনঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রং হরেৎ সর্ব্বং সপ্তাহাৎ পিত্তসম্ভবম্॥ ২৭
ইতি মূত্রকৃচ্ছ্রাধিকারঃ।

মূত্রকৃচ্ছ্রহর—ভূমিকুষ্মাণ্ড, গোক্ষুরবীজ, যষ্টি-মধু ও নাগেশ্বর। ইহাদের ক্কাথ সহকারে মধু

ও রসসিন্দুর সেবন করিলে সপ্তাহমধ্যে পিত্তজ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৭ ॥

ইতি মূত্রকৃচ্ছ্র-চিকিৎসা-সমাপ্ত।

অথমূত্রাঘাতাধিকারঃ।

মূত্রাঘাতান্ যথাদোষং মূত্রকৃচ্ছ্রহরৈর্জয়েৎ।
বস্তিমুত্তরবস্তিঞ্চ দদ্যাৎ স্নিগ্ধবিরেচনম্ ॥ ১ ॥

মূত্রাঘাত-রোগের চিকিৎসা।

বাতাদি দোষ বিবেচনা পূর্ব্বক মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের ন্যায় মূত্রাঘাতরোগের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে বস্তি, উত্তরবস্তি ও স্নিগ্ধ বিরেচন বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ১ ॥

কল্কমের্ব্বারুবীজানামক্ষমাত্রং সসৈন্ধবম্।
ধান্যাম্লযুক্তং পীত্বৈব মূত্রাঘাতাদ্ বিমুচ্যতে ॥ ২ ॥

কাঁকুড়বীজ ও সৈন্ধবলবণ একত্রে পেষণপূর্ব্বক কাঁজির সহিত সেবন করিলে মূত্রাঘাত রোগ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় জানিবে ॥ ২ ॥

যবক্ষারং গুড়োন্মিশ্রং পিবেৎ পুষ্পফলোদ্ভবম্।
রসং মূত্রবিবন্ধঘ্নং শর্করাশ্মরীনাশনম্ ॥ ৩ ॥

যবক্ষার চূর্ণ, ইক্ষুগুড় ও দেশীকুমড়ার রস একত্রে উপযুক্ত মাত্রায় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মূত্রাঘাত, শর্করা ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৩ ॥

সপত্রফলমূলস্য ক্বাথং গোক্ষুরকস্য চ।
পিবেন্মধু সিতা যুক্তং মূত্রাঘাতাদিরোগনুৎ ॥ ৪ ॥

পত্র, ফল ও মূল সহিত গোক্ষুরের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু ও ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রাঘাতাদি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

নলকুশকাশেক্ষুশিফাং কথিতাং প্রাতঃ সুশী-
তলাং সসিতাম্ পিবতঃ প্রয়াতি নিয়তং
মূত্রগ্রহ ইত্যুবাচ চরকঃ ॥ ৫ ॥

নলমূল, কুশমূল, কাশমূল ও ইক্ষুমূল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২তোলা, পাকার্থ—জল ৩২ তোলা। শেষ ক্বাথ ৮ তোলা যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রাতঃকালে প্রস্তুত করিয়া শীতল হইলে তাহাতে ইক্ষুচিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে মূত্রাঘাতরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

বিম্বীমূলঞ্চ সং পিষ্টং কাঞ্জিকেন সমন্বিতম্।
নাভিলেপনমাত্রেণ মূত্ররোধং নিহন্তি চ ॥ ৬॥

তেলাকুচার মূল কাঁজির সহিত পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা নাভিতে প্রলেপ দিলে মূত্ররোধ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

মূত্রে বিবদ্ধে কর্পূরচূর্ণং লিঙ্গে প্রবেশয়েৎ।
কুষ্মাণ্ডকরসো বাপি পেয়ঃ সক্ষার-শর্করঃ ॥ ৭ ॥

(১) কর্পূরচূর্ণ লিঙ্গমধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে অথবা (২) যবক্ষার ও ইক্ষুচিনির সহিত দেশী-কুমড়ার রস পান করিলে মূত্ররোধ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

জলেন খদিরীবীজং মূত্রাঘাতাশ্মরীহরম্ ॥
মূলং রুদ্রজটায়াশ্চ তক্র-পীতং তদর্থকৃৎ ॥ ৮ ।

(১) অশোক বীজচূর্ণ জলের সহিত সেবন করিলে, (২) অথবা শিবজটার মূল তক্রসহ সেবন করিলে মূত্রাঘাত ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

শৃতশীত পয়োন্নাশী চন্দনং তণ্ডুলাম্বুনা।
পিবেৎ সশর্করং শ্রেষ্ঠমুষ্ণবাতবিনাশনম্ ॥ ৯

সিদ্ধ শীতল দুগ্ধ সহ অন্ন আহার পূর্ব্বক পশ্চাৎ তণ্ডুলোদক সহ চন্দন ও চিনি মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উষ্ণবাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৯ ॥

গোধাবত্যা মূলং ঘৃতং তৈল গোরসোন্মিশ্রিতম্।
পীতং নিরুদ্ধমচিরাদ্ ভিনত্তি মূত্রস্য সংরোধম্ ॥ ১০ ॥

গোয়ালিয়ালতার মূলচূর্ণ ঘৃত, তৈল ও তক্রের সহিত সেবনে অচিরে মূত্রাঘাত রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

বস্ত্রাম্ল লবণোপেতং সূতং যশ্চ পিবেন্নরঃ।
তস্য নশ্যন্তি বেগেন মূত্রাঘাতাস্ত্রয়োদশ ॥ ১১ ॥

ইতি মূত্রাঘাতাধিকারঃ ॥

কাঁজি ও সৈন্ধবলবণের সহিত রসসিন্দুর সেবন করিলে ত্রয়োদশপ্রকার মূত্রাঘাত রোগ আরোগ্য হয় ॥ ১১ ॥

ইতি মূত্রাঘাত-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথাশ্মর্য্যধিকারঃ।

বরুণাদিঃ।

বরুণস্য ত্বচং শ্রেষ্ঠাং শুণ্ঠীগোক্ষুর-সংযুতাম্।
যবক্ষারং গুড়ং দত্ত্বা ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
অশ্মরীং বাতজাং হন্তি চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥ ১ ॥

অশ্মরীরোগের চিকিৎসা।

বরুণাদি—বরুণছাল, শুঁঠ ও গোক্ষুর, এই দ্রব্যত্রয়ের ক্বাথসহ যবক্ষার অর্দ্ধ তোলা এবং ইক্ষুগুড় অর্দ্ধতোলা মিশ্রিত করতঃ পান করিলে বহুকালোৎপন্ন বাতজ অশ্মরীরোগ দূর হয় ॥ ১ ॥

বৃহদ্বরুণাদিঃ।

বরুণং বল্কলং শুণ্ঠী বীজং গোক্ষুরসম্ভবম্।
তালমূলী কুলত্থঞ্চ কুশাদি পঞ্চমূলকম্ ॥
শর্করা ক্ষার সংযুক্তং ক্বাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ্রঘ্নং বস্তিমেহনশূলনুৎ ॥ ২ ॥

বৃহৎ বরুণাদি—বরুণছাল, শুঁঠ, গোক্ষুর, তালমূলী, কুলত্থকলাই এবং কুশাদিতৃণপঞ্চমূল ইহাদের ক্বাথ সহকারে চিনি অর্দ্ধতোলা, যবক্ষার অর্দ্ধতোলা মিলাইয়া পান করিলে অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, বস্তিশূল ও লিঙ্গশূল বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

সগুড়ো বরুণক্বাথ শুৎ কল্কেনাথবাম্বিতঃ।
শিগ্রু ক্বাথোঽথবাত্যুষ্ণো হন্ত্যাশু সরুগশ্মরীম্ ॥ ৩ ॥

বরুণছালের ক্বাথ বা কল্কের সহিত পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অথবা সজিনামূলের ছালের উষ্ণ ক্বাথ পান করিলে বেদনা সংযুক্ত অশ্মরী রোগ বিদূরিত হয় ॥ ৩ ॥

ত্রিকণ্টকস্য বীজানাং চূর্ণং মাক্ষিক সংযুতম্ ॥
অজাক্ষীরেণ সপ্তাহং পেয়মশ্মরী-ভেদনম্ ॥ ৪ ॥

গোক্ষুরবীজের চূর্ণ মধু ও ছাগদুগ্ধ সহ একত্রে পান করিলে অশ্মরী নির্গত হয় ॥ ৪ ॥

প্রপিবেত্তালমূল্যা বা কল্কং ব্যুষিত-বারিণা।
তেনৈবাথ গবাক্ষ্যা বা ত্র্যহাদশ্মরী-পাতনম্ ॥ ৫ ॥

তালমূলী বা রাখালশশার মূল বাটিয়া বাসি জলের সহিত পান করিলে অশ্মরী পতিত হয় ॥৫॥

যো নারিকেলকুসুমং সক্ষারং বারিণা পিষ্ট্বা।
পিবতি তস্য হি দিনৈকান্নিপততি ঘোরাশ্মরী নূনম্ ॥ ৬ ॥

নারিকেলের ফুল ও যবক্ষার একত্রে জলে বাটিয়া সেবন করিলে একদিনেই অশ্মরী পতিত হয় ॥ ৬ ॥

কুলত্থাদ্যং ঘৃতম্।

কুলত্থ সিন্ধুত্থ বিড়ঙ্গসারং সশর্করং শীতলি যাবশূকম্। বীজানি কুষ্মাণ্ডক গোক্ষুরাভ্যাং ঘৃতং পচেৎ তদ্বরুণস্য তোয়ে ॥ দুঃসাধ্য-সর্ব্বাশ্মরী-মূত্রকৃচ্ছ্রং মূত্রাভিঘাতঞ্চ সমূত্র-বন্ধম্। এতানি সর্ব্বাণি নিহন্তি শীঘ্রং প্ররূঢ়-বৃক্ষানিব বজ্রপাতঃ ॥
"শীতলি যাবশূকমিতি যবক্ষারঃ, স চ স্ফটিকসৈন্ধবসংকাশঃ। অন্যে তু শীতলী স্বনামখ্যাতঃ ইতি ভানুঃ ॥ ৭ ॥

কুলত্থাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—কুলত্থকলাই, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, চিনি, শিউলী-ছোপ, যবক্ষার, কুষ্মাণ্ড বীজ ও গোক্ষুরবীজ; প্রত্যেকের ৮ তোলা। ক্বাথার্থ—বরুণছাল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাত বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

বরুণঘৃতম্।

বরুণস্য তুলাং ক্ষুণ্ণাং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষং পরিস্রাব্য ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
বরুণং কদলী বিল্বং তৃণজং পঞ্চমূলকম্।
অমৃতা চাশ্মজং দেয়ং বীজঞ্চ ত্রপুষোদ্ভবম্॥
শতপর্ব্ব তিলক্ষারং পলাশক্ষারমেব চ।
যুথিকায়াশ্চ মূলানি কার্ষিকাণি সমাবপেৎ॥
অস্য মাত্রাং পিবেজ্জন্তুর্দেশকালাদ্যপেক্ষয়া।
জীর্ণে তস্মিন্ পিবেৎ পূর্ব্বং গুড়ং জীর্ণস্য মস্তুনা
অশ্মরীং শর্করাঞ্চৈব মূত্রকৃচ্ছ্রং বিনাশয়েৎ॥ ৮॥

বরুণঘৃত—ঘৃত—/৪ সের। ক্বাথার্থ—কুট্টিত বরুণছাল ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—বরুণছাল, কদলীমূল, বিল্বমূলের ছাল, কুশাদি পঞ্চতৃণের মূল, গুলঞ্চ, শিলাজতু, শসাবীজ, বাঁশের মূল, তিলনালের ক্ষার, পলাশ-ক্ষার ও যুঁইমূল; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। অনুপান—ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ। ঘৃত পরিপাক হইলে পুরাতন গুড় সংযুক্ত দধির মাত সেবন করিবে। ইহা সেবনে অশ্মরী, শর্করা ও মূত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হয়॥ ৮॥

পাষাণভিন্নঃ।

শুদ্ধ সূতং দ্বিধা গন্ধং শিলাজতুরসঃ পলম্।
শ্বেতপুনর্নবা বাসা রসৈঃ শ্বেতাপরাজিতৈঃ॥
প্রতিদিনং ত্র্যহং মর্দ্দ্যং শুষ্কং তদ্ভাণ্ডসংপুটে।
স্বেদয়েদ্ দোলিকাযন্ত্রে সংশুষ্কং তৎ বিচূর্ণয়েৎ।
রসঃ পাষাণভিন্নঃ স্যাদ্ দ্বিগুঞ্জশ্চাশ্মরীং হরেৎ।
ভূধাত্রীফল বিশালাং পিষ্ট্বা দুগ্ধেন পায়য়েৎ।
কুলত্থকাথং সংপীতমনুপানং সুখাবহম্॥ ৯॥

পাষাণভিন্ন—পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা ও শিলাজতু ৮ তোলা। এই দ্রব্যত্রয় একত্রে যথাক্রমে শ্বেতপুর্নর্নবার রস, বাসক রস ও শ্বেত অপরাজিতার রস দ্বারা এক এক দিন মর্দ্দনপূর্ব্বক শুষ্ক করতঃ ভাণ্ডমধ্যে স্থাপন করিয়া দোলাযন্ত্রে স্বেদ প্রদান করিবে। তৎ-পরে উহার শুষ্কচূর্ণ দুই রতি পরিমাণে গ্রহণ পূর্ব্বক ভুঁয়্যামলকীর ফল ও রাখালশসার ফল দুগ্ধের দ্বারা বাটিয়া উভয় দ্রব্য মিশ্রিত করতঃ সেবন করিতে দিবে, অথবা কুলত্থকলায়ের কাথের সহিত সেবন করাইবে। ইহা সেবনে অশ্মরী বিনষ্ট হয়॥ ৯॥

আনন্দযোগঃ।

তিলাপামার্গ কদলী পলাশাযব কাণ্ডকান্।
দগ্ধা তদ্ভস্ম তোয়স্য বস্ত্রপূতঞ্চ কারয়েৎ॥
তৎ পচেত্তোয়শেষান্তং ততশ্চূর্ণং দ্বিগুঞ্জকম্।
পায়য়েদবিমূত্রেণ শর্করাশ্মরীজিত্তয়েৎ॥
ছাগমূত্রেণেতি রসেন্দ্র-চিন্তামণৌ॥ ১০॥

ইতি অশ্মর্য্যধিকারঃ।

আনন্দযোগ—তিলনাল ভস্ম, আপাং ভস্ম, কদলীকাণ্ডভস্ম, পলাশকাণ্ড ভস্ম ও আমলকী-কাণ্ডভস্ম; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত ৪ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। উক্ত ১৬ সের ক্ষারজল বস্ত্রখণ্ডে ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং সমুদয় জল নিঃশেষ হইলে চুল্লী হইতে নামাইয়া চূর্ণ গ্রহণ করিবে। এই চূর্ণ ২ রতি পরিমাণে মেষ মূত্রের সহিত সেবন করিলে শর্করা ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয়। রসেন্দ্রচিন্তা-মণিগ্রন্থে ছাগমূত্রের সহিত সেবনের ব্যবস্থা আছে॥ ১০

ইতি অশ্মরী-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ প্রমেহাধিকার

স্থূলঃপ্রমেহী বলবানিহৈকঃ কৃশস্তথান্যঃ পরিদুর্ব্বলশ্চ।
সংবৃংহণং তত্র কৃশস্য কার্য্যং সংশোধনং দোষবলাধি-কস্য। ঊর্দ্ধং তথাধশ্চ মলেহপনীতে মেহেষু সন্তর্পণ-মেব কার্য্যম্। সংশোধনং নার্হতি যঃ প্রমেহী তস্য ক্রিয়া সংশমনী বিধেয়া। যে বিষ্কিরা যে প্রতুদা বিহঙ্গা-স্তেষাং রসৈ র্জাঙ্গলজৈ র্মনোজ্ঞৈঃ। মন্থাঃ কষায়াঃ রসচূর্ণলেহা মসূরমুদ্গা লঘবশ্চ ভক্ষ্যাঃ॥ ১॥

প্রমেহ-চিকিৎসা।

প্রমেহরোগী দুই প্রকার, কেহবা স্থূল ও বলবান্ কেহবা কৃশ ও দুর্ব্বল। কৃশ ও দুর্ব্বল

ব্যক্তিকে মাংস ও বল বৃদ্ধিকর ঔষধ প্রদান করিবে এবং দোষের ও বলের আধিক্য লক্ষিত হইলে সংশোধন অর্থাৎ বমন বিরেচনাদি ক্রিয়া করিবে। তদনন্তর বমন ও বিরেচন দ্বারা দোষ সকল উর্দ্ধ ও অধোদিকে নিঃসারিত হইলে সন্তর্পণ ক্রিয়া করিবে। কিন্তু যে প্রমেহরোগী সংশোধনের যোগ্য নহে, তাহার পক্ষে সংশমন ঔষধ বিধেয়। প্রমেহ রোগীকে বিষ্কির (কুক্কুটাদি) এবং প্রতুদ (কপোতাদি) পক্ষী ও জাঙ্গল প্রাণীর মাংসের যূষ, কষায় রস, চূর্ণ, অবলেহ, মসূর ও মুদ্গ প্রভৃতি লঘু আহার ব্যবস্থা করিবে॥ ১ ॥

শ্যামাক কোদ্রবোদ্দাল গোধূম চণকাঢ়কী।
কুলথাশ্চ হিতা ভোজ্যে পুরাণা মেহিনাং সদা॥
জাঙ্গলং তিক্তশাকঞ্চ যবান্নঞ্চ শ্রমো মধু॥ ২॥

পুরাতন শ্যামাকধান, কোদধান্য, বনকোদো, গোধূম (ময়দা), ছোলা, অড়হর ও কুলথ কলাই, জাঙ্গল প্রাণীর মাংস, তিক্তশাক, যবমণ্ড, মধু সেবন ও পরিশ্রম, এই সকল প্রমেহ রোগীর পক্ষে বিশেষ উপকারী॥ ২॥

রুক্ষমুদ্বর্ত্তনং গাঢ়ং ব্যায়ামো নিশি জাগরঃ।
যচ্চান্যং শ্লেষ্মপিত্তঘ্নং বহিরন্তশ্চ তদ্ধিতম্॥ ৩॥

প্রমেহরোগে গাঢ়রূপে রুক্ষ গাত্র মার্জ্জন, ব্যায়াম, রাত্রিজাগরণ এবং এইরূপ অন্যান্য যে সমস্ত শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়া দ্বারা কফ ও পিত্ত বিনষ্ট হয়, সেই সমুদয় হিতকর॥ ৩॥

সর্ব্বমেহহরো ধাত্র্যা রসঃ ক্ষৌদ্রনিশাযুতঃ।
কষায়স্ত্রিফলা দারু মুস্তকৈরথবা কৃতঃ॥
ত্রিফলা দারু দার্ব্ব্যব্দ ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রেণ মেহহা॥ ৪॥

(১) আমলকীর রসের সহিত মধু ও হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ রোগের শান্তি হয়। (২) হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু ও মুথা এই ক্বাথের সহিত মধু ও হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত করতঃ পান করিলে অথবা (৩) হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুথা; ইহাদের ক্বাথ মধু সহযোগে পান করিলে সর্ব্বপ্রকার মেহ বিনষ্ট হয়॥ ৪॥

ত্রিফলা লৌহ শিলাজতু পথ্যা চূর্ণঞ্চ লীঢ়মেকৈকম্॥
মধুনামৃতা স্বরস ইব সর্ব্বান্ মেহান্নিবারয়তি॥
প্রত্যেকং ত্রিফলাদি চতুর্ণাং চূর্ণং মধুনা লেহ্যম্॥ ৫॥

ত্রিফলাচূর্ণ, লৌহ, শিলাজতু অথবা হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত বাটিয়া সেবন করিলে কিম্বা গুলঞ্চের রস মধুর সহিত পান করিলে সকল প্রকার মেহ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৫॥

পীতঃ সারো গুড়ূচ্যাস্তু মধুনা তৎপ্রমেহনুৎ।
শতাবর্য্যা রসং পীত্বা ক্ষীরেণ সহ যঃ পিবেৎ।
প্রমেহা বিংশতিস্তস্য ক্ষয়ং যান্তি ন সংশয়ঃ॥ ৬॥

(১) গুলঞ্চের সার (পালো) মধুর সহিত সেবন করিলে মেহ বিনষ্ট হয়।

(২) শতমূলীর রস ও দুগ্ধ একত্র পান করিলে বিংশতি প্রকার প্রমেহ বিনষ্ট হয়॥ ৬॥

আমদুগ্ধং সমজলং যঃ পিবেৎ প্রাতরুত্থিতঃ।
নিঃসংশয়ং শুক্রমেহঃ পুরাণস্তস্য নশ্যতি॥ ৭॥

প্রত্যহ প্রাতঃকালে কাঁচা দুগ্ধ ও জল সমভাগে লইয়া পান করিলে পুরাতন শুক্রমেহ বিনষ্ট হয়॥ ৭

পলাশ পুষ্প তোলৈকং সিতায়াশ্চার্দ্ধতোলকম্।
পিষ্টং শীতাম্ভসা পীতং মেহং হন্তি ন সংশয়ঃ॥ ৮॥

পলাশপুষ্প ১ তোলা এবং চিনি অর্দ্ধ তোলা লইয়া একত্রে বাটিয়া শীতল জলের সহিত পান করিলে প্রমেহ বিনষ্ট হয়॥ ৮॥

স্ফাটিকং চূর্ণমাদায় নারিকেলোদরে ক্ষিপেৎ।
তৎফলং পঙ্কমধ্যে তু স্থাপয়েদেক-রাত্রকম্।
প্রাতরানীয় সজলং চূর্ণং পেয়ং প্রযত্নতঃ।
অনেন চিরকালীনো মেহো নশ্যতি নিশ্চিতম্॥ ৯॥

উপযুক্ত পরিমাণে ফিট্‌কারী চূর্ণ সজল নারিকেলের মধ্যে প্রপূরিত করিয়া উক্ত নারিকেল একরাত্রি কর্দ্দম মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক প্রাতে উদ্ধৃত করিয়া উক্ত ফিট্‌কারী চূর্ণ সংযুক্ত জল

পান করিলে বহুকালীয় মেহ নিশ্চয় আরোগ্য হয়॥ ৯॥

ব্যায়াম জাত মখিলং ভজন্ মেহান্ ব্যপোহতি।
পাদত্রচ্ছত্ররহিতো ভিক্ষাশী মুনিবদ্ যতঃ॥
যোজনানাং শতং গচ্ছেদধিকং বা নিরন্তরম্।
মেহান্ জেতুং বনে বাপি নীবারামলকাশনঃ॥ ১০॥

ব্যায়াম (পরিশ্রম) দ্বারা মেহরোগ বিনষ্ট হয়। চর্ম্মপাদুকা ও আতপত্র পরিত্যাগ করিয়া মুনিদিগের ন্যায় সংযতেন্দ্রিয় ও ভিক্ষোপজীবী হইয়া নীবার ও আমলকী ভক্ষণ করতঃ নিরন্তর শত যোজন বা ততোধিক পথ ভ্রমণ করিলে মেহ বিনষ্ট হয়॥ ১০॥

কুশাবলেহঃ।

কুশঃ কাশো বীরণশ্চ কৃষ্ণেক্ষুঃ খগড়স্তথা।
এষাং দশ পলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ॥
অষ্টভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ।
খণ্ডপ্রস্থং সমাদায় লেহবৎ সাধু সাধয়েৎ॥
অবতার্য্য ততঃ পশ্চাচ্চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ।
মধুকং কর্কটীবীজং কর্কারু ত্রপুষং তথা॥
শুভামলক পত্রাণি ত্বগেলা নাগকেশরম্।
বরুণামৃতা প্রিয়ঙ্গু প্রত্যেকমক্ষ সম্মিতম্॥
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীঃ।
বাতিকান্ পৈত্তিকাংশ্চাপি শ্লৈষ্মিকান্ সান্নিপাতিকান্॥
হন্ত্যরোচকমত্যুগ্রং বলপুষ্টিকরং পরম্॥ ১১॥

কুশাবলেহ—কুশ, কাশ, বেণা, কৃষ্ণেক্ষু ও খাগ্ড়া ইহাদের প্রত্যেকের মূল ৮০ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া উহার সহিত ।২ সের চিনি মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে, লেহবৎ ঘনীভূত হইলে নামাইয়া যষ্টিমধু, কাঁকুড় বীজ, কুষ্মাণ্ডবীজ, শসাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, দারুচিনি, ছোট এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলঞ্চ ও প্রিয়ঙ্গু। ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে প্রমেহাদি বিবিধ রোগ ধ্বংস হয়॥ ১১॥

শিলাজতুপ্রয়োগঃ।

সালসারাদি তোয়েন ভাবিতং যচ্ছিলাজতুঃ॥
পিবেত্তেনৈব সংশুদ্ধ দেহঃ পিত্তং যথাবলম্॥
জাঙ্গলানাং রসৈঃ সার্দ্ধং তস্মিন্ জীর্ণে চ ভোজনম্॥
কুর্য্যাদেবং তুলাং যাবদুপযুঞ্জীত মানবঃ।
মধুমেহং বিহায়াসৌ শর্করামশ্মরীং তথা।
বপুর্ব্বর্ণবলোপেতঃ শতং জীবত্যনাময়ঃ॥
মাক্ষিকং ধাতুমপ্যেবং যুঞ্জ্যাদস্তাপ্যয়ং গুণঃ॥ ১২॥

শিলাজতুপ্রয়োগ—সালসারাদির ক্বাথ সহ শিলাজতু মিশ্রিত করিয়া ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া লইবে। পরে উক্ত সালসারাদির ক্বাথের সহিত উপযুক্ত মাত্রায় শিলাজতু মিশ্রিত করিয়া বমন-বিরেচনাদি দ্বারা সংশুদ্ধ প্রমেহী রোগীকে সেবন করিতে দিবে; এবং উক্ত সেবিত ঔষধ জীর্ণ হইলে জাঙ্গল-প্রাণীর মাংসের যূষের সহিত অন্ন ভোজন ব্যবস্থা করিবে॥ ইহা সেবনে মধুমেহ ব্যতীত সকল প্রকার দুঃসাধ্য মেহ, শর্করা ও অশ্মরী রোগ দূরীভূত হয় এবং শরীরের বল ও বর্ণ বর্দ্ধিত হইয়া সুস্থ শরীরে শতবৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকা যায়

শিলাজতু প্রয়োগের নিয়মানুসারে শোধিত স্বর্ণমাক্ষিক প্রয়োগ করিলেও শিলাজতুর সমতুল্য ফলদায়ক হইয়া থাকে॥ ১২॥

সালসারাদিলেহঃ।

সালসারাদিবর্গস্য ক্বাথে তু ঘনতাং গতে।
দন্তীলোধ্র শিবা কান্তলৌহ তাম্ররজঃ ক্ষিপেৎ।
ঘনীভূতমদঙ্কঞ্চ প্রাশ্য মেহান্ ব্যপোহতি॥ ১৩॥

সালসারাদিলেহ—সালসারাদিগণোক্ত দ্রব্য সমূহের ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া লেহপাকের নিয়মানুসারে ক্বাথ করিবে এবং ঘনীভূত হইলে দন্তীমূল, লোধকাষ্ঠ, হরীতকী, কান্তলৌহ ও তাম্র; এই দ্রব্য সকল উহাতে প্রদান পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার মেহ নষ্ট হয়॥ ১৩॥

দাড়িমাদ্যং ঘৃতম্।

দাড়িমস্য তু বীজানি ক্রিমিঘ্নস্য চ তণ্ডুলাঃ
রজনী চবিকাজাজী ত্রিফলা নাগরং কণা॥
ত্রিকণ্টকস্য বীজানি যমানি ধান্যকং তথা।
বৃক্ষাম্লং চপলা কোলং সিন্ধূদ্ভব-সমাযুতম্॥
কল্কৈরক্ষসমৈরেভিঃ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
পানে ভোজ্যে চ দাতব্যং সর্ব্বর্তুষু চ মাত্রয়া॥
•প্রমেহান্ বিংশতিবিধান্ মূত্রাঘাতাংস্তথাশ্মরীম্।
কৃচ্ছ্রং সুদারুণঞ্চৈব হন্যাদেতন্ন সংশয়ঃ॥
বিবন্ধানাহ-শূলঘ্নং কামলা-জ্বরনাশনম্।
দাড়িমাদ্যং ঘৃতং নাম্না অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা॥ ১৪

দাড়িমাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ-দাড়িমবীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, চই, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, গোক্ষুরবীজ, যমানী, ধনে, অম্লবেতস,, পিপুল-মূল, কুলশুঁঠ ও সৈন্ধবলবণ; উহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, পাকার্থ—জল।৬ সের। এই ঘৃত অৰ্দ্ধতোলা মাত্রায় ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে প্রমেহ.মূত্রাঘাত, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র .বিবন্ধ, আনাহ, শূল, কামলা ও জ্বর বিনষ্ট হয়॥ ১৪॥

বৃহদ্দাড়িমাদ্যং ঘৃতম্।

চতুঃষষ্টিপলং পক্বদাড়িমস্য সুকুট্টিতম্।
চতুর্গুণং জলং দত্ত্বা চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥
কাথেন বস্ত্রপূতেন ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দাড়িমং চবিকাজাজী ক্রিমিঘ্নং রজনীদ্বয়ম্॥
দ্রাক্ষা খর্জুর যুগ্মাতমুৎপলং গজপিপ্পলী।
অজমোদা মহানিম্বং কাকোলী নাগরং বচা॥
দেবাহ্বা বচিকা কুষ্ঠং কাশ্মরী মধুযষ্টিকা।
শ্যামেন্দ্রবারুণী মূর্ব্বা শুভা শৃঙ্গী ধনীয়কম্।
কুলত্থঞ্চ মহামেদা নিম্বশ্চ বৃহতীদ্বয়ম্।
দণ্ডোৎপলং বরা বাসা সপ্তলা সিন্ধুবারকম্॥
কল্কৈশ্চৈষাং যুক্তিযোগাদ্ গ্রাহ্যো হি পরিভাষয়া।
প্রমেহং বাতিকং হন্তি পৈত্তিকং শ্লৈষ্মিকং তথা।
কৃচ্ছ্রলং বস্তিজং শূলং মূত্রাঘাতাস্ত্রয়োদশ।
হিক্কাং শ্বাসঞ্চ কাসঞ্চ যক্ষ্মাণং সর্ব্বরূপিণম্॥
স্বরক্ষয়মুরোরোগং রক্তপিত্তমরোচকম্।
যে চ প্রমেহজা রোগাস্তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যপি।
দাড়িমাদ্যমিদং সর্ব্বং প্রমেহানাং নিসূদনম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতৎ প্রমেহকরিকেশরী॥ ১৫॥

বৃহৎ দাড়িমাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ পক্ক দাড়িম /৮ সের, জল ৩২ সের, শেষ /৮ সের। কল্কার্থ—দাড়িমবীজ, চই, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কিস্‌মিস্, পিণ্ড-খর্জ্জুর, নীলোৎপল, গজপিপ্পলী, বনযমানী, মহা-নিম্ব, কাঁকোলী, শুঁঠ, বচ, দেবদারু, বচ, কুড়, গাম্ভারীমূলের ছাল, যষ্টিমধু, শ্যামালতার মূল, রাখালশসার মূল, মূর্ব্বা, বংশলোচন, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কুলত্থকলাই, মহামেদ, নিমছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, থুলকুড়ি, হরীতকী,আমলকী, বহেড়া, বাসকছাল, ছাতিমছাল ও নিসিন্দামূল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। জল ।৬ সের। এই ঘৃত অৰ্দ্ধ তোলা মাত্রায় ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত পান করিলে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক প্রমেহ, হৃদ্‌শূল, বস্তিশূল, মূত্রাঘাত, হিক্কা, শ্বাস এবং কাসাদি যাবতীয় রোগ ধ্বংস হইয়া থাকে॥ ১৫॥

মহাদাড়িমাদ্যং ঘৃতম্।

দাড়িমস্য ফলপ্রস্থং প্রস্থঞ্চ যবতণ্ডুলম্।
কুলত্থং প্রস্থমাদায় ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
শতাবরী রসপ্রস্থং গব্যদুগ্ধঞ্চ তৎসমম্।
কল্কঃ সার্দ্ধং পিচুর্দ্রাক্ষা খর্জুরং ত্রিফলা তথা॥
রেণুকা চাষ্টবর্গঞ্চ দেবদারু নিশাদ্বয়ম্।
বিম্বী কুষ্ঠক মেলা চ বিদার্য্যাতিবলা তথা॥
শিলা তচ্‌যুগীরঞ্চ শুদ্ধং কৃষ্ণাভ্রচূর্ণকম্।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রাঘাতাং স্ত্রয়োদশ॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ রক্তপিত্তং সুদারুণম্।
বাতজং পিত্তজঞ্চৈব শ্লেষ্মজং সন্নিপাতজম্॥
বৃংহণঞ্চ বিশেষণ সর্ব্বমেহহরং পরম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং সিদ্ধং দাড়িমাদ্যমিদং মহৎ॥ ১৬

মহাদাড়িমাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ পক্কদাড়িম /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪সের। যবতণ্ডুল /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের। কুলত্থকলাই /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের। শতমূলীর রস /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ কিসমিস,পিণ্ডখর্জ্জুর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রেণুকা, জীবক, ঋষভক,

কাঁকোলী ক্ষীরকাঁকোলী, মেদ, মহামেদ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেলাকুচা, কুড়, এলাইচ, ভুমিকুষ্মাণ্ড, গোরক্ষচাকুলে, শিলাজতু, দারুচিনি, বেণারমুল ও কৃষ্ণাভ্র, ইহাদের প্রত্যেকে ২॥ তোলা। এই ঘৃত সেবন করিলে অশ্মরী, মুত্রকৃচ্ছ এবং সকল প্রকার মেহ বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

অথ রসপ্রয়োগঃ।

শুক্রমাতৃকা বটী।

গোক্ষুর বীজং ত্রিফলা পত্রমেলা রসাঞ্জনম্।
ধান্যকং চবিকা জীরং তালীশং টঙ্কদাড়িমৌ ॥
প্রত্যেকার্দ্ধপলং দত্ত্বা গুগ্গুলোঃ কর্ষমেব চ ॥
রসাভ্রগন্ধলৌহানাং প্রত্যেকঞ্চ পলং ক্ষিপেৎ ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং বৈদ্যো দণ্ডযোগেন মর্দ্দয়েৎ।
ঘৃতভাণ্ডে তু সংস্থাপ্য মাষমেকঞ্চ ভক্ষয়েৎ ॥
অনুপানং প্রদাতব্যং জাতিভেদাৎ পৃথক্ পৃথক্।
দাড়িমস্য রসেনৈব ছাগদুগ্ধেন বাম্ভসা ॥
চন্দ্রনাথেন গদিতা বটিকা শুক্রমাতৃকা ॥
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবান্ ॥
দ্বন্দ্বজান্ সন্নিপাতোত্থান্ মুত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীগদান্।
বলবর্ণাগ্নিজননী জ্বরদোষনিসূদনী ॥ ১৭ ॥

শুক্রমাতৃকা বটী—গোক্ষুর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেজপত্র, এলাইচ, রসাঞ্জন, ধনে, চই, জীরা, তালীশপত্র, সোহাগা ও দাড়িমবীজ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, গুগ্গুলু ২ তোলা এবং পারদ, অভ্র, গন্ধক ও লৌহ ইহাদের প্রত্যেকের ৮তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে জলে মর্দ্দন করতঃ ঘৃতভাণ্ডে স্থাপন করিবে, তদনন্তর প্রত্যহ দুই আনা পরিমাণে ভক্ষণ করিবে। অনুপান—দাড়িমের রস, ছাগদুগ্ধ বা জল। ইহা সেবনে বাতিক, পৈত্তিক ও শ্লৈষ্মিক প্রমেহ, মুত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরীরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

মেহমুদ্গরো রসঃ।

রসাঞ্জনং বিড়ং দারু বিল্ব গোক্ষুর দাড়িমম্।
প্রত্যেকং তোলকং দেয়ং লৌহচূর্ণন্তু তৎসমম্ ॥
পলৈকং গুগ্গুলুং দত্ত্বা ঘৃতেন বটিকাং কুরু।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপিবা ॥
মূত্রকৃচ্ছ্রং তথা পাণ্ডুং ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ।
হলীমকং রক্তপিত্তং বাতপিত্তকফোদ্ভবম্ ॥
গ্রহণীমামদোষঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥ ১৮ ॥

মেহমুদ্গার রস—রসাঞ্জন, বিট্লবণ, দেবদারু, বেলশুঁঠ, গোক্ষুরবীজ ও দাড়িমবীজ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লৌহ ৬ তোলা এবং গুগ্গুলু ৮ তোলা। এই সকল একত্রে ঘৃত দ্বারা বাটিয়া বটিকা করিবে। ইহা সেবনে প্রমেহ মুত্রকৃচ্ছ, পাণ্ডু, ধাতুস্থ জ্বর, হলীমক, ত্রিদোষজনিত রক্তপিত্ত, গ্রহণী, আমদোষ মন্দাগ্নি ও অরুচি বিদুরিত হয় ॥ ১৮

বিড়ঙ্গাদিলৌহম্।

বিড়ঙ্গ ত্রিফলা মুস্তৈঃ কণয়া নাগরেণ চ।
জীরকাভ্যাং যুতো হন্তি প্রমেহানতি দারুণান্ ॥
লৌহো মুত্রবিকারাংশ্চ সর্ব্বানেব বিনাশয়েৎ ॥ ১৯ ॥

বিড়ঙ্গাদিলৌহ—বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, পিপুল, শুঁঠ, জীরা ও কৃষ্ণজীরা ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ। এইগুলি একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার প্রমেহ ও মূত্রবিকার উপশম হইয়া থাকে ॥ ১৯

পঞ্চাননো রসঃ।

সূতং গন্ধং মৃত লৌহং মৃতমভ্রং সমাংশিকম্।
সর্ব্বেষাং দ্বিগুণং বঙ্গং মধুনা মর্দ্দয়েদ্দিনম্ ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় শীততোয়ং পিবেদনু।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মুত্রাঘাতাং স্তথাশ্মরীম্।
মুত্রকৃচ্ছ্রং হরেদুগ্রময়ং পঞ্চাননো রসঃ ॥ ২০ ॥

পঞ্চানন রস—পারদ, গন্ধক, লৌহ ও অভ্র, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ এবং সমস্ত ঔষধের দ্বিগুণ বঙ্গ। এই দ্রব্য গুলি একত্র করিয়া মধু দ্বারা একদিন মর্দ্দনপূর্ব্বক ২ রত্তি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান শীতল জল। প্রত্যহ প্রাতে ইহার এক একটী বটিকা সেবন করিলে বিংশতি প্রকার প্রমেহ মুত্রাঘাত, অশ্মরী ও মুত্রকৃচ্ছ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

মেহকুলান্তকো রসঃ।

মৃতং বঙ্গং মৃতঞ্চাভ্রং শুদ্ধ পারদ গন্ধকম্।
ভূনিম্বং পিপ্পলীমূলং ত্রিকটু ত্রিফলা ত্রিবৃৎ॥
রসাঞ্জনং বিড়ঙ্গাব্দ বিম্ব গোক্ষুর দাড়িমম্।
প্রত্যেকং তোলকং গ্রাহ্যং শুদ্ধমশ্মজতোঃ পলম্।
গোপালকর্কটীমূল স্বরসৈর্বটিকাং কুরু।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি মূত্রকৃচ্ছ্রং হলীমকম্॥
অশ্মরীং কামলাং পাণ্ডুং মূত্রাঘাতমরোচকম্।
অনুপানং প্রযোক্তব্যং ছাগীদুগ্ধং পয়োঽথবা॥
ধাত্রীফলস্য নির্য্যাসং ক্বাথং কৌলথজং পিবেৎ॥ ২১॥

মেহকুলান্তক রস—বঙ্গ, অভ্র, পারদ, গন্ধক, চিরতা, পিপুলমূল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, বহেড়া, তেউড়ী, রসাঞ্জন, বিড়ঙ্গ, মুথা, বেলশুঠ, গোক্ষুরবীজ ও দাড়িমবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং শোধিত শিলাজতু ৮ তোলা. এই সকল দ্রব্য বন-কাঁকুড়ের মূলের রসে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান ছাগদুগ্ধ, জল, আমলকীর রস কিম্বা কুলথকলায়ের ক্বাথ। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, হলীমক, অশ্মরী, কামলা, পাণ্ডু, মূত্রাঘাত ও অরুচি বিদুরিত হয়॥ ২১॥

মেহানলো রসঃ।

ভস্মসূতং মৃতং বঙ্গং তুল্যং ক্ষৌদ্রেণ মর্দ্দয়েৎ।
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েন্নিত্যং মেহং হন্তি চিরোত্থিতম্॥
গুঞ্জামূলং পিবেচ্চানু ক্ষীরৈরেব প্রশাম্যতি॥ ২২

মেহানল রস—রসসিন্দুর ১ তোলা ও বঙ্গ ১ তোলা একত্রে মধুর সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পেষিত কুঁচের মূল ও দুগ্ধ। ইহা সেবনে বহুকালজাত মেহ নষ্ট হয়॥ ২২॥

চন্দ্রকলা।

সূতাভ্রবঙ্গায়সভস্ম সর্ব্বমেতৎ সমানং পরিভাবয়েত্। গুড়ূচিকা শাল্মলিকা কষায়ৈর্নিক্কার্দ্ধমানাং মধুনা ততশ্চ॥ বদ্ধা গুড়ীং চন্দ্রকলেতি সংজ্ঞাং মেহেষু সর্ব্বেষু নিয়োজয়েচ্চ॥ ২৩॥

চন্দ্রকলা—রসসিন্দুর, অভ্র, বঙ্গ এবং লৌহ, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ লইয়া গুলঞ্চ এবং শিমুলমূলের ক্বাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্ববিধ মেহ প্রশমিত হয়॥ ২৩॥

তারকেশ্বরোরসঃ।

মৃতং সূতং মৃতং লৌহং মৃতং বঙ্গাভ্রকং সমম্।
মর্দ্দয়েন্মধুনা চাহো রসোঽয়ং তারকেশ্বরঃ॥
মাষমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈর্বহুমূত্রাপনুত্তয়ে।
উড়ুম্বরং পক্বফলং চূর্ণিতং মধুনা লিহেৎ॥ ২৪॥

তারকেশ্বররস—রসসিন্দুর, লৌহ, বঙ্গ, ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া মধুর সহিত ১ দিবস মর্দ্দন করিয়া দুই আনা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—পক্ক যজ্ঞডুমুর ফল চূর্ণ ও মধু। ইহা সেবনে বহুমূত্র বিনষ্ট হয়॥ ২৪॥

সোমেশ্বরো রসঃ।

শালার্জ্জুনক লোধ্রঞ্চ কদম্বাগুরু চন্দনম্।
অগ্নিমন্থ নিশাদ্বয় ধাত্রী দাড়িম গোক্ষুরম্।
জম্বু বীরণমূলঞ্চ ভাগমেষাং পলার্দ্ধকম্।
রস গন্ধক ধান্যাব্দমেলা পত্রঞ্চ পদ্মকম্॥
লৌহং রসাঞ্জনং পাঠা বিড়ঙ্গং টঙ্ক জীরকম্।
প্রত্যেকং শাণকং গ্রাহ্যং পলার্দ্ধং গুগ্‌গুলোরপি॥
ঘৃতেন বটিকাং কৃত্বা খাদেৎ ষোড়শরক্তিকাম্॥
গহনানন্দনাথেন রসো যত্নেন নির্ম্মিতঃ॥
সোমেশ্বরো মহাতেজা বাতমেহান্ নিহন্ত্যলম্।
একজং দ্বন্দজং চোগ্রং সন্নিপাত সমুদ্ভবম্॥
উপদ্রবসমাযুক্তং চিরকাল-সমুদ্ভবম্।
মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্রং কামলঞ্চ হলীমকম্॥
ভগন্দরোপদংশৌ চ বিবিধান্ পিড়কাব্রণান্।
বিস্ফোটার্ব্বুদ কণ্ডুশ্চ বাতপিত্তামপিত্তকে॥
যকৃৎ প্লীহোদরং গুল্মং শূলার্শং কাস বিদ্রধিং॥
সোমরোগং নিহন্ত্যাশু চিরকালানুবর্ত্তিনম্।
বলবর্ণাগ্নিজননো গ্রহবৈগুণ্যনাশনঃ।
ছাগীদুগ্ধানুপানেন নারিকেলোদকেন বা॥
শীতেন পাকতৈলেন যবযূষাদি যোগতঃ।
যুক্ত্যা প্রযোজ্যো ভিষজা রসো দোষবিদাহয়ম্॥ ২৫

সোমেশ্বর রস—শালমূলের ছাল, অর্জ্জুনমূলের ছাল, লোধকাষ্ঠ, কদম্বমূলের ছাল, অগুরু, রক্তচন্দন, গণিয়ারিমূলের ছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা

আমলকী, দাড়িম্ববীজ, গোক্ষুরবীজ, জামের মূলের ছাল ও বেণার মূল; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং পারদ, গন্ধক, ধনে, মুথা, ছোট এলাইচ, তেজপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, লৌহ, রসাঞ্জন, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, সোহাগা ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধতোলা এবং গুগ্গুলু ৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র ঘৃতে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—ছাগদুগ্ধ, নারিকেল জল, শীতবীর্য্য পাকতৈল এবং যবের যূষ প্রভৃতি। ইহা সেবনে প্রমেহ, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র, কামলা, হলীমক ও সোমরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

সর্ব্বেশ্বরো রসঃ।

স্বর্ণং রৌপ্যং মৌক্তিকঞ্চ বিশুদ্ধঞ্চ শিলাজতু।
লৌহমভ্রং তথা তাপ্যং মধুযষ্টি চ পিপ্পলী ॥
মরিচং বিশ্বকঞ্চেতি সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
বিমর্দ্দ্য প্রহরং যত্নাৎ কজ্জলাকৃতি সন্নিভম্ ॥
কেশরাজ ভৃঙ্গরাজ শক্রাশন রসে পৃথক্।
প্রমেহং বিবিধং হন্তি মধুমেহং সুদুর্জ্জয়ম্।
বাতপিত্ত সমুদ্ভূতং তথা কফসমুদ্ভবম্।
সর্ব্বেশ্বরো রসো নাম্না প্রমেহকুলনাশকঃ ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বেশ্বর রস—স্বর্ণ, রৌপ্য, মুক্তা, শিলাজতু, লৌহ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, যষ্টিমধু, পিপুল, মরিচ ও শুঠ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া এক-প্রহর মর্দ্দন করিয়া কজ্জলের ন্যায় করিবে। তদনন্তর কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ ও সিদ্ধির রসে পৃথক্ পৃথক্ বাটিয়া ২রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে যাবতীয় মেহ রোগ ধ্বংস হয় ॥ ২৬ ॥

বেদবিদ্যাবটী।

পারদাভ্রককান্তানাং নাগভস্ম সমং সমম্।
দিনং ব্রাহ্মীরসৈর্ম্মর্দ্দ্যং বালুকাযন্ত্রগং পুনঃ ॥
উদ্ধৃত্য চূর্ণয়েৎ শ্লক্ষ্ণং অরিতাভ্রং শিলাজতু।
তাপ্যং মণ্ডূরং বৈক্রান্তং কাশীশং তুল্যমেব চ ॥
সর্ব্বং সর্ব্বসমং চূর্ণং কল্পয়েচ্চ ততঃ পুনঃ।
মুস্ত চন্দন পুন্নাগ নারিকেলস্ত মূলকম্ ॥
কপিত্থ রজনী দার্ব্বী চূর্ণং সর্ব্বসমং ভবেৎ।
জম্বীরাণাং দ্রবৈর্ম্মর্দ্দ্যং দ্বিযামং বটকীকৃতম্ ॥
বেদ-বিদ্যা বটী নাম্না ভক্ষণাৎ সর্ব্বমেহজিৎ।
মধু ধাত্রীরসঞ্চানু ক্ষৌদ্রৈর্ব্বাপি গুড়ূচিকা ॥ ২৭ ॥

বেদবিদ্যাবটী—পারদ, অভ্র, কান্তলৌহ ও সীসাভস্ম প্রত্যেকে সমভাগে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মীশাকের রসে ১ দিন পেষণকরতঃ বালুকা যন্ত্রে স্থাপন পূর্ব্বক পাক করিবে। অনন্তর উদ্ধৃত করতঃ চূর্ণ করিয়া উহার সহিত অভ্র, শিলাজতু, স্বর্ণমাক্ষিক, মণ্ডুর, বৈক্রান্ত, হীরাকস, ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য পারদের সম পরিমাণ এবং মুথা, রক্তচন্দন, পুন্নাগ, নারিকেল মূল, কয়েদ্বেল, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ পূর্ব্বোক্ত চূর্ণ সমষ্টির সমান লইয়া মিশ্রিত করিয়া জামীরের রস দ্বারা দুই প্রহর কাল মর্দ্দন করিয়া বটিকা করিবে। অনুপান আমলকীর রস ও মধু বা গুলঞ্চের রস ও মধু। ইহা সেবনে সর্ব্ববিধ প্রমেহ আরোগ্য হয় ॥ ২৭ ॥

বৃহদ্বঙ্গেশ্বরোরসঃ।

বঙ্গভস্ম রসং গন্ধং রূপং কর্পূরমভ্রকম্।
কর্ষং কর্ষং মানমেষাং সুতাজ্বি হেমমৌক্তিকম্ ॥
কেশরাজরসৈর্ভাব্যং দ্বিগুঞ্জাফলমানতঃ।
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি সাধ্যাসাধ্যং ন সংশয়ঃ।
মূত্রকৃচ্ছ্রং তথা পাণ্ডুং ধাতুস্থঞ্চ জ্বরং জয়েৎ।
হলীমকং রক্তপিত্তং বাতপিত্তকফোদ্ভবম্।
গ্রহণীমামদোষঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
এতান্ সর্ব্বান্ নিহন্ত্যাশু বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥ ২৮ ॥

বৃহৎ বঙ্গেশ্বর রস—বঙ্গ, পারদ, গন্ধক, রূপা, কর্পূর ও অভ্র, ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা এবং স্বর্ণ ও মুক্তা প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা। এই দ্রব্যচয় কেশুরিয়ার রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে। ইহা সেবন করিলে প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র, পাণ্ডু, ধাতুস্থ জ্বর, হলীমক ও রক্তপিত্তাদি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৮ ॥

বঙ্গাষ্টকম্।

রসং গন্ধং মৃতং লৌহং মৃতরূপ্যঞ্চ খর্পরম্।
মৃতাভ্রকং মৃতং তাম্রং সর্ব্বতুল্যঞ্চ বঙ্গকম্ ॥
পচেদ্গজপুটে বিদ্বান্ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
রক্তিদ্বয়প্রমাণেন মধুনা লেহয়েন্নরম্ ॥

নিশাচূর্ণং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেদ্ধাত্রীরসং স্বনু।
বঙ্গাষ্টকমিদং খ্যাতং মহাদেব-প্রকাশিতম্॥
প্রমেহান্ বিংশতিং হন্তি আমদোষং বিসূচিকাম্।
বিষমজ্বর-গুল্মার্শো মূত্রাতীসারপিত্তজিৎ।
বীর্য্যবৃদ্ধিং করোত্যাশু সোমরোগনিবর্হণম্॥ ২৯॥

ইতি প্রমেহাধিকারঃ।

বঙ্গাষ্টক—পারদ, গন্ধক, লৌহ, রূপা, খর্পর, অভ্র ও তাম্র ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ এবং সর্ব্বসমান বঙ্গ। এই সমস্ত দ্রব্যগুলি একত্রে মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে এবং শীতল হইলে ঔষধ নামাইবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—হরিদ্রাচূর্ণ, আমলকীর রস ও মধু। ইহা সেবনে বিংশতি প্রকার প্রমেহ, মূত্রকৃচ্ছ্র ও মূত্রাঘাতাদি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৯॥

ইতি প্রমেহ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ সোমরোগাধিকারঃ।

স্ত্রীণামতিপ্রসঙ্গাদ্বা শোকাদ্বাপি শ্রমাদপি।
আভিচারিকদোষাচ্চ গরদোষাত্তথৈব চ॥
আপঃ সর্ব্বশরীরেভ্যঃ ক্ষুভ্যন্তি প্রস্রবন্তি চ।
তস্মাত্তাঃ প্রচ্যুতাঃ স্থানান্মূত্রমার্গং ব্রজন্তি চ॥
প্রসন্না বিমলাঃ শীতা নির্গন্ধা নীরুজঃ সিতাঃ।
স্রবন্তি চাতিমাত্রন্ত দৌর্ব্বল্যং গতিহীনতা॥
শিরসঃ শিথিলত্বঞ্চ মুখ তালু বিশোষণম্।
সোমরোগ ইতি জ্ঞেয়ো দেহে সোমক্ষয়ান্নৃণাম্।
সোঽতিক্রান্তঃ ক্রমেণৈব স্রবেন্মূত্রমভীক্ষ্ণশঃ॥
মূত্রাতিসারমপ্যেবং তমাহুর্ব্বলনাশনম্।
তেন তৃষ্ণাভিভূতোঽসৌ জলং পিবতি চাধিকম্॥ ১॥

সোমরোগ-চিকিৎসা।

অত্যন্ত মৈথুন, শোক, অত্যন্ত পরিশ্রম, আভিচারিক দোষ এবং বিষদোষ হেতু নারীদিগের সর্ব্বশরীরস্থ জল দূষিত হইয়া স্বস্থান হইতে বিচ্যুত হয়; এইকারণ মূত্রমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রস্রাবরূপে পরিণত হইয়া অতিরিক্ত পরিমাণে নির্গত হইয়া থাকে। এই প্রস্রাব প্রসন্ন, নির্ম্মল, শীতল, গন্ধ রহিত ও শুক্লবর্ণ এবং নির্গমনকালে কোনরূপ বেদনা অনুভূত হয় না। কিন্তু অতিমাত্র স্রাব হেতু সমধিক দুর্ব্বলতা, গতিশক্তিহীনতা, মস্তকের শিথিলতা, মুখ ও তালুর শোষ প্রভৃতি লক্ষণ জন্মে। এই রোগে দেহে সোম ধাতু ক্ষয় হয় বলিয়া ইহাকে সোমরোগ বলে। সোমরোগ অত্যন্ত বলবান্ হইলে বারম্বার মূত্রস্রাব হয়। ইহাকে মূত্রাতীসারও বলে। এই রোগে বলক্ষয় হেতু তৃষ্ণার্ত্ত হওতঃ অধিক পরিমাণে জল পান করিয়া থাকে॥ ১

কদলীনাং ফলং পক্বং ধাত্রীফলরসং মধু।
শর্করাপয়সাপীতমপাং ধারণমুত্তমম্॥ ২॥

পাকা কলা, আমলকীর রস, মধু, চিনি এবং দুগ্ধ একত্র পান করিলে সোমরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২॥

কদলীনাং ফলং পক্বং বিদারীঞ্চ শতাবরীম্।
ক্ষীরেণ পায়য়েৎ প্রাতরপাং ধারণমুত্তমম্॥ ৩॥

পাকাকলা, ভূমিকুষ্মাণ্ড ও শতমূলী এই দ্রব্যত্রয়ের চূর্ণ সমভাগে লইয়া দুগ্ধের সহিত পান করিলে বহুমূত্র উপশম হয়॥ ৩॥

ধাত্রী ফলস্য রসকং মধুনা চ পিবেৎ সদা।
বহুমূত্রক্ষয়ং কুর্য্যাৎ ক্ষারেণ বাসকস্য চ॥ ৪॥

মধুর সহিত আমলকীর রস বা যবক্ষারের সহিত বাসকের রস পান করিলে বহুমূত্র রোগ নষ্ট হয়॥ ৪॥

তালকন্দঞ্চ তরুণং খর্জ্জুরং কদলীফলম্।
পয়সা পায়য়েৎ প্রাতর্মূত্রাতীসারনাশনম্॥ ৫॥

কচিতালের মূল, খেজুরের মূল, পাকাকলা ও দুগ্ধ একত্রে প্রাতঃকালে সেবনে মূত্রাতীসার আরোগ্য হয়॥ ৫॥

মাষচূর্ণং সমধুকং বিদারী শর্করা মধু।
পয়সা পায়য়েৎ প্রাতঃ সোমরোগবিনাশনম্॥ ৬॥

মাষকলাইচূর্ণ, যষ্টিমধু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, চিনি ও মধু, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণ করিয়া প্রাতঃকালে দুগ্ধের সহিত পান করিলে সোম-রোগ দূরীভূত হয় ॥ ৬ ॥

বৃহদ্ধাত্রীঘৃতম্।

ধাত্রীফলরসপ্রস্থং বিদারী স্বরসং তথা।
ক্ষীরস্তাপি শতাবর্য্যাঃ প্রস্থং প্রস্থং রসস্ত চ ॥
তৃণপঞ্চরস প্রস্থং দত্ত্বা প্রস্থং ঘৃতস্য চ।
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা বৈদ্যঃ পাকং জ্ঞাত্বা বিধানতঃ ॥
এলা লবঙ্গ ত্রিফলা কপিত্থফলমেব চ।
সজলং সরলং মাংসী কদলীকন্দমেব চ ॥
উৎপলস্ত চ কন্দানি কল্কং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ।
ততঃ কল্কং পরিস্রাব্য চূর্ণং দদ্যাৎ পলং পলম্ ॥
মধুকং ত্রিবৃতা চৈব ক্ষারকং বৃদ্ধদারকম্।
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ মধুনশ্চ পলাষ্টকম্ ॥
চূর্ণং দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
সোম-রোগং নিহন্ত্যাশু তৃষ্ণাং দাহমরোচকম্ ॥
মূত্রাঘাতং মূত্রকৃচ্ছ্রং নাশয়েদ্ বহুমূত্রকম্ ॥
পিত্তজান্ বিবিধান্ ব্যাধীন্ বাতজাংশ্চ সুদারুণান্।
করোতি শুক্রোপচয়ং বলবর্ণকরং পরম্।
নানারূপ-বিকারঘ্নং বিশেষাদ্ বহুমূত্রনুৎ ॥ ৭ ॥

বৃহৎ ধাত্রীঘৃত— ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—আমলকীর রস /৪ সের, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের ও তৃণপঞ্চমূলের ক্বাথ /৪ সের। কল্কার্থ—এলাইচ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কয়েদ্‌বেল, বালা, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল ও সুঁদিমূল, সমভাগে মিলিত /১ সের। উক্ত কল্ক ও ক্বাথের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া কল্কগুলি ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, তদনন্তর পাকের আসন্ন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে যষ্টিমধু, তেউড়ীমূল, যবক্ষার ও বৃদ্ধদারকমূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং চিনি ৬৪ তোলা নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া নামাইবে, পরে শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৬৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে তৃষ্ণা, দাহ, অরুচি, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র বহুমূত্র ও বাতজ, পিত্তজ ব্যাধি প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া বল, বর্ণ ও শুক্র বৃদ্ধি হয় ॥ ৭ ॥

স্বল্পধাত্রীঘৃতম্।

বিনা কল্কং স্বল্পধাত্রীঘৃতমেতন্নিগদ্যতে।
সর্ব্বতুল্যং গুণৈরেব পথ্যা পথ্যং তদেব হি ॥ ৮ ॥

স্বল্পধাত্রীঘৃত—কল্ক ব্যতীত বৃহদ্ধাত্রী ঘৃত পাক করিলে স্বল্পধাত্রীঘৃত বলে। ইহার গুণ ও পথ্যাপথ্য বৃহদ্ধাত্রী ঘৃতের ন্যায় জানিবে ॥ ৮ ॥

কদল্যাদিঘৃতম্।

কদলীকন্দনির্য্যাসে তৎপ্রসূন তুলাং পচেৎ।
চতুর্ভাগাবশেষেঽস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
চন্দনং সরলং মাংসী কদলীমূলকং তথা ॥
এলা লবঙ্গ ত্রিফলা কপিত্থফলমেব চ ॥
ঔদকানি চ কন্দানি ন্যগ্রোধাদি গণস্তথা।
কল্কেনানেন সংসিদ্ধং সোমরোগনিবারণম্ ॥
মূত্ররোগানশেষাংশ্চ প্রভূতান্ শুক্রপিচ্ছিলান্।
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব মূত্রাঘাতাংস্ত্রয়োদশ ॥
বহুমূত্রং বিশেষেণ মূত্রকৃচ্ছ্রং তথাশ্মরীম্।
পীতং ঘৃতং নিহন্ত্যাশু বিষ্ণুচক্রমিবাসুরান্ ॥
কদল্যাদি ঘৃতং নাম বিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্।

ন্যগ্রোধাদিগণো যথা

ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থ পিয়াল প্লক্ষ বেতসম্।
আম্রো জম্বুদ্বয়ং কোলং মধুকং তিন্দুকোঽর্জ্জুনঃ।
তিলকঃ কটুকো নীপো গর্দ্দভাণ্ডোঽথ কিংশুকঃ ॥ ৯ ॥

ইতি সোমরোগাধিকারঃ।

কদল্যাদি ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কদলীপুষ্প ২॥০ সের, পাকার্থ কদলীমূলের রস ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, সরলকাষ্ঠ, জটামাংসী, কদলীমূল, ছোটএলাইচ, লবঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া কয়েদ্‌বেল, পদ্মমূল, কেশুরমূল, নীলোৎপলমূল, পানিফলমূল, বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পিয়াল, পাকুড়, বেতস, আম, জাম, বনজাম, কুল, মউল, লোধ, অর্জ্জুন, কেঁদু, কট্‌কী, কদম্ব, শিরীষ ও পলাশ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। ইহা উষ্ণ দুগ্ধসহ

অর্দ্ধতোলা বা এক তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, সোমরোগ, বহুমূত্র, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ্র ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগ বিদূরিত হয় ॥ ৯ ॥

ইতি সোমরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত

অথ স্থৌল্যাধিকারঃ

শ্রমচিন্তা ব্যবায়স্ক ক্ষৌদ্র জাগরণ প্রিয়ঃ।
হন্ত্যবশ্যম'তিস্থৌল্যং যবশ্যামাক-ভোজনৈঃ॥
অস্বপ্নঞ্চ ব্যবায়ঞ্চ ব্যায়ামং চিন্তনানি চ।
স্থৌল্যমিচ্ছন্ পরিত্যক্তুং ক্রমেণাতি প্রবর্দ্ধয়েৎ॥ ১॥

স্থৌল্য (মেদঃ) রোগ চিকিৎসা।

পরিশ্রম, চিন্তা, মৈথুন, পথচলা, মধুপান, জাগরণ, যব, ও শ্যামাধানের অন্ন ভোজন দ্বারা স্থৌল্যরোগ বিনষ্ট হয়। সুতরাং দেহের স্থূলতা বিনাশ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি জাগরণ, মৈথুন, পরিশ্রম ও চিন্তা ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবে॥ ১॥

প্রাতর্ম্মধুযুতং বারি সেবিতং স্থৌল্যনাশনম্।
উষ্ণমন্নস্য মণ্ডং বা পিবন্ কৃশতনুর্ভবেৎ॥ ২॥

প্রাতঃকালে মধুমিশ্রিত জল পান করিলে অথবা গরম ভাতের ফেন পান করিলে স্থূলদেহ কৃশ হয়॥ ২॥

সচব্য জীরক ব্যোষ হিঙ্গু সৌবর্চ্চলানলা।
মস্তুনা শক্তবঃ পীতা মেদোঘ্না বহ্নিদীপনাঃ॥ ৩॥

চই, জীরা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, সচলবণ ও চিতা, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ ও যবের ছাতু উহাদের দ্বিগুণ, সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্তমাত্রায় দধির মাতের সহিত সেবন করিলে মেদ বিনষ্ট হয় এবং জঠরাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে জানিবে॥ ৩॥

বিড়ঙ্গ নাগর ক্ষার কান্তলৌহরজো মধু।
যবামলক চূর্ণন্তু প্রয়োগঃ স্থৌল্যনাশনঃ॥ ৪॥

বিড়ঙ্গ, শুণ্ঠী, যবক্ষার, যব ও আমলকী, ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ এবং লৌহচূর্ণ সকলের সমান, এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে মধুর সহিত সেবন করিলে স্থৌল্যরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪॥

ব্যোষাদ্যশক্তু প্রয়োগঃ।

ব্যোষ বিড়ঙ্গ শিগ্রূণি ত্রিফলাং কটুরোহিণীম্।
বৃহত্যৌ দ্বে হরিদ্রে দ্বে পাঠামতিবিষাং স্থিরাম্॥
হিঙ্গুকেবুকমূলানি যমানী ধান্য চিত্রকম্।
সৌবর্চলমজাজীঞ্চ হবুষাঞ্চেতি চূর্ণয়েৎ॥
চূর্ণ তৈল ঘৃত ক্ষৌদ্র ভাগাঃ স্যুর্মানতঃ সমাঃ।
শক্তূনাং ষোড়শগুণো ভাগঃ সন্তর্পণং পিবেৎ॥
প্রয়োগাস্তস্য শাম্যন্তি রোগাঃ সন্তর্পণোত্থিতাঃ
প্রমেহা মূঢ়বাতাশ্চ কুষ্ঠান্যর্শাংসি কামলাঃ॥
প্লীহ পাণ্ড্বাময় শোথ মূত্রকৃচ্ছ্র মরোচকাঃ
হৃদ্রোগা রাজযক্ষ্মা চ কাসঃ শ্বাসো গলগ্রহঃ॥
ক্রিময়ো গ্রহণীদোষঃ শৈত্যং স্থৌল্যমতীব চ।
নরাণাং দীপ্যতে চাগ্নিঃ স্মৃতিবুদ্ধিশ্চ বর্দ্ধতে॥ ৫

ব্যোষাদ্যশক্তু প্রয়োগ—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, সজিনামূলের ছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্‌কী, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, আকনাদি, আতইষ, শালপানি, হিং, কেঁয়া-মূল, যমানী, ধনে, চিতামূল, সচললবণ, কৃষ্ণজীরা ও হবুষা (অভাবে ধনে) ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগ ও তিলতৈল, ঘৃত ও মধু এই দ্রব্য-ত্রয়ের প্রত্যেক সমস্ত চূর্ণের সমান ও যবের ছাতু, চূর্ণসমষ্টির ১৬ গুণ। এই দ্রব্যগুলি একত্রে যথাপ্রয়োজন শীতল জলের সহিত মিশাইয়া আলোড়ন করিয়া লইবে। ইহা যথাযোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে রসাদি সপ্ত-ধাতুর বৃদ্ধিজনক ক্রিয়াতে উৎপন্ন রোগ সকল দূর হয়। এতদ্ভিন্ন প্রমেহাদি সমস্ত দূরীভূত হইয়া থাকে॥ ৫॥

বদরীপত্র কল্কেন পেয়া কাঞ্জিকসাধিতা।
স্থৌল্যনুৎ স্যাৎ সাগ্নিমন্থ রসং বাপি শিলাজতু॥ ৬॥

কুলপাতা ৮ তোলা পেষণ করিয়া উপযুক্ত পরিমাণ তণ্ডুল ও কাঁজি সহকারে পেয়া প্রস্তুত

করতঃ পান করিলে অথবা গণিয়ারির রসে শিলাজতু মিশাইয়া পান করিলে শরীর কৃশ হয়॥ ৬॥

অমৃতাদ্যো গুগ্‌গুলুঃ।

অমৃতা ক্রুটি বেল্ল বৎসকং কলিঙ্গপথ্যামলকানিগুগ্‌গুলুম্। ক্রম বৃদ্ধমিদং মধুপ্লুতং পিড়কা স্থৌল্য ভগন্দরং জয়েৎ॥ ৭॥

অমৃতাদ্য গুগ্‌গুল—গুলঞ্চ ১ তোলা, ছোট এলাইচ ২ তোলা, বিড়ঙ্গ ৩ তোলা, কুড়চিছাল ৪ তোলা, ইন্দ্রযব ৫ তোলা, হরীতকী ৬ তোলা, আমলকী ৭ তোলা ও গুগ্‌গুলু ৮ তোলা এই দ্রব্যগুলি একত্রে মধুর সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক সেবন করিলে পিড়কা, স্থৌল্য ও ভগন্দরাদি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৭॥

নবক গুগ্‌গুলুঃ।

ব্যোষাগ্নি ত্রিফলা মুস্ত বিড়ঙ্গৈর্গুগ্‌গুলুং সমম্।
খাদন্ সর্ব্বান্ জয়েদ্ ব্যাধীন্ মেদঃ শ্লেষ্মামবাতজান্॥ ৮॥

নবক গুগ্‌গুল—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া মুথা ও বিড়ঙ্গ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, এবং গুগ্‌গুলু ৯ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে মেদঃ শ্লেষ্ম ও আমবাতজনিত সর্ব্ববিধ ব্যাধি বিদুরিত হয়॥ ৮॥

লৌহরসায়নম্।

গুগ্‌গুলুস্তালমূলী চ ত্রিফলা খদিরং বৃষম্।
ত্রিবৃতালম্বুষা স্নুকুচ নিগুণ্ডী চিত্রকং শটী॥
এষাং দশপলান্ ভাগান্ তোয়ে পঞ্চাঢ়কে পচেৎ।
পাদশেষং ততঃ কৃত্বা কষায়মবতারয়েৎ॥
পল দ্বাদশকং দেয়ং তীক্ষ্ণ লৌহস্য চূর্ণিতম্।
পুরাণ সর্পিষঃ প্রস্থং শর্করাষ্ট-পলানি চ॥
পচেত্তাম্রময়ে পাত্রে সুশীতে চাবতারিতে।
প্রস্থার্দ্ধং মাক্ষিকং দেয়ং শিলাজতু পলদ্বয়ম্॥
এলাত্বচোঃ পলার্দ্ধঞ্চ বিড়ঙ্গানি পলদ্বয়ম্।
মরিচাঞ্জনং কৃষ্ণা দ্বিপলং ত্রিফলান্বিতম্॥
পলদ্বয়ন্তু কাসীসং শ্লক্ষ্ণ চূর্ণীকৃতং বুধৈঃ।
চূর্ণং দত্ত্বাথ মথিতং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ॥
ততঃ সংশুদ্ধদেহস্তু ভক্ষয়েদক্ষমাত্রকম্।
অনুপানং পিবেৎ ক্ষীরং জাঙ্গলানাং রসস্তথা॥
বাতশ্লেষ্মহরং শ্রেষ্ঠং কুষ্ঠং মেহ-জ্বরাপহম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্বয়থুং সভগন্দরম্॥
মূর্চ্ছা মোহ বিষোন্মাদং গরাণি বিবিধানি চ।
স্থূলানাং কর্ষণং শ্রেষ্ঠং মেদুরে পরমৌষধম্॥
কর্ষয়েচ্চাতিমাত্রেণ কুক্ষিং পাতাল-সন্নিভম্।
বল্যং রসায়নং মেধ্যং বাজীকরণমুত্তমম্॥
শ্রীকরং পুত্রজননং বলীপলিতনাশনম্।
নাশ্নীয়াৎ কদলীকন্দং কাঞ্জিকং করমর্দ্দকম্॥
করীরং কারবেল্লঞ্চ বট্‌ ককারাদি বর্জ্জয়েৎ॥ ৯।

লৌহরসায়ন—ক্বাথার্থ—তালমূলী, হরীতকী আমলকী, বহেড়া, খদির কাষ্ঠ,বাসকছাল, তেউড়ীমূল, মুণ্ডিরী, নিসিন্দা, চিতামূল, শঠী ও সিজমূল; ইহাদের প্রত্যেকের ৮০ তোলা এবং শ্লথপোট্ট লীবদ্ধ গুগ্‌গুলু ৮০ তোলা, পাকার্থ জল ৮০ সের, শেষ ২০ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া উহার সহিত এক সের চিনি এবং উক্ত গুগগুলু গুলিয়া লইবে। তৎপরে তাম্রপাত্রে পুরাতন ঘৃত /৪ সের ও লৌহচূর্ণ ১॥০সের স্থাপনপূর্ব্বক উহাতে উক্ত গুগগুলু ও চিনিমিশ্রিত কাথজল প্রদান পূর্ব্বক পাক করিতে থাকিবে ও পাক করিতে করিতে পাত্রস্থ পদার্থ ঘনীভূত হইয়া আসিলে শিলাজতু ১৬ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা ও মরিচ, রসাঞ্জন, পিপুল, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা এবং হীরাকস ১৬ তোলা, এই সমস্তের চূর্ণ নিক্ষেপ করতঃ মিশ্রিত করিয়া লইবে। পরে শীতল হইলে মধু ১ সের উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় দুগ্ধ বা জাঙ্গল প্রাণীর মাংসের যুষ সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে বাতশ্লেষ্ম, কুষ্ঠ, মেহ জ্বর ও কামলাদি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়। স্থৌল্য বিনাশক ঔষধের মধ্যে ইহা অতি উৎকৃষ্ট।

এই ঔষধ সেবন কালীন কদলী, কন্দ, কাঁজি, করঞ্জ, বংশাঙ্কুর ও করলা প্রভৃতি ককারাদি দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ ॥ ৯ ॥

ত্রিফলাদ্যং তৈলম্।

ত্রিফলাতিবিষা মূর্ব্বাত্রিবৃচ্চিত্রক বাসকৈঃ।
নিম্বারগ্বধে ষড়্গ্রন্থা সপ্তপর্ণ নিশাদ্বয়ৈঃ ॥
গুড়ূচীন্দ্রসুরী কৃষ্ণা কুষ্ঠ সর্ষপ নাগরৈঃ।
তৈলমেভিঃ সমৈঃ পক্বং সুরসাদি রসাপ্লুতম্ ॥
পানাভ্যঞ্জন গণ্ডুষ নস্য বস্তিষু যোজিতম্।
স্থূলতামস্তকণ্ড্বাদীন্ জয়েৎ কফকৃতান্ গদান্ ॥ ১০ ॥

ত্রিফলাদ্য তৈল—তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, আতইষ, মূর্ব্বামূল, তেউড়ীমূল, চিতামূল, বাসকছাল, নিমছাল, সোঁদালছাল, বচ, ছাতিমছাল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গুলঞ্চ, নিসিন্দা, পিপুল, সর্ষপ ও শুঁঠ সমভাগে মিলিত /১ সের। ক্বাথার্থ—সুশ্রুতোক্ত সুরসাদিগণের ক্বাথ ।৬ সের। এই তৈল পান, মর্দ্দন, গণ্ডুষ, নস্য এবং বস্তিকর্ম্মে প্রশস্ত। ইহা ব্যবহারে স্থূলতা ও কণ্ডু প্রভৃতি নানাবিধ কফজ বিকার নষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

শিরীষলামজ্জকহেমলোধ্রৈস্ত্বগ্ দোষ সংস্বেদহরঃ প্রঘর্ষঃ। পত্রাম্বুলোহাভয়চন্দনানি শরীরদৌর্গন্ধ্য হরঃ প্রদেহঃ ॥ ১১ ॥

(১) শিরীষছাল, বেণারমূল, নাগেশ্বর ও লোধ্র এই দ্রব্যগুলি চূর্ণ সমভাগে একত্রে মিশাইয়া গাত্রে ঘর্ষণ করিলে ত্বকের দোষ এবং ঘর্ম্ম বিনষ্ট হয়।

(২) তেজপত্র, বালা, অগুরু, বেণারমূল ও রক্তচন্দন এই সমস্ত বস্তু সমভাগে গ্রহণ করতঃ একত্রে পেষণ করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে শরীরের দুর্গন্ধ দুরীভূত হয় ॥ ১১ ॥

বাসাদল রসো লেপাৎ শঙ্খচূর্ণেন সংযুতঃ।
বিল্বপত্র রসোবাপি গাত্রদৌর্গন্ধ্যনাশনঃ ॥ ১২ ॥

(১) বাসকপত্রের রস কিম্বা (২) বিল্বপত্রের রসের সহিত শঙ্খচূর্ণ মিশাইয়া গাত্রে লেপন করিলে দুর্গন্ধ বিদুরিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

হরীতকী লোধ্রমরিষ্টপত্রং চূতত্বচো দাড়িমবল্কলঞ্চ।
এষোহঙ্গরাগঃ কথিতোহঙ্গনানাং জঙ্ঘা-কষায়শ্চ নরাধিপানাম্ ॥ ১৩ ॥

হরীতকী, লোধ, নিম্বপত্র, আমছাল এবং দাড়িমছাল এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া দুগ্ধসহ একত্রে পেষণ করতঃ নারীদিগের গাত্রে মর্দ্দন করিলে এবং রাজাদিগের বিবর্ণ জঙ্ঘাতে লেপন করিলে বর্ণ অতিশয় উজ্জ্বল হয় ॥ ১৩ ॥

গোমূত্র পিষ্টং বিনিহন্তি কুষ্ঠং বর্ণোজ্জ্বলং গোপয়সা চ যুক্তম্। কক্ষাদি দৌর্গন্ধ্যহরং পয়োভিঃ শস্তং বশীকৃত্রজনী হরেন ॥ ১৪ ॥

(১) হরিতাল গোমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া লেপন করিলে কুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট হয়।

(২) হরিতাল গোদুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে বর্ণ উজ্জ্বল এবং কক্ষাদি (বগলাদি) স্থানের দুর্গন্ধ দুরীভূত হয়।

(৩) গোদুগ্ধের সহিত হরিতাল ও দারুহরিদ্রা পেষণ করিয়া তিলক ধারণ করিলে স্ত্রীলোক বশীভূত হয় ॥ ১৪ ॥

চিঞ্চাপত্রস্বরসম্রক্ষিত কক্ষাদিযোজিতং জয়তি।
দুগ্ধহরিদ্রোদ্বর্ত্তন মচিরাদ্ দেহ- দৌর্গন্ধ্যম্ ॥ ১৫ ॥

তেঁতুল পত্রের রস কক্ষাদিতে (বগলাদিতে) মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ দুগ্ধ পেষিত হরিদ্রা লেপন করিলে দুর্গন্ধ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

দল জল লঘু মলয়াভয় বিলেপো হরতি দেহদৌর্গন্ধ্যম্ ॥
বিমলারনালসহিতং পীত মিবালম্ব্বা চূর্ণম্ ॥ ১৬ ॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যাং স্থৌল্যাধিকারঃ।

(১) তেজপত্র, বালা, অগুরু, শ্বেতচন্দন ও বেণার মূল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্রে জলের সহিত পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে দুর্গন্ধ দুর হয়।

(২) কাঁজির সহিত মুণ্ডিরীর চূর্ণ পান করিলে দুর্গন্ধ অপনীত হয় ॥ ১৬ ॥

ইতি স্থৌল্যরোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথোদরাধিকারঃ।

সর্ব্বমেবোদরং প্রায়ো দোষসঙ্ঘাতজং যতঃ।
অতো বাতাদিশমনী ক্রিয়া সর্ব্বত্র শস্যতে ॥ ১ ॥

উদররোগ-চিকিৎসা।

সকল প্রকার উদর রোগই প্রায় বাতাদি ত্রিদোষের সংস্রবেই জন্মিয়া থাকে। অতএব উদররোগ মাত্রেই ত্রিদোষনাশক ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ১ ॥

উদরে দোষসম্পূর্ণে কুক্ষৌ মন্দো যতোঽনলঃ।
তস্মাদ্ ভোজ্যানি যোজ্যানি দীপনানি লঘূনি চ ॥২॥

উদররোগীর কুক্ষিদেশ দোষ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিলে অগ্নিমান্দ্য হইয়া থাকে। অতএব তদবস্থায় রোগীকে অগ্নিদীপক লঘুদ্রব্য আহার করিতে দিবে ॥ ২ ॥

রক্তশালীন্ যবান্ মুদ্গান্ জাঙ্গলাংশ্চ মৃগদ্বিজান্।
পয়ো মূত্রাসবারিষ্টমধুসীধু চ শীলয়েৎ ॥ ৩ ॥

রক্ত শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, মুগ, জাঙ্গল জাতীয় মৃগ ও পক্ষীর মাংসরস, দুগ্ধ গোমূত্র, আসব, অরিষ্ট ও মধুকৃত সীধুপান উদররোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে ॥ ৩ ॥

দোষাতিমাত্রোপচয়াৎ স্রোতোমার্গনিরোধনাৎ।
সংভবত্যুদরং তস্মান্নিত্যমেনং বিরেচয়েৎ।
পায়য়েত্তৈলমেরণ্ডং সমূত্রং সপয়োঽপি বা ॥ ৪ ॥

অত্যন্ত দোষের সঞ্চয়হেতু এবং দোষকর্তৃক রসরক্তবহ স্রোতঃসমূহ রোধহেতু উদররোগ উৎপন্ন হয়, সুতরাং প্রত্যহ উদররোগীকে গোমূত্র সহ বা গোদুগ্ধ সহ এরণ্ডতৈল পান করাইয়া দাস্ত করাইবে ॥ ৪॥

বাতোদরং বলবতঃ স্নেহস্বেদৈরুপাচরেৎ।
স্নিগ্ধায় স্বেদিতাঙ্গায় দদ্যাৎ স্নিগ্ধং বিরেচনম্
হৃতে দোষে পরিম্লানং বেষ্টয়েদ্বাসসোদরম্ ॥
যথাস্যানবকাশত্বাদ্ বায়ুর্নাধ্মাপয়েৎ পুনঃ।
বিরিক্তে চ যথা দোষহরৈঃ পেয়া শৃতা হিতা ॥ ৫ ॥

বাতজ উদররোগীর চিকিৎসা।

বাতজ উদর রোগীকে সর্ব্বাগ্রে স্নেহ পান করাইয়া স্নিগ্ধ করতঃ স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক তৎপরে স্নিগ্ধ বিরেচন প্রয়োগ করিবে। ইহাদ্বারা দোষের হ্রাস হইয়া উদরের স্ফীততা কমিলে বস্ত্র দ্বারা উদর দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিবে। ইহাতে উদর মধ্যে আর বায়ু প্রবিষ্ট হইতে না পারায় উদর পুনরায় স্ফীত হইতে পারে না। অতঃপর বিরেচনান্তে যথাবিধি দোষনাশক দ্রব্যের সহিত পেয়া প্রস্তুত করিয়া রোগীকে আহার করিতে দিবে ॥ ৫ ॥

বাতোদরী পিবেত্তক্রং পিপ্পলীলবণান্বিতম্।
শর্করামরিচোপেতং স্বাদু পিত্তোদরী পিবেৎ ॥
যমানী সৈন্ধবাজাজী ব্যোষযুক্তং কফোদরী।
ত্র্যূষণক্ষারলবণৈর্যুক্তং ত্রৈদোষিকোদরী ॥
গৌরবারোচকার্ত্তানাং মন্দাগ্ন্যতিসারিণাম্।
তক্রং বাতকফার্ত্তানামমৃতত্বায় কল্প্যতে ॥ ৬ ॥

(১) পিপুলচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ সহ তক্র পান করিলে বাতজ উদর রোগ বিনষ্ট হয়।

(২) ইক্ষুচিনি ও মরিচচূর্ণ সহ তক্র পান করিলে পিত্তজ উদররোগ প্রশমিত হয়।

(৩) যোয়ান, সৈন্ধবলবণ, কৃষ্ণজীরা, শুণ্ঠী, পিপুল ও মরিচচূর্ণ সহ তক্র পান করিলে কফজ উদররোগ বিনষ্ট হয়।

(৪) শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার চূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ সহযোগে তক্র পান করিলে ত্রিদোষ জনিত উদররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৫) দেহের গুরুতাবিশিষ্ট, অরুচিযুক্ত মন্দাগ্নিবিশিষ্ট, অতিসারযুক্ত ও বাতশ্লেষ্ম পীড়িত ব্যক্তিদিগের পক্ষে তক্র অমৃতের ন্যায় উপকারী জানিবে ॥ ৬ ॥

বাতোদরে পয়োঽভ্যাসে নিরূহোদশমূলিকঃ।
সোদাবর্ত্তে বাতঘ্নৈঃ শৃতৈরণ্ডাম্লবাসনঃ ॥ ৭ ॥

(১) বাতজ উদররোগীকে বলবৃদ্ধির নিমিত্ত নিত্য দুগ্ধ পান করিতে দিবে এবং দশমূলের কাথদ্বারা নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিবে।

(২) উদাবর্ত্ত জনিত উদররোগে বাতনাশক দ্রব্য ও কাঁজি সহ পাককরা ভেরেণ্ডার তৈল দ্বারা অনুবাসন প্রয়োগ করিবে॥ ৭॥

সামুদ্রাদ্যং চূর্ণম্।

সামুদ্র-সৌবর্চল-সৈন্ধবানি ক্ষারং যমানী যজমোদকঞ্চ। সপিপ্পলী চিত্রক-শৃঙ্গবেরং হিঙ্গুং বিড়ঞ্চেতি সমানি কুর্য্যাৎ॥ এতানি চূর্ণানি ঘৃতপ্লুতানি ভুঞ্জীত পূর্ব্বং কবলং প্রশস্তম্। বাতোদরং গুল্ম মজীর্ণভক্তং বাতাস্রকোপং গ্রহণীং প্রদুষ্টাম্॥ অর্শাংসি দুষ্টানি চ পাণ্ডুরোগং ভগন্দরং চাপি নিহন্তি সদ্যঃ॥ ৮॥

সামুদ্রাদ্য চূর্ণ—সমুদ্রলবণ, সচললবণ, সৈন্ধব লবণ, যবক্ষার, যমানী, বনযমানী, পিপুল, চিতামূল, শুঁঠ, হিং ও বিট্‌লবণ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ সমানভাগে লইয়া উপযুক্ত পরিমাণ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ভোজনের প্রথম গ্রাসের সহিত ভক্ষণ করিলে বাতোদর, গুল্ম, অজীর্ণ, বাতরক্ত, গ্রহণী, অর্শঃ, পাণ্ডু ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগ দূর হয়॥ ৮॥

স্নুক্‌পয়সা সুভাবিততণ্ডুলচূর্ণবিনির্ম্মিতঃ পূপঃ।
উদরমুদারং হিংস্যাদ্ যোগোঽয়ং সপ্তরাত্রেণ॥ ৯॥

সিজের ক্ষীরে তণ্ডুল চূর্ণ সিক্ত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত পূর্ব্বক উদরীকে সেবন করাইলে সপ্তাহ মধ্যে উদর রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৯॥

সক্ষীরং মাহিষং মূত্রং নিরাহারঃ পিবেন্নরঃ।
শাম্যত্যনেন জঠরং সপ্তাহাদিতি নিশ্চয়ঃ॥ ১০॥

অন্য আহার ত্যাগ করিয়া দুগ্ধের সহিত মহিষের মূত্র পান করিলে সপ্তাহ মধ্যে উদররোগ নষ্ট হয়॥ ১০॥

বিন্দুঘৃতম্।

অর্কক্ষীরপলে দ্বে চ স্নুহীক্ষীরপলানি ষট্।
পথ্যা কম্পিল্লকং শ্যামা সম্পাকং গিরিকর্ণিকা॥
নীলিনী ত্রিবৃতা দন্তী শঙ্খিনী চিত্রকং তথা।
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
অথাস্য মলিনে কোষ্ঠে বিন্দুমাত্রং প্রদাপয়েৎ।
যাবতোঽস্য পিবেদ্বিন্দূংস্তাবদ্বারান্ বিরিচ্যতে।
কুষ্ঠগুল্ম মুদাবর্ত্তং শ্বয়থুং সভগন্দরম্।
শময়ত্যুদরাণ্যষ্টৌ বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
এতদ্বিন্দুঘৃতং নাম যেনাভ্যক্তো বিরিচ্যতে॥ ১১॥

বিন্দুঘৃত—ঘৃত ৴৪ সের। আকন্দের আঠা ১৬ তোলা, সিজের আটা ৪৮ তোলা এবং হরীতকী, কমলাগুঁড়ি, শ্যামবর্ণ মূল বিশিষ্ট তেউড়ী, সোদাল ফল, শ্বেত অপরাজিতার মূল, নীলবৃক্ষ, তেউড়ী, দন্তীমূল, শঙ্খিনী ও চিতামূল; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা; পাকার্থজল ।৬ সের। এই ঘৃত এক আনা বা দুই আনা পরিমাণে উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে সর্ব্ববিধ উদরী প্রশমিত হয়॥ ১১॥

মহাবিন্দুঘৃতম্।

স্নুহীক্ষীরপলে কল্কে প্রস্থার্দ্ধঞ্চৈব সর্পিষঃ।
কম্পিল্লকং পলঞ্চৈকং পলার্দ্ধং সৈন্ধবস্য চ॥
ত্রিবৃতায়াঃ পলঞ্চৈকং কুড়বং ধাত্রিকারসাৎ।
তোয়প্রস্থেন বিপচেৎ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্।
কর্ষপ্রমাণং দাতব্যং জঠরে প্লীহ-গুল্ময়োঃ॥
তথা কচ্ছপরোগেষু যুঞ্জীত মতিমান্ ভিষক্॥
এতদ্ গুল্মান্ সনিচয়ান্ সশূলান্ সপরিগ্রহান্।
নিহন্ত্যেব প্রয়োগো হি বায়ুর্জলধরানিব॥
পঞ্চগুল্মবধার্থায় বজ্র মুক্তং স্বয়ম্ভুবা।
মহাবিন্দুঘৃতং নাম সিদ্ধং সিদ্ধৈশ্চ পূজিতম্॥ ১২॥

মহাবিন্দুঘৃত—ঘৃত ৴২ সের। সিজের আঠা ১৬ তোলা, কমলাগুঁড়ি ৮ তোলা, সৈন্ধব ৪ তোলা, তেউড়ী ৮ তোলা ও আমলকীর রস ৩২ তোলা এবং জল ৴৪ সের। এই ঘৃত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে উদরী, প্লীহা ও গুল্মরোগ বিনষ্ট হয়॥ ১২॥

নারাচঘৃতম্।

স্নুক্‌ক্ষীর দন্তী ত্রিফলা বিড়ঙ্গং সিংহ ত্রিবৃচ্চিত্রক কল্কযুক্তম্। ঘৃতং বিপকং কুড়বপ্রমাণং তোয়েন তস্যাক্ষমথার্দ্ধ কর্ষম্॥ পীত্বোষ্ণমম্ভোঽনু পিবেদ্ বিরিক্তঃ পেয়াং সুখোষ্ণাং প্রপিবেদ্বিবিক্তঃ। নারাচমেতজ্জঠরাময়ানাং যুক্ত্যোপযুক্তং শমনং প্রদিষ্টম্॥ ১৩॥

নারাচঘৃত—ঘৃত /১ সের। সিজের আঠা, দন্তীমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, কণ্টকারী, তেউড়ী ও চিতামূল; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা ও জল /৪ সের। এই ঘৃত উপযুক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া পশ্চাৎ উষ্ণজল পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে উদরীরোগ আরোগ্য হয়॥

বৃহন্নারাচঘৃতম্।

লোধ্রচিত্রক চব্যানি বিড়ঙ্গং ত্রিফলা ত্রিবৃৎ।
শঙ্খিন্যতিবিষা ব্যোষমজমোদা নিশাদ্বয়ম্॥
দন্তী চ কার্ষিকং সর্ব্বং গোমূত্রস্য পলাষ্টকম্।
চতুঃপলং স্নুহীক্ষীরং রাজবৃক্ষফলং তথা॥
এতৈশ্চতুর্গুণে তোয়ে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
উদরকামবাতঞ্চ গুল্ম প্লীহ ভগন্দরান্॥
নিহন্ত্যচিরযোগেন গৃধ্রসীং স্তম্ভমূরুজম্।
বৃহন্নারাচকং নাম ঘৃতমেতদ্ যথামৃতম্॥ ১৪॥

বৃহৎ নারাচঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ লোধ, চিতামূল, চই, বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ী. চোরকাঁচকি, আতইষ, শুঠ. পিপুল, মরিচ, বনযমানী, দারুহরিদ্রা ও দন্তীমূল; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, গোমূত্র ৬৪ তোলা, সিজের আঠা ৩২ তোলা, সোদাল মজ্জা ৩২ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের। এই ঘৃত উষ্ণ দুগ্ধসহ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে উদরী, আমবাত, গুল্ম, প্লীহা, ভগন্দর, গৃধ্রসী ও উরুস্তম্ভ প্রভৃতি অচিরে বিনষ্ট হয়॥ ১৪॥

শ্রীবৈদ্যনাথাদেশবটিকা।

ত্রিকটুক পারদ পথ্যা সমভাগং কানকফলং দ্বিগুণম্
মাষপ্রমাণা বটিকা কার্য্যা স্বরসেনাম্ললোণিকায়াঃ।
প্রবলজলোদর গুল্মজ্বরপাণ্ডুময়নাশিনী প্রোক্তা।
তিমিরাদি পটল বিদ্রধিপ্রবলোদাবর্ত্ত শূলহরী॥
ক্রিমিকোঠ কুষ্ঠ কণ্ডু পিড়কাশ্চ নিহন্তি রোগচয়ম্।
সিদ্ধগুড়ী প্রথিতা ভুবনে শ্রীবৈদ্যনাথপাদজৈঃ॥১৫॥

বৈদ্যনাথাদেশবটিকা—শুঠ, পিপুল, মরিচ, রসসিন্দুর ও হরীতকী, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং শোধিত জয়পালবীজ ১০ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে আমলরুলের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক মাষকলায় প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে প্রবলজলোদর ও গুল্ম প্রভৃতি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৫॥

ইচ্ছাভেদী রসঃ।

শুণ্ঠী মরিচ সংযুক্তং রসগন্ধক টঙ্কনম্॥
জৈপালাস্ত্রিগুণাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বমেকত্র পেষয়েৎ॥
ইচ্ছাভেদী দ্বিগুঞ্জঃ স্যাৎ সিতয়া সহ পায়য়েৎ।
যাবচ্চ চুল্লকং পীত্বা তাবদ্বারান্ বিরেচয়েৎ।
তক্রৌদনঞ্চ দাতব্যমিচ্ছাভেদী যথেচ্ছয়া॥ ১৬॥

ইচ্ছাভেদী রস—শুঠ, মরিচ, পারদ, গন্ধক ও সোহগা; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা ও শোধিত জয়পাল ৪ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে জলে মর্দ্দন পূর্ব্বক ৩ রত্তি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান চিনির জল। ইহা সেবন করিয়া যত গণ্ডূষ জল পান করা যায়, ততবার বিরেচন হয়। পথ্য—ঘোল মিশ্রিত অন্ন॥ ১৬॥

ইচ্ছাভেদী রসঃ

শুদ্ধসূতস্য মাষৈকং গন্ধকাম্মাষকত্রয়ম্।
বিভীতকস্য মাষকং ধাত্র্যাশ্চৈব তু মাষকম্॥
মাষদ্বয়ঞ্চ পিপ্পল্যাঃ শুণ্ঠীনাং মাষকত্রয়ম্।
জৈপালবীজমজ্জায়া গুড়কং বিংশতিং তথা॥
অম্ললোণীরসৈঃ পিষ্ট্বা বটিকাং কারয়েদ্ বুধঃ।
কলায়পরিমাণান্তু ভক্ষয়েদ্রেচনার্থকম্॥
অম্ললোণীরসৈঃ সার্দ্ধং তোয়মুষ্ণং পিবেদনু।
তাবদ্বিরিচ্যতে বেগাদ্ যাবৎ শীতং ন সেবতে॥ ১৭॥

ইচ্ছাভেদী রস—পারদ দুই আনা, গন্ধক ছয় আনা, বহেড়া দুই আনা, আমলকী দুই আনা, পিপুল চারিআনা, শুঠ ছয় আনা ও শোধিত জয়পালবীজ চূর্ণ আড়াই তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্রে আমরুলের রসে পেষণ করিয়া মাষকলায় পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আমরুলের রস ও উষ্ণজল। ইহা সেবন করিয়া যে পর্য্যন্ত শৈত্যক্রিয়া না করা যায়, তাবৎ কাল বেগের সহিত বিরেচন হয়॥ ১৭॥

অভয়া বটী।

অভয়া মরিচং কৃষ্ণা টঙ্কনঞ্চ সমাংশিকম্।
সর্ব্বচূর্ণসমং ভাগং দদ্যাৎ কানকজং ফলম্॥
স্নুহীক্ষীরেণ সংমর্দ্দ্যাদ্বটীং মিন্নকলায়বৎ।
বটীদ্বয়ং শিবামেকাং পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা॥
উষ্ণাদ্বিরেচয়েদেষা শীতে স্বাত্বা নুপৈতি চ।
জীর্ণজ্বরং প্লীহরোগং হন্ত্যষ্টাবুদরাণি চ॥
বাতোদরে প্রশস্তোঽয়ং সর্ব্বাজীর্ণং ব্যপোহতি।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ তথৈব কুম্ভকামলাম্॥ ১৮॥

অভয়া বটী—হরীতকী, মরিচ, পিপুল ও সোহাগা; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং শোধিত জয়পাল বীজ ৪ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে সীজের আঁঠায় পেষণপূর্ব্বক সিদ্ধ মাষকলায় প্রমাণ বটী করিবে। ইহার একটী বা ২টী বটিকা এবং একটী হরীতকী তণ্ডুল জলে পেষণ করিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সেবন করিয়া যে পর্য্যন্ত উষ্ণক্রিয়া করা যায়, সেই পর্য্যন্ত বিরেচন হইতে থাকে, কিন্তু শীতক্রিয়া করিলে বিরেচন বন্ধ হইয়া যায়। ইহা দ্বারা জীর্ণজ্বর, প্লীহা, অষ্টপ্রকার উদরী, কামলা, পাণ্ডু ও কুম্ভকামলা নষ্ট হয়॥ ৮॥

নারাচোরসঃ।

সূতং টঙ্কনতুল্যাংশং মরিচং সূততুল্যকম্।
গন্ধকং পিপ্পলী শুণ্ঠী দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ বিচূর্ণয়েৎ॥
সর্ব্বতুল্যাং ক্ষিপেদ্দন্তীবীজং নিস্তুষমেব চ।
দ্বিগুঞ্জো রেচনে সিদ্ধো নারাচোঽয়ং মহারসঃ॥
গুল্মপ্লীহোদরং হন্তি পিবেত্তণ্ডুলবারিণা॥ ১৯॥

নারাচ রস—পারদ, সোহাগা ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকে ১ ভাগ, গন্ধক, পিপুল ও শুঁঠ ইহাদের প্রত্যেকে ২ ভাগ এবং সর্ব্বসমান দন্তীবীজ। এই দ্রব্যগুলি জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা তণ্ডুলোদক সহ সেবন করিলে গুল্ম এবং প্লীহোদর নষ্ট হয়॥ ১৯॥

ইচ্ছাভেদী রসঃ।

সূতং গন্ধঞ্চ মরিচং টঙ্কনং নাগরাভয়া।
জৈপালবীজসংযুক্তং ক্রমোত্তরগুণং ভবেৎ॥
সর্ব্বতুল্যো গুড়ো দেয় ইচ্ছাভেদী স্বয়ং রসঃ।
দ্বিত্রিগুঞ্জা পরিমিতা বটী কার্য্যা বিচক্ষণৈঃ॥ ২০॥

ইচ্ছাভেদী রস—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, মরিচ ৩ তোলা, সোহাগা ৪ তোলা, শুঠ ৫ তোলা, হরীতকী ৬ তোলা ও জয়পাল ৭ তোলা এবং সর্ব্বসমান ইক্ষু গুড়, এই দ্রব্যগুলি একত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার উদরী রোগ প্রশমিত হয়॥ ২০॥

চুলিকা বটী।

রসো গন্ধো বিষং তালং ত্রিকটু ত্রিফলা তথা।
টঙ্কনং সমভাগঞ্চ জয়পালং চতুর্গুণম্॥
ভৃঙ্গরাজরসেনাথ কেশরাজরসেন বা।
মধুনা বটিকা কার্য্যা পঞ্চগুঞ্জামিতা শুভা॥
চুলিকাখ্যা বটী খ্যাতা শোথোদরবিনাশিনী।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ আমবাতং হলীমকম্।
হন্যাদ্ ভগন্দরং কুষ্ঠং প্লীহানং গুল্মমেব চ॥
সর্ব্বেষাং সমভাগানাং শুদ্ধ জয়পাল বজ্রং
চতুর্গুণং প্রাহুম্॥ ২১॥

চুলিকা বটী—পারদ, গন্ধক, বিষ, হরিতাল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও সোহাগা; ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ এবং শোধিত জয়পাল বীজ সমস্ত দ্রব্যের চতুর্গুণ। এই সকল দ্রব্য ভৃঙ্গরাজের রস ও মধু কিম্বা কেশুরিয়ার রস ও মধুর সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা দ্বারা শোথ, উদরী, কামলা, পাণ্ডু, আমবাত, হলীমক, ভগন্দর, প্লীহা ও গুল্ম রোগ ধ্বংস হয়॥ ২১॥

ভেদিনী বটী।

ত্রিকণ্টক স্নুক্পয়সা পিপ্পল্যা বটিকা কৃতা।
ভেদনীয়া প্রসিদ্ধিমতী মহাগদনিসূদনী॥ ২২॥

ভেদিনীবটী—গোক্ষুর, সিজের আঁঠা ও পিপুল এই ৩টী দ্রব্য একত্রে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে বিরেচন হইয়া উদরী প্রভৃতি উৎকট রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২২॥

শোথোদরারি লৌহম্।

পুনর্নবামৃতাবহ্নি গবাক্ষী মানশীবরঃ।
সূর্য্যাবর্ত্তার্কমূলঞ্চ পৃথগষ্টপলং জলে।
পাদশেষে শৃতং দ্রোণে সুপূতে বস্ত্রগালিতে।
লৌহচূর্ণাষ্টপলকং পচেদাজ্যসমং ভিষক্।
অর্কস্য দ্বিপলং ক্ষীরং স্নুহীক্ষীরং চতুঃপলম্।
পলদ্বয়ং কৌশিকস্য গন্ধকস্য পলং তথা॥
পলার্দ্ধং পারদং সিদ্ধে বক্ষ্যমাণস্তু নিক্ষিপেৎ।
জয়পালং তাম্রমভ্রং শুদ্ধমত্র প্রদাপয়েৎ॥
কট্ফলং বহ্নিকন্দানাং শরাখ্যাং ঘণ্টকর্ণকাং।
পলাশস্য চ বীজানি কঞ্চুকী তালমূলিকা॥
ত্রিফলায়াঃ ক্রিমিরিপোঃ স্ত্রিবৃদ্দন্তীভবং তথা।
সূর্য্যাবর্ত্তগবাক্ষ্যোশ্চ বর্ষাভূর্ব্রজবল্লিকা॥
এষাং লৌহসমাং মাত্রাং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
অতোহস্য ভক্ষয়েন্মাত্রা মনুপানঞ্চ যুক্তিতঃ॥
হন্তি সর্ব্বোদরং শীঘ্রং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
যে চ শোথাঃ সুদুর্ব্বারাশ্চিরকালানুবন্ধিনঃ॥
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিৎ শোথোদরবিনাশনম্॥
উদরাণি পাণ্ডুরোগং কামলাঞ্চ হলীমকম্।
অর্শোভগন্দরং কুষ্ঠং জ্বরং গুল্মঞ্চ নাশয়েৎ॥ ২৩॥

ইতি ভৈষজ্যরত্নাবল্যামুদরাধিকারঃ।

শোথোদরারি লৌহ—পুনর্নবা, গুলঞ্চ, চিতামূল, রাখালশসার মূল, মনসাসিজের মূল, হুড়হুড়ে মূল ও আকন্দ মূল, ইহাদের প্রত্যেকের ৬৪ তোলা, পাকার্থ জল ৬৪ সের। শেষ ১৬ সের। এই ক্কাথের সহিত লৌহ ১ সের, ঘৃত ১ সের, আকন্দের ক্ষীর ১৬ তোলা, সিজের ক্ষীর ৩২ তোলা, গুগ্গুল ১৬ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা ও পারদ ৪ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। পাক শেষ হইলে জয়পাল, তাম্র, অভ্র, কট্ফল, চিতামূল, ওল, শরপুঙ্খ, ঘেঁটকোল, পলাশবীজ, ক্ষীরুই, তালমূলী, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, তেউড়ী, দন্তীমূল, হুড়হুড়ে, রাখালশসার মূল, পুনর্নবা ও হাড়জোড়া; এই সকল দ্রব্যের সমভাগে মিলিত ১ সের উহাতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করতঃ নামাইয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিবে। ইহার মাত্রা ও অনুপানের স্থিরতা নাই। দেশ কাল ও পাত্র ভেদে অনুমান পূর্ব্বক মাত্রা ও অনুপান স্থির করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদর, শোথ, পাণ্ডু, কামলা, অর্শঃ, হলীমক, ভগন্দর, কুষ্ঠ, জ্বর ও গুল্ম রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ২৩॥

ইতি উদররোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ প্লীহযকৃদধিকারঃ।

—— * ——

যমানিকাদি চূর্ণম্।

যমানিকা চিত্রক যাবশূক ষড়গ্রন্থি দন্তীমগধোদ্ভবা-নাম্। প্লীহানমেতদ্ধ বিনিহন্তি চূর্ণ মুষ্ণ ম্বুনা মস্তুসুরা-সবৈর্ব্বা॥ ১॥

প্লীহা ও যকৃৎ-চিকিৎসা।

যমানিকাদি চূর্ণ—যোয়ান, চিতারমূল, যবক্ষার, পিপুলমূল, দন্তীমূল ও পিপুল, এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া উচিতমাত্রায় উষ্ণোদক, দধির মাত, সুরা বা আসব সহ সেবন করিলে প্লীহারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১॥

তালপুষ্পোদ্ভবঃ ক্ষারঃ সগুড়ঃ প্লীহনাশনঃ।
চিত্রকস্য মূলং পিষ্ট্বা কৃত্বা তু বটিকাত্রয়ম্।
কদলপক্কমধ্যেন ভক্ষণাৎ প্লীহনাশনম্॥ ২॥

(১) তালজটাভস্ম ও ইক্ষুগুড় উপযুক্ত মাত্রায় একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্লীহারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) রক্তচিতার মূল পেষণপূর্ব্বক ৩টী বটিকা প্রস্তুত করতঃ পাকা কলার মধ্যে পুরিয়া সেবন করিলে প্লীহারোগ বিনষ্ট হয়॥ ২॥

গুড়ৈশ্চিত্রকমূলং বা রক্তশর্করয়াং তথা।
ধাতকীপুষ্পচূর্ণং বা প্রত্যেকং প্লীহনাশনম্॥ ৩॥

(১) চিতার মূল, (২) হরিদ্রা (৩) আকন্দের মূল ও (৪) ধাইফুল চূর্ণ, ইহাদের যে কোন একটী ইক্ষুগুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয়॥ ৩॥

রসেন জম্বীরফলস্য শঙ্খনাভিরজঃ পীতমশেষমেব।
কর্ষপ্রমাণং শময়েৎ সশূলং প্লীহাময়ং কূর্ম্মসমানমাশু॥৪॥

শঙ্খনাভি চূর্ণ—জামীর নেবুর রসের সহিত সেবন করিলে শোথবিশিষ্ট কূর্ম্মাকৃতি প্লীহাও শীঘ্র বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪॥

অর্কলবণম্।

অর্কপত্রং সলবণমন্তর্ধূমং দহেন্নরঃ।
মস্তুনা তৎ পিবেৎ ক্ষারং প্লীহগুল্মোদরাপহম্॥ ৫॥

অর্কলবণ—আকন্দের পাতায় সৈন্ধবলবণ বাঁধিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করতঃ চূর্ণ করিয়া উচিত মাত্রায় দধির মাতের সহিত সেবন করিলে প্লীহা, গুল্ম ও উদররোগ বিনষ্ট হয়॥ ৫॥

প্লীহোদ্দিষ্টাং ক্রিয়াং সর্ব্বাং যকৃন্নাশায় যোজয়েৎ।
দধ্না ভুক্তবতো বামবাহুমধ্যে শিরাং ভিষক্॥
বিধ্যেৎ প্লীহবিনাশায় যকৃন্নাশায় দক্ষিণে।
প্লীহানং মর্দ্দয়েদ্ গাঢ়ং দুষ্টরক্তং প্রবর্ত্তয়েৎ॥ ৬॥

(১) প্লীহারোগের ন্যায় চিকিৎসা করিলে যকৃৎরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) দধিসহ অন্ন আহার করাইয়া প্লীহারোগীর বামবাহু এবং যকৃৎরোগীর দক্ষিণ বাহুর মধ্যগত কূর্পর সন্ধির অংশস্থিত শিরা বিদ্ধ করিয়া দূষিত রক্ত নির্গত করিবার জন্য প্লীহা ও যকৃৎস্থান দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিবে। ইহাতে প্লীহা ও যকৃৎ বিনষ্ট হয়॥ ৬॥

লশুনং পিপ্পলীমূলমভয়াঞ্চৈব ভক্ষয়েৎ।
পিবেদ্ গোমূত্রগণ্ডূষং প্লীহরোগনিবৃত্তয়ে॥
প্লীহজিৎ শরপুঙ্খায়াঃ কল্কস্তক্রেণ সেবিতঃ॥ ৭॥

(১) রসুন, পিপুলমূল ও হরীতকী সমভাগে একত্র পেষণপূর্ব্বক গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে প্লীহারোগ বিনষ্ট হয়।

(২) শরপুঙ্খার মূল পেষণপূর্ব্বক তক্রের সহিত সেবন করিলে প্লীহা বিনষ্ট হয়॥ ৭॥

মাণকাদিগুড়িকা।

মান মার্গামৃতা বাসা স্থিরা সৈন্ধব চিত্রকম্।
নাগরং তালপুষ্পঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ ত্রিকার্ষিকম্॥
বিড়সৌবর্চ্চলক্ষারপিপ্পল্যশ্চাপি কার্ষিকাঃ।
এতচ্চূর্ণীকৃতং সর্ব্বং গোমূত্রস্যাঢ়কে পচেৎ॥
সান্দ্রীভূতে গুড়ং কুর্য্যাদ্ দত্ত্বা ত্রিপলমাক্ষিকম্।
যকৃৎপ্লীহোদরহরো গুল্মার্শোগ্রহণীহরঃ॥
যোগঃ পরিকরো নাম্না হ্যগ্নিসন্দীপনঃ পরঃ॥ ৮॥

মাণকাদিগুড়িকা—পুরাতন মাণকচু, আপাংমূলভস্ম, গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, শালপানি, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, শুঁঠ ও তালজটাভস্ম ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা ও বিটলবণ, সচললবণ, যবক্ষার ও পিপুল ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা। এই দ্রব্যগুলি ১৬ সের গোমূত্রে পাক করিবে, পাক শেষে নামাইবে এবং শীতল হইলে তাহাতে ২৪ তোলা মধু মিশাইয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে যকৃৎ, প্লীহা, উদর, গুল্ম, অর্শঃ ও গ্রহণী বিদূরিত হয়। অধিকন্তু কোষ্ঠ পরিষ্কার হওত অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৮॥

বৃহন্মাণকাদিগুড়িকা॥

মাণ মার্গ স্থিরা বহ্নিম্ হী নাগর সৈন্ধবম্।
তালমস্তং ক্রিমিঘ্নঞ্চ হবুষং চবিকা বচা।
বিড় সৌবর্চ্চল ক্ষার পিপ্পলী শরপুঙ্খকম্।
জীরকং পারিভদ্রঞ্চ প্রত্যেকং কর্ষকদ্বয়ম্
সার্দ্ধাঢ়কে গবাং মূত্রে পচেৎ সর্ব্বং সুচূর্ণিতম্।
সান্দ্রীভূতে ক্ষিপেদেষাং চূর্ণকং কর্ষসম্মিতম্॥
অজাজী ত্র্যূষণং হিঙ্গু যমানী পুষ্করং শটী।
ত্রিবৃদ্দন্তী বিশালা চ দত্ত্বা ত্রিপলমাক্ষিকম্॥
খাদেদগ্নিবলাপেক্ষী বুদ্ধ্বা চানুপিবেন্নরঃ।
যকৃৎ প্লীহোদরানাহ গুল্মং পাণ্ডুং সকামলম্॥
কুক্ষিশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলমরোচকম্
শোথঞ্চ শ্লীপদং হন্তি জীর্ণঞ্চ বিষমজ্বরম্॥ ৯

বৃহৎ মাণকাদি-গুড়িকা—পুরাতন মাণকচু, আপাংমূল ভস্ম, শালপানি, চিতামূল, সিজমূল, শুঠ, সৈন্ধবলবণ, তালজটাভস্ম, বিড়ঙ্গ, হবুষা, চই, বচ, বিটলবণ যবক্ষার, পিপুল, শরপুঙ্খ,

জীরা ও পালিধামাদারের মূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা এবং গোমূত্র ২৪ সের। এই দ্রব্যগুলি একত্র পাক করতঃ ঘনীভূত হইলে কৃষ্ণজীরা, শুঁঠ পিপুল, মরিচ, হিং, যমানী, কুড়, শঠী, তেউড়ী, দন্তীমূল ও রাখালশসার মূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক নামাইবে, পরে শীতল হইলে উহার সহিত ২৪ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, আনাহ, গুল্ম, ...র ও কামলা প্রভৃতি বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৯॥

চিত্রকাদি লৌহম্।

চিত্রকং নাগরং বাসাগুড়ূচী শালপর্ণিকা।
তালপুষ্পমপামার্গো মাণকং কার্ষিকত্রয়ম্॥
লৌহমভ্রকণা তাম্রং ক্ষারকৌ লবণানি চ।
পৃথক্ কর্ষাংশমেতেষাং চূর্ণমেকত্র চিক্কণম্॥
চতুঃপ্রস্থে গবাং মূত্রে পচেন্মন্দেন বহ্নিনা।
সিদ্ধশীতং সমুদ্ধৃত্য মাক্ষিকং দ্বিপলং ক্ষিপেৎ।
চিত্রকাদিরয়ং লৌহো গুল্মপ্লীহোদরাময়ম্।
যকৃতং গ্রহণী হন্তি শোথং মন্দানলং জ্বরম্॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ গুদভ্রংশং প্রবাহিকাম্॥ ১০॥

চিত্রকাদি লৌহ—চিতামূল, শুঠ বাসকমূল, গুলঞ্চ, শালপানি, তালজটাভস্ম, আপাংমূলভস্ম, ও পুরাতন মাণকচু ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা এবং লৌহ, অভ্র, পিপুল, তাম্র যবক্ষার ও পঞ্চলবণ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা। এই সমস্ত চূর্ণ /৬ সের গোমূত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। পাক শেষে শীতল হইলে ১৬ তোলা মধু নিক্ষেপ করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে স্থাপন করিবে। ইহা সেবনে গুল্ম, প্লীহা, উদরী ও যকৃৎ প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়॥ ১০॥

অভয়ালবণম্।

পারিভদ্রপলাশার্কস্নুহ্যপামার্গচিত্রকান্।
বরুণাগ্নিমন্থ বন্থ শ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ম্॥
পূতিকাস্ফোত কুটজ কোষাতক্যঃ পুনর্নবা।
সমূলপত্রশাখাশ্চ খোদয়িত্বা উদূখলে॥
তিলনালপ্রদীপ্তাগ্নিস্থদগ্ধং ভস্ম শীতলম্।
ক্ষারপ্রস্থং গৃহীত্বা তু ক্ষিপেৎ পাত্রে দৃঢ়ে নবে॥
জলদ্রোণে বিপক্কব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্।
পূর্ব্ববৎ ক্ষারকল্কেন স্রাবয়িত্বা বিচক্ষণঃ॥
প্রস্থমেকঞ্চ লবণং তদর্দ্ধঞ্চ হরীতকীম্।
তুল্যাম্বুভাগং গোমূত্রং সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥
কিঞ্চিৎ সবাষ্পসান্দ্রে চ সম্যক্ সিদ্ধেঽবতারিতে।
অজাজী ত্র্যূষণং হিঙ্গুযমানী পৌষ্করং শঠী॥
এতৈরর্দ্ধপলৈর্ভাগৈশ্চূর্ণং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ।
অভয়ালবণং নাম ভক্ষয়েচ্চ যথাবলম্॥
ব্যাধিঞ্চ বীক্ষ্য মতিমান্ অনুপানং যথাহিতম্।
যে চ কোষ্ঠগতা রোগাস্তান্ নিহন্তি ন সংশয়ঃ॥
যকৃৎপ্লীহোদরানাহ গুল্মাষ্ঠীলাগ্নিসাদজিৎ।
হন্যাচ্ছিরোঽক্ষিহৃদ্রোগং শর্করাশ্মরীনাশনম্॥ ১১॥

অভয়ালবণ—পালিধাছাল, পলাশছাল, আকন্দ, সিজের ছাল, আপাং, চিতামূল, বরুণছাল, গণিয়ারিছাল, শ্বেতপুনর্নবা, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারি, নাটা, হাফরমালী, কুড়চিছাল, ঘোষালতা ও পুনর্নবা; এই সকল দ্রব্য উদূখলে কুটিয়া একটি হাঁড়িতে স্থাপন পূর্ব্বক উহার মুখরুদ্ধ করতঃ তিলনালের কাষ্ঠদ্বারা জ্বাল দিবে। পরে ভস্ম হইলে উহা হইতে দুই সের গ্রহণ পূর্ব্বক ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ১৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার চুল্লীর উপরে স্থাপন করতঃ উহাতে সৈন্ধবলবণ ২ সের, হরীতকী ১ সের ও গোমূত্র ১৬ সের দিয়া পাক করিবে। তৎপরে ঘনীভূত হইলে নামাইয়া কৃষ্ণজীরা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হিং, যমানী, কুড় ও শঠী ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। ইহাতে যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, আনাহ ও অষ্ঠীলা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১১॥

গুড়পিপ্পলী।

বিড়ঙ্গং ত্র্যূষণং কুষ্ঠং হিঙ্গুর্লবণপঞ্চকম্।
ত্রিক্ষারং ফেনকং বহ্নিঃ শ্রেয়সী চোপকুঞ্চিকা।
তালপুষ্পোদ্ভবং ক্ষারং নাড্যাঃ কুষ্মাণ্ডকস্য চ।
অপামার্গস্য চিঞ্চায়াশ্চূর্ণানি চিক্কণানি চ॥

সর্ব্বচূর্ণং সমং দেয়ং চূর্ণমত্র কণোদ্ভবম্।
এতস্মাদ্ দ্বিগুণাচ্চূর্ণাৎ পুরাণো দ্বিগুণো গুড়ঃ।
মর্দ্দয়িত্বা দৃঢ়ে পাকে মোদকান্ সুপকল্পয়েৎ।
ভক্ষয়েদুষ্ণতোয়েন প্লীহানং হন্তি দুস্তরম্॥
যকৃতং পঞ্চগুল্মঞ্চ উদরং সর্ব্বরূপকম্।
জীর্ণজ্বরং তথা শোথং কাশং পঞ্চবিধং তথা।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতা শ্রেষ্ঠা বালানাং গুড়পিপ্পলী॥১২॥

গুড়পিপ্পলী—বিড়ঙ্গ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, হিং, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, চিতামূল, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, তাল জটাভস্ম, কুমড়াডাটাভস্ম, আপাংভস্ম ও তেতুল ছাল ভস্ম, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ একতোলা ও পিপুল চূর্ণ ২২ তোলা এবং পুরাতন ইক্ষুগুড় ৮৮ তোলা; এই সকল একত্রে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধ তোলা পরিমাণ মোদক প্রস্তুত করিবে। অনুপান উষ্ণজল। ইহা দ্বারা দুর্জ্জয় প্লীহা, যকৃৎ পঞ্চ প্রকার গুল্ম. সর্ব্বপ্রকার উদরী, জীর্ণ জ্বর, শোথ ও পঞ্চবিধ কাস নষ্ট হয়। ইহা বালক দিগের উৎকৃষ্ট ঔষধ॥ ১২॥

পিপ্পলীবর্দ্ধমানানি।

ক্রমবৃদ্ধ্যা দশাহানি দশপিপ্পলিকং দিনম্।
বর্দ্ধয়েৎ পয়সা সার্দ্ধং তথৈবাপনয়েৎ পুনঃ॥
জীর্ণেঽজীর্ণে ভুঞ্জীত ষষ্টিকং ক্ষীরসর্পিষা।
পিপ্পলীনাং সহস্রস্য প্রয়োগোঽয়ং রসায়নঃ॥
দশপৈপ্পলিকঃ শ্রেষ্ঠো মধ্যমঃ ষট্প্রকীর্ত্তিতঃ।
যস্ত্রিপিপ্পলীপর্য্যন্তঃ প্রয়োগঃ সোঽবরঃ স্মৃতঃ॥
বৃংহণং বৃষ্যমায়ুষ্যং প্লীহোদরবিনাশনম্।
বয়সঃ স্থাপনং মেধ্যং পিপ্পলীনাং রসায়নম্॥
পঞ্চপিপ্পলিকশ্চাপি দৃশ্যতে বর্দ্ধমানকঃ।
পিষ্টা তা বলিভিঃ পেয়াঃ শৃতা মধ্যবলৈর্নরৈঃ।
শীতীকৃত্য হ্রস্ববলৈর্দেহদোষাময়ান্ প্রতি॥ ১৩॥

পিপ্পলীবর্দ্ধমান—প্রথম দিবসে ১০টী পিপুল, দ্বিতীয় দিবসে ২০টী, তৃতীয় দিবসে ৩০টী চতুর্থ দিবসে ৪০টী, পঞ্চম দিবসে ৫০টী, ষষ্ঠদিবসে ৬০টী, সপ্তম দিবসে ৭০টী অষ্টম দিবসে ৮০টী, নবম দিবসে ৯০টী এবং দশম দিবসে ১০০টী পিপুল দুগ্ধের সহিত প্লীহারোগীকে সেবন করিতে দিবে। এইরূপে দশদিনে ১০০টী পিপুল সেবন করা হইলে পুনরায় প্রত্যহ ১০টী করিয়া দশদিবস পর্য্যন্ত হ্রাস করিবে এবং উক্ত নিয়মে পুনর্ব্বার ১০ দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ ১০টী করিয়া বৃদ্ধি ও হ্রাস করিবে। এইরূপে সহস্রটী পিপুল সেবন করিতে দিবে। প্রত্যহ ১০টী করিয়া বর্দ্ধিত করাকে প্রধান যোগ, ৬টী করিয় বৃদ্ধি করাকে মধ্যম যোগ এবং ৩টী করিয়া বৃদ্ধি করার নাম অধম যোগ। ৫টী করিয়া বৃদ্ধি করার নিয়মও লক্ষিতহয়। বলবান্ ব্যক্তিকে পিপুলের চূর্ণ, মধ্যবল ব্যক্তিকে পিপুলের ক্বাথ এবং দুর্ব্বল ব্যক্তিকে পিপুলের শীতল কষায় সেবন করাইবে। এইরূপে পিপুল সেবিত হইলে প্লীহা, যকৃৎ, উদরী ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া বলবীর্য্য বর্দ্ধিত হয়। বর্ত্তমান সময়ে উক্ত পরিমাণে পিপুল প্রয়োগ হয় না, এক্ষণে একটী হইতে আরম্ভ করিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে॥ ১৩॥

চিত্রকপিপ্পলী ঘৃতম্।

পিপ্পলী চিত্রকান্মূলং পিষ্ট্বা সম্যগ্ বিপাচয়েৎ।
ঘৃতং চতুর্গুণং ক্ষীরং যকৃৎপ্লীহোদরাপহম্॥ ১৪॥

চিত্রকপিপ্পলী ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ পিপুল ও চিতামূল সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ—জল ।৬ সের এবং দুগ্ধ ।৬ সের। এই ঘৃত ॥০ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে যকৃৎ প্লীহা ও উদর বিনষ্ট হয়॥ ১৪॥

পিপ্পলী ঘৃতম্।

পিপ্পলীকল্কসংযুক্তং ঘৃতং ক্ষীরং চতুর্গুণম্।
পচেৎ প্লীহাগ্নিসাদাদিযকৃদ্রোগহরং পরম্॥ ১৫॥

পিপ্পলী ঘৃত - ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ-পিপুল /১ সের, পাকার্থ-জল ।৬ সের এবং দুগ্ধ ।৬ সের। এই ঘৃত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ঈষদুষ্ণদুগ্ধ সহ পান করিলে প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য ও যকৃৎ নষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৫॥

চিত্রক ঘৃতম্।

চিত্রকস্য তুলাক্বাথে ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
আরনালং তদ্দ্বিগুণং দধিমণ্ডং চতুর্গুণম্॥

পঞ্চকোলকতালীশক্ষারৈর্লবণসংযুতৈঃ।
দ্বিজীরকনিশাযুগ্মৈর্মরিচং তত্র দাপয়েৎ।
প্লীহ গুল্মোদরাধ্মান পাণ্ডুরোগারুচি-জ্বরান্॥
বস্তিহৃৎপার্শ্ব কট্যূরু শূলোদাবর্ত্ত-পীনসান্॥
হন্যাৎ পীতং তদর্শোঘ্নং শোথঘ্নং বহ্নিদীপনম্।
বলবর্ণকরঞ্চাপি ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি॥ ১৬॥

চিত্রক ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ, তালীশপত্র, যবক্ষার, সৈন্ধব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মরিচ সমভাগে মিলিত /১ সের। কল্ক-পাকার্থ জল ।৬ সের। কাথার্থ—চিতামূল ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের শেষ ।৬ সের ও কাঁজি /৮ সের এবং দধির মাত ।৬ সের। ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় লইয়া উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে প্লীহা, গুল্ম, অরুচি, জ্বর, শূল উদাবর্ত্ত, অর্শঃ ও শোথ প্রভৃতি বিনষ্ট হয়॥ ১৬॥

রোহিতকং ঘৃতম্।

রোহিতকত্বচঃ শ্রেষ্ঠাঃ পলানাং পঞ্চবিংশতিঃ।
কোলদ্বিপ্রস্থসংযুক্তং কষায়মুপকল্পয়েৎ॥
পলিকৈঃ পঞ্চকোলৈশ্চ তৈঃ সর্ব্বৈশ্চাপি তুল্যয়া।
রোহিতকত্বচা পিষ্টৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
প্লীহাভিবৃদ্ধিং শময়েদেতদাশু প্রযোজিতম্।
তথা গুল্ম জ্বর শ্বাস ক্রিমি পাণ্ড্বকামলাঃ॥ ১৭॥

রোহিতক ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল ও শুঠ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮তোলা এবং রোহিতকছাল ৪০ তোলা। জল ।৬ সের। কাথার্থ—রোহিতক ছাল /৩।০ সের অর্দ্ধ পোয়া ও কুলশুঠ /৪ সের, পাকার্থ-জল ৫৭ সের, শেষ ।৪। সের একপোয়া। ইহা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ঈষদুষ্ণদুগ্ধসহ পান করিলে প্লীহা, গুল্ম, জ্বর, শ্বাস, ক্রিমি, পাণ্ডু ও কামলা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৭॥

মহারোহিতকং ঘৃতম্।

রোহিতকং পলশতং ক্ষোদয়েদ্ বদরাঢ়কম্।
সাধয়িত্বা জলদ্রোণে চতুর্ভাগাবশেষিতম্॥
ঘৃতপ্রস্থং সমাবাপ্য ছাগক্ষীরং চতুর্গুণম্।
তস্মিন্ দদ্যাদিমান্ কল্কান্ সর্ব্বাংস্তানক্ষসংমিতান্।
ব্যোষং ফলত্রিকং হিঙ্গু যমানী তুম্বুরুং বিড়ম্।
অজাজীকৃষ্ণলবণং দাড়িম্বং দেবদারু চ॥
পুনর্নবা বিশালা চ যবক্ষারং সপৌষ্করম্।
বিড়ঙ্গং চিত্রকঞ্চৈব হবুষা চবিকা বচা॥
এভির্ঘৃতং বিপক্বন্তু স্থাপয়েদ্ ভাজনে শুভে।
পায়য়েৎ ত্রিফলাং মাত্রাং ব্যাধিং বলমবেক্ষ্য চ॥
রসকেনাথ যূষেণ পয়সা বাপি ভোজয়েৎ।
উপযুক্তঘৃতে তস্মিন্ ব্যাধীন্ হন্যাদিমান্ বহূন্
যকৃৎপ্লীহোদরঞ্চৈব প্লীহশূলং যকৃৎ তথা।
কুক্ষিশূলঞ্চ হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলমরোচকম্॥
বিবদ্ধশূলং শময়েৎ পাণ্ডুরোগং সকামলম্।
ছর্দ্দ্যতীসারশূলঘ্নং তন্দ্রীজ্বরবিনাশনম্॥
মহারোহিতকং নাম প্লীহানং হন্তি দারুণম্॥ ১৮॥

মহারোহিতক ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ রোহিতকছাল ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের; কুলশুঠ চূর্ণ /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের, ছাগ দুগ্ধ ।৬ সের। কল্কার্থ—শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হিং, যমানী, ধনে, বিট্‌লবণ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, কৃষ্ণলবণ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, পুনর্নবা, রাখালশসার মূল, যবক্ষার, কুড়, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, হবুষা, চই ও বচ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। জল ।৬ সের। এই ঘৃত ॥০ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় মাংসরস, মুগাদির যূষ বা দুগ্ধ সহ পান করিলে যকৃৎ ও প্লীহা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৮॥

প্লীহারি রসঃ।

পারদং গন্ধকং টঙ্কং বিষং ব্যোষং ফলত্রয়ম্।
তোলকস্তু সমোপেতং জৈপালঞ্চ তদর্দ্ধকম্॥
কিংশুকস্য রসেনৈব যামমাত্রন্তু মর্দ্দয়েৎ।
গুঞ্জামাত্রাং বটীং কৃত্বাচ্ছায়ায়াং শোষয়েত্ততঃ
বটিকৈকা প্রদাতব্যা শৃঙ্গবেররসেন চ।
গুদাঙ্কুরে গুল্মশূলে প্লীহশোথে কফাত্মকে॥
উদাবর্ত্তে বাতশূলে শ্বাসকাসজ্বরেষু চ।
রসঃ প্লীহারিনামায়ং কোষ্ঠাময়বিনাশনঃ॥
আমবাতগদচ্ছেদী শ্লেষ্মাময়বিনাশনঃ।
অত্র সর্ব্বেষামর্দ্ধং জয়পালম্॥ ১৯॥

প্লীহারি রস—পারদ, গন্ধক, সোহাগা, বিষ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী ও বহেড়া; ইহা-

দের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং জয়পাল ৫ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে পলাশমূলের রসে ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। অনুপান আদার রস। ইহাদ্বারা অর্শ জন্য গুদাঙ্কুর, গুল্মশূল কফজ প্লীহাশোথ, উদাবর্ত্ত, বাতশূল, শ্বাস, কাস, জ্বর, প্লীহা, কোষ্ঠস্থ রোগ, আমবাত ও শ্লেষ্ম জন্য রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৯॥

বাসুকিভূষণো রসঃ।

সূতেন বঙ্গস্তু সমং নিযোজ্য তত্তুল্যশুল্বেন চ গন্ধকেন।
বিমর্দ্দয়েদর্করসেন যামং মৃদা চ সংলিপ্য পুটং দদীত॥
বাসারসৈস্তং পরিভাবয়েচ্চরসো ভবেদ্বাসুকিভূষণোঽয়ম্
প্লীহস্য গুল্মস্য চ শান্তয়েঽস্য বল্লঞ্চ দদ্যাদ্ বসুচূর্ণযুক্তম্॥২০॥

বাসুকিভূষণ রস—পারদ, গন্ধক, বঙ্গ ও তাম্র এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে লইয়া আকন্দ-পত্রের রসে এক প্রহর মর্দ্দন পূর্ব্বক মৃত্তিকাদ্বারা লেপন করিয়া পুটপাক দিবে। পরে বাসকের রসে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—সৈন্ধব লবণ। ইহাতে প্লীহা ও গুল্ম রোগ বিদূরিত হয়॥ ২০॥

বিদ্যাধরো রসঃ।

গন্ধকং তালকং তাপ্যং মৃতং তাম্রং মনঃশিলা।
শুদ্ধসূতঞ্চ তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্ ভাবয়েদ্দিনম্॥
পিপ্পল্যাশ্চ কষায়েণ বজ্রীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ।
বল্লঞ্চ ভক্ষয়েৎ ক্ষৌদ্রৈর্গুল্মপ্লীহাদিকং জয়েৎ॥
রসো বিদ্যাধরো নাম গোদুগ্ধঞ্চ পিবেদনু॥ ২১॥

বিদ্যাধর রস—গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, তাম্র, মনঃশিলা ও পারদ ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা লইয়া একত্রে মর্দ্দনপূর্ব্বক পিপুলের কাথ ও সিজের ক্ষীর এই উভয়ের প্রত্যেকের দ্বারা এক দিন করিয়া ভাবনা দিয়া ও মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু ও গোদুগ্ধ। ইহাতে গুল্ম ও প্লীহাদি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২১॥

রসরাজঃ।

গন্ধকেন মৃতং তাম্রং শুদ্ধ গন্ধক তুল্যকম্।
দ্বয়োঃ পাদং শুদ্ধরসং মর্দ্দয়েচ্চূর্ণদ্রবৈঃ॥
পচেদ্ গজপুটে বিদ্বান্ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ।
গুঞ্জাদ্বয়ং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈঃ প্লীহগুল্মবিনাশনম্॥
যকৃচ্ছূলং জ্বরং হন্তি কান্তিপুষ্টিবিবর্দ্ধনঃ।
রসরাজ ইতি খ্যাতো রোগবারণকেশরী॥ ২২॥

রসরাজ—গন্ধক দ্বারা মারিত তাম্র তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও পারদ অর্দ্ধ তোলা। অগ্রে পারদ ও গন্ধক কজ্জলী করিবে, পরে উহার সহিত তাম্র মিশ্রিত করিয়া ওলের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক গজপুটে পাক করিবে। তৎপরে শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ গ্রহণ করিবে। ইহা ২ রতি মাত্রায় মধুর সহিত সেবন করিলে প্লীহা, গুল্ম, যকৃৎ শূল ও জ্বর বিনষ্ট হয় এবং কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়॥ ২২॥

প্লীহান্তকোরসঃ।

হতশুল্বঞ্চ তারঞ্চ গগনায়সযুক্তিকাঃ।
দরদং পুষ্পকং সূতং গন্ধকং নবমং তথা॥
গুগ্গুলু ত্রিকটু রাস্না তথা জৈপালবীজকম্।
ত্রিফলা কটুকা দন্তী দেবদালী তু সৈন্ধবম্॥
ত্রিবৃতা তু যবক্ষারঃ বাতারিতৈলমর্দ্দিতম্।
অষ্টোদরাণি পাণ্ডুত্বমানাহং বিষমজ্বরম্॥
অজীর্ণমামং কফঞ্চ ক্ষয়ঞ্চ সর্ব্বশূলকম্।
কাসং শ্বাসঞ্চ শোথঞ্চ সর্ব্বমাশু ব্যপোহতি॥
প্লীহান্তকো রসো নাম প্লীহোদরবিনাশনঃ॥ ২৩॥

প্লীহান্তকরস—তাম্র, রৌপ্য, অভ্র, লৌহ, মুক্তা, হিঙ্গুল, রসাঞ্জন, পারদ, গন্ধক, গুগ্গুলু, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রাস্না, জয়পালবীজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কট্কী, দন্তীমূল, ঘোষালতার মূল, সৈন্ধবলবণ, তেউড়ীমূল ও যবক্ষার; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ করিয়া একত্রে এরণ্ডতৈলে মর্দ্দন পূর্ব্বক ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা সেবনে অষ্টবিধ উদর, পাণ্ডু, আনাহ, বিষমজ্বর, আমাজীর্ণ, কফ, ক্ষয়, সর্ব্বশূল, কাস, শ্বাস, সর্ব্বপ্রকার শোথ, প্লীহা ও প্লীহোদর বিনষ্ট হয়॥ ২৩॥

(১ লোকনাথো রসঃ।

পারদং গন্ধকঞ্চৈব সমভাগং বিমর্দ্দয়েৎ
মৃতাভ্রং রসতুল্যঞ্চ পুনস্তত্রৈব মর্দ্দয়েৎ॥

রসত্রিগুণলৌহঞ্চ লোহতুল্যঞ্চ তাম্রকম্।
বরাটিকায়া ভস্মাথ পারদত্রিগুণং কুরু॥
নাগবল্লীরসেনৈব মর্দ্দয়েদ্যত্নতো ভিষক্।
পচেদ্ গজপুটে ধীমান্ স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥
মধুনা পিপ্পলীচূর্ণং সগুড়াং বা হরীতকীম্।
অজাজীং বা গুড়েনৈব ভক্ষয়েদনুপানতঃ॥
যকৃদ্ গুল্মোদরহরঃ প্লীহশ্বয়থুনাশনঃ।
জীর্ণজ্বরং তথা পাণ্ডুং কামলাঞ্চ বিনাশয়েৎ॥
অগ্নিমান্দ্যঞ্চ শময়েল্লোকনাথো রসোত্তমঃ॥ ২৪॥

(১) লোকনাথ রস—শোধিত পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা লইয়া কজ্জলী করিবে, পরে উহার সহিত ১ তোলা অভ্র মিশ্রিত করিয়া পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিবে, তৎপরে লৌহ তাম্র ও কড়িভস্ম ইহাদের প্রত্যেকের ৩ তোলা করিয়া লইয়া উহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পানের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক গজপুটে পাক করিবে, এবং শীতল হইলে উদ্ধৃত করিবে। অনুপান—মধু ও পিপুল চূর্ণ বা পুরাতন গুড় ও হরীতকী অথবা পুরাতন গুড় ও জীরাচূর্ণ। ইহা দ্বারা যকৃৎ, গুল্ম, উদরী, প্লীহা শোথ, জীর্ণজ্বর, পাণ্ডু, কামলা ও অগ্নিমান্দ্য বিদূরিত হয়॥ ২৪॥

(২) লোকনাথো রসঃ।

রসগন্ধৌ সমৌ কৃত্বা মর্দ্দয়েদর্দ্ধযামকম্।
রসতুল্যং মৃতঞ্চাভ্রং দ্বিগুণং লৌহতাম্রকম্॥
তাভ্যাঞ্চ দ্বিগুণং ভস্ম কপর্দ্দকসমুদ্ভবম্।
নাগবল্লীরসৈর্যামং মর্দ্দয়েদতিনির্জ্জনে॥
ততো লঘুপুটং দত্ত্বা সুশীতং গ্রাহয়েত্তথা।
দ্বিগুঞ্জামাত্রকস্ত্রবৈঃ খদিরত্বগ রসং পিবেৎ॥
যকৃৎপ্লীহোদরং শোথমগ্নিমান্দ্যাদিকং জয়েৎ।
লোকনাথো রসো নাম সর্ব্বজ্বরবিনাশনঃ।
লৌহং তাম্রঞ্চ প্রত্যেকং রসদ্বিগুণম্।
আর্দ্রকরসেন বটীং ভক্ষয়িত্বা খদিরং জলে সংস্থাপ্য
তজ্জলং পশ্চাৎ পেয়মিতি বৃদ্ধব্যবহারঃ॥ ২৫॥

(২) লোকনাথ রস—শোধিত পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা একত্রে ৪ দণ্ড মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ অভ্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, তাম্র ২ তোলা ও কড়িভস্ম ৪ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পানের রস দ্বারা এক প্রহর কাল বাটিয়া লঘুপুটে পাক করিবে। এবং শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে লইয়া আদার রস দিয়া সেবন করতঃ খদির মিশ্রিত জল পান করিবে। ইহাতে যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, শোথ ও অগ্নিমান্দ্যাদি নষ্ট হয়॥ ২৫॥

বৃহল্লোকনাথো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং খল্লে কুর্য্যাচ্চ কজ্জলম্।
সূততুল্যং জারিতাভ্রং মর্দ্দয়েৎ কন্যকাম্বুনা॥
ততো দ্বিগুণিতং দদ্যাৎ তাম্রং লৌহং প্রযত্নতঃ।
সূতাম্রবগুণং দেয়ং বরাটীসম্ভবং রজঃ॥
কাকমাচীরসেনৈব সর্ব্বং তদ্ গোলকীকৃতম্।
ততো গজপুটে পাচ্যং স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥
শিবং সংপূজ্য যত্নেন দ্বিজাতীন্ পরিতোষ্য চ।
ভক্ষয়েদস্য চূর্ণস্য দ্বিগুঞ্জং মধুনা সহ॥
প্লীহানমগ্রমাসঞ্চ যকৃতং সর্ব্বরূপিণম্।
জীর্ণজ্বরং তথা গুল্মং কামলাং হন্তি দারুণাম্॥ ২৬॥

বৃহল্লোকনাথ রস—শোধিত পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্র মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে, পরে উহার সহিত অভ্র ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া তাম্র ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা ও কড়িভস্ম ৯ তোলা মিলিত করিয়া কাকমাচীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক গোলাকার করিবে। তৎপরে গজপুটে পাক করিয়া শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ গ্রহণ করিবে। এই চূর্ণ ২ রতি পরিমাণে মধুসহ সেবন করিলে প্লীহা, অগ্রমাস, যকৃৎ, জীর্ণজ্বর, গুল্ম ও কামলারোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৬॥

রোহিতকং লৌহম্।

রোহিতকসমাযুক্তং ত্রিকত্রয়যুতস্ত্বয়ঃ
প্লীহানমগ্রমাসঞ্চ শোথং হন্তি ন সংশয়ঃ॥ ২৭॥

রোহিতক লৌহ—রোহিতকছাল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, মুথা ও চিতামূল ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং লৌহ ১০ তোলা। এই সকল একত্র

মর্দ্দন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে প্লীহা, অগ্রমাস ও শোথ বিনষ্ট হয়॥ ২৭॥

যকৃৎপ্লীহারি লৌহম্।

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং লৌহমভ্রকম্।
তুল্যং দ্বিগুণতাম্রঞ্চ শিলা চ রজনী তথা॥
জয়পালং টঙ্কনঞ্চ শিলাজতু সমং রসাৎ।
এতৎ সর্ব্বং সমাহৃত্য চূর্ণীকৃত্য বিমিশ্রয়েৎ॥
দন্তী ত্রিবৃচ্চিত্রকঞ্চ নির্গুণ্ডী ত্র্যূষণং তথা।
আর্দ্রকং ভৃঙ্গরাজঞ্চ রসৈরেষাং পৃথক্ পৃথক্।
ভাবয়িত্বা বটীং কুর্য্যাদ্ বদরাস্থিমিতাং ভিষক্।
প্লীহানং যকৃতঞ্চৈব চিরকালানুবন্ধিনম্।
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব সর্ব্বদোষভবং তথা।
হন্ত্যাদষ্টোদরানাহ জ্বরং পাণ্ডুঞ্চ কামলাম্॥
শোথং হলীমকং হন্তি মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
যকৃৎপ্লীহারিনামেদং লৌহং জগতি দুর্লভম্॥ ২৮।

যকৃৎপ্লীহারি লৌহ—হিঙ্গুলোত্থ পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা কজ্জলী করিয়া পশ্চাৎ লৌহ ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং তাম্র, মনঃশিলা ও হরিদ্রা প্রত্যেকের ২ তোলা এবং জয়পাল, সোহাগা ও শিলাজতু ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দনপূর্ব্বক দন্তীমূল, তেউড়ী, চিতামূল, নিসিন্দা, ত্রিকটু, আদা ও ভীমরাজের রসে পৃথক্ পৃথক্ ভাবনা দিয়া কুলের আঁটির ন্যায় বটিকা করিবে। ইহা সেবনে প্লীহা, যকৃৎ উদরী, জ্বর, পাণ্ডু, কামলা, শোথ, হলীমক, মন্দাগ্নি ও অরুচি দূর হয়॥ ২৮॥

যকৃদরি লৌহম্।

দ্বিকর্ষং লৌহচূর্ণস্য গগনস্য পলার্দ্ধকম্।
কর্ষং শুদ্ধং মৃতং তাম্রং নিম্পাকাজ্জি ত্বচঃ পলম্॥
মৃগাজিনভস্ম পলং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
নবগুঞ্জাপ্রমাণেন বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্॥
যকৃৎপ্লীহোদরঞ্চৈব কামলাঞ্চ হলীমকম্।
কাসং শ্বাসং জ্বরং হন্তি বলবর্ণাগ্নি বর্দ্ধনম্॥
যকৃদরি নাম লৌহং সর্ব্বব্যাধিনিসূদনম্॥ ২৯॥

যকৃদরি লৌহ—লৌহচূর্ণ ৪ তোলা, অভ্র ৪ তোলা, তাম্র ২ তোলা, পাতিলেবুর মূলের ছাল চূর্ণ ৮ তোলা ও মৃগচর্ম্মভস্ম ৮ তোলা। এই গুলি একত্রে জলে মর্দ্দন করিয়া ৯ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা দ্বারা যকৃৎ, প্লীহা, উদরী, কামলা, হলীমক, কাস, শ্বাস ও জ্বর বিনষ্ট হয় এবং বল, বর্ণ ও অগ্নিবৃদ্ধি হয়॥ ২৯॥

মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহম্।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং জারিতাভ্রং সমং তথা।
গন্ধস্য দ্বিগুণং লৌহং মৃততাম্রং চতুর্গুণম্॥
দ্বিক্ষারং সৈন্ধবং বিড়ং বরাটীশঙ্খভস্মকম্।
চিত্রকং কুনটী তালং রামঠং কটুকা তথা॥
রোহিতং ত্রিবৃতা চিঞ্চা বিশালা ধলমর্কটম্।
অপামার্গং তালজটামন্নিকা চ নিশাদ্বয়ম্॥
প্রিয়ঙ্গুরিন্দ্রযবং পথ্যা চাজমোদা যমানিকা।
তুথকং শরপুঙ্খা চ যকৃন্মর্দ্দো রসাঞ্জনম্॥
প্রত্যেকং শাণমানেন ভাবয়েদার্দ্রকদ্রবৈঃ।
গুড়ূচ্যাঃ স্বরসেনাপি মধুনঃ কুড়বার্দ্ধকং॥
বটিকাং কারয়েদ্বৈদ্যো গুঞ্জাষ্টপ্রমিতাং পুনঃ।
অনুপানং প্রদাতব্যং বুদ্ধ্বা দোষানুসারতঃ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বরোগকুলান্তকম্।
প্লীহানং জ্বরমুগ্রঞ্চ কাসঞ্চ বিষমজ্বরম্।
আমবাতং যকৃচ্ছূলং শ্বাসমর্শঃশিরোরুজম্।
গুল্মশোথোদরানাহমগ্রমাংসং যকৃৎ ক্ষয়ম্॥
সকামলং পাণ্ডুরোগমুদরঞ্চ সুদারুণম্।
রোগানীকবিনাশায় কেশরী করিণো যথা।
মৃত্যুঞ্জয়ো মহালৌহঃ প্লীহগুল্মবিনাশনঃ।
প্রাণিনাম্ভ হিতার্থায় শম্ভুনা পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ৩০॥

মহামৃত্যুঞ্জয় লৌহ—পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা উভয়ে কজ্জলী করিয়া উহার সহিত অভ্র ১ তোলা, লৌহ ২ তোলা, তাম্র ৪ তোলা এবং যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব, বিট্‌লবণ, কড়িভস্ম, শঙ্খভস্ম, চিতামূল, মনঃশিলা, হরিতাল, হিং কট্কী, রোহিতকছাল, তেউড়ী, তেঁতুলছাল-ভস্ম, রাখালশসার মূল, ধলা আঁকড়ার মূল, আপাংভস্ম, তালজটাভস্ম, অম্লবেতস, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা. প্রিয়ঙ্গু, ইন্দ্রযব, হরীতকী, বনযমানী, যমানী, তুঁতে, শরপুঙ্খ, রোহিতকছাল ও রসাঞ্জন; ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা মিশ্রিত

করিয়া লইবে। অনন্তর মর্দ্দনপূর্ব্বক আদা ও গুলঞ্চের রসে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া ও ৬ তোলা মধু দ্বারা মর্দ্দন করিয়া ৮রতিপরিমিত বটিকা করিবে। এই ঔষধ দোষানুযায়ী অনুপান সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা প্রাতঃকালে সেবনে প্লীহা, জ্বর, কাস, বিষমজ্বর, আমবাত, যকৃৎ, শূল, অর্শঃ, শিরোরোগ, গুল্ম, শোথ, উদরী, আনাহ ও অগ্রমাস প্রভৃতি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয় ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বেশ্বর লৌহম্।

শুদ্ধসূতং পলং গন্ধং দ্বিপলন্তু লতাভ্রকম্।
ত্রিপলং মৃততাম্রঞ্চ পলার্দ্ধং স্বর্ণমাক্ষিকম্ ॥
জৈপালং চিত্রকং মাণং শূরণং ঘণ্টকর্ণকম্।
গ্রন্থিকং ত্রিফলা ব্যোষং ত্রিবৃতা খরমঞ্জরী ॥
দণ্ডোৎপলা বৃশ্চিকালী কুলিশং নাগদন্তিকা।
সূর্য্যাবর্ত্তঞ্চ সংচূর্ণ্য কর্ষমাত্রং বিমর্দ্দয়েৎ ॥
আর্দ্রকস্য রসেনৈব চূর্ণয়িত্বা পুনঃ ক্ষিপেৎ।
ত্রিপলং লৌহচূর্ণস্য ততঃ খাদেৎ শুভেঽহনি ॥
সংপূজ্য ভাস্করং বিষ্ণুং গণনাথং দ্বিজোত্তমম্।
মাষমাত্রঞ্চ মধুনা কৃত্বা শীতজলং পিবেৎ ॥
চূর্ণং সর্ব্বেশ্বরং নাম সর্ব্বরোগহরং ভবেৎ।
কঠোরপ্লীহনাশায় গুল্মোদরহরং তথা ॥
কামলাং পাণ্ডুমানাহং যকৃৎ ক্রিমিকৃতাময়ান্।
বিচর্চীমম্লপিত্তঞ্চ কণ্ডূং কুষ্ঠং বিনাশয়েৎ ॥
প্লীহানমগ্রপিত্তঞ্চাপ্যগ্নিমান্দ্যং সুদুস্তরম্।
শ্রীকরং কান্তিজননং শুক্রায়ুর্ব্বলবর্দ্ধনম্ ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বেশ্বর লৌহ—পারদ ৮ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা একত্রে কজ্জলী করিয়া উহার সহিত অভ্র ১৬ তোলা, তাম্র ২৪তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা এবং জয়পাল, চিতামূল, পুরাতন মাণ, ওল, ঘেঁটুকোল, পিপুলমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, তেউড়ীমূল, আপাং, থুলকুড়িশাক, বিছাটীমূল, হাড়জোড়া, নাগদন্তী ও হুড়্‌হুড়ে; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া আদার রসে পেষণ করতঃ উহার সহিত লৌহচূর্ণ ২৪ তোলা মিলিত করিয়া পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিবে। এই চূর্ণ ৬ রতি পরিমাণে মধু ও শীতল জলের সহিত সেবন করিলে প্লীহা, গুল্ম, উদরী, কামলা, আনাহ ও যকৃতাদি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩১ ॥

যকৃৎপ্লীহারি লৌহম্।

লৌহার্দ্ধমভ্রকং শুদ্ধং সূতমপ্যর্দ্ধভাগিকম্।
ত্রিগুণাময়সম্ভূর্ণাৎ ত্রিফলামভ্রকান্তথা ॥
দ্বিরষ্টবারিণো ভাগমবশিষ্টন্তু কারয়েৎ।
তেন চাষ্টাবশিষ্টেন সমেনাজ্যেন যত্নতঃ ॥
রসেন বহুপুত্রায়া দ্বিগুণক্ষীরসংযুতম্।
লৌহপাত্রে পচেদ্ দর্ব্ব্যা লৌহপাত্রাভিধানতঃ ॥
অভ্রকং নিহিতং শুদ্ধং পারদঞ্চ সুমূর্চ্ছিতম্।
অয়সোঽর্দ্ধমিতং চূর্ণমাদৌ পাকে বিনিক্ষিপেৎ।
কন্দং কপালিকাং চব্যং বিড়ঙ্গং সবৃহদ্দলম্।
শরপুঙ্খা চ পাঠা চ চিত্রকং সমহৌষধম্ ॥
লবণানি চ সর্ব্বাণি সক্ষারং বৃদ্ধদারকম্।
দীপ্যকঞ্চ তথা সিজং লৌহাভ্রকসমং ক্ষিপেৎ ॥
প্লীহোদরযকৃদ্‌গুল্মান্ হন্তি শস্ত্রাগ্নিভির্বিনা।
প্রযোজ্যোঽয়ং মহাবীর্য্যো লৌহো লৌহবিদাং বরৈঃ ॥
প্লীহোদরবিনাশায় দদ্যাদ্ দ্বে দ্বে পুটে পৃথক্ ॥ ৩২ ॥

যকৃৎপ্লীহারি লৌহ—লৌহ ৪ তোলা, অভ্র ২ তোলা, রসসিন্দুর ২ তোলা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের প্রত্যেকের ১২ তোলা এবং অভ্র ৪ তোলা। পাকার্থ জল ১৬৮ তোলা, শেষ ৯৬ তোলা এবং উহার সহিত ঘৃত ৯৬ তোলা, শতমূলীর রস ৯৬ তোলা ও দুগ্ধ ১৯২ তোলা। এই দ্রব্যগুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া লৌহদর্ব্বীদ্বারা পাক করিতে থাকিবে, পরে ওল, গুড়কামাই, চই, বিড়ঙ্গ, পটিকালোধ, শরপুঙ্খা আকনাদি, চিতামূল, শুঠ, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, বিদ্ধড়ক যমানী ও সিজের মূল; ইহাদের প্রত্যেকের ৬ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করতঃ উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। তদনন্তর শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া দুইবার পুট পাক দিয়া ঔষধ গ্রহণ করিবে। ইহা দ্বারা প্লীহা, উদর, যকৃৎ ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩২ ॥

মহাদ্রাবকোরসঃ।

যবক্ষারস্ত ভাগৌ দ্বৌ স্ফটিকারে ত্রয়ো মতাঃ।
একীকৃত্য প্রপিষ্যাপি মূত্রৈর্ব্বৎসতরী-ভবৈঃ ॥

শুষ্কং কৃত্বা ক্ষিপেৎ পাত্রে সৈসকে বস্ত্র লেপিতে।
অন্য-সীসক-পাত্রস্থ বিমুখং মেলয়েদ্বুধঃ॥
বৃদ্ধ-বৈদ্যোপদেশেন পচেৎ পাত্রদ্বয়ৌষধম্।
ততো জ্বালঃ ধৃতঃ স্থাপ্যং পাত্রান্তং লভতে রসম্॥
ততোরসং বিনিষ্কৃষ্য স্থাপয়েৎ স্নিগ্ধভাজনে।
লবঙ্গেন বটীং খাদেদথবা মৃত তাম্রকৈঃ॥
প্লীহাদি স্থূল রোগেষু দাপয়েদ্রক্তিকাং ভিষক্।
দূরীকরোতি রোগঞ্চ মহাদ্রাবক সংজ্ঞকঃ॥
শ্বিত্রেচ দদ্রুরোগে চ প্রলেপং দ্রাবকস্য চ।
বহ্নিবজ্জ্বলনং তস্য দধি দত্ত্বা প্রলেপয়েৎ॥ ৩৩॥

মহাদ্রাবকরস—যবক্ষার ২ ভাগ এবং ফিট্‌কারী ৩ ভাগ একত্রে বৎসতরীর মূত্রে পেষণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ বস্ত্র লিপ্ত সীসক পাত্রে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উপরিভাগে অন্য একটী অধোমুখী সীসক পাত্র স্থাপন করিয়া উভয়ের মুখ বদ্ধ করিবে। পরে অগ্নি সন্তাপে জ্বাল দিয়া পাত্রস্থ রস গ্রহণ পূর্ব্বক স্নিগ্ধ পাত্রে স্থাপন করিবে। এই ঔষধ লবঙ্গ চূর্ণ বা মারিত তাম্র চূর্ণ সহ প্রয়োজ্য। পরিমাণ ১ রতি। ইহাতে প্লীহা, গুল্ম, যকৃৎ ও স্থৌল্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। শ্বিত্র ও দদ্রু রোগে ইহার প্রলেপ দিবে। প্রলেপে অত্যন্ত দাহ হইয়া থাকে, এজন্য প্রথমতঃ দধি মর্দ্দন করিয়া পশ্চাৎ উহার প্রলেপ প্রদান করিবে॥ ৩৩॥

মহাদ্রাবকম্।

বৃষশ্চিত্রমপামার্গশ্চিঞ্চা কুষ্মাণ্ডনাড়িকা।
স্নুহী তালস্য পুষ্পঞ্চ বর্ষাভূর্বেতসং তথা।
এতেষাং ক্ষারমাহৃত্য লিম্পাকস্বরসেন চ।
ক্ষালয়িত্বা ক্ষারতোয়ং বস্ত্রপূতঞ্চ কারয়েৎ॥
চণ্ডাতপেন সংশোষ্য গ্রাহ্যং তদ্দ্রবণোচিতম্।
এতস্য দ্বিপলং গ্রাহ্যং যবক্ষারপলদ্বয়ম্॥
স্ফটিকারিপলঞ্চৈব নরসারপলং তথা।
পলার্দ্ধং সৈন্ধবং গ্রাহ্যং টঙ্কনং তোলকদ্বয়ম্॥
কাসীসং তোলকঞ্চৈব মুদ্রাশঙ্খঞ্চ তোলকম্।
দারুমোচং কর্ষকঞ্চ তোলং সমুদ্রফেনকম্॥
সর্ব্বমেকত্র সংচূর্ণ্য বকযন্ত্রেণ সাধয়েৎ।
মহাদ্রাবকমেতদ্ধি যোজ্যঞ্চ রসজারণে॥
হন্তি গুল্মাদিকান্ রোগান্ যকৃৎপ্লীহোদরাণি চ॥৩৪॥

মহাদ্রাবক—বাসক, চিতামূল, আপাং, তেঁতুলছাল, কুমড়ার ডাঁটা, সিজমূল, তালজটা, পুনর্নবা ও বেতসবৃক্ষ; এই সকল দ্রব্যের ক্ষার পাতিলেবুর রসে মিশ্রিত করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। উক্ত নিয়মে শুষ্কীকৃত ক্ষার ১৬ তোলা, যবক্ষার (সোরা) ১৬ তোলা, ফিটকারী ৮ তোলা, নিশাদল ৮ তোলা, সোহাগার খৈ ২ তোলা, হীরাকস ১ তোলা, মুদ্রাশঙ্খ ১ তোলা, সেকো বিষ ২ তোলা এবং সমুদ্রফেন ১ তোলা। এই দ্রব্যগুলি চূর্ণ করতঃ বকযন্ত্রে চুঁয়াইয়া লইবে। ইহার রস জারণে প্রযোজ্য। এই ঔষধ উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে যকৃৎ, প্লীহা, উদর ও গুল্মাদি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩৪॥

শঙ্খদ্রাবকঃ।

অর্কঃস্নুহী তথা চিঞ্চা তিলারগ্বধচিত্রকম্।
অপামার্গভস্মসমং বস্ত্রপূতং জলং হরেৎ॥
মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ তত্তু তাবল্লবণতং গতম্।
লবণেন সমৌ গ্রাহ্যৌ দ্বৌ ক্ষারৌ টঙ্কনং তথা॥
সমুদ্রফেনং গোদন্তং কাসীসং সোরকাতথা।
দ্বিগুণং পঞ্চলবণং মাতুলুঙ্গরসেন চ॥
কাচকুপ্যান্তু সপ্তাহং বাসয়েদম্লযোগতঃ।
শঙ্খচূর্ণপলং দত্ত্বা বারুণীবন্ত্রমুদ্ধরেৎ॥
সর্ব্বধাতূন্হরেচ্ছীঘ্রং বরাটীশঙ্খকাদিকান্।
রোগাণামুদরাদীনাং সদ্যোনাশকরঃ পরঃ॥ ৩৫॥

শঙ্খদ্রাবক—আকন্দছাল, সিজমূল, তেঁতুলছাল, তিলকাষ্ঠ, সোদালছাল, চিতা ও আপাং এই দ্রব্যগুলির ভস্ম সমভাগে লইয়া জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। তদনন্তর ক্ষারজল যে পর্য্যন্ত লবণত্ব প্রাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। উক্ত নিয়মে প্রস্তুত লবণ ২ তোলা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, সমুদ্রফেন, গোদন্ত, হরিতাল, হীরাকস ও সোরা ইহাদের প্রত্যেক ২ তোলা এবং পঞ্চলবণ প্রত্যেকে ৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া টাবা-

লেবুর রসের সহিত কাচকূপীর মধ্যে পূরিয়া সপ্তাহকাল রাখিয়া দিবে। তৎপরে উহার সহিত শঙ্খচূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করতঃ চুয়াইয়া লইবে। ইহা সেবনে প্লীহা, যকৃৎ ও উদরাদি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৫ ॥

শঙ্খদ্রাবকো রসঃ।

যোগিনীভৈরবাভ্যাঞ্চ বলিমাদৌ প্রদাপয়েৎ।
পশ্চাদ্ যন্ত্রঞ্চ কর্ত্তব্যমেবাহ পরমেশ্বরী ॥
রসঃ শঙ্খদ্রবো নাম শম্ভুদেবেন ভাবিতঃ।
গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং গুহ্যমিদানীং কথ্যতে ময়া ॥
শঙ্খচূর্ণং যবক্ষারং সর্জ্জিকাক্ষার টঙ্কনম্।
সমঞ্চ পঞ্চলবণং স্ফটিকারি-নিশাদলঃ।
কাচকূপ্যাং ততঃ ক্ষিপ্ত্বা বারুণীযন্ত্রমুদ্ধরেৎ।
যামার্দ্ধং দ্রাবয়ত্যেব শঙ্খশুক্তি-বরাটকান্ ॥
অর্শাংসি নাশয়েৎ ষট চ মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীস্তথা।
উদরাষ্টবিধং হন্তি গুল্মপ্লীহোদরাণি চ ॥
অজীর্ণং নাশয়েচ্ছীঘ্রং গ্রহণীঞ্চ বিসূচিকাম্।
ভুক্তশেষে চ ভোক্তব্যো মাষমাত্রো রসোত্তমঃ ॥
ক্ষণমাত্রাদ্ ভবেদ্ভস্ম পুনর্ভোজনমিচ্ছতি।
প্রত্যহং ভোজনান্তে চ সংসেব্যোঽয়ং রসোত্তমঃ ॥
ন রুজায়াং ভয়ং কাপি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্ ॥
ন দেয়ং যস্য কস্যাপি সদা গোপ্যঞ্চ কারয়েৎ।
রসঃ শঙ্খদ্রবো নাম বৈদ্যানামুপকারকঃ ॥ ৩৬ ॥

শঙ্খদ্রাবক রস—শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, ফিট্‌কারী ও নিশাদল এই বস্তুগুলি সমভাগে লইয়া কাচকূপীতে নিক্ষেপ করিয়া বারুণীযন্ত্রে চুয়াইয়া লইবে। এই ঔষধ ভোজনান্তে ১ মাষা পরিমাণে সেবন করিলে পুনর্ব্বার ভোজনের অভিলাষ হয় এবং মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, উদরী, গুল্ম ও প্লীহোদর প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

মহাদ্রাবকোরসঃ।

শুদ্ধং কাঞ্চনমাক্ষিকং মৃদুতরং কাংস্যাভিধং তত্তথা। সিন্ধূত্থং বিমলং রসাঞ্জনবরং ফেনঃ সমুদ্রোদ্ভবঃ ॥ ক্ষারৌ সর্জ্জিকসাম্ভলৌ সুবিমলৌ ভাগাস্ত্বমীষাং সমাঃ। সপ্তানাং সদৃশস্তু টঙ্কনমিহাম্ভার্দ্ধো নৃসারঃ সিতঃ ॥ তত্তুল্যা স্ফটিকারিকা ত্রিসদৃশঃ শুক্লোযবক্ষারঃ। কাসীসত্রিতয়ং যবাগ্রজসমং সংচূর্ণ্য সর্ব্বং ক্ষিপেৎ ॥ পাত্রে কাচময়ে মৃদম্বরবৃতে যন্ত্রে বকাখ্যে ভিষক্। কালেন ক্রমবর্দ্ধিনাত্যবহিতোহমীষাং রসং পাতয়েৎ ॥ যোহদ্রাগ্ ভস্মবরাটিকাং প্রকুরুতে সোঽয়ং মহাদ্রাবকঃ। কো বক্তুং প্রভবেদমুষ্য নিতরাং সম্যগ্ গুণানদ্ভুতান্ ॥ এতদ্ বল্লচতুষ্টয়ং সহ গিলেৎ শুণ্ঠ্যা লবঙ্গেন বা। তৎপশ্চাৎ পরিভাবিতং বহুগুণং তাম্বুলকং ভক্ষয়েৎ ॥ প্রাসঙ্গ্যাৎ কথয়ামি তান্ শৃণু গুণানস্যৈব কাংশ্চিৎপরান্। নিঃশেষং বিনিহন্ত্যসৌ চিরভবান্যষ্টোদরাণি ধ্রুবম্ ॥ গুল্মং পাণ্ডুহলীমকং সুকঠিনামষ্ঠীলিকাং কামলাং। মন্দাগ্নিং বিষমাগ্নিতাং বহুবিধান্ শোথাংশ্চ শূলানপি ॥ সর্ব্বার্শাংসিভগন্দরানথপুনঃপক্তৈব কাসাংস্তথা হিক্কাশ্লীপদকোষবৃদ্ধিমরুচিব্যাধিং মহাদারুণম্ ॥ নব্যং বা চিরজং জ্বরং বহুবিধং ছর্দ্দিং ক্রিমীন্ বিংশতি যক্ষ্মাণং চিরজাতবাত পিড়কা বিসর্প বিস্ফোটকম্ ॥ উন্মাদং স্বরভেদ মর্ব্বুদমপি স্বেদঞ্চ হৃৎপাণিজং। জিহ্বাস্তম্ভগলগ্রহং চিরভবং গ্রীবারুজামুদ্ধগাম্ নাসাকর্ণশিরোঽক্ষিবক্ত্রপদান্ ক্ষুদ্রাময়াংশ্চাপরান্ ॥ কুষ্ঠাদেব চিরোত্থিতান্ বহুবিধানন্যাংশ্চ রোগানপি। একঃ স্যাদপরো হি টঙ্কনমুখৈর্দ্রব্যৈঃ পরৈঃ সপ্তকৈঃ ॥ অন্যস্তু স্ফটিকারি টঙ্কন যবক্ষারাগ্র কাসীসকৈঃ। জানীয়াদ্ গুরুতো বিভাগ মনয়োর্যন্ত্রাদিকং চাপরম্ ॥ নির্দ্দিষ্টাস্ত্রয় এব ভেষজবরাঃ স্বল্পো মহান্ মধ্যমঃ। টঙ্কনাদি কাসীসান্তৈঃ সপ্তদ্রব্যৈর্মধ্যমঃ ॥ স্ফটিকারিকাসীসান্তচতুর্দ্রব্যৈঃ স্বল্পঃ। স্বর্ণমাক্ষিকাদিকাসীসত্রিতয়ান্তৈর্মহান্ ॥ ৩৭

মহাদ্রাবক রস—দ্রাবক তিন প্রকার মহৎ, মধ্যম ও স্বল্প দ্রাবক। বিশুদ্ধ স্বর্ণমাক্ষিক, কাংস্য মাক্ষিক, সৈন্ধব লবণ, রসাঞ্জন, সমুদ্রফেন, সাচিক্ষার ও সাম্ভলক্ষার; ইহাদের প্রত্যেকের ৭ তোলা, সোহাগা ৭ তোলা, নিশাদল ৩।০ তোলা, ফিটকারী ৩।০ তোলা এবং যবক্ষার ধাতুকাসীস, পুষ্পকাসীস ও হীরাকস ইহাদের প্রত্যেকের ১৪ তোলা। এই দ্রব্যগুলি কুট্টিত বস্ত্র মিশ্রিত মৃত্তিকা লিপ্ত কাচপাত্রে রাখিয়া বকযন্ত্রে চুয়াইয়া রস গ্রহণ করিবে। ইহাকে মহাদ্রাবক বলে। সোহাগা ৭ তোলা, নিশাদল ৩।০ তোলা, ফিট্‌কারী ৩।০ তোলা এবং যবক্ষার, ধাতুকাসীস, পুষ্পকাসীস ও হীরাকস

ইহাদের প্রত্যেকের ১৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য লইয়া উক্ত নিয়মে রস প্রস্তুত করিলে ইহাকে মধ্যমদ্রাবক বলে। সোহাগা ৭ তোলা, ফিট্‌কারি ৩।০ তোলা এবং যবক্ষার ও হীরাকস প্রত্যেকের ১৪ তোলা। এই দ্রব্য চতুষ্টয়ের দ্বারা উক্ত নিয়মে যন্ত্রে রস চুয়াইয়া লইলে স্বল্পদ্রাবক বলে। সহপান শুঠ বা লবঙ্গ চূর্ণ। অনুপান—পানের রস। ইহা সেবনে প্লীহা, যকৃৎ, উদর, শোথ, শূল ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়॥ ৩৭॥

মহাশঙ্খদ্রাবকঃ।

চিঞ্চাশ্বথঃ স্নুহীস্বর্কোহপামার্গশ্চ হি পঞ্চমঃ।
পৃথগ্‌ ভস্মজলং কৃত্বা তুল্যত্ব্য লবণানি চ॥
টঙ্কনঞ্চ যবক্ষারং সর্জ্জং লবণপঞ্চকম্।
রামঠং তালকঞ্চৈব লবঙ্গং নরসাদরম্॥
জাতীফলঞ্চ গোদন্তং তাপ্যং গন্ধরসং তথা।
বিষং সমুদ্রফেনঞ্চ সোহরা স্ফটিকারিকা॥
শঙ্খচূর্ণং শঙ্খনাভিচূর্ণং পাষাণসম্ভবম্।
মনঃশিলা চ কাসীসং সমভাগঞ্চ কারয়েৎ॥
ভাব্যান্তে বেতসরসৈঃ কাচকূপ্যাং ক্ষিপেত্ততঃ।
অত্র দ্রব্যঞ্চ তদ্দত্বা উষ্ণস্থানে চ ধারয়েৎ॥
বস্ত্রেণাচ্ছাদিতস্তাবৎ যাবৎ স্যাৎ সপ্তবাসরম্।
পশ্চান্মন্দাগ্নিনা দেয়ং বারুণীযন্ত্রমুদ্ধরেৎ॥
কাচকূপ্যাং জলং ধার্য্যং রক্ষয়েদ্‌ যত্নতঃ সুধীঃ।
গুঞ্জৈকং পর্ণখণ্ডেন প্রত্যহং ভক্ষয়েন্নরঃ॥
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং প্লীহমজীর্ণং গ্রহণীগদম্।
রক্তপিত্তং জ্বরং গুল্মমর্শাংসি চ বিনাশয়েৎ॥
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ শূলমষ্টবিধং তথা।
আমবাতং বাতরক্তং খঞ্জবাতং ধনুস্তথা॥
উদরাময়মানঞ্চ স্থূলতাং ক্রিমিকোষ্ঠতাম্।
বাতপিত্ত-কফান্‌ সর্ব্বান্নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥
ভুক্ত্বা চ কণ্ঠপর্য্যন্তং গুঞ্জৈকঞ্চ রসং লিহেৎ।
তৎক্ষণাৎ কারয়েদ্ভস্ম তৃণরাশিমিবানলঃ॥
যাবার্দ্ধং দ্রাবয়েৎ সর্ব্বং শঙ্খশুক্তিবরাটকম্।
পূর্ব্বোক্তবিধিনা তত্র দদ্যান্নিশি চতুষ্পথে।
যোগিনীভৈরবাভ্যাঞ্চ বলিং মাষতিলান্বিতম্।
মহাশঙ্খদ্রবো নাম্না শম্ভুদেবেন ভাষিতঃ॥
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং গোপ্যং পুত্রস্যাপি ন কথ্যতে।
লোকানাং কৌতুকাৎ কর্ত্তা প্রকাশ্যং রাজসন্নিধৌ॥৩৮

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং প্লীহযকৃদধিকারঃ।

মহাশঙ্খদ্রাবক—তেঁতুলছাল, অশ্বত্থছাল, সিজের ছাল, আকন্দছাল ও আপাং ইহাদের এক একটী দ্রব্যের ভস্ম দ্বারা ক্ষার জল প্রস্তুত পূর্ব্বক অগ্নি সন্তাপে পৃথক্‌ রূপে লবণ প্রস্তুত করিয়া, এই লবণের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং ইহার সহিত সোহাগা, যবক্ষার, সাচিক্ষার, পঞ্চলবণ, হিং, হরিতাল, লবঙ্গ, নিশাদল, জাতীফল, গোদন্তহরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, গন্ধবোল, বিষ, সমুদ্রফেন, সোরা, ফিট্‌কারী, শঙ্খচূর্ণ, শঙ্খনাভিচূর্ণ, প্রস্তরচূর্ণ, মনঃশিলা ও হীরাকস; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া বেতসের রসে ভাবনা দিয়া কাচকূপীতে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে ৭ দিন পর্য্যন্ত বস্ত্রাবৃত করিয়া উষ্ণস্থানে রাখিয়া পশ্চাৎ মন্দাগ্নিতে বারুণী যন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ রতি মাত্রায় পানের সহিত প্রত্যহ সেবন করিলে গুল্ম, যকৃৎ ও প্লীহাদি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত আগ্নেয়॥ ৩৮॥

ইতি প্লীহা-যকৃদ্‌রোগ-চিকিৎসা।

অথ শোথাধিকারঃ।

-:*:-

লঙ্ঘনং পাচনং শোথে শিরঃকায়-বিরেচনম্।
বমনঞ্চ যথাসন্নং যথাদোষং প্রকল্পয়েৎ॥
স্নেহোত্থে বাতিকে শোথে বদ্ধ বিট্‌কে নিরূহণম্।
পয়োঘৃতং পৈত্তিকে তু কফজে রুক্ষণং ক্রমঃ॥ ১॥

(১) শোথরোগে দোষানুসারে লঙ্ঘন, পাচন, নস্য, বিরেচন ও বমন প্রয়োগ করিবে।

(২) বায়ুজনিত শোথে স্নেহ এবং মলবদ্ধ থাকিলে নিরূহণ, পৈত্তিকশোথে দুগ্ধ ও ঘৃত-পান এবং কফজ শোথরোগে রূক্ষক্রিয়া প্রয়োগ করিবে ॥ ১ ॥

অথামজং লঙ্ঘন-পাচন-ক্রমৈ-
র্বিশোধনৈরুল্বণদোষমাদিতঃ।
শিরোগতং শীর্ষবিরেচনৈরধো-
বিরেচনৈরূর্দ্ধং হরেত্তথোর্দ্ধগম্॥
উপাচরেৎ স্নেহভবং বিরুক্ষণৈঃ
প্রকল্পয়েৎ স্নেহবিধিঞ্চ রুক্ষিতে॥ ২॥

আমজ শোথরোগে লঙ্ঘন ও পাচন, উল্বণ দোষে (অর্থাৎ দোষ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে তদবস্থায়) শোধনক্রিয়া, শিরোগত শোথে নস্য, দেহের অধোদেশস্থ শোথে বিরেচন, ঊর্দ্ধদেশস্থ শোথে বমন, স্নেহক্রিয়া-জনিত শোথে রূক্ষক্রিয়া এবং রূক্ষক্রিয়া-জনিত শোথে স্নেহ বিধান করিবে ॥ ২ ॥

দশমূলং সদা শস্তং বাতশোথে বিশেষতঃ।
বাতজে তৈলমেরণ্ডং বিড়্গ্রহে পয়সা পিবেৎ॥৩॥

বাতজনিত শোথে দশ মূল বিশেষ হিতকর, বিশেষতঃ উহাতে মলবদ্ধ থাকিলে দুগ্ধের সহিত ভেরেণ্ডার তৈল পান করিতে দিবে ॥ ৩ ॥

গোমূত্রস্য প্রয়োগো বা শীঘ্রং শ্বয়থুনাশনঃ।
যবাগূর্মাণকন্দস্য প্রায়শশ্চাতিশোথজিৎ॥ ৪॥

গোমূত্র পান করিলে অথচ মানকচুর যবাগূ পান করিলে প্রবল শোথরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

সিংহাস্যাদিঃ।

সিংহাস্যামৃতভণ্টাকী কাথং কৃত্বা সমাক্ষিকম্।
পীত্বা শোথং জয়েজ্জন্তুঃ শ্বাসং কাসং জ্বরং বমিম্॥ ৫॥

সিংহাস্যাদি কষায়—বাসক, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী, এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই কষায় প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু দিয়া পান করিলে শোথ, শ্বাস, কাস, জ্বর, ও বমি বিনষ্ট হয় ॥ ৫

পুনর্নবাষ্টকঃ।

পুনর্নবা-নিম্ব পটোল-শুণ্ঠী-
তিক্তামৃতাদার্ব্বভয়া-কষায়ঃ।
সর্ব্বাঙ্গ-শোথোদর-পার্শ্বশূল-
শ্বাসান্বিতং পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥ ৬॥

পুনর্নবাষ্টক কাথ—পুনর্নবা, নিমছাল, পলতা, শুন্ঠি, কট্কী, গুলঞ্চ, দেবদারু ও হরীতকী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ—জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা, যথাবিধানে এই কাথ প্রস্তুত করিয়া পান করিলে সর্ব্বাঙ্গগত শোথ, উদর, পার্শ্বশূল, শ্বাস ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যোগানি।

বিল্বপত্ররসং পাতুং শোষণং শ্বয়থৌ ত্রিজে।
বিট্সঙ্গে চৈব চূর্ণাম্নি বিদধ্যাৎ কামলাসু চ॥ ৭॥

যোগসমূহ—বেলপাতার রস মরিচচূর্ণ সহ সেবন করিলে ত্রিদোষজ শোথ, মলবদ্ধতা, অর্শঃ ও কামলারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ভূনিম্ব বিশ্ব কল্কং জগ্ধা পেয়ঃ পুনর্নবাকাথঃ।
অপহরতি নিয়তমাশু শোথং সর্ব্বাঙ্গিকং নৃণাম্॥ ৮॥

চিরতা ও শুঠ পেষণপূর্ব্বক পুনর্নবার কাথের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বাঙ্গগত শোথ শীঘ্রই বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

শোথঘ্নং কোকিলাক্ষস্য ভস্ম-মূত্রেণ বাম্ভসা।
স্থলপদ্মময়ং কল্কং পয়সালোড্য পায়য়েৎ।
প্লীহাময়হরঞ্চৈব সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গশোথজিৎ॥ ৯॥

(১) কুলেখাড়া ভস্ম করিয়া তাহা গো-মূত্রের সহিত অথবা জলের সহিত সেবন করিলে শোথরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) মাণকচু পেষণ পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে প্লীহারোগ সর্ব্বাঙ্গ-গত শোথ ও একাঙ্গগত শোথ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৯ ॥

মাণমণ্ডঃ।

পুরাণং মাণকং পিষ্ট্বা দ্বিগুণীকৃত-তণ্ডুলম্।
সাধিতং ক্ষীরতোয়াভ্যামভ্যসেৎ পায়সন্তু তৎ॥
হন্তি বাতোদরং শোথং গ্রহণী পাণ্ডুতামপি।
সিদ্ধো ভিষগ্ভির্ন্নাখ্যাতঃ প্রয়োগোঽয়ং নিরত্যয়ঃ॥ ১০ ॥

মাণমণ্ড—পুরাতন মাণকচু চূর্ণ ১ তোলা, আতপতণ্ডুলচূর্ণ ২ তোলা, দুগ্ধ ৮ তোলা এবং জল ৩২ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া পায়স প্রস্তুত করতঃ সেবন করিলে বাতোদর, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়॥ ১০ ॥

স্বেদ-যোগঃ।

পুনর্নবা নিম্বপত্রং নিষ্পাব-পারিভদ্রকে।
এতৈশ্চ পুটসংস্বেদঃ শোথং হন্তি সুদারুণম্॥
অপামার্গঃ কোকিলাক্ষো নির্গুণ্ডী বিজয়া তথা।
এতৈরপি পুটস্বেদঃ শোথং হন্তি সুদারুণম্॥ ১১ ॥

স্বেদ যোগ—কুট্টিত পুনর্নবা, নিম্বপত্র, শিম-পত্র ও পালিধামাদারের ছাল কিম্বা কুট্টিত আপাং, কুলেখাড়া, নিসিন্দা ও জয়ন্তী পোট্টলি বদ্ধ করিয়া অগ্নি-সন্তাপে উত্তপ্ত করতঃ স্বেদ প্রদান করিলে সুদারুণ শোথ বিনষ্ট হয়॥ ১১ ॥

পুনর্নবাদি চূর্ণম্।

পুনর্নবা দার্ব্বভয়া পাঠা বিল্ব শ্বদংষ্ট্রিকা।
বৃহত্যৌ দ্বে রজন্যৌ দ্বে পিপ্পল্যৌ চিত্রকং বৃষঃ।
সমভাগানি সংচূর্ণ্য গবাং মূত্রেণ বা পিবেৎ।
বহুপ্রকারং শ্বয়থুং সর্ব্বগাত্রবিসারিণম্॥
হন্তি শোথোদরাণ্যষ্টৌ ব্রণাংশ্চৈবোক্তানপি॥
"বিল্বস্য মূলম্॥ ১২ ॥

পুনর্নবাদি চূর্ণ—পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী, আকনাদি, বিল্বমূল, গোক্ষুর, বৃহতী, কণ্টকারী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, গজ-পিপুল, চিতামূল ও বাসকছাল; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে লইয়া গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বগাত্র প্রসারিত শোথ এবং শোথোদর নষ্ট হয়॥ ১২ ॥

পুনর্নবাদ্য চূর্ণম্।

শুক্রমূলমপামার্গস্ত্রিকটুস্ত্রিফলা তথা।
দন্তী চ ত্রিবৃদকৈব প্রত্যেকঞ্চ সমং সমম্॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় বিল্বপত্ররসেন চ।
পাণ্ডুরোগং নিহন্ত্যাশু শোথঞ্চৈব সুদারুণম্॥ ১৩॥

পুনর্নবাদ্য চূর্ণ—শুক্রমূল, আপাং, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, , বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মুথা। এই দ্রব্য-গুলির চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। উহা উপযুক্ত মাত্রায় বিল্বপত্রের রসের সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে পাণ্ডুরোগ ও শোথ আরোগ্য হয়॥ ১৩ ॥

পুনর্নবাদি গুগ্গুলুঃ।

পুনর্নবা দার্ব্বভয়া গুড়ূচীং পিবেৎ সমূত্রাং মহিষাক্ষ-যুক্তাম্। ত্বগ্দোষ-শোথোদর পাণ্ডুরোগস্থৌল্য প্রসে-কোর্দ্ধ কফাময়েষু॥ সর্ব্বচূর্ণসমো গুগ্গুলুঃ। এরণ্ড-তৈলেন পিষ্ট্বা একীকৃত্য স্থাপ্যম্। অনুরূপং গোমূত্রেণ পেয়ম্॥ ১৪ ॥

পুনর্নবাদি গুগ্গুলু—পুনর্নবা, দেবদারু, হরীতকী ও গুলঞ্চ, ইহাদের প্রত্যেকের সম-ভাগ এবং সর্ব্ব চূর্ণের সমান মহিষাক্ষ গুগ্-গুলু। এই দ্রব্যগুলি একত্রে এরণ্ডতৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা যথাযোগ্য মাত্রায় গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে ত্বক্-দোষ, শোথ ও উদরী রোগ আরোগ্য হয়॥ ১৪ ॥

পুনর্নবাদি লেহঃ।

পুনর্নবামৃতাদারুদশমূলরসাঢ়কে।
আদ্রকস্বরসপ্রস্থে গুড়স্য চ তুলাং পচেৎ॥
তৎ সিদ্ধং ব্যোষপত্রৈলাত্বক্-চব্যৈঃ কার্ষিকৈঃ পৃথক্।
চূর্ণীকৃতৈঃ ক্ষিপেৎ শীতে মধুনঃ কুড়বং লিহেৎ।
লেহঃ পৌনর্নবোনাম শোথশূলনিসূদনঃ।
কাসশ্বাসারুচিহরো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥ ১৫॥

পুনর্নবাদি লেহ—পুনর্নবা, গুলঞ্চ, দেবদারু ও দশমূল; ইহাদের সমভাগে মিলিত ৵৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। আদার রস ৵৪ সের। উক্ত ক্বাথ ও রস উভয়ে একত্র

করিয়া তাহার সহিত পুরাতন গুড় ।২৷৷০ সের মিশ্রিত করিয়া ছাকিয়া লইয়া পাক করিতে থাকিবে এবং পাক শেষ হইয়া আসিলে শুঠ, পিপুল, মরিচ, তেজপত্র, ছোট এলাইচ, দারুচিনি ও চই; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে এবং শীতল হইলে অর্দ্ধসের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে শোথ বিনষ্ট হইয়া বল, বর্ণ ও অগ্নি বৃদ্ধি হয় ॥ ১৫ ॥

শোথারিমণ্ডুরম্।

গোমূত্রশুদ্ধমণ্ডুরং নিগুণ্ডীরসভাবিতম্ ॥
মাণকার্দ্রককন্দানাং রসেষপি চ ভাবয়েৎ ॥
ত্রিফলা-ব্যোষ-চব্যানাং চূর্ণং কর্ষদ্বয়ং পৃথক্।
চূর্ণাদ্ দ্বিগুণমণ্ডুরং গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ ॥
সিদ্ধে চূর্ণং ক্ষিপেৎ শীতে মধুনশ্চ পলদ্বয়ম্।
নিহন্তি সর্ব্বজং শোথং সর্ব্বাঙ্গোত্থং ন সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥

শোথারিমণ্ডুর—গোমূত্রে বিশোধিত মণ্ডুর চূর্ণ ৫৬ তোলা লইয়া নিসিন্দা, মাণ, আদা ও ওল ইহাদের প্রত্যেকের রসে ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিয়া ৴৭ সের গোমূত্রের সহকারে পাক করিবে এবং পাকশেষ হইলে হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও চই ইহাদের প্রত্যেকেরচূর্ণ ৪ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া আলোড়ন পূর্ব্বক উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। পরে শীতল হইলে ১৬ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে সর্ব্বাঙ্গগত সর্ব্বপ্রকার শোথরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

অগ্নিমুখমণ্ডুরম্।

পলদ্বাদশমণ্ডুরং গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ।
পঞ্চকোলং দেবদারু মুস্তং ব্যোষং ফলত্রয়ম্ ॥
বিড়ঙ্গং পলমাত্রন্তু পাকান্তে চূর্ণিতং ক্ষিপেৎ।
পায়য়েদক্ষমাত্রন্তু তক্রেণ সহ বুদ্ধিমান্ ॥
অসাধ্যং শ্বয়থুং হন্তি পাণ্ডুরোগং চিরোত্তবম্।
স্বয়মগ্নিমুখং নাম সর্পিঃক্ষৌদ্রেণ বর্দ্ধয়েৎ ॥ ১৭ ॥

অগ্নিমুখমণ্ডুর—মণ্ডুর চূর্ণ ৯৬ তোলা, ।২ সের গোমূত্র দ্বারা পাক করিয়া শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহাতে পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঠ দেবদারু, মুথা শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া ঘোলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবন করিলে অসাধ্য শোথ ও বহুদিনসজাত পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

রসাভ্রমণ্ডুরম্।

গন্ধকাভ্রকসূতানাং প্রত্যেকং শুক্তিসম্মিতম্।
সংশোধ্য চূর্ণিতং কৃত্বা মণ্ডুরং মুষ্টিকদ্বয়ম্।
প্রস্থত্ত্ব হরীতক্যাঃ পাষাণজতুনঃ পিচুম্।
তোলকং কান্তলৌহস্য সর্ব্বং রৌদ্রে বিভাবয়েৎ ॥
ভৃঙ্গরাজরসপ্রস্থে কেশরাজরসে তথা।
নিগুণ্ডী মাণকন্দানামাদ্রকস্য রসেষপি ॥
ত্রিকটু-ত্রিফলা-চব্য মুস্তকানাং পৃথক্ পৃথক্।
কর্ষং কর্ষং ক্ষিপেচ্চূর্ণং মর্দ্দয়েন্মধু সর্পিষা ॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় মাত্রয়া যুক্তিতঃ পুমান্।
নিহন্তি সর্ব্বজং শোথং সর্ব্বাঙ্গৈকাঙ্গসংশ্রয়ম্ ॥
কাস-শ্বাস-তৃষা-দাহ-মোহচ্ছর্দ্দিযুতং তথা।
অম্লপিত্তং নিহন্ত্যেব শূলমষ্টবিধং জয়েৎ ॥
অগ্নিবৃদ্ধিকরং বৃষ্যং হৃদ্যং বাতানুলোমনম্।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ শ্লেষ্ম-কুষ্ঠারুচি-জ্বরম্ ॥
প্লীহগুল্মোদরং হন্তি গ্রহণীং সপ্রবাহিকাম্ ॥ ১৮ ॥

রসাভ্রমণ্ডুর—পারদ, গন্ধক ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা, গোমূত্রে বিশোধিত মণ্ডুর-চূর্ণ ১৬ তোলা, হরীতকী চূর্ণ ১৬ তোলা, শিলাজতু ১৬ তোলা ও কান্তলৌহ ১ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া ৴৪ সের ভীমরাজের রসে ও ৴৪ সের কেশুরিয়ার রসে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে এবং তৎপরে নিসিন্দা, মাণ, ওল ও আদা এই দ্রব্য চতুষ্টয়ের রসে ভাবনা দিয়া ও রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র থাকিতে উহার সহিত শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই ও মুথা ইহাদের প্রত্যেকের

চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করতঃ উত্তমরূপে পেষণ করিয়া লইবে। অনুপান—ঘৃত ও মধু। ইহা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ ও একাঙ্গাশ্রিত সর্ব্বপ্রকার শোথ, কাস, শ্বাস, তৃষ্ণা, দাহ, বমি, অম্লপিত্ত, শূল, কামলা, পাণ্ডু, শ্লেষ্ম, কুষ্ঠ, অরুচি, জ্বর, প্লীহা, গুল্ম, উদর, গ্রহণী ও প্রবাহিকা বিনষ্ট হয়। ইহার বিশেষ গুণ—ইহা আগ্নেয়, বলকারক, হৃদ্য এবং বায়ুর অনুলোমকারী ॥ ১৮ ॥

শুষ্কমূলাদ্যং তৈলম্।

শুষ্কমূলক বর্ষাভু দারুরাস্না-মহৌষধৈঃ।
পক্কমভ্যঞ্জনাৎ তৈলং সশূলং শ্বয়থুং জয়েৎ ॥ ১৯ ॥

শুষ্কমূলাদ্য তৈল—তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—শুষ্কমূলা, পুনর্নবা, দেবদারু, রাস্না ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। জল ।৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে শূল সংযুক্ত শোথরোগ ধ্বংস হয় ॥ ১৯ ॥

(১) বৃহৎ শুষ্কমূলাদ্যং তৈলম্।

মূলকং দশমূলঞ্চ কণামূলং পুনর্নবা।
প্রত্যেকং প্রস্থমাহৃত্য বারিণ্যষ্টগুণে পচেৎ ॥
তেন পাদাবশেষেণ তৈলস্যার্দ্ধাঢ়কং পচেৎ।
দাপয়েত্তৈলতুল্যঞ্চ গোমূত্রং কুশলো ভিষক্ ॥
মূলকং চামৃতা শুণ্ঠী পটোলং চপলা বলা।
পাঠা পুনর্নবামূলং বালোশীরঞ্চ শিগ্রুজম্ ॥
নিশুণ্ডীভ্রাশনং শ্যামা করঞ্জং বাসকং তথা।
কণা হরীতকী চৈব বচা পুষ্করমূলকম্ ॥
রাস্না বিড়ঙ্গং চব্যঞ্চ দ্বে হরিদ্রে চ ধান্যকম্।
দ্বিক্ষারং সৈন্ধবঞ্চৈব দেবদারু সপদ্মকম্।
শটী করিকণা বিল্বং মঞ্জিষ্ঠা চ ততঃ ক্রমাৎ।
প্রত্যেকার্দ্ধপলকৈর্ভাগৈঃ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
অভ্যঙ্গেনাস্য তৈলস্য যে গুণাস্তাংস্ততঃ শৃণু।
নানাশোথা বিনশ্যন্তি বাতপিত্তকফোদ্ভবাঃ ॥
মলোদ্ভবাশ্চ যে কেচিদ্বিশেষেণ জলাশ্রয়াঃ।
অবশ্যং নির্জরা দেহা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥

(১) বৃহৎ শুষ্কমূলাদ্য তৈল—তিলতৈল /৮ সের। ক্বাথার্থ—শুষ্কমূলা /২ সের, দশমূল সমভাগে মিলিত /২ সের, পিপুলমূল /২ সের, পুনর্নবা /২ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের, গোমূত্র /৮ সের। কল্কার্থ—গুলঞ্চ, শুঠ, পলতা, পিপুলমূল, বেড়েলা, আকনাদি, পুনর্নবামূল, বালা, বেণারমূল, সজিনাবীজ, নিসিন্দা, সিদ্ধি, অনন্তমূল, ডহরকরঞ্জবীজ, বাসকমূলের ছাল, পিপুল, হরীতকী, বচ, কুড়, রাস্না, বিড়ঙ্গ, চই, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ধনে, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, দেবদারু, পদ্মবীজ, শঠী, গজপিপুল, বেলছাল ও মঞ্জিষ্ঠা; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। জল ৩২ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক, মলোদ্ভব ও জলোদ্ভব নানা প্রকার শোথ বিদূরিত হয়। বিশেষতঃ দেহ জরারহিত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

(২) বৃহৎ শুষ্কমূলাদ্যং তৈলম্।

শুষ্কমূলরসপ্রস্থং শিগ্রুধুস্তূরয়োস্তথা।
সিন্ধুবারস্য প্রস্থং দশমূলরসং তথা ॥
পারিভদ্ররসপ্রস্থং বর্ষাভুপ্রস্থমেবচ।
করঞ্জস্য রসপ্রস্থং প্রস্থং বরুণকস্য চ ॥
তৈলপ্রস্থং সমাদায় ভিষগ্ যত্নাদ্বিপাচয়েৎ।
কল্কৈরর্দ্ধপলৈরেভিঃ শুণ্ঠী-মরিচ-সৈন্ধবৈঃ ॥
পুনর্নবা কাকমাচী-শেলুত্বক্-পিপ্পলীযুগৈঃ
কট্‌ফলং পৌষ্করং শৃঙ্গী রাস্না বাসশ্চ কারবী ॥
হরিদ্রাদ্বয়-পূতীকদ্বয়ানন্তাযুগৈঃ পৃথক্।
তৎ সাধু সিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
বাতশ্লেষ্মকৃতং দোষং সন্নিপাতভবং তথা।
নিহন্তি সর্ব্বজং শোথমুদরশ্বাসনাশনম্ ॥
বিরুদ্ধভেষজভবং শোথমাশু ব্যপোহতি।
ব্রণশোথাক্ষিশূলঘ্নং কামলাপাণ্ডুনাশনম্।
যে চান্যে ব্যাধয়ঃ সন্তি শ্লেষ্মজাঃ সন্নিপাতজাঃ।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ ॥ ২১ ॥

(২) বৃহৎ শুষ্কমূলাদ্য তৈল—তিলতৈল /৪ সের। শুষ্কমূলার ক্বাথ /৪ সের, সজিনার রস /৪ সের, ধুতুরার রস /৪ সের, নিসিন্দার রস /৪ সের, দশমূলের ক্বাথ /৪ সের, পালিধামাদারের রস /৪ সের, পুনর্নবার রস

/৪ সের, করঞ্জের রস /৪ সের ও বরুণ-ছালের রস /৪ সের। কল্কার্থ শুঠ, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, পুনর্নবা, কাকমাচী, বহুবার বৃক্ষের ছাল, পিপুল, গজপিপুল, কট্‌ফল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, রাস্না, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, শ্যামালতা ও অনন্তমূল; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার শোথ এবং কামলা ও পাণ্ডু প্রভৃতি রোগ আরাম হয়॥ ২১॥

শোথশার্দ্দূলতৈলম্।

ধুস্তুরো দশমূলঞ্চ সিন্ধুবারং জয়ন্তিকা।
পুনর্নবা করঞ্জশ্চ ষট্‌পলানি প্রগৃহ্য চ॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্।
প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য কল্কাংস্তত্রানি দাপয়েৎ॥
রাস্না পুনর্নবা দারু মূলকং নাগরং কণা।
সিদ্ধং তৈলবরং হ্যেতন্নাশয়ত্যস্য সেবনাৎ॥
শোথং সুদারুণং ঘোরং বাতপিত্তকফোদ্ভবম্।
অসাধ্যং সর্ব্বদেহস্থং সন্নিপাতসমুদ্ভবম্॥
শ্লীপদঞ্চ জ্বরং পাণ্ডুং ক্রিমিদোষং বিনাশয়েৎ।
ক্রিমিব্রণপ্রশমনং নাড়ীদুষ্টব্রণাপহম্॥
শোথশার্দ্দূলকং তৈলং বলবর্ণপ্রসাদনম্॥ ২২॥

শোথশার্দ্দূলতৈল—কটুতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ ধুতুরা, দশমূল, নিসিন্দা, পুনর্নবা ও করঞ্জ। ইহাদের প্রত্যেকের ৪৮ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ—রাস্না, পুনর্নবা, দেবদারু, শুষ্কমূলা, শুঠ ও পিপুল। এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিশ্রিত /১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে বাতজ, কফজ ও সন্নিপাতজ শোথ, শ্লীপদ, জ্বর, পাণ্ডু ও ক্রিমির দোষ প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২২॥

পুনর্নবাদি তৈলম্।

পুনর্নবাপলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ তৈলপ্রস্থং পচেদ্ভিষক্॥
ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী ধান্তকং কট্‌ফলং তথা।
শটী দার্ব্বী প্রিয়ঙ্গুশ্চ পদ্মকাষ্ঠং হরেণুকম্॥
কুষ্ঠং পুনর্নবা চৈব যমানী কারবী তথা।
এলা ত্বচং সলোধ্রঞ্চ পত্রকং নাগকেশরম॥
বচা গ্রন্থিকমূলঞ্চ চব্যং চিত্রকমূলকম্।
শতপুষ্পাম্বু মঞ্জিষ্ঠা রাস্না যাসস্তথৈব চ॥
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈঃ পেষয়িত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকমথারুচিম্॥
রক্তপিত্তং মহাঘোরং কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্।
প্লীহানমুদরঞ্চৈব জীর্ণজ্বরমপোহতি।
তৈলং পুনর্নবাখ্যাতং সর্ব্বান্ ব্যাধীন্ ব্যপোহতি॥২৩

পুনর্নবাদি তৈল—তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ পুনর্নবা ।২॥০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ—শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কট্‌ফল, শঠী, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকাষ্ঠ, রেণুকা, কুড়, পুনর্নবা, যমানী, জীরা, ছোট এলাইচ, দারুচিনি, লোধ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, রাস্না ও দুরালভা; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই তৈল মর্দ্দনে কামলা, পাণ্ডু, হলীমক, অরুচি, রক্তপিত্ত, কাস, শ্বাস, ভগন্দর, প্লীহা, উদরী, জীর্ণজ্বর ও শোথ নষ্ট হয়॥ ২৩॥

পুনর্নবাদ্যং ঘৃতম্।

পুনর্নবাতুলাং গৃহ্য জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
চতুর্ভাগাবশেষেণ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
ভূনিম্ব-বিজয়া-শুণ্ঠী-শোথঘ্নামরদারুভিঃ।
কাসং শ্বাসং জ্বরং হন্তি শোথঞ্চাপি সুদারুণম্॥ ২৪॥

পুনর্নবাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ পুনর্নবা ।২॥০ সের পাকার্থ-জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ চিরতা, জয়ন্তী, শুঠ, পুনর্নবা ও দেবদারু; ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগে মিলিত /১ সের। জল ।৬ সের। এই ঘৃত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহ অল্পদিন পান করিলে কাস, শ্বাস, জ্বর এবং দারুণ শোথ নষ্ট হয়॥ ২৪॥

মাণঘৃতম্।

মাণককাথ-কল্কাভ্যাং ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
একজং দ্বন্দ্বজং শোথং ত্রিদোষজমপোহতি॥ ২৫॥

মাণঘৃত—ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—মাণ-কচুর মূল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৬ সের। কল্কার্থ—মাণকচু /১ সের, জল ।৬ সের। এই ঘৃত অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে ঈষ-দুষ্ণ দুগ্ধ সহ অল্পদিন পান করিলে একজ, দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজ শোথ বিনষ্ট হয়॥ ২৫॥

ত্রিনেত্রাখ্যো রসঃ।

টঙ্কনং শোধিতং গন্ধং মৃতশুল্বায়সং রসম্।
দিনৈকমার্দ্রক দ্রাবৈর্মর্দ্দ্যং লঘুপুটে পচেৎ॥
ত্রিনেত্রাখ্যো রসো নাম চাসাধ্যং শ্বয়থুং জয়েৎ।
মাষমাত্রং পিবেচ্চানু এরণ্ড-শিখরীরসম্॥ ২৬॥

ত্রিনেত্রাখ্য রস—পারদ, গন্ধক, সোহাগা, তাম্র ও লৌহ; এই গুলি সমভাগে লইয়া একত্র করিয়া ১ দিন আদার রসে মর্দ্দন করতঃ লঘুপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান এরণ্ড ও আপাঙ্গের রস। ইহাদ্বারা অসাধ্য শোথ বিনষ্ট হয়॥ ২৬॥

ত্রিকট্বাদি লৌহম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা দন্তী বিড়ঙ্গং কটুকা তথা।
চিত্রকো দেবকাষ্ঠঞ্চ ত্রিবৃদ্বারণপিপ্পলী॥
চূর্ণান্যেতানি তুল্যানি দ্বিগুণং স্যাদয়োরজঃ।
ক্ষীরেণ পিষ্টং পীতং বৈ পরং শ্বয়থুনাশনম্॥ ২৭॥

ত্রিকট্বাদি লৌহ—শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, কট্‌কী, চিতামূল, দেবদারু, তেউড়ী ও গজ-পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং লৌহ ২৬ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্রে দুগ্ধ সংযোগে পেষণ করিয়া লইবে। পরে উপযুক্ত মাত্রায় দুগ্ধ সহ সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার শোথ বিনষ্ট হয়॥ ২৭॥

শোথারি লৌহম্।

অয়োরজস্ত্র্যূষণ যাবশূকং চূর্ণঞ্চ পীতং ত্রিফলারসেন।
শোথং নিহন্যাৎ সহসা নরস্য যথাশনির্বৃক্ষমুদগ্রবেগঃ।
"সর্ব্বসমং লৌহম্"। ২৮॥

শোথারি লৌহ—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং লৌহ ৪ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্র মর্দ্দন করিয়া লইবে। ইহা ত্রিফলার ক্বাথের সহিত সেবন করিলে শোথ নষ্ট হয়॥ ২৮॥

শোথভস্ম লৌহম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা দ্রাক্ষা পৌষ্করং সজলং শটী।
লৌহং বচা লবঙ্গঞ্চ শৃঙ্গী ত্বক্ শঙ্খপুষ্পিকা॥
বিভীতকং বিড়ঙ্গঞ্চ ধাতকীপুষ্পমেব চ।
এতানি সমভাগানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ
সর্ব্বদ্রব্যসমঞ্চাত্র সুশুদ্ধং লৌহকিট্টকম্।
কুটজস্য রসেনাপি ভক্ষয়েৎ পরিযত্নতঃ॥
বেষ্টিতং জম্বুপত্রেণ পঙ্কেন পরিলেপয়েৎ।
ততো গজপুটে পক্ত্বা স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥
প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা ভক্ষয়েৎ শুক্তিমানতঃ।
নিহন্তি সর্ব্বজং শোথং গ্রহণীঞ্চ বিশেষতঃ॥
উদরেষু চ সর্ব্বেষু শোথেষু চ বিধানতঃ।
বিবিধা ব্যাধয়শ্চান্যে সেবনাদ্‌যান্তি সাধ্যতাম্॥ ২৯॥

শোথভস্ম লৌহ—শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কিস্‌মিস্, কুড়, বালা, শঠী, লৌহ, বচ, লবঙ্গ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, দারুচিনি, শুলফা, বহেড়া, বিড়ঙ্গ ও ধাইফুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং বিশুদ্ধ মণ্ডুর চূর্ণ ১৯ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে কুড়্‌চিছালের রসে বাটিয়া জামপাত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক কর্দ্দমের লেপ দিয়া গজপুটে পাক করিতে হয় এবং শীতল হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। চারি আনা মাত্রায় প্রাতঃ-কালে সেবন করিলে ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার শোথ, গ্রহণী ও উদরী বিনষ্ট হয়॥ ২৯॥

শোথকালানলোরসঃ।

চিত্রং কুটজবীজঞ্চ শ্রেয়সী সৈন্ধবং তথা।
পিপ্পলীদেবপুষ্পঞ্চ সজাতীফল-টঙ্কনম্॥
লৌহভস্মং তথা গন্ধং পারদেনৈব মিশ্রিতম্।
এতেষাং কর্ষমাত্রেণ বটীং গুঞ্জামিতাং শুভাম্॥
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় কোকিলাক্ষরসেন তু।
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সাধ্যাসাধ্যমথাপি বা॥
কাসং শ্বাসং তথা শোথং প্লীহানং হন্তি দুস্তরম্।
মেহং মন্দানলং শূলং সংগ্রহগ্রহণীং তথা॥

অবশ্যং নাশয়েচ্ছোথং কর্দ্দমং ভাস্করো যথা।
শোথকালানলো নাম রোগানীকবিনাশনঃ। ৩০।

শোথকালানল রস—চিতামূল, ইন্দ্রযব, গজ, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, লবঙ্গ, জাতীফল, সোহাগা, লৌহ, অভ্র, গন্ধক ও পারদ ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই গুলি একত্রে জলের সহিত বাটিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান কুলেখাড়ার রস। ইহাতে অষ্টবিধ জ্বর, কাস, শোথ, প্লীহা, মেহ, মন্দাগ্নি, শূল ও সংগ্রহগ্রহণী বিনষ্ট হয়॥ ৩০॥

শোথাঙ্কুশো রসঃ।

রসেন্দ্র গন্ধং মৃতলৌহ-তাম্রং নাগং তথাভ্রং সমসংশকঞ্চ। নিশুণ্ডিকাস্ফোত-কপিত্থ-চিঞ্চা পুনর্নবা শ্রীফল-কেশরাজম্॥ এষাং রসৈর্ভাবিতমেকশশ্চ কোলপ্রমাণা বটিকা বিধেয়া। শোথ-জ্বরা রোচক-পাণ্ডুরোগং সর্ব্বাঙ্গ-শোথং বিনিবারয়েচ্চ। পিত্তানিলোত্থান্ বাতভবান্ কফোত্থান্ শোথাঙ্কুশো নাম নিহন্তি রোগান্॥ ৩১॥

শোথাঙ্কুশ রস—পারদ, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, সীসা ও অভ্র; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা করিয়া লইয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ নিসিন্দা, হাপরমালী, কয়েদবেলের ছাল, তেঁতুলছাল, পুনর্ণবা, বেলছাল ও কেশুরিয়া; ইহাদের এক-একটি দ্রব্যের রসে ক্রমান্বয়ে ভাবনা দিয়া চারি আনা পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা সেবনে শোথ, জ্বর, অরুচি, পাণ্ডু এবং বাতজ, পিত্তজ ও কফজ ব্যাধি সকল বিদূরিত হইয়া থাকে॥ ৩১॥

পঞ্চামৃতরসঃ।

শুদ্ধসূতং সমাদায় গন্ধকং ভাগতঃ সমম্।
ত্রিভাগং টঙ্কনং দেয়ং বিষভাগত্রয়ং তথা॥
ভাগত্রয়ং তথা দেয়ং মরিচস্য প্রযত্নতঃ।
চূর্ণীকৃতং জলেনাপি পিষ্ট্বা রক্তিমিতাং বটীম্॥
শৃঙ্গবেররসেনৈব ভক্ষয়েদ্বটিকামিমাম্।
জলদোষোদ্ভবে শোথে ঘোরেঽত্যুগ্রে জলোদরে॥
সন্নিপাতে সু ঘোরেষু বিংশতিশ্লৈষ্মিকে গদে।
জ্বরাতিসারসংযুক্তে শোথে চৈব গলগ্রহে॥
শিরঃশূলগদে ঘোরে নাসারোগে সপীনসে।
পঞ্চামৃতরসো হ্যেষ সর্ব্বরোগোপশান্তিকৃৎ॥ ৩২॥

পঞ্চামৃত রস—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগা ৩ তোলা ও মরিচ ৩ তোলা। এই গুলি একত্রে লইয়া জলে বাটিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—আদার রস। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার শোথ, জলোদর এবং অন্যান্য বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়॥ ৩২॥

(১) দুগ্ধবটী।

অমৃতং সূর্য্য গুঞ্জং স্যাদহিফেনং তথৈব চ।
পঞ্চরক্তিকলৌহঞ্চ ষষ্টিরক্তিকমভ্রকম্।
দুগ্ধেন প্রাহয়মিতা বটী কার্য্যা ভিষগ্‌বিদা।
দুগ্ধানুপানং দুগ্ধৈশ্চ ভোজনং সর্ব্বথা হিতম্।
শোথং নানাবিধং হন্তি গ্রহণীং বিষমজ্বরম্।
মন্দাগ্নিং পাণ্ডুরোগঞ্চ নাম্না দুগ্ধবটী পরা॥
বর্জ্জয়েল্লবণং বারি ব্যাধিনিঃশেষতাবধি॥ ৩৩॥

(১) দুগ্ধবটী—বিষ ১২ রতি, আফিং ১২ রতি, লৌহ ৫ রতি ও অভ্র ৬০ রতি। এই গুলি একত্রে দুগ্ধের সহিত বাটিয়া ২ রতি পরিমিত বটিকা করিবে। অনুপান—দুগ্ধ। এই ঔষধ সেবনকালে লবণ ও জল এবং অন্যান্য অনিষ্টকর দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র দুগ্ধ ও অন্ন ভোজন করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবনে নানাবিধ শোথ, গ্রহণী, বিষমজ্বর, মন্দাগ্নি ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩৩॥

(২

অমৃতং ধূর্ত্তবীজঞ্চ হিঙ্গুলঞ্চ সমং সমম্।
ধূর্ত্তপত্ররসেনৈব মর্দ্দয়েদ্‌যামমাত্রকম্॥
মুদ্গোপমাং বটীং কৃত্বা দুগ্ধেন সহ পায়য়েৎ।
দুগ্ধেন ভোজয়েদন্নং বর্জ্জয়েল্লবণং জলম্॥
শোথং নানাবিধং হন্তি পাণ্ডুরোগং সকামলম্।
সেয়ং দুগ্ধবটী নাম্না গোপনীয়া প্রযত্নতঃ॥ ৩৪॥

(২) দুগ্ধবটী—বিষ, ধুতুরাবীজ ও হিঙ্গুল ইহাদের প্রত্যেক দ্রব্য ১ তোলা করিয়া লইয়া একত্র মিশ্রিত করতঃ ধুতুরা পত্রের রসে ১ প্রহর বাটিয়া মুগের ন্যায় বটিকা করিবে। এই

বটী দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবন কালীন লবণ, জল ও অন্যান্য অহিতকর দ্রব্য বর্জ্জন পূর্ব্বক দুগ্ধান্ন ভোজন করিতে দিবে। ইহা সেবনে নানাবিধ শোথ ও কামলা-সংযুক্ত পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩৪॥

কল্পলতাবটী।

অমৃতং হিঙ্গুলং ধূর্ত্তবীজং দ্বাদশরক্তিকম্।
প্রত্যেকমহিফেনঞ্চ ষট্‌ত্রিংশদ্রক্তিকং নয়েৎ॥
পিষ্ট্বা দুগ্ধেন গুঞ্জৈকাং বটীং দুগ্ধেন পায়য়েৎ।
দুগ্ধং পানে ভোজনে চ ন দেয়ং লবণং জলম্॥
গ্রহণীং চিরকালীনাং হন্তি শোথং সুদুর্জ্জয়ম্।
চিরজ্বরং পাণ্ডুরোগং নাম্না কল্পলতা বটী॥ ৩৫॥

কল্পলতাবটী—বিষ, হিঙ্গুল ও ধুতুরাবীজ ইহাদের প্রত্যেকের ১২ রতি এবং আফিং ৩৬ রতি একত্রে দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। রোগী যতদিন ঔষধ সেবন করিবে, লবণ ও জল বর্জ্জন পূর্ব্বক দুগ্ধান্ন ভোজন করিতে দিবে, ইহা সেবনে বহুকালীয় গ্রহণী, শোথ, চির জ্বর ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩৫॥

ক্ষেত্রপালরসঃ।

হিঙ্গুলঞ্চ বিষং তাম্রং লৌহং তালক-টঙ্কনম্।
জীরকমহিফেনঞ্চ সমভাগং বিমর্দ্দয়েৎ॥
যবার্দ্ধা বটিকা কার্য্যা পথ্যং দুগ্ধৌদনং হিতম্।
অলবণং বারিহীনং দাতব্যং ভিষজাং বরৈঃ॥
গুরুশোথমগ্নিমান্দ্যং গ্রহণীমতিদুস্তরাম্।
জ্বরঞ্চ বিষমং জীর্ণং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩৬॥

ক্ষেত্রপাল রস—হিঙ্গুল, বিষ, তাম্র, লৌহ, হরিতাল, সোহাগা, জীরা ও আফিং, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা পরিমাণে লইয়া জলে মর্দ্দন করিয়া অর্দ্ধযব প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ দুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে। রোগী যতদিন ঔষধ সেবন করিবে, লবণ ও জল বর্জ্জন পূর্ব্বক আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত দুগ্ধান্ন ভোজন ও তৃষ্ণাতুর ব্যক্তিকে দুগ্ধ পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে শোথ, অগ্নিমান্দ্য, দুস্তর গ্রহণী এবং জীর্ণ ও বিষম জ্বর নিঃসন্দেহ বিনষ্ট হয়॥ ৩৬॥

বৈদ্যনাথবটী। (দধিবটী)

ণকেষ্টকা হরিদ্রাভ্যামাগারধূমকেন চ।
শোধিতং সূতকং গ্রাহ্যং তোলকং তুলয়া ধৃতম্।
ভৃঙ্গরাজরসৈঃ শুদ্ধং গন্ধকং সূততুল্যকম্।
হরিতালং বিষং তুত্থমেলবালুক-তাম্রকম্॥
খর্পরং মাক্ষিকং কান্তং সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ।
সর্ব্বার্দ্ধা কজ্জলী গ্রাহ্যা ভাবয়েচ্চ পুনঃ পুনঃ॥
সিন্ধুবাররসে চৈব জ্যোতিষ্মত্যা রসে তথা।
রসেঽপরাজিতায়াশ্চ জয়ন্ত্যাঃ স্বরসে তথা॥
রক্তচিত্রকমূলোত্থ রসে চ পরিভাবয়েৎ।
বটিকাং সর্ষপাকারাং যোজয়েৎ কুশলো ভিষক্।
ততঃ সপ্তবটীর্দদ্যাদুষ্ণেণ বারিণা সহ।
অনুপানঞ্চ কর্ত্তব্যং কজ্জল্যাং কণয়া সহ॥
সন্নিপাতজ্বরেচৈব সশোথে গ্রহণীগদে
পাণ্ডুরোগেঽগ্নিমান্দ্যে চ বিবিধে বিষমজ্বরে॥
শুক্রমজ্জগতে দদ্যান্নতু কাসে কদাচন।
নিত্যং দধ্না চ ভোক্তব্যং সিতানিত্যং তথৈব চ।
স্নাতব্যং শুভয়া নিত্যং বয়োদোষানুসারতঃ।
অলবণং বারিহীনং দধি পথ্যং সদা ভবেৎ
বৈদ্যনাথবটী নাম্না বৈদ্যনাথেন নির্ম্মিতা।
দধি বটীতি যস্যাঃ প্রসিদ্ধিঃ॥ ৩৭॥

বৈদ্যনাথ বটী (দধিবটী)—ইষ্টকচূর্ণ, হরিদ্রা ও গৃহধূম (ঝুল) দ্বারা শোধিত পারদ ১ তোলা ও ভৃঙ্গরাজের রসে শোধিত গন্ধক ১ তোলা; উভয়ে কজ্জলী করিয়া পশ্চাৎ হরিতাল, বিষ, তুঁতে, এলবালুকা, তাম্র, খর্পর, স্বর্ণমাক্ষিক ও কান্তলৌহ, ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধতোলা করিয়া লইয়া উক্ত কজ্জলীর সহিত মিশ্রিত করিয়া নিসিন্দাপত্র, লতাফটকী, অপরাজিতা, জয়ন্তী ও চিতামূল, ইহাদের রসে যথাক্রমে ভাবনা দিয়া সর্ষপাকৃতি বটিকা করিবে। ইহার ৭টী বটিকা উষ্ণজল ও কজ্জলীর সহিত সেবন করিতে দিবে। এই ঔষধ সন্নিপাত জ্বরে, শোথ-

সংযুক্ত গ্রহণীতে, অগ্নিমান্দ্যে এবং শুক্র ও মজ্জাগত বিবিধ জ্বরে প্রদান করিবে ; কিন্তু কাসরোগীকে কদাচ ব্যবস্থা করিবে না। পথ্য—দধি ও চিনি। বয়স ও অবস্থানুসারে রোগীকে স্নানের ব্যবস্থা করিবে। ঔষধসেবন কালীন রোগীকে লবণ ও জল খাইতে দিবে না॥ ৩৭॥

সুধানিধিঃ।

ধান্যকং বালকং শুণ্ঠং বিশ্বং সিন্ধুং সমাংসকম্।
মণ্ডূরং দ্বিগুণং দত্ত্বা ভাবয়েত্তু চতুর্দ্দশ।
গোমূত্রং কেশরাজশ্চ শোথঘ্নী ভৃঙ্গরাজকঃ।
নির্গুণ্ডী ভেকপর্ণী চ স্বরসৈরেষাং বিভাব্য চ॥
নিকং চূর্ণং প্রযুঞ্জীত তক্রেণ সহ বুদ্ধিমান্।
কেশরাজরসৈবাপি ভোজনং লবণং বিনা॥
তক্রেণ ভোজয়েদন্নং পানে তক্রঞ্চ দাপয়েৎ।
কামলাজ্বরশোথঘ্নো বহ্নিসন্দীপনঃ পরঃ॥
গ্রহণীপাণ্ডুরোগঘ্নঃ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনঃ॥ ৩৮॥

সুধানিধি রস—ধনে, বালা, শুঁঠ ও সৈন্ধব ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং মণ্ডুর চূর্ণ ১০ তোলা, এই গুলি একত্র করিয়া গোমূত্রে এবং কেশুরিয়া, পুনর্নবা, ভীমরাজ, নিসিন্দা ও থুলকুড়ি ; ইহাদের এক একটী দ্রব্যের রসে ক্রমে ক্রমে ১৪ বার করিয়া ভাবনা দিয়া, রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহা চারি আনা মাত্রায় ঘোল বা কেশুরিয়ার রসের সহিত সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হইলে লবণ ও জল বর্জ্জন পূর্ব্বক রোগীকে আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত ঘোল মিশ্রিত অন্ন ভোজন এবং পিপাসা হইলে জলের পরিবর্ত্তে ঘোল পান করিতে দিবে। ইহা সেবনে কামলা, জ্বর, শোথ, গ্রহণী ও পাণ্ডু রোগ বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ৩৮॥

তক্রমণ্ডুরম্।

অস্ত দশরক্তিকং তক্রেণ পিবেৎ। তক্রেণ ভোজনং তক্রপানং লবণং জলঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥ ৩৯॥

তক্রমণ্ডুর—গোমূত্রে শোধিত মণ্ডুর ১০ রতি পরিমাণে নিয়মিতরূপে নিত্য তক্রের সহিত সেবন করিবে। আরোগ্য হওয়া পর্য্যন্ত লবণ ও জল বর্জ্জনপূর্ব্বক তক্রের সহিত অন্ন ভোজন ও পিপাসাকালে তক্রপান বিধেয়। ইহাতে শোথরোগ আরোগ্য হয়॥ ৩৯॥

তক্রবটী।

রসস্য মাষকং গ্রাহ্যং গন্ধকস্য চ মাষকম্।
দ্বিমাষকং বিষস্যাপি তাম্রং মাষচতুষ্টয়ম্॥
তোলকং পিপ্পলীচূর্ণং মণ্ডূরস্য চ তোলকম্।
ক্কাথেন কৃষ্ণজীরস্য ভাবয়েৎ সপ্তবাসরান্॥
বল্লপ্রমাণাং বটিকাং তক্রেণ সহপায়য়েৎ।
তক্রেণ ভোজনং পানং লবণাম্ভোবিবর্জ্জিতম্॥
নিহন্তি শোথং গ্রহণীং মন্দাগ্নিং পাণ্ডুতামপি॥ ৪০॥

তক্রবটী—পারদ দুই আনা, গন্ধক দুই আনা, বিষ চারি আনা, তাম্র অর্দ্ধ তোলা, পিপুলচূর্ণ ১ তোলা ও মণ্ডুর ১ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া কৃষ্ণজীরার ক্কাথে ৭ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিয়া ঘোলের সহিত সেবন করিতে দিবে। ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হইলে রোগীকে লবণ ও জল বর্জ্জন পূর্ব্বক আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত ঘোলের সহিত অন্নভোজন এবং তৃষ্ণা পাইলে ঘোল পান করিতে দিবে। এই ঔষধে শোথ, গ্রহণী, মন্দাগ্নি ও পাণ্ডুরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪০

দশমূল হরীতকী।

দশমূল-কষায়স্য কংসে পথ্যা শতং পচেৎ।
তুল্যং গুড়াদ্দনে দদ্যাৎ ব্যোষক্ষারং চতুঃপলম্।
ত্রিসুগন্ধং সুবর্ণাংশং প্রস্থার্দ্ধং মধুনো হিমে।
দশমূলহরীতক্যঃ শোথান্ হন্তি সুদারুণান্॥
জ্বরারোচক-গুল্মার্শো মেহ-পাণ্ডুদরাময়ান্।
প্রত্যেকমেককর্ষাংশং ত্রিসুগন্ধমতো ভবেৎ॥
কংসহরীতকী চৈষা চরকে পঠ্যতেঽন্যথা।
এতস্মানেন তুলাদ্বং তেন তত্রাপি বর্ণ্যতে॥ ৪১॥

ইতি শোথাধিকারঃ।

দশমূল হরীতকী—দশমূল সমভাগে মিশ্রিত ৵৮ সের, পাকার্থ-জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। উক্ত ক্কাথ ছাঁকিয়া উহার সহিত ।২৷৹

সাড়ে বার সের ইক্ষুগুড় মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিবে এবং উহার মধ্যে একশত হরীতকী নিক্ষেপ করিবে। পরে জ্বাল দিতে দিতে ঘনীভূত হইলে শুঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপত্র ও ছোট এলাইচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে, তৎপরে শীতল হইলে উহাতে মধু দুই সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে শোথ, জ্বর, অরুচি ও গুল্মাদি রোগ সারে ॥ ৪১ ॥

ইতি শোথরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বৃদ্ধিব্রধ্নাধিকারঃ

---:*:---

গুগ্‌গুলুং রুবুতৈলং বা গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ।
বাতবৃদ্ধিং নিহন্ত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥ ১ ॥

বাতজনিত বৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা।

গোমূত্রের সহিত শোধিত গুগ্‌গুলু অথবা ভেরেণ্ডার তৈল সেবন করিলে বহুকাল জাত বাতজনিত বৃদ্ধিরোগ (কুরণ্ড) শীঘ্রই বিনষ্ট হয়

সক্ষীরং বা পিবেত্তৈলং মাস মেরণ্ড-সম্ভবম্।
পুনর্নবায়া স্তৈলং বা তৈলং নারায়ণং তথা।
পানে বস্তৌ রুবোস্তৈলং পেয়ং বা দশকাস্তসা ॥ ২ ॥

(১) গব্যদুগ্ধ সহ ভেরেণ্ডার তৈল ১ এক মাস পর্য্যন্ত পান করিলে বাতজ কুরণ্ডরোগ বিনষ্ট হয়।

(২) পুনর্নবার ক্বাথ ও কল্ক সহ পাক করা সর্ষপতৈল অথবা নারায়ণতৈল পান ও বস্তিক্রিয়ারূপে প্রয়োগ করিলে বাতজ কুরণ্ডরোগ বিনষ্ট হয়।

(৩) দশমূলের ক্বাথের সহিত ভেরেণ্ডার তৈল পান করিলে বাতজ কুরণ্ডরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

চন্দনং মধুকং পদ্মমুশীরং নীলমুৎপলম্।
ক্ষীর-পিষ্টৈঃ প্রদেহঃ স্যাদ্দাহ-শোথরুজাপহঃ ॥ ৩ ॥

পিত্তজ বৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা।

রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, বেণার মূল ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক গোদুগ্ধ সহ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে পিত্তজ বৃদ্ধিরোগের জ্বালা, শোথ ও বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

পঞ্চবল্কলকল্কেন সঘৃতেন প্রলেপনম্।
সর্ব্ব-পিত্তহরং কার্য্যং রক্তজে রক্তমোক্ষণম্ ॥ ৪ ॥

রক্তজনিত বৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা।

পঞ্চবল্কল অর্থাৎ বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস, ইহাদের ছাল সমভাগে লইয়া একত্র পেষণ পূর্ব্বক ঘৃত সহ মিশাইয়া তাহার প্রলেপ দিলে, পিত্তনাশক চিকিৎসা প্রয়োগ করিলে এবং অপক্কাবস্থায় জলৌকা (জোঁক) প্রয়োগ দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিলে রক্তজনিত কুরণ্ডরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

শ্লেষ্ম বৃদ্ধিন্তূষ্ণবীর্য্যৈ মূত্রপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ
পীতদারুকষায়ঞ্চ পিবেন্মূত্রেণ সংযুতম্ ॥ ৫ ॥

কফজনিত বৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা।

(১) সুশ্রুত গ্রন্থে লিখিত উষ্ণবীর্য্য অজগন্ধাদি দ্রব্য সকল গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে কফজনিত কুরণ্ডরোগ বিনষ্ট হয়।

(২) কুট্টিত দেবদারু ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র দ্বারা

ছাঁকিয়া তাহাতে গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কফজনিত বৃদ্ধিরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

স্বিন্নং মেদঃ-সমুত্থঞ্চ লেপয়েৎ সুরসাদিনা।
শিরোবিরেকদ্রব্যৈর্বা সুখোষ্ণৈর্মূত্র-সংযুতৈঃ ॥ ৬ ॥

মেদোজনিত বৃদ্ধিরোগের চিকিৎসা।

(১) অণ্ডকোষে উষ্ণ গোময় পিণ্ডদ্বারা স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক সুরসাদিগণীয় দ্রব্য সকল গোমূত্র সহ পেষণপূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে মেদোজ বৃদ্ধিরোগ বিনষ্ট হয়।

(২) শিরোবিরেচক দ্রব্য সকল গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ করতঃ তদ্দ্বারা অণ্ডকোষে প্রলেপ দিলে মেদজনিত কুরণ্ডরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৬ ॥

রাস্না-যষ্ট্যমৃতৈরণ্ড-বলা-গোক্ষুরসাধিতঃ।
কাথোঽন্ত্রবৃদ্ধিং হন্ত্যাশু রুবুতৈলেন মিশ্রিতঃ ॥ ৭ ॥

অন্ত্রবৃদ্ধির চিকিৎসা।

রাস্না, যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, ভেরেণ্ডার মূল, বেড়েলা ও গোক্ষুর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ-জল ৩২ তোলা, শেষ কাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই কাথ প্রস্তত করতঃ বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া তাহাতে ভেরেণ্ডার তৈল মিশাইয়া পান করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

তৈলমেরণ্ডজং পীত্বা বলাসিদ্ধ-পয়োঽন্বিতম্।
আধ্মান-শূলাগ্নিমান্দ্যমন্ত্রবৃদ্ধিং জয়েন্নরঃ ॥ ৮ ॥

বেড়েলার মূলের সহিত দুগ্ধ পাক পূর্ব্বক তাহাতে ভেরেণ্ডার তৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে আধ্মান, শূল, অগ্নিমান্দ্য ও অন্ত্রবৃদ্ধি-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

ভৃষ্টো রুবুকতৈলেন কল্কঃ পথ্যাসমুদ্ভবঃ।
কৃষ্ণাসৈন্ধব সংযুক্তো বৃদ্ধিরোগহরঃ পরঃ॥
লজ্জা গৃধ্রমলাভ্যাঞ্চ লেপো বৃদ্ধিহরঃ পরঃ ॥ ৯ ॥

(১) হরীতকী, পিপুল ও সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণপূর্ব্বক ভেরেণ্ডার তৈলে ভাজিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুরণ্ড রোগ নষ্ট হয়।

(২) বরাহক্রান্তা ও শকুনের বিষ্ঠা একত্র পেষণপূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে সর্ব্ববিধ বৃদ্ধি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

অত্যভিষ্যন্দি-গুর্ব্বাম-সেবনাশ্নিচয়ং গতঃ।
করোতি গ্রন্থিবৎ শোথং দোষো বঙ্ক্ষণসন্ধিষু ॥
জ্বর-শূলাঙ্গ-দাহাঢ্যং তং ব্রধ্নমিতি নির্দ্দিশেৎ ॥ ১০ ॥

ব্রধ্ন (বাগী) রোগের বিষয়।

অতিশয় অভিষ্যন্দি দ্রব্য বা গুরুপাক দ্রব্য ও কাঁচাদ্রব্য সেবন করিলে বাতাদিদোষ প্রকুপিত হইয়া বঙ্ক্ষণসন্ধিতে (কুঁচকিতে) জ্বর, বেদনা ও দাহবিশিষ্ট গ্রন্থির ন্যায় শোথ উৎপাদন করে, তাহাকেই ব্রধ্নরোগ (বাগী) বলিয়া জানিবে ॥১০॥

বিল্বাদি চূর্ণম্।

মূলং বিল্ব-কপিত্থয়োররলুকস্যাগ্নের্বৃহত্যোর্দ্বয়োঃ শ্যামা পূতিকরঞ্জ শিগ্রুকতরোঃ বিশ্বৌষধ রুক্ষবম্। কৃষ্ণা গ্রন্থিক-চব্য-পঞ্চলবণ-ক্ষারাজমোদান্বিতং পীতং কাঞ্জিক-কোষ্ণতোয়মথিতং চূর্ণীকৃতং ব্রধ্নজিৎ ॥ ১১ ॥

বিল্বাদি চূর্ণ—বেল, কয়েদবেল, সোঁদাল, চিতা, বৃহতী, কণ্টকারী, বিদ্ধড়ক, নাটাকরঞ্জ ও সজিনা; এই সকল বৃক্ষের মূল এবং শুঠ, ভেলা, পিপুলমূল, চই, পঞ্চলবণ, যবক্ষার ও বনযমানী; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করতঃ উপযুক্ত মাত্রায় কাঁজি বা উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে ব্রধ্নরোগ (বাগী) বিনষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

অজাক্ষীরেণ গোধূম কল্কং কুন্দুরুকস্য বা।
প্রলেপনং সুখোষ্ণং স্যাৎ ব্রধ্নশূলহরং পরম্ ॥ ১২ ॥

গম বা কুন্দুরখোটী (গন্ধবিরজা) ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে বাগী ও তজ্জনিত বেদনা নিবারিত হয় ॥ ১২ ॥

মৃতমাত্রে তু বৈ কাকে বিশস্তে তু প্রবেশয়েৎ।
ব্রধ্নং মুহূর্ত্তং মেধাবী তৎক্ষণাদরুজং ভবেৎ ॥ ১৩ ॥

একটী কাকপক্ষী মারিয়া ক্রোড়দেশ বিদারণ পূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ করিয়া কুঁচকিতে লাগাইয়া বাঁধিয়া রাখিলে মুহূর্ত্তমধ্যে ব্রধ্নের বেদনা অপনীত হয় ॥ ১৩ ॥

অজাজী-হবুষা-কুষ্ঠ-গোধূম-বদরাণি চ।
কাঞ্জিকেন সমং পিষ্ট্বা কুর্য্যাদ্ব্রধ্নে প্রলেপনম্॥ ১৪॥

কৃষ্ণজীরা, হবুষা, কুড়, গম ও কুল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া কুঁচকিতে তাহার প্রলেপ দিলে ব্রধ্নরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ১৪॥

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবং মদনং কুষ্ঠং শতাহ্বাং নিচুলং বচাম্।
হ্রীবেরং মধুকং ভার্গীং দেবদারু সনাগরম্॥
কটফলং পৌষ্করং মেদাং চবিকাং চিত্রকং শটীম্।
বিড়ঙ্গাতিবিষে শ্যামাং রেণুকাং নীলিনীং স্থিরাম্॥
বিশ্বাজমোদে কৃষ্ণাঞ্চ দন্তীং রাস্নাং প্রপিষ্য চ।
সাধয়েদরণ্ডজং তৈলং তৈলং বা কফবাতনুৎ॥
ব্রধ্নোদাবর্ত্ত-গুল্মার্শ প্লীহমেহাঢ্য-মারুতান্।
আনাহমশ্মরীঞ্চৈব হন্যাৎ তদনুবাসনাৎ॥ ১৫॥

বৃহৎ সৈন্ধবাদ্য তৈল—তিল তৈল বা এরণ্ড তৈল ⁄৪ চারি সের। কল্কদ্রব্য—সৈন্ধবলবণ, মদনফল, কুড়, শুলফা, বেতস, বচ, বালা, যষ্টিমধু, বামনহাটী, দেবদারু, শুঠ, কট্‌ফল, কুড়, মেদ, চই, চিতামূল, শঠী, বিড়ঙ্গ, আতইষ, শ্যামমূলবিশিষ্ট তেউড়ী, রেণুকা, নীল বৃক্ষ, শালপানি, বেলশুঠ, বনযমানী, পিপুল, [ ]ল ও রাস্না; ইহাদের সমভাগে মিলিত ⁄১ সের। কল্কপাকার্থ জল ।৬ সের। এই তৈল কফ ও বাতনাশক। ইহা গাত্রে মর্দ্দন করিলে বা এই তৈলের পিচ্‌কারী মলদ্বারে প্রদান করিলে ব্রধ্ন, উদাবর্ত্ত, গুল্ম, প্লীহা, আনাহ ও অশ্মরী রোগ আরোগ্য হয়॥ ১৫॥

ঘৃতং সৌরেশ্বরং যোজ্যং ব্রধ্নবৃদ্ধি নিবৃত্তয়ে॥ ১৬॥

শ্লীপদ রোগোক্ত সৌরেশ্বর ঘৃত ব্রধ্ন ও বৃদ্ধি রোগে প্রয়োগ করিলে উক্ত রোগদ্বয় উপশম হয়॥ ১৬॥

গন্ধর্ব্বহস্ততৈলম্।

শতমেরণ্ড-মূলস্য পলং শুণ্ঠ্যা যবাঢকম্॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
তেন পাদাবশেষেণ পয়সা তৎসমেন চ।
প্রস্থমেরণ্ডতৈলস্য তন্মূলাচ্চ চতুঃপলম্॥
ত্রিপলং শৃঙ্গবেরঞ্চ গর্ভং দত্ত্বা বিপাচয়েৎ।
তৎ পিবেৎ প্রয়তঃ শুদ্ধো নরঃ ক্ষীরান্নভুক্ সদা।
অন্ত্রবৃদ্ধিং জয়ত্যাশু তৈলং গন্ধর্ব্বহস্তকম্॥ ১৭

গন্ধর্ব্বহস্ত তৈল—এরণ্ডতৈল ⁄৪ চারি সের। ক্বাথার্থ এরণ্ডমূল ।২॥০ সের, শুঠ ৮ তোলা ও যব ⁄৮ সের। পাকার্থ-জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের এবং দুগ্ধ ।৬ সের। কল্কার্থ এরণ্ডমূল ৩২ তোলা ও আদা ২৪ তোলা। এই তৈল যথানিয়মে পাক করিয়া লইবে। দুগ্ধান্ন-ভোজী হইয়া ইহা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহ পান করিলে অন্ত্র বৃদ্ধি বিনষ্ট হয়॥ ১৭॥

শতপুষ্পাদ্যং ঘৃতম্।

শতপুষ্পামৃতা দারু চন্দনং রজনীদ্বয়ম্।
জীরকে দ্বে বচা নাগ ত্রিফলা গুগ্‌গুলু ত্বচম্॥
মাংসী সকুষ্ঠ পত্রৈলা রাস্না শৃঙ্গী চ চিত্রকম্।
ক্রিমিঘ্নমশ্বগন্ধা চ শৈলেয়ং কটুরোহিণী॥
সৈন্ধবং তগরঞ্চৈব কুষ্ঠজাতী বিষৈঃ সমৈঃ।
এতৈশ্চ কার্ষিকৈঃ কল্কৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
বৃষমুণ্ডিতিকৈরণ্ড বিল্বপত্রভবো রসঃ।
কণ্টকার্য্যা স্তথাপ্রস্থং ক্ষীরপ্রস্থং বিনিক্ষিপেৎ॥
সিদ্ধমেতদ্ধ্রুবং পীতমন্ত্রবৃদ্ধিং ব্যপোহতি।
বাতবৃদ্ধিং পিত্তবৃদ্ধিং মেদোবৃদ্ধিমথাপি বা॥
মূত্রবৃদ্ধিং শ্লীপদঞ্চ যকৃৎ প্লীহানমেব চ।
শতপুষ্পাদ্যমেতদ্ বৈ ঘৃতং হন্তি ন সংশয়ঃ॥ ১৮॥

শতপুষ্পাদ্য ঘৃত—গব্য ঘৃত ⁄৪ সের। কল্কদ্রব্য—শুলফা, গুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, বচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, গুগ্‌গুলু, দারুচিনি, জটামাংসী, কুড়, তেজপত্র, ছোট-এলাইচ, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, অশ্বগন্ধা, শৈলজ, কট্‌কী, সৈন্ধবলবণ, তগরপাদুকা, কুড়, জাতীফল ও মৃণাল; ইহাদের প্রত্যেকের দুই তোলা এবং বাসক, মুণ্ডিরী, এরণ্ড, বিল্বপত্র ও কণ্টকারী ইহাদের প্রত্যেকের রস ⁄৪ সের ও গোদুগ্ধ ⁄৪ সের। এই

ঘৃত যথানিয়মে পাক করিয়া লইবে। ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে অন্ত্রবৃদ্ধি, বাতবৃদ্ধি, পিত্তবৃদ্ধি, মেদোবৃদ্ধি, শ্লীপদ, যকৃৎ ও প্লীহা দূরীভূত হয় ॥ ১৮ ॥

হরীতকীং মূত্রসিদ্ধাং সতৈলাং লবণান্বিতাম্।
প্রাতঃ প্রাতশ্চ সেবেত কফবাতাময়াপহাম্ ॥ ১৯ ॥

হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া ভেরেণ্ডার তৈল ও সৈন্ধবলবণসহ প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে কফ ও বাতরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

নিষ্পিষ্টমারনালেন রূপিকামূলবল্কলম্।
লেপো বৃদ্ধ্যাময়ং হন্তি বদ্ধমূলমপি দৃঢ়ম্।
"শ্বেতার্কমূলবল্কলংকাঞ্জিকেন পিষ্ট্বা লেপোদেয়ঃ ॥ ২০

শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল কাঁজির সহিত পেষণপূর্ব্বক অণ্ডকোষে প্রলেপ দিলে বহুকালের বৃদ্ধিরোগ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥

গব্যং ঘৃতং সৈন্ধব-সংপ্রযুক্তং
শম্বুকভাণ্ডে নিহিতং তদেব।
সপ্তাহ-মাদিত্যকরৈর্বিপক্বং
হন্যাৎ কুরণ্ডং চিরজং প্রবৃদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

পুরাতন গব্যঘৃত ও সৈন্ধবলবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া একটী শামুকের মধ্যে পুরিয়া ৭ সাত দিবস রৌদ্রপক্ব করতঃ তাহা অণ্ডকোষে মালিশ করিলে কুরণ্ডরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২১

সৈন্ধবঞ্চ ঘৃতাভ্যক্তং তাম্রভাজনমাতপে।
প্রতপ্ত মূর্ণয়া ঘৃষ্টং তন্মলঞ্চ সমাহরেৎ ॥
কুরণ্ডং প্রকয়েত্তেন সনির্ব্বিঘ্নং দিবানিশম্।
কুরণ্ডং তেন সংলিপ্তং নাস্তীত্যাহ পুনর্ব্বসুঃ ॥ ২২ ॥

গব্যঘৃত ও সৈন্ধবলবণ একটী তাম্রপাত্রে রাখিয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করতঃ ভেড়ার লোম দ্বারা উক্তপাত্র ঘর্ষণ করিলে যে মল পাওয়া যাইবে তাহা অণ্ডকোষে মালিশ করিলে নিশ্চয়ই কুরণ্ড-রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

গোমূত্রসিদ্ধাং রুবুতৈলভৃষ্টাং
হরীতকীং সৈন্ধবসংপ্রযুক্তাম্।
পিবেন্নরঃ কোষ্ণজলানুপানং
নিহন্তি বৃদ্ধিং চিরজাং প্রবৃদ্ধাম্ ২৩ ॥

গোমূত্রে সিদ্ধ হরীতকীর সহিত সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া তাহা এরণ্ডতৈলে ভাজিয়া উষ্ণ জল সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা বহুকালজাত প্রবৃদ্ধ কুরণ্ড রোগ নিবারিত হয় ॥ ২৩ ॥

ঐন্দ্রীমূলভবং চূর্ণং রুবুতৈলেন মর্দ্দিতম্।
ত্র্যহাদ্গোপয়সা পীতং সর্ব্ববৃদ্ধিহরং পরম্ ॥
বচা সর্ষপকল্কেন লেপোবৃদ্ধিবিনাশনঃ ॥ ২৪।

গোরক্ষকর্কটীর মূলের চূর্ণ এরণ্ডতৈলে মিশ্রিত করিয়া গোদুগ্ধ সহ তিন দিন পান করিলে কুরণ্ড বিনষ্ট হয়। বচ ও সর্ষপ জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলেও কুরণ্ড নষ্ট হয় ॥ ২৪ ॥

বহুবারস্য বীজঞ্চ পিষ্ট্বা তচ্চাদ্রকৈঃ সহ।
কুরণ্ডং নাশয়েত্তত্র লেপনান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥

বহুবারবৃক্ষের বীজ ও আদা একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কুরণ্ডরোগ বিনষ্ট হয় ॥২৫॥

ঘৃতৈঃ নীলোৎপলমূলং পিষ্ট্বা লিম্পেৎ কুরণ্ডকম্।
অথবা লেপনং কুর্য্যাদ্ গৃহমণ্ডুকশোণিতৈঃ ॥ ২৬॥

নীলোৎপলের মূল বাটিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা গৃহ ভেকের রক্তের প্রলেপ দিলে কুরণ্ড নিবারিত হয় ॥ ২৬ ॥

ভক্তোত্তরীয়ম্।

অভ্রকং গন্ধকঞ্চৈব পিপ্পলী লবণানি চ।
ত্রিক্ষার-ত্রিফলা চৈব হরিতালং মনঃশিলা
পারদং চাজমোদা চ যমানী শতপুষ্পিকা।
জীরকং হিঙ্গু মেথী চ চিত্রকং চবিকা বচা ॥
দন্তী চ ত্রিবৃতা মুস্তং শিলা চ মৃতলোহকম্।
অঞ্জনং নিম্ববীজানি পটোলং বৃদ্ধদারকম্ ॥
সর্ব্বাণি চাক্ষমাত্রাণি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
শতং কামকবীজানি শোধিতানি প্রয়োজয়েৎ ॥
এতদগ্নি বিবৃদ্ধ্যর্থমৃষিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
শ্লীপদান্ত্রবৃদ্ধিঞ্চ বাতবৃদ্ধিঞ্চ দারুণাম্।
অরুচিং চামবাতঞ্চ শূলং বাতসমুদ্ভবম্।
গুল্মঞ্চৈবোদরব্যাধীন্ নাশয়ত্যাশু তৎক্ষণাৎ।
ভক্তোত্তরমিদং চূর্ণমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা ॥ ২৭ ॥

ভক্তোত্তরীয়—অভ্র, গন্ধক, পিপুল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হরিতাল, মনঃশিলা, পারদ, বনযমানী, শুলফা, জীরা, হিং, মেথী, চিতামূল, চই, বচ, দন্তীমূল, তেউড়ী, মুথা, শিলাজতু, লৌহ, রসাঞ্জন, নিম্ববীজ, পটোলপত্র ও বিদ্ধড়ক বীজ; এই ৩৪টী দ্রব্যের প্রত্যেকের ২ তোলা এবং বিশুদ্ধ জয়পাল বীজ ১০০টা। এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। মাত্রা এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত। ইহা সেবনে শ্লীপদ, অন্ত্রবৃদ্ধি, বাতবৃদ্ধি, অরুচি, আমবাত, বাতশূল, গুল্ম ও উদররোগ দূর হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

বাতারিঃ।

রসভাগো ভবেদেকো গন্ধকো দ্বিগুণো মতঃ।
ত্রিগুণা ত্রিফলা গ্রাহ্যা চতুর্ভাগশ্চ চিত্রকঃ ॥
গুগ্‌গুলুঃ পঞ্চভাগঃ স্যাদেরণ্ডতৈলমর্দ্দিতঃ।
ক্ষিপ্ত্বাত্র পর্ব্বকং চূর্ণং তেনৈব সহ মর্দ্দয়েৎ ॥
গুড়িকাং কর্ষমাত্রান্তু ভক্ষয়েৎ প্রাতরেব হি।
নাগরৈরণ্ডমূলানাং ক্বাথং তদনুপায়য়েৎ ॥
অভ্যজ্যৈরণ্ডতৈলেন স্বেদয়েৎ পৃষ্ঠদেশকম্।
বিরেকে তেন সংজাতে স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ ভোজয়েৎ।
বাতারিসংজ্ঞকো হ্যেষ রসো নির্ব্বাতসেবিতঃ।
অন্ত্রবৃদ্ধিং নিহন্ত্যেব ব্রহ্মচর্য্যপুরঃসরঃ।
অনুপানঞ্চ তিলজমার্দ্রকদ্রব্যসংযুতম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি বৃদ্ধিব্রধ্নাধিকারঃ।

বাতারি—পারদ ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, হরীতকী ১ তোলা, আমলকী ১ তোলা, বহেড়া ১ তোলা, চিতামূল ৪ তোলা এবং এরণ্ডতৈলে মর্দ্দিত গুগ্‌গুলু ৫ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে এরণ্ডতৈলের সহিত উত্তমরূপে পেষণ পূর্ব্বক চারি আনা বা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ শুঠ ও এরণ্ড মূলের ক্বাথের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ বিনষ্ট হয়। ঔষধ সেবনান্তে রোগীর পৃষ্ঠদেশে এরণ্ডতৈল মালিশ করাইয়া স্বেদ প্রদান করিবে। এই ঔষধ সেবনে বিরেচন হইলে স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য ভোজন করিতে দিবে ॥ ২৮ ॥

ইতি বৃদ্ধি ও ব্রধ্নরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ গলগণ্ড-গণ্ডমালাপচী-গ্রন্থ্যর্ব্বুদাধিকারঃ।

যবমুদ্গপটোলানি কটু রুক্ষঞ্চ ভোজনম্।
ছর্দ্দিং সরক্তমুক্তিঞ্চ গলগণ্ডে প্রয়োজয়েৎ ॥ ১ ॥

গলগণ্ড-গণ্ডমালা চিকিৎসা।

গলগণ্ড রোগে যব, মুগ, পটোল এবং কটু ও রুক্ষ দ্রব্য ভোজন, বমন ও রক্ত মোক্ষণ প্রশস্ত ॥ ১।

তণ্ডুলোদকপিষ্টেন মূলেন পরিলেপিতঃ।
হস্তিকর্ণপলাশস্য গলগণ্ডঃ প্রশাম্যতি। ২ ॥

হস্তিকর্ণ পলাশের মূল, আতপ তণ্ডুলের জলে পেষণ করিয়া গলগণ্ডে প্রলেপ দিলে গলগণ্ড রোগ প্রশমিত হয় ॥ ২ ॥

সর্ষপান্ শিগ্রুবীজানি শণবীজাতসীযবান্।
মূলকস্য চ বীজানি তক্রেণাম্লেন পেষয়েৎ ॥
গলগণ্ডা গ্রন্থয়শ্চ গণ্ডমালাঃ সুদারুণাঃ।
প্রলেপাৎ তেন শাম্যন্তি বিলয়ং যান্তি চাচিরাৎ ॥ ৩ ॥

সর্ষপ, সজিনাবীজ, শণবীজ, তিসি, যব ও মূলার বীজ, এই গুলি অম্ল ঘোলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড, গ্রন্থি ও গণ্ডমালা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

জীর্ণকর্কারুকরসো বিড়সৈন্ধব-সংযুতঃ।
নস্যেন হন্তি তরুণং গলগণ্ডং ন সংশয়ঃ ॥ ৪ ॥

সুপক্ব তিতলাউয়ের রসের সহিত বিট্‌লবণ ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া নস্য প্রদান করিলে তরুণ গলগণ্ডরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

জলকুম্ভীকজং ভস্ম পক্বং গোমূত্রগালিতম্।
পিবেৎ কোদ্রব-ভক্তাশী গলগণ্ডপ্রশান্তয়ে ॥ ৫ ॥

পানা শুষ্ক করিয়া দগ্ধ করতঃ ভস্ম গ্রহণ করিবে, পরে ঐ ভস্ম গোমূত্রের সহিত পাক করতঃ স্রাব করিয়া লইবে। উক্ত স্রাবিত জল সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া কোদধান্যের অন্ন ভোজন করিলে গলগণ্ড রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৫ ॥

সূর্য্যাবর্ত্ত-রসোনাভ্যাং গলগণ্ডোপনাহনে।
স্ফোটাস্রাবৈঃ শমং যান্তি গলগণ্ডা ন সংশয়ঃ ॥ ৬ ॥

হুড়হুড়ে ও রশুন সমভাগে লইয়া একত্রে পেষণ করিয়া গলগণ্ডে প্রলেপ দিলে স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া উহা হইতে জলবৎ তরল পদার্থ স্রাব হয়। এইরূপে ইহাতে গলগণ্ড নিশ্চয়ই প্রশমিত হয় ॥ ৬ ॥

তিক্তালাবুফলে পক্বে সপ্তাহমুষিতং জলম্।
মদ্যং বা গলগণ্ডঘ্নং পানাৎ পথ্যানুসেবিনঃ ॥ ৭ ॥

সুপক্ব তিতলাউয়ের মধ্যে জল অথবা মদ্য সাত দিবস রাখিয়া সেই জল বা মদ্য পান করতঃ হিতকর পথ্য সেবন করিলে গলগণ্ড বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

কটুফলচূর্ণান্তর্গলঘর্ষো গলগণ্ডাময়ং হন্তি।
ঘৃতবিমিশ্রং পীতমপি শ্বেত-গিরিকর্ণিকামূলম্ ॥ ৮ ॥

গলান্তর্দ্দেশে কট্‌ফলচূর্ণ ঘর্ষণ করিলে কিম্বা শ্বেতাপরাজিতার মূলের চূর্ণ ঘৃত সহযোগে উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে গলগণ্ড রোগ বিদূরিত হয় ॥ ৮ ॥

মহিষীমূত্রবিমিশ্রং লৌহমলং সংস্থিতং ঘটে মাসম্।
অন্তর্ধূমবিদগ্ধং লিহ্যান্মধুনাথ গলগণ্ডে ॥ ৯ ॥

মহিষের মূত্রের সহিত মণ্ডুর কলসের মধ্যে একমাস কাল ভিজাইয়া রাখিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করতঃ মধুর সহিত সেবন করিলে গলগণ্ড রোগের উপকার দর্শে ॥ ৯ ॥

জিহ্বায়াঃ পার্শ্বতোঽধস্তাৎ শিরা দ্বাদশ কীর্ত্তিতাঃ।
তাসাং স্থূলশিরে কৃষ্ণে ছিন্দ্যাত্তেচ শনৈঃ শনৈঃ।
বড়িশেনৈব সংগৃহ্য কুশপত্রেণ বুদ্ধিমান্।
স্রুতে রক্তে ব্রণে তস্মিন্ দদ্যাৎ সগুড়মার্দ্রকম্।
ভোজনঞ্চানভিষ্যন্দি যূষঃ কৌলত্থ ইষ্যতে ॥ ১০ ॥

জিহ্বার পার্শ্বের অধোভাগে ১২টী শিরা আছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণ বর্ণ দুইটী স্থূল শিরা আছে, উক্ত স্থূল শিরাদ্বয় বড়িশ যন্ত্র দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক কুশপত্র নামক অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রক্ত নিঃসারিত করিবে এবং যথা প্রয়োজন রক্ত নির্গত হইলে গুড় ও আদা ভক্ষণ করিতে দিবে। তৎপরে রোগীকে আহারার্থ কফনাশক দ্রব্য ও কুলত্থ কলায়ের যূষ প্রদান করিবে ॥ ১০ ॥

কর্ণযুগ্মবহিঃ সন্ধিমধ্যাভ্যাসে স্থিতঞ্চ যৎ।
উপর্য্যুপরি তচ্ছিন্দ্যাদ্ গলগণ্ডে শিরাত্রয়ম্ ॥ ১১ ॥

কর্ণদ্বয়ের পৃষ্ঠ সন্ধিস্থানে উপর্য্যুপরি তিনটী শিরা আছে, ঐ শিরাত্রয় ছেদন করিলে গলগণ্ড রোগ ধ্বংস হয় ॥ ১১ ॥

তুম্বী তৈলম্।

বিড়ঙ্গক্ষার-সিন্ধূত্থ রাস্নাগ্নি-ব্যোষ-দারুভিঃ
কটুতুম্বীফলরসৈঃ কটুতৈলং বিপাচয়েৎ।
চিরোত্থমপি নস্যেন গলগণ্ডং বিনাশয়েৎ ॥ ১২ ॥

তুম্বী তৈল—কটুতৈল ।৪ সের। কল্কার্থ-বিড়ঙ্গ, যবক্ষার, সৈন্ধব, রাস্না, চিতামূল, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও দেবদারু; সমভাগে মিলিত ।১ সের। তিতলাউয়ের রস ।৬ সের। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে বহুকালীয় গলগণ্ড ও গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

অমৃতাদ্যং তৈলম্।

তৈলং পিবেচ্চামৃতবল্লিনিম্ব হংসাহ্বলাবৃক্ষকপিপ্পলীভিঃ। সিদ্ধং বলাভ্যাঞ্চ সদেবদারু হিতায় নিত্যং গলগণ্ডরোগী ॥ ১৩ ॥

অমৃতাদ্য তৈল—তিল তৈল ।৪ সের। কল্কার্থ গুলঞ্চ, নিমছাল, হংসপদী, কুড়চির ছাল, পিপুল, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে ও দেবদারু; সমভাগে মিলিত ।১ সের। এই তৈল মর্দ্দনে গলগণ্ড রোগের প্রতীকার হয় ॥ ১৩ ॥

মাক্ষিকাঢ্যঃ সকৃৎ পীতঃ ক্বাথো বরুণমূলজঃ।
গণ্ডমালাং হরত্যাশু চিরকালানুবন্ধিনীম্ ॥ ১৪ ॥

বরুণ মূলের ছালের ক্বাথ মধুর সহিত পান করিলে গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

পিষ্ট্বা জ্যেষ্ঠাম্বুনা পীতাঃকাঞ্চনালত্বচঃ শুভাঃ।
বিশ্বভেষজ-সংযুক্তা গণ্ডমালাপহাঃ পরাঃ ॥ ১৫ ॥

কাঞ্চন বৃক্ষের ছাল আতপ তণ্ডুলের জলে বাটিয়া শুঠ চূর্ণ সহ পান করিলে গলগণ্ড ও গণ্ড মালা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

আরগ্বধশিফাং ক্ষিপ্রং পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা।
সম্যঙ্‌ নস্ত-প্রলেপাভ্যাং গণ্ডমালাং সমুদ্ধরেৎ ॥
গণ্ডমালাময়ার্ত্তানাং নস্তকর্ম্মণি যোজয়েৎ।
নিগুণ্ড্যাস্তু শিফাং সম্যগ্‌ বারিণা পরিপেষিতাম্ ॥ ১৬

সোঁদাল বৃক্ষের মূল তণ্ডুলজলের সহিত বাটিয়া নস্ত ও প্রলেপ দিলে অথবা নিসিন্দার মূল জলে পেষণ করিয়া নস্ত প্রদান করিলে গলগণ্ড রোগ উপশমিত হয় ॥ ১৬ ॥

কোষাতকীনাং স্বরসেন নস্তং তুম্ব্যাস্তু বা পিপ্পলী-সংযুতেন। তৈলেন বারিষ্টভবেন কুর্য্যাদ্ গজোপকুল্যেন সমাক্ষিকেণ ॥ ১৭ ॥

ঘোষাফলের রস বা তিতলাউয়ের রস অথবা নিম্ব ফলের তৈল, পিপুল চূর্ণ সহ নস্ত প্রদান করিলে কিম্বা মধুর সহিত বচ ও গজপিপুল চূর্ণ বাটিয়া নস্ত প্রয়োগ করিলে গণ্ডমালা রোগের উপশম হয় ॥ ১৭ ॥

ঐন্দ্র্যা বা গিরিকর্ণ্যা বা মূলং গোমূত্র-যোগতঃ।
গণ্ডমালাং হরেৎ পীতং চিরকালোত্থিতামপি ॥ ১৮ ॥

রাখালশসা বা শ্বেত-অপরাজিতার মূল গো মূত্রের সহিত বাটিয়া পান করিলে গণ্ডমালা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

অলম্বুষা-দলোদ্ভূতং স্বরসং দ্বিপলং পিবেৎ।
অপচ্যা গণ্ডমালায়াঃ কামলায়াশ্চ নাশনম্ ॥ ১৯ ॥

মুণ্ডিরীপত্রের রস ৪ তোলা পরিমাণে কিছুদিন পান করিলে অপচী, গণ্ডমালা ও কামলা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৯ ॥

গলগণ্ডং গণ্ডমালাং কুরণ্ডঞ্চ বিনাশয়েৎ।
পিষ্টং জ্যেষ্ঠাম্বুনা লেপাৎ মূলং ব্রাহ্মণযষ্টিজম্ ॥ ২০ ॥

বামনহাটির মূল আতপ তণ্ডুলের জলের সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও কুরণ্ডরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

ছুছুন্দরীতৈলম্।

অভ্যঙ্গান্নাশয়েৎ ক্ষিপ্রং গণ্ডমালাং সুদারুণাম্।
ছুছুন্দর্য্যা বিপক্বঞ্চ ক্ষণাত্তৈলবরং ধ্রুবম্ ॥ ২১ ॥

ছুছুন্দরীতৈল—তিল তৈল /৪ সের। কল্কার্থ-কুট্টিত ছুচোর মাংস /১ সের; পাকার্থ জল ।৬ সের। এই তৈল মালিশ করিলে শীঘ্র গণ্ড-মালা বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

শাখোটক-তৈলম্

গণ্ডমালাপহং তৈলং সিদ্ধং শাখোটকত্বচা ॥ ২২ ॥

শাখোটক তৈল—তিল তৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ-শেওড়াছালের স্বরস অথবা ক্বাথ ।৬ সের এবং কল্কার্থ-কুট্টিত শেওড়াছাল /১ সের। জল ।৬ সের, এই তৈল মর্দ্দনে গলগণ্ড রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২২ ॥

বিম্ব্যাদি তৈলম্।

বিম্বাশ্বমার-নিগুণ্ডী-সাধিতং বাপি নাশনম্ ॥ ২৩ ॥

বিম্ব্যাদি তৈল—তিল তৈল /৪ সের। কল্কার্থ-তেলাকুচার মূল, করবী মূল ও নিসিন্দার মূল সমভাগে মিলিত /১ সের, জল ।৬ সের। এই তৈলের নস্ত প্রয়োগ করিলে গণ্ডমালা রোগের প্রতীকার হয় ॥ ২৩ ॥

নিগুণ্ডী তৈলম্।

নিগুণ্ডী-স্বরসে বাথ লাঙ্গলীমূলকল্কিতম্।
তৈলং নস্তান্নিহন্ত্যাশু গণ্ডমালাং সুদারুণাম্ ॥ ২৪ ॥

নিগুণ্ডী তৈল—তিল তৈল /৪ সের। নিসিন্দার রস ।৬ সের। কল্কার্থ—ঈশলাঙ্গলার মূল /১ সের। বঙ্ক পাকার্থ জল ।৬ সের। ইহার নস্ত গ্রহণ করিলে গণ্ডমালা বিনষ্ট হয় ॥ ২৪ ॥

বনকার্পাসিকা মূলং তণ্ডুলৈঃ সহ যোজিতম্।
পক্ত্বা পুপলিকাং খাদেদপচী-নাশনায় তু॥ ২৫॥

বনকার্পাসের মূল চূর্ণ ১ তোলা এবং তণ্ডুল চূর্ণ ৩ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করিবে। এই পিষ্টক ভক্ষণ করিলে অপচী রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৫॥

শোভাঞ্জনং দেবদারু কাঞ্জিকেন তু পেষিতম্।
কোষ্ণং প্রলেপনং হন্যাদপচীমতিদুস্তরাম্॥ ২৬॥

সজিনামূলের ছাল ও দেবদারু সমভাগে লইয়া কাঁজির সহিত বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে দুস্তর অপচী রোগ নষ্ট হয়॥ ২৬॥

সর্ষপারিষ্টপত্রাণি দগ্ধা ভল্লাতকৈঃ সহ।
ছাগমূত্রেণ সংপিষ্ট-মপচীঘ্নং প্রলেপনম্॥ ২৭॥

সর্ষপ, নিমপত্র ও ভেলা একত্রে অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া ছাগমূত্র দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে অপচী রোগ আরোগ্য হয়॥ ২৭॥

অশ্বত্থকাষ্ঠং নিচুলং গবাং দন্তঞ্চ দাহয়েৎ।
বরাহমজ্জসংপৃক্তং ভস্ম হন্ত্যপচী ব্রণান্॥ ২৮॥

অশ্বত্থ কাষ্ঠ, হিজল ও গরুর দাঁত একত্রে অন্তর্ধূমে দগ্ধ করতঃ শূকরের বসার সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অপচী রোগ দূরীভূত হয়॥ ২৮॥

পার্ষ্ণিং প্রতি দ্বাদশ চাঙ্গুলানি ভিত্বেন্দ্রবস্তিং পরিবর্জ্য সম্যক্। বিদার্য্য মৎস্যাণ্ডনিভানি বৈদ্যো নিকৃষ্য জালান্যনলং বিদধ্যাৎ॥ ২৯॥

পার্ষ্ণিপ্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ অঙ্গুল স্থানের মধ্যে দুই অঙ্গুলি স্থান ব্যাপিয়া ইন্দ্রবস্তি নামক মর্ম্ম অবস্থিতি করে, সুতরাং উক্ত দুই অঙ্গুলি পরিমিত মর্ম্মস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবশিষ্ট দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান বিদীর্ণ করিয়া মৎস্যের অণ্ডাকৃতি মেদোজাল আকর্ষণ করতঃ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে। ইহা দ্বারা অপচী মূলোচ্ছেদ হওত উক্তরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ২৯॥

মণিবন্ধোপরিষ্টাদ্বা কুর্য্যাদ্রেখাত্রয়ং ভিষক্।
অঙ্গুল্যন্তরিতং সম্যগপচীনাং প্রশান্তয়ে॥ ৩০॥

মণিবন্ধের উপর ১ এক অঙ্গুলি অন্তর ক্রমশঃ ৩টী রেখা বিদ্ধ করিলে কক্ষ ও কূর্পর সন্ধিগত অপচীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩০॥

দণ্ডোৎপলভবং মূলং বদ্ধং পুষ্যেঽপচীং জয়েৎ।
অপামার্গস্য বা ছিন্দ্যাজ্জিহ্বাতলগতে শিরে॥ ৩১॥

(১) দণ্ডোৎপলের মূল পুষ্যানক্ষত্রে ধারণ করিলে অপচীরোগ বিনষ্ট হয়।

(২) অপামার্গের (আপাঙ্গের) মূল পুষ্যানক্ষত্রে ধারণ করিলে অপচীরোগ বিনষ্ট হয়।

(৩) জিহ্বার নিম্নস্থ ২ দুইটী শিরা ছেদন করিলে অপচীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩১॥

ব্যোষাদ্যং তৈলম্।

ব্যোষং বিড়ঙ্গং মধুকং সৈন্ধবং দেবদারু চ।
তৈলমেভিঃ শৃতং নস্যাৎকৃচ্ছ্রামপ্যপচীং জয়েৎ॥ ৩২॥

ব্যোষাদ্য তৈল—তৈল ।৪ সের। কল্কার্থ-শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু, সৈন্ধব ও দেবদারু; সমভাগে মিলিত ।১ সের। জল ।৬ সের। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে অপচী রোগ আরোগ্য হয়॥ ৩২॥

চন্দনাদ্যং তৈলম্।

চন্দনং সাভয়া লাক্ষা বচা কটুকরোহিণী।
এভিস্তৈলং শৃতং পীতং সমূলামপচীং জয়েৎ॥ ৩৩॥

চন্দনাদ্য তৈল—তিল তৈল ।৪ সের। কল্কার্থ রক্তচন্দন, হরীতকী, লাক্ষা, বচ ও কটকী, সমভাগে মিলিত ।১ সের। জল ।৬ সের। এই তৈল পান করিলে অপচীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৩॥

গুঞ্জাদ্যং তৈলম্।

গুঞ্জাহয়ারিস্থামার্ক-সর্ষপৈর্মূত্রসাধিতম্।
তৈলন্তু দশধা পশ্চাৎ কণালবণকল্ককৈঃ॥
মরিচৈশ্চ শিতৈর্যুক্তং সর্ব্বাবস্থাগতাং জয়েৎ।
অভ্যঙ্গাদপচীং নাড়ীং বল্মীকার্শোঽর্ব্বুদব্রণান্॥ ৩৪॥

গুঞ্জাদ্য তৈল—তিল তৈল ।৪ সের। কল্কার্থ কুচমূল, করবীর মূল, বিল্বক, আকন্দের ক্ষীর ও শ্বেতসর্ষপ; সমভাগে মিলিত ।১ সের এবং গোমূত্র ।৬ সের। উপরোক্ত কল্ক ও গোমূত্র

দ্বারা ক্রমাগত দশবার এই তৈল পাক করিয়া পশ্চাৎ উহার সহিত উপযুক্ত পরিমাণে পিপুল, পঞ্চলবণ ও মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে অপচী, নাড়ীব্রণ, বল্মীক, অর্শ, অর্ব্বুদ ও ব্রণ নষ্ট হয়॥ ৩৪॥

গ্রন্থিষামেষু কুর্ব্বীত ভিষক্ শোথ-প্রতিক্রিয়াম্।
পক্কান্নুৎপাট্য সংশোধ্য রোপয়েদ্ ব্রণভেষজৈঃ॥৩৫॥

গ্রন্থিরোগের চিকিৎসা।

অপক্ক গ্রন্থিরোগে শোথের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। গ্রন্থি পাকিলে তাহা অস্ত্র দ্বারা ছেদনপূর্ব্বক উৎপাটন করিয়া সংশোধন করতঃ অর্থাৎ দূষিত পূঁয রক্তাদি নিঃসারণপূর্ব্বক ব্রণপূরক ঔষধ প্রয়োগ করিবে॥ ৩৫॥

হিংস্রা সরোহিণ্যমৃতা চ ভার্গী শ্যোণাক বিল্বাগুরু কৃষ্ণগন্ধাঃ। গোপিত্তপিষ্টাঃ সহ তালপর্ণ্যা গ্রন্থৌ বিধেয়োঽনিলজে প্রলেপঃ॥ ৩৬॥

বাতজ গ্রন্থিরোগের চিকিৎসা।

কালিয়াকড়া, কটুকী, গুলঞ্চ, বামনহাটী, শ্যোণাছাল, বেলমূলের ছাল, অগুরুকাষ্ঠ, সজিনা-ছাল ও তালমূলী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক গোপিত্তের সহিত পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে বাতজনিত গ্রন্থিরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩৬॥

জলৌকসঃ পিত্তকৃতে হিতাস্ত ক্ষীরোদকাভ্যাং পরিসেচনঞ্চ। কাকোলিবর্গস্ত তু শীতলানি পিবেৎ কষায়াণি সশর্করাণি। দ্রাক্ষারসেনেক্ষুরসেন বাপি চূর্ণং পিবেদ্ বাপি হরীতকীনাম্॥ ৩৭॥

পিত্তজগ্রন্থিরোগের চিকিৎসা।

জোঁক দ্বারা রক্তমোক্ষণান্তে জলমিশ্রিত দুগ্ধ সেবন, কাকোলীবর্গের চিনিমিশ্রিত শীতল কাথ পান, এবং কিসমিসের কাথ সহ বা ইক্ষুরসের সহিত হরীতকী চূর্ণ সেবন করিলে পিত্তজনিত গ্রন্থিরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ৩৭॥

মধূকজম্বর্জ্জুনবেতসানাং ত্বগ্‌ভিঃ প্রদেহানবতারয়েচ্চ। হৃতেষু দোষেষু যথানুপূর্ব্ব্যা গ্রন্থৌ ভিষক্ স্নেহ সমুত্তবে তু। স্বিন্নে চ বিম্লাপনমেব কুর্য্যাদঙ্গুষ্ঠ বেণু দৃশদী-সুতৈশ্চ॥ ৩৮॥

কফজ গ্রন্থিরোগের চিকিৎসা।

(১) মৌলবৃক্ষ, জাম, অর্জ্জুনবৃক্ষ ও বেতসবৃক্ষের ছাল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জলের সহিত পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে কফজ গ্রন্থিরোগ বিনষ্ট হয়।

(২) বমনাদি দ্বারা ও রক্তমোক্ষণ দ্বারা রোগের দোষ দূরীকরণপূর্ব্বক যথাক্রমে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগপূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ, বাঁশ বা নোড়া দ্বারা মর্দ্দন করিলে কফজনিত গ্রন্থিরোগ নষ্ট হয়॥৩৮॥

বিকঙ্কতারগ্বধ কাকণন্তী কাকাদনী-তাপসবৃক্ষমূলৈঃ।
আলেপয়েদেনমলাবুভার্গীকরঞ্জকালামদনৈশ্চ বিদ্বান্॥৩৯॥

(১) বঁইচ, সোঁদাল, কুঁচ, কাকাদনী ও ইঙ্গুদীবৃক্ষ, এই সকলবৃক্ষের মূলের ছাল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জলসহ পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থিরোগ বিনষ্ট হয়।

(২) তিৎলাউ, বামনহাটী, ডহরকরঞ্জা, কালিয়াকড়া ও মদনফল, এই সকল সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক জলসহ পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থিরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩৯॥

দন্তী চিত্রকমূলত্বক্ সৌধার্ক-পয়সী গুড়ঃ।
ভল্লাতকাস্থি কাসীসং লেপাচ্ছিন্দ্যাচ্ছিলামপি।
গ্রন্থ্যর্ব্বুদাদিজিল্লেপো মাতৃবাহককীটজঃ॥ ৪০॥

(১) দন্তীমূল, চিতামূল, মনসাসীজের আঠা, আকন্দের আঠা, পুরাতন ইক্ষুগুড়, ভেলার আঁঠি ও হিরাকস, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জলসহ বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থিরোগ বিনষ্ট হয়।

(২) পাৎকুড়াপোকা (মাতৃবাহক কীট) পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে গ্রন্থি, অর্ব্বুদাদি বিনষ্ট হয়॥ ৪০॥

সর্জ্জিকা মূলকক্ষার: শঙ্খচূর্ণ সমন্বিতঃ।
প্রলেপে বিহিত স্তীক্ষ্ণো হন্তি গ্রন্থ্যর্ব্বুদাদিকাম্॥ ৪১॥

সাচিক্ষার, মূলারক্ষার ও শঙ্খচূর্ণ একত্র সমভাগে জলসহ পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ

দিলে গ্রন্থি, অর্ব্বুদ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৪১ ॥

গ্রন্থীনমর্ম্মপ্রভবানপক্কান্ উদ্ধৃত্য চাগ্নিং বিদধীত বৈদ্যঃ। ক্ষারেণ চৈতান্ প্রতিসারয়েত্তু সংলিখ্য সংলিখ্য যথোপদেশম্ ॥ ৪২ ॥

যে সমস্ত গ্রন্থি রোগ মর্ম্মস্থান ব্যতীত অন্যান্য স্থানে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদিগকে অপক্কাবস্থাতেই অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ব্রণ স্থান অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়া দিবে, কিন্তু এই সমস্ত প্রক্রিয়া বাতজ ও বাতশ্লেষ্মজ গ্রন্থি রোগেই করা কর্ত্তব্য। পিত্তজনিত গ্রন্থিরোগে অস্ত্রদ্বারা লেখন করিয়া যথানিয়মানুসারে লেপন করিয়া দিবে ॥ ৪২ ॥

গ্রন্থ্যর্ব্বুদানাং ন যতোবিশেষঃ প্রদেশহেত্বাকৃতি-দোষদূষ্যৈঃ। ততশ্চিকিৎসেদ্ ভিষগর্ব্বুদানি বিধানবিদ্ গ্রন্থিচিকিৎসিতেন ॥ ৪৩ ॥

গ্রন্থি ও অর্ব্বুদ রোগের উৎপত্তি স্থান, উৎপত্তির হেতু, আকৃতি, দোষ ও দূষ্য সমস্তই একরূপ, সুতরাং গ্রন্থি চিকিৎসার নিয়মানুযায়ী অর্ব্বুদ রোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ৪৩ ॥

বাতার্ব্বুদে চাপ্যুপনাহনানি স্নিগ্ধৈশ্চ মাংসৈরথ বেসবারৈঃ। স্বেদং বিদধ্যাৎ কুশলস্তু নাড্যা শৃঙ্গেণ রক্তং বহুশো হরেচ্চ ॥ স্বেদোপনাহা মৃদবশ্চ পথ্যাঃ পিত্তার্ব্বুদে কায়-বিরেচনঞ্চ ॥ ৪৪ ॥

(১) বাতজ অর্ব্বুদ রোগে প্রলেপ, স্নিগ্ধ মাংস অথবা বেসবার সহ সেক প্রদান করিবে কিম্বা নাড়ীস্বেদ দিবে এবং শৃঙ্গ দ্বারা পুনঃ পুনঃ রক্ত মোক্ষণ করিবে।

পিত্তার্ব্বুদে মৃদুস্বেদ, মৃদু প্রলেপ, লঘু কিম্বা পিত্তঘ্ন আহার ও বিরেচক ঔষধ দিবে ॥ ৪৪ ॥

বিঘৃষ্য চোড়ুম্বরশাক-গোজীপত্রৈর্ভৃশং ক্ষৌদ্রযুতৈঃ প্রলিম্পেৎ। শ্লক্ষ্ণীকৃতৈঃ সর্জ্জরস-প্রিয়ঙ্গুবত্তজ-লোধ্রার্জ্জুনযষ্টিকাহ্বৈঃ ॥ ৪৫ ॥

ডুমুর পত্র, শাকপত্র এবং গোজিয়াপত্র দ্বারা অর্ব্বুদ ঘর্ষণ করিয়া পশ্চাৎ ধুনা, প্রিয়ঙ্গু চন্দন, লোধ, অর্জ্জুনছাল ও যষ্টিমধু, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া একত্রে পেষণ পূর্ব্বক মধুর সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিবে ॥ ৫ ॥

লেপনং শঙ্খচূর্ণেন সহ মূলকভস্মনা।
কফার্ব্বুদাপহং কুর্য্যাদ্ গ্রন্থ্যাদিষু বিশেষতঃ ॥ ৪৬ ॥

শঙ্খ চূর্ণ ও মূলাভস্ম একত্রে জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে শ্লৈষ্মিক অর্ব্বুদ ও গ্রন্থি রোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয় ॥ ৪৬ ॥

নিষ্পাব পিণ্যাক কুলত্থকল্কৈর্মাংস প্রগাঢ়ৈর্দধিমর্দ্দিতৈশ্চ। লেপং বিদধ্যাৎ ক্রিময়ো যথাত্র মুঞ্চন্ত্যপত্যান্যথমক্ষিকা বা ॥ অল্পাবশিষ্টং ক্রিমিভিঃ প্রভক্ষং লিখেৎ ততোঽগ্নিং বিদধীত পশ্চাৎ। যদল্পমূলং ত্রপুতাম্র সীসৈঃ সংবেষ্ট্য পত্রৈরথবায়সৈর্বা ॥ ক্ষারাগ্নিশস্ত্রাণ্যবতারয়েচ্চ মুহুর্মুহুঃ প্রাণমবেক্ষ্যমাণঃ। যদৃচ্ছয়া চোপগতানি পাকং পাকক্রমেণোপচরেদ্ যথোক্তম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্বেত শিম, তিলবাটা ও কুলত্থকলায় এই গুলি সমভাগে লইয়া দধির সহিত উত্তমরূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক অর্ব্বুদস্থানে লেপন করিয়া রাখিলে ক্রিমি অথবা মক্ষিকা সকল উক্তপ্রলেপের উপর সন্তান প্রসব করে এবং অর্ব্বুদের অধিকাংশ ভক্ষণ করিয়া ফেলে; সুতরাং অবশিষ্টাংশ অস্ত্র দ্বারা লেখন করিয়া অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিতে হয়। কিন্তু যদি এইরূপ প্রক্রিয়ায় অর্ব্বুদ সমূলে ধ্বংস না হয়, তাহা হইলে সীসক, তাম্র বা লৌহ পত্র দ্বারা অর্ব্বুদের মূলদেশ বেষ্টন করিয়া রাখিবে। এই রোগে ক্ষার, অগ্নি ও শস্ত্র পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু ক্ষারাদির প্রয়োগ কালে রোগীর বল ও জীবনের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য। অর্ব্বুদ পাকিলে ব্রণ পাকোক্ত পাটন ও শোধন প্রভৃতি দ্বারা উহার চিকিৎসা করিবে ॥ ৪৭ ॥

উপোদিকারসাভ্যক্তা তৎপত্র-পরিবেষ্টিতাঃ।
প্রণশ্যন্ত্যচিরান্নৃণাং পিড়কার্ব্বুদজাতয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

পুঁইপত্রের রস দ্বারা অর্ব্বুদ সিক্ত করিয়া পুঁইপত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে অর্ব্বুদ ও পিড়কা বিনষ্ট হয় ॥ ৪৮ ॥

উপোদিকা কাঞ্জিক তক্রপিষ্টা তয়োঃশবাহো লবণেন মিশ্রঃ। দৃষ্টোঽর্ব্বুদানাং প্রশমায় কৈশ্চিৎ দিনে দিনে রাত্রিষু মর্ম্মজানাম্ ॥ ৪৯ ॥

কাঁজি ও ঘোলের সহিত পুঁইপত্র বাটিয়া উহার সহিত সৈন্ধব লবণ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে মর্ম্মস্থান জাত অর্ব্বুদ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

লেপোঽর্ব্বুদজিদ্রম্ভামোচক ভস্ম তুষ শঙ্খচূর্ণকৃতঃ।
সরটরুধিরাদ্রগন্ধক-যবাগ্রজ-বিড়ঙ্গ-নাগরৈর্বাথ ॥ ৫০ ॥

কলার মোচাভস্ম, তুষ ও শঙ্খচূর্ণ; এই গুলি একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা কৃকলাসের রক্তের সহিত আদা, গন্ধক, যবক্ষার, বিড়ঙ্গ ও শুঠ মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদ রোগ উপশম হয় ॥৫০ ॥

মূহী গণ্ডীরিকা স্বেদো নাশয়েদর্ব্বুদানি চ।
সীসকেনাথ লবণৈঃ পিণ্ডারকফলেন চ ॥ ৫১ ॥

সিজের ডাল উত্তপ্ত করিয়া সেক দিলে কিম্বা উত্তপ্ত সীসকদ্বারা অথবা উষ্ণ লবণ দ্বারা বা সিদ্ধপিণ্ডারক ফলের পুটলী করিয়া তদ্দারা সেক দিলে অর্ব্বুদ নষ্ট হয় ॥৫১ ॥

হরিদ্রা লোধ্র-পত্তঙ্গ-গৃহধুম-মনঃশিলাঃ।
মধুপ্রগাঢ়ো লেপোঽয়ং মেদোঽর্ব্বুদহরঃ পরঃ ॥ ৫২ ॥

হরিদ্রা, লোধ, রক্তচন্দন, ঝুল ও মনঃশিলা; এই গুলি সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে মেদজনিত অর্ব্বুদ বিনষ্ট হয় ॥৫২ ॥

এতামেব ক্রিয়াং কুর্য্যাদশেষাং শর্করার্ব্বুদে ॥ ৫৩ ॥

ইতি গলগণ্ড-গণ্ডমালাপচী-গ্রন্থ্যর্ব্বুদাধিকারঃ।

অর্ব্বুদ রোগে যে সকল চিকিৎসার নিয়ম বা ঔষধ লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত দ্বারাই শর্করার্ব্বুদ রোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ৫৩ ॥

ইতি অর্ব্বুদরোগচিকিৎসা সমাপ্ত

অথ শ্লীপদাধিকার

———:*:———

লঙ্ঘনালেপন-স্বেদ-রেচনৈ রক্তমোক্ষণৈঃ।
প্রায়ঃ শ্লেষ্মহরৈরুষ্ণৈঃ শ্লীপদং সমুপাচরেৎ ॥ ১ ॥

শ্লীপদরোগ-চিকিৎসা।

উপবাস, প্রলেপ, সেক, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ এবং শ্লেষ্মানাশক উষ্ণ ক্রিয়া দ্বারা শ্লীপদ রোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ১ ॥

ধুস্তুরৈরণ্ডনির্গুণ্ডী-বর্ষাভূ-শিগ্রু-সর্ষপৈঃ।
প্রলেপঃ শ্লীপদং হন্তি চিরোত্থমপি দারুণম্ ॥ ২ ॥

ধুতুরাপত্র, এরণ্ডমূল, নিসিন্দাপত্র, পুনর্নবা, সজিনামূলের ছাল ও শ্বেতসর্ষপ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বহুকালিক দারুণ শ্লীপদ গোঁদ রোগ নষ্ট হয় ॥ ২

নিশ্পিষ্টমারনালেন রুপিকামূল-বল্কলম্।
প্রলেপাৎ শ্লীপদং হন্তি বদ্ধমূলমপি স্থিরম্ ॥ ৩

আকন্দমূলের ছাল, কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বদ্ধমূল এবং স্থির শ্লীপদরোগও নষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

পিণ্ডারকতরুসম্ভববন্দাকশিফা জয়তি সর্পিষা পীতা।
শ্লীপদমুগ্রং নিয়তং বদ্ধা সূত্রেণ জঙ্ঘায়াম্ ॥ ৪ ॥

পিণ্ডারকবৃক্ষোপরি উৎপন্ন পরগাছারমূল চারিআনা পরিমাণে গ্রহণকরতঃ অর্দ্ধতোলা ঘৃতের সহিত সেবন করিলে অথবা উক্ত মূল রক্তসূত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া জঙ্ঘায় বন্ধন করিলে উগ্র শ্লীপদ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

হিতঃশ্চালেপনে নিত্যং চিত্রকো দেবদারু বা।
সিদ্ধার্থ শিগ্রু-কল্কো বা সুখোষ্ণো মূত্রপেষিতঃ ॥৫ ॥

চিতামূল ও দেবদারু গোমূত্র সহকারে বাটিয়া কিম্বা শ্বেত সর্ষপ ও সজিনার ছাল গোমূত্রের সহিত বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে শ্লীপদ রোগ নিদূরিত হয় ॥ ৫ ॥

স্নেহস্বেদোপনাহাংস্ত শ্লীপদেঽনিলজে ভিষক্।
কৃত্বা গুল্‌ফোপরি শিরাং বিধ্যেৎ তচ্চতুরঙ্গুলি ॥ ৬ ॥

বায়ুজনিত শ্লীপদরোগে, স্নিগ্ধ স্বেদ ও স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রদান করিয়া গুল্‌ফের উপরি-ভাগে ৪ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের মধ্যে শিরাবিদ্ধ করতঃ রক্ত মোক্ষণ করিবে ॥ ৬ ॥

গুল্‌ফস্যাধঃ শিরাং বিধ্যেৎ শ্লীপদে পিত্তসম্ভবে।
পিত্তঘ্নীঞ্চ ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ পিত্তার্ব্বুদবিসর্পবৎ ॥ ৭ ॥

পিত্তজ শ্লীপদে গুল্‌ফের অধঃ প্রদেশের শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করতঃ পৈত্তিক অর্ব্বুদ ও বিসর্প রোগোক্ত পিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে ॥ ৭ ॥

মঞ্জিষ্ঠাং মধুকং রাস্নাং সহিংস্রাং সপুনর্নবাম্।
পিষ্ট্বারনালেনালেপোঽয়ং পিত্তশ্লীপদ-শান্তয়ে ॥ ৮ ॥

মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, রাস্না, কালাকড়া ও পুনর্নবা; এই দ্রব্য সকল সমভাগে লইয়া একত্রে কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে পিত্তজ শ্লীপদ রোগ দূর হয় ॥ ৮ ॥

শিরাং সুবিদিতাং বিধ্যেদঙ্গুষ্ঠে শ্লেষ্মশ্লীপদে।
মধুযুক্তানি বা তীক্ষ্ণ-কষায়াণি পিবেন্নরঃ ॥ ৯ ॥

শ্লেষ্মজনিত শ্লীপদরোগে পদের অঙ্গুষ্ঠস্থ শিরা বিদ্ধ করিবে এবং কফনাশক দ্রব্যের কাথ মধু সহযোগে রোগীকে পান করিতে দিবে ॥ ৯ ॥

পিবেৎ সর্ষপ-তৈলেন শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে।
পূতিকরঞ্জচ্ছদজং রসং বাপি যথাবলম্।
অনেনৈব প্রকারেণ পুত্রজীবকজং রসম্ ॥ ১০ ॥

নাটাকরঞ্জ পত্রের রস অথবা পুত্রজীব পত্রের রস সর্ষপ তৈলসহ পান করিলে শ্লীপদরোগ নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

কাঞ্জিকেন পিবেচ্চূর্ণং মূত্রৈর্বা বৃদ্ধদারজম্।
রজনীং গুড়সংযুক্তাং গোমূত্রেণ পিবেন্নরঃ ॥
বর্ষোত্থং শ্লীপদং হন্তি দদ্রুকুষ্ঠং বিশেষতঃ ॥ ১১ ॥

কাঁজি অথবা গোমূত্রের সহিত বিদ্ধড়ক বীজ-চূর্ণ পান করিলে কিম্বা পুরাতন গুড়সহ হরিদ্রা চূর্ণ ও গোমূত্র পান করিলে শ্লীপদ, দদ্রু ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

গন্ধর্ব্বতৈল-ভৃষ্টাং হরীতকীং গোজলেন যঃ পিবতি।
শ্লীপদ-বন্ধনমুক্তো ভবত্যসৌ সপ্তরাত্রেণ ॥ ১২ ॥

এরণ্ডতৈল দ্বারা হরীতকী ভর্জ্জন পূর্ব্বক গোমূত্রের সহিত সাত দিবস পান করিলে শ্লীপদ রোগ হইতে মুক্তিলাভ করা যায় ॥ ১২ ॥

ধান্যাম্লং তৈলসংযুক্তং কফবাত-বিনাশনম্।
দীপনঞ্চামদোষঘ্নমেতচ্ছ্লীপদনাশনম্ ॥ ১৩ ॥

কাঁজি ও কটুতৈল একত্রে পান করিলে কফ বায়ু ও শ্লীপদ বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া আমদোষের উপশম হয় ॥ ১৩ ॥

গোধাবতী-মূলযুক্তাং খাদেন্মাষেণ্ডরীং নরঃ
জয়েৎশ্লীপদ-কোপোত্থং জ্বরং সদ্যো ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥

গোয়ালিয়ালতার মূল ১ ভাগ এবং মাষকলাই ২ ভাগ একত্রে বাটিয়া পিষ্টক প্রস্তুত পূর্ব্বক সেবন করিলে শ্লীপদ-জনিত জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

শ্লীপদঘ্নো রসোঽভ্যাসাদ্ গুড়ূচ্যাস্তৈলসংযুতঃ ॥ ১৫ ॥

গুলঞ্চের রস বা কাথের সহিত কটুতৈল মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ পান করিলে রোগ দূর হয় ॥ ১৫ ॥

বৃদ্ধদারকচূর্ণম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা চব্যং দার্ব্বী বরুণ গোক্ষুরম্।
অলম্বুষাং গুড়ূচীঞ্চ সমভাগানি চূর্ণয়েৎ।
সর্ব্বেষাং চূর্ণমাহৃত্য বৃদ্ধদারস্ত তৎসমম্।
কাঞ্জিকেণ চ তৎপেয়মক্ষমাত্রং প্রমাণতঃ।
জীর্ণে চ পরিহার্য়ং স্যাদ্ ভোজনং সর্ব্বকামিকম্।
নাশয়েৎশ্লীপদং স্থৌল্যমামবাতঞ্চ দারুণম্।
গুল্ম কুষ্ঠানিল হরং বাতশ্লেষ্মজ্বরাপহম্ ॥ ১৬ ॥

বৃদ্ধারক চূর্ণ—শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চই, দারুহরিদ্রা, বরুণ ছাল, গোক্ষুর, মুণ্ডিরী ও গুলঞ্চ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, বৃদ্ধদারক বীজ চূর্ণ, ১২ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া উপযুক্ত মাত্রায় কাঁজির সহিত পান করিলে শ্লীপদ, স্থৌল্য, আমবাত, গুল্ম, কুষ্ঠ ও বাত-শ্লেষ্মজ্বর বিদূরিত হয় ॥ ১৬ ॥

পিপ্পল্যাদ্যং চূর্ণম্।

পিপ্পলী ত্রিফলা দারু নাগরং সপুনর্নবম্।
ভাগৈর্দ্বিপলিকৈরেষাং তৎসমং বৃদ্ধদারকম্॥
কাঞ্জিকেন পিবেচ্চূর্ণং কর্ষমাত্রং প্রমাণতঃ।
জীর্ণে চ পরিহারং স্যাৎ ভোজনং সর্ব্বকামিকম্॥
শ্লীপদং বাতরোগাংশ্চ হন্যাৎ প্লীহানমেব চ।
অগ্নিঞ্চ কুরুতে ঘোরং ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি॥ ১৭॥

পিপ্পল্যাদ্য চূর্ণ—পিপুল, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, দেবদারু, শুঠ ও পুনর্নবা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং বৃদ্ধদারক বীজ চূর্ণ ১২ তোলা। এই চূর্ণগুলি একত্র করিয়া চারিআনা মাত্রা লইয়া কাঁজির সহিত পান করিলে শ্লীপদ, বাতরোগ ও প্লীহা নষ্ট হয়। ইহা অত্যন্ত আগ্নেয়॥ ১৭॥

কৃষ্ণাদ্যো মোদকঃ।

কৃষ্ণা-চিত্রক-দন্তীনাং কর্ষমর্দ্ধকলং পলম্।
বিংশতিশ্চ হরীতক্যা গুড়স্য তু পলদ্বয়ম্॥
মধুনা মোদকং খাদেৎ শ্লীপদং হন্তি দুস্তরম্। ১৮॥

কৃষ্ণাদ্য মোদক—পিপুল চূর্ণ ২ তোলা, চিতামূল চূর্ণ ৪ তোলা, দন্তীমূল চূর্ণ ৮ তোলা, ২০টা হরীতকীর চূর্ণ এবং পুরাতন গুড় ১৬ তোলা। এই দ্রব্য সকল দ্বারা যথানিয়মে মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে দুঃসাধ্য শ্লীপদ বিনষ্ট হয়॥ ১৮॥

সৌরেশ্বরং ঘৃতম্।

সুরসা দেবকাষ্ঠঞ্চ ত্রিকটু-ত্রিফলে তথা।
লবণান্যথ সর্ব্বাণি বিড়ঙ্গান্যথ চিত্রকম্॥
চবিকা পিপ্পলীমূলং গুগ্‌গুলু র্হবুষা বচা।
যবাগ্রজঞ্চ পাঠা চ শাঠ্যেলা বৃদ্ধদারকম্॥
কর্কৈশ্চ কার্ষিকৈরেভির্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
দশমূল-কষায়েণ ধান্যমূষরবেণ চ॥
দধিমস্তু-সমাযুক্তং প্রস্থং প্রস্থং পৃথক্ পৃথক্।
পক্বং তাদৃক্‌তং কল্কাৎ পিবেৎ কর্ষত্রয়ং হবিঃ।
শ্লীপদং কফবাতোত্থং মাংসরক্ত শ্রিতঞ্চ যৎ।
মেদাশ্রিতঞ্চ বাতোত্থং হন্যাদেব ন সংশয়ঃ॥
অপচীং গণ্ডমালাঞ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং তথার্ব্বুদম্।
নাশয়েৎ গ্রহণীদোষং শ্বয়থুং গুদজানি চ।
পরমগ্নিকরং বল্যং কোষ্ঠ-ক্রিমি বিনাশনম্॥ ১৯॥

সৌরেশ্বর ঘৃত—ঘৃত /৪সের। কল্কার্থ—কৃষ্ণ তুলসী, দেবদারু, ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চলবণ, বিড়ঙ্গ, চিতামূল, চই, পিপুলমূল, গুগ্‌গুলু, ধনে, বচ, যবক্ষার, আকনাদি, শঠী, এলাইচ ও বৃদ্ধদারক বীজ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। ক্বাথার্থ দশমূলের ক্বাথ /৪ সের, কাঁজি /৪ সের ও দধির মাত /৪ সের। এই ঘৃত অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ সহ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদ, গণ্ডমালা, অপচী, অন্ত্রবৃদ্ধি ও অর্ব্বুদ প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৯॥

বিড়ঙ্গাদি তৈলম্।

বিড়ঙ্গ মরিচার্কেষু নাগরে চিত্রকে তথা।
ভদ্রদার্ব্বেলকাখ্যে চ সর্ব্বেষু লবণেষু চ॥
তৈলং পক্বং পিবেদ্বাপি শ্লীপদানাং নিবৃত্তয়ে॥ ২০॥

বিড়ঙ্গাদি তৈল—তৈল /৪ সের। কল্কার্থ বিড়ঙ্গ, মরিচ, আকন্দমূল, শুঠ, চিতামূল, দেবদারু, এলাইচ ও পঞ্চলবণ। এই ১২টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ জল ১৬ সের। এই তৈল পান ও মর্দ্দন করিলে শ্লীপদ নিবৃত্তি হয়॥ ২০॥

নিত্যানন্দ রসঃ।

হিঙ্গুল-সম্ভবং সূতং গন্ধকং মৃত-তাম্রকম্।
কাংস্যং বঙ্গং হরিতালং তুত্থং শঙ্খং বরাটিকা॥
ত্রিকটু ত্রিফলা লৌহং বিড়ঙ্গং পটুপঞ্চকম্।
চবিকা পিপ্পলীমূলং হবুষা চ বচা তথা॥
শঠী পাঠা দেবদারু এলাচ বৃদ্ধদারকম্।
ত্রিবৃতা চিত্রকং দন্তী গৃহীত্বা তু পৃথক্ পৃথক্॥
এতানি সমভাগানি সংচূর্ণ্য গুড়কী কৃতম্।
হরীতক্যারসং দত্বা দশগুঞ্জোন্মিতং শুভম্॥
একৈকং ভক্ষয়েন্নিত্যং শীতঞ্চানু পিবেজ্জলম্।
শ্লীপদং কফবাতোত্থং রক্তমাংসাশ্রিতঞ্চ যৎ॥
মেদোগতং ধাতুগতং নিহন্তি নাত্র সংশয়ঃ॥
অর্ব্বুদং গণ্ডমালাঞ্চ বাতরক্তং সুদারুণম্।
কফবাতোদ্ভবং রোগমন্ত্রবৃদ্ধিং চিরন্তনীম্।
বাতরক্তে বাতকফে গুদরোগে ক্রিমৌ তথা॥

অগ্নিবৃদ্ধিং করোত্যেষ বলবর্ণঞ্চ সুস্থতাম্।
শ্রীমন্গহননাথেন নির্ম্মিতো বিশ্বসম্পদে॥
নিত্যানন্দ-রসশ্চায়ং মহাশ্লীপদনাশনঃ।
রক্তজে পিত্তজে চাপি শ্লীপদে যোজয়েদমুম্॥
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে শ্লীপদাময়ে॥ ২১॥

নিত্যানন্দ রস—হিঙ্গুলোত্থ পারদ, গন্ধক, তাল, কাঁসা, বঙ্গ, হরিতাল, তুঁতে, শঙ্খভস্ম, কড়িভস্ম, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লৌহ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চই, পিপুলমূল, ধনে, বচ, শঠি, আকনাদি, দেব-দারু, এলাইচ বিদ্ধড়ক, তেউড়ী, চিতামূল ও দন্তীমূল। এই ৩১টী দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র হরীতকীর ক্বাথে মর্দ্দন করতঃ ১০ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান-শীতলজল। ইহা দ্বারা নানা প্রকার শ্লীপদ এবং অর্ব্বুদাদি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২১॥

শ্লীপদগজকেশরী।

ব্যোষামৃত-যমানী চ সুতোঽগ্নির্গন্ধকং শিলা।
সৌভাগ্যং জয়পালঞ্চ চূর্ণমেকত্র কারয়েৎ।
ভৃঙ্গ গোক্ষুর-জম্বীরার্দ্রকতোয়ৈর্বিমর্দ্দয়েৎ।
অস্য রক্তিদ্বয়ং খাদেদুষ্ণতোয়ানুপানতঃ॥
শ্লীপদং দুস্তরং হন্তি প্লীহানাং হন্তি সেবিতঃ॥ ২২॥

শ্লীপদগজকেশরী—শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিষ, যমানী, পারদ, গন্ধক, চিতামূল, মনঃশিলা, সোহাগা ও জয়পাল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া ভীমরাজ, গোক্ষুর, জম্বীর ও আদার-রসে ক্রমান্বয়ে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান উষ্ণজল। ইহা সেবন করিলে দুঃসাধ্য শ্লীপদ ও প্লীহা নষ্ট হয়॥২২॥

শ্লীপদারিঃ

বিম্বং খদিরসারঞ্চ মধুনা চাষ্ট-মাষকম্।
গবাং মূত্রেণ পিষ্ট্বা তু পিবেৎ শ্লীপদ-শান্তয়ে॥ ২৩॥

ইতি শ্লীপদাধিকারঃ।

শ্লীপদারি—নিম্বমূলের ছাল দুই আনা ও খদির সার দুইআনা, একত্রে গোমূত্র দিয়া বাটীয়া মধুর সহিত সেবন করিলে শ্লীপদ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥২৩॥

ইতি শ্লীপদরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বিদ্রধ্যধিকারঃ।

—:*:—

জলৌকা-পাতনং শস্তং সর্ব্বস্মিন্নেব বিদ্রধৌ।
মৃদুর্বিরেকো লঘ্বন্নং স্বেদং পিত্তোত্তরং বিনা॥ ১॥

বিদ্রধিরোগ-চিকিৎসা

নির্বিষ জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ, মৃদু বিরেচক প্রয়োগ, লঘু আহার এবং স্বেদ প্রদান প্রভৃতি সকল প্রকার বিদ্রধি রোগেই প্রশস্ত পিত্তজ বিদ্রধিতে স্বেদ প্রয়োগ করা বিধেয় নহে॥ ১॥

বাতঘ্নমূলকল্কৈস্তু বসাতৈল-ঘৃতান্বিতৈঃ।
সুখোষ্ণো বহুশো লেপঃ প্রয়োজ্যোবাতবিদ্রধৌ। ২।

দশমূলের ছাল ও মূল সমভাগে লইয়া একত্রে বাটিয়া উহার সহিত বসা, তৈল ও ঘৃত মিশ্রিত করতঃ ঈষদুষ্ণ করিয়া বিদ্রধি স্থানে প্রলেপ দিলে বায়ুজনিত বিদ্রধি নষ্ট হয়॥২॥

স্বেদোপনাহাঃ কর্ত্তব্যাঃ শিগ্রুমূলসমন্বিতাঃ।
যবগোধুম মুদ্গৈশ্চ সিদ্ধপিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ॥
বিলীয়তে ক্ষণেনৈবমপক্কশ্চৈব বিদ্রধিঃ॥ ৩॥

বেসবার প্রভৃতির সহিত সজিনামূলের ছাল বাটিয়া বিদ্রধি স্থানে সেক প্রদান করিবে অথবা যব, গোধুম, মুগ ও সজিনা মূলের ছাল একত্রে প্রলেপ দিবে। ইহাতে অল্পকালের মধ্যে অপক্ক বিদ্রধিও বিলীন হইয়া যায়॥৩॥

পুনর্নবা-দারু-বিশ্ব-দশমূলাভয়াম্ভসা।
গুগ্গুলুং রুবুতৈলং বা পিবেন্মারুত বিদ্রধৌ॥ ৩॥

পুনর্নবা দেবদারু, শুঠ ও দশমূল; এই ১৩টি দ্রব্যের ক্বাথের সহিত গুগ্গুলু বা এরণ্ড

তৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বায়ু-জনিত বিদ্রধি রোগ আরোগ্য হয়॥ ৪॥

পৈত্তিকে শর্করা-লাজ-মধুকৈঃ শারিবা-যুতৈঃ।
প্রদিহ্যাৎ ক্ষীরপিষ্টৈর্ব্বা পয়স্তোশীরচন্দনৈঃ।
পঞ্চ-বল্কল-কল্কেন ঘৃতমিশ্রেণ লেপনম্।
যষ্ট্যাহ্বশারিবা দূর্ব্বা নলমূলৈঃ স চন্দনৈঃ।
ক্ষীরপিষ্টৈঃ প্রলেপস্তু পিত্তবিদ্রধিনাশনঃ॥ ৫॥

চিনি, খৈ যষ্টিমধু ও অনন্তমূল; এই দ্রব্য গুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া বিদ্রধিস্থানে প্রলেপ দিলে অথবা ক্ষীর কাঁকোলী, বেণারমূল ও রক্তচন্দন একত্রে দুগ্ধসহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা বট, অশ্বথ, পাকুড়, যজ্ঞডুমুর ও বেতস বৃক্ষের ছাল ঘৃতের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বা যষ্টিমধু, অনন্তমূল, দূর্ব্বা, নলমূল ও রক্তচন্দন; এই দ্রব্যগুলি দুগ্ধের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে পিত্তজনিত বিদ্রধি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৫॥

ইষ্টকা-সিকতা-লৌহ-গোশকৃত্তুষপাংশুভিঃ।
মূত্রপিষ্টৈশ্চ সততং স্বেদয়েৎ শ্লেষ্মবিদ্রধিম্॥ ৬॥

ইষ্টকচূর্ণ, বালি, লৌহচূর্ণ, গোময়, তুষচূর্ণ ও পাংশুচূর্ণ; এই দ্রব্যগুলি গোমূত্র সহ বাটিয়া উত্তপ্ত করতঃ এরণ্ডপত্রে স্থাপনপূর্ব্বক শ্লেষ্মজনিত বিদ্রধিতে সেক দিবে॥ ৬॥

পিত্তবিদ্রধিবৎ সর্ব্বাং ক্রিয়াং নিরবশেষতঃ।
বিদ্রধ্যোঃ কুশলঃ কুর্য্যাদ্রক্তাগন্তুনিমিত্তয়োঃ॥ ৭॥

রক্তজ ও আগন্তুক বিদ্রধিতে পৈত্তিক বিদ্রধির নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে॥ ৭॥

শোভাঞ্জনক-নির্য্যূহো হিঙ্গুসৈন্ধব সংযুতঃ।
অচিরাদ্বিদ্রধীন্ হন্তি প্রাতঃ প্রাত র্নিষেবিতঃ॥ ৮॥

সজিনামূলের ছালের কাথের সহিত হিং ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিলে বিদ্রধি রোগ সত্বর বিনষ্ট হয়॥ ৮॥

শিগ্রুমূলং জলে ধৌতং দরপিষ্টং প্রগালয়েৎ॥
তদ্রসং মধুনা পীত্বা হন্ত্যন্তর্বিদ্রধিং নরঃ॥ ৯॥

সজিনার মূল কুট্টিত করিয়া রস গ্রহণ পূর্ব্বক মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ পান করিলে অন্তর্বিদ্রধি বিনষ্ট হয়॥ ৯॥

শ্বেত-বর্ষাভুবোর্মূলং মূলং বরুণকস্য চ।
জলেন কথিতং পীতমপক্কং বিদ্রধিং জয়েৎ॥ ১০॥

শ্বেত পুনর্নবার মূল ও বরুণ বৃক্ষের মূলের ক্বাথ পান করিলে অপক্ক বিদ্রধি নষ্ট হয়॥ ১০॥

শময়তি পাঠামূলং ক্ষৌদ্রযুতং তণ্ডুলাম্ভসা পীতম্।
অন্তর্ভূতং বিদ্রধিমুদ্ধতমাশ্বেব মনুজস্য॥ ১১॥

আকনাদির মূল বাটিয়া মধু ও আতপতণ্ডুলের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অন্তর্বিদ্রধি নষ্ট হয়॥ ১১॥

অপক্কে ত্বেতদুদ্দিষ্টং পক্কে তু ব্রণবৎ ক্রিয়া॥ ১২॥

বিদ্রধি রোগে চিকিৎসার যে সমস্ত প্রণালী লিখিত হইল, তৎসমুদায়ই অপক্ক বিদ্রধিতে প্রয়োগ করিবে। কিন্তু বিদ্রধি পাকিলে ব্রণশোথ রোগের ন্যায় চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য॥ ১২॥

স্রুতেহপ্যূর্দ্ধমধশ্চৈব মৈরেয়াম্লসুরাসবৈঃ।
পেয়ো বরুণকাদিস্তু মধুশিগ্রুরসোঽথবা॥ ১৩॥

ইতি বিদ্রধ্যধিকারঃ।

অন্তর্বিদ্রোধি বিদীর্ণ হওত উর্দ্ধ বা অধোদেশ দিয়া পুঁয রক্তাদি স্রাবিত হইলে কাঁজি, সুরা অথবা আসব সহযোগে বরুণাদিগণের ক্বাথ বা রক্তসজিনার ক্বাথ রোগীকে পান করিতে দিবে॥ ১৩॥

ইতি বিদ্রধি-রোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ ব্রণশোথাধিকারঃ

—:*:—

আদৌ-বিম্লাপনং কুর্য্যাদ্ দ্বিতীয়মবসেচনম্।
তৃতীয়মুপনাহন্তু চতুর্থীং পাচনক্রিয়াম্॥
পঞ্চমং শোধনং কুর্য্যাৎ ষষ্ঠং রোপণমিষ্যতে।
এতে ক্রমাঃ ব্রণস্যোক্তাঃ সপ্তমোবৈকৃতাপহঃ॥ ১॥

ব্রণশোথরোগ-চিকিৎসা।

ব্রণশোথের প্রথমাবস্থায় প্রলেপ ও অঙ্গুষ্ঠাদি দ্বারা মর্দ্দনাদি ক্রিয়া করিবে। এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা শোথের হ্রাস না হইলে পর যথাক্রমে বমন, বিরেচন ও রক্তমোক্ষণাদি ক্রিয়া করিবে। ইহাতেও যদি উক্ত রোগের শান্তি না হয়, তাহা হইলে স্বেদ ও পাচনপিণ্ড প্রদান করিবে। এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা ব্রণ পাকিলে অস্ত্রদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া উহাতে দুষ্ট পূঁয রক্তাদির নিঃসারক ঔষধ প্রদান করিবে এবং সম্যক্‌রূপে পূঁযাদি নিঃসারিত হইলে রোপণ (ক্ষত শুষ্ককরণের উপায়) অবলম্বন করিবে। পরিশেষে শুষ্কীকৃত ব্রণের বিকৃতি নাশার্থ ঔষধ প্রদান করিবে॥ ১॥

ব্রণে শ্বয়থুরায়াসাৎ স চ রাগশ্চ জাগরাৎ।
তৌ চ রুক্‌চ দিবাস্বপ্নাৎ তাশ্চ মৃত্যুশ্চ মৈথুনাৎ॥ ২॥

শ্রমহেতু ব্রণে শোথ জন্মে এবং রাত্রি জাগরণে ঐ শোথ রক্তবর্ণ হয়। দিবা নিদ্রায় শোথ রক্তবর্ণতা ও বেদনা অনুভব হয় এবং ব্রণসত্বে মৈথুন করিলে শোথ, রক্তবর্ণতা, বেদনা, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্তও ঘটিতে পারে॥ ২॥

ধুস্তূরমূলং লবণং উষ্ণং ব্রণাশ্বিত্যারম্ভে।
দত্তং লেপান্নিয়তং ব্রণশোথং হরতি বহুদুষ্টম্॥
ধুস্তূরমূলং পিষ্ট্বা সসৈন্ধবং কৃত্বা কোষ্ণোলেপঃ॥ ৩॥

ব্রণশোথের প্রথমাবস্থায় ধুতুরামূল ও সৈন্ধব-লবণ একত্রে পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণ করতঃ প্রলেপ দিলে দুষ্ট ব্রণশোথ বিনষ্ট হয়॥ ৩॥

কল্কঃ কাঞ্জিকসংপিষ্টঃ স্নিগ্ধ-শাখোটকত্বচঃ।
সুপর্ণইব নাগানাং বাতশোথবিনাশনঃ॥ ৪॥

শেওড়া বৃক্ষের কাঁচাছাল কাঁজির সহিত পেষন করিয়া কিঞ্চিৎ ঘৃত সহ শোথ স্থানে প্রলেপ দিলে বায়ুজনিত ব্রণশোথ বিনষ্ট হয়॥ ৪॥

ন্যগ্রোধোড়ুম্বরাশ্বত্থ-প্লক্ষবেতসবল্কলৈঃ।
সসর্পিষ্কৈঃ প্রলেপঃ স্যাৎ শোথ-নির্ব্বাপণাপরঃ।
সমভাগাপাটৈর্ঘৃতমিশ্রৈর্লেপঃ॥ ৫॥

বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস; এই পঞ্চ বৃক্ষের ছাল একত্রে ঘৃত সহকারে প্রলেপ দিলে ব্রণশোথ বিনষ্ট হয়॥ ৫॥

ন রাত্রৌ লেপনং দদ্যাৎ দত্তঞ্চ পতিতন্তথা।
ন চ পর্য্যুষিতং শুষ্যমানং নৈবাবধারয়েৎ॥
শুষ্যমানমুপেক্ষেত প্রদেহং পীড়নং প্রতি।
ন চাপি মুখমালিম্পেত্তেন দোষঃ প্রসিচ্যতে॥ ৬॥

রাত্রিকালে প্রলেপ দিবে না এবং শোথ স্থানের প্রদত্ত প্রলেপ পতিত হইলেও তাহা দ্বারা পুনর্ব্বার প্রলেপ নিষিদ্ধ। পর্য্যুষিত (বাসি) প্রলেপ প্রয়োগ করিবে না। প্রলেপ ভালরূপ শুষ্ক হইলে পরে তুলিয়া ফেলিবে। প্রদত্ত প্রলেপ সম্যক্‌রূপে শুষ্ক না হওয়ার পূর্ব্বে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে; কিন্তু দূষিত রস রক্তাদি নিঃসরণার্থ যে সকল প্রলেপ দেওয়া যায়, তাহা শুষ্ক হইলেও তুলিবে না; কারণ প্রলেপ শুষ্ক হইলে ব্রণ পীড়ন করিয়া পূঁযাদি নিঃসরণ করিয়া থাকে। ব্রণের মুখ আবৃত করিয়া প্রলেপ দিলে সহজে পূযাদি নিঃসৃত হইতে পারে না॥ ৬॥

রক্তাবসেচনং কুর্য্যাদাদাবেব বিচক্ষণঃ।
শোথে মহতি সংবৃদ্ধে বেদনাবতি চ ব্রণে॥
যো ন যাতি শমং লেপস্বেদসেকাপতর্পণৈঃ।
সোঽপি নাশং ব্রজত্যাশু শোথঃ শোণিতমোক্ষণাৎ॥
একতশ্চ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা রক্তমোক্ষণমেকতঃ।
রক্তংহি ব্যাম্লতাং যাতি তচ্চ নাস্তি ন চাস্তিরুক্॥ ৭॥

ব্রণশোথ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হইলে কিম্বা উহাতে অতিশয় বেদনা হইলে ও পাক নিবারণার্থ প্রথমেই রক্ত মোক্ষণ করা কর্ত্তব্য। প্রলেপ, স্বেদ, পরিষেচন ও অপতর্পন দ্বারা যে শোথের শান্তি হয় না, সেই শোথ একমাত্র রক্তমোক্ষণ দ্বারাই আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রণশোথে একমাত্র রক্তমোক্ষণই অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়ার সমতুল্য। এজন্য ব্রণশোথে বহুবিধ উপায় অবলম্বন না করিয়া একমাত্র রক্তমোক্ষণ দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইতে পারে। বিশেষতঃ দূষিত রক্ত দ্বারাই শোথ ও বেদনা জন্মে,

সুতরাং দুষ্টরক্ত স্রাবিত হইলে সকল যন্ত্রণারই লাঘব হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

সচেদেব মুপক্রান্তঃ শোথেন প্রশমং ব্রজেৎ।
তস্তোপনাহৈঃ পক্কস্ত পাটনং হিতমুচ্যতে ॥ ৮ ॥

যদি পূর্ব্বোল্লিখিত ক্রিয়াদি দ্বারা ব্রণশোথ বসিয়া না যায়, তাহা হইলে প্রলেপ দিয়া পাকাইয়া অস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া উহা হইতে দূষিত পূঁষ-রক্তাদি নিঃসারিত করিয়া ক্ষতস্থান বন্ধন করিয়া রাখিবে ॥ ৮ ॥

বালবৃদ্ধাসহক্ষীণ-ভীরূণাং যোষিতামপি।
মর্ম্মোপরি চ জাতে চ পক্কে শোথে চ দারণম্ ॥ ৯ ॥

বালক, বৃদ্ধ, অসহিষ্ণু, দুর্ব্বল, ভয়শীল ও স্ত্রীলোকদিগের ব্রণশোথ এবং মর্ম্মস্থানজাত ব্রণ শোথ পাকাইয়া বিদারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। ইহাতে কখনও শস্ত্রক্রিয়া করিবে না ॥ ৯ ॥

গবাং দন্তং জলে ঘৃষ্টং বিন্দুমাত্রং প্রলেপয়েৎ।
অত্যন্তকঠিনে বাপি শোথে পাচন-ভেদনম্ ॥ ১০ ॥

গরুর দাঁত জলে ঘষিয়া ব্রণশোথে বিন্দুমাত্র লাগাইলে উহা পাকিয়া বিদীর্ণ হয় ॥ ১০ ॥

কটুতৈলান্বিতৈর্লেপাৎ সর্প-নির্ম্মোক-ভস্মভিঃ।
চয়ঃ শাম্যতি গণ্ডস্ত প্রকোপং স্ফুটতি দ্রুতম্ ॥
কপোত-গৃধ্র কঙ্কাণাং পুরীষমপি দারণম্ ॥ ১১ ॥

সর্পের খোলস, অন্তর্ধূমে ভস্ম করিয়া তাহার সহিত কটু তৈল মিশ্রিত করতঃ ব্রণে প্রলেপ দিলে অথবা পায়রা, শকুনি ও কঙ্কপক্ষী ইহাদের কোনও একটীর বিষ্ঠা ব্রণে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ উহা বিদীর্ণ হইয়া যায় ॥ ১১ ॥

তিলাষ্টকম্।

তিলকল্কঃ সলবণো দ্বেহরিদ্রে ত্রিবৃদ্ ঘৃতম্।
মধুকং নিম্বপত্রাণি লেপঃ স্যাদ্ ব্রণশোধনঃ ॥ ১২ ॥

তিলাষ্টক—কৃষ্ণতিল, সৈন্ধবলবণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, ঘৃত, যষ্টিমধু ও নিম্বপত্র; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া একত্রে পেষণ করিয়া ব্রণশোথে প্রলেপ দিলে পূঁযরক্তাদি নিঃসারিত হইয়া ব্রণ আরোগ্য হয় ॥ ১২ ॥

নিম্বপত্রং তিলাদন্তী ত্রিবৃৎ সৈন্ধব-মাক্ষিকম্।
দুষ্টব্রণ-প্রশমনো লেপঃ শোধন-কেশরী ॥
একং বা শারিবামূলং সর্ব্বব্রণ-বিশোধনম্ ॥ ১৩ ॥

(১) নিম্বপত্র, কৃষ্ণতিল, দন্তীমূল ও তেউড়ীমূল; এই গুলি সমভাগে লইয়া একত্রে বাটিয়া উহার সহিত সৈন্ধবলবণ ও মধু মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে দুষ্টব্রণ প্রশমিত ও পরিষ্কৃত হয়।

(২) একমাত্র অনন্তমূল বাটিয়া ব্রণে প্রলেপ দিলে পূঁযাদি নিঃসৃত হইয়া ব্রণ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে ॥ ১৩

সপ্তদলদুগ্ধকল্কঃ শময়তি দুষ্টব্রণং লেপাৎ।
মধুযুক্তা শরপুঙ্খা সর্ব্বব্রণ-রোপণ কথিতা ॥ ১৪

ছাতিম বৃক্ষের ক্ষীর অথবা শরপুঙ্খার মূল মধুর সহিত পেষণপূর্ব্বক ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার দুষ্টব্রণ প্রশমিত হয় ॥ ১৪ ॥

মানুষশিরঃ কপালং তদস্থি বা লেপনং মূত্রেণ।
রোপণমিদং ক্ষতানাং যোগশতৈরপ্যসাধ্যানাম্ ॥ ১৫ ॥

মনুষ্যের পুরাতন কপালাস্থি গোমূত্রে ঘষিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত বিশুষ্ক হয় ॥ ১৫ ॥

সুষবীপত্র পত্তূর কর্ণমোট-কুঠারকাঃ।
পৃথগেতে প্রলেপেন গম্ভীর-ব্রণ-রোপণাঃ ॥ ১৬ ॥

করলাপত্র, শালিঞ্চশাক, কর্ণমোট ও কুঠারক; ইহাদের এক একটী দ্রব্যের প্রলেপ পৃথক্‌রূপে প্রদান করিলে ব্রণ শুষ্ক হয় ॥ ১৬ ॥

লৌহকুদ্দালকে ঘৃষ্ট্বা লিম্পাককলবারিণা।
শ্বেতার্কসম্ভবং মূলং লেপং দদ্যাৎ ক্ষতোপরি।
অপিযোগশতাসাধ্যং ক্ষতং হন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥

লোহার কোদালে পাতিলেবুর রস সহ শ্বেত আকন্দের মূল ঘষিয়া ক্ষতোপরি লেপন করিলে ক্ষত বিশুষ্ক হয় ॥ ১৭ ॥

শ্বেতকরবীরমূলং স্বরসং দ্বিপলোন্মিতম্।
পলাষ্টকমিতং গব্যক্ষীরমেকত্র মিশ্রয়েৎ ॥
দধি কৃত্বা তদাবর্ত্ত্য নির্ম্মথ্য নবনীতকম্।
গৃহীত্বা তেন লেপেন ক্ষতং হন্তি চিরোত্থিতম্।
আস্ফোতোত্তবনির্য্যাসঃ ক্ষতং হন্তি চিরোত্থিতম্ ॥ ১৮

শ্বেত করবীর মূলের রস ১৬ তোলা ও গব্য দুগ্ধ ৬৪ তোলা একত্র মিশ্রিত করিয়া উহা দ্বারা দধি প্রস্তুত করিবে, পরে সেই দধি মন্থন পূর্ব্বক নবনীত উদ্ধৃত করতঃ তদ্দ্বারা ক্ষতস্থানে লেপ দিলে বহুকালীয় ক্ষত বিশুষ্ক হয়। হাপর-মালির ক্ষীর লেপন করিলেও ক্ষত বিশুষ্ক হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

ত্রিফলা গুগ্‌গুলুঃ।

যে ক্লেদপাক-স্রুতি-গন্ধবন্তো ব্রণা মহন্তিঃ সরুজঃ সশোথাঃ। প্রয়ান্তি তে গুগ্‌গুলুমিশ্রিতেন পীতেন শান্তিং ত্রিফল রসেন ॥ ১৯ ॥

ত্রিফলা গুগ্‌গুলু—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার কাথের সহিত গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ক্লেদ পাক, পুঁযাদিস্রাব, দুর্গন্ধ, বেদনা ও শোথসংযুক্ত ব্রণ আরোগ্য হয় ॥ ১৯ ॥

সপ্তাঙ্গগুগ্‌গুলুঃ।

বিড়ঙ্গ-ত্রিফলা-ব্যোষ-চূর্ণং গুগ্‌গুলুনা সমম্।
সর্পিষা বটিকাং কৃত্বা খাদেদ্ বা হিতভোজনম্ ॥
দুষ্টব্রণাপচীমেহকুষ্ঠ নাড়ীবিশোধনম্ ॥ ২০ ॥

সপ্তাঙ্গ গুগ্‌গুলু—বিড়ঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া শুঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং গুগ্‌গুলু ৭ তোলা এই গুলি একত্র মিশ্রিত করতঃ ঘৃত সহযোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। হিতকর পথ্য-ভোজী হইয়া এই ঔষধ সেবন করিলে দুষ্টব্রণ, অপচী, কুষ্ঠ ও নাড়ীব্রণ প্রশমিত হয় ॥ ২০ ॥

জাত্যাদ্যং ঘৃতং তৈলঞ্চ।

জাতীনিম্ব-পটোলপত্র-কটুকা-দার্ব্বী-নিশা-শারিবা।
মঞ্জিষ্ঠাভয়সিক্থতুত্থমধুকৈ র্নক্তাহ্ববীজৈঃ সমৈঃ ॥
সর্পিঃ সিদ্ধমনেন সূক্ষ্মবদনা। মর্ম্মাশ্রিতাঃ স্রাবিণঃ।
গম্ভীরাঃ সরুজো ব্রণাঃ সগতিকাঃ শুষ্যন্তি রোহন্তি চ।
এবং তৈলমপি ॥ ২১ ॥

জাত্যাদ্য ঘৃত ও তৈল—ঘৃত/৪ সের। কল্কার্থ—জাতীপত্র, নিম্বপত্র, পটোলপত্র, কটকী, দারু-হরিদ্রা, হরিদ্রা, অনন্তমূল, মঞ্জিষ্ঠা, বেণারমূল, তুঁতে, মোম, যষ্টিমধু ও ডহরকরঞ্জবীজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। জল ।৬ সের। এই ঘৃত উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে মর্ম্মস্থানজাত সূক্ষ্ম মুখবিশিষ্ট গম্ভীর ব্রণ সকল পূর্ণ ও শুষ্ক হইয়া থাকে। এই জাত্যাদ্য ঘৃতের কল্কদ্রব্য এবং ।৬ সের জল সহযোগে /৪ সের তৈল পাক করিলে তাহাকে জাত্যাদ্য তৈল বলে। এই তৈল মর্দ্দনে ও ক্ষত পূর্ণ এবং শুষ্ক হইয়া থাকে ॥ ২১

গৌরাদ্যং ঘৃতং তৈলঞ্চ।

গৌরা হরিদ্রা মঞ্জিষ্ঠা মাংসী মধুকমেবচ।
প্রপৌণ্ডরীকং হ্রীবেরং ভদ্রমুস্তং সচন্দনম্ ॥
জাতীনিম্বপটোলঞ্চ করঞ্জং কটুরোহিণী।
মধুচ্ছিষ্টং সমধুকং মহামেদা তথৈবচ ॥
পঞ্চবল্কলতোয়েন ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
এষ গৌরো মহাযোগঃ সর্ব্বব্রণবিশোধনঃ ॥
আগন্তুঃ সহজাশ্চৈব সুচিরোত্থাশ্চ যে ব্রণাঃ।
বিষমামপিনাড়ীস্তু শোধয়েচ্ছীঘ্রমেবচ ॥
গৌরাদ্যং জাতীকাদ্যঞ্চ তৈলমেবং প্রসাধ্যতি।
তৈলং সূক্ষ্মাননেন দুষ্টে ব্রণে গম্ভীর এবচ ॥ ২২ ॥

গৌরাদ্য ঘৃত ও তৈল—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, জটামাংসী, যষ্টি-মধু পৌণ্ডরীক কাষ্ঠ, মুথা, রক্তচন্দন, জাতীপত্র নিম্বপত্র, পটোলপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ, কট্‌কী, মোম, মধুকপুষ্প ও মহামেদ; এই সকল গুলি সমভাগে মিলিত /১ সের। ক্বাথার্থ-বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেতস; ইহাদের ছাল সমভাগে মিলিত /৮ সের। এই ঘৃত ব্যবহার করিলে সকল প্রকার ব্রণ বিশুদ্ধ ও শুষ্ক হয়। গৌরাদ্য ঘৃতের কাথ ও কল্কদ্রব্য সহ /৪ সের তৈল পাক করিয়া লইলে তাহাকে গৌরাদ্য তৈল বলে। এই তৈলও উক্ত ঘৃতের ন্যায় উপকারী ॥ ২২ ॥

বৃহজ্জাতীকাদ্যং তৈলম্।

জাতীনিম্বপটোলানাং নক্তমালস্য পল্লবাঃ।
সিক্থকং মধুকং কুষ্ঠং দ্বে নিশে কটুরোহিণী।

মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকং লোধ্রমভয়া পদ্মকেশরম্।
তুত্থকং শারিবাবীজং নক্তমালস্য দাপয়েৎ॥
এতানি সমভাগানি পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ।
বিষব্রণে সমুৎপন্নে স্ফোটকে কুষ্ঠরোগেষু॥
দদ্রুবিসর্পরোগেষু কীটরোগেষু সর্ব্বশঃ।
সদ্যঃ শস্ত্রপ্রহারেষু দংষ্ট্রাবিদ্ধেষু চৈব হি।
নখদন্তক্ষতে দেহে দুষ্টমাংসাপকর্ষণম্।
ব্রক্ষণার্থমিদং তৈলং হিতং শোধনরোপণম্॥ ২৩॥

বৃহজ্জাতীকাদ্য তৈল—তিল তৈল ৴৪ সের। কল্কার্থ-জাতীপত্র, নিম্বপত্র, পটোলপত্র, ডহর-করঞ্জপত্র, মোম, যষ্টিমধু, কুড়, হরিদ্রা, দারু হরিদ্রা, কট্‌কী, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, হরীতকী, পদ্মকেশর, তুঁতে, অনন্তমূল ও ডহরকরঞ্জ-বীজ; ইহাদের সমস্ত সমভাগে মিলিত ৴৪ সের। এই তৈল মর্দ্দনে বিষব্রণ, স্ফোটক, কুষ্ঠ ও বিসর্প প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার ব্রণ বিশুদ্ধ ও শুষ্ক হয়॥ ২৩॥

বিপরীতমল্ল তৈলম্।

সিন্দুর-কুষ্ঠ বিষ-হিঙ্গু-রসোন-চিত্রবাণাঙ্ঘ্রি লাঙ্গলক কল্কবিপক তৈলম্। প্রাসাদমন্ত্রযুতফুৎকৃত লুন ফেনক্লিন্ন ব্রণপ্রশমনে বিপরীতমল্লঃ॥ খড়্গাভিঘাতগুরুগণ্ডমহো পদংশনাড়ীব্রণবিচর্চ্চিকুষ্ঠপামাঃ। এতান্নিহন্তি বিপরীতক মল্লনাম তৈলং যথেষ্টশয়নাশনভোজনস্য॥ ২৪॥

বিপরীতমল্ল তৈল—তিল তৈল ৴৪ সের। কল্কার্থ সিন্দুর, কুড়, বিষ, হিং, রসোন, রক্তচিতা মূল, শরপত্মার মূল ও ঈশলাঙ্গলার মূল; এই দ্রব্যগুলি সমস্ত সমভাগে মিলিত ৴১ সের। জল।৬ সের। এই তৈল ব্যবহার করিলে সর্ব্ব-প্রকার ক্ষত, ব্রণ, বিসর্প ও কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৪॥

ব্রণরাক্ষস তৈলম্।

কুড়বং সার্ষপং তৈলং তদর্দ্ধং গোঘৃতস্য চ।
একীকৃত্য পচেত্তত্তু সূর্য্যাবর্ত্তরসেনতু॥
চিত্রপত্রপলং কল্কং দত্ত্বা তত্রবিপাচয়েৎ।
তৎ কল্কং স্রাবয়িত্বা তু চূর্ণমেষাং বিনিক্ষিপেৎ॥
গন্ধকং শুদ্ধসিন্দুরং হরিতালং মনঃশিলা।
হরিদ্রা গৈরিকং রাজী কর্ষার্দ্ধং প্রতিভাগিকম্।
ভাগার্দ্ধং পারদঞ্চাপি কজ্জলীকৃত্য মিশ্রয়েৎ।
সুতপ্তে মিশ্রয়িত্বা তু তপ্তং কৃত্বা প্রলেপয়েৎ॥
কণ্ডুং বিচর্চিকাং পামাং ক্লেদং কুষ্ঠং সুদুস্তরম্।
বাতরক্তং ব্রণান্ সর্ব্বান্ বিষবিস্ফোটদদ্রুকম্।
নিহন্ত্যাশু মহংশ্বিত্রং তৈলন্ত ব্রণরাক্ষসম্॥ ২৫॥

ব্রণরাক্ষস তৈল—কটু তৈল ৴॥০ অর্দ্ধসের ও গব্যঘৃত ৴।০ একপোয়া কল্কার্থ—রক্তচিতার পত্র ৮ তোলা। হুড়হুড়ে পত্রের রস ৴৩ সের। এই দ্রব্যগুলি একত্রে পাক করিয়া তৈল ছাঁকিয়া লইয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে উহারসহিত কজ্জলী ২ তোলা, মেটেসিন্দুর, হরিতাল, মনঃশিলা, হরিদ্রা, গেরিমাটি ও শ্বেতসর্ষপ; ইহাদের প্রত্যেকে ১ তোলা পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই তৈল ঈষদুষ্ণ করিয়া মর্দ্দন করিবে। ইহা মর্দ্দনে কণ্ডু, বিচর্চিকা, পামা, কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও সর্ব্ব প্রকার ব্রণ এবং দদ্রু নষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৫॥

ব্রণরাক্ষস তৈলম্।

সূতকং গন্ধকং তালং সিন্দুরঞ্চ মনঃশিলা।
রসোনঞ্চ বিষং তাম্রং প্রত্যেকং কর্ষমাহরেৎ।
বড়বংসার্ষপং তৈলং সাধয়েৎ সূর্য্যতাপতঃ।
নাড়ীব্রনঞ্চ বিস্ফোটং মাংসবৃদ্ধিং বিচর্চিকাম্।
দদ্রুকুষ্ঠাপচী কণ্ডুমণ্ডলানি ব্রণাংস্তথা।
ব্রণরাক্ষস নামেদং তৈলং হন্তি গদান্ বহূন্॥ ২৬॥

ব্রণরাক্ষস তৈল—সর্ষপ তৈল ৴॥০ অর্দ্ধসের। কল্কার্থ পারদ, গন্ধক, (কজ্জলী করিয়া) হরিতাল, মেটেসিন্দুর, মনঃশিলা, রসুন, বিষ ও তাম্র; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা। এইগুলি একত্র করিয়া সূর্য্যের উত্তাপে তৈলপাক করিয়া লইবে। ইহা মর্দ্দনে নানাবিধ ব্রণ ও দদ্রু প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৬॥

নবংধান্যং মাষাস্তিলগুড়কুলথান্নকুশরাঃ।
সতিলা নিষ্পাবা হরিণকনজানূপপিশিতম্।
হিমাম্ভো বল্লূরং লবণকটুকং পিষ্টবিকৃতি-
দধিক্ষীরং তক্রং ব্রণিষু সকলং দোষজননম্॥ ২৭॥

ব্রণ রোগে নূতন তণ্ডুলের অন্ন, মাষকলাই, তিল, গুড়, কুলথকলাই, অম্ল, কৃশরা, মটর, শিম এবং হরিণ, ছাগ ও আনূপজন্তুর মাংস, শীতলজল, শুষ্কমাংস, লবণ ও কটুরসদ্রব্য, পিষ্টক, দধি, দুগ্ধ ও তক্র; এই সমস্ত দ্রব্য কুপথ্য, সুতরাং সেবন করিতে দিবে না ॥ ২৭ ॥

অথ সদ্যোব্রণ-চিকিৎসা।

সদ্যঃ ক্ষতং ব্রণং বৈদ্যঃ সশূলং পরিষেচয়েৎ।
যষ্টিমধুকযুক্তেন কিঞ্চিদুষ্ণেন সর্পিষা ॥ ১ ॥

শস্ত্রাদির আঘাতে কোনস্থান ক্ষত হইলে তাহাকে সদ্যোব্রণ বলে। যষ্টিমধু কল্ক করতঃ চতুর্গুণ জলের সহিত যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া উক্ত বেদনাযুক্ত ক্ষতস্থানে সপ্তাহের মধ্যে লাগাইবে। যদি কোন কারণ বশতঃ এই ঘৃত সপ্তাহের মধ্যে প্রস্তুত না হয়, তবে যষ্টিমধু ৪ তোলা ঘৃত ১৬ তোলা এবং জল ৪৮ তোলা একত্রে কিছুক্ষণ পাক করিয়া নামাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে উহা দ্বারা ব্রণ সেচন করিবে ॥ ১ ॥

অপামার্গস্য সংসিক্তং পত্রোত্থেন রসেন তু।
সদ্যোব্রণেষু রক্তন্তু প্রবৃত্তং পরিতিষ্ঠতি ॥ ২ ॥

সদ্যোব্রণের রক্তস্রাব বন্ধ করিবার নিমিত্ত ব্রণে আপাং পত্রের রস প্রদান করিবে ॥ ২ ॥

কর্পূরপূরিতং বদ্ধং সঘৃতং সংপ্ররোহতি।
সদ্যঃ শস্ত্রক্ষতং পুংসাং ব্যথাপাকবিবর্জিতম্ ॥ ৩ ॥

শতবার ধৌত ঘৃত এবং কর্পূরচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া উহা দ্বারা ক্ষতস্থান পরিপূর্ণ করতঃ বন্ধন করিয়া রাখিলে ক্ষতজনিত বেদনা হ্রাস হয় এবং ক্ষতস্থান পাকে না ॥ ৩ ॥

শুনো জিহ্বাকৃতাচ্চূর্ণঃ সদ্যঃ ক্ষতবিরোহণঃ ॥ ৪ ॥

কুকুরের জিহ্বা চূর্ণ করিয়া লাগাইলে সদ্য ক্ষতস্থান শুষ্ক হয় ॥ ৪ ॥

ইতি সাপ্তাহিকঃ কার্য্যঃ সদ্যোব্রণহিতো বিধিঃ।
সপ্তাহাৎ পরতঃ কুর্য্যাৎ শারীরব্রণবৎ ক্রিয়াঃ ॥ ৫ ॥

সদ্যো ব্রণের যে সকল চিকিৎসার নিয়ম লিখিত হইল তৎসমুদয়ই সপ্তাহকালের মধ্যে প্রয়োগ করিবে। কিন্তু সপ্তাহকাল অতীত হইলে, শারীর ব্রণের চিকিৎসার নিয়মানুযায়ী সদ্যব্রণের চিকিৎসা করিবে ॥ ৫ ॥

অথাগ্নিদগ্ধব্রণ-চিকিৎসা

পিত্তবিদধিবিসর্পশমনং লেপনাদিকম্।
অগ্নিদগ্ধব্রণে সম্যক্ প্রযুঞ্জীত চিকিৎসকঃ ॥ ১ ॥

পিত্ত বিদ্রধি ও পিত্ত বিসর্প রোগনাশক প্রলেপাদি অগ্নিদগ্ধ ক্ষতে প্রয়োগ করিলে উক্ত-রোগে উপকার হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

তিলকৈবাগ্নিনা দগ্ধং যবভস্মসমন্বিতম্।
অগ্নিদগ্ধব্রণং নশ্যেদনেনৈবানুলেপনাৎ ॥ ২ ॥

তিলভস্ম ও যবভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত আরোগ্য হয় ॥ ২ ॥

তিলতৈলৈর্যবান্ দগ্ধা সমং কৃত্বা তু লেপয়েৎ।
তেনৈব লেপনাদাশু বহ্নিদগ্ধঃ সুখী ভবেৎ ॥ ৩ ॥

তিল তৈল ও যবভস্ম সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তি আশু সুস্থ হয় ॥ ৩ ॥

সদ্যো দগ্ধস্ত মধুনা লেপং কৃত্বা ভিষগ্বরঃ।
তৎ পৃষ্ঠে যবচূর্ণেন লেপঃ স্যাদ্দাহশান্তয়ে ॥ ৪ ॥

অগ্নিদগ্ধ স্থানে মধু লেপন করিয়া তদুপরি যবচূর্ণ লেপন করিলে দগ্ধজ্বালা নিবারিত হয় ॥৪॥

মহিষীনবনীতেন ক্ষীরেণ পেষয়েত্তিলম্।
তেন লেপেন দগ্ধাঙ্গং সদাহং সুখমশ্নুতে ॥ ৫ ॥

মহিষদুগ্ধ দ্বারা তিল বাটিয়া উহার সহিত মাহিষ নবনীত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে অগ্নি দগ্ধ ব্যক্তির জ্বালা যন্ত্রণা দূর হওত সুস্থতা লাভ হয় ॥ ৫ ॥

মহারাষ্ট্রী জটা লেপাদ্ দগ্ধপিষ্টাবচূর্ণনম্।
জীর্ণগেহ-তৃণাচ্চূর্ণং দগ্ধব্রণ হরং পরম্ ॥ ৬ ॥

জলপিপ্পলীর মূল পেষণ করিয়া কিম্বা দগ্ধ পিষ্টক চূর্ণ করিয়া অথবা গৃহের পুরাতন তৃণ ভস্ম, অগ্নিদগ্ধের ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্ষত প্রশমিত হয়॥ ৬॥

অন্তর্দগ্ধ কুঠারকো দহনজং লেপাগ্নিহন্তি ব্রণং।
অশ্বত্থস্য বিশুষ্কবল্কলকৃতং চূর্ণং তথা গুণ্ডণাৎ।
অভ্যঙ্গাদ্ বিনিহন্তি তৈলমখিলং গণ্ডূপদৈঃ সাধিতম্।
পিষ্টাঃ শাল্মলীতূলকৈর্জলগতা লেপাস্তথা বালুকাঃ॥৭

কুড়ূলে লতা অন্তর্ধূমে দগ্ধ করতঃ চূর্ণ করতঃ কিম্বা অশ্বত্থ বৃক্ষের শুষ্কছাল অন্তর্ধূমে দগ্ধ করতঃ চূর্ণ করিয়া অগ্নিদগ্ধের ক্ষতে লাগাইলে ক্ষত শুষ্ক হয়। তৈলের পরিমাণাপেক্ষা কিঞ্চুলুক (কেঁচো) এক চতুর্থাংশ এবং জল চতুর্গুণ গ্রহণ করিয়া যথাবিধি তৈল পাক করিয়া লইবে। ইহা মর্দ্দনে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত শুষ্ক হয়। শিমুল তুলা এবং জলস্থিত বালুকা একত্রে বাটিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইলেও অগ্নিদগ্ধ ক্ষত শুষ্ক হয়॥ ৭॥

জীরক ঘৃতম্।

জীরকপকং পশ্চাৎ সিক্থক-সর্জ্জরস মিশ্রিতং হরতি।
ঘৃতমভ্যঙ্গাৎ পাবক-দগ্ধজ-দুঃখং ক্ষণার্দ্ধেন॥ ৮॥

জীরক ঘৃত—গব্য ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—জীরা /১ সের। কল্ক-পাকার্থ-জল ।৬ সের। পাক শেষ হইলে উহারসহিত মোম অর্দ্ধসের এবং ধুনা অর্দ্ধসের মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা লাগাইলে দগ্ধস্থানে জ্বালা প্রভৃতির শান্তি হয়॥৮॥

পাটলী তৈলম্।

সিদ্ধং কল্ক-কষায়াভ্যাং পাটল্যাঃ কটুতৈলকম্॥
দগ্ধব্রণরুজাস্রাব-দাহ-বিস্ফোট-নাশনম্॥ ৯॥

পাটলী তৈল—কটু তৈল /৪ সের। কল্কার্থ ঘণ্টাপারুলছাল /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের। ইহা লাগাইলে দগ্ধস্থানের বেদনা, স্রাব, জ্বালা এবং বিস্ফোট বিনষ্ট হয়॥ ৯॥

মঞ্জিষ্ঠাদ্যং তৈলম্।

মঞ্জিষ্ঠাং চন্দনং মূর্ব্বাং পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ।
সর্ব্বেষামগ্নিদগ্ধানামেতদ্রোপণমিষ্যতে॥ ১০॥

মঞ্জিষ্ঠাদ্য তৈল—কটু তৈল /৪ সের। কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও মূর্ব্বামূল মিলিত /১ সের। জল ।৬ সের; এই তৈল লাগাইলে অগ্নিদগ্ধ স্থানের ক্ষত শুষ্ক হয়॥ ১০॥

কালীয়কলতাম্রাস্থিহেম- কালারসোত্তমৈঃ।
লেপঃ সগোময়রসঃ সবর্ণীকরণঃ পরঃ॥
চতুষ্পদাং হি লোম-ত্বক্ খুরশৃঙ্গাস্থি-ভস্মনা।
তৈলাক্তা লেপিতা ভূমির্ভবেল্লোমবতী পুনঃ॥ ১১॥

ইতি ব্রণশোথাধিকারঃ।

কালিয়াকাঠ, প্রিয়ঙ্গু, আম্রাস্থি, নাগেশ্বর, মঞ্জিষ্ঠা ও ঘৃত; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া গোময় রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া শুষ্কব্রণ স্থানে লেপন করিলে ক্ষতস্থানের ত্বকের বর্ণ স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হয়। চতুষ্পদ জন্তুর চর্ম্ম, লোম, খুর, শৃঙ্গ ও অস্থি ভস্ম করিয়া সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক উহার সহিত তিল তৈল মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে ক্ষতস্থানে পুনর্ব্বার লোম উৎপন্ন হইয়া থাকে॥ ১১॥

ইতি ব্রণশোথরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ নাড়ীব্রণাধিকারঃ।

নাড়ীনাং গতিমন্বিষ্য শস্ত্রেণাপাট্য কর্ম্মবিৎ
সর্ব্বব্রণক্রমং কুর্য্যাচ্ছোধনং রোপণাদিকম্॥

নাড়ীব্রণ চিকিৎসা।

নাড়ীর (নালীঘার) গতি অন্বেষণ করিয়া অর্থাৎ পূয কোন্ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে; তাহা স্থির করতঃ পশ্চাৎ যতদূর পর্য্যন্ত পূঁযের গতি লক্ষিত হইবে, ততদূর পর্য্যন্ত অস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া শোধন অর্থাৎ পূঁযাদি নিঃসারক ঔষধ প্রদান করিবে। সম্যক্রূপে পূযাদি নির্গত হইলে

রোপণ অর্থাৎ ক্ষত শুষ্ককারক ঔষধ প্রদান করিবে ॥ ১ ॥

নাড়ীং বাতকৃতাং সাধু পাটিতাং লেপয়েদ্‌ভিষক্ ॥
প্রত্যেক্ পুষ্পীফলযুতৈ স্তিলৈঃ পিষ্টৈঃ প্রলেপয়েৎ ॥
পৈত্তিকীং তিলমঞ্জিষ্ঠা-নাগদন্তী-নিশাযুগৈঃ।
শ্লৈষ্মিকীং তিলযষ্ট্যাহ্বনিকুম্ভারিষ্ট সৈন্ধবৈঃ।
শল্যজাং তিলমধ্বাজ্যৈ লে'পয়েচ্ছিন্ন শোধিতাম্ ॥ ২॥

বায়ুজনিত নালী ঘা বিদীর্ণ করিয়া আপাং বীজ ও তিল একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। পিত্তজনিত নালীঘাতে তিল, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তী, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। কফজনিত নালীঘাতে তিল, যষ্টিমধু, দন্তীমূল, নিমপত্র ও সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। শল্যজনিত নাড়ীব্রণ অগ্রে অস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণকরতঃ শল্যোদ্ধার করিয়া শেষে তিল, মধু ও ঘৃত একত্র পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে ॥ ২ ॥

আরগ্বধনিশাকালচূর্ণাজ্যক্ষৌদ্রসংযুতা।
মূত্রবর্ত্তিব্র'ণে যোজ্যা শোধনী গতিনাশিনী ॥ ৩ ॥

সোঁদাল পত্র, হরিদ্রা ও কালাকড়া এই ৩ দ্রব্য চূর্ণ ১ তোলা করিয়া লইয়া উহার সহিত ২ তোলা ঘৃত ও ২ তোলা মধু এবং ৮ তোলা গোমূত্র মিশ্রিত করিয়া পাক করিবে। পরে মধু ও সৈন্ধব সহযোগে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া নালীব্রণে দিবে। ইহাতে নালীঘা পরিষ্কৃত হইয়া গতি বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

ঘোণ্টাফলত্বঙ্‌মদনাং ফলানি পূগস্য চ ত্বগ্ লবণঞ্চ মুখ্যম্। স্নুহ্যর্কদুগ্ধেন সহৈব কল্কো বর্ত্তীকৃতো হন্ত্য-চিরেণ নাড়ীম্ ॥ ৪ ॥

বন্য কুলফলের ছাল, মদনফল, সুপারি ছাল ও সৈন্ধবলবণ; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে লইয়া সিজের ক্ষীর ও আকন্দের ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করতঃ অগ্নিসন্তাপে বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি নালীমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে সত্বর নালী বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

বর্ত্তীকৃতং মাক্ষিকসংপ্রযুক্তং নাড়ীঘ্নমুক্তং লবণোত্তমং বা। দুষ্টব্রণে যদ্ বিহিতঞ্চ তৈলং তৎ সেব্যমানং গতি মাশু হন্তি। জাত্যর্কশম্পাককরঞ্জদন্তীসিন্ধূত্থসৌবর্চ্চল-যাবশূকৈঃ। বর্ত্তিঃ কৃতা হন্ত্যচিরেণ নাড়ীং স্নুক্ক্ষীরপিষ্টা সহমাক্ষিকেণ ॥ ৫ ॥

সৈন্ধবলবণ ও মধু একত্রে অগ্নিসন্তাপে পাক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ নালীঘায়ে প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। দুষ্টব্রণের আরোগ্য কারক যে সকল তৈল লিখিত আছে, সেই সমুদয় প্রয়োগ করিলে নালীর গতি বিনষ্ট হয়। জাতীপত্র আকন্দমূল, সোঁদালপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ, দন্তী-মূল, সৈন্ধবলবণ ও যবক্ষার; এই সকল গুলির চূর্ণ প্রত্যেক সমভাগে লইয়া সিজের ক্ষীর ও মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নি সন্তাপ দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি নালীমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে সত্বর নালীঘা প্রশমিত হয় ॥ ৫ ॥

মাহিষং দধি কোদ্রবভক্তমিশ্রিতং হরতি চিরবিরূ-ঢ়াম্। ভক্ষং কঙ্গুনিকাস্তবমতিদারুণাং নাড়ীং শময়েৎ ॥ ৬

মাহিষ দধি ও কোদ ধান্যের অন্নের সহিত কঙ্গুনিকার মূলচূর্ণ সেবন করিলে নালীঘা প্রশ-মিত হয় ॥ ৬ ॥

কৃশ-দুর্ব্বল-ভীরূণাং গতির্ম্মর্ম্মাশ্রিতা চ যা।
ক্ষারসূত্রেণ তাং ছিন্দ্যাৎ ন শস্ত্রেণ কদাচন। ৭ ॥

কৃশ, দুর্ব্বল, ও ভীরু ব্যক্তিদিগের নালীঘাতে এবং মর্ম্মস্থানস্থ নালীতে অস্ত্রক্রিয়া না করিয়া ক্ষার সূত্র দ্বারা ছেদন করিবে ॥ ৭ ॥

এষণ্যা গতিমন্বিষ্য ক্ষারসূত্রানুসারিণাম্।
সূচীং বিদধ্যাদ্ গত্যন্তে চোন্নাম্যাশু চ নির্হরেৎ ॥
সূত্রস্যান্তং সমানীয় গাঢ়বন্ধং সমাচরেৎ।
ততঃ ক্ষারবলং বীক্ষ্য সূত্রমন্যৎ প্রবেশয়েৎ।
ক্ষারাক্তং মতিমান্ বৈদ্যো যাবন্ন ছিদ্যতে গতিঃ।
ভগন্দরেঽপ্যেষ বিধিঃ কার্য্যো বৈদ্যেন জানতা ॥ ৮ ॥

এষণী দ্বারা নালীর গতি অন্বেষণ করিয়া সূচিকায় ক্ষারসূত্র সংলগ্ন করতঃ নালীমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া দিবে পরে নালীর অন্তর্ভাগ পর্য্যন্ত সূচিকা গমন করিলে ঐ স্থান বিদ্ধ করিয়া সূচিকা বাহির করিয়া লইবে। পরে সূচিকা হইতে সূত্র পৃথক্ করিয়া সূত্রের উভয় মুখ একত্র করিয়া দৃঢ়-

রূপে বান্ধিয়া রাখিবে। যদি উক্ত ক্ষার সূত্রে নালী ছিন্ন না হয়, তাহা হইলে অন্য ক্ষার প্রবিষ্ট করাইয়া এই রূপ বান্ধিয়া রাখিবে। যদি নালীঘা অত্যন্ত দীর্ঘ হয়, তবে দুই বা তিন অঙ্গুল পরিমিত স্থান সূত্রদ্বারা বন্ধন করতঃ ক্রমে ক্রমে ছেদন করিবে। ভগন্দর রোগেও এইরূপ নিয়মে ক্ষত ছেদন করিবে ॥ ৮ ॥

অর্ব্বুদাদিষু চোৎক্ষিপ্য মূলে সূত্রং নিধাপয়েৎ।
সূচীভিষববক্ত্রাভিরাচিতং বা সমন্ততঃ ॥
মূলং সূত্রেণ বধ্নীয়াচ্ছিন্নে চোপচরেদ্ ব্রণম্ ॥ ৯ ॥

অর্ব্বুদ প্রভৃতিও ক্ষারসূত্র দ্বারা ঐরূপে বন্ধন করিয়া ছিন্ন করিবে। কিন্তু যে অর্ব্বুদের মূলপ্রদেশ ক্ষীণ, সেই অর্ব্বুদের মূলদেশ ক্ষারসূত্র দ্বারা বাঁধিয়া রাখিবে আর যে অর্ব্বুদের মূল দেশ স্থূল, সেই অর্ব্বুদের মূলপ্রদেশ সূচিকা দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ক্ষারসূত্র বন্ধন করিবে। এইরূপে মূলদেশ ছিন্ন হইলে ক্ষত রোগের চিকিৎসার ন্যায় উহার চিকিৎসা করিবে ॥ ৯ ॥

সপ্তাঙ্গ গুগ্গুলুঃ।

গুগ্গুলুস্ত্রিফলা-ব্যোষৈঃ সমাংশৈরাজ্যযোজিতঃ।
নাড়ী-দুষ্টব্রণশূলভগন্দর-বিনাশনঃ ॥ ১০ ॥

সপ্তাঙ্গ গুগ্গুলু—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও মরিচ ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং শোধিত গুগ্গুলু ৬ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে মর্দ্দন করিয়া ঘৃত সহযোগে বটিকা প্রস্তুত করিয়া লইবে ইহা সেবনে নালীঘা, দুষ্টব্রণ, শূল ও ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

স্বর্জিকাদ্যং তৈলম্।

স্বর্জিকা-সিন্ধু-দন্ত্যগ্নি-রূপিকানল-নীলিকাঃ।
খরমঞ্জরিবীজানি তৈলং গোমূত্রপাচিতম্ ॥
দুষ্টব্রণপ্রশমনং কফনাড়ীব্রণাপহম্ ॥ ১১ ॥

তৈল—তিল তৈল ⁄৪ সের। কল্কার্থ সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, দন্তীমূল, চিতামূল, শ্বেতআকন্দের মূল, নলের মূল, নীলিকা ও আপাংবীজ; এই গুলি সমভাগে মিলিত ⁄১ সের এবং গোমূত্র ।৬ সের। এই তৈল ব্যবহারে দুষ্টব্রণ ও শ্লৈষ্মিক নালীঘা বিদূরিত হইয়া থাকে ॥ ১১

কুম্ভীকাদ্যং তৈলম্।

কুম্ভীক-খর্জ্জুর-কপিত্থ-বিল্ব-বনস্পতীনাস্ত শলাটুবর্গৈঃ। কৃত্বা কষায়ং বিপচেত্তু তৈলমাবাপ্য মুস্তা সরলপ্রিয়ঙ্গু। সৌগন্ধিকা মোচসাহিপুষ্পলোধ্রাণি দত্ত্বা খলু ধাতকীঞ্চ। এতেন শল্যপ্রভবা হি নাড়ী রোহেদ্ ব্রণো বৈ সুখমাশু চৈব ॥ ১২ ॥

তৈল—তিল তৈল ⁄৪ সের। ক্কাথার্থ—খেজুর, কয়েদবেল, বেলশুঠ এবং বট প্রভৃতি বৃক্ষের কচিফল সমভাগে মিলিত ⁄৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ-মুথা, সরলকাষ্ঠ, প্রিয়ঙ্গু, অনন্তমূল, মোচরস, নাগেশ্বর, লোধ ও ধাইফুল সমভাগে মিলিত ⁄১ সের। এই তৈল ব্যবহারে শল্যজনিত নালীঘা শুষ্ক হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

ভল্লাতকাদ্যং তৈলম্।

ভল্লাতকার্কমরিচৈর্লবণোত্তমেন সিদ্ধং বিড়ঙ্গ
রজনীদ্বয়চিত্রকৈশ্চ। স্যান্মার্কবস্য চ রসেন নিহন্তি
তৈল নাড়ীং কফানিলকৃতামপচীং ব্রণাংশ্চ ॥ ১৩ ॥

ভল্লাতকাদ্য তৈল—তিল তৈল ⁄৪ সের। কল্কার্থ—ভেলাআকন্দের মূল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও চিতামূল, সমভাগে মিলিত ⁄১ সের। ক্কাথার্থ ভীমরাজের রস ⁄৬ সের। এই তৈল ব্যবহার করিলে নালীঘা ও বাতশ্লেষ্মজনিত অপচী রোগ দূর হয় ॥ ১৩ ॥

নিগুণ্ডীতৈলম্।

সমূলপত্রাং নিগুণ্ডীং পীড়য়িত্বা রসেন তু।
তেন সিদ্ধং সমং তৈলং নাড়ীব্রণবিশোধনম্ ॥
হিতং পামাপচীনাঞ্চ পানাভ্যঞ্জননাবনৈঃ।
বিবিধেষু চ রোগেষু তথা সর্ব্বব্রণেষু চ। ১৪।

নিগুণ্ডী তৈল—তিল তৈল ⁄৪ চারি সের। নিসিন্দা বৃক্ষের মূল এবং পত্রের রস ।৬ সের। এই উভয় দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল পান, মর্দ্দন ও নস্য-

রূপে ব্যবহার করিলে নালীঘা, পামা, অপচী ও সর্ব্বপ্রকার ব্রণ প্রশমিত হয় ॥ ১৪ ॥

হংসপাদী তৈলম্।

হংসপাদ্যরিষ্টপত্রং জাতীপত্রং ততো রসৈঃ।
তৎকল্কৈশ্চ পচেত্তৈলং নাড়ীব্রণবিরোহণম্।

ইতি নাড়ীব্রণাধিকারঃ।

হংসপাদী তৈল—তিলতৈল ৴৪ চারিসের! হংসপাদী নিমপত্র ও জাতীপত্র ইহাদের রস সমভাগে মিলিত ।৬ সের। কল্কার্থ হংসপাদী নিমছাল ও জাতীপত্র সমভাগে মিলিত ৴১ সের। এই তৈল যথানিয়মে পাক করিয়া ব্যবহার করিলে নালীঘা শুষ্ক হয় ॥ ১৫ ॥

ইতি নাড়ীব্রণরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত

অথ ভগন্দরাধিকারঃ

——:*:—·

গুদস্য শ্বয়থুং দৃষ্ট্বা বিশোধ্য শোধয়েত্ততঃ।
রক্তাবসেচনং কার্য্যং যথা পাকং ন গচ্ছতি ॥ ১ ॥

ভগন্দররোগচিকিৎসা।

গুহ্যদেশে শোথ উৎপন্ন হইলেই রোগীকে উপবাস করাইয়া বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করিবে। ইহাতে শোথের উপশম না হইলে শোথস্থান হইতে জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে। এই প্রক্রিয়াগুলি দ্বারা উক্ত শোথ পাকিতে পারে না ॥ ১ ॥

বটপত্রেষ্টকাশুণ্ঠীগুড়ূচ্যাঃ সপুনর্নবাঃ।
সুপিষ্টাঃ পিড়কাবস্থে লেপঃ শস্তো ভগন্দরে ॥ ২ ॥

বটপত্র, ইষ্টকচূর্ণ, শুঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্নবা সমভাগে লইয়া একত্রে পেষণ করিয়া ভগন্দরের পিড়কাবস্থায় প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে ॥ ২ ॥

স্নুহ্যর্ক-দুগ্ধ-দার্ব্বীভির্ব্বর্ত্তিং কৃত্বা বিচক্ষণঃ।
ভগন্দরগতিং জ্ঞাত্বা পূরয়েত্তাং প্রযত্নতঃ ॥
এষাং সর্ব্বশরীরস্থাং নাড়ীং হন্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥

সিজের ক্ষীর, আকন্দের ক্ষীর ও দারুহরিদ্রারচূর্ণ, এই দ্রব্যত্রয় একত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ ভগন্দরে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে নিশ্চয় নালীঘা প্রশমিত হয় ॥ ৩ ॥

তিলাভয়াকুষ্ঠমরিষ্টপত্রং নিশে বচা লোধ্রমগারধূমঃ।
ভগন্দরে নাড্যুপদংশয়োশ্চ দুষ্টব্রণে শোধনরোপণোহয়ম্ ॥ "সমভাগপিষ্টং লেপোদেয়ম্ ॥ ৪॥

তিল, হরীতকী, কুড়, নিমপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বচ, লোধ ও গৃহের ঝুল; এই গুলি সমভাগে লইয়া একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর, নালীঘা, উপদংশ ও দুষ্টব্রণ হইতে পূঁযাদি দূষিত পদার্থ নিঃসারিত হওত ব্রণ শুষ্ক হয় ॥ ৪ ॥

ত্রিফলারসসংপিষ্টং বিড়ালাস্থিপ্রলেপনম্।
ভগন্দরং নিহন্ত্যাশু দুষ্টব্রণহরং পরম্ ॥ ৫ ॥

ত্রিফলারক্কাথে বিড়ালের অস্থি ঘষিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর ও দুষ্টব্রণ নষ্ট হয় ৫ ॥

ভগন্দরং প্রত্যহস্তু সুধৌতং ত্রিফলাম্বুনা।
খরাস্র পক্বভূবাগচূর্ণলেপো ভগন্দরম্।
হন্তি দন্ত্যাগ্ন্যতিবিষালেপস্তদ্বচ্ছুনোঽস্থি বা ॥ ৬ ।

ভগন্দর প্রত্যহ ত্রিফলার ক্কাথে ধৌত করিবে। গর্দ্দভের রক্তের সহিত কেঁচো চূর্ণ পাক করিয়া প্রলেপ দিলে এই রোগ বিনষ্ট হয়; অথবা দন্তীমূল, চিতামূলও আতইষ, এই গুলি পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা কুকুরের অস্থি, ত্রিফলার রসে পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলেও ভগন্দর নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

জম্বুকস্য চ মাংসানি ভক্ষয়েৎ ব্যঞ্জনাদিভিঃ।
অজীর্ণবর্জ্জী মাসেন মুচ্যতেঽসৌ ভগন্দরাৎ ॥ ৭ ॥

অজীর্ণ সত্বে ভোজন কিম্বা অজীর্ণকারক দ্রব্য ভোজন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যঞ্জনাদিসহ শৃগালের মাংস এক মাস ভোজন করিলে ভগন্দরের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ ঘটে ॥ ৭

নবকার্ষিকোগুগ্‌গুলুঃ।

ত্রিফলাপুরকৃষ্ণানাং ত্রিপঞ্চৈকাংশযোজিতা।
গুড়িকা: শোথগুল্মার্শো-ভগন্দরবতাং হিতা॥ ৮॥

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, গুগ গুলু ১০ তোলা এবং পিপুল চূর্ণ ২ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্রে পেষণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তত করিবে। ইহা সেবনে শোথ, গুল্ম, অর্শঃ ও ভগন্দর নিবারিত হয়॥৮॥

সপ্তবিংশতিকো গুগ্‌গুলুঃ।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্ত বিড়ঙ্গামৃতচিত্রকম্।
শট্যেলা পিপ্পলীমূলং হবুষা সুরদারুচ॥
তুম্বুরুপুষ্করং চব্যং বিশালা রজনীদ্বয়ম্।
বিড়সৌবর্চলে ক্ষারৌ সৈন্ধবং গজপিপ্পলী॥
যাবন্ত্যেতানি চূর্ণানি তাবদ্দ্বিগুণগুগ্‌গুলুঃ।
কোলপ্রমাণাং গুড়িকাং ভক্ষয়েন্মধুনা সহ॥
কাসং শ্বাসং তথা শোথমর্শাংসি চ ভগন্দরম্।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কুক্ষিবস্তিগুদে রুজম্॥
অশ্মরীং-মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ অন্ত্রবৃদ্ধিং তথা ক্রিমীন্।
চিরজ্বরোপসৃষ্টানাং ক্ষয়োপহতচেতসাম্।
আনাহঞ্চ তথোন্মাদং কুষ্ঠানি চোদরাণি চ।
নাড়ীদুষ্টব্রণান্ সর্ব্বান্ প্রমেহং শ্লীপদং তথা॥
সপ্তবিংশতিকো হ্যেষ সর্ব্বরোগ-নিসূদনঃ॥ ৯॥

সপ্তবিংশতিক গুগ্‌গুলু—শুঁঠ পিপুল মরিচ, হরীতকী, আমলকী; বহেড়া মুথা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, চিতামূল, শঠী, ছোট এলাইচ; পিপুল মূল, হবুষ (অভাবে ধনে), দেবদারু, ধনে, কুড়, চই, রাথালশসার মূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা বিট্‌লবণ সচললবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধব লবণ ও গজ পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু ৫৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া যথানিয়মে গুড়িকা প্রস্তত করিবে। ইহা মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে ভগন্দর, কাস, শ্বাস, অর্শঃ, কুষ্ঠ, উদর নাড়ীব্রণ ও শ্লীপদ প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়॥৯॥

বিষ্যন্দনং তৈলম্।

চিত্রকার্কৌ ত্রিবৃৎ পাঠে মলপু হয়মারকৌ।
সুধাং বচাং লাঙ্গলিকীং হরিতালং সুবর্চিকাম্।
জ্যোতিষ্মতীঞ্চসংহৃত্য তৈলং ধীরো বিপাচয়েৎ।
এতদ্ বিষ্যন্দনং নাম তৈলং দদ্যাদ্ ভগন্দরে॥
শোধনং রোপণঞ্চৈব সবর্ণকরণং পরম্॥ ১০॥

বিষ্যন্দন তৈল—তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—চিতামূল, আকন্দের মূল, তেউড়ী, আকনাদি, ডুমুরমূল, করবীমূল, সিজমূল, বচ, ঈশলাঙ্গলা, হরিতাল, সাচিক্ষার ও লতা—কট্‌কী; এই গুলি সমভাগে মিলিত /১ একসের পাকার্থ জল ।৬ সের। এই তৈল ভগন্দরে প্রয়োগ করিলে পূঁযাদি নির্গত হওত উহা শুষ্ক ও স্বাভাবিক বর্ণ প্রাপ্ত হয়॥ ১০॥

করবীরাদ্যং তৈলম্।

করবীর-নিশা-দন্তী-লাঙ্গলী-লবনাগ্নিভিঃ।
মাতুলুঙ্গার্কবৎসাহ্বৈঃ পচেত্তৈলং ভগন্দরে॥ ১১॥

করবীরাদ্য তৈল—তিলতৈল /৪ সের কল্কার্থ-করবীর মূল, হরিদ্রা, দন্তীমূল, ঈশলাঙ্গলা সৈন্ধব লবণ, চিতামূল, টাবালেবুর মূল, আকন্দের মূল ও কুড়্‌চির ছাল। এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ-জল ১৬ সের। এই তৈল ব্যবহারে ভগন্দর প্রশমিত হয়॥ ১১॥

নিশাদ্যং তৈলম্।

নিশার্কক্ষীরসিন্ধগ্নিপুরাশ্বহনবৎসকৈঃ।
সিদ্ধমভ্যঞ্জনে তৈলং ভগন্দরবিনাশনম্॥ ১২॥

নিশাদ্য তৈল—তিল তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা, আকন্দের ক্ষীর, সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, গুগ্‌গুলু করবী, মূল ও কুড়চির ছাল, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ—জল ১৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে ভগন্দর রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১২॥

সৈন্ধবাদ্যং তৈলম্।

সৈন্ধবং চিত্রকং দন্তী পলাশঞ্চেন্দ্রবারুণী।
গোমূত্রেঽষ্টগুণে পক্ব্যা প্রাহ্বষ্টাবশেষিতম্॥

কাথপাদং পচেত্তৈলং কল্কং কৃষ্ণায়সং মৃতম্।
পচেত্তৈলাবশেষঞ্চ তেন লেপ্যং ভগন্দরম্॥
অসাধ্যং সাধয়ত্যাশু পক্বং ক্রিমিকুলান্বিতম্॥ ১৩॥

সৈন্ধবাদ্য তৈল—তিলতৈল ./২ সের। ক্বাথার্থ সৈন্ধবলবণ, চিতামূল, দন্তীমূল, পলাশমূল ও রাখালসশার মূল সমভাগেমিলিত ./৮ সের, পাকার্থ—গোমূত্র ৬৪ সের, শেষ ./৮ সের। কল্কার্থ -লৌহ ভস্ম অর্দ্ধ সের। এই দ্রব্যগুলি দ্বারা যথা নিয়মে তৈল পাক করিবে, কিন্তু ইহার কল্ক ছাঁকিয়া ফেলিবে না। এই তৈল লাগাইলে কৃমি সংযুক্ত ভগন্দর রোগ ও আরোগ্য হয়॥ ১৩॥

নবায়সো রসঃ।

দরদং পার্ব্বতী-পুষ্পং কুনটী পুরুষো রসঃ।
শোণিতং গন্ধকো দৈত্যঃ সৈন্ধবাতিবিষা চবী।
শরপুঙ্খা বিড়ঙ্গঞ্চ যমানী গজপিপ্পলী।
মরিচার্কৌ চ বরুণোধুনকঞ্চ হরীতকী॥
সংমর্দ্দ্য কটুতৈলেন গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
নাড়ীব্রণপ্রদুষ্টঞ্চ গণ্ডমালাং বিচর্চিকাম্॥
চিরদুষ্টব্রণং দদ্রু পুতিকর্ণং শিরোগদম্।
হস্তপাদ-পরিস্ফোটং দুঃসাধ্যঞ্চ ভগন্দরম্।
এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু প্রভিন্নমিব কেশরী॥ ১৪॥

নবায়স রস—হিঙ্গুল, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা, রসাঞ্জন, মনঃশিলা, স্বর্ণ, পারদ, তাম্র, গন্ধক, লৌহ, সৈন্ধবলবণ, আতইচ, চই, শরপুঙ্খা, বিড়ঙ্গ, যমাণি, গজপিপুল, মরিচ, আকন্দমূল, বরুণমূল, শ্বেতধুনা ও হরীতকী, ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা করিয়া লইয়া কটুতৈলের সহিত মর্দ্দন-পূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবনে নাড়ীব্রণ দুষ্টব্রণ ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১১॥

চিত্রবিভাণ্ডকো রসঃ।

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং কুমারীরস-মর্দ্দিতম্।
ত্র্যহান্তে গোলকং কৃত্বা তাম্রং তেন প্রলেপয়েৎ।
দ্বয়োঃ সমং ভস্মপূর্ণভাণ্ডে রুদ্ধা বিপাচয়েৎ।
দ্বিযামান্তে সমুদ্ধৃত্য স্বাঙ্গশীতং বিচূর্ণয়েৎ॥
জম্বীরস্য দ্রবৈঃ পিষ্ট্বা রুদ্ধা সপ্তপুটে পচেৎ।
গুঞ্জৈকং মধুনাজ্যেন লিহান্ হন্তি ভগন্দরম্॥
মুষলী লশুনং চাম্বু চারনালযুতং পিবেৎ।
কর্ত্তব্যো মধুরাহারো দিবাস্বপ্নঞ্চ মৈথুনম্॥
বর্জ্জয়েৎ শীতলাহারং রসে চিত্রবিভাণ্ডকে॥ ১৫॥

চিত্রবিভাণ্ডক রস—পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা একত্রে কজ্জলী করিয়া ঘৃতকুমারীর রসে ৩ দিবস মর্দ্দন করিবে। অনন্তর ৩ তোলা বিশুদ্ধ তাম্রপত্র উক্ত কজ্জলী দ্বারা লেপন করতঃ ঘুঁটিয়া ভস্মপূর্ণ একটী হাঁড়ির মধ্যে ঔষধ স্থাপন পূর্ব্বক উপরিভাগে অন্য পত্র দ্বারা আবৃত করিয়া অগ্নি সন্তাপে দুই প্রহর পাক করিবে এবং পাক সমাপ্ত হইলে ঔষধ উদ্ধৃত করতঃ চূর্ণ করিয়া জামীরের রসে পেষণ করিয়া ৭ বার পুট পাক করিবে। পরিমাণ ১ রতি। এই ঔষধ ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিয়া তালমূলী ও রসুন একত্র বাটিয়া কাঁজির সহিত মিশ্রিত করত পান করিবে। এই রোগে মধুররসবিশিষ্ট আহার সুপথ্য। দিবানিদ্রা, মৈথুন এবং শীতল দ্রব্য ভোজন নিষেধ॥ ১৫॥

তাম্র প্রয়োগঃ।

তাম্রপত্রং রবিক্ষীরে নিগুণ্ডীস্বরসে তথা।
ত্রিকণ্টজে স্নুহীরসে তাম্রং দগ্ধা ক্ষিপেত্রিধা॥
রসস্যার্দ্ধপলং শুদ্ধং গন্ধকস্য পলং তথা।
কজ্জলার্দ্দেন জম্বীরপ্লুতেন তাম্রতঃ পলম্॥
পরিলিপ্যান্ধমুষায়াং দদ্যাৎ পঞ্চপুটান লঘূন্।
সংমর্দ্দ্য মধু-সর্পির্ভ্যাং ততো রক্তিদ্বয়ং লিহেৎ।
ভগন্দরে সর্ব্বভবে কার্য্যং সর্ব্বব্রণেষু চ॥ ১৬॥

ইতি ভগন্দরাধিকারঃ।

তাম্র প্রয়োগ—৮ তোলা তাম্রপত্র অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া আকন্দের ক্ষীরে, নিসিন্দার রসে, গোখুরের ক্বাথে এবং সিজের ক্ষীরে যথাক্রমে তিনবার করিয়া নিক্ষেপ করতঃ শোধন করিয়া লইবে। অতঃপর বিশুদ্ধ পারদ ৪ তোলা ও গন্ধক ৮ তোলা একত্রে কজ্জলী করিয়া ৬ তোলা জামীরের রসের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক উহা দ্বারা উক্ত তাম্র পত্র লেপন করতঃ অন্ধমূষায় স্থাপন করিয়া ক্রমশঃ ৫ বার লঘু পুটে পাক

করিবে। তৎপরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া লইবে। পরিমাণ ২ রতি। অনুপান—মধু ও ঘৃত। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার ভগন্দর ও ব্রণ প্রশমিত হয়॥ ১৬॥

ইতি ভগন্দররোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথোপদংশাধিকারঃ।

——:*:——

স্নিগ্ধ-স্বিন্ন শরীরস্য ধ্বজমধ্যে শিরাব্যধঃ।
জলৌকঃ পাতনং বা স্যাদূর্দ্ধাধঃ শোধনং তথা॥
সদ্যো নির্হৃতদোষস্য রুক্ শোথা ব্যপশাম্যতঃ।
পাকো রক্ষ্যং প্রযত্নেন শিশ্নক্ষয়করো হি সঃ॥ ১॥

উপদংশরোগ চিকিৎসা

উপদংশ (গরমি) রোগে স্নেহ স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক লিঙ্গ মধ্যস্থ শিরা বিদ্ধ করিয়া কিম্বা জলৌকা সংলগ্ন করতঃ রক্ত মোক্ষণ করিবে। এই রোগে বমন ও বিরেচন কারক ঔষধ সেবন করাইয়া দেহ বিশুদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা দোষের শান্তি হওত বেদনা ও শোথ বিনষ্ট হয়। লিঙ্গনালিস্থ শোথ পাকিলে ক্রমে ক্রমে লিঙ্গনাল ক্ষয় হইতে পারে, এজন্য যাহাতে পাকিতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য॥ ১॥

ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ ভৃঙ্গরাজরসেন বা।
ব্রণপ্রক্ষালনং কুর্য্যাদুপদংশ-প্রশান্তয়ে॥ ২।

উপদংশ শান্তির জন্য প্রত্যহ ত্রিফলার কাথে কিম্বা ভীমরাজের রসে ক্ষতস্থান ধৌত করিবে॥ ২"

দহেৎ কটাহে ত্রিফলাং সমাংশাং মধুসংযুতাম্।
উপদংশে প্রলেপোঽয়ং সদ্যোরোপয়তি ব্রণম্।
"নূতন-স্থাল্যাং সমভাগত্রিফলাং শরাবেন পিধায়ঃ।
দগ্ধব্যং তদ্ভস্ম মধুনা সংমীয়োপদংশে লেপঃ॥ ৩॥

নূতন হাঁড়ীতে হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে স্থাপন করিয়া, হাঁড়ীর উপরে সরা ঢাকা দিয়া অগ্নিসন্তাপে দগ্ধ করিবে, উক্ত দগ্ধীকৃত ভস্ম মধু সহকারে প্রলেপ দিলে ক্ষত বিশুষ্ক হয়॥ ৩॥

রসাঞ্জনং শিরীষেণ সপথ্যয়া সমন্বিতম্।
সক্ষৌদ্রং বা প্রলেপোঽয়ং সর্ব্বলিঙ্গগদাপহঃ॥ ৪॥

শিরীষ, গুলঞ্চ ও রসাঞ্জন একত্র করতঃ কিম্বা রসাঞ্জন ও মধু একত্র করিয়া উপদংশের ক্ষতস্থানে প্রলেপদিলে ক্ষত প্রশমিত হয়॥ ৪॥

বব্বোলদলচূর্ণেন উপদংশহরং পরম্।
লেপঃ পূগফলানাম্বমারমূলেন বা তথা॥
সেবন্নিত্যং যবান্নঞ্চ পানীয়ং কৌপমেব চ॥ ৫॥

বাবলাপাতা চূর্ণ কিম্বা দাড়িম ছাল চূর্ণ অথবা মনুষ্যের কপালাস্থি চূর্ণ ক্ষতস্থানে লাগাইলে উপদংশজনিত ঘা বিনষ্ট হয়। জলের সহিত সুপারি ঘষিয়া প্রলেপ দিলে কিম্বা করবীর মূল বাটিয়া লেপন করিলে ক্ষত বিনষ্ট হয়। উপদংশ-রোগীকে আহারার্থ যবান্ন এবং পানার্থ কূপের জল প্রদান করিবে। ইহাতেও উক্ত রোগের শান্তি হয়॥ ৫

জয়াজাত্যশ্বমারার্কশম্পাকানাং দলৈঃ পৃথক্।
কৃতং প্রক্ষালনে কাথং মেঢ্রপাকে প্রয়োজয়েৎ॥ ৬॥

উপদংশ রোগে লিঙ্গনাল পাকিলে জয়ন্তী, জাতী, করবী, আকন্দ কিম্বা সোঁদাল পত্রের কাথ প্রস্তুত করতঃ তদ্দ্বারা ক্ষতস্থান ধৌত করিবে॥ ৬॥

ধূপঃ।

বদর্য্যার্কমপামার্গস্তথা ব্রাহ্মণযষ্টিকা।
হিঙ্গুলীঞ্চ সমং চৈষাং ভাগং কৃত্বা চ ধূপনম্॥
দোষজং কর্ম্মজং হন্যাদুপদংশাদিকং ব্রণম্॥ ৭॥

ধূপ—বদরীবৃক্ষের মূলের ছাল, আপাং ছাল, বামনহাটীর মূলের ছাল ও হিঙ্গুল; ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া একত্র করতঃ ধূম প্রদান করিলে উপদংশজনিত ব্রণ শুষ্ক হয়॥ ৭॥

দিবানিদ্রাং মূত্রবেগং গুর্ব্বন্নং মৈথুনং গুড়ম্।
আয়াসমম্লং তক্রঞ্চ বর্জ্জয়েদুপদংশবান্ ॥ ৮।

উপদংশ রোগে দিবানিদ্রা, মূত্রের বেগধারণ, গুরুদ্রব্য, মৈথুন, গুড়, পরিশ্রম, অম্লদ্রব্য ও তক্র; এই সকল পরিত্যাগ করিবে ॥ ৮ ॥

ভূনিম্বাদ্যং ঘৃতম্।

ভূনিম্ব-নিম্ব-ত্রিফলা-পটোল-করঞ্জ জাতী খদিরাশনা-নাম্। সতোয়কল্কৈ ঘৃতমাশুপক্বং সর্ব্বোপদংশাপহরং প্রদিষ্টম্ ॥ ৯ ॥

ভূনিম্বাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—চিরতা, নিমছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পটোলপত্র, করঞ্জমূল, জাতীপত্র, খদিরকাষ্ঠ ও পীতশাল; এই সকলদ্রব্য সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৩ সের, শেষ ।৬ ষোল সের। কল্কার্থ—উক্ত দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত /১ সের। এই ঘৃত ব্যবহারে সর্ব্বপ্রকার উপদংশ রোগ প্রশমিত হয় ॥ ৯ ॥

করঞ্জাদ্যং ঘৃতম্।

করঞ্জনিম্বার্জ্জুন-শাল-জম্বু-বটাদিভিঃ কল্ক-কষায়সিদ্ধম্।
সর্পির্নিহন্যাদুপদংশদোষং সদাহপাকং স্রুতিরোগযুক্তম্ ॥১০

করঞ্জাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ-করঞ্জবীজ, নিম্বপত্র, অর্জ্জুনছাল, শালছাল, জামছাল, বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বত্থ পাঁকুর ও বেতসছাল; সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ—উক্ত দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত /১ সের। এই ঘৃত পানে ও মর্দ্দনে উপদংশ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

অগারধূমাদ্যং তৈলম্ ॥

অগারধূমেনরজনীসুরাকিণ্বকতৈস্ত্রিভিঃ।
ভাগোত্তরৈঃ পচেত্তৈলং কণ্ডুশোথরুজাপহম্ ॥
শোধনং রোপণঞ্চৈব সবর্ণকরণং তথা ॥ ১১ ॥

অগারধূমাদ্য তৈল—তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—গৃহের ঝুল ১০ তোলা, ৫ মাষা, ৩ রতি, হরিদ্রা ২০ তোলা ১০ মাষা ৬ রতি সুরাবীজ ৩০ তোলা, ১৫ মাষা, ৯ রতি। জল ।৬ সের। এই তৈল ব্যবহারে উপদংশ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

ভৈরবোরসঃ।

শুদ্ধসূতং গ্রহীতব্যং রক্তিকাশতমাত্রকম্।
ত্রিগুণাং শর্করাং লৌহে নিম্বদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ
যামমাত্রং ততো দদ্যাচ্ছেতং খদিরচূর্ণকম্।
সূততুল্যং ততঃ কার্য্যান্মর্দ্দনাৎ কজ্জলোপমম্ ॥
বিংশতির্বটিকাঃ কুর্য্যাঃ স্থাপ্যাঃ গোধূমচূর্ণকে।
নিঃশেষং নিঃসৃতা জ্ঞাত্বা পিড়কাস্তাঃ কলেবরে
ভৈরবং দেবমভ্যর্চ্য বলিং তস্মৈ প্রদায় চ।
বিধায় যোগিনীপূজাং দুর্গামভ্যর্চ্য যত্নতঃ ॥
বটিকাস্তাঃ প্রয়োক্তব্যা ভিষজা জানতা ক্রিয়াম্।
দিবসত্রিতয়ং দদ্যাৎ তিস্রস্তিস্রো বিজানতা ॥
চতুর্থাচ্চ সমারভ্য একামেকাং প্রয়োজয়েৎ।
এবং চতুর্দ্দশদিনৈর্নীরোগো জায়তে নরঃ ॥
পথ্যং শর্করয়া সার্দ্ধমুষ্ণান্নং ঘৃতগন্ধি চ।
কুর্য্যাৎ সাকাঙ্ক্ষমুষ্ণানং সকৃৎ ভোজনমিষ্যতে।
জলপানং জলস্পর্শং ন কদাচন কারয়েৎ।
দুঃসহায়ান্তু তৃষ্ণায়ামিক্ষুদাড়িমকাদিকম্ ॥
শৌচমুষ্ণাম্বুনা কার্য্যং বাসসা প্রোঞ্ছনং দ্রুতম্।
বাতাতপাগ্নিসম্পর্কং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
মেঘাগমে বা শীতে বা কার্য্যমেতদ্বিজানতা।
মুখরোগে তু সংজাতে মুখরোগ হরী ক্রিয়া ॥
শ্রমাধ্যভারাধ্যয়ন-স্বপ্নালস্যং বিবর্জ্জয়েৎ।
তাম্বুলং ভক্ষয়েন্নিত্যং কর্পূরাদিসুবাসিতম্।
ক্রিয়া শ্লেষ্মহরী যুক্তা বাত পিত্তাবিরোধিনী।
লবণং বর্জ্জয়েদম্লং দিবানিদ্রাং তথৈব চ ॥
রাত্রৌ জাগরণঞ্চৈব স্ত্রীমুখাবলোকনং তথা।
সপ্তাহমথমুৎক্রম্য স্নানমুষ্ণাম্বুনা চরেৎ ॥
পথ্যং কুর্য্যাদ্ধিতমিদং জাঙ্গলানাং রসাদিভিঃ।
ব্যায়ামাদ্যং বর্জ্জনীয়ং যাবন্ন প্রকৃতির্ভবেৎ ॥
এবং কৃতবিধানস্তু যঃ করোত্যেতদৌষধম্।
স এব পাপরোগস্য পারং যাতি জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥
পিড়কা বিলয়ং যাতি বলং তেজশ্চ বর্দ্ধতে।
রুজা চ প্রশমং যাতি গ্রন্থিশোথশ্চ শাম্যতি ॥
অস্থা ভবতি দাঢ্যাঞ্চ আমবাতশ্চ শাম্যতি।
ভৈরবেণ সমাখ্যাতো রসোঽয়ং ভৈরবঃ স্বয়ম্ ॥ ১২॥

ভৈরবরস—বিশুদ্ধ পারদ ১০০ রতি ও চিনি ৩০০ রতি একত্রে লৌহপাত্রে রাখিয়া নিমের দণ্ড দ্বারা এক প্রহর পর্য্যন্ত বাটিয়া উহার সহিত ১০০ রতি খদির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক কজ্জলবৎ করতঃ উহাতে ২০টি বটিকা প্রস্তুত

করিবে, পরে উক্ত বটিকাগুলি গোধূম চূর্ণের মধ্যে রাখিয়া দিবে। উপদংশজনিত পিড়কা, গাত্রে নিঃশেষিতরূপে নির্গত হইলে এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। সেবনের নিয়ম—প্রথম ৩ দিবস প্রত্যহ ৩টি করিয়া, পরে চতুর্থ দিবস হইতে প্রত্যহ ১ টি করিয়া সেবন করিতে দিবে। এই নিয়মে ১৪ দিন ঔষধ সেবন করিলে রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। পথ্য—চিনি এবং অল্প ঘৃতমিশ্রিত অর্দ্ধ উষ্ণ অন্ন। ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হইলে কদাচ শীতল জলপান ও জলস্পর্শ করিতে দিবে না। অত্যন্ত পিপাসা হইলে ইক্ষু ও দাড়িমের রস পান করিতে দিবে উষ্ণজলে শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া তখনই শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মলদ্বার মুছিয়া ফেলিবে। শীতল বায়ু-সেবন এবং রৌদ্র ও অগ্নির উত্তাপ লাগান একেবারে পরিত্যাগ করিবে। এই ঔষধ বর্ষা বা শীতঋতুতে সেব্য। ঔষধ সেবনে মুখরোগ জন্মিলে মুখরোগনাশক ক্রিয়া করিবে। পরিশ্রম, পথ পর্য্যটন, ভারবহন, অধ্যয়ন, দিবা নিদ্রা ও আলস্য একেবারে ত্যাগ করিবে। কর্পূরাদি দ্বারা সুগন্ধিকৃত তাম্বুল সর্ব্বদা ভক্ষণ করিবে। ঔষধ সেবন অবধি কফনাশক অথচ বায়ু ও পিত্তের অবিরোধী ক্রিয়া করিবে। লবণ, অম্ল, দিবানিদ্রা, রাত্রিজাগরণ ও স্ত্রীলোকের মুখদর্শন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিবে। ১৪ দিবস এই নিয়মে ঔষধ সেবিত হইলে উষ্ণজলে স্নান ও জাঙ্গলপ্রাণীর মাংসের যূষ পথ্য দিবে। যাবৎ রোগী স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত না হয়, তাবৎ ব্যায়ামাদি পরিশ্রমজনক কার্য্য করিতে দিবে না। এইরূপ নিয়মে ঔষধ সেবিত হইলে উপদংশ-জনিত পিড়কা লয় প্রাপ্ত হয় এবং তেজঃ ও বল প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়॥ ১২॥

রসগুগ্গুলুঃ।

প্রাহুঃ পাতনযন্ত্রেণ শুদ্ধশ্চন্দ্রসমো রসঃ।
রক্তিকাশতমেতস্য শর্করা ত্রিগুণা ভবেৎ
ততশ্চতুর্গুণো গ্রাহ্যো গুগ্গুলুর্মহিষাক্ষকঃ।
ঘৃতং রসসমং দদ্যান্মর্দ্দয়েচ্চ প্রযত্নতঃ॥
বিংশতি বটিকাঃ কার্য্যা স্তিস্রস্তিস্রো দিনত্রয়ম্।
একাদশদিনৈরন্যা দেয়া একাদশৈব তাঃ॥
সপ্তাহদ্বয়মেবঞ্চ কারয়েদ্ ভিষজাং বরঃ।
লবণং বর্জয়েৎ পথ্যে পাদার্দ্ধাশনমিষ্যতে॥
দিনদ্বয়ে ব্যতীতে তু পাদোনং পথ্যমাচরেৎ॥
মসূরমূপং সগুড়ং ব্যঞ্জনং চাথ কল্পয়েৎ॥
পুনর্নবা পটোলানি তিক্তপত্রী চ গোক্ষুরম্।
পুটপত্রীং কোকিলাক্ষং শাকার্থে ঘৃতভর্জ্জিতম্।
শর্করা লবণস্থানে বেসবারে ধনীয়কম্।
লবঙ্গাজাজী হিঙ্গুনি ধান্যকং জীরকানি চ॥
পাকার্থে সংপ্রদাতব্যং সংস্কারার্থং ভিষগ্বরৈঃ।
তৈরবস্তু রসস্থান্যাঃ ক্রিয়া অত্র প্রযোজয়েৎ॥
রসগুগ্গুলুরেবং হি সর্ব্বান্ জিত্বামনাময়ম্।
কুষ্ঠোপদংশনামানং ব্রণং বাতাদি সংযুতম্॥
কামদেব-প্রতিকাশশ্চিরজীবী ভবেন্নরঃ॥ ১৩॥

রসগুগ্গুলু—পাতন যন্ত্রে শোধিত পারদ ১০০ রতি, চিনি ৩০০ রতি, বিশুদ্ধ মহিষাক্ষ গুগ্গুলু ৪০০ রতি এবং ঘৃত ১০০ রতি। এই দ্রব্যগুলি একত্রে উত্তমরূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক ২০টি বটিকা প্রস্তুত করিবে। প্রথম তিন দিবস প্রত্যহ তিনটি করিয়া বটিকা সেবন করিতে দিবে ও চতুর্থ দিবস অবধি প্রত্যহ একটি করিয়া সেবন করিতে দিবে। এই রূপে ১৪ দিবসে সমস্ত ঔষধ সেবিত হইবে। ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া লবণ ও জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রথম দিবস স্বাভাবিক আহারের চতুর্থাংশ, দ্বিতীয় দিবস অর্দ্ধেক এবং তৃতীয় দিবস হইতে চতুর্দ্দশ দিবস পর্য্যন্ত পাদোন অর্থাৎ ৸০ আনা পরিমিত আহার করিতে দিবে। গুড়সংযুক্ত মসূর ডাইলের যূষ আহার করিতে দিবে। শাকের মধ্যে ঘৃত ভর্জ্জিত পুনর্নবা, পলতা তিক্তপত্রী, গোক্ষুর, পুটপত্রী ও কুলেখাড়ার শাক প্রদান করিবে। লবণের পরিবর্ত্তে চিনি এবং বাঁটনার মধ্যে ধনের বাঁটনা ব্যঞ্জনে দিবে। পাকের সংস্কারার্থ ব্যঞ্জনে লবঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, হিং ধনে ও জীরা প্রদান করিবে। এই ঔষধ সেবনের নিয়ম পূর্ব্বোক্ত

ভৈরব রসের ন্যায়। ইহা দ্বারা কুষ্ঠ, উপদংশও নানাবিধ ব্রণ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

ধূমঃ।

রসং বঙ্গঞ্চ খদিরং হরীতক্যাশ্চ ভস্মকম্।
কোমলং কদলীভস্ম গুবাকুফল ভস্ম চ।
এতৎ তোলকমানং স্যাদ্ধিঙ্গুলং হরিতালকং।
গন্ধকং তুত্থকঞ্চাপি পদ্মকং সরলং তথা ॥
দ্বে চন্দনে দেবদারু বকমং কাষ্ঠমেব চ।
তথা কেশরকাষ্ঠঞ্চ মাষমানং প্রকল্পয়েৎ ॥
একীকৃত্য চূর্ণয়িত্বা সর্ব্বং চাঙ্গেরিকাদ্রবৈঃ।
তুলসীপত্রজরসৈঃ পুরাতন-গুড়েন চ ॥
ঘৃতেন সহ ষট্ কার্য্যা বটিকা মন্ত্ররক্ষিতাঃ।
বেদনায়ামুৎকটায়াং চতস্রঃ শুক্লবাসসা ॥
বেষ্টয়িত্বা চ নির্ধূমাঙ্গারোপরি চ দাপয়েৎ।
তং ধূপং পরিগৃহ্নীয়াৎ নরো বস্ত্রাদিবেষ্টিতঃ ॥
মুখনাসা-কর্ণ-বহির্নিশ্বাসস্য নিরোধতঃ।
স্বেদেজাতেঽস্য নৈরুল্যং সায়ং প্রাতর্দিনত্রয়ম্ ॥
মাসমাত্রন্তু পথ্যাশী শাকাম্ল-দধিবর্জ্জনম্।
গুর্ব্বন্নপায়সাদীনি অপথ্যানি বিবর্জয়েৎ ॥
দিনত্রয়ে ব্যতীতে তু স্নানমুষ্ণাম্বুনা চরেৎ।
এবং ধূমে কৃতে শান্তির্ব্রণাশ্চ পিড়কা অপি।
তথা শোথশ্চামবাতঃ খঞ্জতা পঙ্গুতাপি চ।
কুষ্ঠোপদংশশান্ত্যর্থং ভৈরবেণ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৪ ॥

ধূম—শোধিত পারদ, বঙ্গভস্ম, শ্বেতখদির, হরীতকী ভস্ম কোমলকদলীভস্ম ও সুপারিভস্ম, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং হিঙ্গুল, হরিতাল, গন্ধক, তুঁতে পদ্মকাষ্ঠ সরলকাষ্ঠ শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, দেবদারু, বকমকাষ্ঠ ও নাগেশ্বরকাষ্ঠ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ দুই আনা। এই চূর্ণগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া আমরুলের রস, তুলসীপত্রের রস, পুরাতন গুড় ও ঘৃত দ্বারা যথাক্রমে বাটিয়া ৬টি বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহার এক একটী বটিকা নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে প্রদান করিয়া মুখ, নাসিকা ও কর্ণ ব্যতীত রোগীর অন্যান্য সমস্ত অবয়ব শুক্লবস্ত্রে আচ্ছাদিত করতঃ সর্ব্বগাত্রে উহার ধূমগ্রহণ করিতে দিবে। রোগের আধিক্য পরিলক্ষিত হইলে ২টি, ৩টি কিম্বা ৪টি বটিকার ধূমও গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে এই নিয়মে ৩ দিবস ধূম গ্রহণ করা কর্ত্তব্য! ধূম গ্রহণে ঘর্ম্ম নির্গত হওত রোগ প্রশমিত হয়, কিন্তু একমাস পর্য্যন্ত শাক, অম্ল, দধি গুরুদ্রব্য ও পায়স প্রভৃতি কুপথ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুপথ্য সেবন করা কর্ত্তব্য। তিন দিবস ধূম গৃহীত হইলে চতুর্থ দিবস হইতে এক মাস পর্য্যন্ত উষ্ণজলে স্নান করিতে দিবে। এই ধূম গ্রহণে উপদংশ, ব্রণ, পীড়কা কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ রোগের শান্তি হয় ॥ ১৪ ॥

লেপঃ।

বিষতিন্দুং লৌহপাত্রে মলাক্তে নিম্বুকদ্রবৈঃ।
ঘর্ষেৎ কৃষ্ণ সুধামূলং প্রত্যেকং মাক্ষিকং দৃঢ়ম্ ॥
তুত্থং তদনু সূতঞ্চ লৌহমণ্ডেনতদ্যুতম্।
সর্ব্বং তদেকতাং যাতং তেন লিঙ্গং প্রলেপয়েৎ
লেপে শুষ্কে পুনর্লেপং দদ্যাৎ শুষ্কে পুনস্তথা।
শুষ্কং ন স্রংসয়েল্লেপং শুষ্কস্যোপরি দাপয়েৎ ॥ ১৫ ॥

ইতি উদংশাধিকারঃ।

লেপ—মলসংযুক্ত লৌহপাত্রে কাগজিলেবুর রস দ্বারা ক্রমশঃ বিষতিন্দুক, সিজমূল, স্বর্ণমাক্ষিক, তুঁতে ও রসসিন্দুর ঘর্ষণ করিয়া লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। পুনঃ পুনঃ লিঙ্গে ইহা প্রলেপ দিলে উপদংশ প্রশমিত হয় ॥ ১৫ ॥

ইতি উপদংশ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ শূকদোষাধিকার

——:*:——

হিতঞ্চ সসর্পিঃ পানং পথ্যঞ্চাপি বিরেচনম্।
হিতঃ শোণিতঃ মোক্ষশ্চ যচ্চাপি লঘুভোজনম্ ॥ ১ ॥

শূকদোষ চিকিৎসা।

ঔষধ দ্বারা পাচিত ঘৃত পান, বিরেচক ঔষধ সেবন, রক্তমোক্ষণ এবং লঘু ভোজন, এই সকল শূকদোষ রোগে হিতকর॥ ১॥

সর্ষপীং লিখিতাং সূক্ষ্মৈঃ কষায়ৈরবচূর্ণয়েৎ
তৈরেবাভ্যঞ্জনং তৈলং সাধয়েদ্ ব্রণরোপণম্॥
ক্রিয়েয়মধিমন্থেঽপি রক্তং স্রাব্যং ততোভয়োঃ।
অষ্ঠীলায়াং হৃতে রক্তে শ্লেষ্মগ্রন্থিবদাচরেৎ॥ ২॥

শূকদোষনামক রোগে সর্ষপী পীড়কা উৎপন্ন হইলে উহাকে লেখন করিয়া কষায়বর্গোক্ত দ্রব্যের চূর্ণ মর্দ্দন করিলে কিম্বা কষায়বর্গোক্ত দ্রব্যদ্বারা পাচিত তৈল মালিষ করিলে সত্বর ব্রণ শুষ্ক হয়। অধিমন্থ রোগেও উক্ত প্রক্রিয়া করিবে। বিশেষতঃ সর্ষপী এবং অধিমন্থ এই উভয়রোগে রক্তমোক্ষণে উপকার দর্শে। অষ্ঠীলা হইতে রক্তমোক্ষণ করিয়া কফজনিত গ্রন্থি রোগের চিকিৎসার ন্যায় উহার চিকিৎসা করিবে॥ ২॥

কুম্ভিকায়াং হরেদ্রক্তং পক্কায়াং শোধিতে ব্রণে।
তিন্দুক ত্রিফলা লোধ্রৈর্লেপস্তৈলঞ্চ রোপণম্॥ ৩॥

কুম্ভিকা রোগের অপক্কাবস্থাতে রক্তমোক্ষণ করিবে এবং উহা পাকিলে ব্রণবিশোধক দ্রব্য দ্বারা উহা হইতে পূঁযাদি নিঃসারিত করিয়া হিন্দুক, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও লোধ এই গুলি সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিবে, কিম্বা উক্ত তিন্দুকাদি পঞ্চ দ্রব্য কল্ক করিয়া উহা দ্বারা তৈল পাক করতঃ ক্ষত স্থানে মর্দ্দন করিতে দিবে॥ ৩॥

অলজ্যাং ক্রূর রক্তায়াময়মেব ক্রিয়াক্রমঃ।
স্বেদয়েৎ গ্রথিতং স্নিগ্ধং নাড়ীস্বেদেন বুদ্ধিমান্।
সুখোষ্ণৈরুপনাহৈশ্চসুস্নিগ্ধৈরুপনাহয়েৎ॥ ৪॥

অলজীরোগে রোগীর রক্ত দূষিত থাকিলে উক্ত কুম্ভিকা রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। গ্রথিত নামক শূক দোষে স্নেহদ্বারা রোগীকে স্নিগ্ধ করিয়া নাড়ীতে স্বেদ প্রদানপূর্ব্বক স্নিগ্ধ ও ঈষদুষ্ণ প্রলেপাদি প্রদান করিবে॥ ৪॥

উত্তমাখ্যান্তু পিড়কাং সংছিদ্য বড়িশোদ্ধৃতাম্।
কল্কৈশ্চূর্ণৈঃ কষায়াদ্যং ক্ষৌদ্রযুক্তৈরুপাচরেৎ॥ ৫॥

উত্তমাখ্য পীড়কা ছেদন করিয়া বড়িশ যন্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করতঃ কষায়বর্গোক্ত দ্রব্য সকল পেষণ কিম্বা চূর্ণ করিয়া মধু মিশ্রিত করতঃ প্রলেপ দিবে॥ ৫॥

ক্রমঃ পিত্তবিসর্পোক্তঃ পুষ্করী মূঢ়য়োর্হিতঃ।
ত্বক্ পাকে স্পর্শহান্যাঞ্চ সেচয়েন্মৃদিতং পুনঃ॥
বলাতৈলেন কোকেন মধুরৈশ্চাপনাহয়েৎ॥ ৬॥

পুষ্করী ও মূঢ় নামক শূকদোষে, পিত্ত বিসর্প রোগের চিকিৎসার ন্যায় রোগীকে চিকিৎসা করিবে, এবং ত্বক্ পাকিলে ও স্পর্শহানি হইলে বাতটোক্ত বাতব্যাধি রোগের বলা তৈল সেচন করিবে এবং কাকোল্যাদি দ্রব্যগণ দ্বারা স্নিগ্ধ প্রলেপ প্রদান করিবে॥ ৬॥

রসক্রিয়া বিধাতব্যা লিখিতা শতপোনকে।
পৃথক্ পর্ণ্যাদি সিদ্ধন্তু তৈলং দেয়মনন্তরম্॥ ৭॥

শতপোনক নামক শূকদোষ রোগে পীড়কা লেপন করিয়া রসক্রিয়া করিবে এবং চাকুলে দ্বার সিদ্ধ করা তৈল মালিষ ব্যবহার করিবে॥ ৭॥

রক্তবিদ্রধিবচ্চাপি ক্রিয়া শোণিতজেঽর্ব্বুদে।
কষায় কল্ক সর্পীংষি তৈলং চূর্ণং রসক্রিয়াম্।
শোধনে রোপণে চৈব বীক্ষ্য বীক্ষ্যাবতারয়েৎ॥ ৮॥

রক্তজ অর্ব্বুদরোগে রক্তবিদ্রধিরোগের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিবে, এই রোগে কষায়, কল্ক, ঘৃত, তৈল, চূর্ণ ও রস প্রয়োগ করিলে ব্রণ হইতে পূঁযাদি নির্গত হওত ক্ষত শুষ্ক হয়॥ ৮॥

অর্ব্বুদং মাংসপাকঞ্চ বিদ্রধিং তিলকালকম্।
প্রত্যাখ্যায় প্রকুর্ব্বীত ভিষক্ তেষাং প্রতিক্রিয়াম্॥
সর্ব্বেষাং শূকদোষাণাং ক্রিয়াং ব্রণবদাচরেৎ।
উপদংশাবিকারোক্তমৌষধং শূকদোষতঃ॥ ৯॥

অর্ব্বুদ, মাংসপাক, বিদ্রধি ও তিলকালক, এই কয়েক প্রকার শূকদোষ রোগ অসাধ্য। ব্রণরোগোক্ত চিকিৎসার ন্যায় সর্ব্ববিধ শূক দোষ রোগের চিকিৎসা করিবে এবং উপদংশ

রোগোক্ত সমস্ত ঔষধ শূকদোষরোগে প্রয়োগ করিবে॥ ৯॥

দার্ব্বীতৈলম্।

দার্ব্বী-সুরস-যষ্ট্যাহ্ব-গৃহধূম-নিশাযুতৈঃ।
তৈলমভ্যঞ্জনে পানে মেঢ্রোগং নিবারয়েৎ॥ ১০॥

ইতি শূকদোষাধিকারঃ।

দার্ব্বীতৈল—তিলতৈল ⁄৪ সের। কল্কার্থ দারুহরিদ্রা, তুলসী যষ্টিমধু, গৃহের ঝুল ও হরিদ্রা; সমভাগে মিলিত ⁄১ সের। জল ৬ সের। এই তৈল পান এবং মর্দ্দন করিলে লিঙ্গ নালস্থ রোগ নিবারিত হয়॥ ১০॥

ইতি শূকদোষ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ ভগ্নাধিকারঃ

আদৌ ভগ্নং বিদিত্বা তু সেচয়েৎ শীতলাম্বুনা।
পঙ্কেনালেপনং কার্য্যং বন্ধনঞ্চ কুশান্বিতম্॥
সুশ্রুতোক্তস্তু ভগ্নেষু বীক্ষ্য বন্ধাদিমাচরেৎ।
অবনামিতমুন্নহেদুন্নতঞ্চাবপীড়য়েৎ।
আঞ্ছেদতিক্ষিপ্তমধোগতঞ্চোপরি বর্ত্তয়েৎ।
আলেপনার্থং মঞ্জিষ্ঠা মধুকাচাম্লপেষিতম্।
শতধৌতঘৃতোন্মিশ্রং সৌম্যেষ্বৃতুষু মোক্ষণম্।
কর্ত্তব্যং ত্যাগ্রিরাত্রাচ্চ তত্রাগ্নেয়েষু জানতা।
কালে চ গমশীতোষ্ণে পঞ্চরাত্রাদ্ বিমোক্ষয়েৎ॥ ১

ভগ্নস্থানের চিকিৎসা।

ভগ্নস্থানে প্রথমতঃ শীতল জল সেচন, কর্দ্দম লেপন এবং কুশ দ্বারা ভগ্নস্থান দৃঢ় রূপে বন্ধন কিম্বা সুশ্রুতোক্ত ভগ্নরোগের, বন্ধনের নিয়মানুযায়ী বন্ধন করিবে। ভগ্ন স্থানের অস্থি অবনত হইলে তাহাকে উন্নমিত এবং উন্নত অস্থিকে তৎক্ষণাৎ অবনত করিয়া দিবে। অস্থি ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হইলে তাহাকে অধোভাগে এবং অধোগত ভগ্ন অস্থিকে উপরিভাগে আকর্ষণ করতঃ স্বস্থানস্থ করিয়া দিবে। তৎপরে মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু সমভাগে লইয়া কাঁজির সহিত বাটিয়া কিম্বা শালিতণ্ডুল পেষণ করিয়া তৎসহ শতধৌত ঘৃত মিশ্রিত করতঃ ভগ্নস্থানে প্রলেপ প্রদান পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া রাখিবে। এই বন্ধন হেমন্ত ও শীতকালে ৭ দিবস অন্তর, বর্ষা ও গ্রীষ্মকালে ৫ দিবস অন্তর এবং শরৎ ও বসন্তকালে ৫ দিবস অন্তর পরিবর্ত্তন করিবে॥ ১॥

ন্যগ্রোধাদি কষায়ঞ্চ সুশীতলং পরিসেচনে।
পঞ্চমূলী বিপকস্তু ক্ষীরং দদ্যাৎ স বেদনে॥
সুখোষ্ণমবচার্য্যং বা তত্র তৈলং বিজানতা।
মাংসং মাংসরসঃ সর্পিঃ ক্ষীরং যূষঃ সতিলজঃ॥
বৃংহণং চান্নপানং স্যাদ্ দেয়ং ভগ্নায় জানতা।
গৃষ্টিক্ষীরং সসর্পিষ্কং মধুরৌষধসাধিতম্॥
শীতলং লাক্ষয়া যুক্তং প্রাতর্ভগ্নঃ পিবেন্নরঃ।
সঘৃতেনাস্থিসংহারং লাক্ষা গোধূমমর্জ্জুনম্॥
সন্ধিযুক্তেঽস্থিভগ্নে চ পিবেৎ ক্ষীরেণ মানবঃ॥ ২।

ন্যগ্রোধাদিগণের ক্বাথ শীতল করিয়া তদ্দ্বারা ভগ্নস্থান সেচন করিবে। স্বল্প পঞ্চমূল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ দুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা। এই ক্বাথ দুগ্ধাবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে ভগ্ন স্থানের বেদনা আরোগ্য হয়॥ ভগ্ন স্থানে ঈষদুষ্ণ তৈল মালিষ করিতে দিবে। ভগ্নরোগীকে মাংস, মাংসের যূষ, ঘৃত, দুগ্ধ ও বর্ত্তুল কলাইয়ের যূষ প্রভৃতি বলকারক খাদ্য ও পানীয় পথ্য দিবে। মধুর গণোক্ত দ্রব্যের সহিত একবার প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ পাক করতঃ তাহাতে লাক্ষাচূর্ণ ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ভগ্নরোগীকে প্রাতে পান করিতে দিবে। সন্ধিযুক্ত অস্থি ভগ্ন হইলে হাড়জোড়ালতা, লাক্ষা, গোধূম ও অর্জ্জুন ছাল সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক তাহাতে ঘৃত ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে॥ ২॥

রসোন-মধু-লাক্ষাজ্য-সিতাকল্কং সমশ্নতাম্
ছিন্ন-ভিন্ন-চ্যুতাস্থীনাং সন্ধানমচিরাদ্ ভবেৎ ॥ ৩ ॥

রসোন, মধু, লাক্ষা, ঘৃত ও চিনি, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র পেষণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে ছিন্ন-ভিন্ন ও স্বস্থানচ্যুত অস্থি-সকল সত্বর সংযুক্ত হয় ॥ ৩ ॥

পীতবরাটিকা চূর্ণং দ্বিগুঞ্জং বা ত্রিগুঞ্জকম্।
অপক্কক্ষীরং-পীতং স্যাদস্থিভগ্ন-প্ররোহণম্ ॥ ৪ ॥

পীতবর্ণ কড়ি অন্তর্ধূমে ভস্ম করতঃ ২।৩ রতি পরিমাণে লইয়া কাঁচা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে ভগ্ন অস্থি সংযুক্ত হয় ॥ ৪ ॥

ক্ষীরং সলাক্ষা মধুকং সসর্পিঃ
স্যাজ্জীরনীয়ঞ্চ সুখাবহঞ্চ।
ভগ্নঃ পিবেৎ ত্বক্ পয়সার্জ্জুনস্য
গোধূমচূর্ণং সঘৃতেন বাথ ॥ ৫ ॥

লাক্ষাচূর্ণ ও যষ্টিমধুর চূর্ণের সহিত ঘৃত ও দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া অস্থিভগ্ন রোগীকে পান করিতে দিবে। এই রোগে অর্জ্জুন ছাল চূর্ণ ও দুগ্ধ কিম্বা গোধূম চূর্ণ ও ঘৃত একত্রে সেবন করিলে উপকার দর্শে ॥ ৫ ॥

লাক্ষাগুগ্‌গুলুঃ।

লাক্ষাস্থিসংহৃৎ ককুভাশ্বগন্ধা-
শ্চূর্ণীকৃতা নাগবলা পুরশ্চ।
সংভগ্নমুক্তাস্থিরুজং নিহন্ত্য-
দঙ্গানি কুর্য্যাদ্ কুলিশোপমানি ॥ ৬ ॥

লাক্ষাগুগ্‌গুলু—লাক্ষা, হাড়জোড়া, অর্জ্জুন ছাল, অশ্বগন্ধা, ও গোরক্ষচাকুলে, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং বিশুদ্ধ গুগ্‌গুলু ৫ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিবে। এই ঔষধ সেবনে ভগ্নরোগ নিবারিত হয় ॥ ৬ ॥

আভাগুগ্‌গুলুঃ।

আভাফলত্রিক-ব্যোষৈঃ সর্ব্বৈরেভিঃ সমীকৃতৈঃ।
তুল্যো গুগ্‌গুলুরাযোজ্যো ভগ্নসন্ধিপ্রসাধকঃ ॥ ৭ ॥

আভাগুগ্‌গুলু—আভা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা। এবং শোধিত গুগ্‌গুলু ৭ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে ভগ্নসন্ধি সংযুক্ত হয় ॥ ৭ ॥

সব্রণস্য তু ভগ্নস্য ব্রণং সর্পির্ম্মধূত্তরৈঃ।
প্রতিসার্য্য কষায়ৈশ্চ শেষং ভগ্নবদাচরেৎ ॥
ভগ্নং নৈতি যথা পাকং প্রযতেত তথা ভিষক্।
বাতব্যাধি বিনির্দ্দিষ্টান্ স্নেহানত্র প্রযোজয়েৎ ॥ ৮ ॥

ভগ্নস্থানে ক্ষত হইলে ন্যগ্রোধাদিগণের কষায় কৃত কল্কের সহিত মধু ও ঘৃত মিশ্রিত করিয়া লেপ প্রদান করতঃ পশ্চাৎ ভগ্নরোগের চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিবে। ভগ্নস্থান যাহাতে পাকিতে না পারে, তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ভগ্নরোগে বাতব্যাধি রোগোক্ত স্নেহ-দ্রব্য প্রয়োগ করিবে ॥ ৮ ॥

গন্ধতৈলম্।

রাত্রৌ রাত্রৌ তিলান্ কৃষ্ণান্ বাসয়েদস্থিরে জলে।
দিবা দিবৈবং সংশোষ্য ক্ষীরেণ পরিভাবয়েৎ ॥
তৃতীয়ং সপ্তরাত্রস্তু ভাবয়েন্মধুকাম্বুনা।
ততঃ ক্ষীরং পুনঃ পীত্বান্ শুষ্কান্ সূক্ষ্মান্বিচূর্ণয়েৎ।
কাকোল্যাদিং শ্বদংষ্ট্রাঞ্চ মঞ্জিষ্ঠাং সারিবাং তথা।
কুষ্ঠং সর্জ্জরসং মাংসীং সুরদারু সচন্দনম্ ॥
শতপুষ্পঞ্চ সংচূর্ণ্য তিলচূর্ণানি যোজয়েৎ।
পীড়নার্থঞ্চ কর্ত্তব্যং সর্ব্বগন্ধৈঃ শৃতং পয়ঃ ॥
চতুর্গুণেন পয়সা তত্তৈলং পাচয়েৎ পুনঃ ॥
এলামংশুমতীং পত্রং জীবন্তীং তুরগং তথা।
লোধ্রং প্রপৌণ্ডরীকঞ্চ তথা কালানুসারিবাম্।
শৈলেয়কং ক্ষীরশুক্লামনন্তাং সমধূলিকাম্ ॥
পিষ্ট্বা শৃঙ্গাটকঞ্চৈব প্রাগুক্তান্যৌষধানি চ।
এভিস্তদ্ বিপচেৎ তৈল্যং শাস্ত্রবিন্মৃদুনাগ্নিনা।
এতত্তৈলং সদা পথ্য ভগ্নানাং সর্ব্বকর্ম্মসু।
আক্ষেপকে পক্ষাঘাতে তালুশোষে তথার্দ্দিতে
মন্যাস্তম্ভে শিরোরোগে কর্ণশূলে হনুগ্রহে।
বাধির্য্যে তিমিরে চৈব যে চ স্ত্রীষু ক্ষয়ং গতাঃ।
পথ্যং পানে তথাভ্যঙ্গে নস্তে বস্তিষু ভোজনে।
গ্রীবাস্কন্ধোরসং বৃদ্ধিরনেনৈবোপজায়তে ॥
মুখঞ্চ পদ্মপ্রতিমং সসুগন্ধিসমীরণম্ ॥
গন্ধতৈলমিদং নাম্না সর্ব্ববাতবিকারনুৎ ॥
রাজার্হমেতৎ কর্ত্তব্যং রাজ্ঞামেব বিচক্ষণৈঃ।
তিলচূর্ণসমস্তত্র মিলিতং চূর্ণমিষ্যতে ॥ ৯

গন্ধতৈল ~/১৬ চারিসের পরিমিত তৈল উৎপন্ন হইতে পারে এরূপ পরিমাণে কৃষ্ণতিল গ্রহণ করতঃ বস্ত্রে বন্ধন পূর্ব্বক রাত্রিতে নদীর জলে ভিজাইয়া রাখিবে এবং দিবাভাগে জল হইতে উদ্ধৃত করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। এইরূপ ক্রমাগত সাত দিবস করিবে। পরে তিলের সমপরিমাণ গব্যদুগ্ধ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে উক্ত তিল রাত্রিতে মগ্ন করিয়া রাখিবে এবং দিবাভাগে রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, এইরূপে ক্রমাগত ৭ দিবস করিবে। তৎপরে তিলের সমপরিমাণে যষ্টিমধু গ্রহণ করিবে এবং যষ্টিমধুর পরিমাণ যত, তাহার অষ্টগুণ জলের সহিত উহা সিদ্ধ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া সেই ক্বাথে উল্লিখিত তিল রাত্রিতে মগ্ন করিয়া রাখিয়া দিবাভাগে রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। ক্রমাগত সাতদিবস এইরূপ করা হইলে পুনর্ব্বার তিলের সমপরিমাণ গব্যদুগ্ধে উক্ততিল রাত্রিতে মগ্ন করিয়া রাখিবে এবং দিবাভাগে রৌদ্রে শুষ্ক করিবে সাতদিবস এইরূপ করা হইলে উক্ত তিল তুষা রহিত করিয়া চূর্ণকরিবে। পরে কাঁকোল ক্ষীরকাঁকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানি, মাষানি, মেদ, মহামেদ, গুলঞ্চ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বংশলোচন পদ্মকাষ্ঠ, পৌণ্ডরিক কাষ্ঠ, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কিস্‌মিস, জীবন্তী, যষ্টিমধু, গোক্ষুর, মঞ্জিষ্ঠা, অনন্তমূল, কুড়, ধুনা, জটামাংসী, দেবদারু, রক্তচন্দন ও শুল্‌ফা, এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে মিলিত তিলচূর্ণের এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করিয়া তিলচূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিবে। তৎপরে সর্ব্বগন্ধগণোক্ত দ্রব্যদ্বারা ক্ষীর পরিভাষার নিয়মানুসারে দুগ্ধ পাক করিয়া ঐ দুগ্ধ উল্লিখিত চূর্ণে এরূপ পরিমাণে দিবে, যেন সমস্ত চূর্ণগুলি আর্দ্র হয়। এই নিয়মে আর্দ্র করণানন্তর উহানিষ্পীড়ন করিয়া /৪ সের তৈল গ্রহণ করিবে। অবশেষে উক্ত তৈল /৪ সের, গব্যদুগ্ধ ।৬ সের এবং কল্কার্থ—ছোট এলাইচ, শালপানি, তেজপত্র, জীরা, তগরপাদুকা, লোধ, পৌণ্ডরিক কাষ্ঠ, তগর, শৈলেয়ক, ক্ষীরবিদারী, অনন্তমূল, মধুলিকা, পানিফল ও পূর্ব্বোক্ত কাকোল্যাদিবর্গের শুল্‌ফা পর্য্যন্ত সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত /৪ সের। এই তৈল প্রয়োগে ভগ্ন এবং অন্যান্য নানাবিধ রোগ দূর হয়॥ ৯॥

লবণং কটুকং ক্ষারমম্লং মৈথুনমাতপম্।
ব্যায়ামঞ্চ ন সেবেত ভগ্নো রুক্ষান্নমেব চ॥ ১০॥

ইতি ভগ্নাধিকারঃ।

ভগ্নরোগে লবণ, কটু, ক্ষার, অম্ল, মৈথুন, রৌদ্র, পরিশ্রম ও রুক্ষান্ন ভোজন পরিত্যাগ করিবে॥ ১০॥

ইতি ভগ্নরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত

অথ কুষ্ঠাধিকারঃ।

——:*:——

বাতোত্তরেষু সর্পির্বমনং শ্লেষ্মোত্তরেষু কুষ্ঠেষু।
পিত্তোত্তরেষু মোক্ষো রক্তস্য বিরেচনং শ্রেষ্ঠম্॥ ১॥

কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা

বাতজ কুষ্ঠরোগে ঘৃতপান, কফজনিত কুষ্ঠরোগে বমন এবং পিত্তজনিত কুষ্ঠরোগে রক্তমোক্ষণ ও বিরেচন হিতকর বলিয়া জানিবে॥ ১॥

পুরাণধান্যানি চ জাঙ্গলানি
মাংসানি মুদ্গাশ্চ পটোলযুক্তাঃ।
যবাদয়শ্চাত্র হিতাঃ পুরাণা
ঘৃতানি শাকানি চ তিক্তকানি॥
(তন্ত্রান্তরে) পুরাণাঃ শালি-
গোধূম মুদ্গাদ্যাঃ কুষ্ঠিনো হিতাঃ।
তিক্তশাকং জাঙ্গলঞ্চ পানাদৌ খদিরোদকম্॥২॥

শালি, ষষ্টিকাদি পুরাতন ধানের অন্ন, হরিণাদি জাঙ্গল পশুর মাংস, মুগ, পটোল, পুরাতন যবাদি এবং তিক্তশাক, এই সকল দ্রব্য কুষ্ঠরোগে সুপথ্য। তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, কুষ্ঠরোগে

পুরাতন শালিধান্যের অন্ন, গোধূম মুগ, তিক্ত-শাক, জাঙ্গলপ্রাণীর মাংস ও খদিরোদক পান বিশেষ হিতকর ॥ ২ ॥

যে লেপাঃ কুষ্ঠানাং যুজ্যন্তে নির্গতাস্রদোষাণাম্।
সংশোধিতাশয়ানাং সদ্যঃ সিদ্ধির্ভবেত্তেষাম্ ॥ ৩ ॥

যে সকল কুষ্ঠরোগীর রক্তমোক্ষণ দ্বারা দূষিত রক্ত স্রাবিত করা হইয়াছে এবং বমন, বিরেচনাদি দ্বারা শরীর সংশোধিত করা হইয়াছে, প্রলেপ দ্বারা শীঘ্রই তাহাদের কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

দূর্ব্বাভয়া সৈন্ধব চক্রমর্দ্দ-
কুঠেরকাঃ কাঞ্জিকতক্রপিষ্টাঃ।
এভিঃ প্রলেপৈরপি বদ্ধমূলাং
কণ্ডুঞ্চ দদ্রুঞ্চ নিবারয়ন্তি ॥ ৪ ॥

দূর্ব্বা, হরীতকী, সৈন্ধবলবণ, চাকুন্দের বীজ ও তুলসীপাতা, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া একত্র কাঁজি বা তক্রসহ পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে, কণ্ডু ও দদ্রুকুষ্ঠ নষ্ট হয় ॥৪॥

তুল্যো রসঃ শালতরো স্তবেণ
সচক্রমর্দ্দোহপ্যভয়া বিমিশ্রঃ।
পানীয়ভক্তেন তদম্বুপিষ্টো
লেপঃ কৃতো দদ্রুগজেন্দ্রসিংহঃ ৫ ॥

ধুনা, তুষ, চাকুন্দেবীজ, হরীতকী ও কাঁজির নিম্নস্থ অম্ল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে দদ্রু কুষ্ঠ (দাদ) আরোগ্য হয় ॥ ৫ ॥

বিড়ঙ্গৈড়গজাকুষ্ঠ নিশা-সিন্ধুত্থ সর্ষপৈঃ।
ধান্যাম্লপিষ্টৈর্লেপোহয়ং দদ্রুকুষ্ঠবিনাশনঃ ॥ ৬ ॥

বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, কুড়, হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ ও রাইসরিষা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে দদ্রু কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

এড়গজকুষ্ঠ-সৈন্ধবসৌবীরসর্ষপৈঃ ক্রিমিঘ্নৈঃ।
ক্রিমিসিধ্মদদ্রুমণ্ডলকুষ্ঠানাং নাশনো লেপঃ ॥ ৭ ॥

চাকুন্দেবীজ, কুড়, সৈন্ধবলবণ, রাইসরিষা ও বিড়ঙ্গ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে কাঁজির সহিত একত্র পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে ক্রিমি, সিধ্ম, দদ্রু ও মণ্ডল কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

পর্ণানি পিষ্ট্বা চতুরঙ্গুলস্য তক্রেণ পর্ণান্যথ কাকমাচ্যাঃ।
তৈলাক্তগাত্রস্য নরস্য কুষ্ঠান্যুদ্বর্ত্তয়েদশ্বহনচ্ছদৈশ্চ ॥ ৮ ॥

কুষ্ঠরোগীর গাত্রে তৈল মাখাইয়া সোঁদাল পাতা, কাকমাচীরপাতা ও করবীরপাতা ইহাদের যে কোন একটী তক্র সহ পেষণ পূর্ব্বক তাহা গাত্রে লেপন করিলে শীঘ্রই কুষ্ঠব্যাধি রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

বিড়ঙ্গসৈন্ধবশিবাশশিরেখাসর্ষপকরঞ্জরজনীভিশ্চ।
গোজলপিষ্টৈর্লেপঃ কুষ্ঠহরো দিবসনাথসমঃ ॥ ৯

বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, সোমরাজীবীজ রাইসরিষা, ডহরকরঞ্জারবীজ ও হরিদ্রা এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

কাসমর্দ্দকমূলঞ্চ কাঞ্জিকেন প্রপেষিতম্।
দদ্রুকিট্টিমকুষ্ঠানি জয়েদেতৎ প্রলেপনাৎ ॥ ১০ ॥

কালকাসুন্দের মূল কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক তাহাদ্বারা প্রলেপ দিলে দদ্রু কিটিম ও সিধ্ম কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

আরগ্বধস্য পত্রাণি আরনালেন পেষয়েৎ।
দদ্রুকিট্টিমকুষ্ঠানি হন্তি সিধ্মানমেব চ ॥ ১১ ॥

সোঁদালের কচিপাতা কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে দদ্রু, কিটিম ও সিধ্ম-কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

চক্রাহ্বয়ং সুহীক্ষীরং ভাবিতং মূত্রসংযুতম্।
রবিতপ্তং হি কিঞ্চিত্তু লেপনং কিট্টিমাপহম্ ॥ ১২ ॥

চাকুন্দের বীজ পেষণ পূর্ব্বক মনসাসীজের আঠায় ৭ সাতদিন ভাবনা দিয়া গোমূত্র সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক রৌদ্রে গরম করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে কিটিমকুষ্ঠ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ১২ ॥

শিখরীরসেন সুপিষ্টং মূলকবীজং প্রলেপিতং সিধ্মম্।
ক্ষারেণ বা কদল্যা রজনীমিশ্রেণ নাশয়তি ॥ ১৩ ॥

(১) মূলার বীজ আপাঙ্গের রসের সহিত পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে সিধ্মকুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) মূলার বীজ ও হরিদ্রা কলার বাগুড়ার ক্ষার জলসহ পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে সিধ্মকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়। ১৩॥

সক্ষারং গন্ধকং লেপাৎ কটুতৈলেন সিধ্মজিৎ।
কাসমর্দ্দকবীজানি মূলকানাং তথৈব চ॥
গন্ধাশ্মচূর্ণমিশ্রাণি সিধ্মানাং পরমৌষধম্।
উপদেশাৎ কাঞ্জিক-পিষ্টৈর্লেপঃ॥ ১৪॥

(১) যবক্ষার ও গন্ধক একত্র সরিষার তৈলের সহিত সমভাগে মিশ্রিত করিয়া তাহা লেপন করিলে সিধ্মকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

(১) কালকাসুন্দের বীজ, মূলার বীজ ও গন্ধক সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে সিধ্মকুষ্ঠ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়॥ ১৪॥

কুষ্ঠং মূলকবীজং প্রিয়ঙ্গবঃ সর্ষপা তথা রজনী।
এতৎ কেশরষষ্ঠং নিহন্তি বহুবার্ষিকং সিধ্ম॥ ১৫॥

কুড়, মূলার বীজ প্রিয়ঙ্গু, রাইসরিষা, হরিদ্রা ও নাগকেশর, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে বহুকালজাত সিধ্মকুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৫॥

নীলকুরণ্টকপত্রৈরালিপ্য গাত্রমতিবহুশঃ।
লিম্পেন্মূলকবীজৈঃ পিষ্টৈ স্তক্রেণ সিধ্মনাশায়॥ ১৬॥

নীলঝিণ্টির পাতা পেষণ পূর্ব্বক তাহা গাত্রে সিধ্মস্থানে লেপন করিয়া, তৎপরে মূলার বীজ তক্রের সহিত পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে সিধ্মকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়॥ ১৬॥

এড়গজা তিল সর্ষপ কুষ্ঠংমাগধিকা লবণত্রয়মস্তু।
পূতীকৃতং দিবসত্রয় মেতদ্ধন্তি বিচর্চিকদদ্রুকুষ্ঠম্॥ ১৭॥

চাকুন্দেবীজ, তিল, রাইসরিষা, কুড়, পিপুল, সৈন্ধবলবণ, বিট্‌লবণ ও সচললবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া দধির মাতে ৩ তিন দিবস ভিজাইয়া পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে বিচর্চ্চিকা ও দাদ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৭॥

সিন্দূরমরিচচূর্ণং মহিষী নবনীতসংযুতং বহুশঃ।
লেপান্নিহন্তি পামাং তৈলং করবীর সিদ্ধং বা॥ ১৮॥

(১) মেটে সিন্দুর ও মরিচচূর্ণ একত্র মহিষদুগ্ধের মাখনের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ লেপন করিলে পামা কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়।

(২) করবীমুলের ছাল সহ সর্ষপতৈল পাক পূর্ব্বক তাহা মর্দ্দন করিলে পামা কুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৮॥

পারদং শঙ্খ গন্ধঞ্চ শিলা চোত্তমবারণী।
প্রপুন্নাড়শ্চ সর্পাক্ষী মেঘনাদাগ্নি-লাঙ্গলী॥
ভল্লাতং গৃহধূমঞ্চ মুনি গুঞ্জা স্নুহী পয়ঃ।
অরিষ্টঞ্চ গুড়ক্ষৌদ্রং বাগুজীবীজ-তুল্যকম্॥
গোমূত্রৈরারনালৈর্বা পিষ্ট্বা লেপঞ্চ কারয়েৎ।
দদ্রুমণ্ডলকণ্ডুঞ্চ বিচর্চীঞ্চ বিনাশয়েৎ॥ ১৯॥

পারদ, শঙ্খনাভি, গন্ধক, মনঃশিলা, রাখাল শশার মূল, চাকুন্দের বীজ, রাস্না, বরুণছাল, চিতারমূল, বিষলাঙ্গলা, ভেলাবীজ, ঝুল, বকমূল, কুঁচমূল, মনসাসীজের আঠা, নিমছাল, পুরাতন ইক্ষুগুড়, মধু ও সোমরাজী বীজ, এই সকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া একত্র করিয়া গোমূত্র বা কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে দদ্রু, মণ্ডল, কণ্ডু ও বিচর্চ্চিকা কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে, জানিবে॥ ১৯॥

মনঃশিলালেঃ মরিচঞ্চ তৈল
মার্কং পয়ঃ কুষ্ঠহরঃ প্রলেপঃ॥ ২০॥

মনঃশিলা, হরিতাল, সরিষার তৈল ও আকন্দের আঠা, এই সকল দ্রব্য সমান পরিমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়॥ ২০॥

বিষবরুণহরিদ্রা-চিত্রকাগারধূম-
মনলমরিচদূর্ব্বাক্ষীরমর্কস্নুহীভ্যাম্।
দহন্তি পতিতমাত্রং কুষ্ঠজাতোরশেষাঃ
কুলিশমিব সরোষাচ্ছক্রহস্তাৎ বিমুক্তম্॥
অত্র অনলং ভল্লাতকঃ॥ ২১॥

মিঠাবিষ, বরুণছাল, হরিদ্রা, চিতার মূল, ঝুল, ভেলা, মরিচ ও দূর্ব্বা, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক আকন্দের আঠা ও মনসাসীজের আঠা সহ পেষণ করিয়া তাহার

প্রলেপ দিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥২১ ॥

ভল্লাতকাখ্যাপি সুধার্কমূলং গুঞ্জাফলত্র্যূষণ শঙ্খচূর্ণম্।
তুত্থং সকুষ্ঠং লবণানি পঞ্চ ক্ষারদ্বয়ং লাঙ্গলিকাঞ্চ পক্ত্বা।
সুহ্বর্কদুগ্ধে ঘনমারসস্থং শলকিয়া হ্রদ্বিদধীত লেপম্।
কুষ্ঠে কিলাসে তিলকালকে চ মশেষদুর্নাম সুচর্ম্মকীলে॥২২

ভেলা, চিতামূল, মনসাসীজের মূল, আকন্দের মূল, কুঁচফল, শুণ্ঠী, পিপুল, মরিচ, শঙ্খ, তুঁতে, কুড়, পঞ্চবিধ লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও বিষলাঙ্গলিয়া, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া মনসাসীজের আঠা ও আকন্দের আঠার সহিত লৌহপাত্রে পাক করতঃ শলা দ্বারা লাগাইয়া দিলে কিলাস কুষ্ঠ, তিলকালক, অর্শ ও আঁচিলরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥২২ ॥

স্নুকৃকাণ্ড- শুষিরে দগ্ধা গৃহধুমং সসৈন্ধবম্।
অন্তর্ধূমং তৈলযুক্তং লেপাদ্ধন্তি বিচর্চিকাম্ ॥ ২৩ ॥

সৈন্ধবলবণ ও ঝুল সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র মিশ্রিত করিয়া মনসাসীজের কাণ্ড মধ্যে (ডাঁটার ভিতরে) পুরিয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করতঃ ঐ ভস্মের সহিত সরিষার তৈল মিশাইয়া তাহার প্রলেপ দিলে বিচর্চ্চিকা কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥২৩ ॥

স্নুকৃকাণ্ডে সর্ষপাৎ কল্কঃ করীষানলপাচিতঃ।
লেপাৎ বিচর্চিকাং হন্তি রাগবেগ ইব ব্রপাম্ ॥ ২৪ ॥

রাইসরিষা পেষণ পূর্ব্বক মনসাসীজের কাণ্ড মধ্যে পূরিয়া ঘুঁটের আগুনে পোড়াইয়া সেই ভস্ম সরিষার তৈলসহ মিশাইয়া তাহার প্রলেপ দিলে বিচর্চ্চিকা কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥২৪ ॥

নারিকেলোদরে ক্ষিপ্ত তণ্ডুলঃ পুতিতাং গতঃ।
লেপাদ্ বিপাদিকাং হন্তি চিরকালানুবর্ত্তিনীম্ ॥ ২৫

জল ও শাঁস বিশিষ্ট নারিকেলের ভিতরে চাউল পূরিয়া রাখিবে, তৎপরে উহা পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হইলে তাহা পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে বিপাদিকা কুষ্ঠ আরোগ্য হইয়া থাকে জানিবে ॥২৫ ॥

তিল কুসুম লবণ গোজল কটুতৈলং লৌহ-
ভাজনে কৃত্বা।
শোষিত মর্কময়ুখৈঃপাদস্ফুটনং নিহন্তি লেপেন ॥ ২৬ ॥

তিলপুষ্প ও সৈন্ধবলবণ সমানভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক গোমূত্র ও সরিষার তৈলসহ লৌহপাত্রে মর্দ্দন করতঃ রৌদ্রে শুকাইয়া তাহার প্রলেপ দিলে পাদস্ফুটন আরোগ্য হইয়া থাকে ॥২৬ ॥

উন্মত্ততৈলম্।

উন্মত্তকস্য বীজেন মাণকক্ষারবারিণা।
কটুতৈলং বিপক্কব্যং শীঘ্রং হন্তি বিপাদিকাম্ ॥ ২৭ ॥

উন্মত্ততৈল—কটুতৈল /৪ সের। মাণকচুর ক্ষারজল ।৬ সের। কল্কার্থ ধুতুরার বীজ /১ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে বিপাদিকা কুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট হয় ॥২৭ ॥

অবল্গুজং কাসমর্দ্দং চক্রমর্দ্দং নিশাযুতম্।
মাণিমন্থঞ্চ তুল্যাংশং মস্ত কাঞ্জিক-পেষিতম্।
কণ্ডুং কচ্ছুং জয়ত্যুগ্রাং সিদ্ধ এব প্রয়োগরাট্ ॥২৮॥

সোমরাজী-বীজ, কালকাসুন্দের পাতা, চাকুন্দেবীজ, হরিদ্রা ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক দধির মাত ও কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া তাহার প্রলেপ দিলে কণ্ডু ও কচ্ছুরোগ বিনষ্ট হয় ২৮ ॥

কোমল সিংহাস্যদলং সনিশং সুরভি জলেন পিষ্টম্।
দিবসত্রয়েণ নিয়তং ক্ষপয়তি কচ্ছুং বিলেপনতঃ ॥২৯

বাসকের কচিপাতা ও হরিদ্রা সমভাগে একত্র গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে ৩ তিন দিবসের মধ্যে কচ্ছুরোগ নষ্ট হয় ॥ ২৯ ॥

বায়সেড়গজা-কুষ্ঠ-কৃষ্ণাভিগুড়িকা কৃতা।
বস্তমূত্রেণ সংপিষ্টা লেপাচ্ছিত্র বিনাশিনী ॥
সমভাগচূর্ণং ছাগমূত্রেণ পিষ্ট্বা গুড়িকা-
কার্য্যা তেনৈব লেপম্ ॥ ৩০ ॥

কাকমাচী, চাকুন্দেবীজ, কুড় ও পিপুল; এই সকল দ্রব্য একত্রে ছাগমূত্র সহ মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্ররোগ আরোগ্য হয় ॥৩০ ॥

পুতিকার্কস্নুক্নরেন্দ্রক্রমাণাং
মূত্রৈঃ পিষ্টাঃ পল্লবাঃ সৌমনাশ্চ।

লেপাচ্ছিত্রং হন্তি দদ্রু ব্রণাংশ্চ
কুষ্ঠান্যর্শাংস্যস্রনাড়ীব্রণাংশ্চ ॥
সর্ব্বেষাং পল্লবান্ গোমূত্রেণ
পিষ্ট্বা লেপো দেয়ঃ ॥ ৩১ ॥

নাটাকরঞ্জ, আকন্দ, সিজ, সোঁদাল এবং জাতী, ইহাদের পাতা সমপরিমাণ একত্র করতঃ গোমূত্রের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে শ্বিত্র ও দদ্রু প্রভৃতি কুষ্ঠরোগ বিদূরিত হয় ॥ ৩১ ॥

গজ চিত্রব্যাঘ্রচর্ম্ম-মসীতৈল-বিলেপনাৎ।
শ্বিত্রং নাশং ব্রজেৎ কিম্বা পূতিকীটবিলেপনাৎ ॥ ৩২ ॥

(১) হস্তিচর্ম্ম ও চিতাবাঘের চর্ম্ম ভস্ম করিয়া সমভাগে পেষণ পূর্ব্বক সরিষার তৈলের সহিত মিশাইয়া লেপন করিলে শ্বেতকুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) পাতকুড়া পোকা পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে ধবলকুষ্ঠ নষ্ট হয় ।। ৩২ ।

কুড়বোঽবল্গুজ বীজাৎ হরিতালচতুর্থভাগসংমিশ্রঃ।
মূত্রেণ গবাং পিষ্টঃ সবর্ণকরণঃ পরঃ শ্বিত্রে ॥
আয়ুর্ব্বেদসারেঽপি ॥
কুড়বো বাগুজী বীজাৎ হরিতালপলান্বিতঃ।
গবাং মূত্রেণ সংপিষ্য লেপনাৎ শ্বিত্রনাশনম্ ॥ ৩৩ ॥

সোমরাজী বীজ ৩২ তোলা ও হরিতাল ৮ তোলা একত্র করিয়া, গোমূত্র সহ পেষণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে ধবলকুষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া সেই স্থানের চর্ম্ম পূর্ব্ববৎ গাত্রসমান বর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥৩৩ ॥

ধাত্রীখদিরয়োঃ ক্বাথং পীত্বা চ মধুসংযুতম্।
শঙ্খকুন্দেন্দুধবলং জয়েচ্ছিত্রং ন সংশয়ঃ ॥
ধাত্রী- খদিরয়োঃ ক্বাথমবল্গুজয়োঽন্বিতম্।
পীত্বা শঙ্খেন্দুকুন্দাভং হন্তি শ্বিত্রং ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

আমলকী ১ তোলা ও খদির ১ তোলা, পাকার্থ—জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া তাহাতে মধু বা সোমরাজী চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে ধবলকুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥৩৪ ॥

ক্ষারে সুদগ্ধে গজস্য চ
গজস্য মূত্রেণ বহুস্রুতে চ।
দ্রোণপ্রমাণং দশভাগযুক্তং
দত্ত্বা পচেদ্ বীজমবল্গুজস্য।
এতদ্ যদা চিক্কণতামুপৈতি
তদা সুসিদ্ধাং গুড়িকাং প্রযুঞ্জ্যাৎ।
শ্বিত্রং প্রলিম্পেদথ তেন ঘৃষ্টং
তদা ব্রজত্যাশু সবর্ণভাবম্ ॥ ৩৫ ॥

হস্তীর বিষ্ঠাভস্ম ৮২ সের পাকার্থ জল—১৯২ সের, শেষ ৬৪ সের, এই ক্ষারজল ৭ বার বা ২১ বার বস্ত্র দ্বারা স্রাবিত করিয়া উক্ত ক্ষারোদকে ৪০৯ তোলা সোমরাজীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে পাক পূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ লেপন করিলে বা ঘর্ষণ করিলে শ্বেতকুষ্ঠ আরোগ্য হয় ॥৩৫ ॥

শ্বেতজয়ন্তীমূলং পীতং পিষ্টঞ্চ পয়সৈব।
শ্বিত্রং নিহন্তি নিয়তং রবিবারে বৈদ্যনাথাজ্ঞা ॥ ৩৬ ॥

শ্বেতজয়ন্তীর মূল রবিবারে মর্দ্দন করতঃ গব্য দুগ্ধের সহিত পান করিলে শ্বিত্র বিনষ্ট হয় ॥৩৬ ॥

গুঞ্জাফলাগ্নিচূর্ণস্তু লেপিতং শ্বেতকুষ্ঠনুৎ।
শিলাপামার্গভস্মাপি লিপ্তং শ্বিত্রং বিনাশয়েৎ ॥ ৩৭ ॥

গুঞ্জাফল ও চিতামূল চূর্ণ করতঃ লেপন কিম্বা মনঃশিলা ও আপাংভস্ম প্রলেপ দিলে শ্বিত্ররোগ আরোগ্য হয় ॥ ৩৭ ॥

শ্বিত্রপঞ্চাননতৈলম্।

এরণ্ড-তুলসীবীজং বাল্গুজী চক্রমর্দ্দকম্।
তিক্তকোষাতকী-বীজং কৃষ্ণাঙ্কোঠস্য বীজকম্ ॥
গোমূত্র-দধি-দুগ্ধৈশ্চ পচেদজামূত্রকৈঃ।
কল্কং দত্ত্বা শিলা কাশী পথ্যা কুষ্ঠং বিড়ঙ্গকম্ ॥
কটুতৈলঞ্চ তল্লেপাদীষদ্ ঘৃষ্টা বিলেপনৈঃ।
পঞ্চাননমিদং তৈলং শ্বেতকুষ্ঠকুলাপহম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্বিত্রপঞ্চানন তৈল—কটু তৈল ⁄৪ সের। কল্কার্থ—এরণ্ডবীজ, তুলসীবীজ, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দেবীজ, তিতপলতারবীজ, পিপুল, আঁকোড়-বীজ, মনঃশিলা, হীরাকস, হরীতকী, কুড় ও বিড়ঙ্গ; এই গুলি সমভাগে মিলিত ⁄১ সের। গোমূত্র, দধি মাত, দুগ্ধ ও ছাগমূত্র; ইহাদের প্রত্যেকে ⁄৪ সের। শ্বিত্র স্থান ঈষৎ ঘর্ষণ করিয়া

এই তৈল মর্দ্দন করিলে চর্ম্মের বর্ণাদি স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৮ ॥

আরগ্বধাদ্যং তৈলম্।

আরগ্বধং ধবং কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিলা।
রজনীদ্বয়সংযুক্তং পচেত্তৈলং বিধানবিৎ ॥
এতেনাভ্যঙ্গমাত্রেণ ক্ষিপ্রং শ্বিত্রং বিনশ্যতি ॥ ২৯ ॥

আরগ্বধাদ্য তৈল—তৈল/৪ সের। কল্কার্থ সোঁদালবীজ, অর্জ্জুনছাল, কুড়, হরিতাল, মনঃশিলা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত /১ সের। জল।৬ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে শ্বিত্ররোগ আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

শ্বেতারিঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং ত্রিফলাং ভৃঙ্গবাগুজীম্।
ভল্লাতকং তিলং কৃষ্ণং নিম্ববীজং সমং সমম্।
মর্দ্দয়েদ্ ভৃঙ্গজদ্রাবৈঃ শোষ্যং শোষ্যং পুনঃ পুনঃ।
ইত্থং কুর্য্যাত্রিসপ্তাহং রসঃ শ্বেতারিকো ভবেৎ।
মধ্বাজ্যৈ নিষ্কমাত্রন্তু খাদেৎ শ্বেতং বিনাশয়েৎ ॥৪০॥

শ্বেতারি—পারদ, গন্ধক, হরীতকী, আমলকী বহেড়া, ভৃঙ্গরাজ, সোমরাজী-বীজ, ভেলা, কৃষ্ণতিল ও নিমবীজ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা করিয়া লইয়া ভৃঙ্গরাজের রসে ২১ দিন পর্য্যন্ত ভাবনা দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা দুই আনা মাত্রায় ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিলে শ্বেতকুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥ ৪০ ॥

পিবতি সকটুতৈলং গন্ধপাষাণচূর্ণং
রবিকিরণ-সুতপ্তং পামনো যঃ পলার্দ্ধম্।
ত্রিদিন তদনুসিক্তঃ ক্ষীরভোজী চ শীঘ্রং
ভবতি কনকদীপ্তিঃ কামরূপী মনুষ্যঃ ॥ ৪১ ॥

দুগ্ধভোজী হইয়া ৪ তোলা বিশুদ্ধ গন্ধক চূর্ণ কটু তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করতঃ পান ও মর্দ্দন করিলে পামা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪১ ॥

তীব্রেণ কুষ্ঠেন পরীতদেহো
যঃ সোমরাজীং নিয়মেন খাদেৎ।
সংবৎসরং কৃষ্ণতিল-দ্বিতীয়াং
স সোমরাজীং বপুষাধিশেতে ॥ ৪২ ॥

।০ চারি আনা সোমরাজী ও ।০ চারি আনা কৃষ্ণ তিল বাটিয়া প্রত্যহ সেবন করিবে, এক বৎসর কাল পর্য্যন্ত সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

ধর্ম্মসেবীকদুষ্কেন বারিণা বাগুজীং পিবেৎ।
ক্ষীরভোজী ত্রিসপ্তাহাৎ কুষ্ঠী কুষ্ঠং ব্যাপোহতি ॥
অবল্গুজাৎ বীজকর্ষং পীত্বা কোষ্ণেন বারিণা।
ভোজনং সর্পিষা কার্য্যং সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্ ॥ ৪৩ ॥

(১) দুগ্ধভোজী হইয়া উষ্ণ জলের সহিত সোমরাজী চূর্ণ সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয় (২) অর্দ্ধতোলা সোমরাজী চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবন করিয়া ঘৃতের সহিত অন্ন ভোজন করিলেও সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৩ ॥

ছিন্নায়াঃ স্বরসো বাপি সেব্যমানো যথাবলম্।
জীর্ণে ঘৃতেন ভুঞ্জীত মুদ্গযূষৌদনেন চ ॥
অতি পূতিশরীরোঽপি দিব্যরূপী ভবেন্নরঃ ॥ ৪৪ ॥

গুলঞ্চের রস উপযুক্ত পরিমাণে পান করিবে এবং উহা পরিপাক হইলে ঘৃত ও মুগের যূষের সহিত অন্ন ভোজন করিবে। ইহাতে কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৪ ॥

যঃ খাদেদভয়ারিষ্টমরিষ্টামলকানি বা।
স জয়েৎ সর্ব্বকুষ্ঠানি মাসাদূর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

হরীতকী চূর্ণ ও নিমপত্র চূর্ণ কিম্বা নিমপত্র ও আমলকী চূর্ণ একত্রে সেবন করিলে কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৫ ॥

(১) পঞ্চনিম্বম্।

নিম্বস্য পত্রং মূলানি সত্বক্-পুষ্প-ফলানি চ।
চূর্ণিতানি ঘৃতক্ষৌদ্র-সংযুতানি দিনে দিনে।
লিহ্যাৎ পিবেদ্ বা মূত্রেণ সংযুক্তান্যুদকেন বা।
খদিরাসনতোয়েন পয়সা বা যথাবলম্ ॥
ভুঞ্জীত ঘৃতযূষাদ্যৈঃ শাল্যন্নং পয়সাপি বা।
সর্ব্ব-কুষ্ঠবিসর্পার্শো নাড়ী-দুষ্টব্রণানপি।
কামলাঞ্চ গদানন্যাং তথা পিত্ত-কফাস্রজান্।
সংবৎসরপ্রয়োগেণ সর্ব্বং বর্জ্জ্যবিবর্জ্জিতম্ ॥
জয়ত্যেতৎ পঞ্চনিম্বং রসায়নমনুত্তমম্ ॥ ৪৬ ॥

(১) পঞ্চনিম্ব—নিমের পত্র, মূল, ছাল, পুষ্প ও ফল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র

মিশ্রিত করতঃ ঘৃত ও মধুর সহিত কিম্বা গোমূত্র, জল, মণ্ড, আমলকীর জল অথবা দুগ্ধের সহিত এক বৎসরকাল সেবন করিলে কুষ্ঠ, বিসর্প, নালীঘা ও দুষ্ট ক্ষত প্রভৃতি রোগ দূর হয়। পথ্য ঘৃত, মুগের যুষ, দুগ্ধ ও শালি তণ্ডুলের অন্ন ॥৪৬॥

(২) পঞ্চনিম্বম্।

পুষ্পকালে চ পুষ্পাণি ফলকালে ফলানি চ ॥
সংচূর্ণ্য পিচুমর্দ্দস্য ত্বঙ্মূলানি দলানি চ।
দ্বিরংশানি সমাহৃত্য ভাগিকানি প্রকল্পয়েৎ।
ত্রিফলাত্র্যূষণং ব্রহ্মী শ্বদংষ্ট্রারুষ্করাগ্নিকাঃ ॥
বিড়ঙ্গসার-বারাহী লৌহচূর্ণামৃতাঃ সমাঃ।
হরিদ্রাদ্বয়াবল্গুজ-ব্যাধিঘাতাঃ সশর্করাঃ ॥
কুষ্ঠেন্দ্রযবপাঠাশ্চ কৃত্বা চূর্ণং সুসংযুতম্।
খদিরাশননিম্বানাং ঘনক্বাথেন ভাবয়েৎ ॥
সপ্তধা পঞ্চনিম্বঞ্চ মার্কব-স্বরসেন চ।
স্নিগ্ধশুদ্ধ-তনুর্ধীমান্ যোজয়েচ্চ শুভে দিনে ॥
মধুনা তিক্তহবিষা খদিরাসনবারিণা।
সেব্যমুষ্ণাম্বুনা বাপি কোলবৃদ্ধ্যা পলং পিবেৎ।
জীর্ণে চ ভোজনং কার্য্যং স্নিগ্ধং লঘু হিতঞ্চ যৎ ॥
বিচর্চিকোড়ুম্বর-পুণ্ডরীক-
কপালদদ্রুং কিটিমালসাদিম্।
শতারুবিস্ফোট-বিসর্প-পামাং
কুষ্ঠপ্রকোপং বিবিধং কিলাসম্ ॥
ভগন্দরং শ্লীপদ-বাতরক্তং
জড়ান্ধ্যানাড়ীব্রণশীর্ষ-রোগান্।
সর্ব্বান্ প্রমেহান্ প্রদরাংশ্চ সর্ব্বান্
দংষ্ট্রাবিষং মূলবিষং নিহন্তি ॥
স্থূলোদরঃ সিংহকৃশোদরশ্চ
সুশ্লিষ্টসন্ধি র্মধুনোপযোগাৎ।
সমোপযোগাদপি যে দশন্তি
সর্পাদয়ো যান্তি বিনাশমাশু ॥
জীবেচ্চিরং ব্যাধিজরাবিমুক্তঃ
শুভেরতশ্চেন্দ্রসমানকান্তিঃ ॥ ৪৭ ॥

(২) পঞ্চনিম্ব—নিমের ফুল, ফল, ছাল, পত্র ও মূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা এবং হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ব্রাহ্মীশাক, গোক্ষুর, ভেলা, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, বারাহীকন্দ (অভাবে চামার আলু), লৌহ ভস্ম, গুলঞ্চ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সোমরাজীবীজ, সোঁদালফল, চিনি, কুড় ইন্দ্রযব ও আকনাদি; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা। এই সকল চূর্ণ দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া খদির, পীতশাল ও নিমছাল; ইহাদের ঘনক্বাথে এবং ভীমরাজের রসে যথাক্রমে ৭বার করিয়া ভাবনা দিয়া লইবে। স্নিগ্ধ বমন ও বিরেচক দ্রব্য দ্বারা রোগীর দেহ শুদ্ধ করতঃ মধু, পঞ্চতিক্ত ঘৃত, খদিরের জল, পীতশালের ক্বাথ বা উষ্ণজল; ইহার যে কোন একটী দ্রব্যের সহিত এই ঔষধ সেবন করিতে দিবে। পথ্য—ঘৃতাদি স্নিগ্ধদ্রব্য সংযুক্ত লঘু অথচ হিতকর অন্ন। ঔষধ জীর্ণ হইলে ভোজন করা কর্ত্তব্য। এই ঔষধ সেবনে বিবিধ প্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত ও নালী ঘা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

অমৃতাগুগ্গুলুঃ।

অমৃতায়াঃ পলশতং দশমূল্যাস্তথা শতম্।
পাঠা মূর্ব্বা বলা তিক্তা দার্ব্বী গন্ধর্ব্বহস্তকাঃ ॥
এষাং দশপলান্ ভাগান্ বিভীতক্যাঃ শতং হরেৎ।
দ্বে শতে চ হরীতক্যাঃ আমলক্যাস্তথা শতম্ ॥
জলদ্রোণদ্বয়ে পক্কা অষ্টভাগাবশেষিতম্।
প্রস্থং গুগ্গুলুমাহৃত্য প্রস্থার্দ্ধঞ্চ ঘৃতং পচেৎ ॥
পাকসিদ্ধে প্রদাতব্যং গুড়ুচ্যাঃ সত্ত্বমেব চ।
পলদ্বয়ং তথা শুণ্ঠ্যাঃ পিপ্পল্যাশ্চ পলদ্বয়ম্ ॥
ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত জ্ঞাত্বা দোষবলাবলম্।
অষ্টাদশসু কুষ্ঠেষু বাতরক্ত-গদেষু চ ॥
কামলামামবাতঞ্চ অগ্নিমান্দ্যং ভগন্দরম্।
পীনসঞ্চ প্রতিশ্যায়ং প্লীহানমুদরং তথা ॥
এতান্ রোগান্ নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা ॥
অয়ং বাতরক্তে চ প্রশস্তঃ ॥ ৪৮ ॥

অমৃতগুগ্গুল—কুট্টিত গুলঞ্চ ।২॥ সের, দশমূল সমভাগে মিলিত ।২॥০ সের এবং আকনাদি, মূর্ব্বামূল, বেড়েলা, কটকী, দারুহরিদ্রা ও এরণ্ডমূল; ইহাদের প্রত্যেকের ৮০ তোলা এবং পৃথক পোট্টলি বদ্ধ বহেড়া ১০০টা, হরীতকী ২০০টা ও আমলকী ১০০টা এবং অপর একটী পোট্টলিবদ্ধ গুগগুলু /২ সের। এই গুলি একত্র করিয়া লৌহপাত্রে ১২৮ সের জলে পাক করিয়া ১৬

সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে। তৎপরে উক্ত কাথ জলের সহিত অবশিষ্ট গুগ-গুলু মিশ্রিত করিয়া /২ সের ঘৃত পাক করিতে থাকিবে এবং উক্ত হরীতকী, আমলকী ও বহেড়ার বীজগুলি যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া ঐ কাথের মধ্যে দিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে গুলঞ্চের রস, শুঠচূর্ণ ও পিপুলচূর্ণ; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা পরিমাণে উহাতে নিক্ষেপ করতঃ আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই ঔষধ সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ ও বাতরক্ত প্রভৃতি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়॥ ৪৮॥

পঞ্চতিক্ত ঘৃত— গুগ্‌গুলুঃ।

নিম্ব'মৃতা-বৃষ-পটোল নিদিগ্ধিকানাং
ভাগান্ পৃথগ্ দশপলান্ বিপচেদ্ ঘটেঽপাম্।
অষ্টাংশশেষিত রসেন সুনিশ্চিতেন
প্রস্থং ঘৃতস্য বিপচেৎ পিচুভাগ-কল্কৈঃ॥
পাঠা-বিড়ঙ্গ-সুরদারু গজো বকুল্যা-
দ্বিক্ষার-নাগর-নিশা মিষি চব্য কুষ্ঠৈঃ
তেজোবতী-মরিচ-বৎসক-দীপ্যকাগ্নি-
রোহিণ্যরুষ্কর-বচা-কণামূল যুক্তৈঃ॥
মঞ্জিষ্ঠয়াতিবিষয়া যমান্যা
সংশুদ্ধ গুগ্‌গুলুং পলৈরপি পঞ্চসংখ্যৈঃ।
তৎসেবিতং বিষমতি প্রবলং সমীরং
সন্ধ্যস্থি মজ্জাগতমপ্যথকুষ্ঠ-মাদৃক্॥
নাড়ীব্রণার্ব্বুদ ভগন্দর-গণ্ডমালা
জত্রূর্দ্ধ সর্ব্বগদগুল্মগুদোথ মেহান্।
যক্ষ্ম'রুচিশ্বসনপীনসকাস শোষ
হৃৎপাণ্ডুরোগগলবিদ্রধিবাতরক্তম্॥ ৪৯॥

পঞ্চতিক্ত ঘৃত—গুগ্‌গুলু—ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ—নিমছাল, গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোল পত্র ও কণ্টকারী; ইহাদের প্রত্যেকের ৮০ তোলা। পঞ্চপোট্টলি বদ্ধ শোধিত গুগ্‌গুলু ৪০ তোলা পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের। এই কাথ ছাঁকিয়া লইয়া উহার সহিত পোট্টলিস্থ অবশিষ্ট গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই কাথ জলদ্বারা উল্লিখিত ঘৃত পাক করিতে থাকিবে এবং কল্কার্থ—আকনাদি বিড়ঙ্গ, দেবদারু, গজপিপ্পলী, যবক্ষার, সাচিক্ষার শুঠ হরিদ্রা গুলফা, চই, কড়া, লতাকটকী, মরিচ; ইন্দ্রযব, জীরা, চিতামূল, কট্‌কী, ভেলা, বচ, পিপুলমূল, আতইষ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও বনযমানী; ইহাদের প্রত্যেকটী ২ তোলা পরিমাণে উহাতে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। এই ঘৃত ।০ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় কিছুদিন ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহ সেবন করিলে বাত এবং সন্ধি, অস্থি ও মজ্জাগতকুষ্ঠ, নালীঘা ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪৯॥

শ্বেতকরবীর তৈলম্।

শ্বেতকরবীরমূলং বিষাংশকং সাধিতং গোমূত্রে।
চর্ম্মদল সিধ্মপামাবিস্ফোট ক্রিমিকিট্টিমজিত্তৈলম্॥৫০

শ্বেতকরবীর তৈল—সর্ষপ তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—শ্বেতকরবীর মূল ৩২ তোলা ও কাঠবিষ ৩২ তোলা এবং গোমূত্র ।৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে চর্ম্মরোগ, সিধ্ম, পাম', বিস্ফোট, ক্রিমি ও কিট্টিম রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৫০॥

কৃষ্ণসর্প তৈলম্।

মৃতস্য কৃষ্ণসর্পস্য শিরঃ পুচ্ছান্ত্রবর্জিতম্।
অন্তর্ধূম কৃতঃ ভস্ম বাগুজীতৈলমিশ্রিতম্॥
এতস্য মর্দ্দনাদেব গলৎকুষ্ঠং বিনশ্যতি॥ ৫১॥

কৃষ্ণসর্প তৈল—কৃষ্ণসর্প মারিয়া তাহার মস্তক, পুচ্ছ ও অন্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তর্ধূমে ভস্ম করতঃ সেই ভস্ম সোমরাজীর তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই তৈল কিছুদিন মর্দ্দন করিলে গলিতকুষ্ঠ বিনষ্ট হয়॥ ৫১॥

কুষ্ঠরাক্ষস তৈলম্।

সূতকং গন্ধকং কুষ্ঠং সপ্তপর্ণঞ্চ চিত্রকম্।
সিন্দূরঞ্চ রসোনঞ্চ হরিতালমবল্গুজম্॥
আরগ্বধস্য বীজাদি জীর্ণতাম্রং মনঃশিলা।
প্রত্যেকং কর্ষমেতেষাং কটুতৈল-পলাষ্টকম্॥
সাধয়েৎ সূর্য্যতাপেন সর্ব্বকুষ্ঠ বিনাশনম্।
শ্বিত্রমৌড়ুম্বরঃ কচ্ছুং মাংসবৃদ্ধিং ভগন্দরম্॥
বিচর্চ্চিকঞ্চ পামানং বাতরক্তং সুদারুণম্।
গম্ভীরঞ্চ ত্বগোত্থানং নাশয়েদ্ যস্য রক্ষণাৎ॥

কুষ্ঠরাক্ষসনামেদং সাবর্ণ্যকরণং পরম্।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং হ্যেতল্লোকানুগ্রহ-হেতবে ॥৫২॥

কুষ্ঠরাক্ষস তৈল—পারদ, গন্ধক, কুড়, ছাতিম ছাল, চিতামূল, মেটেসিন্দূর, রসুন, হরিতাল, সোমরাজীবীজ, সোঁদালবীজ, তাম্রভস্ম ও মনঃশিলা; ইহাদের প্রত্যেকে ২ তোলা করিয়া লইয়া ৴১ সের সর্ষপ তৈলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ সূর্য্য সন্তাপে পাক করিয়া লইবে ইহা মর্দ্দন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট এবং ক্ষতস্থানের বর্ণ পূর্ব্ববৎ হয় ॥ ৫২ ॥

কুষ্ঠকালানল-তৈলম্।

সুতং গন্ধং শিলা তালং কাঞ্জিকৈর্ম্মর্দ্দয়েদ্দিনম্।
তল্লিপ্তবস্ত্রবর্ত্তীং তাং তৈলাক্তাং জ্বালয়েদধঃ ॥
স্থিতে পাত্রে পচেত্তৈলং গৃহীত্বা লেপয়েৎ ততঃ।
কুষ্ঠস্থানং বিশেষেণ সর্ব্বকুষ্ঠং হরত্যলম্ ॥
ইদং কালানলং তৈলং বাতকুষ্ঠে মহৌষধম্ ॥
এষাং সমং কাঞ্জিকং সর্ব্বেষাং দ্বিগুণং তিল-
তৈলম্। কল্কং বস্ত্রে সংলিপ্য সংশোষ্য বর্ত্তিং
কুর্য্যাৎ তাং তৈলাক্তাং সংদশিকয়া জ্বালয়িত্বা
উপরি তৈলং দত্বা ততঃ পতিতং তৈলমধঃ-
পাত্রে গৃহ্নীয়াৎ। কুষ্ঠস্থানে দদ্যাৎ ॥ ৫৩ ।

কুষ্ঠকালানল-তৈল - পারদ, গন্ধক, মনঃশিলা ও হরিতাল, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা পরিমাণে লইয়া ৪ তোলা কাঁজিতে বাটিয়া বস্ত্রখণ্ডে লেপন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ বাতি প্রস্তুত করিবে, তৎপরে উহাতে তিল তৈল মাখাইয়া বাতি প্রজ্বলিত করতঃ উপরিভাগে তিল তৈল ১৬ তোলা ক্রমশঃ প্রদান করিবে, এবং অগ্নি প্রজ্বলিত বাতির নিম্নে একটি পাত্র স্থাপন করিবে। এইরূপে অগ্নি প্রজ্বলিত বাতির সন্তাপে তৈল উত্তপ্ত হইয়া নিম্নস্থপাত্রে পতিত হইবে। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ ইহা বাতকুষ্ঠের মহৌষধ ॥ ৫৩ ॥

ষড়বিন্দুতৈলম্।

সিন্দূরামৃত-তালগৈরিক-হলাজাজী গদত্র্যূষণৈ-
র্ম্মং পাবাণ-রসোন-বাণ-দহন-স্নুহ্যর্ক-দুগ্ধৈর্নিশা।
রাজীগন্ধক হিঙ্গুভিঃ পরিমিতঃ শুক্ত্যা পচেৎ সার্ষপং
তৈলং প্রস্থমিতং ঘৃতস্য কুড়বং পাত্রং তথার্কাদ্রসম্ ॥
গোমূত্রঞ্চ তথা বিনীয় সকলং পূতং শৃতং রোগিণে
দদ্যাৎ কুষ্ঠবিচর্চিকাদিষু ভিষগ্‌ নাম্নাতু ষড়্‌বিন্দুকম্ ॥
সর্ব্বকুষ্ঠে সর্ব্বব্রণে সর্ব্বগলিতক্ষতে ॥ ৫৪ ॥

ষড়্‌বিন্দুতৈ—কল্কার্থ - মেটেসিন্দুর, বিষ, হরিতাল, গেরিমাটী, ঈশলাঙ্গলা, কৃষ্ণজীরা কুড়, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, মনঃশিলা, রসুন, শরপুঙ্খ, চিতামূল, সিজেরক্ষীর আকন্দেরক্ষীর, হরিদ্রা; রাইসর্ষপ, গন্ধক ও হিং; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। কটুতৈল ৴৪ সের, ঘৃত অর্দ্ধ সের, আকন্দের রস ।৬ সের, গোমূত্র ।৬ সের। এই তৈল সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠে, সকল প্রকার ব্রণে ও সর্ব্বপ্রকার গলিত ক্ষতে প্রয়োগ করা যায় ॥৫৪

বিষতৈলম্।

নক্তমালং হরিদ্রে দ্বে অর্কং তগরমেব চ।
করবীর বচা কুষ্ঠমাস্ফোতা রক্তচন্দনম্ ॥
মালতীসিন্ধুবারঞ্চ মঞ্জিষ্ঠাসপ্তপর্ণকম্।
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ বিষস্য দ্বিপলং তথা ॥
চতুর্গুণে গবামূত্রে তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
শ্বিত্র-বিস্ফোট-কিট্টিম-কীটলূতা বিচর্চিকাঃ ॥
কণ্ডুকচ্ছুরিকায়াশ্চ যে ব্রণা বিষদূষিতাঃ।
তে সর্ব্বে নাশমায়ান্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥
বিষতৈলমিদং নাম্না সর্ব্বব্রণ-বিনাশনম্ ॥ ৫৫ ॥

বিষতৈল—কটুতৈল ৴৪ সের। কল্কার্থ ডহর-করঞ্জবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, আকন্দক্ষীর, তগরপাদুকা, করবীমূল, বচ, কুড়, হাফরমালী, রক্তচন্দন, মালতীপত্র, মঞ্জিষ্ঠা ও ছাতিম ছাল; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং বিষ ১৬ তোলা। গোমূত্র ।৬ সের। ইহা মর্দ্দনে শ্বিত্র, বিস্ফোটক, বিচর্চ্চিকা ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

সোমরাজীতৈলম্।

সোমরাজী হরিদ্রে দ্বে সর্ষপাঃ কুষ্ঠমেব চ,
করঞ্জৈড়গজাবীজং-পত্রাণ্যারগ্বধস্য চ ॥
বিপচেৎ সার্ষপং তৈলং নাড়ীদুষ্ট-ব্রণাপহম্।
অনেনাশু প্রশাম্যন্তি কুষ্ঠান্যষ্টাদশৈব তু ॥

নীলিকা পিড়কা ব্যঙ্গা গম্ভীরং বাতশোণিতম্।
কচ্ছু কণ্ডু-প্রশমনং দদ্রু পামা নিবারণম্ ॥ ৫৬ ॥

সোমরাজী-তৈল—সর্ষপ তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—সোমরাজীবীজ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা শ্বেতসর্ষপ, কুড়, ডহরকরঞ্জ বীজ চাকন্দেবীজ ও সোঁদালপত্র ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত ৵/১ সের। এই তৈল মর্দন করিলে নালীঘা, দুষ্ট ক্ষত, অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কণ্ডু ও দদ্রু প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয় ॥ ৫৬ ॥

বৃহৎ সোমরাজ-তৈলম্।

সোমরাজী তুলাকাথে তথা দদ্রুহনস্থ চ।
গোমূত্রস্ত তথা পাত্রে কল্কং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ ॥
বিপচেৎ কার্ষিকৈর্ভাগৈঃ প্রস্থং তৈলস্ত সার্ষপম্।
চিত্রকং লাঙ্গলাখ্যা চ নাগরং কুষ্ঠমেব চ ॥
হরিদ্রা নক্তমালঞ্চ হরিতালং মনঃশিলা।
আস্ফোতার্ক-করবীরং সপ্তপর্ণঞ্চ গোময়ম্।
খদিরো নিম্বপত্রঞ্চ মরিচঃ কাসমর্দ্দকম্।
এতানি শ্লক্ষ্ণ পিষ্টানি কল্কং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ ॥
হন্তি সর্ব্বাণি কুষ্ঠানি ক্রিমি দুষ্টব্রণানি চ।
কিটিমং দদ্রুজাতঞ্চ গাত্রবৈবর্ণ্যমেব চ ॥
বিশীর্ণচর্ম্মমাংসানি দৃঢ়ীকরণমুত্তমম্।
পাণ্ডুরোগং তথা কণ্ডুং বিসর্পং হন্তি দারুণম্ ॥
যে চান্যে ত্বগ্‌গতা রোগাস্তাংস্ত শীঘ্রং ব্যপোহতি ॥৫৭

বৃহৎ সোমরাজ-তৈল—সর্ষপ তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—চিতামূল, ঈশলাঙ্গলা, শুঠ, কুড়, হরিদ্রা, ডহরকরঞ্জবীজ, হরিতাল, মনঃশিলা, হাকরমালী, আকন্দমূল, করবীমূল, ছাতিমছাল, গোময়, খদিরকাষ্ঠ, নিমপত্র, মরিচ ও কালকাসুন্দে ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। কাথার্থ-সোমরাজীবীজ ।১৷৷০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। চাকন্দেবীজ ।২৷৷০ সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের এবং গোমূত্র ।৬ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। ইহা মর্দনে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, দুষ্টক্ষত, কিটিম, কণ্ডু, বিসর্প, দুষ্টব্রণ, পাণ্ডু ও চর্ম্ম রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥৫৭ ॥

মরিচাদ্যং তৈলম্।

মরিচাল শিলালার্কপয়োহশ্বারিজটা ত্রিবৃৎ।
শকৃদ্রসবিশালাকুষ্ঠ নিশাযুগ দারুচন্দনৈঃ ॥
কটুতৈলাৎ পচেৎ প্রস্থং মার্কৈর্বিষপলান্বিতৈঃ।
নগোমূত্রৈস্তদভ্যঙ্গাৎ দদ্রুশ্বিত্র-বিনাশনম্ ॥
সর্ব্বেষ্বপি চ কুষ্ঠেষু তৈলমেতৎ প্রশস্যতে ॥ ৫৮ ॥

মরিচাদ্য তৈল—কটুতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—মরিচ, হরিতাল, মনঃশিলা, মুথা, আকন্দের ক্ষীর, শ্বেতকরবীমূল, তেউড়ীমূল, গোময়রস, রাখালশসারমূল, কুড়, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দেবদারু ও রক্তচন্দন ; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা এবং কাঠ বিষ ৮ তোলা ও গোমূত্র ।৬ সের। এই তৈলে দদ্রু, সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠরোগ ও শ্বিত্র-রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫৮ ॥

বৃহন্মরিচাদ্যং তৈলম্।

মরিচং ত্রিবৃতা দন্তী ক্ষীরমার্কং শকৃদ্রসঃ।
দেবদারু হরিদ্রে দ্বে মাংসী কুষ্ঠং সচন্দনম্ ॥
বিশালা করবীরঞ্চ হরিতালং মনঃশিলা।
চিত্রকো লাঙ্গলাখ্যা চ বিড়ঙ্গং চক্রমর্দ্দকম্ ॥
শিরীষং কুটজো নিম্ব সপ্তপর্ণঃ স্নুহামৃতা।
শম্পাকো নক্তমালোহব্দং খদিরঃ পিপ্পলী বচঃ।
জ্যোতিষ্মতী চ পলিকা বিষস্য দ্বিপলং ভবেৎ।
আঢ়কং কটু তৈলস্য গোমূত্রঞ্চ চতুর্গুণম্ ॥
মৃৎপাত্রে লৌহপাত্রে বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
পক্কা তৈলবরং হ্যেতন্ম্রক্ষয়েৎ কুষ্ঠকান ব্রণান।
পামবিচর্চিকা দদ্রু কণ্ডু বিস্ফোটকানি চ।
বলয়ঃ পলিতং ছায়া নালী ব্যঙ্গং তথৈব চ ॥
অভ্যঙ্গেন প্রণশ্যন্তি সৌকুমার্য্যঞ্চ জায়তে।
প্রথমে বয়সি স্ত্রীণাং যাসাং নস্তস্ত দীয়তে ॥
পরামপি জরাং প্রাপ্য ন স্তনা যান্তি নম্রতাম্।
বলীবর্দ্দস্তুরজো বা গজো বায়ু নিপীড়িতঃ ॥
এভিরভ্যঙ্গনৈর্গাঢ়ঃ ভবেন্মারুতবিক্রমঃ ॥ ৫৯ ॥

বৃহন্মরিচাদ্য তৈল—সর্ষপ তৈল ।৬ সের। কল্কার্থ—মরিচ, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, আকন্দের-ক্ষীর, গোময়রস, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, কুড়, রক্তচন্দন, রাখালশসার মূল, শ্বেতকরবী মূল, হরিতাল, মনঃশিলা চিতামূল, ঈশলাঙ্গলা মূল, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, শিরীষ-

ছাল, ইন্দ্রযব, নিমছাল, ছাতিমছাল, সিজের ক্ষীর, গুলঞ্চ, সোঁদাল, ডহরকরঞ্জবীজ, মুথা, খদিরকাষ্ঠ, পিপুল, বচ ও লতাকট্কী ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং কাঠ বিষ ১৬ তোলা ও গোমূত্র ৬৪ সের। এই দ্রব্যগুলি দ্বারা যথা-নিয়মে লৌহ বা মৃত্তিকাপাত্রে তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দন করিলে কুষ্ঠ, ব্রণ, দদ্রু, কণ্ডু ও বিস্ফোট প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

কন্দর্পসার তৈলম্।

সপ্তপর্ণ তথা কালীগুড়ূচী পিচুমর্দ্দকম্।
শিরীষঞ্চ মহাতিক্তা জয়া তুম্বী মৃগাদনী ॥
নিশা দশপলান্ ভাগান জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তৈল প্রস্থং সমাদায় গোমূত্রঞ্চ চতুর্গুণম্ ॥
আরমধো ভৃঙ্গরাজো জয়া ধুস্তুর বাত্রয়ঃ।
ঐন্দ্রাশনাগ্নি খর্জ্জুরং গোময়ার্ক স্নুহীচ্ছদম্ ॥
তৈলতুল্যং প্রদাতব্যং স্বরসঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
মহাকাল বচা ব্রহ্মী ভূম্যগ্নি গৃহপুত্রিকাঃ।
কুচেলা কুলকা রাত্রি মেষনামা চ গ্রন্থিকা।
শম্পাকমর্কক্ষীরঞ্চ কাসুন্দেশ্বরমূলকম্ ॥
আচু জিঙ্গী মহাতিক্তা বিশালাচ্ছবিপত্রকম্।
পূতিকাস্ফোত মূর্ব্বা চ সপ্তপর্ণ শিরীষকম্ ॥
কুটজা পিচুমর্দ্দশ্চ মহানিম্বং তথৈব চ।
গুড়ূচী চন্দ্রলেখাচ সোমরাটচক্রমর্দ্দকম্ ॥
তুম্বুরু ভৃঙ্গ যষ্ট্যাহ্ব কন্দকং কটুরোহিণী।
শটী দার্ব্বী ত্রয় পদ্ম-গ্রন্থিকাগুরুপুষ্করম্ ॥
কর্পূরং কটফলং মাংসী মুরৈলাটরুষাভয়ম্।
এতেষাং কার্ষিকৈঃ কল্কৈর্নাম্না কন্দর্প উচ্যতে
অষ্টাদশবিধং কুষ্ঠং গ্রন্থিমজ্জগতং তথা।
হস্তপদাঙ্গুলীস পলিতংসর্ব্ব সন্ধিষু ॥
অধিকানি চ মাংসানি যস্ত গাত্রে ভবিষ্যতি।
নাসাকর্ণান্তে কলাং ভেকাকারবপুস্তথা ॥
শ্বেতং রক্তং তথা কুষ্ঠং নানাবর্ণং বিপাদিকম্।
শ্বিত্রং চতুর্ব্বিধঞ্চৈব বাতশোণিতমেব চ ॥
কপালং ক্রিমিজং কুষ্ঠ কণ্ডু দদ্রুবিচর্চিকাম্।
পামাদিস্ফোটকা নীলীকৃমিবৃদ্ধিং তথৈব চ ॥
কীট দদ্রু মসূরী চ কিট্টিমং রক্তমণ্ডলম্।
কুষ্ঠ মৌড়ুম্বরং পদ্মং মহাপদ্মং তথৈব চ ॥
গলগণ্ডার্ব্বুদং হন্যাদ্ গণ্ডমালাং ভগন্দরম্।
বাতজং পিত্তজঞ্চৈব শ্লেষ্মজং সান্নিপাতিকম্
একোত্তরং দ্ব্যন্তরঞ্চ কুষ্ঠং হন্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৬০ ॥

কন্দর্পসার তৈল—কটুতৈল /৪ সের কাথার্থ—ছাতিম ছাল, কালিয়াকড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরীষছাল, আকনাদি, জয়ন্তীপত্র, তিত্‌লাউ, গোরক্ষচাকুলে ও হরিদ্রা, ইহাদের প্রত্যেকের ৮০ তোলা, পাকার্থ-জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। গোমূত্র ।৬ সের সোদাল পত্রের রস, ভৃঙ্গরাজের রস, জয়ন্তী পত্রের রস, ধুতুরাপত্রের রস, হরিদ্রার রস, সিদ্ধিপত্রের রস চিতার রস, খেজুর পত্রের রস, গোময়রস, আকন্দপত্রের রস ও সিজ পত্রের রস প্রত্যেকে /৪ চারি সের। কল্কার্থ—মাকালফল, বচ, ব্রহ্মীশাক তিতলাউ, চিতামূল, ঘৃতকুমারী কুঁচিলা, পটোলপত্র, হরিদ্রা, মুথা, পিপুলমূল, সোঁদালফল, আকন্দের ক্ষীর, কালকাসুন্দের মূল, ঈশুমূল, আচমূল, মঞ্জিষ্ঠা, আকনাদি, রাখালশসার মূল, বিছাটিপত্র, করঞ্জমূল, হাপরমালী, মূর্ব্বামূল, ছাতিমছাল, শিরীষছাল, কুড়্চিছাল, নিমছাল, ঘোড়ানিম্বের ছাল, গুলঞ্চ, সোমরাজী, সোমরাজীবীজ, চাকুন্দেবীজ, ধনে, ভীমরাজ, যষ্টিমধু, ওল, কট্কী, শঠী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, পদ্মকাষ্ঠ, গাঁঠিয়ান, অগুরু, কুড়, কর্পূর, কট্ফল, জটামাংসী, মুরামাংসী, ছোট এলাইচ, বাসবচাল ও বেণার মূল, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই সকল দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দনে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কণ্ডু, দদ্রু, বিচর্চ্চিকা, বিস্ফোটক মসূরী রক্তমণ্ডল, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, দুষ্টব্রণ, দুষ্টক্ষত ও গণ্ডমালা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয় ॥৬০ ॥

ভল্লাতকানাং পবনোদ্ধতানাং বৃন্তচ্যুতানাংযদাঢকং স্যাৎ।
তচ্চেষ্টকাচূর্ণবলৈ বিঘৃষ্য প্রক্ষালয়িত্বা বিশুষ্যেৎ প্রবাতে ॥
শুষ্কং পুনস্তদ্ বিদলীকৃতঞ্চ ততঃপচেদপ্সু চতুর্গুণাসু
পরিপূতশীতং ক্ষীরেণ তুল্যেন পুনঃ পচেত্তু ॥
তৎশেষং পুনরেব শীতং ঘৃতেন তুল্যেন পুনঃ পচেত্তু।

তদর্দ্ধয়া শর্করয়া বিকীর্ণং ততঃ খজেন স্মথিতং বিধায়।
তৎ সপ্তরাত্রাদুপজাতবীর্য্যং সুধারসাদপ্যধিকত্বমেতি॥
প্রাতর্বিশুদ্ধঃ কৃতদেবকার্য্যো মাত্রাঞ্চ খাদেৎ স্বশরীরযোগ্যাম্॥
ন চান্নপানে পরিহার্য্যমস্তি নচাতপে চাধ্বনি মৈথুনে চ।
যথেষ্টচেষ্টো বিহিতোপযোগাদ্ ভবেন্নরঃ কাঞ্চনরাশি-গৌরঃ॥
অনল্পমেধা নরসিংহতেজোহদৃষ্টেন্দ্রিয়োঽব্যাহতবুদ্ধিসত্ত্বঃ।
দন্তাশ্চ শীর্ণাঃ পুনরুদ্ভবন্তি কেশাশ্চ শুক্লাঃ পুনরেব দিব্যাঃ
বিশীর্ণ-কর্ণাঙ্গুলি-নাসিকোঽপি ক্রিমার্দ্দিতো ভিন্নগলোঽপি কুষ্ঠিঃ।
সোঽপি ক্রমাদঙ্কুরিতাগ্রশাখতরু র্যথা ভাতি নভোঽম্বুসিক্তঃ॥
উষ্ট্রান্ ময়ূরান্ জয়তি স্বরেণ বলেন নাগ স্তুরগো জবেন।
রসায়নস্যাস্য নরঃ প্রসাদাদ্ বৃহস্পতেরপ্যধিকোঽপি বুদ্ধ্যা॥
গ্রন্থান্ বিশালান্ পুনরুক্তিদোষান্ গৃহ্ণাতি শীঘ্রং নচ নশ্যতে তু।
কুর্ব্বিন্নিমং কল্পমনল্পবুদ্ধির্জীবেন্নরো বর্ষশতানি পঞ্চ॥
রাজার্হোঽয়ং সর্ব্ব রসায়নানাং চকার যোগংভগবানগস্ত্যঃ

অমৃতভল্লাতক—বৃক্ষ হইতে পতিত সুপক্ক ভেলা ৵৮ সের গ্রহণ পূর্ব্বক ইষ্টক চূর্ণ দ্বারা ঘর্ষণ ও জলে প্রক্ষালন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ উক্ত ভেলাগুলি দ্বিখণ্ড করিয়া ৬৪ সের জলে পাক করিয়া ৵৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং শীতল হইলে ঐ ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার ৵৮ সের দুগ্ধের সহিত পাক করিবে এবং ৵৪ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া শীতল হইলে পুনর্ব্বার ৵৪ সের ঘৃতের সহিত পাক করিবে। অনন্তর পাক করিতে করিতে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া উহার সহিত ৵৪ সের চিনি মিশাইয়া লইবে। তৎপরে অপর পাত্রে ঔষধ স্থাপন করিয়া সপ্তাহ কাল এই ভাবে রাখিবে। সপ্তাহ অতীত হইলে ঐ ঔষধ সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন কালীন আহার বিহারাদি কোন প্রকার নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয় না। ঔষধ প্রাতঃকালে সেবনীয়। ইহাদ্বারা কুষ্ঠ, বাতরক্ত, কণ্ডু, বিস্ফোটক প্রভৃতি বিবিধ রোগ দূর হয়॥৬১॥

মহাভল্লাতকগুড়ঃ।

নিম্বং গোপারুণা কটী ত্রায়ন্তী ত্রিফলা ঘনম্।
পর্পটাবল্গুজানন্তা বচা খদির চন্দনম্॥
পাঠা শুণ্ঠী শঠী ভার্গী বাসা ভূনিম্ব বৎসকম্।
শ্যামেন্দ্রবারুণী মূর্ব্বা বিড়ঙ্গেন্দ্র বিষানলম্॥
হস্তিকর্ণামৃতার্দ্রেকা পটোলং রজনীদ্বয়ম্।
কর্ণাশ্বগন্ধ-সপ্তাহ্ব-কৃষ্ণবেত্রোচ্চটাফলম্॥
ভূকদম্বং তৃণপর্ণঞ্চ জিহ্বা পদ্মাচ মুষলী।
বিষক্‌সেনা চ কৈবর্ত্তং শরপুঙ্খাচ কঞ্চুকী॥
এষাং দ্বিপলিকান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ॥
ভল্লাতক সহস্রাণি ত্রীণিচ্ছিত্বার্ম্মণেঽম্ভসি।
চতুর্ভাগাবশেষন্তু কষায়মবতারয়েৎ
তৌ কষায়ৌ সমাদায় বস্ত্রপূতৌ চ কারয়েৎ।
গুড়স্য তু তুলাং তাভ্যাং কষায়াভ্যাং পচেদ্ ভিষক্
ভল্লাতক-সহস্রাণাং মজ্জানং তত্র দাপয়েৎ।
ত্রিকটুত্রিফলামুস্তসৈন্ধবানাং পলং পলম্॥
দীপকস্য পলঞ্চৈব চাতুর্জ্জাতং পলাংশিকম্।
স্নিগ্ধভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য স্থাপয়েৎ কুশলোভিষক্।
মহাভল্লাতকোহ্যেষ মহাদেবেন নির্ম্মিতঃ॥
জগতস্য হিতার্থায় জয়েচ্ছীঘ্রং নিষেবিতঃ।
শ্বিত্রং মৌডুম্বরং দদ্রু মৃষ্যজিহ্বং সকাকণম্॥
পুণ্ডরীকঞ্চ চর্ম্মাখ্যং বিস্ফোটং মণ্ডলং তথা।
কণ্ডুং কপালকঞ্চৈব পামানং সবিপাদিকম্॥
বাতরক্তমুদাবর্ত্তং পাণ্ডুরোগং ব্রণক্রমীন্।
অর্শাংসি ষট্‌প্রকারাণি কাসং শ্বাসং ভগন্দরম্।
তদভ্যাসেন পলিতমামবাতং সুদুস্তরম্।
অনুপানে প্রয়োক্তব্যং ছিন্নাক্বাথং পয়োঽথবা॥
ভোজনে চ তথা যোজ্যকৃষ্ণকান্নং বিশেষতঃ॥ ৬২॥

মহাভল্লাতক গুড়—নিমছাল, শ্যামালতা, আতইষ, কট্‌কী, বলাডুমুর, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, ক্ষেতপাপড়া, সোমরাজীবীজ, অনন্তমূল, বচ খদিরকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, আকনাদি, শুঁঠ, শঠী, বামনহাটী, বাসক মূলের ছাল চিরতা, কুড়চিমূলের ছাল, বিদ্ধড়ক, রাখালশসার মূল, মূর্ব্বামূল, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রযব বিষ, চিতামূল, হস্তিকর্ণ পলাশের ছাল, গুলঞ্চ, ঘোড়ানিমের ছাল, পটোলপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, পিপুল, সোঁদাল-

ফল, ছাতিম ছাল, কালিয়ালতা, ওকড়াফল, ওল, চিনাঘাস, মঞ্জিষ্ঠা, চাকুন্দেমূল, তালমূল, প্রিয়ঙ্গু, কট্‌ফল, শরপুঙ্খ ও শিরীষছাল; ইহাদের প্রত্যেকে ১৬ তোলা। পাকার্থ জল ৬৪ সের শেষ /৮ সের। খণ্ডীকৃত ভেলা ৩০০০টা জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। এই উভয় কাথ ছাঁকিয়া একত্র মিশাইয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ৬৪ সের ও ১০০০ এক সহস্র ভেলার মজ্জা দিয়া পাক করিবে, উহাতে অনন্তর শুঠ, পিপুল, মরিচ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, সৈন্ধবলবণ ও যমানী; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা ও গন্ধক ৩২ তোলা নিক্ষেপ পূর্ব্বক মিশাইয়া লইবে। অনুপান—গুলঞ্চের কাথ অথবা দুগ্ধ। পথ্য—উষ্ণ অন্ন। এই ঔষধ সেবন করিলে শ্বেতকুষ্ঠ, দদ্রু, অর্শ রোগ, বিস্ফোট, মণ্ডল, কণ্ডু বাতরক্ত, উদাবর্ত্ত, পাণ্ডু এবং বিবিধ কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৬২॥

অমৃতাঙ্কুরলৌহম্।

হুতাশমুখ-সংশুদ্ধং পলমেকং রসস্য বৈ।
পলং লৌহস্য তাম্রস্য পলং ভল্লাতকস্য চ।
গন্ধকস্য পলঞ্চৈকমভ্রকস্য চ গুগ্‌গুলোঃ।
হরীতকী-বিভীতক্যোশ্চূর্ণং কর্ষদ্বয়ং দ্বয়োঃ॥
অষ্টমাসাধিকং তত্র ধাত্র্যাঃ পাণিতলানি ষট্‌।
ঘৃতং দ্ব্যষ্টগুণং লৌহাদ্দ্বাত্রিংশৎত্রিফলা জলম্
এবং কৃত্বা পচেৎ পাত্রে লৌহেচ বিধিপূর্ব্বকং॥
পাকমেতস্য জানীয়াৎ কুশলো লৌহপাকবৎ॥
বিবুদ্ধঃ প্রাতরুত্থায় গুরুদেবদ্বিজার্চ্চকঃ।
রক্তিকাদিক্রমেণৈব ঘৃত-ভ্রামর-মর্দ্দিতম্॥
লৌহে লৌহস্য দণ্ডেন কুর্য্যাদেতদ্রসায়নম্।
অনুপানঞ্চ কুর্ব্বীত নারিকেলোদকং পয়ঃ॥
সর্ব্বকুষ্ঠহরং শ্রেষ্ঠং বলীপলিতনাশনম্।
পাণ্ডুমেহামবাতঘ্নং বাতরক্তরুজাপহম্।
ক্রিমীশোথাশ্মরী-শূল-দুর্নাম-বাতরোগনুৎ।
ক্ষয়ং হন্তি মহাশ্বাসমত্যর্থং শুক্রবর্দ্ধনম্।
অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং কান্ত্যায়ুর্বলবৃদ্ধিকৃৎ।
বিবর্জ্জ্য শাকাম্লমপি স্ত্রিয়ঞ্চ
সেব্যোরসো জাঙ্গলজীবিকানাম্॥
শাল্যোদনং ষষ্টিকমাজ্যমুদ্গং
ক্ষৌদ্রং গুড়ক্ষীরমিহ ক্রিয়ায়াম্।
শালিঞ্চ গুর্ব্বাদি বৃহৎকরঞ্জ-
শিলাজতু ক্ষৌদ্রযুতংপয়শ্চ॥
সর্পিহুর্তান্ ভক্ষয়তো বিহঙ্গান্
প্রপূর্য্যতে দুর্ব্বলদেহধাতুঃ।
কৃষ্ণস্য পক্ষস্য সিতে তু পক্ষে
ত্রিপক্ষমাত্রেণ যথা শশাঙ্কঃ॥

পাকলক্ষণং যথা।—

বস্ত্রে নিষ্পীড়িতং সূক্ষ্মে স্থূলতন্তৌ ঘনে দৃঢ়ে।
সমুদ্রাং জায়তে ব্যক্তং ন নিঃসরতি সন্ধিভিঃ॥
ন চ শব্দায়তে বহ্নৌ তদা সিদ্ধিং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ৬৩।

অমৃতাঙ্কুরলৌহ অগ্নিবিশুদ্ধ পারদ ৮ তোলা লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, গুগ্‌গুলু ৮ তোলা, হরীতকী চূর্ণ ৪ তোলা, বহেড়াচূর্ণ ৪ তোলা, আমলকীচূর্ণ ১৩ তোলা, ঘৃত /২ সের ও ত্রিফলার কাথ /৪ সের। এই সকল দ্রব্যগুলি একত্রে যথানিয়মে লৌহ পাকের নিয়মানুযায়ী লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ এক রতি পরিমাণে সেবন করিতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিবে। ইহা ঘৃত ও মধু দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক নারিকেল জল ও দুগ্ধ সহ সেবন করিতে দিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকার কুষ্ঠ, বাতরক্ত, মেহ, আমবাত ও পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট এবং অগ্নি, বল বীর্য্য, আয়ু ও কান্তিবৃদ্ধি হয়। ঔষধ সেবন কালীন শাক, অম্ল ও স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক জাঙ্গলপ্রাণীর মাংসের যূষ, ছাগমাংস যূষ, শালি ও ষষ্টিক তণ্ডুলের অন্ন, ঘৃত, মুগ, মধু, গুড়, দুগ্ধ ও পক্ষীর মাংসের যূষ প্রভৃতি আহার ব্যবস্থা করিবে॥ ৬৩

উদরভাস্করঃ।

গন্ধকেন হতং তাম্রং দশভাগং সমুদ্ধরেৎ।
উষণং পঞ্চভাগং স্যাদমৃতঞ্চ দ্বিভাগিকম্॥
দাতব্যং কুষ্ঠিনে সম্যগানুপানস্য যোগতঃ।
গলিতে স্ফুটিতে চৈব বিপুলে মণ্ডলে তথা॥
বিচর্চিকা-দদ্রু-পামা-সর্বকুষ্ঠপ্রশান্তয়ে॥ ৬৪॥

—গন্ধকদ্বারা জারিত তাম্র ১০ তোলা, মরিচ চূর্ণ ৫ তোলা ও বিষ ২ তোলা। এই দ্রব্যগুলি জলে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা যথাযোগ্য অনুপান সহ সেবন করিলে গলিত মণ্ডল, বিচর্চ্চিকা, দদ্রু ও পামা প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কুষ্ঠ বিনষ্ট হয়॥ ৬৪॥

রসমাণিক্যম্।

তালকং বংশপত্রাখ্যং কুষ্মাণ্ডসলিলে ক্ষিপেৎ।
সপ্তধা বা ত্রিধা বাপি দধ্যম্লেন তথৈবচ।
শোষয়িত্বা পুনঃ শুষ্কং চূর্ণয়েত্তণ্ডুলাকৃতিম্।
ততঃ শরাবকে যন্ত্রে স্থাপয়েৎ কুশলো ভিষক্।
বদরীপল্লবোত্থেন লেপনং কারয়েত্ততঃ।
অরুণাভমধঃ পাত্রং তাবজ্জ্বালা প্রদীয়তে॥
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য মাণিক্যাভো ভবেদ্রসঃ।
ঘৃতক্ষৌদ্রেণ সংমর্দ্দ্য খাদয়েদ্রক্তিকাদ্বয়ম্॥
সংপূজ্য দেবদেবেশং কুষ্ঠরোগাদ্ বিমুচ্যতে।
স্ফুটিতং গলিতং কুষ্ঠং বাতরক্তং ভগন্দরম্॥
নাড়ীব্রণং ব্রণং দুষ্টমুপদংশং বিচর্চিকাম্।
নাসাস্যসম্ভবান্ রোগান্ ক্ষতান্ হন্যাৎ সুদারুণান্।
পুণ্ডরীকঞ্চ চর্ম্মাখ্যং বিস্ফোটং মণ্ডলং তথা॥ ৬৫॥

রসমাণিক্য—বংশপত্র হরিতাল, কুমড়ার জলে ও অম্লদধিতে যথাক্রমে ৩ তিন বার বা ৭ সাত বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করতঃ তণ্ডুলাকৃতি চূর্ণ করিবে। তৎপরে শরাবক যন্ত্রে স্থাপন করতঃ বদরী পত্রের লেপ দিয়া যে পর্য্যন্ত অধঃপাত্র অরুণ বর্ণ না হয়, সেই পর্য্যন্ত জ্বাল দিবে। অনন্তর শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া মাণিক্যসদৃশ দীপ্তিবিশিষ্ট ঔষধ গ্রহণ করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান—ঘৃত ও মধু। ইহা সেবনে স্ফুটিত ও গলিত বিবিধ কুষ্ঠ ও বাতরোগ প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬৫॥

(১) তালকেশ্বরঃ।

কুষ্মাণ্ড ত্রিফলা তৈল কন্যা কাঞ্জিক ভাবিতম্।
তালকং তুল্য গন্ধং স্যাদর্দ্ধপারদ মর্জ্জিতম্॥
অজাক্ষীরেণ নিম্বুক কন্যাতোয়ৈর্দিনত্রয়ম্।
প্রত্যেকং ভাবয়েৎ শুষ্কং চক্রিকাকারতাং গতম্।
বিপচেদ্ধণ্ডিকা মধ্যে পলাশক্ষারমধ্যগম্।
যামান্ দ্বাদশ শীতেঽস্মিন্ প্রযোজ্যং রক্তিকাদ্বয়ম্।
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি রোমবিধ্বংসনং তথা।
দ্বিবিধং বাতরক্তঞ্চ নাড়ীদুষ্টব্রণানিচ॥ ৬৬।

(১) তালকেশ্বর—কুমড়ার রস, ত্রিফলার কাথ, তিল তৈল, ঘৃতকুমারীর রস ও কাঁজি দ্বারা ভাবিত হরিতাল ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা ও পারদ অর্দ্ধ তোলা মর্দ্দন করিয়া ছাগদুগ্ধ, লেবুর রস ও ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা যথাক্রমে তিন দিন ভাবনা প্রদান পূর্ব্বক পলাশ ক্ষারের ভিতরে রাখিয়া হাঁড়ির মধ্যে স্থাপন করিবে, তৎপরে ১২ প্রহর পর্য্যন্ত পাক করিবে। শীতল হইলে উদ্ধৃত করিয়া ঔষধ গ্রহণ করিবে। মাত্রা ২ রতি। ইহা সেবনে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ ও বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়॥৬৬॥

(২) তালকেশ্বরঃ।

দদ্রুঘ্নবাণাজ্ঘ্রি রসং দত্ত্বা তালং সুচূর্ণিতম্।
পুনঃ পুনশ্চ সংমর্দ্দ্য শুষ্কং কৃত্বা পুটে দহেৎ॥
দৃঢ়স্থাল্যাং ধৃতং ক্ষারং পলাশক্ষাপ্যুপর্য্যধঃ।
ততোজ্বালা প্রদাতব্যা দিনরাত্রে মৃতং ভবেৎ॥
শুক্লবর্ণং যদা চ স্যাদগ্নৌ দত্তে ন ধূমকম্।
তদা জাতং মৃতং তালং সর্ব্বকুষ্ঠবিনাশনম্॥
গলৎকুষ্ঠং বাতরক্তং তাম্রবর্ণঞ্চ মণ্ডলম্।
শীতপিত্তং মহাদদ্রু ছুছুন্দর বিনাশনম্॥
পথ্যং মসুরং চণকং মুদ্গযূপং যথেচ্ছয়া॥ ৬৭॥

(২) তালকেশ্বর—১ তোলা হরিতাল, চাকুন্দেপত্রের রসে ও শরপুঙ্খপত্রের রসে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন পূর্ব্বক শুষ্ক করিয়া লইবে, তৎপরে একটি দৃঢ় স্থালীর মধ্যে পলাশ ক্ষার রাখিবে, তাহার উপরি ভাগে উক্ত ঔষধ স্থাপনপূর্ব্বক ঔষধের উপরিভাগে পুনর্ব্বার পলাশক্ষার স্থাপনপূর্ব্বক উক্ত হাঁড়িটী পূর্ণকরতঃ হাঁড়ির নিম্নে একদিন এক রাত্রি অগ্নি সন্তাপ দিবে। ইহাতে উক্ত হরিতাল ভস্মীভূত হইবে। হরিতাল শুক্লবর্ণ হইলে এবং অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে ধূম উত্থিত না হইলে, পাক সিদ্ধ হইয়াছে জানিবে। মাত্রা—অর্দ্ধ রতি। পথ্য—মসুর, ছোলা ও মুগ

ডাইল প্রভৃতি। ইহা সেবনে গলিত কুষ্ঠ, বাত রক্ত, তাম্রবর্ণ মণ্ডল, শীতপিত্ত ও মহাদক্র ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৬৭ ॥

মহাতালকেশ্বরঃ।

সংমর্দ্দ্য তালকং শুদ্ধং বংশপত্রাখ্যমুচ্চকৈঃ।
কুষ্মাণ্ডনীরৈঃ সম্ভাব্য ত্রিদিনং শোধয়েৎ পুনঃ ॥
ঘৃতকন্যাদ্রবৈর্ভূয়ো ভাবয়েচ্চ দিনত্রয়ম্।
সংমর্দ্দ্য কাঞ্জিকেনৈব দধ্যম্লেন বিমর্দ্দয়েৎ ॥
সংমর্দ্দ্য চূর্ণং সলিলে রসে পৌনর্নবে পুনঃ।
ত্রিদিনং মর্দ্দয়িত্বা তু কারয়েৎ খটিকাকৃতিম্।
স্থাল্যাং দৃঢ়তরায়াস্তু পলাশক্ষারসঞ্চয়ম্।
উপর্য্যধস্তালকস্য ক্ষারং দত্ত্বা শরাবকৈঃ ॥
পিধায় লেপয়েদ্ যত্নাৎ পূরয়েৎ ক্ষারসঞ্চয়ম্।
পুনরুদ্ধং শরাবেণ লেপয়েত্তৎ দৃঢ়ং ততঃ ॥
দ্বাত্রিংশদ্ যামপর্য্যন্তং বহ্নিজ্বালা প্রদীয়তে।
এবং সিদ্ধেন তালেন গন্ধতুল্যেন মেলয়েৎ ॥
দ্বয়োস্তুল্যং জীর্ণতাম্রং বালুকাযন্ত্রগং পচেৎ।
অয়ং তালেশ্বরো নাম রসঃ পরমদুর্লভঃ ॥
হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি বাতশোণিত নাশনঃ।
রক্তমণ্ডলমত্যুগ্রং স্ফুটিতং গলিতং তথা ॥
বহুরূপং সর্ব্বজাতং নাশয়েদবিকল্পতঃ।
দুষ্টব্রণঞ্চ বিসর্পঞ্চ ত্বগ্‌দোষঞ্চ বিনাশয়েৎ।
দৃষ্টো বারসহস্রঞ্চ রোগবারণকেশরী ॥

ইতি কুষ্ঠাধিকারঃ।

মহাতালকেশ্বর—বংশপত্র হরিতাল ১ তোলা কুমড়ার জলে ও ঘৃতকুমারীর রসে ৩ দিন করিয়া ভাবনা দিয়া কাঁজি, অম্লদধি, চূণের জল ও পুনর্নবার রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া খড়ির ন্যায় করিবে, তৎপরে পলাশক্ষারপূর্ণ একটি হাঁড়ির মধ্যভাগে ঐ হরিতাল স্থাপন করিয়া সরা দ্বারা হাড়ি আবৃত করতঃ মৃত্তিকা দ্বারা লেপন করিয়া ৩২ প্রহর পর্য্যন্ত পাক করিবে; অতঃপর হরিতাল উদ্ধৃত করিয়া উহার সহিত ১ তোলা গন্ধক এবং ২ তোলা তাম্র মিশ্রিত করতঃ মর্দ্দন পূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ ও বাতরক্তাদি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৬৮ ॥

ইতি কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ শীতপিত্তোদর্দ্ধ-কোঠাধিকারঃ।

অভ্যঙ্গঃ কটুতৈলেন সেকশ্চোষ্ণাম্বুভিস্তথা।
উদর্দ্দে বমনং কার্য্যং পটোলারিষ্টবারিণা ॥
ত্রিফলা পুরকৃষ্ণাভির্বিরেকশ্চাত্র শস্যতে।
বিসর্পোক্তমমৃতাদিং ভিষগত্র প্রয়োজয়েৎ ॥ ১ ॥

শীতপিত্ত উদর্দ্দ রোগের চিকিৎসা।

উদর্দ্দ রোগে সর্ষপতৈল মর্দ্দন, উষ্ণজল দ্বারা সেক প্রদান এবং পটোল পত্র ও নিমছালের কাথের সহিত মদনফল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে বমনার্থ পান করিতে দিবে। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; এই দ্রব্য ত্রয়ের কাথে পিপুল চূর্ণ ও গুগ্‌গুলু মিশাইয়া বিরেচনার্থ প্রয়োগ করিবে। এই রোগে বিসর্প রোগোক্ত অমৃতাদি কাথ পান করিলে সুফল দর্শে ॥ ১ ॥

সগুড়ং দীপ্যকং যস্তু খাদ্যং পথ্যান্নভুঙ্‌নরঃ।
তস্য নশ্যতি সপ্তাহাদুদর্দ্দঃ সর্ব্বদেহজঃ ॥ ২ ॥

পুরাতনগুড় ও যমানি একত্র বাটিয়া ভক্ষণ করতঃ সুপথ্য সেবন করিলে সপ্তাহের মধ্যে সর্ব্বদেহস্থ উদর্দ্দ রোগ দূর হয় ॥ ২ ॥

দূর্ব্বানিশাযুতো লেপঃ কণ্ডূ পামা বিনাশনঃ।
ক্রিমি দদ্রুহরশ্চৈবশীত পীত্তাপহঃস্মৃতঃ ॥
ক্ষারসৈন্ধবতৈলেন গাত্রাভ্যঙ্গং প্রকারয়েৎ ॥ ৩ ॥

দূর্ব্বা ও হরিদ্রা একত্র পেষণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে কিম্বা যবক্ষার ও সৈন্ধবলবণ তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মর্দ্দন করিলে কণ্ডু, পামা ক্রিমি দদ্রু ও শীতপিত্ত রোগ নষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

অগ্নিমন্থভবং মূলং পিষ্টং পীতঞ্চ সর্পিষা।
শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠান্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ ॥ ৪ ॥

গণিয়ারিরমূল পেষণ পূর্ব্বক ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সপ্তাহের মধ্যে শীতপিত্ত উদর্দ্দ ও কোঠরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

কুষ্ঠোক্তঞ্চ ক্রমং কুর্য্যাদম্লপিত্তঘ্নমেব চ।
উদর্দ্দোক্তাং ক্রিয়াং সর্ব্বাং কোঠরোগে সমাসতঃ ॥
সর্পিঃপীত্বা মহাতিক্তং কার্য্যং রক্তস্য মোক্ষণম্ ॥ ৫ ॥

কুষ্ঠরোগোক্ত চিকিৎসা, অম্লপিত্তনাশক চিকিৎসা এবং উদর্দ্দ রোগোক্ত চিকিৎসার নিয়মানুসারে, কোঠরোগের চিকিৎসা করিবে। কোঠরোগে—মহাতিক্তঘৃত পান করাইয়া রক্তমোক্ষণ করিলে রোগ শান্তি হয়॥ ৫ ॥

কর্ষং গব্যঘৃতস্যাপি কর্ষার্দ্ধং মরিচস্য চ।
একীকৃত্য পিবেৎ প্রাতঃ শীতপিত্ত-বিনাশনম্ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধ তোলা গব্যঘৃত এবং চারিআনা মরিচচূর্ণ একত্রে প্রাতঃকালে সেবন করিলে শীতপিত্তরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

হরিদ্রাখণ্ডঃ।

হরিদ্রায়াঃ পলান্যষ্টৌ ষট্ পলং হবিষস্তথা।
ক্ষীরাঢ়কেন সংযুক্তং খণ্ডসার্দ্ধপলং তথা ॥
পচেন্মৃদগ্নিনা বৈদ্যো ভাজনে মৃন্ময়ে দৃঢ়ে।
ত্রিকটুঞ্চ ত্রিজাতঞ্চ ক্রিমিঘ্নং ত্রিবৃতা তথা ॥
ত্রিফলা কেশরং মুস্তং লৌহং প্রতি পলংপলম্।
সংচূর্ণ্য প্রক্ষিপেত্তত্র কর্ষমেকন্তু ভক্ষয়েৎ॥
কণ্ডুবিস্ফোটদদ্রূণাং নাশনং পরমৌষধম্।
প্রতপ্তকাঞ্চনাভাষো দেহো ভবতি নান্যথা॥
শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠাম্ সপ্তাহাদেব নাশয়েৎ।
হরিদ্রা নামতঃ খণ্ডঃ কণ্ডুনাং পরমৌষধম্ ॥ ৭॥

ইতি শীতপিত্তোদর্দ্দকোঠাধিকারঃ।

হরিদ্রাখণ্ড—হরিদ্রা ৬৪ তোলা, ঘৃত ৪৮ তোলা, গব্যদুগ্ধ ৬ সের এবং চিনি ১২ তোলা। এই গুলি একত্রে যথানিয়মে মৃত্তিকাপাত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে এবং পাক সুসিদ্ধ হইলে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি; তেজপত্র ছোটএলাইচ, বিড়ঙ্গ, তেউড়ীমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নাগেশ্বর, মুথা ও লৌহ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা করিয়া উহাতে নিক্ষেপপূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় ভক্ষণ করিলে কণ্ডু বিস্ফোট, দদ্রু, শীতপিত্ত, উদর্দ্দ ও কোঠ প্রভৃতি রোগ সপ্তাহের মধ্যে বিনষ্ট হওত দেহের দীপ্তি তপ্তকাঞ্চনবৎ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

ইতি শীতপিত্তোদর্দ্দ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথাম্লপিত্তাধিকারঃ

বান্তিং কৃত্বাম্লপিত্তে তু বিরেকং মৃদু কারয়েৎ ॥
সম্যগ্ বান্তবিরিক্তস্য সুস্নিগ্ধস্যানুবাসনম্।
আস্থাপন চিরোদ্ভূতে দেয়ং দোষাদ্যপেক্ষয়া।
ক্রিয়া শুদ্ধস্য শমনীয়ন্নবদ্ধব্যপেক্ষয়া ॥
দোষসংসর্গজে কার্য্যা ভেষজাহারকল্পনা ॥ ১ ॥

অম্লপিত্ত রোগের-চিকিৎসা।

অম্লপিত্ত রোগে বমন ও মৃদু বিরেচন প্রয়োগ করিবে। তৎপরে বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ সম্যক্ বিশুদ্ধ হইলে রোগীকে স্নেহ পান করাইয়া স্নিগ্ধ করিয়া অনুবাসন প্রয়োগ করিবে। পুরাতন অম্লপিত্ত রোগে আস্থাপন ক্রিয়া হিতকর। অম্লপিত্তরোগে মিলিত দোষের প্রকোপ লক্ষিত হইলে উক্ত নিয়মে রোগীর দেহ শুদ্ধ করিয়া উল্লিখিত দোষপ্রশমক ঔষধ ও পথ্য দ্বারা রোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ১ ॥

উর্দ্ধগং বমনৈর্ধীমানধোগং রেচনৈর্হরেৎ।
অম্লপিত্তে তু বমনং পটোলারিষ্টপত্রকৈঃ ॥
কারয়েন্মদন-ক্ষৌদ্রসিন্ধুযুক্তৈঃ কফোল্বণে।
বিরেচনং ত্রিবৃচ্চূর্ণং মধুধাত্রীফলদ্রবৈঃ ॥ ২ ॥

উর্দ্ধগত অম্লপিত্ত রোগে—বমনকারক এবং অধোগত অম্লপিত্তে-বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। কফ প্রধান অম্লপিত্ত রোগে পলতা ১ তোলা ও নিমপত্র ১ তোলা লইয়া ৩২ তোলা জলে জাল দিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত মদনচূর্ণ, মধু ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া বমনার্থ পান করিতে দিবে এবং বিরেচনার্থ—আমলকী রস ও মধু মিশ্রিত তেউড়ীচূর্ণ সেবন করিতে দিবে ॥ ২ ॥

তিক্তভূয়িষ্ঠমাহারং পানঞ্চাপি প্রকল্পয়েৎ।
যবগোধূমকৃবিত্তিস্তীক্ষ্ণসংস্কারবর্জিতাঃ।
যথাবংলাজশক্তূন বা সীতামধুযুতান্ পিবেৎ।। ৩ ।।

অম্লপিত্তরোগীকে তিক্ত দ্রব্য সহকারে আহার ও পানীয় ব্যবস্থা করিবে। এই রোগে মধুর দ্রব্যের সহিত প্রস্তুত যব ও গোধুমের খাদ্য হিতকর, কিন্তু উক্ত খাদ্যে অধিক পরিমাণে কটু অম্ল ও লবণাদি তীক্ষ্ণদ্রব্য মিশ্রিত করা উচিত নহে। অম্লপিত্ত রোগে খৈ চূর্ণের সহিত মধু ও চিনি মিশ্রিত করিয়া যথাদোষনাশক দ্রব্য সহযোগে সেবন করিতে দিবে॥ ৩ ॥

নিস্তুষযব বৃষধাত্রী কাথস্ত্রিসুগন্ধি মধুযুক্তঃ পীতঃ।
অপনয়ত্যম্লপিত্তং যদি ভুক্তং মুদ্গযূষেণ ॥ ৪ ॥

তুষ রহিত যব, বাসকপত্র ও আমলকী, এই ক্কাথের সহিত দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ চূর্ণ এবং মধু মিশ্রিত করিয়া অম্লপিত্ত-রোগীকে পান করিতে দিবে। মুগের যূষ পথ্য দিবে ॥ ৪ ॥

কফপিত্ত বমি কণ্ডু জ্বর বিস্ফোট দাহহা।
পাচনো দীপনঃ কাথঃ শৃঙ্গবেরপটোলয়োঃ ॥ ৫ ॥

শুঁঠ ও পটোলপত্রের ক্কাথ পান দ্বারা অগ্নি প্রদীপ্ত হয় এবং কফ, পিত্ত, বমি, কণ্ডু, জ্বর, বিস্ফোট ও দাহ নষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

পটোলং নাগরং ধান্যং কাথয়িত্বা জলং পিবেৎ।
কণ্ডুপামার্ত্তিশূলঘ্নং কফপিত্তাগ্নিমান্দ্যজিৎ ॥ ৬ ॥

পটোলপত্র, শুঠ ও ধনের ক্কাথ পান করিলে কণ্ডু, পামা, শূল, কফ, পিত্ত ও অগ্নিমান্দ্য বিদূরিত হয় ॥ ৬ ॥

পটোলবিশ্বামৃতরোহিণীকৃতং
জলং পিবেৎপিত্তকফাশ্রয়েষু।
দাহশূলভ্রমারোচবহ্নিমান্দ্য
জ্বরচ্ছর্দ্দি নিবারণং তৎ॥ ৭ ॥

পটোলপত্র, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও কট্‌কী; ইহাদের ক্কাথ পান করিলে কফ, পিত্ত, শূল, ভ্রম, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, দাহ, জ্বর ও বমি দূর হয় ॥ ৭॥

যবকৃষ্ণা পটোলানাং কাথং ক্ষৌদ্রযুতং পিবেৎ।
নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চারুচিঞ্চ বমনং তথা ॥ ৮ ॥

যব, পিপুল ও পটোলপত্র; এই ক্কাথে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত, অরুচি ও বমি বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

দশাঙ্গঃ।

বাসামৃতা পর্পটক নিম্ব ভূনিম্ব মার্কবৈঃ।
ত্রিফলা কুলকৈঃ কাথঃ সক্ষৌদ্রশ্চাম্লপিত্তহা॥ ৯ ॥

দশাঙ্গ—বাসকছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, নিমছাল, চিরতা, ভীমরাজ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পটোলপত্র; ইহাদের ক্কাথ মধুসহযোগে পান করিলে অম্লপিত্ত নষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

ছিন্নাখদির যষ্ট্যাহ্ব দার্ব্বাম্ভো মধুনা পিবেৎ।
সদ্রাক্ষাভয়াং খাদেৎ সক্ষৌদ্রাং সগুড়াঞ্চ তাম্ ॥১০

গুলঞ্চ, খদিরকাষ্ঠ, যষ্টিমধু ও দারুহরিদ্রা; এই ক্কাথে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অম্লপিত্ত বিনষ্ট হয়। কিস্‌মিস্ ও হরীতকী সমভাগে লইয়া পেষণ পূর্ব্বক উহার সহিত মধু ও পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করিলেও অম্লপিত্ত নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

ছিন্নোদ্ভবা নিম্ব পটোলপত্রং
ফলত্রিকং সুক্কথিতং সুশীতম্।
ক্ষৌদ্রান্বিতং পীতমনেকরূপং
সুদারুণং হন্তি তদম্লপিত্তম্ ॥ ১১ ॥

গুলঞ্চ, নিমছাল, পটোলপত্র, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; এই ক্কাথ মধু সহযোগে পান করিলে অম্লপিত্ত নষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

হিঙ্গু চ কতকফলানি চ চিঞ্চাত্বচো ঘৃতঞ্চ পুটদগ্ধম্।
শময়তি তদম্লপিত্তমন্নভুজো যদি যথোত্তরং দ্বিগুণম্ ॥

হিং ১ তোলা, নির্ম্মলীফল ২ তোলা তেঁতুলছাল ৪ তোলা ও ঘৃত ৮ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া মৃত্তিকা পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক শরাব দ্বারা মুখ আবৃত করতঃ অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া লইবে। ইহা উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

কাস্তপাত্রে বরাকল্কো ব্যুষিতোঽভ্যাসযোগতঃ।
সিতা ক্ষৌদ্রসমাযুক্তঃ কফপিত্তহরঃ স্মৃতঃ ॥ ১৩ ॥

হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে পেষণ পূর্ব্বক উহা দ্বারা কান্তলৌহ নির্ম্মিতপাত্র লেপন করিয়া একরাত্রি রাখিবে, পরে প্রাতে এই ঔষধ চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহা সেবনে পিত্ত ও কফ নষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

পঞ্চনিম্বাদি চূর্ণম্।

একোহংশং পঞ্চনিম্বানাং দ্বিগুণো বৃদ্ধদারকঃ।
শক্তুর্দশগুণো দেয়ঃ শর্করা মধুরীকৃতঃ ॥
শীতেন বারিণা পীতং শূলং পিত্তকফোচ্ছ্রিতম্।
নিহন্তি চূর্ণং সক্ষৌদ্রমম্লপিত্তং সুদারুণম্ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চনিম্বাদি চূর্ণ—নিম্ববৃক্ষের ত্বক্, পত্র, পুষ্প মূল ও ফল, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১ তোলা, বিদ্ধড়ক ২ তোলা এবং যবের ছাতু ১০ তোলা। ইহার সহিত যথাযোগ্য চিনি মিশ্রিত করিয়া সুমিষ্ট করিয়া লইবে। ইহা অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে শীতলজল ও মধুর সহিত সেবন করিলে পিত্তশ্লেষ্মজনিত শূল ও অম্লপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৪ ॥

বাসাঘৃতং তিক্তঘৃতং পিপ্পলীঘৃতমেব চ।
অম্লপিত্তে প্রযোক্তব্যং গুড়কুষ্মাণ্ডকং তথা ॥
পক্তিশূলাপহা-যোগাস্তথা খণ্ডামলক্যপি ॥ ১৫ ॥

অম্লপিত্তরোগে—বাসাঘৃত, তিক্তঘৃত, পিপ্পলী ঘৃত, গুড়কুষ্মাণ্ডক ও খণ্ডামলকী প্রয়োগ করা উচিত ॥ ১৫ ॥

পিপ্পলী মধুসংযুক্তা অম্লপিত্ত-বিনাশিনী।
জম্বীর স্বরসঃ পীতঃ সায়ং হন্ত্যম্লপিত্তকম্ ॥ ১৬ ॥

পিপুল চূর্ণ, মধু সহযোগে সেবন করিলে কিম্বা সায়ংকালে জামীরের রস পান করিলে অম্ল পিত্ত বিনষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

অবিপত্তিকরং চূর্ণম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা মুস্তং বিড়ঞ্চৈব বিড়ঙ্গকম্।
এলাপত্রঞ্চ চূর্ণানি সমভাগানি কারয়েৎ ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং যাবল্লবঙ্গং তৎসমং ভবেৎ।
সর্ব্বচূর্ণ দ্বিগুণিতং ত্রিবৃচ্চূর্ণং প্রদাপয়েৎ ॥
সর্ব্বমেকীকৃতং যাবৎ তাবচ্ছর্করয়ান্বিতম্।
ভোজনাদৌ তথা মধ্যে খাদেন্মাসাষ্টকং শুভম্ ॥
অম্ল পক্তং নিহন্ত্যাশু বিবন্ধং মলমূত্রয়োঃ।
অগ্নিমান্দ্যভবান্ রোগান্ নাশয়েদবিকল্পতঃ ॥
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব সর্ব্ব-দুর্নামনাশনম্।
অবিপত্তিকরং চূর্ণমগস্ত্যবিহিতং শুভম্ ॥ ১৭

অবিপত্তিকর চূর্ণ—শুঠ পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, বিট্‌লবণ, বিড়ঙ্গ এলাইচ ও তেজপত্র ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, লবঙ্গ চূর্ণ ১১ তোলা, তেউড়ী মূল চূর্ণ ৪৪ তোলা ও চিনি ৬৬ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্র মিশ্রিত করিয়া চারি আনা পরিমাণে লইয়া ভোজনের আদিতে ও মধ্যে সেবন করিলে অম্লপিত্ত; মলমূত্ররোধ এবং অগ্নিমান্দ্যজনিত বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

পিপ্পলীখণ্ডঃ।

কণাচূর্ণস্য কুড়বং ঘট্‌পলং হবিষস্তথা।
শতাবরীরসস্যাষ্টৌ পলান্যত্র প্রদাপয়েৎ ॥
খণ্ডপ্রস্থং সমাদায় ক্ষীরপ্রস্থদ্বয়েপচেৎ।
ত্রিজাত-মুস্ত-ধন্যাক-শুণ্ঠী বাংশীদ্বিজীরকম্।
অভয়ামলকঞ্চৈব চূর্ণং দ্বাদশমাষিকম্।
তদর্দ্ধং মরিচং চূর্ণং সারং খদিরমেব চ ॥
পলত্রয়ঞ্চ মধুনঃ শীতীভূতে প্রদাপয়েৎ।
ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত অম্লপিত্ত-নিবৃত্তয়ে ॥
শূলারোচক-হৃল্লাসচ্ছর্দ্দি পিত্তাম্লশূলনুৎ।
অগ্নিসন্দীপনো হৃদ্যঃ খণ্ডপিপ্পলিকো মতঃ ॥ ১৮ ॥

পিপ্পলীখণ্ড—পিপুল চূর্ণ ৩১ তোলা, ঘৃত ৪৮ তোলা, শতমূলীর রস ৬৪ তোলা, চিনি ১২৮ তোলা এবং গব্যদুগ্ধ/৮ সের। এই দ্রব্যগুলি একত্রে যথানিয়মে পাক করিতে থাকিবে, তৎপরে পাক সিদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহাতে দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, মুথা, ধনে, শুঠ, বংশলোচন, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরীতকী ও আমলকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৷৹ তোলা এবং মরিচ ও খদিরসারচূর্ণ প্রত্যেকে ৸৹ আনা এই দ্রব্যগুলি নিক্ষেপ করতঃ উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। পরে শীতল হইলে উহার সহিত ২৪ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, শূল, অরুচি,

হৃল্লাস, বমি, পিত্তশূল ও অম্লশূল বিনষ্ট হয় এবং অত্যন্ত অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

বৃহৎপিপ্পলীখণ্ডঃ।

পিপ্পল্যাঃ কুড়বং চূর্ণং ঘৃতস্য কুড়বদ্বয়ম্।
পলষোড়শিকং খণ্ডাদ্রসে বর্য্যাঃ পলাষ্টকে ॥
পলষোড়শিকে চৈব আমলক্যা-রসস্য চ।
ক্ষীর-প্রস্থদ্বয়ে সাধ্যং লেহীভূতে ততঃ ক্ষিপেৎ।
ত্রিজাতকাভয়াজাজী ধন্যাকং মুস্তকং শুভা।
ধাত্রী চ কার্ষিকং চূর্ণং কর্ষার্দ্ধকাপি জীরকম্॥
কুষ্ঠং নাগরকং নাগং সিদ্ধশীতেঽবচূর্ণিতম্।
জাতীফলং সমরিচং মধুনশ্চ পলত্রয়ম্॥
উপযুঞ্জ্যাৎ ততো ধীমানম্লপিত্ত-নিবৃত্তয়ে।
হৃল্লাসারোচকচ্ছর্দ্দি-শ্বাস-কাসক্ষয়াপহম্॥
অগ্নিসন্দীপনং হৃদ্যং পিপ্পলীখণ্ড-সংজ্ঞিতম্॥ ১৯ ॥

বৃহৎ পিপ্পলীখণ্ড—পিপুল চূর্ণ ৩২ তোলা, ঘৃত /১ সের, চিনি /২ সের, শতমূলীর রস /১ সের, আমলকীর রস /২ সের ও দুগ্ধ /৮ সের। এই দ্রব্যগুলি একত্রে যথানিয়মে পাক করিতে থাকিবে। পরে পাক-সমাপ্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহাতে দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, হরীতকী, কৃষ্ণজীরা, ধনে, মুথা, বংশলোচন ও আমলকী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং জীরা, কুড়, শুঠ ও নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা করিয়া লইয়া নিক্ষেপ করতঃ আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে জাতীফলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ ও মধু; ইহাদের প্রত্যেকের ২৪ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, হৃল্লাস, অরুচি বমি, শ্বাস, কাস ও ক্ষয় নষ্ট হয়। ইহা আগ্নেয় ও হৃদ্য ॥ ১৯ ॥

শুণ্ঠীখণ্ডঃ।

শুণ্ঠীচূর্ণস্য কুড়বং খণ্ডপ্রস্থং সমাবপেৎ।
দত্ত্বা দ্বিকুড়বং সর্পিঃ ক্ষীরপ্রস্থদ্বয়ে পচেৎ ॥
লেহেঽবতারিতে দদ্যাৎ ধাত্রীধান্যকমুস্তকম্।
অজাজী পিপ্পলী বাংশী ত্রিজাতং কারবী শিবা।
ত্রিশাণং মরিচং নাগং যন্মাবস্তু পৃথক্ পৃথক্।
পলত্রয়ঞ্চ মধুনঃ শীতেভূতে প্রদাপয়েৎ ॥
ততো মাত্রাং প্রযুঞ্জীত অম্লপিত্ত-নিবৃত্তয়ে।
শূল-হৃদ্রোগবমনৈরামবাতৈশ্চ পীড়িতঃ ॥ ২০ ॥

শুঠচূর্ণ /।০ সের, চিনি /২ সের, ঘৃত /১ সের ও দুগ্ধ /৮ সের। এই গুলি একত্রে যথানিয়মে পাক করিতে থাকিবে, পরে শেষ পাকের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে আমলকী, ধনে, মুথা, কৃষ্ণজীরা, পিপুল, বংশলোচন, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, কৃষ্ণজীরা ও হরীতকী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১।।০ তোলা এবং মরিচ ও নাগেশ্বর প্রত্যেকের চূর্ণ ৷৵০ আনা। এই দ্রব্য গুলি উহাতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে ২৪ তোলা মধু উহাতে মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে শূল, হৃদ্রোগ, বমন ও আমবাত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ২০ ॥

শতাবরীঘৃতম্।

শতাবরীমূলকল্কং ঘৃতপ্রস্থং পয়ঃ সমম্।
পচেন্মৃদ্বগ্নিনা সম্যক্ ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্ ॥
নাশয়েদম্লপিত্তঞ্চ বাতপিত্তোদ্ভবান্ গদান্।
রক্তপিত্তং তৃষাং মূর্চ্ছাং শ্বাসং সন্তাপমেব চ ॥ ২১ ॥

শতাবরীঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ শতমূলী /১ সের, পাকার্থ-জল /৪ সের ও দুগ্ধ ।৬ সের। এই দ্রব্যগুলি দ্বারা যথানিয়মে মৃদু অগ্নিতে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। ইহা উপযুক্ত পরিমাণে উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে অম্লপিত্ত, বাতপিত্তজন্য রোগ, রক্তপিত্ত, তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, শ্বাস ও গাত্র-সন্তাপ বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

নারায়ণঘৃতম্।

জলৈর্দশগুণৈঃ ক্বাথ্যং পিপ্পলী পলষোড়শঃ।
পাদশেষং হরেৎ ক্বাথং ক্বাথতুল্যং ঘৃতং পচেৎ।
রসপ্রস্থং গুড়ূচ্যাশ্চ ধাত্র্যাঃ ষষ্টিপলং রসম্।
দ্রাক্ষা ধাত্রী পটোলঞ্চ বিশ্বঞ্চ কটুকা বচা ॥
পলপ্রমাণং কল্কঞ্চ দত্ত্বা সর্পিঃ সমুদ্ধরেৎ।
অম্লপিত্তহরং খাদেৎ দাহচ্ছর্দ্দি নিবারণম্ ॥
অসাধ্যং সাধয়েৎ সদ্যো নাম্না নারায়ণং ঘৃতম্ ॥ ২২ ॥

নারায়ণঘৃত—ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ-পিপুল /২ সের, জল /।।০ সের, শেষ /৫ সের। গুল

শ্বের রস /১ সের, আমলকীর রস /৭।৷০ সের কল্কার্থ—কিস্‌মিস্‌ আমলকী, পলতা, শুঠ কট্‌কী ও বচ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা। ইহা উষ্ণ দুগ্ধ সহ উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে অম্ল-পিত্ত দাহ ও বমি বিনষ্ট হয়॥ ২২॥

সিতামণ্ডুরম্।

ধমনবিধিবিশুদ্ধং গোজলে সপ্তবারান্ তরণি-কিরণ-শুষ্কং শ্লক্ষ্মমণ্ডুরচূর্ণম্। বিমলকপলমেকং পঞ্চসংখ্যং-সিতায়া অনবঘৃতপলাষ্টৌ দ্বাষ্টকং গব্যদুগ্ধম্॥ মৃদুদহন-শিখাভির্মন্দমন্দং কটাহে বিগতসলিলশেষং পাচয়েৎ পাকবিজ্ঞঃ। বিতমিতগুড়পাকে কিঞ্চিদুষ্ণেঽবতীর্ণে ক্ষপদি মৃদুমতীক্ষ্ণং চূর্ণিতং দেয়মাশু॥ ত্রিকটুক মধু-কৈলা-যাসবৈড়ঙ্গসারং ত্রিফলগদলবঙ্গং কর্ষমেকৈ-কশশ্চ। তদনু শিশিরকালে দ্বে পলে মাক্ষিকস্য প্রতনু পটনিঘৃষ্টং গালিতং সংপ্রদদ্যাৎ॥ শুভতিথি দিবসাদৌ ভোজনাদৌ নিষেব্যং প্রথমদিবস-মেনং শাণমানং তদূর্দ্ধে। অহরহরনুবৃদ্ধ্যা যাবদক্ষং প্রযোজ্যং হিমকরুরুচিশীতং গব্যদুগ্ধঞ্চ পেয়ম্॥ নিয়তমরমসা-ধ্যাম্লপিত্তোত্থশূলাম্ বমিনিরহসদাহানাহ-মোহ প্রমেহান্ বিবিধরুধিরযোগান্ পিত্তযুক্তানশেষান্ অপহরতি সিতাখ্যো দিব্যমণ্ডুরযোগঃ॥ ২৩॥

সিতামণ্ডুর—৮ তোলা মণ্ডুর অগ্নিতে ৭ বার দগ্ধ করিয়া ৭বার গোমূত্রে নিক্ষেপ পূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করতঃ চূর্ণ করিবে। পরে উক্ত প্রকারে মণ্ডুর চূর্ণ ৮ তোলা, চিনি ৪০ তোলা, পুরাতন ঘৃত ৬৪ তোলা এবং গব্যদুগ্ধ /২ সের। এই গুলি যথানিয়মে মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে। তৎপরে উহার জলীয়াংশ নিঃশেষ হইয়া পাক সমাপ্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামা-ইয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকিতে শুঠ, পিপুল, মরিচ, যষ্টিমধু, ছোটএলাইচ, দুরালভা, বিড়ঙ্গ, হরী-তকী, আমলকী, বহেড়া, কুড় ও লবঙ্গ; ইহা-দের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করতঃ উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া লইবে এবং শীতল হইলে উহার সহিত ১৬ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় গব্য-দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে অম্লপিত্ত, শূল, বমি, দাহ আনাহ, মোহ, প্রমেহ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়॥ ২৩

সৌভাগ্যশুণ্ঠীমোদকঃ।

ত্রিকটু-ত্রিফলা-ভৃঙ্গ জীরকদ্বয় ধান্যকম্।
কুষ্ঠাজমোদা লৌহাভ্রং শৃঙ্গী কট্‌ফল মুস্তকম্।
এলা জাতীফলং মাংসী পত্রং তালীশ কেশরম্
গন্ধমাত্রা শঠী যষ্টি লবঙ্গং রক্তচন্দনম্।
এতানি সমভাগানি শুণ্ঠীচূর্ণন্তু তৎসমম্।
সিতা দ্বিগুণিতা তত্র গব্যক্ষীরং চতুর্গুণম্॥
তোল প্রমাণং দাতব্যং দুগ্ধেনাপি জলেন বা।
অম্লপিত্তং নিহন্ত্যেতদরোচকনিসূদনম্॥
শূলহৃদ্রোগশমনং কণ্ঠদাহং নিযচ্ছতি।
হৃদ্দাহঞ্চ শিরঃশূলং মন্দাগ্নিত্বং বিনাশয়েৎ॥
হৃচ্ছূলপার্শ্বকুক্ষিস্থবস্তিশূলং গুদে রুজম।
বলপুষ্টিকরঞ্চৈব বশীকরণমুত্তমম্॥
বিশেষাদম্লপিত্তঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রং জ্বরং ভ্রমম্।
নিহন্তি নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা॥ ২৪॥

সৌভাগ্যশুণ্ঠিমোদক—শুঠ, পিপুল, মরিচ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুচিনি, জীরা কৃষ্ণজীরা, ধনে, কুড়, বনযমানী, লৌহ, অভ্র কাঁকড়াশৃঙ্গী, কট্‌ফল, মুথা, ছোটএলাইচ, জাতীফল, জটামাংসী, তেজপত্র, তালীশপত্র, নাগেশ্বর, গন্ধমাত্রা, শঠী, যষ্টিমধু, লবঙ্গ ও রক্তচন্দন ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং শুঠ চূর্ণ ২৮ তোলা, চিনি ১১২ তোলা ও গব্যদুগ্ধ ৪৪৮ তোলা। এই দ্রব্যগুলি যথানিয়মে পাক করত মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা জল বা দুগ্ধসহ সেবন করিলে অম্ল পত্ত, হৃদ্রোগ, অগ্নিমান্দ্য, মূত্রকৃচ্ছ্র, অরুচি ও শূলাদি যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা পুষ্টিকর ও বলকারক॥ ২৪॥

অম্লপিত্তান্তকো মোদকঃ।

নাগরস্য কণায়াশ্চ পলান্যষ্টৌ প্রদাপয়েৎ।
গুবাকস্য পলান্যষ্টৌ সর্ব্বমেকত্র কারয়েৎ॥
ঘৃতৎ ক্ষায়ং ততঃপশ্চাৎ প্রস্থংপ্রস্থং প্রদাপয়েৎ।
লবঙ্গং কেশরং কুষ্ঠং যমানী কারবী বচা॥
চন্দনং মধুকং রাস্না দেবদারু ফলত্রিকম্।
পত্রমেলা বরাঙ্গঞ্চ সৈন্ধবং হবুষং শঠী।
মদনং কট্‌ফলং মাংসী গগনং বঙ্গ রূপ্যকম্॥

তালীশং পদ্মকং মূর্ব্বা সমঙ্গা বংশলোচনা।
গ্রন্থিকং শতপুষ্পা চ শতমূলী কুরুণ্টকম্।
জাতীফলং জাতীকোষং কক্কোলমমুদং কণা॥
কর্পূরঞ্চ বিড়ঙ্গঞ্চ অজমোদা বলামৃতা।
মর্কটী ক্ষুরবীজঞ্চ চন্দনং দেবতাড়কম্॥
লৌহং কাংস্যং প্রদাতব্যং কর্ষমাত্রং ভিষগ্বিদা।
অন্যৎ সর্ব্বং কর্ষমাত্রং কর্ষার্দ্ধং স্বর্ণভস্মকম্॥
চতুর্থাতু বিধানেন মারিতং গ্রাহয়েৎ সুধীঃ।
অম্লপিত্তান্তকোহেষ মোদকো মুনিভাষিতঃ॥
বান্তিং মূর্চ্ছাঞ্চ দাহঞ্চ কাসং শ্বাসং ভ্রমং তথা।
বাতজং পিত্তজঞ্চৈব কফজং সান্নিপাতিকম্।
সর্ব্বরোগং নিহন্ত্যাশু প্রমেহং সূতিকাগদম্।
শূলঞ্চ বহ্নিমান্দ্যঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রং গলগ্রহম্॥ ২৫॥

অম্ল-পিত্তান্তক মোদক—শুঠ ৬৪ তোলা পিপুল ৬৪ তোলা, সুপারিচূর্ণ ৬৪ তোলা, ঘৃত /৪ সের এবং দুগ্ধ /৪ সের। পাকসমাপ্তি হইলে লবঙ্গ, নাগেশ্বর কুড়, যমানী, কৃষ্ণ-জীরা, বক, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, রাস্না, দেবদারু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেজপত্র, ছোট-এলাইচ, দারুচিনি সৈন্ধব, ধনে, শঠী, মদন-ফল, কট্‌ফল, জটামাংসী, অভ্র, বঙ্গ, রূপা, তালীশপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, মূর্ব্বা, বরাহক্রান্তা, বংশ-লোচন, পিপুলমূল, শুল্ফা, শতমূলী, পীত ঝাঁটির মূল, জাতীফল, জয়িত্রী, কাঁকোলী, মুথা, পিপুল, কর্পূর, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, বেড়েলা, গুলঞ্চ; আলকুশীবীজ গোক্ষুর, রক্তচন্দন, দেব-দারু, লৌহ ও কাঁসা; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা এবং স্বর্ণভস্ম ১ তোলা। এই সকল দ্রব্য উহাতে নিক্ষেপ করতঃ উত্তম রূপে আলো-ড়ন করিয়া লইবে। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, বমন, মূর্চ্ছা, দাহ, কাস শ্বাস ও ভ্রম প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৫॥

সর্ব্বতোভদ্রলৌহঃ।

লৌহচূর্ণং মৃতং তাম্রমভ্রকঞ্চ পলং পলম্।
শুদ্ধসূতঞ্চ কর্ষৈকং গন্ধকার্দ্ধপলং তথা॥
মাক্ষিকস্তু বিশুদ্ধস্য কর্ষং শুদ্ধা শিলাপয়া।
সার্দ্ধকর্ষং বিশুদ্ধঞ্চ শিলাজতু তথা পরম্॥

গুগ্‌গুলোঃ চাপি কর্ষৈকং শাণমাণং পরস্ত চ।
চূর্ণং বিড়ঙ্গ ভল্লাত-বহ্নি-শ্বেতার্ক-মূলজম্॥
করিকর্ণপলাশঞ্চ তালমূলী পুনর্নবা।
ঘনামৃতা নাগবলা চক্রমর্দ্দক-মুণ্ডিরী॥
ভৃঙ্গ-কেশ শতাবর্য্যো বৃদ্ধদারং কলত্রিকম্।
ত্রিকটুশ্চাপি সর্ব্বেষাং প্রত্যেকঞ্চ নয়েদ্ ভিষক্॥
সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য ঘৃতেন মধুনা সহ।
স্নিগ্ধভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ততঃ কুর্য্যাৎ বিধানবিৎ।
মাসকাদি ক্রমেণৈব লৌহং সর্ব্বরসায়নম্।
অম্লপিত্তং জয়েচ্ছীঘ্রং সর্ব্বোপদ্রবসংযুতম্॥
উদরর্শাংসি সর্ব্বাণি সর্ব্বমেব ভগন্দরম্।
পক্তিশূলঞ্চ শূলঞ্চ তথামং কুক্ষিসম্ভবম্॥
বাতরক্তং তথা কুষ্ঠং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
আমবাতং তথাশোথমগ্নিমান্দ্যং সুদুস্তরম্
কামলাং বাতগুল্মঞ্চ পিড়কা-গর-গৃধ্রসী।
কাসশ্বাসারুচিহরং বৃষ্যমেতদ্ বিশেষতঃ॥
সর্ব্বব্যাধিহরং প্রোক্তং যথেষ্টাহারসেবিনঃ।
যক্ষ্মাণং রক্তপিত্তঞ্চ বাতরোগং বিনাশয়েৎ॥
সংজ্ঞয়া সর্ব্বতোভদ্র-লৌহো রস বরঃ স্মৃতঃ॥ ২৬

সর্ব্বতভদ্রলৌহ—লৌহ, তাম্র ও অভ্র ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, পারদ ১ তোলা গন্ধক ৪ তোলা স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা মনঃশিলা ২ তোলা শিলাজতু ৩ তোলা গুগ্‌গুলু ২ তোলা এবং বিড়ঙ্গ ভেলা চিতামূল, শ্বেত আকন্দেরমূল হস্তিকর্ণ পলাশ মূলের ছাল তালমূলী, পুনর্নবা, মুথা, গুলঞ্চ, গোরক্ষচাকুলে, চাকুন্দেবীজ, মুণ্ডিরী ভীমরাজ, কেশুরিয়া, শতমূলী, বিদ্ধড়ক, হরী-তকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল ও মরিচ; ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা; এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক স্নিগ্ধভাণ্ডে স্থাপন করিবে। ইহা সেবনে অম্ল-পিত্ত, শূল, বমি প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৬॥

পানীয়ভক্তবটী।

অভ্রকং ত্রিফলামুস্তং ত্রিবৃতা চিত্রকং তথা।
প্রত্যেকং কার্ষিকং দদ্যাৎ কর্ষদ্বয়ং তথা।
লৌহাভ্রকবিড়ঙ্গানং দদ্যাৎ কর্ষদ্বয়ং তথা।
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ গুড়ীং কৃত্বা বিধানতঃ॥

তদেকং ভক্ষয়েৎ প্রাতর্ভক্তবারি পিবেদনু।
হন্তি শূলং ত্রিদোষোত্থমম্লপিত্তং বিশেষতঃ॥
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ কুক্ষিবস্তি গুদেরুজম্।
শ্বাসং কাসং তথা কুষ্ঠং গ্রহণীদোষনাশিনী॥ ২৭॥

পানীয়ভক্তবটী—শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, মুথা, তেউড়ী ও চিতামূল; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা, পারদ ১ তোলা গন্ধক ১ তোলা এবং লৌহ, অভ্র ও বিড়ঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। এই দ্রব্যগুলি লইয়া ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ একটি বটিকা প্রাতঃকালে কাঁজিসহ সেবন করিলে অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৭॥

পানীয়ভক্তবটিকা।

কৃষ্ণাভ্র লৌহমল-কুষ্ঠ-বিড়ঙ্গচূর্ণং প্রত্যেকমেকপলিকং বিধিবিদ্ বিধায়। চব্যং কটুত্রয়-ফলত্রয়-কেশরাজ দন্তী পয়োদ-চপলানল-ঘণ্টকর্ণাঃ॥ মস্তনোল্ল শুক্রবৃহতী ত্রিবৃতা সমূর্য্যাবর্ত্তাঃ পুনর্নবিকয়া সহিতস্তথৈবাম্। মূলং প্রতি প্রতিবিশোধিতমক্ষমেকং চূর্ণং তদর্দ্ধ-রসগন্ধকঃ-মেকমত্র॥ কৃষ্ণার্দ্রকীয় রস সংবলিতঞ্চ ভূয়ঃ সংপিষ্য তস্য বটিকা বিধিবদ্ বিধেয়া। হন্ত্যম্লপিত্তমরুচিং গ্রহণীমসাধ্যাং দুর্ণাম-কামল-ভগন্দর শোথগুল্মান্॥ শূলঞ্চ পাকজনিতং সততাগ্নিমান্দ্যং সদ্যঃ করোত্যপচয়ং চিরাষ্টবহ্নেঃ। কুষ্ঠান্নিহন্তি পলিতঞ্চ বলিং প্রবৃদ্ধাং শ্বাসঞ্চ কাসমপি পাণ্ডুগদং নিহন্তি॥ বার্য্যন্ন-মাংস দধি-কাঞ্জিক তক্র-মৎস্যবৃক্ষাম্ল তৈল পরিপক্ক-ভুজো যথেষ্টম্। শৃঙ্গাট-বিল্ব-গুড়-কণ্টকনারিকেল দুগ্ধানি সর্ব্বানিবিদলানি বিবর্জ্জয়েত্তু॥ এষা গ্রহণ্যামপি প্রশস্তা॥ ২৮।

পানীয়ভক্তবটিকা— অভ্র, মণ্ডুর, কুড় ও বিড়ঙ্গ ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং চই, শুঠ, পিপুল, মরিচ, আমলকী, বহেড়া, কেশুরিয়ামূল, দন্তীমূল, মুথা, পিপুল, চিতামূল, ঘেটকোল, মান, ওল, শুক্রবৃহতীর মূল, তেউড়ীমূল, হুড়হুড়ের মূল ও পুনর্নবামূল; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা এবং পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা এই দ্রব্যগুলি একত্রে আদার রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক বটিকা করিবে। জলধৌত অন্ন, মাংস, দধি, ঘোল, মৎস্য, তৈল ও কাঁজি প্রভৃতি সুপথ্য পানিফল, বেল, গুড়, কাঁচড়া, নারিকেল, দুগ্ধ ও সকল প্রকার ডাইল কুপথ্য। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, শূল, অরুচি, গ্রহণী, অর্শ, কামলা ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৮॥

বৃহৎ ক্ষুধাবতী গুড়িকা।

গগনাদ্ দ্বিপলং চূর্ণং লৌহস্য পলমাত্রকম্।
লৌহকিট্ট-পলার্দ্ধঞ্চ সর্ব্বমেকত্র সংস্থিতম্॥
মণ্ডূকপর্ণী-বশির-তালমূলী-রসৈস্তথা।
ভৃঙ্গবল্লী-কেশরাজ কালমারিষজৈরথ
ত্রিফলাভদ্রমুস্তাভিঃ স্থালীপাকাদ্ বিচূর্ণিতম্।
রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং প্রত্যেকং গ্রাহ্যমেকতঃ॥
তম্মস্থ-শিলাখল্লে যত্নতঃ কজ্জলীকৃতম্।
বচা চব্যং যমানী চ জীরকে শতপুষ্পিকা॥
ব্যোষং বিড়ঙ্গং মুস্তঞ্চ গ্রন্থিকং থরমঞ্জরী।
ত্রিবৃতা চিত্রকো দন্তী সূর্য্যাবর্ত্তঃ শীতস্তথা॥
ভৃঙ্গমাণককন্দাশ্চ ঘণ্টকর্ণক এব চ।
দণ্ডোৎপলা কেশরাজ কালী কর্কটকোঽপি চ
এষামর্দ্ধপলং গ্রাহ্যং পটঘৃষ্টং সুচূর্ণিতম্।
প্রত্যেকং ত্রিফলায়াশ্চ পলার্দ্ধং পলমেব চ॥
এতৎ সর্ব্বং সমালোড্য লৌহপাত্রে চ ভাবয়েৎ।
আতপে দণ্ডসংঘৃষ্টমার্দ্রকস্য রসৈস্ত্রিধা॥
তদ্রসেন শিলাপিষ্টাং গুড়িকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
বদরাস্থিমিতাং শুষ্কাং সুনিগুপ্তং নিধাপয়েৎ॥
তৎপ্রাতর্ভোজনাদৌ চ সেবিতং গুড়িকাত্রয়ম্।
অম্লোদকানুপানস্তু হিতং মধুরবর্জ্জিতম্॥
দুগ্ধঞ্চ নারিকেলঞ্চ বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ
ভোজ্যং যথেষ্টমিষ্টঞ্চ বারিভক্তাম্লকাঞ্জিকম্।
হন্ত্যম্লপিত্তং বিবিধং শূলঞ্চ পরিণামজম্।
পাণ্ডুরোগঞ্চ গুল্মঞ্চ শোথোদরগুদাময়ম্॥
যক্ষ্মাণং পঞ্চকাসঞ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
প্লীহানং শ্বাসমানাহমামবাতং স্বরাময়ম্।
গুড়ীক্ষুধাবতী সেয়ং বিখ্যাতা রোগনাশিনী॥ ২৯॥

বৃহৎ ক্ষুধাবতী গুড়িকা—অভ্র ১৬ তোলা, লৌহ ৮ তোলা ও মণ্ডুর চূর্ণ ৪ তোলা একত্র করিয়া থুলকুড়ি, শ্বেতহুড়হুড়ে ও তালমূলী ইহাদের রস ৬৪ তোলা লইয়া উহার সহিত উক্ত দ্রব্যত্রয় মিশ্রিত করিয়া স্থালীপাক করিবে। শত

মুলী, ভীমরাজ, কেশুরিয়া ও কাঁটানটের রসের সহিত দ্বিতীয় স্থালীপাক এবং ত্রিফলা ও মুথার রসের সহিত তৃতীয় স্থালীপাক সমাধা করিয়া চূর্ণ করিবে। তৎপরে পারদ ২ তোলা ও গন্ধক ২ তোলা দ্বারা কজ্জলী করতঃ উক্ত চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া বচ, চই, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুলফা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুথা, পিপুলমূল, আপাংমূল, তেউড়ীমূল, চিতামূল, ., শ্বেত হুড়হুড়ে মূল, ভীমরাজ, মাণ, বনওল, ঘেটুকোল, দ্রোণপুষ্পমূল, কেশুরিয়া কালিয়া কড়ারমূল, কাঁকড়াশৃঙ্গী এবং হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা চূর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত চূর্ণগুলির সহিত লৌহ পাত্রে আদার রস দ্বারা ৩ বার ভাবনা দিয়া কুলের আটির ন্যায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রাতে ও ভোজনের পূর্ব্বে কাঁজির সহিত সেবন করিলে অম্লপিত্ত নানাপ্রকার শূল, পরিণাম শূল ও পাণ্ডুরোগাদি বিনষ্ট হয়। এই ঔষধ সেবনে প্রবৃত্ত হইয়া দুগ্ধ ও নারিকেল পরিত্যাগ করিতে হইবে ॥ ২৯ ॥

স্বল্প ক্ষুধাবতী গুড়িকা।

রসগন্ধকমভ্রাণি যমানী ত্র্যূষণং তথা।
ত্রিফলা শতপুষ্পা চ চবিকা জীরকদ্বয়ম্ ॥
পুনর্নবা বচা দন্তী ত্রিবৃতা ঘণ্টকর্ণকম্।
দণ্ডোৎপলা সারিবে দ্বে চাক্ষমাত্রাণি কারয়েৎ।
মণ্ডুরং দ্বিগুণং দত্ত্বা পেষণীয়ং প্রযত্নতঃ।
আর্দ্রকস্বরসালোড্য গুড়িকাং কারয়েদ্ বুধঃ ॥
প্রত্যহং ভক্ষয়েদেকাং ভক্তবারি পিবেদনু।
বটী ক্ষুধাবতী নাম্না চাম্লপিত্তবিনাশিনী ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং তেজোবৃদ্ধিং বলং তথা।
প্লীহানং শ্বাসমানাহমামবাতং বিনাশয়েৎ ॥
পরিণামভবং শূলং কাসং পঞ্চবিধং তথা।
জগতস্তু হিতার্থায় বাভটেন প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩০ ॥
"অত্র মণ্ডুরভাগদ্বয়ম্।"

স্বল্প ক্ষুধাবতী গুড়িকা—পারদ, গন্ধক, অভ্র যমানী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুলফা, চই, জীরা, কৃষ্ণজীরা, পুনর্নবা, বচ দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, ঘেটুকোলমূল দ্রোণ পুষ্পমূল, শ্যামালতা ও অনন্তমূল, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা এবং মণ্ডুর ৪ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে আদার রস দ্বারা বাটিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। প্রত্যহ একটী করিয়া বটিকা কাঁজির সহিত সেবন করিলে অম্লপিত্ত রোগ নষ্ট হওত অগ্নি প্রদীপ্ত হয় এবং তেজঃ ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

ক্ষুধাবতী গুড়িকা।

রসায়োগন্ধকাভ্রাণি ত্র্যূষণং ত্রিফলা বচা।
যমানী শতপুষ্পা চ চবিকা জীরকদ্বয়ম্।
প্রত্যেকং পলমেষান্তু ঘণ্টকর্ণ পুনর্নবাঃ।
মাণকং গ্রন্থিকং চেন্দ্র-কেশরাজ-সুদর্শনা ॥
দণ্ডোৎপলা ত্রিবৃদ্দন্তী জামাতৃ রক্তচন্দনম্।
ভৃঙ্গাপামার্গ কুলকা মণ্ডুকঞ্চ পলার্দ্ধকম ॥
আর্দ্রকস্বরসেনাথ গুড়িকাং সংপ্রকল্পয়েৎ।
বদরাস্থিসমাং চৈকাং ভক্ষয়িত্বা পিবেদনু ॥
বারিভক্তজলঞ্চৈব প্রাতরুত্থায় মানবঃ।
বটী ক্ষুধাবতী নাম সর্ব্বাজীর্ণবিনাশিনী ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং ভস্মকঞ্চ নিযচ্ছতি।
অম্লপিত্তঞ্চ শূলঞ্চ পরিণামকৃতঞ্চ যৎ ॥
তৎসর্ব্বং শময়ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
মধুরং বর্জ্জয়েদত্র বিশেষাৎ ক্ষীরশর্করে ॥ ৩১ ॥

ক্ষুধাবতী গুড়িকা—পারদ, লৌহ, গন্ধক, অভ্র, শুঠ, পিপুল, মরিচ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বচ, যমানী, শুলফা, চই, জীরা ও কৃষ্ণজীরা, ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, ঘেঁটকোলমূল, পুনর্নবা, মাণ, পিপুলমূল, ইন্দ্রযব, কেশুরিয়া, পদ্মগুলঞ্চ, দ্রোণপুষ্পমূল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, হুড়হুড়ে মূল রক্তচন্দন, ভীমরাজ, আপাংমূল, পটোললতা ও থুলকুড়ি; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া আদার রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক কুলের আঁটির ন্যায় বটিকা করিবে। প্রত্যহ একটী করিয়া বটিকা প্রাতঃকালে কাঁজি কিম্বা জলের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ বিনষ্ট হওতঃ অগ্নি বৃদ্ধি হয় এবং অম্লপিত্ত ও পরিণাম শূল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

লীলাবিলাসঃ।

রসো বলির্ব্যোম রবিশ্চ লৌহং ধাত্র্যাক্ষনীরৈস্ত্রিদিনং বিমর্দ্দং। তদন্নমুষ্টং মৃদুনা করেণ সংবর্দ্ধয়েদস্ত হি বল্লযুগ্মম্॥ হন্ত্যম্লপিত্তং বিবিধপ্রকারং লীলাবিলাসো রসরাজঃ এব। ছর্দ্দিং সশূলাং হৃদয়স্ত দাহং নিবারয়েদেব ন সংশয়োঽত্র॥ দুগ্ধং সকুষ্মাণ্ডরসং সধাত্রী ফলং সমেতং সসিতং ভজেদ্ বা॥ ৩২॥

লীলাবিলাস—পারদ, গন্ধক, অভ্র, তাম্র ও লৌহ; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা পরিমাণে লইয়া আমলকী ও বহেড়ার রসে ৩ দিন মর্দ্দন করতঃ ২রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—দুগ্ধ, কুমড়ার জল ও আমলকীর রস, কিম্বা চিনির জল। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, শূল, বমি ও হৃৎপ্রদাহ বিনষ্ট হয়॥ ৩২॥

অম্লপিত্তান্তকঃ।

মৃতসূতার্কলৌহানাং তুল্যাং পথ্যাং বিমর্দ্দয়েৎ।
মাষমাত্রং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈরম্লপিত্তপ্রশান্তয়ে॥ ৩৩॥

অম্লপিত্তান্তক—রসসিন্দুর, তাম্র ও লৌহ, ইহাদের প্রত্যেক ১ তোলা এবং হরীতকী চূর্ণ ৩ তোলা। এই সমুদায় একত্রে মর্দ্দন করিয়া দুই আনা প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান—মধু। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩৩॥

পঞ্চানন-গুড়িকা

শুদ্ধসূতং পলার্দ্ধঞ্চ তৎসমং শুদ্ধগন্ধকম্।
তয়োস্তুল্যং তাম্রপাত্রং লিপ্ত্বা মুষোদরে ক্ষিপেৎ।
আচ্ছাদ্য পঞ্চলবণৈর্লিপ্ত্বা গজপুটে পচেৎ।
সিদ্ধং তাম্রং সমাদায় পলমেকং বিচূর্ণয়েৎ॥
পারদস্ত পলৈকৈকং গন্ধকস্ত পলং তথা।
পুটদগ্ধস্ত লৌহস্ত গগনস্ত পলং পলম্॥
যমানী শতপুষ্পা চ ত্রিকটু ত্রিফলাপি চ।
ত্রিবৃতা চবিকা দন্তী শিখরী জীরকদ্বয়ম্॥
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈর্বৃদ্ধটকর্ষক মাণকম্।
গ্রন্থিক চিত্রকঞ্চৈব কুলিশানং পলার্দ্ধকম্॥
আর্দ্রক-স্বরসৈঃ পিষ্ট্বা গুড়িকাং মাষসম্মিতাম্॥
পঞ্চাননগুড়ী খ্যাতা সর্ব্বরোগ-বিনাশিনী॥
অম্লপিত্ত মহাব্যাধিনাশিনী চ রসাশনী।
মহাগ্নিকারিকা চৈষা পরিণামব্যথাপহা॥

শোথ-পাণ্ড্বানাহ-প্লীহ-গুল্মোদরাপহা।
গুরু-বৃষ্যান্নপানানি পয়ো মাংসরসা হিতাঃ॥ ৩৪

পঞ্চানন গুড়িকা—বিশুদ্ধ পারদ ৪ তোলা ও গন্ধক ৪ তোলা একত্রে কজ্জলী করিয়া তদ্দ্বারা ৮ তোলা পরিমিত তাম্রপাত্র লেপন করিয়া মুষাভ্যন্তরে নিঃক্ষেপ করতঃ পঞ্চলবণ দ্বারা আবৃত করিয়া গজপুটে পাক করিবে। ইহাতে তাম্র ভস্ম হইবে পরে উক্ত তাম্রচূর্ণ ৮ তোলা, পারদ, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, যমানী, শুলফা, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তেউড়ীমূল চই, দন্তীমূল, আপাংমূল, জীরা ও কৃষ্ণজীরা; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং ঘেঁটুকোলমূল, পিপুলমূল, চিতামূল ও হাড়জোড়ার মূল; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। এই দ্রব্যগুলি আদাররসে বাটিয়া বটিকা করিবে। ইহা দ্বারা অম্লপিত্তাদি রোগ বিনষ্ট হয়। পথ্য—দুগ্ধ ও মাংসের যুষ প্রভৃতি বীর্য্যকর ও গুরুদ্রব্য॥ ৩৪॥

ভাস্করামৃতাভ্রম্।

বাসামৃতা-কেশরাজ-পর্পটী-নিম্ব ভৃঙ্গকম্।
মুণ্ডং বৃশ্চীর-বৃহতী বাট্যালক শতাবরী।
এষাং সর্ব্বৈঃ পলোন্মানৈর্ম্দিতং বিমলাভ্রকম্॥
সহস্রপুটিতং শতাবর্য্যা রসং ক্ষিপেৎ॥
বারম্বাদশকং দত্ত্বা বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্।
ভাস্করামৃত-নামেদমম্লপিত্তং নিযচ্ছতি॥
শূলমম্লদ্রবং শূলং শূলঞ্চ পরিণামজম্।
ছর্দ্দি-হৃল্লাসমরুচিং তৃষ্ণাং কাসঞ্চ দুর্জ্জয়ম্
হৃদ্গ্রহং কামলাং রক্তপিত্তং যক্ষ্মাণমেবচ।
দাহং শোথং ভ্রমং তন্দ্রাং বিস্ফোটং কুষ্ঠমেবচ।
শ্বাসং মূর্চ্ছাঞ্চ মন্দাগ্নি যকৃৎপ্লীহোদরা তথা॥ ৩৫॥

ভাস্করামৃতাভ্র—বাসকছাল, গুলঞ্চ, কেশুরিয়া ক্ষেৎপাপড়া, নিমছাল, ভৃঙ্গরাজ, মুথা, শ্বেতপুনর্নবা, বৃহতী, বেড়েলা ও শতমূলী; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা করিয়া রস লইয়া যথাক্রমে এক একটী দ্রব্যের রসে সহস্র পুটিত অভ্র মর্দ্দন পূর্ব্বক শতমূলীর রসে পুনর্ব্বার ভাবনা দিয়া বটিকা করিবে। ইহা সেবনে অম্লপিত্ত, নানাপ্রকার শূল, বমি এবং অন্যান্য বিবিধ রোগ নষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩৫॥

অথাত্র পথ্যাপথ্য-বিধিঃ।

ঊর্দ্ধগে বমনং পূর্ব্বমধোগে তু বিরেচনম্।
সর্ব্বত্র সম্ভতে পশ্চান্নিরূহশ্চাপি শালয়ঃ॥
যবগোধূম-মুদ্গাশ্চ পুরাণা জাঙ্গলারসাঃ
জলানি তপ্তশীতানি শর্করা মধুশক্তবঃ॥
কর্কোটকং কারবেল্লং পটোলং হিলমোচিকা।
বেত্রাগ্রং বৃদ্ধকুষ্মাণ্ডং রম্ভাপুষ্পঞ্চ বাস্তুকম্॥
কপিত্থং দাড়িমং ধাত্রী তিক্তানি সকলানি চ।
পানান্নানি সমস্তানি কফপিত্তহরাণি চ॥
অম্লপিত্তাময়ে নিত্যং সেবিতব্যানি মানবৈঃ॥ ৩৬॥

ঊর্দ্ধগত অম্লপিত্তে প্রথমে বমন এবং অধোগত অম্লপিত্তে বিরেচন প্রয়োগ করিবে। পরে বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ বিশুদ্ধ হইলে উভয় স্থলেই নিরূহ বস্তি প্রয়োগ করিবে। অম্লপিত্ত-রোগে পুরাতন শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, গোধূম, মুগ, জাঙ্গল প্রাণীর মাংসের যুষ, সিদ্ধকরা শীতল জল, চিনি ও মধুসংযুক্ত ছাতু, বেল, করলা, পটোল, হিঞ্চে, বেতের ডগা, পাকা কুমড়া, মোচা বাস্তুকশাক, কয়েদবেল, দাড়িম, আমলকী এবং সর্ব্ব প্রকার তিক্তদ্রব্যই সুপথ্য॥ ৩৬॥

নবান্নানি বিরুদ্ধানি কফপিত্তকরাণি চ।
বমিবেগং তিলান্ মাষান্ কুলত্থাং-স্তৈল ভক্ষণম্।
অবিদুগ্ধঞ্চ ধান্যম্লং লবনাম্লকটূনি চ।
গুর্ব্বন্নং দধিমদ্যঞ্চ বর্জ্জয়েদম্লপিত্তবান্॥ ৩৭॥

ইতি অম্লপিত্তাধিকারঃ।

নূতন তণ্ডুলের অন্ন, কফপিত্তকারক দ্রব্য, বমির বেগ ধারণ, তিল, মাসকলাই, কুলত্থকলাই, তৈল, মেষীদুগ্ধ, কাঁজি, অধিক লবণ, অম্ল, কটু-দ্রব্য, গুরুপাক দ্রব্য, দধি ও মদ্য; এই সকল দ্রব্য অম্লপিত্ত রোগে কুপথ্য॥ ৩৭॥

ইতি অম্লপিত্তরোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বিসর্পবিস্ফোটাধিকারঃ।

—:*:—

বিরেক-বমনালেপসেচনাসৃগ্বিমোক্ষণৈঃ।
উপাচরেৎ যথাদোষং বিসর্পানবিদাহিভিঃ॥ ১॥

বিসর্প বিস্ফোটরোগের-চিকিৎসা।

বিরেচন, বমন, প্রলেপ, সেচন, রক্তমোক্ষণ ও অবিদাহি অন্নপানাদি বিসর্পরোগে প্রয়োগ করিবে॥ ১॥

পটোল পিচুমর্দ্দাভ্যাং পিপ্পল্যা মদনেন চ।
বিসর্পে বমনং শস্তং তথৈবেন্দ্রযবৈঃ সহ॥ ২॥

পল্‌তা ও নিমছালের কাথের সহিত পিপুল, মদন ফল ও ইন্দ্রযব চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বমন হওত বিসর্প রোগের শান্তি হয়॥ ২

ত্রিফলারস সংযুক্তং সর্পিস্ত্রিবৃতয়া সহ।
প্রয়োক্তব্যং বিরেকার্থং বিসর্পজ্বরশান্তয়ে॥
রসমামলকানাং বা ঘৃতমিশ্রং প্রদাপয়েৎ॥ ৩॥

ত্রিফলার কাথের সহিত ঘৃত ও তেউড়ীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে অথবা আমলকীর রসের সহিত ঘৃত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিরেচন হইয়া বিসর্পরোগ দূরীভূত হয়॥ ৩॥

মুস্তারিষ্টপটোলানাং কাথঃ সর্ব্ববিসর্পনুৎ।
ধাত্রী পটোল-মুদ্গানামথবা ঘৃতসংযুতঃ॥ ৪॥

মুগা, নিমছাল ও পল্‌তার কাথ পান করিলে অথবা আমলকী, পল্‌তা ও মুগের কাথ ঘৃতের সহিত পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিসর্পরোগ দূর হইয়া থাকে॥ ৪

নবকষায় গুগ্‌গুলুঃ।

অমৃত-বৃষ-পটোলং নিম্বকল্কৈরুপেতং ত্রিফলা খদির সারং ব্যাধিঘাতঞ্চ তুল্যম্। কথিতমিদমশেষং গুগ্‌গুলো র্ভাগযুক্তং জয়তি বিষ-বিসর্পান কুষ্ঠমষ্টাদশাখ্যম্॥ ৫॥

নবকষায় গুগ্‌গুল—গুলঞ্চ, বাসকছাল, পল্‌তা নিমপাতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, খদির-সার ও সোন্দাল; ইহাদের কাথের সহিত গুগ-

গুলু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বিসর্প ও অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

অমৃতাদি কষায়ঃ।

অমৃত-বৃষ-পটোলং মুস্তকং সপ্তপর্ণং খদিরমসিতপত্রং নিম্বপত্রং হরিদ্রে। বিবিধবিষ বিসর্পান-কুষ্ঠ-বিস্ফোট কণ্ডূরপনয়তি মসূরীং শীতপিত্তং জ্বরঞ্চ।

বিসর্প-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অমৃতাদি কষায়—গুলঞ্চ, বাসকছাল, পলতা মুথা, ছাতিমছাল, খদিরকাষ্ঠ, কালিয়ালতার মূল নিমপাতা, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; ইহাদের কাথের সহিত গুগ্‌গুলু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বিসর্প ও কুষ্ঠাদি রোগ নাশ হয় ॥ ৬ ॥

ইতি বিসর্প চিকিৎসা সমাপ্ত।

বিস্ফোট-চিকিৎসামাহ।

—:*:—

পটোলামৃত-ভূনিম্ব-বাসকারিষ্ট-পর্পটৈঃ।
খদিরাব্দযুতৈঃ কাথো বিস্ফোটার্ত্তিজ্বরাপহঃ ॥ ১ ॥

বিস্ফোট চিকিৎসা।

পলতা, গুলঞ্চ, চিরতা, বাসকছাল, নিমছাল ক্ষেত্‌পাপড়া, খদিরকাষ্ঠ ও মুথা; ইহাদের কাথ পান করিলে বিস্ফোট, বেদনা ও জ্বর বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

পটোলত্রিফলারিষ্টগুড়ূচীমুস্তচন্দনৈঃ।
সমূর্ব্বা রোহিণী পাঠা রজনী সদুরালভা ॥
কষায়ং পায়য়েদেতৎ শ্লেষ্মপিত্তজ্বরাপহম্।
কণ্ডূত্বক্‌দোষবিস্ফোটবিষবিসর্পনাশনম্ ॥ ২ ॥

পলতা, ত্রিফলা, নিমছাল, গুলঞ্চ, মুথা, রক্তচন্দন, মূর্ব্বা, কটুকি, আকনাদি, হরিদ্রা ও দুরালভা; ইহাদের কাথ পান করিলে বিসর্প, বিস্ফোট, কণ্ডূ, চর্ম্মদোষ ও জ্বর বিনষ্ট হয় ॥ ২ ॥

বৃষাদ্যং ঘৃতম্।

বৃষখদিরপটোলপত্রনিম্বত্বগমৃতামলকীকষায় কল্কৈঃ।
ঘৃতমভিনবমেতদাশুপক্বং জয়তি বিসর্পগদান্ সকুষ্ঠগুল্মান্॥

বৃষাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ—বাসকপত্র, খদিরকাষ্ঠ, পলতা, নিমছাল, গুলঞ্চ ও আমলকী; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—বাসকপত্র, খদিরকাষ্ঠ, পলতা, নিমছাল, গুলঞ্চ ও আমলকী; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত /১ সের। এই ঘৃত উষ্ণদুগ্ধসহ পান করিলে বিসর্প বিস্ফোট, কুষ্ঠ ও গুল্ম নষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

পঞ্চতিক্ত-ঘৃতম্।

পটোল-সপ্তচ্ছদ নিম্ব-বাসা-ফলত্রিকচ্ছিন্নরুহা-বিকম্। তৎপঞ্চতিক্তং ঘৃতমাশুহন্তি ত্রিদোষবিস্ফোটবিকণ্ডূঃ ॥ ৪ ॥

ইতি বিসর্প-বিস্ফোটাধিকারঃ।

[পঞ্চতি]ক্ত ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ—পলতা, ছাতিমছাল, নিমছাল, বাসকছাল ও গুলঞ্চ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। কল্কার্থ—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত /১ সের। ইহা উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে সর্ব্বপ্রকার বিস্ফোট, বিসর্প ও কণ্ডূ নষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

ইতি বিস্ফোট চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ মসূরিকারোগাধিকারঃ।

—:*:—

চৈত্রাসিতভূত-দিনে রক্তপতাকান্বিতা মূহীভবনে।
ধবলীকৃতকলসে ন্যস্তা পাপরোগং দূরতো ধত্তে ॥ ১ ॥

মসূরিকা-রোগের-চিকিৎসা।

চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে শুভ্রবর্ণ কলসোপরি রক্তবস্ত্রের পতাকাযুক্ত সিজবৃক্ষের শাখা স্থাপন করিলে মসূরিকা রোগ দূর হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

নারীণাং বামপার্শ্বস্থং নরাণাং দক্ষিণে তথা।
পাপরোগভয়ং দূরাৎ শিরাস্থি বিনিবারয়েৎ ॥ ২ ॥

স্ত্রীলোকেরা বামপার্শ্বে এবং পুরুষেরা দক্ষিণ-পার্শ্বে হরীতকীর বীজ কিম্বা শৃগালাস্থি ধারণ করিলে বসন্তরোগের ভয় নিবারিত হয়॥ ২॥

জ্বরে জাতে স্পৃহেন্নাম্বু তিষ্ঠেন্নির্ব্বাতবেশ্মনি।
ম্রক্ষয়েদ্ বিজয়াচূর্ণৈর্গাত্রং বস্ত্রেণ বন্ধয়েৎ॥ ৩॥

বসন্তরোগে জ্বর জন্মিলে জল স্পর্শ করিতে দিবে না এবং রোগীকে বায়ুশূন্য গৃহে রাখিবে ও গাত্রে সিদ্ধিচূর্ণ মালিষ করাইয়া শরীর বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করিয়া রাখিবে॥ ৩॥

রুদ্রাক্ষং মরিচৈর্যুক্তং পীতং পর্য্যুসিতাম্ভসা।
ত্র্যহাৎ পাপরুজং হন্তি দৃষ্টং বারসহস্রশঃ॥ ৪॥

রুদ্রাক্ষচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ একত্রে বাসি জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তিন দিবসে বসন্তরোগ নিবারিত হয়॥ ৪॥

সর্ব্বাসাং বমনং পথ্যং পটোলারিষ্ট-বৎসকৈঃ।
কষায়ৈশ্চ বচা বৎস যষ্ট্যাহ্বফলকল্কিতৈঃ॥ ৫

পটোলপত্র, নিম্বপত্র ও ইন্দ্রযব; ইহাদের ক্বাথের সহিত বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু ও মদন-ফল; এই সমুদায় একত্রে বাটিয়া মিশ্রিত করিয়া পান করিলে বমন হওত রোগের শান্তি হইয়া থাকে॥ ৫॥

সক্ষৌদ্রং পায়য়েদ্‌ব্রহ্মা রসং বা হৈলমোচিকম্।
বান্তস্য রেচনং দেয়ং শমনং চাবলে নরে॥ ৬॥

ব্রহ্মীশাকের রস কিম্বা হিঞ্চেশাকের রস মধুর সহিত পান করিয়া বমন হইলে বসন্ত রোগের শান্তি হয়। এই সকল দ্বারা বসন্তরোগীকে বমন করাইয়া পশ্চাৎ বিরেচক ঔষধ প্রদান করিবে। কিন্তু দুর্ব্বল রোগীকে বিরেচক ঔষধের পরিবর্ত্তে সংশমন ঔষধ প্রদান করিবে॥ ৬॥

সুষবীপত্রনির্য্যাসং হরিদ্রাচূর্ণসংযুতম্।
রোমান্তীজ্বর-বিস্ফোট-মসূরী-শান্তয়ে পিবেৎ॥ ৭॥

করলাপাতার রসের সহিত হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিলে হামজ্বর, বিস্ফোট ও বসন্ত-রোগের শান্তি হয়॥ ৭॥

বা।

বিধিগৃহীতং জ্যেষ্ঠাম্বু পীতং হন্তি মসূরিকাম্॥ ৮॥

উষ্ট্রকণ্টকমূল কিম্বা অনন্তমূল, তণ্ডুলজলে বাটিয়া পান করিলে বসন্তরোগ নষ্ট হয়॥ ৮॥

তদ্বৎ শৃগালকণ্টক-মূলঞ্চ ব্যুষিতাম্ভসা।
নিশাচিঞ্চাচ্ছদে শীতবারি পীতং তথৈব চ॥
ব্যুষিতাম্বুনা মরিচং পিবেৎ পীতকপর্দ্দকম্॥ ৯॥

শেয়ালকাঁটারমূল, বাসি জলের সহিত এবং মরিচ ও পীতকড়ি চূর্ণ বাসি জলের সহিত সেবন করিলে বসন্তরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৯॥

যাবৎ সংখ্যা মসূর্য্যঙ্গে তাবন্তি শৈলুজৈদলৈঃ।
ছিন্নৈর্বাতুরনাম্না তু গুড়ী বেত্তি ন বর্দ্ধতে॥ ১০॥

বসন্তরোগীর গাত্রস্থ বসন্ত গণনা করিয়া যত হইবে ততগুলি নিসিন্দা বৃক্ষের পত্র গ্রহণ করিয়া রোগীর নামাক্ষর সংখ্যানুসারে উহার এক একটী পত্রকে ততখণ্ড করিবে; এই প্রক্রিয়ায় বসন্তের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় না॥ ১০॥

ব্যুষিতং বারি সক্ষৌদ্রং পীতংদাহ গুড়ীহরম্॥ ১১॥

পর্য্যুসিত জল ও মধু একত্রে পান করিলে বসন্তের গুটী ও তজ্জনিত দাহ নষ্ট হয়॥ ১১॥

তর্পণং বাতজাষাং প্রাক্ লাজচূর্ণৈঃ সশর্করৈঃ।
ভোজনং তিক্তযুষৈশ্চ প্রতুদান রসেন বা॥ ১২॥

বাতজবসন্তরোগে, রোগীকে চিনিসহ খৈ চূর্ণ সেবন করিতে দিবে এবং তিক্ত দ্রব্যকৃত যুষ ও পারাবতাদি পক্ষীর মাংসের যুষ মাখিয়া অন্ন ভোজন করিতে দিবে॥ ১২॥

পটোলাদিঃ।

পটোল কুণ্ডলী-মুস্ত বৃষধন্বযবাসকৈঃ।
ভূনিম্ব নিম্বকটুকা পর্পটৈশ্চ শৃতং জলম্॥
মসূরীং শময়েদামাং পক্কঞ্চৈব বিশোষয়েৎ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্ বিস্ফোট জ্বর শান্তয়ে।

পটোলাদি—পটোলপত্র, গুলঞ্চ, মুথা, বাসক-ছাল, দুরালভা, চিরতা, নিমছাল, কট্কী ও ক্ষেতপাপড়া; ইহাদের ক্বাথ পানে অপক্ক বসন্ত প্রশমিত ও পক্কবসন্ত শুষ্ক হয় এবং বিস্ফোট ও তজ্জনিত জ্বরের শান্তি হইয়া থাকে॥ ১৩॥

অমৃতাদিঃ।

অমৃতাদি-কষায়ঞ্চ বিসর্পোক্তং প্রযোজয়েৎ॥ ১৪॥

অমৃতাদি—বিসর্পরোগোক্ত অমৃতাদি কাথ সেবনে বসন্তরোগ দূর হয় ॥ ১৪ ॥

সৌবীরেণ তু সংপিষ্টং মাতুলুঙ্গস্য কেশরম্।
প্রলেপাৎ পাতয়ত্যাশু দাহকাশু নিযচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

ছোলঙ্গ লেবুর কেশর কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বসন্তরোগ ও তজ্জনিত দাহ বিনাশ হয় ॥ ১৫ ॥

পাদদাহং প্রকুরুতে পিড়কা পাদসম্ভবা।
তত্র সেকং প্রশংসন্তি বহুশস্তণ্ডুলাম্বুনা ॥ ১৬ ॥

পদে বসন্ত উৎপন্ন হইয়া দাহ জন্মিলে, তণ্ডুল জল সেবনে উপকার হয় ॥ ১৬ ॥

পাককালে তু সর্ব্বাস্তা বিশোষয়তি মারুতঃ।
তস্মাৎ সংবৃংহণং কার্য্যং নতু পথ্যং বিশোষণম্ ॥ ১৭

বসন্ত পাকিলে বায়ু কর্তৃক শুষ্ক হইতে থাকে সুতরাং ঐ সময়ে বায়ু প্রশমনার্থে রোগীকে রসাদি ধাতুর পুষ্টিজনক আহার ব্যবস্থা করিবে ॥ ১৭ ॥

গুড়ূচীং মধুকং দ্রাক্ষাং মোরটং দাড়িমৈঃ সহ।
পাককালে তু দাতব্যং ভোজনং গুড়সংযুতম্ ॥
তেন পাকং ব্রজত্যাশু ন চ বায়ু প্রকুপ্যতি ॥ ১৮ ॥

বসন্ত পাকিবার উপক্রম হইলে গুলঞ্চ, যষ্টি মধু, কিস্‌মিস্‌, ইক্ষুমূল ও দাড়িমফলের কাথের সহিত পুরাতন গুড় মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে বসন্ত শীঘ্র পাকে এবং বায়ু কুপিত হয় না ॥ ১৮ ॥

লিহেদ্ বা বাদরং চূর্ণং পাচনার্থং গুড়েন তু।
অনেনাশু বিপচ্যন্তে বাতপিত্তকফাত্মিকাঃ ॥ ১৯ ॥

কুলবীজের শাসচূর্ণ, পুরাতন গুড়সহ ভক্ষণ করিলে ত্রিদোষজনিত বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে জানিবে ॥ ১৯ ॥

শূলাধ্মানপরীতস্য কম্পমানস্য বায়ুনা।
ধন্বমাংসরসাঃ শস্তা ঈষৎসৈন্ধবসংযুতাঃ ॥ ২০ ॥

বসন্তরোগে বায়ু কর্তৃক রোগীর শূল, উদরাধ্মান ও কম্প উপস্থিত হইলে, জাঙ্গল পক্ষীর মাংসের যূষ, লবণের সহিত ভোজন করিতে দিবে ॥ ২০ ॥

পিবেদম্বুগুণীতং ভাবিতং খদিরাশনৈঃ।
শৌচে বারি প্রযুঞ্জীত গায়ত্রী বহুবারজম্ ॥ ২১ ॥

খদিরকাষ্ঠ ১ তোলা ও পীতশাল ১ তোলা, পাকার্থ—জল ॥৴৪ সের, শেষ ॥৴২ সের। এই জল শীতল হইলে পিপাসিত বসন্তরোগীকে পান করিতে দিবে এবং শৌচার্থে খদিরকাষ্ঠ ও নিসিন্দা বৃক্ষের পত্র জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল প্রদান করিবে ॥ ২১ ॥

জাতীপত্রং সমঞ্জিষ্ঠং দার্ব্বী পুগফলং শমী।
ধাত্রীফলং সমধুকং ক্বথিতং মধুসংযুতম্ ॥
মুখরোগে কণ্ঠরোগে গণ্ডুষার্থং প্রশস্যতে ॥ ২২ ॥

জাতীফল, মঞ্জিষ্ঠ, দারুহরিদ্রা, সুপারি ঝাউবৃক্ষের ছাল, আমলকী ও যষ্টিমধু; এই সমস্তের কাথের সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া মুখরোগে এবং কণ্ঠরোগে গণ্ডুষার্থ প্রদান করিতে দিবে ॥ ২২ ॥

অক্ষ্ণোঃ সেকং প্রশংসন্তি গবেধু-মধুকাম্বুনা ॥ ২৩ ॥

গুলঞ্চ ও যষ্টিমধু একত্রে বাটিয়া বস্ত্রখণ্ডে বান্ধিয়া পুটলী করিবে, পরে নিষ্পীড়ন করতঃ উহার রস বসন্তরোগীর চক্ষুতে সেচন করিতে দিবে ॥ ২৩ ॥

পঞ্চবল্কল-চূর্ণেন ক্লেদিনীমবচূর্ণয়েৎ।
ভস্মনা কেচিদিচ্ছন্তি কেচিদ্‌গোময়রেণুনা ॥
ক্রিমিপাতভয়াচ্চাপি ধূপয়েৎ সরলাদিভিঃ।
বেদনা-দাহ শান্ত্যর্থং ব্রতনাঞ্চ বিশুদ্ধয়ে ॥ ২৪ ॥

ক্লেদযুক্ত বসন্তে, পঞ্চবল্কলের চূর্ণ সংলগ্ন করিয়া দিবে, এতদ্‌ব্যতীত গোময়ভস্ম বা শুষ্ক গোময়চূর্ণ ও দেওয়া যাইতে পারে। সরলকাষ্ঠ অগুরু ও গুগ্‌গুল প্রভৃতি দগ্ধ করিয়া ধূম প্রদান করিলে বসন্তজনিত ব্রণে ক্রিমি হয় না এবং বেদনা ও দাহ প্রশমিত হওত ব্রণ হইতে পুঁযাদি স্রাব হইয়া বিশুদ্ধ হয় ॥ ২৪ ॥

সগুগ্‌গুলুং বরাকাথং যুঞ্জ্যাদ্‌ বা খদিরাষ্টকম্ ॥
কৃষ্ণাভয়ারজো লিহ্যান্মধুনা কণ্ঠশুদ্ধয়ে ॥
তথাষ্টাঙ্গাবলেহশ্চ কবলশ্চাদ্র কাদিভিঃ ॥ ২৫ ॥

ত্রিফলার ক্বাথের সহিত গুগগুলু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অথবা খদিরাষ্টক পাচন পান করিলে বা পিপুলচূর্ণ ও হরীতকী চূর্ণ একত্রে মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে কণ্ঠদেশ পরিষ্কৃত হয়। জ্বরচিকিৎসোক্ত অষ্টাঙ্গাবলেহ ভক্ষণ এবং আদা প্রভৃতি দ্বারা কবল গ্রহণ করিলেও কণ্ঠ পরিষ্কার হয়॥ ২৫॥

পঞ্চতিক্তং প্রযুঞ্জীত পানাভ্যঞ্জন ভোজনৈঃ।
কুর্য্যাদ্ ব্রণবিধানঞ্চ তৈলাদীন্ বর্জয়েচ্চিরম্॥ ২৬॥

পান, মর্দ্দন ও ভোজনার্থ কুষ্ঠরোগোক্ত পঞ্চ তিক্ত ঘৃত ব্যবস্থা করিবে এবং ব্রণ রোগের চিকিৎসার নিয়মানুসারে চিকিৎসা করিবে। এই রোগে তৈলাদি সর্ব্বদা বর্জ্জনীয়॥ ২৬॥

ঘণ্টাকর্ণং শিবং গৌরীং বিপ্রং বিষ্ণুং চ পূজয়েৎ।
আচরেজ্জপ হোমাদীন্ ব্রতং রোগহরং তথা॥ ২৭॥

এই রোগে ঘণ্টাকর্ণ, শিব, দুর্গা, বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণের পূজা এবং জপহোমাদি ও বসন্তরোগ নাশক ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে॥ ২৭॥

অগদানি বিষঘ্নানি রত্নানি বিবিধানি চ।
ধারয়েদ্ বাচয়েচ্চাপি বৈনতেয়স্য সংহিতাম্॥ ২৮॥

এই রোগে বিষঘ্ন ঔষধ প্রয়োগ ও বিবিধ রত্ন ধারণ এবং গরুড় সংহিতা পাঠ করিবে॥ ২৮॥

তেষু দুষ্টব্রণেষ্বেব জলৌকাভিহ রেদসৃক্।
ব্রণশোধহরং যোগমাচরেত্তৎপ্রশান্তয়ে॥ ২৯॥

এই রোগে দুষ্টব্রণ হইতে জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে এবং ব্রণশোধনাশক চিকিৎসা করিবে॥ ২৯॥

বিষঘ্নৈঃ সিদ্ধমন্ত্রৈশ্চ প্রযুঞ্জ্যাত্তু পুনঃ পুনঃ।
ভক্ত্যা পঠেৎ পাঠয়েচ্চ শীতলায়াঃ স্তবংশুভম্॥ ৩০॥
ইতি মসূরিকারোগাধিকারঃ।

এই রোগে বিষঘ্নসিদ্ধমন্ত্র প্রয়োগ এবং ভক্তি-সহকারে শীতলার স্তব পঠন ও পাঠন এবং পুনঃ পুনঃ ব্রণ পরিমার্জ্জন করিবে॥ ৩০॥

ইতি মসূরিকা-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ।

—:*:—

তত্রাজগল্লিকামামাং জলৌকাভিরুপাচরেৎ।
শুক্তি সৌরাষ্ট্রিকা ক্ষারৈর্লেপয়েচ্চ মুহুর্মুহুঃ।
নবীন কণ্টকার্য্যাশ্চ কণ্টকৈর্বেধমাত্রতঃ।
কিমাশ্চর্য্যং বিপচ্যাশু প্রশাম্যত্যজগল্লিকাঃ॥ ১॥

ক্ষুদ্ররোগের-চিকিৎসা।

অজগল্লিকা (আঁচিল) রোগের অপক্কাবস্থায় জলৌকাদ্বারা রক্ত মোক্ষণ করা কর্ত্তব্য, পরে শুক্তিভস্ম, সৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা ও যবক্ষার একত্র পেষণ করিয়া পুনঃ পুনঃ লেপন করিবে। নূতন কণ্টকারী বৃক্ষের কণ্টকদ্বারা অজগল্লিকা বিদ্ধ করিলেও উহা পাকিয়া আশু প্রশমিত হয়॥ ১॥

বৃষমূল বিশালাভ্যাং লেপো হন্ত্যজগল্লিকাম্।
কঠিনাং ক্ষারযোগৈশ্চ দ্রাবয়েদজগল্লিকাম্॥
শ্লেষ্মবিদ্রধিকল্পেন জয়েদনুশয়ীং ভিষক্।
বিবৃতামিন্দ্রবিদ্ধাঞ্চ গর্দ্দভীং জালগর্দ্দভম্॥
ইরিবেল্লি গন্ধমালাং জয়েৎ পিত্তবিসর্পবৎ।
মধুরৌষধসিদ্ধেন সর্পিষা শময়েদ্‌ব্রণম্॥ ২॥

বাসকমূল ও রাখালশসার মূল একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অজগল্লিকা রোগ নষ্ট হয়। অজগল্লিকা অত্যন্ত কঠিন হইলে ক্ষার সংযুক্ত ঔষধ সাহায্যে দ্রব করিবে। কফজ বিদ্রধির চিকিৎসার নিয়মানুসারে অনুশয়ী নামক ক্ষুদ্র-রোগের চিকিৎসা করিবে। পিত্তজ বিসর্পের চিকিৎসার ন্যায় বিবৃতা, ইন্দ্রবিদ্ধা, গর্দ্দভী জাল-গর্দ্দভ, ইরিবেল্লিকা ও গন্ধমালা রোগের চিকিৎসা করিবে। কাকোল্যাদি গণোক্ত দ্রব্য সহযোগে ঘৃত পাক করতঃ তদ্দ্বারা ব্রণের চিকিৎসা করিবে॥ ২॥

রক্তাবসেকৈ কর্ব্বহুভিঃ স্বেদনৈরূপতর্পণৈঃ।
জয়েদ্ বিদারিকাং লেপৈঃ শস্ত্রেণৈব ক্রমোক্তবৈঃ
পনসিকাং কচ্ছপিকাবনেন বিধেন ভিষক্।
সাধয়েৎ কঠিনাত্মান্ শোথান্ দোষসমুত্থান্॥

অন্ত্রালজীং কচ্ছপিকাং তথা পাষাণগর্দ্দভম্।
সুরদারু-শিলাকুষ্ঠৈঃ স্বেদয়িত্বা প্রলেপয়েৎ ॥
কফ-বাতক্ত-শোথঘ্নো লেপঃ পাষাণগর্দ্দভে ॥ ৩ ॥

অল্প পরিমাণে রক্তমোক্ষণ, সেক ও অপতর্পণাদি ক্রিয়াদ্বারা এবং সজিনাছাল ও দেবদারুর প্রলেপ দ্বারা বিদারিকা রোগের চিকিৎসা করিবে এবং এইরূপে পনসিকা ও কচ্ছপিকা রোগেরও চিকিৎসা করিবে। শোথ সংযুক্ত অন্ত্রালজী. কচ্ছপিকা ও পাষাণগর্দ্দভরোগের চিকিৎসাও উক্ত নিয়মে করিবে। এতদ্ভিন্ন দেবদারু, মনঃশিলা ও কুড় সমভাগে একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিবে। পাষাণগর্দ্দভ রোগে বাতশ্লৈষ্মিক শোথনাশক প্রলেপ দিবে ॥ ৩ ॥

শস্ত্রেণোদ্ধৃত্য বল্মীকংক্ষারাগ্নিভ্যাং প্রসাধয়েৎ।
মনঃশিলাল-ভল্লাত-সূক্ষ্মৈলাগুরুচন্দনৈঃ ॥
জাতীপল্লবকল্কৈশ্চ নিম্বতৈলং বিপাচয়েৎ।
বল্মীকং নাশয়েত্তদ্ধি বহুচ্ছিদ্রং বহুস্রবম্ ॥
সশোথং ব্রণগন্ধঞ্চ প্রবৃদ্ধং মর্ম্মসু স্থিতম্।
হস্তপাদস্থিতঞ্চাপি বল্মীকং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ ৪ ॥

বাল্মীকরোগ অস্ত্রদ্বারা উদ্ধৃত করিয়া ক্ষার অগ্নি প্রয়োগ করিবে এবং মনঃশিলা, হরিতাল, ভেলা, ছোট এলাইচ, অগুরু, রক্তচন্দন ও জাতীপত্র; এই দ্রব্যগুলির কল্কদ্বারা নিমের তৈল পাক করিয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিবে। এই তৈল মর্দ্দনে বহুচ্ছিদ্র বহু পুঁয বিশিষ্ট বল্মীক বিনষ্ট হয়। শোথযুক্ত, দুর্গন্ধবিশিষ্ট, মর্ম্মস্থানজাত, হস্ত ও পদস্থিত বল্মীক অসাধ্য রোগ ॥ ৪

পাদদারীষু চ শিরাং বেধয়েত্তলশোধিনীম্।
স্নেহস্বেদোপপন্নৌতু পাদৌ চালেপয়েন্মুহুঃ ॥
মধূচ্ছিষ্টবসা-মজ্জাঘৃতক্ষারৈর্বিমিশ্রয়েৎ ॥
গুড়লবণঘৃতং চেঞ্চিঞ্চিড়ী যুক্তমেতদ্
দ্বিগুণমিহ বিদধ্যান্মূত্রমেকত্র কৃত্বা।
দিন কতিচিদথেদং কিঞ্চিদাশোষ্য লেপাৎ
স্ফুটিতপদতলং স্যাৎ পদ্মপত্রাভমাশু ॥ ৫ ॥

পাদদারী রোগে—পদতলের শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে। পরে স্নিগ্ধ সেক প্রদান করিয়া মোম, বসা, মজ্জা, ঘৃত ও ক্ষার দ্বারা প্রলেপ দিবে। গুড়, সৈন্ধবলবণ, ঘৃত ও তেঁতুল ছাল; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং গোমূত্র ৪ তোলা একত্রে বাটিয়া রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া প্রলেপ দিলে পাদস্ফুটন রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

সর্জ্জাখ্যসিন্ধূত্থবয়োশ্চূর্ণং মধুঘৃতাপ্লুতম্।
নির্মথ্য কটুতৈলাক্তং হিতং পাদপ্রমার্জ্জনম্ ॥ ৬ ॥

ধূনা ও সৈন্ধবলবণ চূর্ণ, ঘৃত ও কটুতৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া মালিষ করিলে পাদদারী রোগ বিদূরিত হয় ॥ ৬ ॥

উপোদিকা-ক্ষার-তৈলম্।

উপোদিকা-সর্ষপ-নিম্বমোচকর্কারুকৈর্ব্বারুকভস্মতোয়ে তৈলং বিপক্বং লবণং সকল্কং যৎ পাদদারীং বিনিহন্তি শীঘ্রম্। ৭ ॥

উপোদিকা ক্ষার তৈল—তৈল /৪ সের। পুঁইডাটা, শ্বেতসর্ষপ, নিমছাল, কলারমোচা, কুমড়া ও কাঁকুড়েরডাটা; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া অন্তধূমে দগ্ধ করতঃউক্ত দগ্ধীকৃত ভস্ম দ্বারা ক্ষার জল প্রস্তুত করিবে। এই ক্ষারজল ।৬ সের এবং সৈন্ধব লবণ /১ সের তৈলে প্রদান করিয়া জ্বাল দিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দনে পাদদারী রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

অলসেঽম্লৈশ্চিরং সিক্তৌ চরণৌ পরিলেপয়েৎ
পটোলারিষ্ট-কাসীসত্রিফলাভি র্মুহুর্মুহুঃ ॥ ৮ ॥

অলসরোগে পাদদ্বয় কাঁজিতে কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া, তৎপরে পলতা নিমপাতা, হীরাকস, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া, এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্রে বাটিয়া পুনঃ পুনঃ প্রলেপ দিবে ॥ ৮ ॥

করঞ্জবীজং রজনীকাসীসং মধুকং মধু।
রোচনা হরিতালঞ্চ লেপোঽয়মলসে হিতঃ ॥ ৯ ॥

করঞ্জবীজ, হরিদ্রা, হীরাকস, যষ্টিমধু, মধু, গোরোচনা ও হরিতাল; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে অলস রোগে উপকার দর্শে ॥ ৯ ॥

লাক্ষাভয়ারসালেপঃ কার্য্যং রক্তস্য মোক্ষণম্।
বৃহতীরসসিদ্ধেন তৈলেনাভ্যঙ্গবুদ্ধিমান্॥
শিলারোচনকাসীস-চূর্ণৈর্ব্বা প্রতিসারয়েৎ॥ ১০॥

অলস রোগে লাক্ষা, হরীতকী ও গন্ধরস পেষণ করিয়া লেপন এবং রক্তমোক্ষণ করিবে। কন্টকারীর রসে তৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করতঃ পশ্চাৎ মনঃশিলা, গোরোচনা ও হীরাকসচূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিলেও অলস রোগের উপশম হয়॥ ১০॥

দহেৎ কদরমুদ্ধৃত্য তৈলেন দহনেন বা॥ ১১॥

কদর রোগ শস্ত্র দ্বারা উদ্ধৃত করিয়া উত্তপ্ত তৈল বা অগ্নি দ্বারা ঐ স্থান দগ্ধ করিবে॥ ১১॥

চিপ্পমুষ্ণাম্বুনা সিক্তমুৎকৃত্যাভ্যজ্যতং ব্রণম্।
দত্ত্বা সর্জ্জরসং চূর্ণং বদ্ধাব্রণবদাচরেৎ॥
স্বরসেন হরিদ্রায়াঃ পাত্রে কৃষ্ণায়সেহভয়াম্।
ঘৃষ্ট্বা তজ্জেন কল্কেন লিম্পেচ্চিপ্পং মুহুর্মুহুঃ॥ ১২॥

চিপ্প রোগে উষ্ণ জলের সেক দিয়া অস্ত্র দ্বারা [illegible] পূর্ব্বক তৈলাদি মর্দ্দন করিয়া ধুনা চূর্ণ ক্ষতমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া রাখিবে এবং রোগীকে ব্রণরোগোক্ত আহার ও আচরণাদি ব্যবস্থা করিবে। লৌহপাত্রে হরিদ্রার রসের সহিত হরীতকী ঘর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা চিপ্প পুনঃ পুনঃ লেপন করিবে॥ ১২॥

কাশ্মর্য্যাঃ সপ্তভিঃ পত্রৈঃ কোমলৈঃ পরিবেষ্টিতঃ।
অঙ্গুলিবেষ্টকঃ পুংসো প্রবমাশু ব্যপোহতি॥ ১৩॥

গাম্ভারী বৃক্ষের ৭টী কোমল পত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক বন্ধন করিয়া রাখিলে অঙ্গুলিবেষ্টক রোগ নিশ্চয় বিনষ্ট হয়॥ ১৩॥

নিম্বোদকেন বমনং পদ্মিনীকণ্টকে হিতম্।
নিম্বোদককৃতং সর্পিঃ সক্ষৌদ্রং পানামবাতে॥
পদ্মনালকৃতঃ ক্ষারঃ পদ্মিনীং হন্তি লেপনাৎ।
নিম্বারগ্বধকল্কৈর্ব্বা মুহুরুদ্বর্ত্তনং হিতম্॥ ১৪॥

নিমছালের ক্বাথ পান করাইয়া বমন করাইলে এবং নিমছালের ক্বাথের সহিত ঘৃত পাক করিয়া তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করতঃ পান করিলে পদ্মিনীকণ্টক রোগ বিদূরিত হয় পদ্মের ডাটা দগ্ধ করিয়া, সেই ক্ষার লেপন করিলে কিম্বা নিমছাল ও সোদালপত্র একত্র পেষণ পূর্ব্বক লেপন করিলে পদ্মিনীকণ্টক রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৪॥

নীলিপটোলমূলাভ্যাং সাজ্যাভ্যাং লেপনং হিতম্।
জালগর্দ্দভ-রোগ তু সদ্যো হন্তি চ বেদনাম্॥ ১৫॥

নীলবুহ্মা সহ পটোলমূল একত্রে বাটিয়া লেপন করিলে জালগর্দ্দভ রোগের বেদনা দূর হয়॥ ১৫॥

অহিপুত্তনকে ধাত্র্যাঃ পূর্ব্বং স্তন্যং বিশোধয়েৎ।
ত্রিফলাখদির-কাথৈঃ ব্রণানাং ধাবনং সদা॥
করঞ্জ ত্রিফলা-তিক্তৈঃ সর্পিঃ সিদ্ধং শিশোর্হিতম্।
রসাঞ্জনং বিশেষেণ পানালেপনয়োর্হিতম্॥ ১৬॥

অহিপূতনক রোগে প্রথমে প্রসূতির স্তন্য শোধন করা কর্ত্তব্য। এই রোগে হরীতকী, আমলকী, বহেড়া এবং খদিরকাষ্ঠ; ইহাদের ক্বাথ দ্বারা সর্ব্বদা ধৌত করিবে।

ডহরকরঞ্জারছাল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও পটোলপত্র; এই গুলি সমভাগে মিলিত ৴১ সের গ্রহণ পূর্ব্বক ৴৪ সের ঘৃত প্রদান করিবে এবং উহাতে ।৬ জল প্রদান করিয়া যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। এই ঘৃত শিশুকে উপযুক্ত মাত্রায় পান করাইলে বা ক্ষতস্থানে দিলে অহিপূতনক রোগ বিনষ্ট হয়। অহিপূতনক রোগে শিশুকে রসাঞ্জনচূর্ণ সেবন করাইলে অথবা ব্রণস্থানে ঐ চূর্ণ লেপন করিলে উপকার দর্শে॥ ১৬॥

গুদভ্রংশে গুদং স্নেহৈরভ্যজ্যান্তঃ প্রবেশয়েৎ।
প্রবিষ্টে স্বেদয়েচ্চাপি বদ্ধং গোস্ফণয়া ভৃশম্॥
কোমলং পদ্মিনীপত্রং যঃ খাদেচ্ছর্করান্বিতম্।
এতন্নিশ্চিত্য নির্দ্দিষ্টং ন তস্য গুদনির্গমঃ॥ ১৭॥

গুদভ্রংশ রোগে মলদ্বার বহির্গত হইয়া পড়িলে গরুর বা শূকরের চর্ব্বি মালিস করতঃ মলনালী অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করণানন্তর স্বস্থানস্থ করিয়া দিবে। তৎপরে স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক গোস্ফণা নামক বন্ধনের প্রণালী অনুসারে উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া রাখিবে। জলপদ্মের কোমল-

পত্র চিনি সহযোগে ভক্ষণ করিলে মলদ্বার শিথিল হইয়া বহির্গত হয় না ॥ ১৭ ॥

বৃক্ষাম্লানল চাঙ্গেরী বিল্বপাঠা যবাগ্রজম্।
তক্রেণ পীলয়েৎ পায়ুভ্রংশার্ত্তোঽনলদীপনম্ ॥
গুদক গব্যবসয়া ভ্রক্ষয়েদবিশঙ্কিতঃ।
দ্রুতপ্রবেশো গুদভ্রংশো বিশত্যাশু ন সংশয়ঃ ॥
মুষিকাণাং বসাভির্বা গুদে সম্যক্ প্রলেপনম্।
স্বিন্নমুষিকমাংসেন অথবা স্বেদয়েদ্ গুদম্ ॥
গোতৈলাভ্যক্তঃ শীঘ্রং বৈ প্রবিশেন্নির্গতো গুদঃ ॥ ১৮ ॥

মহাআরা, চিতামূল, আমরুলশাক শুঠ, আকনাদি ও যবক্ষার; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্র বাটিয়া তক্রসহ সেবন করিলে গুদভ্রংশ রোগ নষ্ট হয় এবং রোগীর অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। মলদ্বার স্বস্থানচ্যুত হইয়া বহির্গত হইলে গরুর চর্ব্বি মালিস করতঃ মলনলী প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। মুষিকের মাংস সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা সেক দিলেও মলদ্বার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়। বহির্গত মলনলী গরুর চর্ব্বি মালিসেই শীঘ্র অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া স্বস্থানস্থ হয় ॥ ১৮ ॥

চাঙ্গেরীঘৃতম্।

চাঙ্গেরী-কোল-দধ্যম্ল-নাগর ক্ষারসংযুতম্।
ঘৃতমুৎকথিতং পেয়ং গুদভ্রংশরুজাপহম্ ॥
শুণ্ঠীক্ষারাবত্র কল্কৌ শিষ্টন্তু দ্রবমিষ্যতে ॥ ১৯ ॥

চাঙ্গেরী ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। আমরুলের রস /৪ সের, শুষ্ক কুলের কাথ /৬ সের, অম্ল দধি /৬ সের, যবক্ষার অর্দ্ধসের ও শুঠ অর্দ্ধসের। এই দ্রব্যগুলি দ্বারা যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। ইহা পান করিলে গুদভ্রংশ ও তজ্জনিত বেদনা বিদূরিত হয় ॥ ১৯ ॥

মুষিকাদ্যং তৈলম্।

ক্ষীরে মহৎপঞ্চমূলং মুষিকামন্ত্রবর্জিতম্।
পক্ত্বা তস্মিন্ পচেত্তৈলং বাতঘ্নৌষধসংযুতম্।
গুদভ্রংশমিদং তৈলং পানাভ্যঙ্গাৎ প্রসাধয়েৎ ॥ ২০ ॥

মুষিকাদ্য তৈল—তৈল ॥॰ অর্দ্ধসের। ক্বাথার্থ—অন্ত্রাদিরহিত মুষিকমাংস /২ সের, মহৎ পঞ্চমূল সমভাগে মিলিত /২ সের, দুগ্ধ /৪ সের এবং জল /৮ সের। এই সকল একত্রে পাক করিয়া দুগ্ধমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া লইবে। পরে উক্ত ক্বাথ ও ভদ্রদার্ব্ব্যাদিগণোক্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত অর্দ্ধপোয়া লইয়া তৈলে প্রদানপূর্ব্বক জ্বাল দিয়া লইবে। এই তৈল পান ও গুহ্যদেশে মালিস করিলে গুদভ্রংশ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

চর্ম্মকীলং জতুমণিং মশকাংস্তিলকালকান্।
উৎকৃত্য শস্ত্রেণ দহেৎ ক্ষারাগ্নিভ্যামশেষতঃ ॥ ২১ ॥

চর্ম্মকীল, জতুমণি, মশক ও তিলকালক; এই দ্রব্যগুলি অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া ক্ষার ও অগ্নি দ্বারা উত্তমরূপে দগ্ধ করিবে ॥ ২১ ॥

রুবুনালস্ত চুর্ণেন ঘর্ষো মশকনাশনঃ।
নির্ম্মোকভস্ম-ঘর্ষাদ্বা মশঃ শান্তিং ব্রজেদ্ দ্রুতম্ ॥ ২২ ॥

এরণ্ডনাল দ্বারা শঙ্খচূর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা অথবা সাপের খোলস ভস্ম করিয়া তদ্দ্বারা ঘর্ষণ করিলে মশক রোগের শান্তি হয় ॥ ২২ ॥

যুবানপিড়কা-স্বচ্ছ নীলিকা ব্যঙ্গ শর্করাঃ।
শিরাবেধৈঃ প্রলেপৈশ্চ জয়েদভ্যঙ্গনৈস্তথা ॥ ২৩ ॥

যুবানপিড়কা, স্বচ্ছ, নীলিকা, ব্যঙ্গ ও শর্করা রোগে শিরাবিদ্ধ, প্রলেপ ও তৈলাদি মর্দ্দন হিতকর ॥ ২৩ ॥

লোধ্রধান্যবচালেপস্তারুণ্যপিড়কাপহঃ।
তদ্বদ্ গোরোচনাযুক্তং মরিচং মুখলেপনম্ ॥
বমনঞ্চ নিহন্ত্যাশু পিড়কাং যৌবনোদ্ভবাম্ ॥ ২৪ ॥

লোধ বচ, ও ধনে একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা গোরোচনা ও মরিচ একত্র বাটিয়া লেপন করিলে যৌবনকালোদ্ভব মুখব্রণ নষ্ট হয়। বমন প্রয়োগ দ্বারাও এই রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

ব্যঙ্গেষু চার্জ্জুনত্বগ্ বা মঞ্জিষ্ঠা বা সমাক্ষিকা।
লেপঃ সনবনীতা বা শ্বেতাশ্বখুরজা মসী ॥
রক্তচন্দনমঞ্জিষ্ঠাকুষ্ঠলোধ্রপ্রিয়ঙ্গবঃ।
বটাঙ্কুরা মসূরাশ্চ ব্যঙ্গঘ্না মুখকান্তিদাঃ ॥
ব্যঙ্গানাং লেপনং শস্তং রুধিরেণ শশস্য চ ॥ ২৫ ॥

অর্জ্জুনছাল, মঞ্জিষ্ঠা, শ্বেত অপরাজিতারমূল বা শ্বেতঘোটকের খুরভস্ম ইহার যে কোন

একটী দ্রব্যের সহিত মধু ও নবনীত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে ব্যঙ্গরোগ নষ্ট হয়।

রক্তচন্দন, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, লোধ, প্রিয়ঙ্গু, বটাঙ্কুর ও মসুর ডাইল; এই গুলি একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হইয়া মুখশ্রী উজ্জ্বল হয়। শশকের রক্ত লেপন করিলেও ব্যঙ্গরোগ দূর হয়॥ ২৫॥

কেবলান্ পয়সা পিষ্ট্বা তীক্ষ্ণান্ শাল্মলিকণ্টকান্।
আলিপ্তং ত্র্যহমেতেন ভবেৎ পদ্মোপমং মুখম্॥
মসূরৈঃ সর্পিষা ভৃষ্টৈর্লিপ্তমাস্তং পয়োঽন্বিতৈঃ।
সপ্তরাত্রাদ্ ভবেৎ সত্যং পুণ্ডরীকদলপ্রভম্॥ ২৬॥

শিমূলের কাঁটা দুগ্ধের সহিত বাটিয়া লেপন করিলে বা মসুর ডাইল ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধ দ্বারা পেষণ পূর্ব্বক লেপন করিলে মুখের বর্ণ পরিষ্কার হয়॥ ২৬॥

মাতুলুঙ্গ জটাসর্পিঃ শিলা গোশকৃতো রসঃ।
মুখকান্তিকরো লেপঃ পিড়কাতিলকালজিৎ॥ ২৭॥

টাবালেবুর মূল, ঘৃত, মনঃশিলা ও গোময়রস এই গুলি একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে মুখের কান্তি হয় এবং পিড়কা ও তিলকালক রোগ নষ্ট হয়॥ ২৭॥

নবনীত-গুড় ক্ষৌদ্রকোলমজ্জ-প্রলেপনম্।
ব্যঙ্গজিদ্ বরুণত্বগ্ বা ছাগক্ষীর-প্রপেষিতা॥
জাতীফলকল্কলেপো নীলী ব্যঙ্গাদি-নাশনঃ।
সায়ঞ্চ কটুতৈলেনাভ্যঙ্গো বক্ত্রপ্রসাধনঃ॥ ২৮॥

নবনীত, গুড়, মধু, ও কুলআঁটির শাস; এই দ্রব্যগুলি বাটিয়া প্রলেপ দিলে অথবা বরুণছাল ছাগদুগ্ধের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্যঙ্গরোগ নষ্ট হয়। জাতীফল বাটিয়া প্রলেপ দিলে নীলী ও ব্যঙ্গ প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। সন্ধ্যাকালে সর্ষপ তৈল মুখে মালিষ করিলে মুখ উজ্জ্বল হইয়া থাকে॥ ২৮॥

কালীয়কোৎপলাময়-দধিসর-বদরাস্থি-মধ্যকলিনীভিঃ।
লিপ্তং ভবতি হি বদনং শশিপ্রভং সপ্তরাত্রেণ।
তুষরহিত মসৃণ যবচূর্ণ সম যষ্টীমধুক লোধ্রলেপেন।
জয়তি মুখং পরিনির্জ্জিতচামীকরচারুসৌভাগ্যম্॥ ২৯॥

কালীয়ক, উৎপল, কুড়, দধির সর, কুলআঁটির শাঁস ও প্রিয়ঙ্গু; এই গুলি সমভাগে লইয়া একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে মুখমণ্ডল চন্দ্রসদৃশ আভাযুক্ত হয়। তুষরহিত যবচূর্ণ, যষ্টিমধুর চূর্ণ ও লোধ চূর্ণ; এই সমস্ত সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া লেপন করিলে মুখের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হয়॥ ২৯॥

রক্তোম্র-শর্করীদ্বয়-মঞ্জিষ্ঠা-গৈরিকাজ্য-বস্তপয়ঃ।
সিক্তেন লিপ্তমাননমুদ্যদ্বিধুবিম্ববদ্ বিভাতি॥ ৩০॥

শ্বেত সর্ষপ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা, গেরিমাটি, ঘৃত ও ছাগদুগ্ধ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়॥ ৩০॥

পরিণতদধিসরপুঙ্খৈঃ কুবলয়দলকুষ্ঠচন্দনোশীরৈঃ।
মুখকমলকান্তিকারী ভ্রূকুটীতিলকালকান্ জয়তি॥৩১

শরপুঙ্খ, পদ্মপত্র, কুড়, রক্তচন্দন ও বেণারমূল; এই সমস্ত দ্রব্য দধির সরের সহিত বাটিয়া মুখে লেপন করিলে কান্তি বৃদ্ধি হয় এবং ভ্রূকুটী ও তিলকালক রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩১॥

দ্বিহারিদ্রাদ্যং তৈলম্।

হরিদ্রাদ্বয় যষ্ট্যাহ্ব কালীয়ক-কুচন্দনৈঃ।
প্রপৌণ্ডরীকমঞ্জিষ্ঠাপদ্মপদ্মককুঙ্কুমৈঃ।
কপিত্থতিন্দুকপ্লক্ষবটপত্রৈঃ পয়োন্বিতৈঃ।
লেপয়েৎ কল্কিতৈরেভিস্তৈলকাত্যাঞ্জনং পচেৎ।
পিপ্লবং নীলিকাং ব্যঙ্গাংস্তিলকান্ মুখদূষিকান্।
নিত্যসেবী জয়েৎ ক্ষিপ্রং মুখং কুর্য্যান্মনোরমম্॥৩২

দ্বিহরিদ্রাদ্য তৈল—তৈল ।৴৪ সের। হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কালীয়ক, রক্তচন্দন, পৌণ্ডরিককাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মপত্র, কুঙ্কুম, কয়েদ্‌বেলের পত্র, গাবপত্র, পাকুড়পত্র ও বটপত্র এই গুলি সমভাগে মিলিত ৴১ সের এবং দুগ্ধ ।৬ সের। এই সকল দ্বারা উক্ত তৈল যথানিয়মে পাক করিয়া লইবে। এই তৈল মালিস্ করিলে অথবা উক্ত হরিদ্রা হইতে বটপত্র পর্য্যন্ত ত্রয়োদশ দ্রব্য সমভাগে লইয়া দুগ্ধসহ বাটিয়া লেপন করিলে

পিপ্লব, নীলিকা, ব্যঙ্গ, তিলক ও মুখরোগ দূরীভূত হয় এবং মুখশ্রী মনোরম হয় ॥ ৩২ ॥

কনকতৈলম্।

মধুকস্য কষায়েণ তৈলস্য কুড়বং পচেৎ।
কল্কৈঃ প্রিয়ঙ্গুমঞ্জিষ্ঠাচন্দনোৎপলকেশরৈঃ ॥
কনকং নাম তত্তৈলং মুখকান্তিকরং পরম্।
অভীরু-নীলিকা ব্যঙ্গ-শোধনং পরমার্চ্চিতম্ ॥ ৩৩ ॥

কনকতৈল—তৈল ॥০ অর্দ্ধ সের। কাথার্থ— /১ সের, জল /৮ সের, শেষ /২ সের। কল্কার্থ—প্রিয়ঙ্গু, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও নাগকেশর; ইহাদের সমভাগে মিলিত ৮ তোলা, পাকার্থ—জল /২ সের। এই তৈল মর্দ্দনে অভীরু, নীলিকা ও ব্যঙ্গরোগ আরোগ্য এবং কান্তি বৃদ্ধি হয় ॥ ৩৩ ॥

মঞ্জিষ্ঠাদ্যং তৈলম্।

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা মাতুলুঙ্গং সযষ্টিকম্।
কর্ষপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং তথা ॥
আজং পয়স্তদ্দিগুণং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।
নীলিকা পিড়কা ব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ ॥
মুখং প্রসন্নোপচিতং বলিপলিত বর্জ্জিতম্।
সপ্তরাত্র প্রয়োগেণ ভবেৎ কনকসন্নিভম্ ॥ ৩৪ ॥

মঞ্জিষ্ঠাদ্য তৈল—তিলতৈল ॥০ অর্দ্ধ সের। কল্কার্থ মঞ্জিষ্ঠা, মউল, লাক্ষা, টাবালেবুর মূল ও ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। ছাগ দুগ্ধ /১ সের, পাকার্থ জল /২ সের। এই তৈল যথানিয়মে মৃদু অগ্নি সন্তাপে পাক করিয়া লইবে। ইহা মর্দ্দনে নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৪ ॥

কুঙ্কুমাদ্যং তৈলম্।

কুঙ্কুমং চন্দনং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা মধুযষ্টিকা।
কালীয়কমুশীরঞ্চ পদ্মকং নীলমুৎপলম্ ॥
ন্যগ্রোধপাদাঃ প্লক্ষস্য মূলং পদ্মস্য কেশরম্।
দ্বিপঞ্চমূলসহিতৈঃ কষায়ৈঃ পলিকৈঃ পৃথক্ ॥
জলাঢ়কং বিপক্তব্যং পাদশেষমথোত্তরেৎ।
মঞ্জিষ্ঠা মধুকং লাক্ষা পত্তঙ্গ-মধুযষ্টিকা।
কর্ষপ্রমাণৈরেতৈস্তু তৈলস্য কুড়বং পচেৎ।
অজাক্ষীরং দ্বিগুণিতং শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥
সম্যক্ পক্বং পরং হ্যেতন্মুখবর্ণপ্রসাদনম্।
নীলিকা-পিড়কা-ব্যঙ্গানভ্যঙ্গাদেব নাশয়েৎ।
সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ ভবেৎ কাঞ্চনসন্নিভং।
কুঙ্কুমাদ্যমিদং তৈলমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা ॥ ৩৫ ॥

কুঙ্কুমাদ্য তৈল—তিলতৈল ॥০ অর্দ্ধ সের। কাথার্থ রক্তচন্দন, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কালিয়াকাষ্ঠ, বেণারমূল, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল, বটের ঝুড়ি, পাঁকুড়া বৃক্ষের মূলের ছাল, পদ্মকেশর ও দশমূল; এই ২১টী দ্রব্যের প্রত্যেকের ৮ তোলা, পাকার্থ জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের। কল্কার্থ—মঞ্জিষ্ঠা, মউল, লাক্ষা, রক্তচন্দন ও যষ্টি ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। ছাগদুগ্ধ /১ সের। পাক শেষ হইলে উহার সহিত ৮ তোলা কুঙ্কুম মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দনে নীলিকা, পিড়কা ও ব্যঙ্গরোগ নষ্ট হয় এবং মুখের বর্ণ কাঞ্চন সদৃশ হইয়া থাকে ॥ ৩৫।

(২) কুঙ্কুমাদ্যং তৈলম্।

কুঙ্কুমং কিংশুকং লাক্ষা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্।
কালীয়কং পদ্মকঞ্চ মাতুলুঙ্গং সকেশরম্।
কুসুম্ভং মধুযষ্টী চ ফলিনী মদয়ন্তিকা।
নিশে দ্বে রোচনা পদ্মমুৎপলঞ্চ মনঃশিলা ॥
কাকোল্যাদিসমাযুক্তৈরেতৈরক্ষসমৈ র্ভিষক্।
লাক্ষারসপয়োভ্যাঞ্চ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ॥
কুঙ্কুমাদ্যমিদং তৈলমভ্যঙ্গাৎ কাঞ্চনোপমম্।
করোতি বদনং সদ্যঃ পুষ্টিলাবণ্যকান্তিদম্ ॥
সৌভাগ্যলক্ষ্মীজননং বশীকরণমুত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥

(২) কুঙ্কুমাদ্য তৈল—তিলতৈল /৪ সের কল্কার্থ—পলাশপুষ্প, লাক্ষা, মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কালিয়াকাষ্ঠ, পদ্মকাষ্ঠ, টাবালেবুর মূল ও পুষ্পের কেশর, কুসুমফুল, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, মদয়ন্তিক (মল্লিকা বিশেষ) হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গোরোচনা, পদ্মপুষ্প, নীলোৎপল, মনঃশিলা, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীবক, ঋষভক, মেদ ও মহামেদ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা লাক্ষার কাথ ৮ সের ও দুগ্ধ ৮ সের। পাক শেষ হইলে তৈলের সহিত ২ তোলা কুঙ্কুম মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দনে মুখের সৌন্দর্য্য এবং পুষ্টি ও লাবণ্য বৰ্দ্ধিত হয় ॥ ৩৬ ॥

বর্ণকং ঘৃতম্।

মধুকং চন্দনং কঙ্গু সর্ষপং পদ্মকং তথা।
কালীয়কং হরিদ্রা চ লোধ্রমেভিশ্চ কল্কিতৈঃ॥
বিপচেদ্ধি ঘৃতং বৈদ্য স্তৎপক্বং বস্ত্রগালিতম্।
পাদাংশং কুঙ্কুমং সিক্থং ক্ষিপ্ত্বা মন্দানলে পচেৎ॥
তৎ সিদ্ধং শিশিরে নীরে প্রক্ষিপ্যাকর্ষয়েত্ততঃ।
তদেতদ্বর্ণকং নাম ঘৃতং বক্ত্রপ্রসাদনম্॥
অনেনাভ্যাসলিপ্তং হি বলীভূতমপি ক্রমাৎ।
নিষ্কলঙ্কেন্দুবিম্বাভং স্যাদ্বিলাসবতীমুখম্॥ ৩৭॥

বর্ণক ঘৃত—ঘৃত ⁄৪ সের। কল্কার্থ যষ্টিমধু রক্তচন্দন, কঙ্গুধান্য, শ্বেতসর্ষপ, পদ্মকাষ্ঠ, কালীয়ক, হরিদ্রা ও লোধ সমভাগে মিলিত ১ সের। যথানিয়মে পাক করতঃ বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া উহাতে কুঙ্কুম অর্দ্ধ সের ও মোম অর্দ্ধ সের নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে; জল নিঃশেষ হইলে নামাইয়া ঘৃতপাত্র শীতলজলোপরি রাখিবে এবং শীতল হইলে ঘৃত গ্রহণ করিবে। এই ঘৃত মুখে মর্দ্দন করিলে মুখ মণ্ডল নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রসদৃশ নির্ম্মল হয়॥ ৩৭॥

অরুংষিকায়াং রুধিরেঽবসিক্তে শিরাব্যধেনাথ
জলৌকসা বা। নিম্বাম্বু শিরসি প্রলেপো
দেয়োঽশ্ববর্চ্চোরসসহসৈন্ধবাভ্যাম্॥
পুরাণমথ পিণ্যাকং পুরীষং কুক্কুটস্য বা।
মূত্রপিষ্টঃ প্রলেপোঽয়ং শীঘ্রং হন্ত্যাদরুংষিকাম্॥
অরুংষীঘ্নং ভৃষ্টকুষ্ঠচূর্ণং তৈলেন সংযুতম্॥ ৩৮॥

অরুংষিকা রোগে শিরা বেধন বা জলৌকা দ্বারা রক্ত মোক্ষণ করিবে। তৎপরে নিমছালের অর্দ্ধশৃত ক্বাথ দ্বারা মস্তক সিক্ত করতঃ অশ্ববিষ্ঠার রস ও সৈন্ধবলবণ দ্বারা মস্তকে প্রলেপ দিবে।

তিলের পুরাতন খইল ও কুক্কুটের বিষ্ঠা গোমূত্রের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীঘ্র অরুংষিকা রোগ আরোগ্য হয়।

কুড় ভস্ম করিয়া তিল তৈল সহ মিশ্রিত করতঃ লেপন করিলে অরুংষিকা রোগ দূর হইয়া থাকে॥ ৩৮

দ্বিহরিদ্রাদ্যং তৈলম্।

হরিদ্রাদ্বয়-ভূনিম্ব-ত্রিফলারিষ্ট-চন্দনৈঃ।
এতত্তৈলমরুংষীণাং সিদ্ধমভ্যঞ্জনে হিতম্॥ ৩৯॥

দ্বিহরিদ্রাদ্য তৈল—তিল তৈল ⁄৪ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চিরতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নিমছাল ও রক্তচন্দন; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা, পাকার্থ-জল, ।৬ সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে অরুংষিকা রোগে উপকার দর্শে॥ ৩৯॥

দারুণে তু শিরাং বিধ্যেৎ স্নিগ্ধস্বিন্নাং ললাটজাম্।
অবপীড়া শিরোবস্তিমভ্যঙ্গাংশ্চাবচারয়েৎ।
কোদ্রবাণাং তৃণ-ক্ষারপানীয়ং পরিধাবনে।
কার্য্যো দারুণকে মূর্দ্ধি প্রলেপো মধুসংযুতঃ॥
পিয়ালবীজ মধুক কুষ্ঠমাষৈঃ সসৈন্ধবৈঃ।
কাঞ্জিকস্থা ত্রিসপ্তাহং মাষা দারুণকাপহাঃ॥
সহ নীলোৎপলকেশরযষ্টিমধুতিলসমমামলকম্।
চিরজাতমপি শীর্ষে দারুণরোগং শমং নয়তি॥ ৪০

দারুণক রোগে ললাটের শিরাতে স্নিগ্ধ সেক দিয়া অস্ত্র বিদ্ধ করতঃ রক্তমোক্ষণ করিবে। এই রোগে নস্য, শিরোবস্তি ও তৈলাদি মর্দ্দন উপকারী।

কোদধান্যের তৃণের ক্ষারজল দ্বারা মস্তক ধৌত করিলে দারুণক রোগ বিনষ্ট হয়।

পিয়ালবীজ, যষ্টিমধু, কুড়, মাষকলাই এবং সৈন্ধবলবণ; এই সকল দ্রব্য একসঙ্গে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দারুণক রোগ বিনষ্ট হয়।

মাষকলাই কাঁজিতে ২১ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে দারুণক রোগ দূর হয়।

নীলোৎপলের কেশর, যষ্টিমধু, তিল ও আমলকী, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একসঙ্গে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দীর্ঘকালজাত দারুণক রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪০॥

ত্রিফলাদ্যং তৈলম্।

ত্রিফলায়োরজো যষ্টি মার্কবোৎপল শারিবৈঃ।
সসৈন্ধবৈঃ পচেত্তৈলমভ্যঙ্গাদ্রুকৃথিকাং জয়েৎ। ৪১

ত্রিফলাদ্য তৈল—তিল তৈল ⁄৪ সের। কল্কার্থ—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লৌহচূর্ণ, যষ্টিমধু, ভীমরাজ, নীলোৎপল, অনন্তমূল ও

সৈন্ধবলবণ ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ জল ।৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে দারুণক রোগ আরোগ্য হয় ॥ ৪১ ॥

চিত্রকাদ্যং তৈলম্।

চিত্রকং দন্তীমূলঞ্চ কোষাতকী-সমন্বিতম্।
কল্কং পিষ্ট্বা পচেত্তৈলং কেশদক্র-বিনাশনম্ ॥ ৪২ ॥

চিত্রকাদ্য তৈল—তিল তৈল /৪ সের। চিতামূল, দন্তীমূল ও ঘোষাফল ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত /১ সের। পাকার্থ-জল ।৬ সের। ইহা মর্দ্দন করিলে কেশদক্র নামক রোগ নষ্ট হয় ॥ ৪২ ॥

গুঞ্জা তৈলম্।

গুঞ্জাফলৈঃ পচেত্তৈলং ভৃঙ্গরাজরসেন তু।
কণ্ডুদারুণজিৎ কুষ্ঠ-কপালব্যাধি-নাশনম্ ॥ ৪৩ ॥

গুঞ্জা তৈল—তিল তৈল /৪ সের। কল্কার্থ-কুঁচ /১ সের, ভীমরাজের রস ।৬ সের। ইহা মর্দ্দন করিলে কণ্ডু, দারুণক ও কুষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৩ ॥

স্বল্পভৃঙ্গরাজ তৈলম্।

ভৃঙ্গরাজ ত্রিফলোৎপল-শারিবা-লৌহপুরীষ-সমন্বিত-কার। তৈলমিদং পচ দারুণহারি কুঞ্চিত-কেশ-ঘন স্থিরকারি ॥ ৪৪ ॥

স্বল্পভৃঙ্গরাজ তৈল—তিল তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীলোৎপল, অনন্তমূল, মণ্ডুরচূর্ণ ও আত্রকেশী ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত /১ সের। ভীমরাজের রস ।৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে দারুণক রোগ আরোগ্য হয় এবং কেশের ঘনত্ব ও স্থিরত্ব সংশোধিত হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

মহাভৃঙ্গরাজ তৈলম্।

আনূপদেশসম্ভূতং গৃহীত্বা মার্কবং শুভম্।
সুধৌতং জর্জ্জরীকৃত্য স্বরসং তস্য চাহরেৎ ॥
চতুর্গুণেন তেনৈব তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
ক্ষীরপিষ্টৈস্ত্রিভিশ্চৈ ব্যৈঃ সংযোজ্য মতিমান্ ভিষক্ ॥
মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকং লোধ্রং চন্দনং গৈরিকং বলা।
রজন্যৌ কেশরঞ্চৈব প্রিয়ঙ্গু মধুযষ্টিকা ॥
প্রপৌণ্ডরীকং গোপী চ পলিকান্যত্র দাপয়েৎ ॥
সম্যক্ পক্বং ততো জ্ঞাত্বা শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥
কেশপাতে শিরোদুষ্টে মন্যাস্তম্ভে গলগ্রহে।
শিরঃকর্ণাক্ষিরোগেষু নস্তেঽভ্যঙ্গে চ যোজয়েৎ ॥
কুঞ্চিতাগ্রানতিস্নিগ্ধান্ কচান্ কুর্য্যাদ্ বহূংস্তথা।
খালিত্যমিন্দ্রলুপ্তঞ্চ তৈলমেতদ্ ব্যপোহতি ॥ ৪৫ ॥

মহাভৃঙ্গরাজ তৈল—তিল তৈল /৪ সের। আনূপদেশজাত ভৃঙ্গরাজের রস ।৬ সের। কল্কার্থ দুগ্ধপিষ্ট মঞ্জিষ্ঠা পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, রক্তচন্দন গেরিমাটি, বেড়েলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, নাগেশ্বর, প্রিয়ঙ্গু, যষ্টিমধু, পৌণ্ডরীক ও শ্যামালতা ; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা। এই তৈল নস্যরূপে ব্যবহার এবং মর্দ্দন করিলে কেশপতন, শিরোদুষ্ট, মন্যাস্তম্ভ, গলগ্রহ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ, খালিত্য ও ইন্দ্রলুপ্ত প্রভৃতি দূরীভূত হয় ॥ ৪৫

প্রপৌণ্ডরীকাদ্যং তৈলম্।

প্রপৌণ্ডরীক-মধুক-পিপ্পলী-চন্দনোৎপলৈঃ।
কার্ষিকৈস্তৈলকুড়বস্তৈর্দ্বিরামলকীরসঃ ॥
সাধ্যঃ স প্রতিমর্ষঃ স্যাৎ সর্ব্বশীর্ষ-গদাপহঃ ॥ ৪৬ ॥

প্রপৌণ্ডরীকাদ্য তৈল—তিল তৈল /১ সের কল্কার্থ—পৌণ্ডরীক কাষ্ঠ, যষ্টিমধু পিপুল, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। আমলকীর রস /২ সের। এই তৈল নস্য রূপে গ্রহণ করিলে সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ দূর হয় ॥ ৪৬ ॥

মালত্যাদ্যং তৈলম্।

মালতী-করবীরাগ্নি-নক্তমাল-বিপাচিতম্।
তৈলমভ্যঞ্জনে শস্তমিন্দ্রলুপ্তাপহং পরম্ ॥
ইদং হি ত্বরিতং হন্তি দারুণং নিয়তং নৃণাম্ ॥ ৪৭ ॥

মালত্যাদ্য তৈল—তিল তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—মালতীপুষ্প, শ্বেতকরবীরমূল, চিতামূল ও ডহরকরঞ্জবীজ ; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা পাকার্থ-জল ।৬ সের। এই তৈল মস্তকে মর্দ্দন করিলে ইন্দ্রলুপ্ত (টাক্) ও দারুণকরোগ বিদূরিত হয় ॥ ৪৭ ॥

ধাত্র্যাম্রমজ্জলেপাৎ তাৎ স্থিরোরু স্নিগ্ধকেশতা।
ইন্দ্রলুপ্তে শিরাং বিদ্ধা শিলা কাসীস তুত্থকৈঃ॥
লেপয়েৎ পরিতঃ কল্কে তৈলকাভ্যঞ্জনে হিতম্।
কুটন্নট-শিখী-জাতী-করঞ্জ-করবীরকৈঃ॥ ৪৮॥

আমলকী ও কচি আম্রবীজের শাঁস সমভাগে লইয়া বাটিয়া মস্তকে মাখিলে কেশ সকল স্নিগ্ধ।

ইন্দ্রলুপ্ত রোগে, রোগ স্থানের শিরাবিদ্ধ করিয়া মনঃশিলা, হীরাকস ও তুঁতে সমভাগে একত্র বাটিয়া লেপন করিবে এবং কৈবর্ত্তমুস্তক, চিতামূল, জাতীপুষ্প, ডহরকরঞ্জছাল ও শ্বেত-করবীর মূল, এই গুলির কল্ক সহ যোগে তৈল-পাক করতঃ মর্দ্দন করিতে দিবে॥ ৪৮॥

অবগাঢ়পদৈর্বৈব প্রচ্ছয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
গুঞ্জাফলৈশ্চিরং লিম্পেৎ কেশভূমিং সমন্ততঃ॥
হস্তিদন্তমসীং কৃত্বা মুখ্যচৈব রসাঞ্জনম্
লোমান্যনেন জায়ন্তে নৃণাং পাণিতলেম্বপি॥
হস্তিদন্তমসীং কৃত্বা তৈলেন সহ যোজয়েৎ।
হস্তেম্বপি প্রজায়ন্তে কেশা নাত্যত্র সংশয়ঃ॥ ৪৯॥

টাকস্থল সূচী দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রক্তবর্ণ গুঞ্জাফল জলে বাটিয়া পুনঃ ২ লেপন করিবে।

হাতীর দাঁতভস্ম ও রসাঞ্জনচূর্ণ একত্র জলে বাটিয়া লেপন করিলে টাকদোষ বিনষ্ট হওত কেশোৎপন্ন হয়।

হাতীর দাঁতভস্ম তিল তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া লেপন করিলে টাকদোষ বিনষ্ট হইয়া কেশোৎপন্ন হয়॥ ৪৯॥

ভল্লাতক-বৃহতীফল-গুঞ্জামূল-ফলেভ্য একেন।
মধুসহিতেন বিলিপ্তং সুরপতিলুপ্তং শমং যাতি॥
বৃহতীফলরসপিষ্টৈঃ গুঞ্জাফলমিন্দ্রলুপ্তস্য।
কনককফলনিঘৃষ্টস্য সতোয়ং দাতব্যং প্রচ্ছিতস্য সদা॥
ঘৃষ্টস্য কর্কশৈঃ পত্রৈরিন্দ্রলুপ্তস্য গুণ্ঠনম্।
চূর্ণৈর্ম্মরিচৈঃ কার্য্যমিন্দ্রলুপ্তবিনাশনম্ ৫০॥

ভেলা, বৃহতীফল, গুঞ্জাফল ও মূল; ইহার কোন একটী দ্রব্য মধু সহ বাটিয়া লেপন করিলে টাক নিবারিত হয়। পক্ক বৃহতীফলের রসের সহিত গুঞ্জাফল বা মূল বাটিয়া, ধুস্তর ফল কিম্বা ডুমুর ভূতির কর্কশ পত্র দ্বারা টাক স্থান ঘর্ষণ পূর্ব্বক লেপন করিলে টাক তিরোহিত হয়।

টাক স্থল কর্কশ পত্র দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া মরিচ চূর্ণ লাগাইলেও উপকার দর্শে॥ ৫০॥

ছাগক্ষীর-রসাঞ্জন-পুটদগ্ধ-গজদন্ত-মসী-লিপ্তাঃ।
জায়ন্তে সপ্তদিনাৎ খল্যামপি কুঞ্চিতাশ্চিকুরাঃ।
মধুকেন্দীবরমূর্ব্বাতিলাজ্যগো-ক্ষীরভৃঙ্গলেপেন।
অচিরাদ্ভবন্তি কেশা ঘনদৃঢ়মূলায়তাশ্চৃজবঃ॥ ৫১॥

রসাঞ্জন ও হাতীর দাঁতভস্ম, ছাগদুগ্ধ সহ বাটিয়া লেপন করিলে সপ্তাহ মধ্যে কেশ উৎপন্ন হয়।

যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দূর্ব্বামূল কৃষ্ণতিল ও ভৃঙ্গরাজ; এই গুলি দুগ্ধ সহ বাটিয়া ঘৃত মিশ্রিত করতঃ লেপন করিলে অল্পদিনে ঘন ও দৃঢ়মূল কেশ উৎপন্ন হয়॥ ৫১॥

স্নুহ্যাদ্যং তৈলম্।

স্নুহীপয়ঃ পয়োঽর্কস্য মার্কবো লাঙ্গলী বিষম্।
মূত্রমাজং সগোমূত্রং রক্তিকা সেন্দ্রবারুণী॥
সিদ্ধার্থং তীক্ষ্ণতৈলঞ্চ গর্ভং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ।
বহ্নিনা মৃদুনা পক্কং তৈলং খালিত্যনাশনম্॥
কূর্ম্মপৃষ্ঠসমানাপি রুক্ষা বা রোমভঙ্গরী।
দিগ্ধা সানেন জায়েত ঋক্ষশারীরলোমশা॥ ৫২॥

স্নুহ্যাদ্য তৈল—সর্ষপ তৈল /৪ সের। কল্কার্থ-সিজের ক্ষীর আকন্দের ক্ষীর, ভৃঙ্গরাজ, ঈশ-লাঙ্গলা, মৃণাল, গুঞ্জামূল, রাখালশসার মূল ও শ্বেত সর্ষপ এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। ছাগমূত্র /৮ সের, গোমূত্র /৮ সের। এই তৈল মর্দ্দনে টাক রোগ প্রশমিত হয়॥ ৫২॥

আদিত্যপাক গুড়ূচী তৈলম্

বটাবরোহ কেশিল্যোশ্চূর্ণেনাদিত্য পাচিতম্।
গুড়ূচীস্বরসে তৈলমভ্যঙ্গাৎ কেশরোহণম্॥ ৫৩॥

আদিত্যপাক গুড়ূচী তৈল—তিলতৈল /১ সের। কল্কার্থ—বটের ঝুরি অর্দ্ধপোয়া ও জটা-মাংসী অর্দ্ধপোয়া। গুলঞ্চের রস /১ সের। এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৈল সূর্য্যপক্ক করিয়া লইবে। এই তৈল মর্দ্দনে কেশ উৎপন্ন হয়॥ ৫৩॥

চন্দনাদ্যং তৈলম্।

চন্দনং মধুকং মূর্ব্বা ত্রিফলা নীলমুৎপলম্।
কান্তা বটাবরোহশ্চ গুড়ূচী বিসমেব চ ॥
লৌহচূর্ণং তথা কেশী শারিবে দ্বে তথৈব চ
মার্কবস্বরসেনৈব তৈলং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ ॥
শিরস্যুপচিতাঃ কেশা জায়ন্তে ঘনকুঞ্চিতাঃ।
স্নিগ্ধাশ্চ দৃঢ়মূলাশ্চ তথা ভ্রমরসন্নিভাঃ ॥
নস্তেনাকালপলিতং নিহন্ত্যাত্তৈলমুত্তমম্। ৫৪ ॥

চন্দনাদ্য তৈল—তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—রক্তচন্দন, যষ্টিমধু, মূর্ব্বামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীলোৎপল, প্রিয়ঙ্গু, বটেরঝুরি গুলঞ্চ, মৃণাল, লৌহচূর্ণ, ভূতকেশী, শ্যামালতা, ও অনন্তমূল; এই গুলি সমভাগে মিলিত /১ সের। ভীমরাজের রস ।৬ সের। এই তৈল মস্তকে মর্দ্দনে কেশ গাঢ়, কুঞ্চিত, স্নিগ্ধ ও দৃঢ়মূল হয় ॥ ৫৪ ॥

যষ্টিমধ্বাদ্যং তৈলম্।

তৈলং সযষ্টিমধুকৈঃ ক্ষীরে ধাত্রীফলৈঃ শৃতম্।
নস্তে দত্তং জনয়তি কেশান্ শ্মশ্রূণি চাপ্যথ ॥ ৫৫ ॥

যষ্টিমধ্বাদ্য তৈল—তিল তৈল /১ সের। যষ্টিমধু অর্দ্ধপোয়া ও আমলকী অর্দ্ধপোয়া, দুগ্ধ /৪ সের। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশ ও শ্মশ্রু উৎপন্ন হয় ॥ ৫৫ ॥

ত্রিফলা নীলিনীপত্রং লৌহং ভৃঙ্গরাজং সমম্।
অবিমূত্রেণ সংযুক্তং কৃষ্ণীকরণমুত্তমম্। ৫৬ ॥

হরীতকী, আমককী, বহেড়া, নীলিনীপত্র, লৌহচূর্ণ ও ভীমরাজ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মেষমুত্র দ্বারা ভাবনা দিয়া মস্তকে মাখিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয় ॥ ৫৬ ॥

ত্রিফলাচুর্ণসংযুক্তং লৌহচূর্ণং বিনিক্ষিপেৎ।
ঈষৎপক্বে নারিকেলে ভৃঙ্গরাজরসান্বিতে ॥
মাসমেকন্তু নিক্ষিপ্য সম্যগ্ গর্ত্তাৎ সমুদ্ধরেৎ।
ততঃ শিরো মুণ্ডয়িত্বা লেপং দত্ত্বা ভিষগ্বরঃ ॥
সংবেষ্ট্য কদলীপত্রৈর্মোচয়েৎ সপ্তমে দিনে।
ক্ষালয়েৎ ত্রিফলাক্বাথৈঃ ক্ষীর-মাংস-রসাশিনঃ ॥
কপালরঞ্জনঞ্চৈতৎ কৃষ্ণীকরণমুত্তমম্ ॥ ৫৭ ॥

হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও লৌহচূর্ণ, এই সকল সমভাগে লইয়া ভীমরাজের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঈষৎ পক্ব নারিকেলের মধ্যে স্থাপন করতঃ একমাস কাল ঐ অবস্থায় রাখিয়া দিবে। তৎপরে মস্তক মুণ্ডন করতঃ উক্ত ঔষধ লেপন করিবে এবং কদলীপত্র দ্বারা মস্তক ৭ দিবস বেষ্টন করিয়া রাখিবে, সপ্তমদিবস অতীত হইলে, বন্ধন খুলিয়া ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা মস্তক ধৌত করিয়া ফেলিবে। ঔষধ ব্যবহারকালীন সাতদিবস পর্য্যন্ত দুগ্ধ এবং মাংসের যুষ ভোজন করা কর্ত্তব্য। ইহাতে মস্তক রঞ্জিত এবং কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয় ॥ ৫৭ ॥

উৎপলং পয়সা সার্দ্ধং মাসং ভূমৌ নিধাপয়েৎ।
কেশানাং কৃষ্ণীকরণং স্নেহনঞ্চ বিধীয়তে ॥ ৫৮ ॥

নীলোৎপল ও দুগ্ধ একত্রে বাটিয়া লৌহপাত্রে স্থাপন করিয়া ভূগর্ত্তে একমাস কাল পুঁতিয়া রাখিবে। এক মাসান্তে উদ্ধৃত করিয়া উহা মস্তকে মর্দ্দন করিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও স্নিগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

ভৃঙ্গপুষ্পং জবাপুষ্পং মেষদুগ্ধ-প্রপেষিতম্।
তেনৈবালোড়িতং লৌহপাত্রস্থং ভূম্যধঃকৃতম্।
সপ্তাহাদুদ্ধৃতং পশ্চাদ্ ভৃঙ্গরাজ-রসেন তু।
আলোড্যাভ্যজ্য চ শিরো বেষ্টয়িত্বা বসেন্নিশাম্।
প্রাতস্তু ক্ষালনং কার্য্যমেবং স্যান্মূর্দ্ধরঞ্জনম্।
এবং সিন্দুর-বাগাম্র শঙ্খ-ভৃঙ্গরসৈঃ ক্রিয়া ॥ ৫৯ ॥

ভীমরাজ পুষ্প ও জবাপুষ্প একত্রে মেষদুগ্ধ সহ বাটিয়া পুনর্ব্বার মেষদুগ্ধ দ্বারা আলোড়ন করিয়া লৌহপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক ৭ দিবস পর্য্যন্ত ভূগর্ত্তে রাখিয়া দিবে। পরে সপ্তাহান্তে উদ্ধৃত করিষা ভীমরাজের রসের সহিত আলোড়ন করতঃ রাত্রিকালে মস্তকে লেপন পূর্ব্বক কদলী পত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে এবং পরদিবস প্রাতে ত্রিফলার ক্বাথ সহ মস্তক ধৌত কপিয়া ফেলিবে। ইহাতে কেশগুলি রঞ্জিত হয়। এইরূপ সিন্দুর, কচি আম্রবীজের শাঁস ও শঙ্খচূর্ণ এই দ্রব্যত্রয় ভীমরাজের রসসহ মিলিত করতঃ মস্তকে প্রলেপ দিলে কেশ সকল রঞ্জিত হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

নরচুঙ্ক শঙ্খচূর্ণ কাঞ্জিকরসসংযুতং হি সীসকং ঘৃষ্ট্বা।
লেপাৎ কচানর্কদলাবদ্ধান্ শুভ্রান্ করোতি নীলতরান্॥
লৌহমলামলকল্কৈঃ সজবাকুসুমৈর্নরঃ সদা স্নায়ী।
পলিতানীহ ন পশ্যতি গঙ্গাস্নায়ীব নরকাণি॥ ৬০॥

শঙ্খচূর্ণ, কাঁজি দ্বারা সীসকপাত্রে ঘর্ষণপূর্ব্বক কেশে লেপন করিয়া আকন্দ পত্রসহ বেষ্টন করিয়া রাখিলে শুভ্রকেশ নীলবর্ণ হয়।

লৌহমল, জবাপুষ্প ও আমলকী একত্রে পেষণ করিয়া প্রত্যহ স্নানকালে মস্তকে লেপন করিলে কেশের অকালপক্কতা নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৬০॥

নিম্বস্থ বীজানি হি ভাবিতানি ভৃঙ্গস্থ তোয়েন তথাশনস্থ। তৈলন্তু তেষাং বিনিহন্তি নস্যাৎ দুগ্ধান্নভোক্তুঃ পলিতং সমূলং॥ নিম্বস্থ তৈলং প্রকৃতিস্থমেব নস্তে নিষিক্তং বিধিনা যথাবৎ। মাসেন গোক্ষীরভুজো নরস্থ জরাপ্রভূতং পলিতং নিহন্তি॥ ৬১॥

নিমের বীজ, পীতশনের ক্বাথ এবং ভীমরাজের রসসহ সপ্তদিবস ভাবনা দিয়া নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক উহা হইতে তৈল বাহির করিয়া লইবে। দুগ্ধান্নভোজী হইয়া এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে কেশের অকাল পক্কতা নিবারিত হইয়া থাকে।

দুগ্ধভোজী হইয়া একমাস কাল তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে শুভ্রবর্ণ কেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়॥ ৬১॥

মার্কবতৈলম্।

ক্ষীরাৎ সমার্কবরসাৎ দ্বিপ্রস্থে মধুকাৎ পলে
তৈলস্য কুড়বং পক্বং তন্নস্যং পলিতাপহম্॥ ৬২॥

মার্কব তৈল—তিল তৈল /১ সের। দুগ্ধ /৪ সের ও ভীমরাজের রস /৪ সের এবং ৮ তোলা। এই তৈলের নস্যগ্রহণ করিলে কেশের পক্কতা নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৬২॥

মহানীলতৈলম্।

আদিত্যবল্ল্যা মূলানি কৃষ্ণ-শৈরীয়কস্য চ।
সুরসস্য চ পত্রাণি ফলং কৃষ্ণশণস্য চ॥
মার্কবঃ কাকমাচী চ মধুকং দেবদারু চ।
পৃথক্ দশপলাংশানি পিপ্পল্যস্ত্রিফলাঞ্জনম্॥
প্রপৌণ্ডরীকং মঞ্জিষ্ঠা লোধ্রং কৃষ্ণাগুরূৎপলম্।
আম্রাস্থি কর্দ্দমঃ কৃষ্ণো মৃণালী রক্তচন্দনম্॥
নীলী ভল্লাতকাস্থীনি কাসীসং মদয়ন্তিকা।
সোমরাজ্যশনং শস্ত্রং কৃষ্ণৌ পিণ্ডীতচিত্রকৌ॥
পুষ্পাণ্যর্জ্জুনকাশ্মর্য্যোরাম্রজম্বুফলানি চ।
পৃথক্ পঞ্চপলৈর্ভাগৈঃ সুপিষ্টৈরাঢ়কং পচেৎ॥
বিভীতকস্থামলস্থ ধাত্রীরসচতুর্গুণম্।
সূর্য্যাদাদিত্যপাকং বা যাবৎ শুষ্কো ভবেদ্রসঃ॥
লৌহপাত্রে ততঃ পূতং সংশুদ্ধমুপযোজয়েৎ।
পানে নস্যক্রিয়ায়াঞ্চ শিরোঽভ্যঙ্গে তথৈব চ॥
এতচ্চক্ষুষ্যমায়ুষ্যং শিরসঃ সর্ব্বরোগনুৎ।
মহানীলমিতিখ্যাতং পলিতঘ্নমনুত্তমম্॥ ৬৩॥

মহানীলতৈল—বহেড়ার তৈল ।৬ সের। কল্কার্থ—সূর্য্যাবর্ত্তেরমূল, নীলঝিণ্টীমূল, তুলসীপত্র, কৃষ্ণশণেরফল, ভীমরাজ, কাকমাচী, যষ্টিমধু ও দেবদারু, এই সকল প্রত্যেকের ৮০ তোলা এবং পিপুল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসাঞ্জন, পৌণ্ডরীককাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, কৃষ্ণাগুরু, নীলোৎপল, আম্রকেশী, কৃষ্ণকর্দ্দম, মৃণাল, রক্তচন্দন, নেলীলতা, ভেলা, হীরাকষ, মল্লিকাপুষ্প, সোমরাজী, পীতশাল, লৌহচূর্ণ, মদনছাল, চিতামূল, অর্জ্জুনপুষ্প, গাম্ভারীপুষ্প, আম্রফল ও জামফল; ইহাদের প্রত্যেকের ৪০ তোলা। আমলকীর রস ৬৪ সের। এই দ্রব্য সহ উক্ত তৈল সূর্য্যসন্তাপে যথানিয়মে পাকপূর্ব্বক গ্রহণ করিবে। এই তৈল পান, মর্দ্দন বা নস্যরূপে ব্যবহার করিলে চক্ষুর দীপ্তি ও আয়ুর্বৃদ্ধি হয়, এবং বিবিধ প্রকার শিরোরোগ ও কেশের অকাল পক্কতা দূরীভূত হয়॥ ৬৩॥

ভৃঙ্গরাজঘৃতম্।

ভৃঙ্গরাজরসে পক্বং শিখিপিত্তেন কল্কিতম্।
ঘৃতং নস্যেন পলিতং হন্যাৎ সপ্তাহ-যোগতঃ॥ ৬৪॥

ভৃঙ্গরাজ ঘৃত—ঘৃত ১ সের। ভীমরাজের রস /৪ সের ও ময়ূরপিত্ত ১৬ তোলা। এই ঘৃতের নস্য এক সপ্তাহ গ্রহণ করিলে কেশের অকালপক্কতা বিদূরিত হয়॥ ৬৪॥

কাঞ্জিকপিষ্ট-শেলুফল-মজ্জনি সচ্ছিদ্র-লৌহগে।
যদর্কতাপাৎ পততি তৈলং তন্নস্ত-ভ্রক্ষণাৎ॥
কেশা নীলালিসংকাশাঃ সদ্যঃ স্নিগ্ধা ভবন্তি চ।
নয়ন-শ্রবণ-গ্রীবা-দন্তরোগাশ্চ হন্ত্যদঃ॥ ৬৫॥

বহুবারবৃক্ষফলের মজ্জা কাঁজি দ্বারা বাটিয়া বহুছিদ্রবিশিষ্ট লৌহপাত্রে করিয়া রৌদ্রে রাখিলে যে তৈল পাওয়া যাইবে, সেই তৈলের নস্যগ্রহণে ও তাহা মর্দ্দন করিলে কেশ সকল স্নিগ্ধ হয়। এই তৈল পান করিলে নেত্র, কর্ণ, গ্রীবা ও দন্তরোগ আরোগ্য হয়॥ ৬৫॥

কাসীস-রোচনা-তুত্থ-হরিতাল রসাঞ্জনৈঃ।
অম্লপিষ্টৈ প্রলেপোঽয়ং বৃষকচ্ছ্বহিপুতয়োঃ॥
পটোলপত্র-ত্রিফলা-রসাঞ্জন-বিপাচিতম্॥ ৬৬।

হীরাকস, গোরোচনা, তুঁতে, হরিতাল ও রসাঞ্জন, ইহাদের প্রত্যেক সমভাগে লইয়া কাঁজি দ্বারা বাটিয়া প্রলেপ দিলে বৃষণ, কচ্ছু ও অহিপুতন রোগ বিনষ্ট হয়।

পলতা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও রসাঞ্জন; এই সকল দ্রব্য দ্বারা পাচিত ঘৃত পান করিলে অহিপুতন রোগ দূর হয়॥ ৬৬॥

রজনীমার্কবমূলং পিষ্টং শীতেন বারিণা তুল্যম্।
হন্তি বিসর্পং লেপাদ্ বরাহদশনাহ্বয়ং ঘোরম্॥
ঝাড়ীচবীজকল্কঃ পীতো গব্যেন সর্পিষা প্রাতঃ।
শময়তি শূকরদংষ্ট্রং সদাহপাকজ্বরং ঘোরম্॥ ৬৭॥

হরিদ্রা ও ভীমরাজের মূল সমভাগে লইয়া শীতল জলসহ বাটিয়া লেপন করিলে শূকরদংষ্ট্রক রোগ বিনষ্ট হয়।

পাটের বীজ গব্যঘৃত সহ বাটিয়া প্রাতে সেবন করিলে শূকরদংষ্ট্রক রোগ দূর হয়॥ ৬৭॥

বিসর্পোক্তঃ প্রতীকারঃ কার্য্যঃ শূকরদংষ্ট্রকে॥ ৬৮॥

বিসর্পরোগের চিকিৎসার বিধানানুসারে শূকর দংষ্ট্রক রোগের চিকিৎসা করিবে॥ ৬৮॥

অথ শয্যামূত্র-চিকিৎসা

কৃতমূত্রার্দ্রভূভাগ-মৃদমাকৃষ্য খোলকে।
সংভর্জ্য মধুসর্পির্ভ্যাং লেহয়েন্মূত্রিতং জনম্॥
শয্যায়াং মূত্ররোধঃ স্যাদ্ব্রিতস্ত ন সংশয়ঃ॥
"শয্যাতলমৃত্তিকাং গৃহীত্বা খোলকে ভর্জয়িত্বা ঘৃত-মধুভ্যাং লেহয়েৎ।

ইতি ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ।

শয্যাতলস্থ মূত্রসিক্ত মৃত্তিকা খোলায় ভাজিয়া চূর্ণ করতঃ ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক ভক্ষণ করিলে শয্যামূত্ররোগ বিদূরিত হয়।

ইতি ক্ষুদ্ররোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ মুখরোগাধিকারঃ।

-:*:-

তত্রাদৌ ওষ্ঠরোগ চিকিৎসামাহ।

ওষ্ঠ প্রকোপে বাতোত্থে শাল্বনেনোপনাহনম্।
মস্তিষ্কেচৈব নস্যে চ তৈলং বাতহরৈঃ শৃতম্॥
স্বেদোঽভ্যঙ্গ স্নেহপান রসায়ন মিহেষ্যতে॥ ১॥

ওষ্ঠরোগের চিকিৎসা।

বাতজনিত ওষ্ঠরোগে শাল্বনের প্রলেপ, বাতঘ্ন দ্রব্য সহ তৈল পাকপূর্ব্বক তদ্দ্বারা শিরোবস্তি ও নস্য, স্বেদ, অভ্যঙ্গ, স্নেহপান ও রসায়ন ক্রিয়া প্রয়োগ করিবে॥ ১॥

বেধং শিরাণাং বমনং বিরেকং
তিক্তস্য পানং রসভোজনঞ্চ।
শীতান্ প্রলেপান পরিষেচনঞ্চ
পিত্তোপসৃষ্টেষ্বধরেষু কুর্য্যাৎ॥ ২॥

পিত্তজনিত ওষ্ঠরোগে ওষ্ঠের সমীপস্থ শিরা কর্ত্তন করিয়া রক্তমোক্ষণ, বমন, বিরেচন, তিক্ত ঘৃত পান, তিক্তরসাত্মক দ্রব্য আহার, শীতল প্রলেপ ও শীতল দ্রব্য সেচন বিশেষ হিতকর বলিয়া জানিবে॥ ২॥

পিত্তরক্তাভিঘাতোত্থান্ জলৌকাভিরুপাচরেৎ।
পিত্তবিদ্রধিবচ্চাপি ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্বিশেষতঃ॥ ৩॥

জলৌকা প্রয়োগ দ্বারা অল্প রক্ত স্রাবিত করিলে, বিশেষতঃ পিত্তজ বিদ্রধিরোগের স্যায় চিকিৎসা করিলে রক্তজ, পিত্তজ ও অভিঘাত জনিত ওষ্ঠরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩॥

শিরোবিরেচনং ধূমঃ স্বেদঃ কবড়ধারণম্।
হৃতে রক্তে প্রয়োক্তব্যমোষ্ঠকোপে কফাত্মকে॥

ত্রিকটু-যবক্ষারাভ্যাং ক্ষারঞ্চ যবশূকজঃ।
ক্ষৌদ্রযুক্তং বিধাতব্যমেতচ্চ প্রতিসারণম্ ॥ ৪ ॥

ইত্যোষ্ঠরোগ-চিকিৎসা।

(১) ওষ্ঠের সমীপবর্ত্তী শিরা বিদ্ধ করতঃ রক্ত স্রাবিত করিয়া নস্য, ধূম, স্বেদ ও কবল গ্রহণ করিলে কফজনিত ওষ্ঠরোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

(২) শুঠ, পিপুল, মরিচ, সাচিক্ষার ও যবক্ষার, এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিলে কফজনিত ওষ্ঠরোগ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥

ইতি ওষ্ঠরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

চলদন্তস্থিরকরং কার্য্যং বকুলচর্ব্বণম্।
আর্ত্তগল-দল-ক্বাথ গণ্ডুষো দন্তচালনুৎ ॥
দন্তচালে হিতং শ্রেষ্ঠং তিলোগ্রা-চর্ব্বণং সদা ॥ ৫ ॥

(১) বকুলফল চর্ব্বণ করিলে চলিত (নড়া) দন্ত (দাঁত) স্থিরতর হয়।

(২) হাগড়াপাতার ক্বাথে কুলি করিলে চলিত দন্ত দৃঢ়মূল হইয়া থাকে।

(৩) তিল ও বচ একত্র করিয়া সর্ব্বদা চিবাইলে চলিত দন্ত স্থির হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

দন্তপুপ্পুটকে কার্য্যং তরুণে রক্তমোক্ষণম্।
সপঞ্চলবণং ক্ষারং সক্ষৌদ্রং প্রতিসারণম্ ॥ ৬ ॥

দন্তপুপ্পুট রোগ অল্পদিন-জাত হইলে রক্তমোক্ষণ করিয়া তৎপরে যবক্ষার ও পঞ্চলবণ চূর্ণ করিয়া সমভাগে একত্র মধুর সহিত মিশাইয়া তাহা ঘর্ষণ করিবে ॥ ৬ ॥

দন্তানাং তোদহর্ষে চ বাতঘ্নাঃ কবলা হিতাঃ।
মাক্ষিকং পিপ্পলী সর্পির্মিশ্রিতং ধারয়েন্মুখে।
দন্তশূলহরং প্রোক্তং প্রধানমিদমৌষধম্ ॥ ৭ ॥

(১) উষ্ণতৈল, ঘৃত এবং স্নেহ দশমূলের ক্বাথাদি বাতঘ্ন দ্রব্যের কুলি করিলে দন্তের বেদনা ও দন্তহর্ষ নিবারিত হয়।

(২) মধু, পিপুলচূর্ণ ও গব্যঘৃত একত্র করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তশূল নিশ্চয়ই বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

বিস্রাবিতে দন্তবেষ্টে ব্রণস্তু প্রতিসারয়েৎ।
লোধ্র-পত্তঙ্গ-মধুক-লাক্ষাচূর্ণৈঃ মধূত্তরৈঃ।
গণ্ডুষে ক্ষীরিণো যোজ্যাঃ সক্ষৌদ্রঘৃতশর্করাঃ ॥ ৮ ॥

প্রথমতঃ জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ পূর্ব্বক তৎপরে লোধ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও লাক্ষা সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক ক্ষত স্থানে লাগাইলে এবং ক্ষীরিবৃক্ষের ক্বাথে মধু, ঘৃত ও ইক্ষুচিনি মিশ্রিত করিয়া তাহার গণ্ডুষ ধারণ করিলে দন্তবেষ্টরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

শৈশিরে হৃতরক্তে তু লোধ্রমুস্ত-রসাঞ্জনৈঃ।
সক্ষৌদ্রৈঃ শস্যতে লেপো গণ্ডুষে ক্ষীরিণো হিতাঃ ॥৯॥

প্রথমতঃ জলৌকাদি দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিয়া তৎপরে লোধ, মুথা ও রসাঞ্জন সমভাগে চূর্ণ করতঃ মধুর সহিত মিশাইয়া লেপন করিলে এবং বটাদি ক্ষীরিবৃক্ষের ক্বাথের কবল গ্রহণ করিলে শৈশিররোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ক্রিয়াং পরিদরে কুর্য্যাৎ শীতাদোক্তাং বিচক্ষণঃ ॥ ১০

শীতাদ রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিলে পরিদর রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

সংশোধ্যোভয়তঃ কায়ং শিরশ্চোপকুশে ততঃ।
কাকোড়ুম্বরিকা-গোজীপত্রৈ বিস্রাবয়েদসৃক্ ॥
ক্ষৌদ্রযুক্তৈশ্চ লবণৈঃ সব্যোষৈঃ প্রতিসারয়েৎ।
পিপ্পল্যঃ সর্ষপাঃ শ্বেতা নাগরং নৈচুলং ফলম্ ॥
সুখোদকেন সংমর্দ্দ্য কবড়ং তস্য যোজয়েৎ ॥ ১১ ॥

প্রথমতঃ বমন, বিরেচন ও নস্য প্রয়োগ পূর্ব্বক তৎপরে ডুমুরপাতা ও গোঁজিয়া পাতা ঘর্ষণ করতঃ রক্তস্রাবিত করিয়া পরে পঞ্চলবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ সমভাগে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিলে এবং পিপুল, শ্বেতসরিষা, শুণ্ঠী ও হিজলফল চূর্ণ সমভাগে জলে গুলিয়া তাহার কুলি করিলে উপকুশরোগ নষ্ট হয় ॥ ১১॥

শস্ত্রেণ দন্তবৈদর্ভে দন্তমূলানি শোধয়েৎ।
ততঃ ক্ষারং প্রযুঞ্জীত ক্রিয়াঃ সর্ব্বাশ্চ শীতলাঃ॥১২॥

অস্ত্র দ্বারা দন্তমূল হইতে পূয়াদি স্রাবিত করিয়া ক্ষতস্থানে ক্ষার প্রয়োগ ও শীতল ক্রিয়া করিলে দন্তবৈদর্ভ রোগ বিনষ্ট হয় ॥১২॥

উদ্বৃত্যাধিকদন্তন্তু ততোঽগ্নিমবচারয়েৎ।
ক্রিমিদন্তকবচ্চাত্র বিধিঃ কার্য্যো বিজানতা ॥ ১৩ ॥

অতিরিক্ত দন্তটী উৎপাটন পূর্ব্বক ক্ষতস্থান অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিলে এবং ক্রিমিদন্তকরোগের চিকিৎসানুসারে চিকিৎসা করিলে অধিদন্তক রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

ছিত্ত্বাধিমাংসং সক্ষৌদ্রৈরেভিশ্চূর্ণৈরুপাচরেৎ।
পা   চা-তেজোবতী স্বর্জ্জিকা যাবশূকজৈঃ ॥
ক্ষৌ   বতীয়াঃ পিপ্পল্যাঃ কবলশ্চাত্র কীর্ত্তিতঃ।
পটোলনিম্বত্রিফলাকষায়শ্চাত্র ধাবনে।
শিরোবিরেকশ্চ হিতো ধূমো বৈরেচনশ্চ যঃ ॥ ১৪ ॥

অধিমাংস রোগে অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা অতিরিক্ত মাংস ছেদন পূর্ব্বক বচ, চই, সাচিক্ষার ও যবক্ষার সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া ক্ষতস্থানে লাগাইয়া দিলে; পিপুলচূর্ণ সহ মধু মিশাইয়া তাহার কুলি করিলে; পল্‌তা, নিমপাতা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া ইহাদের ক্বাথ দ্বারা ক্ষতস্থান ধুইলে এবং নস্য ও কফনিঃসারক ধূম গ্রহণ করিলে উক্তরোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

নাড়ীব্রণহরং কর্ম্ম দন্তনাড়ীষু কারয়েৎ।
যং দন্তমধিজায়েত নাড়ী তং দন্তমুদ্ধরেৎ ॥
ছিত্ত্বা মাংসানি শস্ত্রেণ যদি নোপরুজো ভবেৎ।
শোধয়িত্বা দহেচ্চাপি ক্ষারেণ জ্বলনেন বা ॥
গাতংহিনস্তি হনস্থ দশনে সমুপেক্ষিতে।
তস্মাৎ সমূলং দশনং নির্হরেদ্ ভগ্নমস্থি চ ॥
উদ্ধৃতে তূত্তরে দন্তে শোণিতং সংপ্রসিচ্যতে।
রক্তাতিযোগাৎ পূর্ব্বোক্তা ঘোরা রোগা ভবন্তি চ।
চলমপ্যুত্তরং দন্তমতো নোপহরেদ্ ভিষক্ ॥ ১৫ ॥

(১) দন্তনালী রোগে নাড়ীব্রণ রোগের চিকিৎসানুসারে চিকিৎসা করিবে।

(২) যে দন্তে নালী হয়, সেই দন্ত উত্তোলন পূর্ব্বক দন্তাবরক মাংস ছেদন করিয়া পূযাদি নির্গত করাইয়া ক্ষতস্থান ক্ষার বা অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে। কিন্তু উপরের পাটির দন্ত চালিত হইলেও কদাচ তাহা উৎপাটন করিবে না; কারণ, তাহাতে অত্যন্ত রক্তস্রাব হইয়া বিবিধ রোগ জন্মে।

(৩) অধোগত দন্তনালী উপেক্ষা করিয়া দন্ত তুলিয়া না ফেলিলে, হনূদেশের অস্থি পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১৫ ॥

কষায়ং জাতীমদন কটুক স্বাদুকণ্টকৈঃ।
লোধ্র খদির মঞ্জিষ্ঠা যষ্ট্যাহ্বৈশ্চাপি যৎ কৃতম্ ॥
তৈলং সংশোধনং তদ্ধি হন্যাদ্দন্তগতাং গতিম্ ॥ ১৬ ॥

জাতীপত্র, মদন, কট্‌কী ও বঁইচ, এই সকল দ্রব্যের ক্বাথের কুলি করিলে এবং লোধ, খদিরকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা ও যষ্টিমধু সহ তৈলপাক পূর্ব্বক তাহা প্রয়োগ করিলে দন্তনালী রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

সুখোষ্ণাঃ স্নেহকবলাঃ সর্পিষস্ত্রৈবৃতস্য বা।
নির্যূহাশ্চানিলঘ্নানাং দন্তহর্ষপ্রমর্দ্দনাঃ ॥
স্নৈহিকশ্চ হিতো ধূমো নস্যং স্নৈহিকমেব চ ॥ ১৭।

ঘৃতাদি স্নেহ পদার্থ ঈষদুষ্ণ করতঃ তাহার কবল গ্রহণ করিলে, কিংবা ত্রিবৃৎঘৃত অথবা বাতনাশক দ্রব্যের ক্বাথের কুলি করিলে অথবা স্নেহ দ্রব্যের ধূম ও নস্য গ্রহণ করিলে দন্তহর্ষরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

অহিংসন্ দন্তমূলানি শর্করামুদ্ধরেদ্ ভিষক্।
লাক্ষাচূর্ণৈর্ম্মধুযুতৈস্ততস্তাং প্রতিসারয়েৎ ॥
দন্তহর্ষক্রিয়াঞ্চাপি কুর্য্যান্নিরবশেষতঃ ॥ ১৮ ।

দন্তমূলে আঘাত না লাগে এমন ভাবে দন্তশর্করা তুলিয়া, লাক্ষাচূর্ণ মধুর সহিত মিশাইয়া তাহা ক্ষতস্থানে ঘর্ষণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ দন্তহর্ষ রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিলে দন্তশর্করা রোগ অপনীত হয় ॥ ১৮

কপালিকা কৃচ্ছ্রসাধ্যা তত্রাপ্যেষা ক্রিয়া হিতা ॥ ১৯

কপালিকারোগ কৃচ্ছ্রসাধ্য হইলেও দন্তহর্ষের ন্যায় চিকিৎসা করিলে উহা বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৯ ॥

জয়েহ্ বিস্রাবণৈঃ স্বিন্নমচলং ক্রিমিদন্তকম্।
তথাবপীড়ৈর্ব্বাতঘ্নৈঃ স্নেহগণ্ডূষধারণৈঃ।
ভদ্রদার্ব্ব্যাদিবর্ষাভূলেপৈঃ স্নিগ্ধৈশ্চ ভোজনৈঃ।
হিঙ্গু সোষ্ণন্তু মতিমান্ ক্রিমিদন্তেষু দাপয়েৎ॥
বৃহতীভূকদম্ব পঞ্চাঙ্গুলকণ্টকারিকা ক্বাথঃ।
গণ্ডূষস্তৈলযুতঃ ক্রিমিদন্তকবেদনানাশনঃ॥
নীলীবায়সজঙ্ঘাস্নুগ্ দুগ্ধীনান্ত মূলমেকৈকম্।
সংচর্ব্ব্য দশনবিধৃতং দশনক্রিমিশাতনং প্রাহুঃ।
চলমুদ্ধৃত্য বা স্থানং দহেত্ শুষিরন্তু বা॥ ২০॥

(১) অচল ক্রিমিদন্তক রোগে প্রথমতঃ স্বেদ প্রদান পূর্ব্বক তৎপরে রক্তমোক্ষণ, বাতঘ্ন দ্রব্যের নস্য, স্নেহদ্রব্যের গণ্ডূষ, ভদ্রদার্ব্ব্যাদিগণ ও পুনর্নবার প্রলেপ পূর্ব্বক রোগীকে স্নিগ্ধ দ্রব্য আহার করিতে দিবে।

(২) হিং উষ্ণ করিয়া প্রয়োগ করিলে ক্রিমিদন্তক রোগ বিনষ্ট হয়।

(৩) বৃহতী, মুণ্ডিরী, ভেরেণ্ডার মূল ও কন্টকারী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে মোট ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ক্বাথ ৮ তোলা। যথাবিধানে এই ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তৈল মিশ্রণ পূর্ব্বক তাহার গণ্ডূষ ধারণ করিলে ক্রিমিদন্তক রোগের বেদনা অপনীত হয়।

(৪) নীলগাছ, কাকজঙ্ঘা, মনসসীজ ও দুধ্লে, ইহাদের এক একটীর মূল ক্রমে ক্রমে চিবাইয়া দাঁতে লাগাইয়া রাখিলে ক্রিমিসকল পড়িয়া যায়।

(৫) চালিত দন্ত তুলিয়া ফেলিয়া, সেই ক্ষতস্থানে ও ক্রিমিদন্তের ছিদ্র অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিয়া দিলে ক্রিমিদন্তক রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২০॥

বিদার্য্যাদি তৈলম্।

ততো বিদারী যষ্ট্যাহ্ব শৃঙ্গাটক কশেরুভিঃ।
তৈলং দশগুণং ক্ষীরং সিদ্ধং নস্তে তু পূজিতম্॥ ২১॥

বিদার্য্যাদি তৈল—তিলতৈল/১ সের, কল্কার্থ ভূমিকুষ্মাণ্ড, যষ্টিমধু, পানীফল ও কেশুর, এই দ্রব গুলি সমভাদে মিলিত ১৬ তোলা, দুগ্ধ।০ দশ সের। যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া ইহার নস্য গ্রহণ করিলে দন্তরোগ প্রশমিত হয়॥ ২১॥

হনুমোক্ষে সমুদ্দিষ্টা কার্য্যা চার্দ্দিতবৎ ক্রিয়া॥ ২২॥

অর্দ্দিত রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিলে হনুমোক্ষ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে॥ ২২॥

ফলান্যম্লানি শীতাম্বু রুক্ষান্নং দন্তধাবনম্।
তথাতিকঠিনান্ ভক্ষ্যান্ দন্তরোগী বিবর্জ্জয়েৎ॥ ২৩॥

দন্তরোগীর পরিত্যাজ্য—অম্লফল, শীতল জল, রুক্ষান্ন, দন্তধাবন ও কঠিন দ্রব্য ভক্ষণ, দন্তরোগী এই সকল পরিত্যাগ করিবে॥ ২৩॥

ওষ্ঠকোপেঽনিলজে যদুক্তং প্রাক্ চিকিৎসিতম্।
কণ্টকেষ্বনিলোত্থেষু তৎ কার্য্যং ভিষজা খলু॥
পিত্তজেষু নিঘৃষ্টেষু নিঃস্রুতে দুষ্টশোণিতে।
প্রতিসারণগণ্ডূষ নস্তঞ্চ মধুরং হিতম্॥
কণ্টকেষু কফোত্থেষু লিখিতেষস্‌জঃ ক্ষয়ে।
পিপ্পল্যাদি র্মধুযুতঃ কার্য্যস্তু প্রতিসারণঃ॥
গৃহ্নীয়াৎ কবলঞ্চাপি গৌরসর্ষপসৈন্ধবৈঃ।
পটোল নিম্ব বার্ত্তাকু ক্ষারযুষৈশ্চ ভোজয়েৎ॥ ২৪॥

(১) বাতজনিত ওষ্ঠরোগের ন্যায় চিকিৎসা করিলে বাতজ জিহ্বাকণ্টকরোগ বিনষ্ট হয়।

(২) সাঁড়া প্রভৃতি কর্কশপত্র দ্বারা জিহ্বা ঘর্ষণ পূর্ব্বক রক্ত স্রাবিত করিয়া কাকোল্যাদি মধুরগণীয় দ্রব্যের প্রতিসারণ, গণ্ডূষ ও নস্য প্রয়োগ করিলে পিত্তজনিত জিহ্বাকণ্টক রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

(৩) অস্ত্রাদি দ্বারা জিহ্বা আঁচড়াইয়া রক্ত স্রাবিত করিয়া পিপ্পল্যাদিগণীয় দ্রব্য মধু সহ মিশ্রণ পূর্ব্বক তাহা জিহ্বায় ঘর্ষণ করিলে কফজনিত জিহ্বাকণ্টক রোগ বিনষ্ট হয়।

(৪) রাইসরিষা ও সৈন্ধবলবণ একত্র পেষণ পূর্ব্বক উষ্ণজলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহার কবল ধারণ করিলে কফজনিত জিহ্বাকণ্টক রোগ নিবারিত হয়।

(৫) পলতা, নিমপাতা, বেগুন ও ক্ষারসংযুক্ত কুলত্থকলায়াদি যুষের সহিত আহার

করিলে কফজনিত জিহ্বাকণ্টকরোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

জিহ্বাজাড্যং মাণকভস্ম-লবণ-তৈল-ঘর্ষণং হন্তি।
ঈষৎ সু কৃষ্ণীরাক্তং জম্বীরাদ্যস্রচর্ব্বণং বাপি ॥
কর্কটাঙ্ঘ্রি-ক্ষীরপক্ব-ঘৃতাভ্যঙ্গেন নশ্যতি।
দন্তশব্দঃ কর্কটাঙ্ঘ্রি লেপান্ বা দন্তযোজিতাৎ ॥ ২৫ ॥

(১) মানকচুভস্ম, সৈন্ধবলবণ ও তৈল একত্র মিশ্রিত করতঃ জিহ্বাতে ঘর্ষণ করিলে অথবা জামীরের কেশরের সহিত অধিক পরিমাণে সিজের ক্ষীর মিশাইয়া চর্ব্বণ করিলে জিহ্বার জড়তা বিনষ্ট হয়।

(২) ক্ষীরপাকের নিয়মানুসারে কাঁকড়ার পদ ও দুগ্ধ একত্র পাক করিয়া লইবে, অতঃপর ঐ দুগ্ধের সহিত ঘৃত পাক করিয়া দন্তে মর্দ্দন করিলে কিম্বা কাঁকড়ার পা বাটিয়া দন্তে প্রলেপ দিলে দন্তের শব্দ নিবারিত হয় ॥ ২৫ ॥

চরণৌ কর্কটস্যাপি গোক্ষীরেণ বিপাচয়েৎ।
ঘনতাঞ্চ গতে তস্মিন্ রাত্রৌ চরণলেপনাৎ ॥
দন্তানাং কড়্মড়ীং হন্তি সত্যং সত্যঞ্চ পার্ব্বতি।
কৃষ্ণবর্ণাশ্বপুচ্ছস্য সপ্তকেশেন বেণিকা ॥
তাং বদ্ধা চ গলে দন্তকড়্মড়ীং হন্তি মানবঃ ॥ ২৬ ॥

(১ কাঁকড়ার ২ খানি পদ বাটিয়া গব্যদুগ্ধে পাক করতঃ ঘন করিবে। এই গাঢ় পদার্থ রাত্রিতে পাদদ্বয়ে লেপন করিলে দাঁত বড়্মড়ানি প্রশমিত হয়।

(২) কৃষ্ণবর্ণ ঘোটকের পুচ্ছ হইতে ৭ সাত গাছি চুল লইয়া তদ্দ্বারা বেণী প্রস্তত করতঃ গলদেশে বন্ধন করিলে দন্তের কড়্মড়ানি প্রশমিত হয় ॥ ২৬ ॥

উপজিহ্বান্ত সংলিখ্য ক্ষারেণ প্রতিসারয়েৎ।
শিরোবিরেক-গণ্ডুষ-ধূমৈশ্চৈনামুপাচরেৎ ॥
ব্যোষক্ষারাভয়া-বহ্নি-চূর্ণৈরেতৎ প্রঘর্ষণম্।
উপজিহ্বাপ্রশান্ত্যর্থমেতৈস্তৈলং বিপাচয়েৎ ॥ ২৭ ॥

(১) উপজিহ্ব রোগে শেওড়া প্রভৃতি বৃক্ষের কর্কশ পত্র দ্বারা উহা লেখন করিয়া ক্ষার ঘর্ষণ এবং নস্য, গণ্ডুষ ও ধূম প্রয়োগ করিবে।

(২) শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, যবক্ষার, হরীতকী ও চিতামূল; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশাইয়া উপজিহ্বা রোগে ঘর্ষণ করিলে কিম্বা উক্ত দ্রব্যগুলি দ্বারা তৈল পাক করতঃ সেই তৈল মর্দ্দন করিলে উপজিহ্বা রোগ নিবারিত হয় ॥ ২৭ ॥

ছিত্ত্বা ঘর্ষেদ্গলশুণ্ঠীং ব্যোষোগ্রা-ক্ষৌদ্রসিন্ধুজৈঃ।
কুষ্ঠোষণ-বচা-সিন্ধু-কণা-পাঠাপ্লবৈরপি ॥
সক্ষৌদ্রৈস্তিষজা কার্য্যং গলশুণ্ঠ্যাঃ প্রঘর্ষণম্।
উপনাসাম্বধে হন্তি গলশুণ্ঠী বিশেষতঃ ॥
গলশুণ্ঠীং হরেৎ তদ্বচ্ছেফালিমূলচর্ব্বণম্।
বচামতিবিষাং পাঠাং রাস্নাং কটুকরোহিণীম্ ॥
নিঃক্বাথ্য পিচুমর্দ্দঞ্চ কবলং তত্র যোজয়েৎ ॥ ২৮ ॥

(১) গলশুণ্ঠীরোগ অস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বচ ও সৈন্ধবলবণ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মিশাইয়া তদ্দ্বারা কিম্বা কুড়, মরিচ, বচ, সৈন্ধবলবণ, আকনাদি ও কৈবর্ত্তমুথা; এই দ্রব্য-চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা ঘর্ষণ করিলে গলশুণ্ঠী রোগ প্রশমিত হয়। নাসিকার অতি সমীপবর্ত্তী চারিটী শিরা ত্যাগ করিয়া অন্য শিরা বিদ্ধ করিলে গলশুণ্ঠী রোগ বিনষ্ট হয়।

(২) শেফালিকা বৃক্ষের মূল চর্ব্বণ করিলে গলশুণ্ঠীরোগ বিদূরিত হয়।

(৩) বচ, আতইষ, আকনাদি, রাস্না, কট্কী ও নিমছাল; এই সকল দ্রব্যের কাথ দ্বারা কুল্লি করিলে গলশুণ্ঠীরোগের শান্তি হয় ॥ ২৮ ॥

ক্ষারসিদ্ধেষু মুদ্গেষু যূষশ্চ শনং হিতং।
তুণ্ডিকের্য্যধ্রুবে কূর্ম্মে সংঘাতে তালুপুপ্পুটে।
এষএব বিধিঃ কার্য্যো বিশেষঃ শস্ত্রকর্ম্মচ ॥ ২৯ ॥

তুণ্ডীকেরী, অধ্রুব, কূর্ম্ম, সংঘাত ও তালুপুপ্পুটরোগে ক্ষারোদকের সহিত সিদ্ধ করা মুগের যূষ রোগীকে সেবন করিতে দিবে। এই সমস্ত রোগে গলশুণ্ঠী রোগোক্ত নিয়মানুসারে চিকিৎসা ও অস্ত্রক্রিয়া করিবে ॥ ২৯ ॥

তালুপাকে তু কর্ত্তব্যং বিধানং পিত্তনাশনম্।
স্নেহস্বেদৌ তালুশোষে বিধিশ্চানিলনাশনঃ ॥ ৩০ ॥

তালুপাকে পিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে ও তালু-শোষে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ এবং বায়ুনাশক ক্রিয়া করিবে ॥ ৩০ ॥

সাধ্যানাং রোহিণীনান্তু হিতং শোণিতমোক্ষণম্।
ছর্দ্দনং ধূমপানঞ্চ গণ্ডুষো নস্তকর্ম্ম চ ॥ ৩১ ॥

সাধ্য রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ, বমন, ধূম পান, গণ্ডুষ ও নস্তকর্ম্ম হিতকর ॥ ৩১ ॥

বাতিকীন্তু হৃতে রক্তে লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ।
সুখোষ্ণাংস্তৈলকবলান্ ধারয়েচ্চাপ্যভীক্ষ্ণশঃ ॥
পত্তঙ্গ-শর্করা-ক্ষৌদ্রৈঃ পৈত্তিকীং প্রতিসারয়েৎ।
দ্রাক্ষা-পরূষক-ক্বাথো হিতশ্চ কবড়গ্রহে ॥
অগারধূম-কটুকৈঃ কফজাং প্রতিসারয়েৎ।
শ্বেতা-বিড়ঙ্গ দন্তীষু সিদ্ধং তৈলং সসৈন্ধবম্ ॥
নস্তকর্ম্মণি দাতব্যং কবড়ঞ্চ কফোচ্ছ্রয়ে।
পিত্তবৎ সাধয়েদ্ বৈদ্যো রোহিণীং রক্তসম্ভবাম্ ॥৩২॥

(১) বাতিক রোহিণীরোগে পঞ্চলবণের চূর্ণ ঘর্ষণ এবং ঈষদুষ্ণ তৈল দ্বারা মুখে কবল ধারণ করিতে দিবে।

(২) রক্তচন্দন, চিনি ও মধু একত্র মিশাইয়া পিত্তজনিত রোহিণী ঘর্ষণ করিবে এবং কিস্‌মিস ও পরূষফলের ক্বাথ দ্বারা কবল করিতে দিবে।

(৩) শ্লৈষ্মিক রোহিনী রোগে ঝুল ও কটকীচূর্ণ ঘর্ষণ করিবে এবং শ্বেত অপরা জিতা, বিড়ঙ্গ, দন্তীমূল ও সৈন্ধব; এই সমস্ত কল্ক দ্রব্যের সহিত তৈল পাক করিয়া নস্ত ও কবল ধারণ করিতে দিবে।

(৪) পৈত্তিক রোহিণী রোগোক্ত চিকিৎসার ন্যায় রক্তজ রোহিণীর চিকিৎসা করিবে ॥ ৩২ ॥

বিস্রাব্য কণ্ঠশালুকং সাধয়েত্তুণ্ডিকেরিবৎ।
এককালং যবান্নঞ্চ ভুঞ্জীত স্নিগ্ধমল্পশঃ ॥
উপজিহ্বিকয়াপি সাধয়েদিরিবোল্লকাম্ ॥ ৩৩ ॥

(১) কণ্ঠশালুকরোগে অল্প রক্তমোক্ষণ দ্বারা তুণ্ডিকেরী রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে এবং একবেলা অল্প পরিমাণে স্নিগ্ধ যবান্ন ভোজন করিতে দিবে

(২) উপজিহ্বিক রোগ চিকিৎসার ন্যায় ইরিবেল্লিকা রোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ৩৩ ॥

উন্নাম্য জিহ্বামাকৃষ্য বড়িশেনাধিজিহ্বকম্।
ছেদয়েন্ মণ্ডলাগ্রেণ তীক্ষ্ণোষ্ণৈর্ঘর্ষণাদিভিঃ ॥
বিস্রাব্য শোণিতং স্বল্পং ততঃ শোধনমাচরেৎ ॥ ৩৪ ॥

অধিজিহ্বকরোগে জিহ্বা উন্নমিত করিয়া বড়িশ যন্ত্র দ্বারা অধিজিহ্বা আকর্ষণ করতঃ মণ্ডলাগ্র অস্ত্র দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্যদ্বারা রুগ্ন স্থান ঘর্ষণে অল্প পরিমিত রক্ত বাহির করিয়া সংশোধন ক্রিয়া করিবে ॥ ৩৪ ॥

অমর্ম্মস্থং সুপক্কঞ্চ ভেদয়েদ্ গলবিদ্রধিম্ ॥ ৩৫ ॥

গলবিদ্রধি যদি মর্ম্মস্থানে উৎপন্ন না হয়, সে স্থলে পক্কাবস্থায় উহা ছেদন করিবে ॥ ৩৫ ॥

কণ্ঠরোগেষসৃঙ্মোক্ষস্তীক্ষ্ণৈর্নস্যাদিকর্ম্ম চ।
ক্বাথঃ পানে দার্ব্বীত্বঙ নিম্বতার্ক্ষ্য কলিঙ্গজম্ ॥
হরীতককষায়ো বা পেয়ো মাক্ষিকসংযুতঃ।
কটুকাতিবিষা-দারু পাঠা মুস্ত কলিঙ্গকাঃ ॥
গোমূত্রে কথিতাঃ পেয়াঃ কণ্ঠরোগবিনাশনাঃ ॥ ৩৬ ॥

(১) কণ্ঠরোগে রক্তমোক্ষণ ও তীক্ষ্ণদ্রব্যের নস্যাদি প্রয়োগ করিবে এবং দারুহরিদ্রা, নিমছাল ও ইন্দ্রযব; এই সকল দ্রব্যের ক্বাথে রসাঞ্জনচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পান করিতে দিবে।

(২) হরীতকীর ক্বাথে মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে কিম্বা কটকী, আতইষ, দেবদারু, আকনাদি, মুথা ও ইন্দ্রযব, এই সকল সমভাগে মিলিত ২ তোলা লইয়া ৩২ তোলা গোমূত্রে সিদ্ধ করতঃ ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে কণ্ঠরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬ ॥

দন্তরোগাশ নিচূর্ণম্।

জাতীপত্র-পুনর্নবা তিল কণা কৌরুণ্ট মুস্তা বচাঃ শুণ্ঠী দীপ্য হরীতকী চ সমৃতং চূর্ণং মুখে ধারয়েৎ। বাতঘ্নং ক্রিমি কণ্ডুশূলদহনং সর্ব্বাময়ধ্বংসনং দৌর্গন্ধ্যাদি সমস্ত দোষ হরণং দন্তজ রোগাশনিঃ ॥ ৩৭ ॥

দন্তরোগাশনিচূর্ণ—জাতীপত্র, পুনর্নবা, তিল, পিপুল, ঝিণ্টীপত্র, মুথা, বচ, শুঁঠ, যমানী ও হরীতকী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া লইয়া উহার সহিত ঘৃত মিশাইয়া মুখে ধারণ করিলে বায়ুজনিত দন্তরোগ ও দন্তের ক্রিমি, কণ্ডু, শূল, দাহ এবং দৌর্গন্ধ প্রভৃতি বহু প্রকার রোগ বিদূরিত হয়॥ ৩৭॥

কালকং চূর্ণম্।

গৃহধূমো যবক্ষারঃ পাঠা ব্যোষং রসাঞ্জনম্।
তেজোহ্বা ত্রিফলা লৌহং চিত্রকশ্চেতি চূর্ণিতম্।
সক্ষৌদ্রং ধারয়েদেতদ্গলরোগ-বিনাশনম্।
কালকং নাম তচ্চূর্ণং দন্তস্য গলরোগনুৎ॥ ৩৮॥

কালক চূর্ণ—যবক্ষার, গৃহধূম (ঝুল), আকনাদি, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রসাঞ্জন, চই, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লৌহ ও চিতামূল; এই সকল চূর্ণ সমপরিমাণ গ্রহণ করতঃ মধুসহ মুখে প্রলেপ দিলে দন্ত, মুখ এবং গলরোগ উপশমিত হইয়া থাকে॥ ৩৮॥

পীতকং চূর্ণম্।

মনঃশিলা যবক্ষারো হরিতালং সসৈন্ধবম্।
দার্ব্বী ত্বক্ চেতি তচ্চূর্ণং মাক্ষিকেণ সমাযুতম্॥
মূর্চ্ছিতং ঘৃতযোগেন কণ্ঠরোগেষু ধারয়েৎ।
মুখরোগেষু চ শ্রেষ্ঠং পীতকং নাম কীর্ত্তিতম্॥ ৩৯॥

পীতকচূর্ণ—মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধবলবণ ও দারুহরিদ্রা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মধু ও ঘৃত মিশাইয়া মুখমণ্ডলে লেপ দিলে কণ্ঠ ও মুখরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩৯॥

যবাগ্রজং তেজবতীং সপাঠাং রসাঞ্জনং দারু-
নিশাং সকৃষ্ণাম্। ক্ষৌদ্রেণ কুর্য্যাদ্ গুড়িকাং
মুখেন তাং ধারয়েৎ সর্ব্বগলাময়েষু॥
দশমূলং পিবেদুষ্ণং যূষং মূলকুলত্থয়োঃ।
ক্ষীরেক্ষুরস-গোমূত্র-দধিমস্ত্বম্লকাঞ্জিকৈঃ॥
বিদধ্যাৎ কবলান্ বীক্ষ্য দোষং তৈলঘৃতৈরপি॥ ৪০॥

(১) যবক্ষার চই, আকনাদি, রসাঞ্জন, দারুহরিদ্রা ও পিপুল; ইহাদের চূর্ণ সমপরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক মধুসহ মিশাইয়া মুখে প্রলেপ দিলে গলরোগ নষ্ট হয়।

(২) গলরোগে দশমূলের উষ্ণ ক্বাথ পান, মূলা ও কুলথকলায়ের যূষভোজন ও দোষ বিবেচনা করিয়া দুগ্ধ, ইক্ষুরস, গোমূত্র, দধিমাত, অম্লকাঁজি, তৈল ও ঘৃতে কবল (কুলি) ধারণ করিতে দিবে॥ ৪০॥

ক্ষারগুড়িকা।

পঞ্চকোলক-তালীশপত্রৈলা-মরিচ-ত্বচঃ।
পলাশ-মুষ্ককক্ষার-যবক্ষারাশ্চ চূর্ণিতাঃ।
গুড়ে পুরাণে ক্বথিতে দ্বিগুণে গুড়িকাঃ কৃতাঃ।
কর্কন্ধুমাত্রাঃ সপ্তাহং স্থিতা মুষ্ককভস্মনি॥
কণ্ঠরোগেষু সর্ব্বেষু ধার্য্যাঃ স্যুরমৃতোপমাঃ॥ ৪১॥

ক্ষারগুড়িকা—পিপুলমূল, চই, চিতামূল, শুঁঠ তালীশপত্র, ছোটএলাইচ, মরিচ, দারুচিনি, পলাশক্ষার, ঘণ্টাপারুলিরক্ষার ও যবক্ষার; এই সকল চূর্ণ করিয়া সমভাগে একত্রে মিলাইয়া এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সকল দ্বিগুণ মাত্রায় পুরাতন গুড়সহ যথানিয়মে পাক করিয়া বদরিকা পরিমাণ বটিয়া করতঃ ঐ বটিকাগুলি ঘণ্টাপারুলির ক্ষারের মধ্যে সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত স্থাপন করিয়া পরে গ্রহণ করিবে। এই ঔষধ সর্ব্ববিধ কণ্ঠরোগে মুখে ধারণ করিতে দিবে॥ ৪১॥

সর্ব্বসর-চিকিৎসা।

মূত্রসিদ্ধাং শিবাং তুল্যাং মধুরী-কুষ্ঠবালকৈঃ।
অভ্যস্য মুখরোগাংস্তু জয়েদ্ বিরসতামপি॥
বাতাৎ সর্ব্বসরং চূর্ণৈর্লবণৈঃ প্রতিসারয়েৎ।
তৈলং বাতহরৈঃ সিদ্ধং হিতং কবলগণ্ডয়োঃ॥
পিত্তাত্মকে সর্ব্বসরে শুদ্ধকায়স্য দেহিনঃ।
সর্ব্বঃ পিত্তহরঃ কার্য্যো বিধির্মধুরশীতলঃ॥
প্রতিসারণ-গণ্ডূষ-ধূম-সংশোধনানি চ।
কফাত্মকে সর্ব্বসরে ক্রমং কুর্য্যাৎ কফাপহম্॥ ৪২॥

(১) হরীতকী, মৌরি, কুড়, ও বালা; এই দ্রব্য সকল সমভাগে মিশ্রিত ২ তোলা, পাকার্থ-গোমূত্র ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই ক্বাথে মুখে প্রলেপ দিলে মুখরোগ এবং মুখের বিরসতা বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে।

(২) বাতজ সর্ব্বসর (মুখপাক) রোগে রোগস্থানে সৈন্ধবলবণের চূর্ণ ঘর্ষণ এবং বায়ুনাশক ঔষধের সহিত পাচিত তৈলদ্বারা কবল (কুল্লি) ও নস্য প্রয়োগ করিবে।

(৩) পৈত্তিক সর্ব্বসর রোগে বমন ও বিরেচনাদি দ্বারা রোগীর দেহ সংশোধন করিয়া মধুর ও শীতল গুণবিশিষ্ট সর্ব্বপ্রকার পিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে।

(৪) শ্লৈষ্মিক সর্ব্বসররোগে চূর্ণ দ্রব্য ঘর্ষণ, গণ্ডূষ, ধূম, বমন ও বিরেচন প্রভৃতি সর্ব্ববিধ কফনাশক ক্রিয়া করিবে॥ ৪২॥

মুখপাকে শিরাবেধঃ শিরঃকায়বিরেচনম্।
কার্য্যঞ্চ বহুধা নিত্যং জাতীপত্রস্য চর্ব্বণম্॥
জাতীপত্রামৃতা-দ্রাক্ষা- পাঠা-দার্ব্বী-ফলত্রিকৈঃ।
ক্বাথঃ ক্ষৌদ্রযুতঃ শীতো গণ্ডূষো মুখপাকনুৎ॥
পটোল-নিম্ব-জম্বাম্র-মালতী-নবপল্লবাঃ।
পঞ্চপল্লবজঃ শ্রেষ্ঠঃ কষায়ো মুখধাবনে॥
পঞ্চবল্ককষায়ো বা ত্রিফলাক্বাথ এব বা।
মুখপাকেষু সক্ষৌদ্রঃ প্রয়োজ্যো মুখধাবনে॥
স্বরসঃ ক্বথিতো দার্ব্ব্যা ঘনীভূতো রসক্রিয়া।
সক্ষৌদ্রা মুখরোগাসৃগ্‌দোষনাড়ীব্রণাপহা॥ ৪৩॥

(১) মুখপাক রোগে শিরাবিদ্ধ, নস্য ও বিরেচন প্রয়োগ এবং প্রতিদিন জাতীপত্র চর্ব্বণ হিতকর।

(২) জাতীপত্র, গুলঞ্চ, কিস্‌মিস্, আকনাদি, দারুহরিদ্রা, হরীতকী ও বহেড়া; ইহাদের শীতল ক্বাথ মধু সহিত ধারণ করিলে মুখপাক নিবারিত হয়।

(৩) পলতা, নিমপাতা, জামপত্র, আম্র পত্র ও জাতীপাতা; এই সকল ক্বাথে অথবা বট, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, পাকুড় ও বেতস, ইহাদের ছালের ক্বাথে কিম্বা হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; ইহাদের ক্বাথে মধু মিশ্রিত করিয়া মুখ ধৌত করিলে মুখপাক প্রশমিত হয়।

(৪) দারুহরিদ্রার ক্বাথ অগ্নিসন্তাপে ঘনীভূত করিয়া মধু সহযোগে মুখে ধারণ করিলে মুখদোষ, রক্তদোষ ও নালী ঘা বিনষ্ট হয়॥ ৪৩॥

সপ্তচ্ছদাদিঃ।

সপ্তচ্ছদোশীর-পটোল-মুস্ত-হরীতকীতিক্তক-রোহিণীভিঃ। যষ্ট্যাহ্বরাজদ্রুমচন্দনৈশ্চ ক্বাথং পিবেৎ পাকহরং মুখস্য॥ ৪৪॥

সপ্তচ্ছদাদি—ছাতিমছাল, বেনারমূল, পটোলপত্র, মুথা, হরীতকী, কট্‌কী, যষ্টিমধু, সোঁদাল ও রক্তচন্দন; ইহাদের ক্বাথ পান করিলে মুখপাক প্রশমিত হয়॥ ৪৪॥

পটোলাদিঃ।

পটোল-শুণ্ঠীত্রিফলাবিশালা ত্রায়ন্তিতিক্তাদ্বিনিশামৃতানাম্। পীতঃ কষায়ো মধুনা নিহন্তি মুখে স্থিতশ্চাস্য গদানশেষান্॥ ৪৫।

পটোলাদি—পটোলপত্র, শুঁঠ. হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রাখালশসার মূল, বলাডুমুর, কট্‌কী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গুলঞ্চ; ইহাদের ক্বাথ মধু সহযোগে পান বা মুখে ধারণ করিলে নানা প্রকার মুখরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪৫॥

কথিতাস্ত্রিফলা পাঠা মৃদ্বীকা জাতীপল্লবাঃ।
নিষেব্যা ভক্ষণীয়া বা ত্রিফলা মুখপাকহা॥
কৃষ্ণাজীরককুষ্ঠেন্দ্রযবচর্ব্বণতস্ত্র্যহম্।
মুখপাকে ব্রণক্লেদদৌর্গন্ধ্যমুপশাম্যতি॥ ৪৬॥

(১) হরীতকী, বহেড়া, আকনাদি, কিস্‌মিস্ ও জাতীপত্র; এই সকল ক্বাথ পান করিলে কিম্বা হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া ভক্ষণ করিলে মুখপাক বিদূরিত হইয়া থাকে।

(২) পিপুল, জীরা, কুড় ও ইন্দ্রযব এই দ্রব্য গুলি একত্রে চর্ব্বণ করিলে ৩ দিবসের মধ্যে মুখের পাক, ক্লেদ ও দৌর্গন্ধ প্রশমিত হয়॥ ৪৬॥

তিলা নীলোৎপলং সর্পিঃ শর্করা ক্ষীরমেব চ।
সক্ষৌদ্রো দগ্ধবক্ত্রস্য গণ্ডূষো দাহপাকহা॥ ৪৭॥

মুখ দগ্ধ হইলে তিলের ক্বাথ, নীলোৎপলের ক্বাথ, ঘৃত, চিনি বা দুগ্ধসহ মধু মিশ্রিত করিয়া গণ্ডূষ ধারণ করিলে মুখের দাহ ও পাক নিবারিত হইয়া থাকে॥ ৪৭॥

তৈলেন কাঞ্জিকেনাথ গণ্ডূষস্ত্বর্দাহহা॥ ৪৮॥

মুখে তিলতৈল অথবা কাঁজির গণ্ডূষ ধারণ করিলে চূর্ণ ভক্ষণজনিত দাহ দূর হয়।

ঘনকুষ্ঠৈলাধান্যকযষ্টিমধ্বেলবালুকা-কবড়ঃ।
বদনেঽতিপূতিগন্ধং হরতি সুরালশুনগন্ধঞ্চ॥ ৪৮॥

মুথা, কুড়, ছোটএলাইচ, ধনে, যষ্টিমধু ও এলবালুকা; এই দ্রব্যগুলির কাথ দ্বারা কবল করিলে মুখের দুর্গন্ধ এবং মদ্যপান ও রসুনভক্ষণ-জনিত দুর্গন্ধ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়॥ ৪৮॥

মহাসহচর-তৈলম্।

তুলাং ধৃত্বাং নীলসহচরস্য দ্রোণেঽম্ভসঃ সংস্রপয়েদ্ যথাবৎ। পুতে চতুর্ভাগরসে তু তৈলং পচেৎ শনৈরর্দ্ধ-পলপ্রমাণৈঃ॥ কল্কৈরনন্তা খদিরাদিমেদ-জম্বাম্র যষ্টি-মধুকোৎপলানাম্। তত্তৈলমাশ্বেব ধৃতং মুখেন স্থৈর্য্যং দ্বিজানাং বিদধাতি সদ্যঃ॥ ৪৯॥

মহাসহচর তৈল—তিলতৈল ⁄৪ চারি সের। কাথার্থ—নীলঝাঁটি ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ-অনন্তমূল, খদিরকাষ্ঠ, বিট্‌-খদির (অভাবে খদির), জামছাল, আমছাল, যষ্টি-মধু ও নীলোৎপল; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। এই তৈল মুখে ধারণ করিলে দন্ত দৃঢ় হইয়া থাকে॥ ৪৯॥

ইরিমেদাদ্যং তৈলম্।

ইরিমেদত্বক্ পলশতমভিনবমাপোথ্যখণ্ডশঃকৃত্বা।
তোয়াঢ়কৈশ্চতুর্ভির্নিঃকাথ্য চতুর্থশেষেণ॥
কাথেন তেন মতিমান্ তৈলস্যার্দ্ধাঢ়কং শনৈ
বিপচেৎ।
কল্কৈরক্ষসমাংশৈর্মঞ্জিষ্ঠা লোধ্রমধুকানাম্॥
ইরিমেদ-খদির-কট্‌ফললাক্ষা-ন্যগ্রোধমুস্তৈলা।
কর্পূরাগুরু পদ্মক-লবঙ্গ-ককোল-জাতীনাম্॥
ফলপঙ্কজ-গৈরিক-বরাঙ্গগজকুসুম-ধাতকীনাঞ্চ।
সিদ্ধং ভিষগ্ বিদধ্যাদিদং মুখোত্থেষু রোগেষু॥
পরিশীর্ণ-দন্তবিদ্রধি-শৈশির-শীতাদ-দন্তহর্ষেষু।
ক্রিমিদন্ত-দলন-চলিত-প্রদুষ্টমাসারশীর্ণেষু॥
মুখদৌর্গন্ধ্যেষু চ কার্য্যং প্রাগুক্তেষাময়েষু
তৈলমিদম্॥ ৫০॥

ইরিমেদাদ্য তৈল—তিলতৈল ⁄৮ আট সের কাথার্থ—খদিরকাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, যষ্টিমধু, বিট্‌-খদির (অভাবে খদির), খদিরকাষ্ঠ, কট্‌ফল, লাক্ষা, বটছাল, ছোটএলাইচ, কর্পূর, অগুরু, পদ্মকাষ্ঠ, লবঙ্গ, কাঁকোলী, জয়িত্রী, জাতিফল, রক্তচন্দন, গেরিমাটি, দারুচিনি, নাগেশ্বর ও ধাইফুল; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। ইহা মুখে ধারণ করিলে পরিশীর্ণ, দন্তবিদ্রধি, শৈশির, শীতাদ, দন্তহর্ষ, ক্রিমিদন্ত, দারণ ও চলিত এবং মুখের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়॥ ৫০॥

লাক্ষাদ্যং তৈলম্।

তৈলং লাক্ষারসং ক্ষীরং পৃথক্ প্রস্থং সমং পচেৎ।
চতুর্গুণেঽরিমকাথে দ্রব্যৈশ্চ পলসংমিতৈঃ॥
লোধ্র-কট্‌ফল-মঞ্জিষ্ঠা-পদ্মকেশর-পদ্মকৈঃ।
চন্দনোৎপল-যষ্ট্যাহ্বৈস্তৈলং গণ্ডূষ-ধারণম্॥
দালনং দন্তচালঞ্চ দন্তমোক্ষং কপালিকাম্।
শীতাদং পূতিবক্ত্রঞ্চ অরুচিং বিরসাস্যতাম্॥
হন্যাদাশু শরানেতান্ কুর্য্যাদ্দন্তানপি স্থিরান্॥ ৫১॥

লাক্ষাদ্য তৈল—তিলতৈল ⁄৪ সের। লাক্ষা-রস ⁄৪ সের, দুগ্ধ ⁄৪ সের, খদিরের কাথ ।৬ সের। কল্কার্থ-লোধ, কট্‌ফল, মঞ্জিষ্ঠা, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, রক্তচন্দন, নীলোৎপল ও যষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা। এই তৈল যথানিয়মে পাক করিয়া গণ্ডূষ ধারণ করিলে দালন, দন্ত চালন, দন্তমোক্ষ, কপালিকা, শীতাদ, মুখদৌর্গন্ধ্য, অরুচি ও মুখের বিরসতা বিনষ্ট হওত দন্ত সকল দৃঢ় হইয়া থাকে॥ ৫১॥

বকুলাদ্যং তৈলম্।

বকুলস্য ফলং লোধ্রং বজ্রবল্লী-কুরুণ্টকম্॥
চতুরঙ্গুল-বব্বোল-বাজিকর্ণেরিমাশনম্॥
এষাং কষায়কল্কাভ্যাং তৈলং পক্বং মুখে ধৃতম্।
স্থৈর্য্যং করোতি চলতাং দন্তানাং নাবনেন চ॥ ৫২॥

বকুলাদ্য তৈল—তিলতৈল ⁄৪সের, কাথার্থ—বকুলফল, লোধ, হাড়ভাঙ্গা, নীলঝাঁটি, সোঁদাল, বাবুইতুলসী, শালবৃক্ষের ছাল, খদির ও পীত-শাল; এই গুলি সমভাগে মিলিত ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ—উপরোক্ত বকুলফলাদি ৯টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ⁄১ সের।

এই সকল দ্রব্য দ্বারা যথাবিধানে তৈল পাক করিয়া লইবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে কিম্বা ইহার নস্য গ্রহণে চালিত দন্ত দৃঢ় হয়॥ ৫২॥

স্বল্প খদিরবটিকা।

খদিরস্য তুলাং সম্যক্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
শেষেঽষ্টভাগে তত্রৈব প্রতিবাপং প্রদাপয়েৎ॥
জাতীকর্পূর-পূগানি কক্কোল ফলকানি চ।
ইত্যেষা গুড়িকা কার্য্যা মুখসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী॥
দন্তৌষ্ঠমুখরোগেষু জিহ্বাতাল্বাময়েষু চ॥ ৫৩॥

স্বল্প খদির বটিকা—ক্বাথার্থ-খদির ।২৷৷০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৵৮ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনরায় মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে এবং পাক শেষ হইলে জয়িত্রী, কর্পূর, সুপারি, কাঁকোলী ও জাতীফল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে। এই গুড়িকা মুখে রাখিলে দন্ত, ওষ্ঠ মুখ, জিহ্বা ও তালুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৫৩॥

বৃহৎ খদিরবটিকা।

গায়ত্রীসার তুলয়োরিম বল্কলানাং সার্দ্ধং তুলাযুগল মম্বুঘটৈশ্চতুর্ভিঃ। নিঃক্বাথ্য পাদমবশিষ্টং সুবস্ত্রপূতং ভূয়ঃ পচেদথ শনৈর্মৃদুপাবকেন॥ তস্মিন্ ঘনত্বমুপগচ্ছতি চূর্ণ মেষাং প্রক্ষং ক্ষিপেচ্চ কবড়গ্রহভাগিকানাম্। এলা মৃণাল সিতচন্দন চন্দনাম্বু শ্যামাতমাল বিকষা ঘন লোহ যষ্টি॥ লজ্জা-কলত্রয় রসাঞ্জন ধাতকীনাং শ্রীপুষ্প গৈরিক কটফটকট্ফলানাম্। পদ্মাহ্ব লোধ্ বটরোহ যবাস কানাং মাংসী নিশাসুরভি বল্কল সংযুতানাম্॥ কক্কোল জাতীফলকোষ লবঙ্গকানি চূর্ণীকৃতানি বিদধীত পলাং শকানি। শীতেঽবতার্য্য ঘনসার চতুঃপলঞ্চ ক্ষিপ্তা কলা য়সদৃশী গুড়িকাঃ প্রকুর্য্যাৎ॥ শুষ্কা মুখে বিনিহিতা বিনি বারয়ন্তি রোগান্ গলৌষ্ঠরসনা দ্বিজ তালু জাতান্। কুর্য্যুর্মুখে সুরভিতাং পটুতাং রুচিঞ্চ স্থৈর্য্যং পরং দশনগং রসনা লঘুত্বম্॥ ৫৪॥

বৃহৎ খদিরবটিকা—খদির ।৮৶০ সের, চিট্ খদিরের ছাল ।৷৫ সের, জল ২৫৬ সের, শেষ ৬৪ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে. পাক গাঢ় হইয়া আসিলে ছোটএলাইচ, বেণারমূল, শ্বেতচন্দন, বালা, প্রিয়ঙ্গু, তমালপত্র, মঞ্জিষ্ঠা, মুথা, অগুরু, যষ্টি মধু, বরাহক্রান্তা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, রসাঞ্জন, ধাইফুল, নাগেশ্বর, পৌণ্ডরিক, গেরিমাটি, দারুহরিদ্রা, কট্‌ফল, পদ্মকাষ্ঠ, লোধ, বটেরঝুরি, দুরালভা, জটামাংসী, হরিদ্রা, শল্লকী ও দারুচিনি, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২তোলা এবং কাঁকোলী, জাতীফল, জয়িত্রী ও লবঙ্গ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা পরিমাণে উহাতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে ও শীতল হইলে উহাতে ৩২ তোলা কর্পূর প্রদানপূর্ব্বক কলায়সদৃশ বটিকা প্রস্তুত করতঃ শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহা মুখে ধারণ করিলে গলা, ওষ্ঠ, জিহ্বা ও তালুগত রোগ এবং অরুচি বিনষ্ট হয়। অধিকন্তু মুখের সুগন্ধি ও দন্ত দৃঢ় হইয়া থাকে॥ ৫৪॥

মুখরোগহরো রসঃ।

রসগন্ধৌ সমৌ ভাগ্যাং দ্বিগুণঞ্চ শিলাজতু।
গোমূত্রেণ বিমর্দ্দ্যাথ সপ্তধার্কদ্রবেণ চ॥
জাতীনিম্ব মহারাষ্ট্রী রসৈঃ সিধ্যতি পাকহা।
কণামধুযুতা হন্তি মুখপাকং সুদারুণম্॥
অষ্টগুঞ্জা ধৃতা বক্ত্রে সদ্যো হন্তি বটী গদান্।
মহারাষ্ট্র্যাশ্চ কল্কেন মুখঞ্চ প্রতিসারয়েৎ॥
ধারণাৎ সেবনাদেব বটী হন্তি মুখাময়ান্॥ ৫৫

মুখরোগহর রস—পারদ ১ তোলা ও গন্ধক ১ তোলা, একত্রে কজ্জলী করিয়া উহার সহিত শিলাজতু ৪তোলা মিশ্রিত করতঃ গোমূত্র, আকন্দ পত্র, জাতীপত্র, নিম্বপত্র ও জলপিপ্পলী; ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা যথাক্রমে ৭ বার করিয়া মর্দ্দন পূর্ব্বক ৮ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহা মুখে ধারণ ও জলপিপ্পলীর কল্কদ্বারা মুখে ঘর্ষণ করিলে মুখরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৫৫॥

দন্তকাষ্ঠং স্নানমম্লং মৎস্যমানূপমামিষম্।
দধি ক্ষীরং গুড়ং মাষং রুক্ষান্নং কঠিনাশনম্॥
অধোমুখেন শয়নং গুর্ব্বভিষ্যন্দকারি চ।।
মুখরোগেষু সর্ব্বেষু দিবানিদ্রাং বিবর্জ্জয়েৎ॥ ৫৬॥

ইতি মুখরোগাধিকারঃ।

মুখরোগে দন্তকাষ্ঠ, স্নান, অম্ল, মৎস্য, আনূপ-মাংস, দধি, দুগ্ধ, গুড়, মাষকলাই, রুক্ষান্ন, কঠিন-দ্রব্য ভোজন, অধোমুখে শয়ন, গুরু ও কফকারক দ্রব্য ও দিবানিদ্রা; এই সকল পরিত্যাগ করিতে হইবে। ৫৬॥

ইতি মুখরোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ কর্ণরোগাধিকারঃ।

—:*:—

কপিত্থ মাতুলুঙ্গাম্ল শৃঙ্গবেররসৈঃ শুভৈঃ।
সুখোষ্ণৈঃ পূরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলোপশান্তয়ে॥
শৃঙ্গবেরঞ্চ মধু চ সৈন্ধবং তৈলমেবচ।
কদুষ্ণংঃকর্ণয়োর্দেয়মেতদ্বা বেদনাপহম্॥ ১॥

কর্ণরোগের-চিকিৎসা।

(১) কয়েদ্‌বেল, ছোলঙ্গলেবু অথবা আদা; ইহার কোনও একটী দ্রব্যের রস উষ্ণ করতঃ কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়।

(২) আদাররস অর্দ্ধ তোলা, মধু চারি আনা, সৈন্ধবলবণ একরতি এবং তিলতৈল চারিআনা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে ঈষদুষ্ণ করতঃ কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হয়॥ ১॥

লশুনার্দ্রকশিগ্রূণাং সুরঙ্গ্যা মূলকস্ত চ।
কদল্যাঃ স্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুষ্ণঃ কর্ণপূরণে॥
সমুদ্রফেনচূর্ণেন যুক্ত্যা বাপ্যবচূর্ণয়েৎ॥ ২॥

রশুনের রস, আদার রস, সাজিনার রস, রক্ত সজিনাররস, কাঁচামুলাররস, অথবা কলার বাগুডার রস; ইহার যে কোন একটী দ্রব্যের রস ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণপূরণ করিলে কিম্বা কাঁজি দ্বারা কর্ণপূরণ করিয়া সমুদ্রফেনচূর্ণ কর্ণে ধারণ করিলে কর্ণরোগ বিনষ্ট হয়॥ ২॥

আদ্রক সূর্য্যাবর্ত্ত শোভাঞ্জনমূলকঃ স্বরসাঃ।
মধুতৈলসৈন্ধবযুতাঃ পৃথগুক্তাঃ কর্ণশূলহরাঃ॥ ৩॥

আদা, হুড়হুড়ে, সজিনা বা মুলা; ইহাদের যে কোন একটী দ্রব্যের রসের সহিত মধু, তিল-তৈল ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হয়॥ ৩॥

শোভাঞ্জনকনির্য্যাসস্তিলতৈলেন সংযুতঃ।
ব্যক্তোষ্ণঃ পূরণঃ কর্ণে কর্ণশূলোপশান্তয়ে॥
অষ্টানামপি মূত্রাণাং মূত্রেণান্যতমেন বৈ।
কোষ্ণেন পূরয়েৎ কর্ণং কর্ণশূলোপশান্তয়ে॥ ৪॥

(১) সজিনার রস ও তিলতৈল একত্রে উষ্ণ করতঃ কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল উপশম হয়।

(২) হস্তি, অশ্ব, উষ্ট্র, মেষ, ছাগ, গর্দ্দভ, গো অথবা মহিষ; ইহাদের কোনও একটির মূত্র ঈষদুষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল উপশম হইয়া থাকে॥ ৪॥

অশ্বত্থপত্রখল্লং বা বিধায় বহুপত্রকম্।
তৈলাক্তমঙ্গারপূর্ণং নিদধ্যাৎশ্রবণোপরি॥
যত্তৈলং চ্যবতে তস্মাৎ খল্লাদঙ্গারতাপিতাৎ।
তৎ প্রাপ্তং শ্রবণস্রোতঃ সদ্যো গৃহ্লাতি বেদনাম্॥
অর্কপত্রপুটে দগ্ধস্নুহীপত্রোদ্ভবো রসঃ।
কদুষ্ণঃ পূরণাদেব কর্ণশূল নিবারণঃ॥ ৫॥

(১) কতকগুলি অশ্বত্থপত্র তৈলাক্ত করিয়া উহাদ্বারা ছিদ্রবিশিষ্ট পুটক প্রস্তুত করতঃ তদুপরি প্রজ্বলিত অঙ্গার রাখিয়া কর্ণকুহরে স্থাপন করিবে, ইহাদ্বারা অগ্নির উত্তাপে তৈল কর্ণবিবরে পড়িয়া কর্ণশূল বিনষ্ট হয়।

(২) আকন্দেরপত্র দ্বারা সিজের পত্র বেষ্টন পূর্ব্বক পুটপাক করতঃ উহা হইতে রস গ্রহণ করিবে। এই রস ঈষদুষ্ণ থাকিতে কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়॥ ৫॥

দীপিক তৈলম্।

মহতঃ পঞ্চমূলস্য কাণ্ডান্যষ্টাঙ্গুলানি চ।
ক্ষৌমেনাবেষ্ট্য সংসিচ্য তৈলেনাদীপয়েত্ততঃ॥
যত্তৈলং চ্যবতে তেভ্যঃ সুখোষ্ণং তৎ প্রযোজয়েৎ।
জ্ঞেয়ংতদ্দীপিকাতৈলং সদ্যো গৃহ্লাতি বেদনাম্।
এবং কুর্য্যাদ্ ভদ্রকাষ্ঠে কুষ্ঠে কাষ্ঠে চ সারলে।
মাত্রমান্ দীপিকাতৈলং কর্ণশূলনিবারণম্॥ ৬॥

দীপিকাতৈল—বেল, শোণা, গাম্ভারী, পারুল ও গণিয়ারী; ইহাদের যে কোন একটী বৃক্ষের কাষ্ঠের অষ্টাঙ্গুল পরিমিত স্থান পট্টবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন

পূর্ব্বক ঐ স্থান তৈলে সিক্ত করিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিবে। ইহা দ্বারা উহা হইতে যে তৈল পতিত হইবে, তাহা ঈষদুষ্ণ থাকিতে কর্ণে দিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হয়। এই নিয়মে দেবদারু কুড়, ও সরল কাষ্ঠদ্বারা ঐরূপ তৈল প্রস্তুত করিয়া কর্ণে প্রদান করিলেও কর্ণশূল নিবারিত হয়॥ ৬॥

অর্কস্তপত্রং পরিণামপীতমাজ্যেন লিপ্তং শিখি
নাবতপ্তম্। আপীড্য তোয়ং শ্রবণে নিষিক্তং
নিহন্তি শূলং বহুবেদনঞ্চ॥
তীব্রশূলাতুরে কর্ণে সশব্দে ক্লেদবাহিনী।
বস্তমূত্রং ক্ষিপেৎ কোষ্ণং সৈন্ধবেনাবচূর্ণিতম্॥
হিঙ্গু তুম্বুরু শুণ্ঠীভিঃ সার্দ্ধং তৈলস্ত সার্ষপম্।
কর্ণশূলে প্রধানন্তু পূরণং হিতমুচ্যতে॥ ৭॥

(১) পাকা আকন্দপত্রে ঘৃত লেপন পূর্ব্বক অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া নিষ্পীড়ন পূর্ব্বক ঐ রস কর্ণে প্রদান করিলে কর্ণশূল ও বেদনা বিনষ্ট হয়। ছাগমূত্রের সহিত সৈন্ধবলবণচূর্ণ মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ কর্ণে প্রদান করিলেও তীব্রশূল ও ক্লেদ-সংযুক্ত কর্ণরোগ বিনষ্ট হয়।

(২) হিং, ধনে ও শুঠ, এই দ্রব্যগুলির কল্ক ও চতুর্গুণ জল সহ সর্ষপতৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈলে কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণশূল বিনষ্ট হয়॥ ৭॥

ক্ষারতৈলম্।

বালমূলকশুণ্ঠীনাং ক্ষারো হিঙ্গু সনাগরম্।
শতপুষ্পা বচা কুষ্ঠা দারু শিগ্রু রসাঞ্জনম্।
সৌবর্চল যবক্ষার স্বর্জিকোদ্ভিদ সৈন্ধবম্।
ভূর্জ্জগ্রন্থিবিড়ং মুস্তং মধুশুক্তং চতুর্গুণম্॥
মাতুলুঙ্গরসশ্চৈব কদল্যা রস এব চ।
তৈলমেভির্বিপক্তব্যং কর্ণশূলহরং পরম্॥
বাধির্য্যং কর্ণনাদশ্চ পূয়স্রাবশ্চ দারুণঃ।
পূরণাদস্ত তৈলস্ত ক্রিময়ঃ কর্ণসং শ্রিতাঃ॥
ক্ষিপ্রং বিনাশং গচ্ছন্তি কৃষ্ণাত্রেয়স্ত শাসনাৎ।
ক্ষারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং মুখদন্তাময়াপহম্॥
মধুপ্রধানং শুক্তঞ্চ মধুশুক্তং তথাপরম্।
জম্বীরস্ত ফলরসং পিপ্পলী গ্রন্থিসংযুতম্॥
মধুভাণ্ডে বিনিক্ষিপ্য ধান্যরাশৌ নিধাপয়েৎ
মাসেন তজ্জাতরসং মধুশুক্তমুদাহৃতম্॥৮।

ক্ষারতৈল—তৈল /৭ সের। কল্কার্থ-বালার ক্ষার, মূলারক্ষার, শুঠেরক্ষার, হিং, শুঠ, শুলফা, বচ, কুড়, দেবদারু, সজিনাছাল, রসাঞ্জন, সচল-লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, উদ্ভিদলবণ সৈন্ধবলবণ, ভূর্জ্জপত্র, পিলুলমূল, বিট্‌লবণ ও মুথা; এই দ্রব্য গুলি সমভাগে মিলিত /১ সের। মধুশুক্ত।৩ সের, টাবালেবুর রস /৪ সের, কলারবাগুড়ার রস /৪ সের। যথানিয়মে এই তৈল পাক করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা কর্ণনাদ, পূঁয়স্রাব, ক্রিমি, মুখরোগ ও দন্তরোগ বিনষ্ট হয়।

মধুশুক্ত প্রস্তুত করিবার নিয়ম যথা,—জামী-রের রস /৪ সের, পিলুলমূল ৩২ তোলা এবং মধু ৬৪ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া একটী মৃৎভাণ্ডে স্থাপন পূর্ব্বক ধান্যরাশির মধ্যে একমাস কাল রাখিবে। ইহাকে মধুশুক্ত বলে॥৮

কর্ণনাদে কর্ণক্ষ্বেড়ে কটুতৈলেন পূরণম্।
নাদবাধির্য্যয়োঃ কুর্য্যাদ্ বাতশূলোক্তমৌষধম্॥ ৯॥

সর্ষপ তৈলদ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণনাদ ও কর্ণক্ষ্বেড় রোগ দূর হয় এবং বাতশূলোক্ত ঔষধ ব্যবহারেও কর্ণনাদ ও বধিরতা বিদূরিত হয়॥৯॥

অপামার্গক্ষারতৈলম্।

অপামার্গক্ষারজলেন চ তৎকৃতকল্কেন সাধিতং তৈলম্
অপহরতি কর্ণনাদং বাধির্য্যঞ্চাপি পূরণতঃ॥ ১০॥

অপামার্গক্ষার-তৈল—তিলতৈল /৪ সের। আপাংক্ষারের জল।৬ সের। কল্কার্থ-আপাংক্ষার /১ সের। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণনাদ ও বধিরতা দূর হয়॥ ১০॥

স্বর্জিকাদ্যং তৈলম্।

স্বর্জ্জিকা মূলকং শুষ্কং হিঙ্গু কৃষ্ণা মহৌষধম্।
শতপুষ্পা চ তৈস্তৈলং পক্বং শুক্তং চতুর্গুণম্॥
প্রণাদশূল বাধির্য্যং স্রাবঞ্চাশুব্যপোহতি॥ ১১॥

স্বর্জিকাদ্য তৈল—তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—সাচিক্ষার, শুষ্কমূলা, হিং, পিপুল, শুঠ এবং শুলফা; এই গুলি সমভাগে মিলিত /১ সের। শুক্ত।৬ সের। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে

কর্ণনাদ, কর্ণশূল, বধিরতা ও কর্ণস্রাব প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥

দশমূলীতৈলম্।

দশমূলীকষায়েণ তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
এতৎ কল্কং প্রদায়ৈব বাধির্য্যে পরমৌষধম্ ॥ ১২ ॥

দশমূলীতৈল—তিলতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ-দশমূল সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ—দশমূল সমভাগে মিলিত /১ সের। এই তৈল কর্ণে প্রদান করিলে বধিরতা বিনষ্ট হয় ॥ ১২ ॥

(১) বিল্বতৈলম্।

ফলং বিল্বস্য মূত্রেণ পিষ্ট্বা তৈলং বিপাচয়েৎ।
সাজাক্ষীরং তদ্বিতরেদ্বাধির্য্যে কর্ণপূরণে ॥ ১৩ ॥

(১) বিল্বতৈল—তিলতৈল /৪সের। কল্কার্থ—গোমূত্রপিষ্ট বেলশুঁঠ /১ সের। ছাগদুগ্ধ /৪ সের ও গোমূত্র ।৬ সের। এই তৈলে কর্ণপূরণ করিলে বধিরতা নিবারিত হয় ॥ ১৩ ॥

এষ এব বিধিঃ কার্য্যঃ প্রণাদে নস্যপূর্ব্বকঃ।
গুড়নাগরতোয়েন নস্যং স্যাদুভয়োরপি ॥ ১৪ ॥

কর্ণনাদে প্রথমতঃ নস্য প্রদান করিয়া তৎপর বধিরতানাশক ক্রিয়া করিবে কর্ণনাদ রোগে গুড় ও শুঁঠ একত্র বাটিয়া নস্য গ্রহণ করিবে ॥ ১৪ ॥

(২) বিল্বতৈলম্।

বিল্বগর্ভং পচেত্তৈলং গোমূত্রাজপয়োঽন্বিতম্।
বাধির্য্যে পূরয়েত্তেন কর্ণৌ সকফবাতজৌ ॥ ১৫ ॥

(২) বিল্বতৈল—তিলতৈল /৪ সের। ছাগদুগ্ধ /৪ সের, গোমূত্র ।৬ সের। কল্কার্থ—বেল শুঁঠ /১ সের। এই তৈল দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে বাতশ্লৈষ্মিক বধিরতা নষ্ট হয় ॥ ১৫ ॥

লশুনাদ্যং তৈলম্।

লশুনামলকং তালং পিষ্ট্বা তৈলে চতুর্গুণে।
তৈলাচ্চতুর্গুণং ক্ষীরং পাচ্যং তৈলাবশেষকম্।
তত্তৈলং পূরয়েৎ কর্ণে বাধির্য্যং পরিনাশয়েৎ ॥ ১৬ ॥

লশুনাদ্য তৈল—তিল তৈল /৪ সের। কল্কার্থ—রসুন, আমলকী ও হরিতাল, এই দ্রব্যত্রয় সমভাগে মিলিত /১ সের। দুগ্ধ ।৬ সের। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা নষ্ট হয় ॥ ১৬ ॥

বাতোক্তং মাষতৈলাদি বাধির্য্যাদৌ তু যোজয়েৎ।
বর্জ্জয়েন্মৈথুনং ক্রোধং রুক্ষং বাধির্য্যপীড়িতঃ ॥ ১৭ ॥

বধিরতা রোগে বাতরোগোক্ত মাষতৈলাদি প্রয়োগ করিবে। এই রোগে মৈথুন, ক্রোধ ও রুক্ষদ্রব্য পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য ॥ ১৭ ॥

চূর্ণং পঞ্চকষায়াণাং কপিত্থরসসংযুতম্।
কর্ণস্রাবে প্রশংসন্তি পূরণং মধুনা সহ ॥ ১৮ ॥

পঞ্চবল্কলের চূর্ণ ও কয়েদবেলের রস, মধুর সহিত মিশাইয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণ হইতে পূঁযাদিস্রাব প্রশমিত হয় ॥ ১৮ ॥

মালতীদলরস-মধুনা পূরিতমথবা গবাং মূত্রৈঃ।
দূরেণ পরিত্যজ্যতে চ শ্রবণযুগলং পূতিরোগেণ ॥
হরিতালং সগোমূত্রপূরণং পূতিকর্ণজিৎ ॥ ১৯ ॥

(১) মালতীপত্রের রসে মধু মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা কিম্বা গোমূত্র দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে পূতিকর্ণরোগ প্রশমিত হয়।

(২) গোমূত্রদ্বারা হরিতাল ঘসিয়া কর্ণ পূরণ করিলে পূতিকর্ণরোগ দূর হয় ॥ ১৯ ॥

সর্জ্জত্বক্‌চূর্ণসংযুক্তঃ কার্পাসীফলজো রসঃ।
মধুনা সংযুতঃ সাধু কর্ণস্রাবে প্রশস্যতে ॥
জম্বাম্রপত্রং তরুণং সমাংশং কপিত্থকার্পাস-
ফলঞ্চ সার্দ্রম্। কৃত্বা রসং তং মধুনা বিমিশ্রং
স্রাবাপহং তং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥
এতৈঃ শৃতং নিম্ব-করঞ্জতৈলং
সসার্ষপং স্রাবহরং প্রদিষ্টম্ ॥ ২০ ॥

(১) কার্পাস ফলের রস ২ তোলা, মধু ১ তোলা এবং শালবৃক্ষের ছাল চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া কর্ণস্রাব রোগে কর্ণরন্ধ্রে প্রদান করিবে।

(২) কচি জামপত্র, কচি আমপত্র, কয়েদবেল ও কার্পাসফল; এই গুলি একত্র কুটিয়া রস গ্রহণপূর্ব্বক ঐ রসে মধু মিশ্রিত করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণস্রাব প্রশমিত হয়।

(৩) নিমের তৈল, করঞ্জতৈল ও সর্ষপতৈল একত্র মিশ্রিত করিয়া উহাতে জামপত্র,

আমপত্র, কয়েদ্‌বেল ও কার্পাস ফল এই সকল দ্রব্য প্রদানপূর্ব্বক চতুর্গুণ জল সহ পাক করিয়া লইবে। ইহা কর্ণে দিলে কর্ণস্রাব বিদূরিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ২০ ॥

পুটপাকবিধিস্বিন্নো হস্তি বিড়্‌জাত-ছত্রজঃ।
রসঃ সতৈলসিন্ধুত্থঃ কর্ণস্রাবহরঃ পরঃ ॥ ২১ ॥

হস্তির বিষ্ঠাজাতছত্র পুটপাকের নিয়মে পাক করিয়া উহা হইতে রস গ্রহণ করতঃ সেই রসে সর্ষপতৈল ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণস্রাব নিবারিত হয় ॥ ২১ ॥

শম্বুকাদ্যং তৈলম্।

শম্বুকস্য চ মাংসেন কটুতৈলং বিপাচিতম্।
তস্য পূরণমাত্রেণ কর্ণনাড়ী প্রশাম্যতি ॥ ২২ ॥

শম্বুকাদ্য তৈল—কটু তৈল /১ সের। বস্কার্থ শামুকের মাংস ১৬ তোলা এবং জল /৪ সের। ইহা পাক করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণনালী প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥

নিশাদ্যং তৈলম্।

নিশাগন্ধপলে পক্বং কটুতৈলং পলাষ্টকম্।
ধুস্তূরপত্রজরসে কর্ণনাড়ীজিদুত্তমম্ ॥ ২৩ ॥

নিশাদ্য তৈল—কটুতৈল /১ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা ৮ তোলা ও গন্ধক ৮তোলা। ধুতুরাপাতার রস /৪ সের। এই তৈল কর্ণে দিলে কর্ণনালী প্রশমিত হয় ॥ ২৩ ॥

কুষ্ঠাদ্যং তৈলম্।

কুষ্ঠ হিঙ্গু-বচা-দারু-শতাহ্বা-বিশ্বসৈন্ধবৈঃ।
পূতিকর্ণাপহং তৈলং বস্তমূত্রেণ সাধিতম্ ॥ ২৪ ॥

কুষ্ঠাদ্য তৈল—তিলতৈল /৪সের। কল্কার্থ—কুড়, হিং, বচ, দেবদারু, শুলফা, শুঠ ও সৈন্ধব, এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত /১ সের, ছাগ-মূত্র ।৬ সের। এই তৈল কর্ণে দিলে পূতিকর্ণ রোগ আরোগ্য হয় ॥ ২৪ ॥

অথ কর্ণপ্রতীনাহে স্নেহস্বেদৌ সমাচরেৎ।
ততো বিরক্তশিরসি ক্রিয়াং প্রাপ্তাং সমাচরেৎ।
কর্ণপাকস্য ভৈষজ্যং কুর্য্যাৎ ক্ষতবিসর্পবৎ।
বিধিস্ক কফহা সর্ব্বাঃ কর্ণকণ্ডুং ব্যপোহতি।
ক্লেদয়িত্বা তু তৈলেন স্বেদেন প্রবিলাপ্য চ।
শোধয়েৎ কর্ণগূথস্তু ভিষক্ সম্যক্ শলাকয়া ॥ ২৫ ॥

(১) কর্ণপ্রতীনাহ রোগে প্রথমে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিবে, অনন্তর নস্য প্রদান করিয়া যথাদোষনাশক ক্রিয়া করিবে।

(২) কর্ণপাক রোগে ক্ষত ও বিসর্পরোগ চিকিৎসার ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

(৩) কর্ণকণ্ডুরোগে সর্ব্বপ্রকার কফনাশক চিকিৎসা করিবে। কর্ণগূথ রোগে কর্ণে তৈল ও সেক প্রদান করিয়া তৎপরে শলাকা দিয়া মল আকর্ষণ পূর্ব্বক নিঃসারিত করিবে ॥ ২৫ ॥

নির্গুণ্ডীস্বরসস্তৈলং সিন্ধুধূমরজো গুড়ঃ।
পূরণাৎ পূতিকর্ণস্য শমনো মধুসংযুতঃ ॥
জাতীপত্ররসে তৈলং বিপক্বং পূতিকর্ণজিৎ।
বরুণার্ক-কপিত্থাম্র-জম্বু-পল্লবসাধিতম্ ॥
পূতিকর্ণাপহং তৈলং জাতীপত্ররসোহথবা ॥ ২৬ ॥

(১) নিসিন্দাপত্রের রস, কটুতৈল, সৈন্ধব-লবণ, গৃহের ঝুল, পুরাতন গুড় ও মধু, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া কর্ণে দিলে পূতিকর্ণ নিবারিত হয়।

(২) জাতীপত্রের রসে তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে পূতিকর্ণরোগ আরোগ্য হয়। বরুণ, আকন্দ, কয়েদ্‌বেল, আম ও জাম; ইহাদের পত্রের সহিত তৈল পাক করিয়া কর্ণে দিলেও পূতিকর্ণরোগ বিনষ্ট হয়। জাতীপত্রের রস দ্বারা কর্ণ পূরণ করিলে পূতিকর্ণ রোগ দূর হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

সূর্য্যাবর্ত্তকস্য রসং সিন্ধুবাররসং তথা।
লাঙ্গলীমূলজরসং ত্র্যূষণেনাবচূর্ণিতম্ ॥
তরয়েৎ ক্রিমিকর্ণন্তু জন্তুনাং নাশনং পরম্।
ক্রিমিকর্ণকনাশার্থং ক্রিমিঘ্নং যোজয়েদ্বিধিম্।
বার্ত্তাকুধূমশ্চ হিতঃ সার্ষপঃ স্নেহ এবচ।
হলীসূর্য্যাবর্ত্ত-ব্যোষ-স্বরসেনাতি-পূরিতে ॥
কর্ণে পতন্তি সহসা সর্ব্বাস্তু ক্রিমিজাতয়ঃ ॥ ২৭ ॥

(১) হুড়হুড়ের রস, নিসিন্দাপত্রের রস, কিম্বা ঈশলাঙ্গলাররসে ত্রিকটু চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কর্ণে দিলে ক্রিমি কর্ণরোগ বিনষ্ট হয়।

(২) ক্রিমিকর্ণরোগ বিনাশের নিমিত্ত ক্রিমি-রোগনাশক চিকিৎসা করিবে।

(৩) শুষ্ক বার্ত্তাকুফলের চূর্ণ অগ্নিতে প্রদান করিলে যে ধূম উত্থিত হইবে, সেই ধূম নলিকা-দ্বারা কর্ণে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে কিম্বা সার্ষপতৈল কর্ণরন্ধ্রে দিলে ক্রিমিকর্ণক রোগ বিনষ্ট হয়।

(৪) ঈশলাঙ্গলার রস ও হুড্‌হুড়ের রস একত্র করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণস্থ ক্রিমি পতিত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

ঘৃষ্টং রসাঞ্জনং নার্য্যাঃ ক্ষীরেণ ক্ষৌদ্রসংযুতম্।
প্রশস্যতে চিরোত্থেঽপি সস্রাবে পূতিকর্ণকে ॥ ২৮ ॥
ইতি কর্ণরোগাধিকারঃ।

নারীদুগ্ধে রসাঞ্জন ঘসিয়া উহার সহিত মধু মিশ্রিত করতঃ কর্ণে দিলে বহুকালোৎপন্ন ও স্রাবযুক্ত পূতিকর্ণকরোগ প্রশমিত হয় ॥ ২৮ ॥

ইতি কর্ণরোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ নাসারোগাধিকারঃ।

—:*:—

সর্ব্বেষু পীনসেষ্বাদৌ নির্ব্বাতাগারগো ভবেৎ।
স্নেহনস্বেদবমনং ধূমগণ্ডূষধারণম্ ॥ ১ ॥

নাসারোগ-চিকিৎসা।

সর্ব্ববিধ পীনস রোগে রোগীকে প্রথমে বায়ুশূন্য গৃহে রাখিয়া স্নেহ, সেক, ধূম ও গণ্ডূষ প্রয়োগ করিবে ॥ ১ ॥

বাসো গুরূষ্ণং শিরসঃ সুঘনং পরিবেষ্টনম্।
লঘূষ্ণং লবণং স্নিগ্ধমুষ্ণভোজনমদ্রবম্ ॥ ২ ॥

পীনসরোগে গুরু, উষ্ণ এবং ঘন বস্ত্র দ্বারা রোগীর মস্তক উত্তমরূপে বেষ্টনকরিয়া রাখিবে ও রোগীর আহারার্থ লঘু, উষ্ণ ও লবণ রসসংযুক্ত স্নিগ্ধদ্রব্য প্রদান করিবে। এই রোগে তরল দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ ॥ ২ ॥

পঞ্চমূলী শৃতং ক্ষীরং স্যাচ্চিত্রক-হরীতকী।
সর্পির্গুড়ঃ ষড়ূষণশ্চ যূষঃ পীনসশান্তয়ে ॥ ৩ ॥

পঞ্চমূল দ্বারা সিদ্ধ করা দুগ্ধ, চিত্রক হরীতকী, ঘৃত, গুড় ও ষড়ূষণযূষ; এই সমুদায় সেবনে পীনস রোগ শান্তি হয় ॥ ৩ ॥

ব্যোষাদ্যং চূর্ণম্।

ব্যোষ-চিত্রক-তালীশ-তিন্তিড়িকাম্লবেতসম্।
সচব্যাজাজি তুল্যাংশমেলা ত্বক্ পত্র পাদিকম্ ॥
ব্যোষাদিকং চূর্ণমিদং পুরাণং গুড়সংযুতম্।
পীনস-শ্বাসকাসঘ্নং-রুচিস্বরকরং পরম্ ॥ ৪ ॥

ব্যোষাদ্য চূর্ণ—শুঠ, পিপুল, মরিচ, চিতামূল, তালীশপত্র, মহাআদা, অম্লবেতস, চই এবং জীরা; ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা ছোটএলাইচ, দারুচিনি ও তেজপত্র; ইহাদের প্রত্যেকের চারি আনা এবং পুরাতন গুড় ৯ তোলা ১২ বার আনা। এই সকল একত্রে বাটিয়া সেবন করিলে পীনস, শ্বাস ও কাসরোগ দূর হয় এবং আহারে রুচি ও স্বর পরিষ্কার হয় ॥ ৪ ॥

পাঠাদ্যং তৈলম্।

পাঠা-দ্বিরজনী মূর্ব্বা-পিপ্পলী-জাতীপল্লবৈঃ।
দন্ত্যা চ তৈলং সংসিদ্ধং নস্যং সংপক-পীনসে ॥ ৫ ॥

পাঠাদ্য তৈল—তৈল /১ সের। কল্কার্থ—আকনাদি, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মূর্ব্বামূল, পিপুল, জাতীপত্র ও দন্তীমূল; এই গুলি সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা। জল /৪ সের। পক্কপীনস রোগে এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিতে দিবে ॥৫॥

ব্যাঘ্র্যাদ্যং তৈলম্।

ব্যাঘ্রী-দন্তী বচা-শিগ্রু-সুরসা-ব্যোষ-সৈন্ধবৈঃ।
পাচিতং নাবনং তৈলং পূতিনাসাগদাপহম্ ॥ ৬ ॥

ব্যাঘ্র্যাদ্য তৈল—তৈল /১ সের। কল্কার্থ-কণ্টকারী, দন্তীমূল, বচ, সজিনাছাল, নিসিন্দা, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও সৈন্ধব, এই গুলি সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা। জল /৪ সের। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে পূতিনাসারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥

ত্রিকটাদ্যং তৈলম্।

ত্রিকটুক-বিড়ঙ্গ সৈন্ধব বৃহতীফল শিগ্রু সুরস দন্তীভিঃ।
তৈলং গোজল সিদ্ধং নস্যং স্যাৎ পূতিনস্যস্য॥ ৭॥

ত্রিকট্বাদি তৈল—তৈল /১ সের। কল্কার্থ—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, বৃহতী ফলের বীজ, সজিনাবীজ, নিসিন্দা ও দন্তীবীজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা, গোমূত্র /৪ সের। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে পূতিনাসারোগ বিনষ্ট হয়॥ ৭॥

কলিঙ্গ হিঙ্গু মরিচ লাক্ষা সুরস কট্ফলৈঃ।
ব্যোষোগ্রাশিগ্রু জন্তুঘ্নৈরবপীড়ঃ প্রশস্যতে॥ ৮॥

ইন্দ্রযব, হিং, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কট্ফল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বচ, সজিনাবীজ ও বিড়ঙ্গ; এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া নস্য প্রদান করিলে নাসারোগ প্রশমিত হয়॥ ৮॥

কলিঙ্গাদ্যং তৈলম্।

তৈরেব মূত্রসংযুক্তৈঃ কটুতৈলম্ বিপাচয়েৎ।
অপীনসে পূতিনস্যে শমনং পরিকীর্ত্তিতম্॥ ৯॥

কলিঙ্গাদ্য তৈল—কটুতৈল ১ সের। কল্কার্থ ইন্দ্রযব, হিং, মরিচ, লাক্ষা, তুলসী, কট্ফল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বচ, সজিনাবীজ ও বিড়ঙ্গ এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা। গোমূত্র /৪ সের। এই তৈলের নস্য প্রদান করিলে অপীনস ও পূতিনাসা রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৯॥

* নাসাপাকে পিত্তহরং বিধানং কার্য্যং সর্ব্বং
বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ। হৃত্বা রক্তং ক্ষীরিবৃক্ষত্বচশ্চ
যোজ্যাঃ সেকে সর্পিষশ্চ প্রদেহাঃ॥
পূয়াস্রে রক্তপিত্তঘ্নাঃ কষায়া নাবনানি চ॥ ১০॥

নাসাপাক রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক পিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে এবং ক্ষীরি বৃক্ষের ছালে ঘৃত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা সেক ও প্রলেপ দিবে এবং পূয ও রক্তস্রাবে রক্তপিত্তনাশক কষায় ও নস্য প্রয়োগ করিবে॥১০

শুণ্ঠীতৈলং ঘৃতঞ্চ।

শুণ্ঠীকুষ্ঠ কণা বিল্ব দ্রাক্ষা কল্ককষায়বৎ।
সাধিতং তৈলমাজ্যং বা নস্যং ক্ষবথুরুক্ প্রণুৎ॥ ১১॥

শুণ্ঠীতৈল ও ঘৃত—শুঁঠ, কুড়, পিপুল, বেলছাল ও কিস্‌মিস্; এই দ্রব্যগুলির কল্ক ও কাথ দ্বারা তৈল বা ঘৃতপাক করিয়া নস্যরূপে প্রয়োগ করিলে হাঁচি ও বেদনার শান্তি হয়॥ ১১॥

দীপ্তে রোগে পৈত্তিকে পৈত্তিকন্তু কার্য্যং কুর্য্যান্মধুরং শীতলঞ্চ। নাসাদাহে স্নেহপানং প্রধানং স্নিগ্ধধূমা মূর্দ্ধবস্তিশ্চ নিত্যম্॥ ১২॥

পৈত্তিক দীপ্তরোগে পিত্তনাশক মধুর ও শীতল ক্রিয়া করিবে। নাসাদাহ রোগে স্নেহ পান, স্নিগ্ধ ধূম ও উর্দ্ধবস্তি প্রয়োগ করিবে॥ ১২॥

বাতিকে তু প্রতিশ্যায়ে পিবেৎ সর্পির্যথাবলম্।
পঞ্চভির্লবণৈঃ সিদ্ধং প্রথমেন গণেন চ॥
নস্যাদিষু বিধিং কৃৎস্নমবেক্ষ্যেতার্দ্দিতেরিতম্॥ ১৩।

বাতিকপ্রতিশ্যায় রোগে—পঞ্চলবণ দ্বারা সিদ্ধ ঘৃত অথবা বিদারিগন্ধাদিগণের দ্রব্যগুলির কাথ ও কল্ক দ্বারা পাচিত ঘৃত পান করাইবে এবং অর্দ্দিত রোগোক্ত ঔষধগুলি দ্বারা নস্যপ্রদান করিবে॥১৩

পিত্তরক্তোত্থয়োঃ পেয়ং সর্পির্মধুরকৈঃ শৃতম্।
পরিষেকান্ প্রদেহাংশ্চ কুর্য্যাদপি চ শীতলান্॥ ১৪

পৈত্তিক ও রক্তজনিত প্রতিশ্যায়ে কাঁকোলাদি গণোক্ত দ্রব্যদ্বারা পাচিত ঘৃত পান করাইবে এবং শীতল দ্রব্য দ্বারা পরিষেক ও প্রলেপ দিবে॥১৪॥

কফজে সর্পিষা স্নিগ্ধং তিল মাষ বিপক্কয়া।
যবাগ্বা বাময়িত্বা বা কফঘ্নং ক্রমমাচরেৎ॥
দার্ব্বীঙ্গুদী নিকুম্ভৈশ্চ কিণিহ্যা সুরসেন চ।
বর্ত্তয়োঽত্র কৃতা যোজ্যা ধূমপানে যথাবিধি।
অথবা সঘৃতান্ শক্তূন্ কৃত্বা মল্লিক সংপুটে।
নবপ্রতিশ্যায়বতাং ধূমং বৈদ্যঃ প্রয়োজয়েৎ॥ ১৫॥

(১) কফজ প্রতিশ্যায়ে রোগীকে ঘৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধকরতঃ তিল ও মাষকলাইয়ের সহিত যবাগূ পাক করিয়া তাহার সহিত মদন ফলের চূর্ণ মিশাইয়া সেবন করাইয়া বমন করাইবে, পরে কফনাশক চিকিৎসা করিবে।

(২) দারুহরিদ্রা, ইঙ্গুদীফল, দন্তীবীজ, আপাং ও নিসিন্দা; এই সকল দ্রব্য দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহার ধূম গ্রহণেও প্রতিশ্যায় রোগ বিনষ্ট হয়।

(৩) নূতন প্রতিশ্যায় রোগে ঘৃতসংযুক্ত যবের ছাতু একটি শরাবস্থিত প্রজ্বলিত অঙ্গারোপরি রাখিয়া তদুপরি অন্য একটি ছিদ্র বিশিষ্ট শরাব স্থাপন পূর্ব্বক উক্ত ছিদ্রপথে মল্লিকাপত্র নির্ম্মিত একটী সচ্ছিদ্রনলিকা প্রবিষ্ট করিয়া দিবে। পরে উহা হইতে যে ধূম উত্থিত হইবে, সেই ধূম নাসিকা দ্বারা গ্রহণ করিতে দিবে ॥ ১৫ ॥

যঃ পিবতি শয়নকালে শয়নারূঢ়ঃ সুশীতলং ভূরি
সলিলং পীনসযুক্তঃ স মুচ্যতে তেন রোগেণ ॥
পুটপক্বং জয়াপত্রং সিন্ধুতৈলসমাযুতম্।
প্রতিশ্যায়েষু সর্ব্বেষু শীতলং পরমৌষধম্ ॥
সোষণং গুড়সংযুক্তং স্নিগ্ধদধ্যম্ল-ভোজনম্।
নবপ্রতিশ্যায়হরং বিশেষাৎ কফপাচনম্ ॥ ১৬ ॥

(১) শয়নকালে অধিক পরিমাণে শীতল জল পান করিলে পীনসরোগে উপকার দর্শে। জয়ন্তীপত্র পুটপাকের বিধানে পাক করিয়া রসগ্রহণ পূর্ব্বক সৈন্ধবলবণ ও তৈল মিশ্রিত করিয়া পান করিলে প্রতিশ্যায় রোগ আরোগ্য হয়।

(২) গুড় মিশ্রিত মরিচ চূর্ণ, স্নিগ্ধদ্রব্য, দধি ও অম্লদ্রব্য সেবন করিলে নূতন প্রতিশ্যায় রোগ দূর এবং কফ পরিপাক হয় ॥ ১৬ ॥

প্রতিশ্যায়ে নবে শস্তো যুষশ্চিঞ্চাচ্ছদোদ্ভবঃ।
ততঃ পক্বং কফং জ্ঞাত্বা হরেচ্ছীর্ষবিরেচনৈঃ ॥
শিরসোঽভ্যঞ্জন-স্বেদ নস্য কট্বম্ল ভোজনৈঃ।
বমনৈর্ঘৃতপানৈশ্চ তান্ যথাস্বমুপাচরেৎ ॥ ১৭ ॥

নূতন প্রতিশ্যায়ে তেঁতুলপত্রের ক্বাথ পান প্রশস্ত। এই রোগে কফের পক্কাবস্থায় নস্য প্রদান, কটু ও অম্লদ্রব্য ভোজন, বমন ও ঘৃত পান করিতে দিবে। এই সকল উপায় দ্বারা নূতন প্রতিশ্যায় রোগের চিকিৎসা করিবে ॥ ১৭ ॥

ভক্ষয়েত্তু ভুক্তমাত্রে সলবণসুস্বিন্নমাষমত্যুষ্ণম্।
স জয়তি সর্ব্বসমুত্থং চিরজাতঞ্চ প্রতিশ্যায়ম্ ॥
পিপল্যঃ শিগ্রুবীজানি বিড়ঙ্গং মরিচানি চ।
অবপীড়ঃ প্রশস্তোঽয়ং প্রতিশ্যায় নিবারণঃ ॥ ১৮ ॥

(১) ভোজনের পরে সৈন্ধবলবণের সহিত সিদ্ধ করা উষ্ণ মাষকলাই ভক্ষণ করিলে বহুকালোৎপন্ন সর্ব্বপ্রকার প্রতিশ্যায় দূর হয়।

(২) পিপুল, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ এই দ্রব্যগুলির চূর্ণ সমভাগে লইয়া তদ্দ্বারা নস্য প্রয়োগ করিলে প্রতিশ্যায় রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

সমূত্রপিষ্টাশ্চোদ্দিষ্টাঃ ক্রিয়াঃক্রিমিষু যোজয়েৎ।
ধাবনার্থং ক্রিমিঘ্নানি ভেষজানি চ বুদ্ধিমান্ ॥
শেষাণান্তু বিকারাণাং যথাস্বং স্যাচ্চিকিৎসিতম্ ॥ ১৯

ক্রিমিনাশক ঔষধ গোমূত্র দ্বারা বাটিয়া তদ্দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে এবং সুরসাদিগণের দ্রব্য সকল সিদ্ধ করিয়া, সেই ক্বাথ দ্বারা নাসিকা ধৌত করিলে নাসাস্থ ক্রিমি বিনষ্ট হয়। নাসার্ব্বুদ ও নাসার্শঃ প্রভৃতি রোগে যথাক্রমে অর্ব্বুদ ও অর্শঃ প্রভৃতি রোগের ঔষধাদি প্রয়োগ ও ব্যবস্থা করিবে ॥ ১৯ ॥

করবীরাদ্যং তৈলম্

রক্তকরবীরপুষ্পং জাত্যাস্তথাশন মল্লিকাশ্চ।
এতৈঃ সমস্তৈস্তৈলং নাশার্শোনাশনং পরম্ ॥ ২০ ॥

করবীরাদ্য তৈল।—তৈল /১ সের। কল্কার্থ রক্তকরবীপুষ্প, জাতীপুষ্প, অনশনপুষ্প ও মল্লিকাপুষ্প, এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা। জল /৪ সের। এই তৈলের নস্য প্রয়োগ করিলে নাসার্শঃ নষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

শিখরীতৈলম্।

গৃহধুম-কণা-দারু-ক্ষার নক্তাহ্ব সৈন্ধবৈঃ।
সিদ্ধং শিখরিবীজৈশ্চ তৈলং নাসার্শসাং হিতম্ ॥ ২১

শিখরীতৈল।—তৈল /১ সের। কল্কার্থ-ঝুল, পিপুল, দেবদারু, যবক্ষার, করঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ ও আপাংবীজ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা। জল /৪ সের। এই তৈল নাসিকায় প্রয়োগ করিলে নাসার্শঃ বিনষ্ট হয় ॥ ২১ ॥

চিত্রকতৈলম্।

চিত্রকচবিকাদীপ্যকনিদিগ্ধিকাকরঞ্জবীজলবণার্কৈঃ।
গোমূত্রযুতৈঃ সিদ্ধং তৈলং নাসার্শসাং শান্ত্যৈ ॥ ২২ ॥

চিত্রকতৈল।—তৈল /১ সের। কল্কার্থ-চিতামূল, চই, যমানী, কণ্টকারী, করঞ্জবীজ, সৈন্ধবলবণ ও আকন্দক্ষীর; এই গুলি সমভাগে

মিলিত ১৬ তোলা। পাকার্থ-গোমূত্র /৪ সের। এই তৈল নাসিকায় প্রদান করিলে নাসার্শঃ বিনষ্ট হয়॥ ২২॥

চিত্রক-হরীতকী।

চিত্রকস্যামলক্যাশ্চ গুড়ূচ্যা দশমূলজম্।
শতং শতং রসং দত্ত্বা পথ্যাচূর্ণাঢ়কং গুড়াৎ॥
শতং পচেদ্ ঘনীভূতে পলদ্বাদশকং ক্ষিপেৎ।
ব্যোষত্রিজাতয়োঃ ক্ষারাৎ পলার্দ্ধমপরেঽহনি॥
প্রস্থার্দ্ধং মধুনো দত্ত্বা যথাগ্ন্যাদ্যাদতন্দ্রিতঃ।
বৃদ্ধয়েঽগ্নেঃ ক্ষয়ং কাসং পীনসং দুস্তরং ক্রিমীন্।
গুল্মোদাবর্ত্ত দুর্নাম শ্বাসান্ হন্তি সুদারুণান্॥ ২৩॥

ইতি নাসারোগাধিকারঃ।

চিত্রক-হরীতকী—ক্বাথার্থ-চিতামূল /৬।০ সের, জল ৫০ সের শেষ ।২॥০ সের; আমলকীর রস (অভাবে ক্বাথ) ।২॥০ সের; গুলঞ্চ /৬।০ সের, জল ৫০ সের, শেষ ।২॥০ সের; দশমূল সমভাগে মিলিত /৬।০ সের, জল ৫০ সের, শেষ ।২॥০ সের। এই সকল ক্বাথ একত্র করিয়া তাহার সহিত হরীতকী চূর্ণ /৮ সের ও পুরাতন গুড় ।২॥০ সের উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং পাক ঘনীভূত হইয়া আসিলে উহাতে শুঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র ও ছোটএলাইচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং যবক্ষার ৪ তোলা প্রদান পূর্ব্বক উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং পরদিন উহার সহিত মধু /২ সের মিশ্রিত করিয়া লইবে। অগ্নির বলাবল বিবেচনা দ্বারা ঔষধের মাত্রা স্থির করিবে। ইহা সেবনে অগ্নিবৃদ্ধি এবং ক্ষয়, কাস, পীনস, ক্রিমি, গুল্ম উদাবর্ত্ত, অর্শঃ ও শ্বাসরোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৩॥

ইতি নাসারোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ নেত্ররোগাধিকারঃ।

— :*: —

লঙ্ঘনালেপন-স্বেদ শিরাব্যধ বিরেচনৈঃ।
উপাচরেদভিষ্যন্দানঞ্জনাশ্চ্যোতনাদিভিঃ॥
শ্রীবাসাতিবিশালোধ্রৈশ্চ পিষ্টৈরল্পসৈন্ধবৈঃ।
অব্যক্তেঽক্ষিগদে কার্য্যং প্রোক্তৈস্তুণ্ডনং বহিঃ॥ ১॥

নেত্ররোগ-চিকিৎসা।

(১) লঙ্ঘন, প্রলেপ, স্বেদ, শিরাবেধন, বিরেচন, অঞ্জন ও আশ্চ্যোতন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা অভিষ্যন্দ রোগের চিকিৎসা করিবে।

(২) চক্ষুরোগের পূর্ব্বরূপে দেবদারু, আতইষ ও লোধ; এই দ্রব্যত্রয়ের চূর্ণ সমভাগে লইয়া উহার সহিত অল্পপরিমাণে সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া পোট্টলীবদ্ধ করতঃ চক্ষুর বহির্দ্দেশে ঘর্ষণ করিবে॥ ১॥

অক্ষিকুক্ষিভবা রোগাঃ প্রতিশ্যায় ব্রণজ্বরাঃ।
পঞ্চৈতে পঞ্চরাত্রেণ প্রশমং যান্তি লঙ্ঘনাৎ॥
স্বেদঃ প্রলেপস্তিক্তান্নং সেকো দিনচতুষ্টয়ম্।
লঙ্ঘনঞ্চাক্ষি রোগাণামামানাং পাচনানি ষট্।
অঞ্জনং পূরণং ক্বাথপানমামে ন শস্যতে॥ ২॥

(১) নেত্ররোগ, কুক্ষিজাতরোগ, প্রতিশ্যায়, ব্রণ ও জ্বর, এই পাঁচটি রোগ লঙ্ঘন দ্বারা পাঁচ দিবসের মধ্যে প্রশমিত হয়।

(২) সেক, প্রলেপ, তিক্ত দ্রব্য, সেচন, দিনচতুষ্টয় ও লঙ্ঘন; এই ছয়টী ক্রিয়া চক্ষুরোগের আমপাচক।

(৩) চক্ষুরোগের আমাবস্থায় অঞ্জন, পূরণ ও ক্বাথপান প্রশস্ত নহে। ইহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, উপরোক্ত সেকাদি পাঁচটী ক্রিয়া চক্ষুরোগের অপক্কাবস্থায় করিবে। ৪ দিন অতীত হইলে অঞ্জন, পূরণ ও ক্বাথ পান করিতে দিবে॥২

সামান্যাভিষ্যন্দে।

ধাত্রীফল নির্য্যাসো নবদৃক্ কোপং নিহন্তি পূরণতঃ।
সক্ষৌদ্র সৈন্ধবো বাপি শিগ্রুপল্লবপত্ররসসেকঃ॥

দার্ব্যা রসাঞ্জনং বাপি স্তন্যযুক্তং প্রপূরণম্।
নিহন্তি শীঘ্রং দাহাশ্রু বেদনাঃ স্যন্দসম্ভবাঃ॥
করবীর তরুণকিশলয়চ্ছেদোদ্ভবসলিল সম্পূর্ণম্।
নয়নযুগং ভবতি দৃঢ়ং সহসেব তৎক্ষণাৎ কুপিতম্॥
শিখরিজমূলং তাম্রভাজনকে স্তোকসৈন্ধবোন্মিশ্রম্।
মস্তুনিঘৃষ্টং ভরণাৎ হরতি চ নবলোচনাং কোপম্।
সৈন্ধব দারুহরিদ্রা গৈরিকপথ্যা রসাঞ্জনৈঃ পিষ্টৈঃ।
ততো বহিঃ প্রলেপো ভবত্যশেষাক্ষিরোগহরঃ।
তথা সাবরকং লোধ্রং ঘৃতভৃষ্টং বিড়ালকঃ।
কার্য্যা হরীতকী তদ্বদ্ ঘৃতভৃষ্টা বিড়ালকঃ॥
শালক্যেহক্ষোর্বহির্লেপো বিড়ালক উদাহৃতঃ।
গিরিমচ্চন্দন নাগরং খটিকাংশ যোজিত বহির্লেপঃ
কুরুতে বচয়া মিশ্রো লোচনমগদং ন সন্দেহঃ।
ভূম্যামলকী ঘৃষ্টা সৈন্ধবগৃহবারি যোজিতাতাম্রে।
যাতা ঘনত্বমক্ষোজ রতি বহির্লেপতঃ পীড়াম্॥ ৩॥

(১) আমলকীর রস দ্বারা চক্ষু পূরণ করিলে কিম্বা সজিনাপত্রের রস অর্দ্ধতোলা, মধু দুই আনা ও সৈন্ধব ২ রতি একত্র করিয়া চক্ষু সেচন করিলে নূতন নেত্রকোপ নিবারিত হয়।

(২) দারুহরিদ্রার ক্বাথ, স্তনদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষু পূরণ করিলে অভিষ্যন্দজনিত দাহ, জলস্রাব ও বেদনা নষ্ট হয়।

(৩) করবীর কোমল পত্রের আটা চক্ষুতে দিলে চক্ষু দৃঢ় হয়।

(৪) আপাঙ্গেরমূল, দধিরমাত দ্বারা তাম্রপাত্রে ঘসিয়া উহার সহিত ২ রতি সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া চক্ষে দিলে নবনেত্রকোপ বিনষ্ট হয়।

(৫) দারুহরিদ্রা, গেরিমাটি, হরীতকী ও রসাঞ্জন; এই গুলি সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া কিঞ্চিৎ সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ডে মাখাইয়া নিমীলিত চক্ষুতে প্রলেপ দিলে নানাবিধ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

(৬) ঘৃতভর্জ্জিত শ্বেতলোধ ঘৃতে বাটিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে চক্ষুরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

(৭) ঘৃতভর্জ্জিত হরীতকী চক্ষুর বহির্ভাগে লেপন করিলে চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

(৮) গেরিমাটি, রক্তচন্দন, শুঠ, খড়ি ও বচ, এই সকল সমভাগে একত্র বাটিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

(৯) ভূম্যামলকী, তাম্রপাত্রে কাঁজিদ্বারা ঘর্ষণ করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করতঃ চক্ষুর বহির্ভাগে লেপন করিলে চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩॥

বিশেষাভিষ্যন্দে।

আশ্চ্যোতনং মারুতজেকাথো বিল্বাদিভির্হিতঃ।
কোষ্ণ সৈরণ্ডবৃহতী তর্কারী মধুশিগ্রুভিঃ॥
এরণ্ডপল্লবে মূলে ত্বচি বাজপয়ং শৃতম্।
কণ্টকার্য্যাশ্চ মূলেষু সুখোষ্ণং সেচনে হিতম্॥ ৪॥

বাতজ অভিষ্যন্দ রোগে—বিল্বাদি পঞ্চমূল, এরণ্ডমূল, বৃহতী, জয়ন্তী ও সজিনাছাল; এই ৯টী দ্রব্যের ক্বাথে মধু মিশাইয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে সেচন করিবে। এরণ্ড বৃক্ষের পত্র, মূল, ছাল ও কণ্টকারীর মূল; এই সকল ছাগদুগ্ধ সহ যথানিয়মে পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে চক্ষুতে সেচন করিবে॥ ৪॥

সংপক্কেঽক্ষিগদে কার্য্যমঞ্জনাদিকমিষ্যতে।
প্রশস্তবর্ত্মতা চাক্ষোঃ সংরম্ভাশ্রুপ্রশান্ততা।
মন্দবেদনতা কণ্ডুঃ পক্কাক্ষিগদলক্ষণম্।
অঞ্জনাদিবিশিষ্টাগ্রে নিখিলেনাভিধাস্যতে॥ ৫॥

চক্ষুরোগের পক্কাবস্থায় অঞ্জনাদি হিতকর। পক্কাক্ষি রোগের লক্ষণ—চক্ষুর বর্ত্মের প্রশস্ততা, শোথের ও অশ্রুপাতের শান্তি এবং কণ্ডু ও বেদনার মন্দতা।

অগ্রে অঞ্জনাদির নিয়ম কথিত হইতেছে॥৫॥

বৃহত্যেরণ্ডমূলত্বক্ শিগ্রোমূলং সসৈন্ধবম্।
অজাক্ষীরেণ পিষ্টং স্যাদ্ বর্ত্তির্বাতাক্ষিরোগনুৎ॥
হরিদ্রে মধুকং দ্রাক্ষাং দেবদারু চ পেষয়েৎ।
আজেন পয়সা শ্রেষ্ঠমভিষ্যন্দে তদঞ্জনম্॥
গৈরিকং সৈন্ধবং কৃষ্ণা তগরঞ্চ যথোত্তরম্।
পিষ্টং দ্বিরংশতোঽদ্ভির্বা গুড়িকাঞ্জনমিষ্যতে॥
প্রপৌণ্ডরিকযষ্ট্যাহ্বনিশামলক-পদ্মকৈঃ।
শীতৈর্মধুসমাযুক্তৈঃ সেকঃ পিত্তাক্ষিরোগনুৎ॥ ৬॥

(১) বৃহতীরমূল, এরণ্ডমূলের ছাল, সজিনামূলের ছাল ও সৈন্ধবলবণ; এইগুলি সমভাগে

লইয়া একত্রে ছাগদুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষে ইহার অঞ্জন লাগাইলে বাতজ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

(২) হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কিসমিস ও দেবদারু; সমভাগে ছাগদুগ্ধে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ তদ্দ্বারা অঞ্জন দিলে অভিষ্যন্দ রোগ নিবারিত হয়।

(৩) গেরিমাটি দুইআনা, সৈন্ধবলবণ ।০ আনা, পিপুল অর্দ্ধতোলা ও তগরপাদুকা ১তোলা একত্রে ছাগদুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ তদ্দ্বারা নেত্রে অঞ্জন দিলে অভিষ্যন্দ রোগ বিনষ্ট হয়।

(৪) পৌণ্ডরিক, যষ্টিমধু, হরিদ্রা, আমলকী ও পদ্মকাষ্ঠ; এই দ্রব্যগুলির ক্বাথ শীতল করিয়া মধু মিশ্রিত করতঃ চক্ষুতে সেচন করিলে পিত্তজনিত চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়॥ ৬॥

দ্রাক্ষা-মধুক-মঞ্জিষ্ঠা-জীবনীয়ৈঃ শৃতং পয়ঃ।
প্রাতরাশ্চ্যোতনং শস্তং শোথশূলাক্ষিরোগিণাম্॥
নিম্বস্য পত্রৈঃ পরিলিপ্য লোধ্রং স্বেদ্যাগ্নিনা
চূর্ণ-মথাপি কল্কম্। আশ্চ্যোতনং মানুষ-
দুগ্ধযুক্তং পিত্তাস্রবাতাপহমগ্রমুক্তম্॥
কফজে লঙ্ঘনং স্বেদং নস্যং তিক্তান্নভোজনম্।
তীক্ষ্ণৈঃ প্রধমনং কুর্য্যাত্তীক্ষ্ণৈশ্চৈবোপনাহনম্॥ ৭॥

(১) কিসমিস, যষ্টিমধু, মঞ্জিষ্ঠা ও জীবনীয়গণ; এই সকল যথানিয়মে দুগ্ধে পাক করিয়া তদ্দ্বারা প্রাতঃকালে চক্ষু সেচন করিলে চক্ষুরোগীর শোথ ও শূল বিনষ্ট হয়।

(২) নিমপত্র বাটিয়া পিণ্ডাকার করতঃ ঐ পিণ্ডের মধ্যে লোধচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া কদলী পত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক প্রজ্বলিত অঙ্গারোপরি রাখিয়া সিদ্ধ করিবে এবং কিছুক্ষণ পরে নামাইয়া উহার সহিত নারীদুগ্ধ মিশাইয়া তরল করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া লইয়া চক্ষুসেচন করিবে, ইহাতে পিত্ত, রক্ত ও বায়ুজনিত চক্ষুরোগ দূরীভূত হয়।

(৩) কফজনিত চক্ষুরোগে লঙ্ঘন, সেক ও নস্য প্রয়োগ, তিক্তদ্রব্য ভোজন এবং সিক্তদ্রব্যের প্রধমন ও প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে॥ ৭॥

ফণিজ্ঝকাস্ফোত কপিত্থ বিল্বপত্তূর পীলু সুরসার্জ্জভঙ্গৈঃ। স্বেদং বিদধ্যাদথবা প্রলেপং
বর্হিষ্ঠ-শুণ্ঠী সুরদারু-কুষ্ঠৈঃ॥
শুণ্ঠী নিম্বদলৈঃ পিণ্ডঃ সুখোষ্ণৈঃ স্বল্পসৈন্ধবৈঃ।
ধার্য্যশ্চক্ষুষি সংক্ষেপাৎ শোথকণ্ডুব্যথাপহঃ॥
বল্কলং পারিজাতস্য তৈল-কাঞ্জিক-সৈন্ধবম্।
কফোদ্ভূতাক্ষিশূলঘ্নং তরঘ্নং কুলিশং যথা॥
সসৈন্ধবং লোধ্রমথাজ্য ভৃষ্টং
সৌবীরপিষ্টং সিতবস্ত্রবদ্ধম্।
আশ্চ্যোতনং তন্নয়নস্য কার্য্যং
কণ্ডুঞ্চ দাহঞ্চ রুজাঞ্চ হন্যাৎ॥ ৮॥

(১) ফনিজ্ঝক্ (তুলসী বিশেষ), হাফরমালী, কয়েদবেল, বেলছাল, শালিঞ্চশাক, পীলু, তুলসী ও অজ (তুলসীভেদ), ইহাদের কোন একটী বৃক্ষের অথবা সমস্ত বৃক্ষের পত্র অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে সেক দিলে কিম্বা বালা, শুঁঠ, দেবদারু ও কুড়; এই দ্রব্য চতুষ্টয় সমভাগে একত্রবাটিয়া চক্ষুর বাহিরে প্রলেপ দিলে নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

(২) শুঠ ও নিমপাতা একত্র বাটিয়া তাহার সহিত ৪।৫ রতি সৈন্ধব মিশাইয়া পিণ্ডাকার করতঃ ঈষদুষ্ণ করিয়া চক্ষুর উপরিভাগে সূক্ষ্ম বস্ত্র রাখিয়া তদুপরি উক্ত ঔষধি স্থাপন করিলে শোথ, কণ্ডু ও বেদনা বিনষ্ট হয়।

(৩) পালিধামাদারের ছালের রস দুই আনা, তৈল ছয় আনা, সৈন্ধব ২ রতি ও কাঁজি; এইগুলি একত্র করিয়া যে পর্য্যন্ত ঘনত্ব প্রাপ্ত না হয়, ততক্ষণ কড়িদ্বারা তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিবে। ইহা দ্বারা অঞ্জন দিলে কফজ চক্ষুশূল নষ্ট হয়।

(৪) সৈন্ধবলবণ ২ রতি এবং লোধ অর্দ্ধ তোলা একত্রে কাঁজিসহিত বাটিয়া ঘৃতে ভাজিয়া নির্ম্মল সূক্ষ্ম বস্ত্র দ্বারা পুটলী বান্ধিবে। এই পুটলী অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা পীড়ন পূর্ব্বক রস চক্ষে দিলে কণ্ডু, দাহ ও বেদনা বিনষ্ট হয়॥ ৮॥

স্নিগ্ধৈরুষ্ণৈশ্চ বাতোত্থঃ পিত্তজো মৃদুশীতলৈঃ।
তীক্ষ্ণরুক্ষোষ্ণবিশদৈঃ প্রশাম্যন্তি কফাত্মকাঃ॥
তীক্ষ্ণোষ্ণ-মৃদুশীতয়াং ব্যত্যাসাৎ সন্নিপাতিকঃ।
তিরীট-ত্রিফলাযষ্টি-শর্করা-ভদ্রমুস্তকৈঃ॥

পিষ্টৈঃ শীতাম্বুনা সেকো রক্তাভিষ্যন্দনাশনঃ।
কশেরুমধুকানাঞ্চ চূর্ণমম্বরসংবৃতম্।
ন্যস্তমপ্স্বান্তরীক্ষাসু হিতমাশ্চ্যোতনং ভবেৎ ॥ ৯ ॥

(১) বাতজ চক্ষুরোগে স্নিগ্ধ ও উষ্ণ ক্রিয়া, পিত্তজ চক্ষুরোগে মৃদু ও শীতল ক্রিয়া ও কফজ চক্ষুরোগে তীক্ষ্ণ, উষ্ণ ও রুক্ষক্রিয়া করিবে এবং সান্নিপাতিক চক্ষুরোগে উক্ত ত্রিদোষের মিলিত চিকিৎসা করিবে।

(২) পট্টিকালোধ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যষ্টিমধু, চিনি ও ভদ্রমুথা; ইহাদের প্রত্যেকের এক আনা করিয়া উত্তমরূপে বাটিয়া ৮ তোলা শীতল জলের সহিত মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা চক্ষু সেচন করিলে রক্তজ চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়।

(৩) কেশুরচূর্ণ অর্দ্ধতোলা ও অর্দ্ধ তোলা একত্রে বস্ত্রখণ্ডে পুটলী বদ্ধ করতঃ ৮ তোলা বৃষ্টির জলে আপ্লুত করিয়া সেই জল দ্বারা চক্ষু সেচন করিলে রক্তজ চক্ষুরোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥

দার্ব্বী পটোলং মধুকং সনিম্বং পদ্মকোৎপলম্।
প্রপৌণ্ডরীকং চৈতানি পচেত্তোয়ে চতুর্গুণে ॥
বিপাচ্য পাদশেষস্তু তং পুনঃ কুড়বং পচেৎ।
শীতীভূতে তত্র মধু দদ্যাৎ পাদাংশিকং ততঃ।
রসক্রিয়ৈষা দাহাশ্রু রাগশোথরুজাপহা ॥ ১০ ॥

দারুহরিদ্রা, পটোলপত্র, যষ্টিমধু, নিমপত্র, পদ্মকাষ্ঠ, নীলোৎপল ও পৌণ্ডরিক সমভাগে মিলিত অর্দ্ধ সের, পাকার্থ জল /৪ সের, শেষ /১ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া লইয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে এবং পাক ঘনীভূত হইলে নামাইবে ও শীতল হইলে ১৬ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহার অঞ্জন দিলে চক্ষুর দাহ, অশ্রুপাত, রক্তবর্ণতা, শোথ ও বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

তিক্তস্য সর্পিষঃ পানং বহুশশ্চ বিরেচনম্।
অক্ষোরপি সমন্তাচ্চ পাতনন্তু জলৌকসঃ।
পিত্তাভিষ্যন্দ-শমনো বিধিশ্চাপ্যুপপাদিতঃ ॥

শিগ্রুপল্লব নির্য্যাসঃ সুঘৃষ্টস্তাম্রসংপুটে।
ঘৃতেন ধূপিতো হন্তি শোথ ঘর্ষাশ্রুবেদনাঃ ॥ ১১ ॥

রক্তজ অভিষ্যন্দ রোগে বক্ষ্যমাণ পটোলাদিঘৃত পান, পুনঃ পুনঃ বিরেচন, চক্ষুর চতুর্দ্দিকে জলৌকাদ্বারা রক্তমোক্ষণ এবং পিত্তজ অভিষ্যন্দনাশক ক্রিয়া সমস্ত করিবে। সজিনাপত্রের রস ও ঘৃত একত্রে তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করতঃ ঘুঁটিয়ার অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে যে ধূম উত্থিত হইবে, তাহা চক্ষে লাগাইলে শোথ, অশ্রুপাত ও বেদনা বিদূরিত হয় ॥ ১১ ॥

পিষ্টৈ র্নিম্বস্য পত্রৈরতিবিমলতরৈ র্লোধ্র পিণ্ডং সিন্ধুত্থ-
মিশ্রৈরন্তর্গর্ভং দধানা পটুতর-গুড়িকা পিষ্টলোধ্রেন ছুষ্টা।
ভুর্গৈঃ সৌবীরনাদ্রৈরতিশয়মৃদুভিবেষ্টিতাসাসমন্তাৎ চক্ষু
কোপপ্রশান্তিং চিরমুপরিমৃশোভ্রাম্যমাণা করোতি ॥ ১২

পিষ্ট নিমপত্রের পিণ্ডাভ্যন্তরে পেষিত লোধ্রপিণ্ড স্থাপন পূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিবে, তৎপরে উক্ত গুড়িকা, জাতীপুষ্প ও সৈন্ধবলবণ সহ খোলায় ঈষৎ ভাজিয়া কাঁজি-সিক্ত তুলা দ্বারা বেষ্টন করতঃ চক্ষুর উপর সঞ্চালন করিলে নেত্রকোপ নিবারিত হয় ॥ ১২ ॥

বিল্বপত্ররসঃপূত-সৈন্ধবাজ্য-সমন্বিতঃ।
শুল্বে বরাটিকা ঘৃষ্টো ধূপিতো গোময়াগ্নিনা ॥
পয়সালোড়িতশ্চাক্ষোঃ পূরণাচ্ছোথশূলনুৎ।
অভিষ্যন্দেঽধিমন্থে চ স্রাবে রক্তে চ শস্যতে ॥ ১৩ ॥

বিল্বাঞ্জন—বিল্বপত্রের রস অর্দ্ধ তোলা, সৈন্ধব ২ রতি ও গব্যঘৃত ৪ ফোটা; এই সকল একত্রে তাম্রপাত্রে রাখিয়া কড়ি দ্বারা উত্তমরূপে ঘর্ষণ পূর্ব্বক ঘনীভূত হইলে ঘুটিয়ার অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ স্তনদুগ্ধে তরল করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষু পূরণ করিলে শোথ, শূল, অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ ও রক্তস্রাব নিবারিত হয় ॥ ১৩ ॥

বিল্বপত্রং রসং সাজ্যং নিঘৃষ্টতাম্রভাজনে।
সিন্ধুত্থকটুতৈলাক্তং কুর্য্যান্নেত্রস্রাবাদিষু ॥
সলবণকটুতৈলং কাঞ্জিকংকাংস্যপাত্রে
ঘনিতমুপলঘৃষ্টং ধূপিতং গোময়াগ্নৌ।

সপবন-কফ-কোপং ছাগদুগ্ধাবসিক্তং
জয়তি নয়নশূলং স্রাব-শোথং সরাগম্॥
তরুস্থ-বিদ্ধামলক-রসঃ সর্ব্বাক্ষিরোগনুৎ।
পুরাণং সর্ব্বথা সর্পিঃ সর্ব্বনেত্রাময়াপহম্॥ ১৪॥

(১) বিল্বপত্রের রস, কাঁজি, সৈন্ধব ও কটুতৈল তাম্রপাত্রে ঘর্ষণ করিয়া নেত্রস্রাবাদিতে চক্ষে প্রদান করিবে।

(২) সৈন্ধব ২ রতি, সর্ষপতৈল ৪ ফোঁটা এবং কাঁজি অর্দ্ধ তোলা একত্রে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা কাঁসার পাত্রে ঘষিয়া গাঢ় হইলে ঘুটিয়ার অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ছাগদুগ্ধের সহিত বাটিয়া চক্ষে দিলে নেত্রকোপ, শূল, স্রাব, শোথ ও রক্তবর্ণতা বিনষ্ট হয়।

(৩) বৃক্ষস্থিত আমলকী সূচীদ্বারা বিদ্ধ করিলে যে রস নিপতিত হয়, তাহা চক্ষে দিলে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

(৪) পুরাতন ঘৃত পান, নস্য ও অঞ্জনরূপে ব্যবহৃত হইলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ১৪॥

অয়মেব বিধিঃ সর্ব্বো মন্থাদিষ্বপি শস্যতে।
অশান্তৌ সর্ব্বথা মন্থে ভ্রুবোরুপরি দাহয়েৎ॥
জলৌকঃপাতনং শস্তং নেত্রপাকে বিরেচনম্।
শিরাবেধং প্রকুর্ব্বীত সেকলেপাংশ্চ শুক্রবৎ॥
বিভীতক-শিবা-ধাত্রী-পটোলারিষ্ট-বাসকৈঃ।
ক্বাথো গুগ্গুলুনা পেয়ঃ শোথপাকাক্ষি-শূলহা।
পিষ্টক সব্রণং শুক্রং রাগাদীংশ্চাপি নাশয়েৎ॥ ১৫॥

(১) উক্ত অভিষ্যন্দ রোগোক্ত সমস্ত ঔষধ মন্থাদি রোগে ব্যবস্থা করিবে। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা মন্থাদিরোগের শান্তি না হইলে ভ্রূদ্বয়ের উপরিভাগ দগ্ধ করিয়া দিবে।

(২) নেত্রপাক রোগে—জলৌকাদ্বারা রক্তমোক্ষণ, বিরেচন, শিরাবিদ্ধ এবং শুক্রগত রোগের ন্যায় সেক ও প্রলেপ দিবে।

(৩) বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, পটোলপত্র, নিমছাল ও বাসকছাল; ইহাদের ক্বাথ গুগ্‌ সহিত পান করিলে চক্ষের শোথ, পাক, শূল, পিষ্ট, ব্রণ, শুক্র ও রক্তবর্ণতা নষ্ট হয়॥ ১৫॥

ষড়ঙ্গঘৃতগুগ্‌গুলুঃ।

এভিশ্চাপি ঘৃতং পক্বং রোগাংস্তাংশ্চ ব্যপোহতি॥ ১৬॥

ষড়ঙ্গঘৃতগুগ্‌গুল—বহেড়া, হরীতকী, আমলকী, পটোলপত্র, নিমছাল ও বাসকছাল; এই গুলির ক্বাথ এবং গুগ্‌গুলুর কল্ক দ্বারা পাচিত ঘৃত সেবন করিলে চক্ষুর শোথাদি দূর হয়॥ ১৬॥

বাসকাদিঃ।

অটরূষাভয়া নিম্ব-ধাত্রী-মুস্তাক্ষ কুলকৈঃ।
রক্তস্রাবং কফং হন্তি চক্ষুষ্যং বাসকাদিকম্॥ ১৭॥

বাসকাদি—বাসকছাল, হরীতকী, নিমছাল, আমলকী, মুথা, বহেড়া ও পটোলপাতা, ইহাদের ক্বাথ চক্ষে সেচন এবং উহা গুগ্‌গুলু সহযোগে পান করিলে চক্ষুর রক্তস্রাব ও শ্লেষ্মা নিবারিত হয় এবং চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া থাকে॥ ১৭॥

বৃহদ্বাসকাদিঃ।

বাসা ঘনং নিম্বপটোলপত্রং তিক্তামৃতা চন্দন-বৎসকত্বক্। কলিঙ্গদার্ব্বী-দহনানি শুণ্ঠী ভূনিম্ব-ধাত্র্যাভয়া বিভীতম্॥ শ্যামা যবক্বাথমথাষ্টভাগং পিবেদিমং পূর্ব্বদিনে কষায়ম্। তৈমির্য্য কণ্ডু পটলার্ব্বুদঞ্চ শুক্রং তথা সব্রণ-মব্রণঞ্চ। নিহন্তি সর্ব্বান্নয়নাময়াংশ্চ ভৃগুপদিষ্টং নয়নাময়েষু॥ ১৮॥

বৃহদ্বাসকাদি—বাসকছাল, মুথা, নিমছাল, পটোলপত্র, কট্‌কী, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন, কুড়চিছাল, ইন্দ্রযব, দারুহরিদ্রা, চিতামূল, শুঁঠ, চিরতা, আমলকী, হরীতকী, বহেড়া, শ্যামালতা ও যবতণ্ডুল; এই সকলের ক্বাথ প্রত্যহ প্রাতঃকালে পান করিলে তৈমির্য্য, কণ্ডু, পটলার্ব্বুদ ও শুক্রাদি নানাবিধ চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়॥ ১৮॥

পথ্যা ত্রয়ো বিভীতক্যাঃ ষড়্ধাত্র্যো দ্বাদশৈব তু।
প্রস্থার্দ্ধে সলিলে ক্বাথমষ্টভাগাবশেষিতম্॥
পীত্বাভিষ্যন্দমাস্রাবং রাগাঞ্চ তিমিরং জয়েৎ।
সংরম্ভ-রাগ শূলাশ্রু-নাশনং দৃক্‌প্রসাদনম্॥ ১৯॥

হরীতকী, ৩টা, বহেড়া ৬টা ও আমলকী ১২টা, জল /২ সের, শেষ ১৬ তোলা। এই ক্বাথ পান করিলে অভিষ্যন্দ, জলস্রাব, রক্তবর্ণতা এবং তিমিরাদি চক্ষুরোগ প্রশমিত হয়॥ ১৯॥

নেত্রে হুভিহতে কুর্য্যাচ্ছীতলাশ্চ্যোতনাদিকম্। দৃষ্টেঃ প্রসাদজননং বিধিমাশু কুর্য্যাৎ স্নিগ্ধৈর্হিমৈশ্চ মধুরৈশ্চ তথা প্রয়োগৈঃ। স্বেদাগ্নিধূম ভয়শোকরুজাভিতাপৈরভ্যাহতানপি তথৈব ভিষক্ চিকিৎসেৎ॥ আগন্তু দোষং প্রসমীক্ষ্য কার্য্যং বস্ত্রোষ্মণা স্বেদনমাদিতশ্চ। আশ্চ্যোতনং স্ত্রীপয়সা চ সদ্যো যচ্চাপি পিত্ত-ক্ষতজাপহং স্যাৎ॥ সূর্য্যোপরাগানলবিদ্যুতাগ্নিবিলোকনেনোপহতেক্ষণস্তু। সন্তর্পণং স্নিগ্ধ হিমাদিকার্য্যং সায়ং নিষেব্যাস্ত্রিফলা-প্রয়োগাঃ॥ নিশাব্দ ত্রিফলা দার্ব্বী সিতা মধুক সংযুতম্। অভিঘাতোক্ষিশূলঘ্নং নারীক্ষীরেণ পূরণম্॥ ২০॥

(১) আঘাতাদি দ্বারা চক্ষু আহত হইলে শীতল দ্রব্য দ্বারা চক্ষু সেচন করিবে এবং স্নিগ্ধ, শীতল ও মধুর গুণবিশিষ্ট দৃষ্টির প্রসন্নতাকারক দ্রব্য প্রয়োগ করিবে।

(২) ঘর্ম্ম, অগ্নি, ধূম, ভয়, শোক, রুজা ও অভিতাপ হেতু চক্ষু পীড়িত হইলে দৃষ্টির প্রসন্নতাকারক উপরোক্ত স্নিগ্ধাদি ক্রিয়া করিবে।

(৩) ধূলি প্রভৃতি লাগিয়া চক্ষু পীড়িত হইলে বস্ত্রের পুটলীতে ফুৎকার প্রদানপূর্ব্বক উহাদ্বারা সেক দিবে ও নারীদুগ্ধ দ্বারা চক্ষু সেচন করিবে এবং পিত্তাভিষ্যন্দ ও রক্তাভিষ্যন্দ চক্ষুরোগনাশক চিকিৎসা করিবে।

(৪) সূর্য্য, উপরাগ (চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ), অগ্নি ও বিদ্যুৎ দর্শনে চক্ষুর পীড়া হইলে সন্তরণ, স্নিগ্ধ ও শীতল ক্রিয়া করিবে এবং সন্ধ্যাকালে ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা চক্ষু সেচন ও উক্ত ক্বাথ পান করিতে দিবে।

(৫) হরিদ্রা, মুথা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দারুহরিদ্রা, চিনি ও যষ্টিমধু; এই সকলের চূর্ণ সমভাগে লইয়া নারীদুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষে দিলে অভিঘাতজ চক্ষুশূল নিবারিত হয়॥ ২০॥

আজঘৃতম্।

আজং ঘৃতং ক্ষীরপাত্রং মধুকং চোৎপলানি চ।
জীবকর্ষভকৌ চাপি পিষ্ট্বা সর্পির্বিপাচয়েৎ।
সর্ব্বনেত্রাভিঘাতেষু সর্পিরেতৎ প্রশস্যতে॥ ২১॥

আজঘৃত-ছাগঘৃত ৵৪সের, গব্যদুগ্ধ ৬সের, কল্কার্থ-যষ্টিমধু, নীলোৎপল, জীবক ও ঋষভক সমভাগে মিলিত ৵১ সের। এই ঘৃতের নস্য ও সর্ব্ববিধ অভিঘাতজ নেত্ররোগে প্রশস্ত॥ ২১॥

সৈন্ধবং দারুশুণ্ঠী চ মাতুলুঙ্গরসো ঘৃতম্।
স্তন্যোদকাভ্যাং কর্ত্তব্যং শুক্রপাকে তদঞ্জনম্॥ ২২

সৈন্ধবলবণ চারি আনা, দেবদারু অর্দ্ধ তোলা, শুঠ অর্দ্ধ তোলা, টাবালেবুর রস দেড় তোলা, ঘৃত দেড় তোলা ও স্তনদুগ্ধ দেড়তোলা। এই গুলি মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে উহাদ্বারা শুক্রপাক রোগে অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিবে॥ ২২॥

বাতাভিষ্যন্দবচ্চাপি বাতে মারুতপর্য্যায়ে।
পূর্ব্বভক্তং হিতং সর্পিঃ ক্ষীরং চাপ্যথ ভোজনে॥
বৃক্ষাদন্যাং কপিত্থে চ পঞ্চমূলে মহত্যপি।
সক্ষীরং কর্কটরসে সিদ্ধঞ্চাপি পিবেদ্ ঘৃতম্॥
অভিষ্যন্দমধিমন্থং রক্তোত্থমথবার্জ্জুনম্।
শিরোৎপাতং শিরাহর্ষ মন্যাংশ্চৈবাস্রবান্ গদান্।
স্নিগ্ধস্যাজ্যেন কৌম্ভেন শিরাবেধৈঃ শমং নয়েৎ॥ ২৩

(১) অন্যতোবাত ও বাতপর্য্যায় রোগে বাতজ অভিষ্যন্দ রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে ও ভোজনের পূর্ব্বে রোগীকে ঘৃত পান করাইবে এবং পরগাছা, কয়েদবেল ও মহৎপঞ্চমূলের কল্ক এবং দুগ্ধ ও কাঁকড়াশৃঙ্গীর ক্বাথ এই সকল দ্বারা ঘৃত পাক করিয়া পান করিতে দিবে।

(২) রক্তজ অভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, অর্জ্জুন, শিরোৎপাত এবং শিরাহর্ষ প্রভৃতি নেত্ররোগে দশবর্ষস্থিত পুরাতন ঘৃত প্রয়োগ এবং ললাটস্থ শিরাবিদ্ধ করিলে ঐ সকল রোগ শান্তি হয়॥ ২৩॥

অম্লাধ্যুষিতশান্ত্যর্থং কুর্য্যাল্লেপান্ সুশীতলান্।
তৈল্বকং ত্রৈফলং সর্পির্জীর্ণং বা কেবলং হিতম্।
শিরাবেধং বিনা কার্য্যঃ পিত্তস্যন্দহরো বিধিঃ।
সর্পিঃ কৌম্ভাঞ্জনঞ্চ স্যাচ্ছিরোৎপাতস্য ভেষজম্।
তদ্বৎ সৈন্ধবকাসীসং স্তন্যপিষ্টঞ্চ পূজিতম্।

শিরাহর্ষেঽঞ্জনং কুর্য্যাৎ ফাণিতং মধুসংযুতম্।
মধুনা তার্ক্ষ্যশৈলং বা কাসীসং বা সমাক্ষিকম্ ॥২৪॥
ইতি সর্ব্বজেষু।

(১) অম্লাধ্যুষিত রোগের শান্তির নিমিত্ত শীতল প্রলেপ, তৈন্দুক ঘৃত, ত্রিফলা ঘৃত কিম্বা একমাত্র পুরাতন ঘৃত ব্যবস্থা করিবে।

(২) শিরোৎপাতরোগে শিরাবেধ ব্যতীত পিত্তাভিষ্যন্দনাশক অন্যান্য ক্রিয়া, ঘৃত ও মধু-দ্বারা পিষ্ট সৌবীরাঞ্জন এবং স্তনদুগ্ধপিষ্ট সৈন্ধব লবণ ও পুষ্পকাসীস ব্যবস্থা করিবে।

(৩) শিরাহর্ষে মধু সংযুক্ত দ্রবগুড়, মধু সংযুক্ত রসাঞ্জন অথবা মধুসংযুক্ত হীরাকস দ্বারা অঞ্জন দিবে ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণজেষু।

ব্রণশুক্রপ্রশান্ত্যর্থং ষড়ঙ্গং গুগ্গুলুং পিবেৎ।
কতকস্য ফলং শঙ্খং তিন্দুকং রূপ্যমেব চ ॥
কাংস্যে নিঘৃষ্টং স্তন্যেন ক্ষতশুক্রার্ত্তিরোগজিৎ ॥ ২৫

ব্রণশুক্ররোগের শান্তির নিমিত্ত, ষড়ঙ্গগুগ্গুলু পান এবং নির্ম্মলী ফল, শঙ্খচূর্ণ, তিন্দুক ও রূপা সমভাগে কাঁসার পাত্রে স্তনদুগ্ধ সহ ঘষিয়া চক্ষে প্রলেপ দিবে ॥ ২৫ ॥

ব্রণশুক্রহরী বর্ত্তিঃ।

চন্দনং গৈরিকং লাক্ষা মালতীকলিকাঃ সমাঃ।
ব্রণশুক্রহরী বর্ত্তিঃ শোণিতস্য প্রসাদনী ॥ ২৬ ॥

ব্রণশুক্রহরী-বর্ত্তি—রক্তচন্দন, গেরি-মাটি, লাক্ষা ও জাতীপুষ্পের কলি; এই সকল সমভাগে লইয়া বৃষ্টির জল দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক ছায়ায় শুষ্ক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা মধু-দ্বারা ঘষিয়া অঞ্জনরূপে প্রয়োগ করিলে ব্রণ-শুক্র রোগ দূর এবং রক্ত পরিষ্কৃত হয় ॥ ২৬ ॥

শিরয়া বা হরেদ্রক্তং জলৌকাভিশ্চ লোচনাৎ।
অক্ষমজ্জাঞ্জনং সায়ং স্তন্যেন শুক্রনাশনম্ ॥
এবং বা পুণ্ডরীকস্য ছাগীক্ষীরাবসেচিতম্।
রাগাশ্রুবেদনাং হন্যাৎ ক্ষতপাকাদ্যবাজকাঃ।
তুথকং বারিণা যুক্তং শুক্রং হন্ত্যক্ষিপূরণাৎ ॥ ২৭ ॥

শুক্ররোগে,নেত্রস্থশিরা হইতে জলৌকা দ্বারা রক্তমোক্ষণ করিবে এবং বহেড়ার শাঁস স্তন-দুগ্ধে বাটিয়া মধুমিশ্রিত করিয়া ইহাদ্বারা সন্ধ্যা-কালে চক্ষুতে অঞ্জন দিবে।

পৌণ্ডরীককাষ্ঠ পেষণ করিয়া বস্ত্রে পুটলী বান্ধিয়া ছাগীদুগ্ধে মগ্ন করিবে এবং দুগ্ধ পীতবর্ণ হইলে চক্ষে দিবে। ইহাতে রক্তবর্ণতা, জল-স্রাব এবং ক্ষত ও পাকাদি নিবারিত হয়। জলে তুঁতে ঘসিয়া চক্ষুপূরণ করিলেও শুক্ররোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

সমুদ্রফেনদক্ষাণ্ডত্বক্ সিন্ধূত্থৈঃ সমাক্ষিকৈঃ।
শিগ্রুবীজযুতৈর্বর্ত্তিঃ শুক্রঘ্নী শিগ্রুবারিণা ॥
ধাত্রীফলং-নিম্ব-কপিত্থপত্রং যষ্ট্যাহ্ব-লোধ্রং খদিরং তিলাশ্চ। ক্বাথঃ সুশীতো নয়নে নিষিক্তঃ সর্ব্বপ্রকারং বিনিহন্তি শুক্রম্ ॥
ক্ষুণ্ণপুন্নাগপত্রেণ পরিভাবিত-বারিণা।
শ্যামাক্বাথাম্বুনা বাথ সেচনং কুসুমাপহম্ ॥ ২৮ ॥

সমুদ্রফেন, কুক্কুটের ডিমের ছাল, সৈন্ধব-লবণ ও সজিনাবীজ এই গুলি মধু ও সজিনার রস দ্বারা বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি শুক্ররোগনাশক।

আমলকী, নিমপত্র, কয়েদ্‌বেলের পত্র, যষ্টি-মধু, লোধ, খদির ও তিল, এই সকলের ক্বাথ শীতল করিয়া চক্ষুতে সেচন করিলে সকল প্রকার শুক্ররোগ বিনষ্ট হয়।

কুট্টিত নাগেশ্বর পত্র দ্বারা ভাবিত জল অথবা শ্যামালতার ক্বাথ চক্ষে সেচন করিলে কুসুম নামক চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় ॥ ২৮ ॥

দক্ষাণ্ডত্বক্ শিলা শঙ্খ কাচ চন্দন গৈরিকৈঃ।
তুল্যৈরঞ্জনযোগোঽয়ং পুষ্পার্ম্মাদি বিলেখনঃ ॥
শিরীষবীজমরিচ পিপ্পলী সৈন্ধবৈরপি।
শুক্রে প্রঘর্ষণং কার্য্যমথবা সৈন্ধবেন চ ॥
বহুশঃ পলাশকুসুমস্বরসৈঃ পরিভাবিতা জয়ত্যচিরাৎ
নক্তাহ্ববীজবর্ত্তিঃ কুসুমচয়ং দৃক্ষু চিরজমপি।
সৈন্ধবং ত্রিফলা কৃষ্ণা কটুকা শঙ্খনাভয়ঃ।
সতাম্র রজসো বর্ত্তিঃ পিষ্টা শুক্রবিনাশিনী ॥
চন্দনং সৈন্ধবং পথ্যা পলাশতরুশোণিতম্।
ক্রমবৃদ্ধমিদং চূর্ণং শুক্রার্ম্মাদি বিলেখনম্ ॥ ২৯ ॥

কুক্কুটের ডিম্বের ছাল, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, কাচ, রক্তচন্দন ও গেরিমাটি; এই গুলি সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে কুসুম ও অর্ম্মাদি রোগ বিনষ্ট হয়।

শিরীষবীজ, মরিচ, পিপুল ও সৈন্ধবলবণ; এই সকল চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত বাটিয়া শলাকায় মাখাইয়া ইহাদ্বারা কিম্বা সৈন্ধবলবণ দ্বারা শুক্ররোগ ঘর্ষণ করিবে।

করঞ্জবীজ চূর্ণ পলাশ পুষ্পের রস দ্বারা সাতদিন ভাবনা দিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে দীর্ঘকালস্থায়ী কুসুম রোগ বিনষ্ট হয়।

সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, পিপুল, কট্‌কী, শঙ্খনাভি ও তাম্র; এই সকল দ্রব্য মধুসহ বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ অঞ্জন দিলে শুক্ররোগ নষ্ট হয়।

রক্তচন্দন দুই আনা, হরীতকী অর্দ্ধ তোলা এবং পলাশবৃক্ষের আঁটা এক তোলা; এইগুলি একত্র বাটিয়া মধুসিক্ত শলাকায় গ্রহণ পূর্ব্বক চক্ষে অঞ্জন প্রদানে শুক্র ও অর্ম্মাদি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে॥ ২৯॥

দন্তবর্ত্তিঃ।

দন্তৈর্দন্তি-বরাহোষ্ট্র গবাশ্বাজখরোদ্ভবৈঃ।
সশঙ্খ-মৌক্তিকাম্ভোধিফেনৈর্ম্মরিচপাদিকৈঃ॥
ক্ষতশুক্রমপি ব্যাধিং দন্তবর্ত্তির্নিবর্ত্তয়েৎ॥ ৩০॥

হস্তী, শূকর, উষ্ট্র, গো, অশ্ব, ছাগ, ও গর্দ্দভ, ইহাদের দন্ত এবং শঙ্খ, মুক্তা ও সমুদ্রফেন, এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ১ তোলা এবং মরিচ ২৷৹ তোলা। এই দ্রব্যগুলি যথানিয়মে জলসহ মর্দ্দন করতঃ বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা প্রয়োগে ক্ষত শুক্ররোগ নিবারিত হয়॥ ৩০॥

শঙ্খস্য ভাগাশ্চত্বারস্ততোঽর্দ্ধেন মনঃশিলা।
মনঃশিলার্দ্ধং মরিচং মরিচার্দ্ধেন সৈন্ধবম্॥
এতচ্চূর্ণাঞ্জনং শ্রেষ্ঠং শুক্রয়োস্তিমিরেষু চ।
ভাগ্যং মধুকসারো বা বীজমক্ষস্য সৈন্ধবম্॥
মধুনাঞ্জনযোগাঃ স্যুশ্চত্বারঃ শুক্রশান্তয়ে।
বটক্ষীরেণ সংযুক্তং শ্লক্ষ্ণং কর্পূরজং রজঃ।
ক্ষিপ্রমঞ্জনতো হন্তি শুক্রকাতি যদোন্নতম্॥ ৩১॥

শঙ্খনাভি অর্দ্ধ তোলা, মনঃশিলা ।৹ আনা, মরিচ ৶৹ আনা ও সৈন্ধবলবণ /৹ আনা। এই সকল দ্রব্য চূর্ণ একত্র করিয়া মধুসিক্ত শলাকা-দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক শুক্রদেশ ঘর্ষণ করিবে। ইহাতে তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

স্বর্ণমাক্ষিক, মউলসার, বহেড়ার শাঁস ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের কোন একটী দ্রব্য মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া শুক্ররোগে চক্ষে অঞ্জন দিবে।

সূক্ষ্ম কর্পূরচূর্ণ বটক্ষীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন প্রয়োগে ঘন ও উন্নত শুক্ররোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩১॥

তালস্য নারিকেলস্য তথৈবারুষ্করস্য চ।
করীরস্য তু বংশানাং কৃত্বা ক্ষারং পরিস্রুতম্॥
করভাস্থিমূতং চূর্ণং ক্ষারেণ পরিভাবিতম্।
সপ্তকৃত্বোঽষ্টকৃত্বো বা শঙ্খচূর্ণঞ্চ কারয়েৎ॥
এতচ্ছুক্রেষু সাধ্যেষু কৃষ্ণীকরণ মুত্তমম্।
যানি শুক্রাণ্যসাধ্যানি তেষাং পরমমঞ্জনম্॥ ৩২॥

তালের জটা, নারিকেল ফলের অস্থি, ভেলা ও বাঁশের অঙ্কুর, এই দ্রব্যগুলি তিলনালের অগ্নিতে পৃথক্‌রূপে দগ্ধ করিয়া ক্ষার গ্রহণ করিবে উক্ত ক্ষার ১৬ গুণ জল দ্বারা জ্বাল দিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ২১ বার ছাঁকিয়া সেই জলে উষ্ট্রের অস্থিচূর্ণ সাত দিবস ভাবনা দিয়া লইবে। ইহা মধুলিপ্ত শলাকাদ্বারা শুক্র স্থানে লাগাইবে॥ ৩২॥

পটোলাদ্যং ঘৃতম্।

পটোলং কটুকা দার্ব্বী নিম্বং বাসা ফলত্রিকম্।
দুরালভাং পপ্প টকং ত্রায়ন্তীঞ্চ পলোন্মিতাম্॥
প্রস্থমামলকানাঞ্চ ক্বাথয়েন্নল্বণেঽম্ভসি।
পাদশেষে রসে তস্মিন্ ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
কল্কৈর্ভূনিম্ব-কুটজ মুস্ত-যষ্ট্যাহ্ব-চন্দনৈঃ।
সপিপ্পলীকৈস্তৎসিদ্ধং চক্ষুষ্যং শুক্রয়োর্হিতম্।
ঘ্রাণকর্ণাক্ষি-বর্ত্মাস্ত মুখরোগব্রণাপহম্।
কামলা-কুষ্ঠ-বিসর্প-গণ্ডমালাপহং পরম্॥ ৩৩॥

পটোলাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কাথার্থ—পটোল, কট্‌কী, দারুহরিদ্রা, নিমছাল, বাসকছাল হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দুরালভা, ক্ষেৎ-পাপড়া ও বলাডুমুর; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা এবং আমলকী /২ সের। পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ—চিরতা, ইন্দ্র-যব, মুথা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন ও পিপুল সম-ভাগে মিলিত /১ সের। এই ঘৃত সেবনে শুক্র, নাসা, কর্ণ, অক্ষিবর্ত্ম, মুখরোগ এবং ব্রণ ও কামলাদি রোগ দূর হয় ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণাদ্যং তৈলম্।

কৃষ্ণা-বিড়ঙ্গ-মধুযষ্টিকসিন্ধুজন্মবিশ্বৌষধৈঃ পয়সা সিদ্ধ-মিদং ছগল্যাঃ। তৈলং নৃণাং তিমির শুক্রশিরোঽক্ষি-শূলপাকাত্যয়ান্ জয়তি নস্য বিধৌ প্রযুক্তম্ ॥ ৩৪ ॥

তিলতৈল /১ সের। কল্কার্থ—পিপুল, বিড়ঙ্গ যষ্টিমধু, সৈন্ধবলবণ ও শুঠ সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা। ছাগদুগ্ধ /৪ সের ও জল ।৬ সের। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে তিমির, শুক্র, শিরঃশূল ও অক্ষিপাক বিদূরিত হয় ॥ ৩৪ ॥

অজকাং পার্শ্বতো বিদ্ধা সূচ্যা বিস্রাব্য চোদকম্।
ব্রণং গোমযচূর্ণেন পূরয়েৎ সর্পিষা সহ ॥
সৈন্ধবং বাজিপাদঞ্চ গোরোচন সমন্বিতম্।
শেলুত্বগ্রসসংযুক্তং পূরণং চাজকাপহম্ ॥ ৩৫ ॥

অজকাখ্যক চক্ষুরোগে পার্শ্বদেশস্থ শিরা স্থচি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া জল নিঃসারিত করতঃ গোময় চূর্ণ ও ঘৃত দ্বারা পূর্ণ করিবে।

সৈন্ধবলবণ, অশ্বখুর ও গোরোচনা সমভাগে লইয়া বহুবার বৃক্ষের ছালের রসেরসহিত মিশ্রিত করতঃ চক্ষুপূরণ করিলে অজকারোগ নষ্ট হয় ॥৩৫

শশকাদ্যং ঘৃতম্।

শশকস্য শিরঃকল্কে শেষাঙ্গক্বথিতে জলে।
ঘৃতস্য কুড়বং পক্বং পূরণাচ্চাজকাপহম্ ॥ ৩৬ ॥

শশকাদ্য ঘৃত—ঘৃত /১ সের। কল্কার্থ—শশকের মস্তক ১৬ তোলা। কাথার্থ—অস্ত্রাদি রহিত শশকের অবশিষ্ট অঙ্গের মাংস /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের। এই ঘৃত চক্ষে পূরণ করিলে অজকা রোগ তিরোহিত হয় ॥ ৩৬॥

শশকাদ্যং ঘৃতম্।

শশকস্য কষায়েতু সর্পিষঃ কুড়বং পচেৎ।
যষ্টিপ্রপৌণ্ডরীকস্য কল্কেন পয়সা সমম্॥
ছগল্যাঃ পূরণাচ্ছুক্র ক্ষতপাকাত্যয়াজয়াঃ।
হন্তি রুজশঙ্খশূলঞ্চ দাহরাগং বিশেষতঃ ॥ ৩৭ ॥

শশকাদ্য ঘৃত—ঘৃত /১ সের। কাথার্থ-শশকের মাংস /২ সের, জল ।২ সের, শেষ /৩ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু ও পৌণ্ডরীক সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা এবং ছাগদুগ্ধ /১ সের। এই ঘৃত দ্বারা চক্ষু পূরণ করিলে শুক্র ক্ষত ও অজক প্রভৃতি চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৩৭ ॥

ইতি কৃষ্ণজেষু।

দৃষ্টিজেষু।

ত্রিফলাঘৃতমধুযবাঃ পাদাভ্যঙ্গাঃ শতাবরীমুদ্গাঃ।
চক্ষুষ্যঃ সংক্ষেপাদ্ বর্গঃ কথিতো ভিষগ্‌ভিরয়ম্
লিহ্যাৎ সদা বা ত্রিফলাং সুচূর্ণিতাং ঘৃতপ্রগাঢ়াং
তিমিরেঽথ পিত্তজে। সমীরজে তৈলযুতাং
কফাত্মকে মধুপ্রগাঢ়াং বিদধীত যুক্তিতঃ ॥
কল্কঃ কাথেঽথবা চূর্ণং ত্রিফলায়া নিষেবিতম্।
মধুনা সর্পিষা বাপি সমস্ততিমিরাপহম্।
ষষ্টৈস্ত্রফলং চূর্ণ মপথ্যবর্জী নায়ং সমশ্নাতি
হবির্মধুভ্যাম্। স মুচ্যতে নেত্রগতৈর্বিকারৈ-
র্ভৃত্যৈর্যথা ক্ষীণধনো মনুষ্যঃ ॥
সম্ভৃতং বা বরাকাথং শীলয়েত্তিমিরাময়ী ॥ ৩৮ ॥

ত্রিফলা, ঘৃত, মধু, যব, পাদদেশে তৈলাদি মর্দ্দন, শতাবরী ও মুগেরডাইল প্রভৃতি চক্ষুরোগে হিতকর।

ত্রিফলাচূর্ণ, ঘৃত সহকারে পিত্তজ তিমির রোগে, তৈল সহ বাতজ তিমির রোগে এবং মধুর সহিত কফজ তিমির রোগে সেবন করিবে।

ত্রিফলার কল্ক, কাথ কিম্বা চূর্ণ মধু অথবা ঘৃত সহিত সেবন করিলে সমস্ত তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

সুপথ্য ভোজনপূর্ব্বক ঘৃত ও মধু সহকারে ত্রিফলা চূর্ণ সন্ধ্যাকালে ভক্ষণ করিলে নেত্রগত রোগ বিনষ্ট হয়। তিমিররোগী ত্রিফলার ক্বাথ ঘৃত সহিত সেবন করিবে ॥ ৩৮ ॥

জাতা রোগা বিনশ্যন্তি ন ভবন্তি কদাচন।
ত্রিফলায়াঃ কষায়েণ প্রাতর্নয়নধাবনাৎ।
জলগণ্ডূষৈঃ প্রাতর্ব্বহুশোঽন্তোভিঃ প্রপূর্য্য মুখরন্ধ্রম্।
নির্দ্দয় মুক্তন্নক্ষি ক্ষপয়তি তিমিরাণি না সদ্যঃ ॥
ভুক্ত্বা পাণিতলং ঘৃষ্ট্বা চক্ষুষো র্দীয়তে যদি।
অচিরেণৈব তদ্বারি তিমিরাণি ব্যপোহতি ॥ ৩৯ ॥

ত্রিফলার ক্বাথে প্রাতঃকালে চক্ষু প্রক্ষালন করিলে জাতচক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় এবং ভবিষ্যতে আর চক্ষুপীড়া হয় না।

প্রাতঃকালে জলের গণ্ডূষে মুখ পরিপূর্ণ করিয়া সেই জল চক্ষে সেচন করিলে তিমির রোগ নষ্ট হয়।

ভোজনান্তে হস্তের তলভাগ জলে ধৌত করিয়া সেই জল চক্ষে দিলে, অচিরে তিমির রোগ নষ্ট হয় ॥ ৩৯ ॥

সুখাবতী বর্ত্তিঃ।

কতকস্য ফলং শঙ্খ ত্র্যূষণং সৈন্ধবং সিতা।
ফেনো রসাঞ্জনং ক্ষৌদ্রং বিড়ঙ্গানি মনঃশিলা ॥
কুক্কুটাণ্ডকপালানি বর্ত্তিরেষা ব্যপোহতি।
তিমিরং পটলং কাচ মর্ম্ম শুক্রং তথৈব চ ॥
কণ্ডূ ক্লেদার্ব্বুদং হন্তি মলং চাশু সুখাবতী ॥ ৪০ ॥

নির্ম্মলীফল, শঙ্খনাভি, শুঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, চিনি, সমুদ্রফেন, রসাঞ্জন, বিড়ঙ্গ, মনঃশিলা ও কুক্কুটাণ্ডের ছাল, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্রে জল দ্বারা বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ তাহাতে মধু মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিলে তিমির, পটল, কাচ, অর্ম্ম, শুক্র, কণ্ডূ, ক্লেদ, অর্ব্বুদ ও মল প্রভৃতি চক্ষুরোগ দূরীভূত হয় ॥৪০

চন্দ্রোদয়া বর্ত্তিঃ।

হরীতকী বচা কুষ্ঠং পিপ্পলী মরিচানি চ।
বিভীতকস্য মজ্জা চ শঙ্খনাভি মনঃশিলা ॥
সর্ব্বমেতৎ সমাহৃত্য ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
নাশয়েত্তিমিরং কণ্ডুং পটলান্যর্ব্বুদানি চ ॥
অধিকানি চ মাংসানি যচ্চ রাত্রৌ ন পশ্যতি ॥
অপি দ্বিবার্ষিকং পুষ্পং মাসেনৈকেন নশ্যতি ॥
বর্ত্তিশ্চন্দ্রোদয়া নাম নৃণাং দৃষ্টি-প্রসাদনী ॥ ৪১ ॥

চন্দ্রদয়া বর্ত্তি—হরীতকী, বচ, কুড়, পিপুল, মরিচ, বহেড়ার শাঁস, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা; এই গুলি সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধ সহ বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষে অঞ্জন প্রদান করিলে তিমির, কণ্ডূ, পটল, অধিমাংস ও রাত্র্যন্ধতা প্রশমিত হয় ॥ ৪১ ॥

বৃহচ্চন্দ্রোদয়া বর্ত্তিঃ।

রসাঞ্জন মথৈলা চ কুঙ্কুমং সমনঃশিলম্।
শঙ্খনাভিঃ শিগ্রুবীজং শর্করা চাত্র সপ্তমী ॥
এষা চন্দ্রোদয়া নাম বর্ত্তিশ্চক্ষুপ্রসাদনী।
হন্যাৎ পিচ্চঞ্চ কণ্ডুঞ্চ তিমিরঞ্চাপকর্ষতি ॥ ৪২ ।

বৃহচ্চন্দ্রোদয়া বর্ত্তি—রসাঞ্জন, ছোট এলাইচ, কুঙ্কুম, মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, সজিনাবীজ ও চিনি সমভাগে লইয়া জল দ্বারা বাটিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে চক্ষু প্রসন্ন হয় এবং পিচ্ছ, কণ্ডূ ও তিমির রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪২ ॥

হরীতক্যাদ্যা বর্ত্তিঃ।

হরীতকী হরিদ্রা চ পিপ্পল্যো লবণানি চ।
কণ্ডূ তিমিরজিদ্বর্ত্তি র্ন ক্বচিৎ প্রতিহন্যতে ॥ ৪৩ ॥

হরীতক্যাদ্যাবর্ত্তি—হরীতকী, হরিদ্রা ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ এবং হরীতকীর চতুর্থাংশ সৈন্ধবলবণ। এইগুলি একত্রে জল দ্বারা বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষে অঞ্জন দিলে কণ্ডূ ও তিমির রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪৩ ॥

কুমারিকা বর্ত্তিঃ।

অশীতিস্তিলপুষ্পাণি ষষ্টিঃ পিপ্পলিতণ্ডুলাঃ।
জাতীপুষ্পাণি পঞ্চাশন্মরিচানি চ ষোড়শ ॥
এষা কুমারিকা বর্ত্তির্গতং চক্ষুর্নিবর্ত্তয়েৎ ॥ ৪৪ ।

কুমারিকা বর্ত্তি—তিলফুল ৮০টী, পিপুলের তণ্ডুল ৬০টী, জাতীফুল ৫০টি ও মরিচ ১৬টী একত্রে জল দ্বারা বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষে অঞ্জন দিলে নষ্টচক্ষুও পুনর্ব্বার প্রদীপ্ত হয় ॥৪৪॥

দৃষ্টিপ্রদা বর্ত্তিঃ।

ত্রিফলা কুক্কুটাণ্ডত্বক্ কাসীসময়সো রজঃ।
নীলোৎপলং বিড়ঙ্গানি ফেনঞ্চ সরিতাংপতেঃ॥
আজেন পয়সা পিষ্ট্বা ভাবয়েত্তাম্রভাজনে।
সপ্তরাত্রস্থিতং ভূয়ঃ পিষ্টং ক্ষীরেণ বর্ত্তয়েৎ॥
এষা দৃষ্টিপ্রদা বর্ত্তিরন্ধস্যাভিন্নচক্ষুষঃ॥ ৪৫॥

দৃষ্টিপ্রদা বর্ত্তি—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কুক্কুটাণ্ডেরছাল, হীরাকস, লৌহচূর্ণ, নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ ও সমুদ্রফেন; এই গুলি সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধ দ্বারা তাম্রপাত্রে বাটিয়া ৭ সাত দিবস রাখিয়া দিবে। তৎপরে পুনর্ব্বার ছাগদুগ্ধ মিশাইয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষে অঞ্জন দিলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হয়॥ ৪৫॥

চন্দনাদ্যা বর্ত্তিঃ।

চন্দনত্রিফলা পূগ পলাশতরুশোণিতৈঃ।
জলপিষ্টৈরিয়ং বর্ত্তিরশেষতিমিরাপহা॥ ৪৬॥

চন্দনাদ্য বর্ত্তি—রক্তচন্দন, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, সুপারি ও পলাশবৃক্ষের ছাল সমভাগে লইয়া একত্রে জল দ্বারা বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষে অঞ্জন দিলে তিমির রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৪৬॥

ত্র্যূষণাদ্যা বর্ত্তিঃ।

ত্র্যূষণ ত্রিফলা বক্রং সৈন্ধবালমনঃশিলা।
ক্লেদোপদেহকণ্ডুঘ্নী বর্ত্তিঃ শস্তা কফাপহা॥ ৪৭॥

ত্র্যূষণাদ্য বর্ত্তি—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, তগরপাদুকা, সৈন্ধবলবণ, হরিতাল ও মনঃশিলা; এই সমস্ত সমভাগে লইয়া একত্রে জল দ্বারা বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষে প্রয়োগ করিলে ক্লেদ, উপদেহ, কণ্ডু ও কফ বিনষ্ট হয়॥ ৪৭॥

নয়নসুখা বর্ত্তিঃ।

একগুণা মাগধিকা দ্বিগুণা চ হরীতকী সলিলপিষ্টা। বর্ত্তিরিয়ং নয়নসুখা তিমিরার্ম্মপটল কাচাশ্রুহরী॥ ৪৮।

নয়নসুখ বর্ত্তি—পিপুল ১ তোলা ও হরীতকী ২ তোলা একত্রে জল দ্বারা বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে তিমির, পটল, কাচ এবং জলস্রাব আরোগ্য হয়॥ ৪৮॥

চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তিঃ।

অঞ্জনং শ্বেতমরিচং পিপ্পলী মধুযষ্টিকা।
বিভীতকস্য মধ্যন্তু শঙ্খনাভিম নঃশিলা।
এতানি সমভাগানি অজাক্ষীরেণ পেষয়েৎ।
ছায়াশুষ্কাং কৃতাং বর্ত্তিং নেত্রেষু চ প্রযোজয়েৎ।
অর্ব্বুদং পটলং কাচং তিমিরং রক্তরাজিকাম্।
অধিমাংসার্ম্মণী চৈব যচ্চ রাত্রৌ ন পশ্যতি।
বর্ত্তিশ্চন্দ্রপ্রভা নাম জাতান্ধ্যমপি নাশয়েৎ॥ ৪৯

চন্দ্রপ্রভা বর্ত্তি—রসাঞ্জন, সজিনাবীজ, পিপুল, যষ্টিমধু, বহেড়ারশাঁস, শঙ্খনাভি ও মনঃশিলা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ছাগদুগ্ধে মর্দ্দন করতঃ ছায়ায় শুষ্ক করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। ইহা চক্ষুতে প্রয়োগ করিলে অর্ব্বুদ, পটল, কাচ, তিমির, রক্তরাজিকা, অধিমাংস, অর্ম্ম ও রাত্র্যন্ধতা উপশম হয়॥ ৪৯॥

পঞ্চশতিকা বর্ত্তিঃ।

নীলোৎপলপত্রশতং মুদ্গশতং যবশতঞ্চ নিস্তুষং গ্রাহ্যম্। মালত্যাঃ কুসুমশতং পিপ্পলীতণ্ডুলশতঞ্চ॥ পঞ্চশতৈর্ব্বর্ত্তি বিহিতাঞ্জনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বাক্ষকে নয়নে। তিমিরাশ্রুকাচপটলে নান্যোপায়ঃ সাধনোপায়ঃ॥ ৫০॥

পঞ্চশতিক বর্ত্তি—নীলোৎপল ১০০টা, মুগ ১০০টা, নিস্তুষ যব ১০০টা, মালতীফুল ১০০টা ও পিপুলের তণ্ডুল ১০০টা, এই দ্রব্য গুলি একত্রে জলসহ বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ প্রয়োগ করিলে তিমিরাদি রোগ বিনষ্ট হয়॥ ৫০॥

ব্যোষোৎপলাভয়াকুষ্ঠতার্ক্ষৈর্ব্বর্ত্তিঃ কৃতা হরেৎ।
অর্ব্বুদং পটলং কাচং তিমিরার্ম্মাশ্রু নিঃস্রুতিম্॥ ৫১॥

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, নীলোৎপল, হরীতকী, কুড় ও রসাঞ্জন; এই গুলি সমভাগে লইয়া একত্রে জলদ্বারা বাটিয়া অঞ্জন দিলে অর্ব্বুদ, পটল, কাচ, তিমির, অর্ম্ম এবং অশ্রুপাত প্রশমিত হয়॥ ৫১॥

নাঞ্জনম্।

ত্রিফলা ব্যোষ-সিন্ধূত্থ যষ্টি তুত্থ রসাঞ্জনম্।
প্রপৌণ্ডরীকং জম্বুম্বং লোধ্রং তাম্র চতুর্দ্দশঃ॥

দ্রব্যাণ্যেতানি সংচূর্ণ্য বর্ত্তিঃ কার্য্যা নভোহম্বুনা।
নাগার্জ্জুনেন লিখিতা স্তম্ভে পাটলিপুত্রকে ॥
নাশিনী তিমিরাণাঞ্চ পটলানাং বিশেষতঃ।
সদ্যঃ প্রকোপং স্তন্যেন স্ত্রিয়া বিজয়তে ধ্রুবম্ ॥
কিংশুক-স্বরসেনাথ পিল্লং পুষ্পঞ্চ রক্ততাম্।
অঞ্জনাল্লোধ্রতোয়েন আসন্নতিমিরং জয়েৎ ॥
চিরং সংচ্ছাদিতে নেত্রে বস্তমূত্রেণ সংযুতা।
উন্মীলয়ত্যকৃচ্ছেণ প্রসাদং চাধিগচ্ছতি ॥ ৫২ ॥

শ্রীনাগার্জ্জুন অঞ্জন—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, যষ্টিমধু, তুঁতে, রসাঞ্জন, পৌণ্ডরীক, বিড়ঙ্গ, লোধ ও তাম্র। এই দ্রব্যগুলি সমভাগে চূর্ণ করিয়া একত্রে জলে মর্দ্দন করতঃ বর্ত্তি করিয়া নারীদুগ্ধ সহ ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে তিমির ও পটল নামক চক্ষুরোগ নষ্ট হয়। পলাশপুষ্পের রস দ্বারা ঘসিয়া অঞ্জন দিলে পিল্ল, পুষ্প এবং রক্তবর্ণতা ও লোধের ক্বাথ সহিত প্রয়োগে আসন্ন তিমির রোগ ও ছাগমূত্র দ্বারা প্রয়োগে সংচ্ছাদিত নেত্ররোগ আরোগ্য হয় ॥ ৫২ ॥

নিশাদ্বয়াভয়া মাংসী কুষ্ঠ-কৃষ্ণা বিচূর্ণিতা।
সর্ব্বনেত্রাময়ান্ হন্যাদেতৎ সৌগতমঞ্জনম্।
পিপ্পলীং তগরোৎপলপত্রাং বর্ত্তয়েৎ সমধুকাং
সহরিদ্রাম্। এতয়া সততমঞ্জয়িতব্যং যঃ সুপর্ণসমমিচ্ছতি চক্ষুঃ।
ব্যোষায়শ্চূর্ণ-সিন্ধুত্থ-ত্রিফলাঞ্জন-সংযুতা।
ত্রিফলাজলসংপিষ্টা কোকিলা তিমিরাপহা ॥
ত্রীণি কটুনি করঞ্জফলানি দ্বে চ রজনী সহসৈন্ধবকঞ্চ ॥
বিল্বতরো র্বরুণস্য চ মূলং বারিচরং দশমং প্রবদন্তি।
হন্তি তম স্তিমিরং পটলঞ্চ পিচ্চট শুক্রমথার্ব্ব দঞ্চ।
অঞ্জনকঞ্জনরঞ্জনকঞ্চ দৃঢ়ং ন বিনশ্যতি বর্ষশতেঽপি।
নীলোৎপলং বিড়ঙ্গানি পিপ্পলী রক্তচন্দনম্।
অঞ্জনং সৈন্ধবঞ্চৈব সদ্য স্তিমিরনাশনম্। ৫৩

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, জটামাংসী, কুড় ও পিপুল। এই সমস্তগুলির চূর্ণ সমপরিমাণ একত্র মিশাইয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে সর্ব্ববিধ নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

পিপুল, তগরপাদুকা, নীলোৎপল পুষ্পের পত্র, যষ্টিমধু ও হরিদ্রা। এই গুলি সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্রে মর্দ্দন করতঃ বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হইবে।

শুঠ, পিপুল, মরিচ, লৌহ, সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও সৌবীরাঞ্জন। এই দ্রব্যগুলি সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক ত্রিফলার ক্বাথ দ্বারা বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ চক্ষুতে অঞ্জন দিলে তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

শুঠ, পিপুল, মরিচ, করঞ্জফল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ, বিল্বমূল, বরুণমূল ও শঙ্খনাভি। এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া জল সহ বাটিয়া অঞ্জন দিলে তিমির, পটল, পিচ্চট ও শুক্ররোগাদি নষ্ট হয়।

নীলোৎপল, বিড়ঙ্গ, পিপুল, রক্তচন্দন, রসাঞ্জন ও সৈন্ধবলবণ। এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্রে বাটিয়া অঞ্জনপ্রয়োগ করিলে তিমির রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫৩ ॥

পত্র-গৈরিক-কর্পূর-যষ্টি-নীলোৎপলাঞ্জনম্।
নাগকেশরসংযুক্তমশেষতিমিরাপহম্।
শঙ্খস্য ভাগাশ্চত্বারস্তদর্দ্ধেন মনঃশিলা।
মনঃশিলার্দ্ধং মরিচং মরিচার্দ্ধেন পিপ্পলী ॥
বারিণা তিমিরং হন্তি অর্ব্বুদং হন্তি মস্তুনা।
পিচ্চটং মধুনা হন্তি স্ত্রীক্ষীরেণ তদুত্তমম্ ॥ ৫৪ ॥

তেজপত্র, গেরিমাটি, কর্পূর, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, রসাঞ্জন ও নাগেশ্বর। এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া একত্রে বাটিয়া চক্ষে প্রয়োগ করিলে তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

শঙ্খ ৪ তোলা, মনঃশিলা ২ তোলা, মরিচ ১ তোলা ও পিপুল অর্দ্ধ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে জলের সহিত বাটিয়া প্রয়োগ করিলে তিমিররোগ এবং দধিরমাতের সহিত প্রয়োগে অর্ব্বুদ ও মধুর সহিত প্রয়োগে পিচ্চটরোগ নষ্ট হয় এবং নারীদুগ্ধ সহ প্রয়োগ করিলে অধিকতম গুণদায়ক হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

হরিদ্রা নিম্বপত্রাণি পিপ্পল্যো মরিচানি চ।
ভদ্রমুস্তং বিড়ঙ্গানি সপ্তমং বিশ্বভেষজম্ ॥
গোমূত্রেণ গুড়ী কার্য্যা ছাগমূত্রেণ চাঞ্জনাৎ।
জ্বরাংশ্চ নিখিলান্ হন্তি ভূতাবেশং তথৈব চ ॥

বারিণা তিমিরং হন্তি মধুনা পটলং তথা।
নক্তান্ধ্যং ভৃঙ্গরাজেন নারীস্তন্যেন পুষ্পকম্।
শিশিরেণ পরিস্রাবমর্ব্বুদং পিচ্চটং তথা॥ ৫৫॥

হরিদ্রা, নিমপত্র, পিপুল, মরিচ, মুথা, বিড়ঙ্গ ও শুঁঠ। এই দ্রব্য সকল সমপরিমাণে লইয়া একত্রে গোমূত্র সহ মর্দ্দন করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ছাগমূত্র সহ ঘষিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে জ্বর ও ভূতাবেশ, জল দ্বারা প্রয়োগে তিমির, মধু সহ প্রয়োগে পটল, ভীমরাজের রস সহ ব্যবহারে রাত্র্যন্ধতা, স্তনদুগ্ধ সহ ব্যবহারে পুষ্পক ও শিশির সহ প্রয়োগ করিলে পরিস্রাব, অর্ব্বুদ এবং পিচ্চট রোগ প্রশমিত হয়॥ ৫৫॥

কজ্জলম্।

সংগৃহ্যোপরতানলক্তকরসেনামৃজ্য গণ্ডূপদান্ লাক্ষারঞ্জিত তূলবর্ত্তিমিলিতান্ যষ্টিমধুন্মিশ্রিতান্॥ প্রজ্বাল্যোত্তম সর্পিষানল শিখা সন্তাপজং কজ্জলং দূরাসন্ন নিশান্ধ্য সর্ব্বতিমির প্রধ্বংসকৃচ্চোদিতম্॥ ৫৬॥

কজ্জল—মৃত কেঁচো আলতার জলে ৭ দিন ভিজাইবে ও রৌদ্রে স্থাপন করিবে। পরে শুষ্ক হইলে চূর্ণ করতঃ সমভাগে যষ্টিমধু চূর্ণ করিয়া একত্রে মিশাইয়া লাক্ষার মধ্যে পুরিয়া সূত্র সহ বান্ধিয়া বর্ত্তি করিবে। ঐ বর্ত্তি ঘৃতে ভিজাইয়া দীপ প্রজ্বলিত করতঃ ঐ দীপশিখার উপরে কোনও একটী কাঁচ পাত্র রাখিবে। এই প্রক্রিয়া সহ যে কজ্জল পড়িবে, তাহা দ্বারা নেত্রে অঞ্জন প্রদানে দূর ও আসন্ন আন্ধ্য, রাত্র্যান্ধ্য ও তিমির প্রভৃতি চক্ষুরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৫৬॥

ভূমৌ নিঘৃষ্টয়াঙ্গুল্যাঞ্জনং সংশমনং তয়োঃ।
তিমিরং কাচার্ম্মহরং ধুমিকায়াশ্চ নাশনম্॥ ৫৭॥

মৃত্তিকায় অঙ্গুলি ঘর্ষণ করতঃ চক্ষুতে অঞ্জন দিলে তিমির, কাচ, অর্ম্ম ও ধুমিকা রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৫৭॥

ত্রিফলা-ভৃঙ্গ-মহৌষধ মধ্বাজ্য-চ্ছাগপয়সি গোমূত্রে।
নাগং সপ্তনিষিক্তং করোতি গরুড়োপমং চক্ষুঃ॥ ৫৮॥

সীসক অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ ত্রিফলার কাথ, ভীমরাজের রস, শুঁঠের কাথ, মধু, ঘৃত, ছাগ দুগ্ধ এবং গোমূত্র; ইহার এক একটী দ্রব্যে ৭বার করিয়া নিক্ষেপ করতঃ ঐ সীসক সহ শলাকা প্রস্তুত করিবে। পরে শলাকায় তিমিরাঞ্জন লেপন করতঃ তদ্দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিবে। এই অঞ্জনে গরুড়পক্ষীর ন্যায় চক্ষুতে দীপ্তি হইয়া থাকে॥ ৫৮॥

ত্রিফলাসলিলযোগে ভৃঙ্গরাজদ্রবেচ হবিষি চ বিষকল্কে ক্ষীরআজ্যে মধুগ্রে। প্রতিদিনমথতপ্তং সপ্তধা সীসমেকং প্রণিহিতমথ পশ্চাৎ কারয়েত্তচ্ছলাকাম্। সবিতুরুদয়কালে সাঞ্জনা ব্যঞ্জনা বা করকরিকা-সমেতানর্ম্ম-পৈচ্ছিট্য-রোগান্। অসিতসিতসমুত্থান্ সান্দ্রবর্ম্মাভিজাতান্ হরতি নয়নরোগান্ সেব্যমানা শলাকা॥ ৫৯॥

সীসক অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ ত্রিফলার কাথ, ভীমরাজের রসের সহিত বিষ মিশ্রিত ঘৃত, ছাগদুগ্ধ ও মধু; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকটী ৭ বার করিয়া নিক্ষেপ পূর্ব্বক ঐ সীসক সহ তিমিরাঞ্জন লেপন করিয়া ইহাদ্বারা অথবা উক্ত শলাকাই প্রস্তরে ঘষিয়া তদ্দ্বারা অঞ্জন দিলে করকরিকা, বেদনা, অর্ম্ম ও পিচ্চিট প্রভৃতি বিবিধ নেত্ররোগ বিদূরিত হইয়া থাকে॥ ৫৯॥

চিঞ্চাপত্ররসং নিধায় বিমলে শুল্বোড়ুম্বরে ভাজনে, মূলং তত্র নিঘৃষ্য সৈন্ধবযুতং গোঞ্জং বিশোষ্যাতপে। তচ্চূর্ণং বিমলাঞ্জনেন সহিতং নেত্রাঞ্জনে শস্ততে ক পিচ্চিটে সতিমিরে স্রাবঞ্চ নিনাশয়েৎ॥ ৬০॥

তেঁতুলপত্রের রস তাম্রপাত্রে স্থাপন করিয়া তৎসহ গুঞ্জামূল ও সৈন্ধব একত্রে ঘর্ষণ করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া উহারসহিত সৌবীরাঞ্জন মিশ্রিত করতঃ চক্ষে অঞ্জন দিলে কাচ, অর্ম্ম, অর্জ্জুন, পিচ্চিট, তিমির ও চক্ষুর জলস্রাব বিনষ্ট হয়॥ ৬০॥

চিত্রা ষষ্ঠীযোগে সৈন্ধবমমলং বিচূর্ণ্য তেনাক্ষি-
সমমঞ্জনেন তিমিরং গচ্ছতি বর্ষাদসাধ্যমপি॥
দদ্যাদ্রুশীর নির্য্যূহে চূর্ণিতং কণসৈন্ধবম্।
তচ্চ্যুতে সঘৃতং তত্র ভূয়ঃ ক্ষৌদ্রং ক্ষিপেদ্ঘনে।
শীতে চাস্মিন্ হিতমিদং সর্ব্বজে তিমিরেঽঞ্জনম্॥৬১॥

চিত্রানক্ষত্রযুক্ত ষষ্ঠী তিথিতে সৈন্ধবলবণ চূর্ণ দ্বারা অঞ্জন দিলে তিমির রোগ বিনষ্ট হয়।

বেণারমূল ১৬ তোলা, জল /৪ সের, শেষ /১ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করতঃ তৎপরে পিপুলচূর্ণ ১ তোলা ও ঘৃত ২ তোলা প্রদান করিয়া দেখিবে গাঢ়তা প্রাপ্ত হইবে তখন নামাইবে। পরে শীতল হইলে ২ তোলা মধু মিশাইয়া লইবে। এই অঞ্জন চক্ষুতে দিলে সর্ব্বপ্রকার তিমির রোগ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥

ধাত্রী-রসাঞ্জন-ক্ষৌদ্র-সর্পির্ভিস্তু রসক্রিয়া।
পিত্তাপিলাক্ষি-রোগঘ্নী তৈমির্য্য-পটলাপহা।
শৃঙ্গবেরং ভৃঙ্গরাজং যষ্টি তৈলেন মিশ্রিতম্।
নস্যমেতেন দাতব্যং মহাপটল-নাশনম্ ॥ ৬২ ॥

আমলকী ১৬ তোলা, জল /৪ সের, শেষ /১ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া ইহাতে রসাঞ্জন চূর্ণ ২ তোলা ও ঘৃত ২ তোলা মিশ্রিত পূর্ব্বক জাল দিয়া গাঢ় করিবে, পরে শীতল হইলে মধু ২ তোলা মিশাইয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে। এই অঞ্জনে বাতিক,পৈত্তিক চক্ষুরোগ ও তিমির এবং পটল আরোগ্য হইয়া থাকে।

শুঁঠচূর্ণ, ভীমরাজের রস, যষ্টিমধু চূর্ণ ও তৈল একত্র মিশাইয়া নস্যগ্রহণ করিলে মহাপটল বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥

লিঙ্গনাশে কফোদ্ভুতে যথাবদ্বিধিপূর্ব্বকম্।
বিদ্ধা দৈবকৃতেচ্ছিদ্রে নেত্রং স্তন্যেন পূরয়েৎ।
ততো দৃষ্টেষু রূপেষু শলাকামাহরেচ্ছনৈঃ।
নয়নং সর্পিষাভ্যজ্য বস্ত্রপট্টেন বেষ্টয়েৎ ॥
ততো গৃহে নিরাবাধে শয়ীতোত্তান এব চ।
উদ্গারকাস-ক্ষবথুষ্ঠীবনোৎকম্পনানি চ।
তৎকালং নাচরেদূর্দ্ধং যন্ত্রণা স্নেহপীতবৎ।
ত্র্যহাৎত্র্যহাদ্ধারয়েত্তৎ কষায়ৈরনিলাপহৈঃ।
বায়োর্ভয়াৎ ত্র্যহাদূর্দ্ধং স্বেদয়েদক্ষি পূর্ব্ববৎ।
দশরাত্রন্তু সংযম্য হিতং দৃষ্টিপ্রসাদনম্।
পশ্চাৎ কর্ম্ম চ সেবেত লঙ্ঘনঞ্চাপি মাত্রয়া।
রাগশ্চোষোঽর্ব্বুদং শোথো বুদ্বুদং কেকরাক্ষতা ॥
অধিমন্থাদয়শ্চান্যে রোগাঃ স্যুর্দুষ্টবেধজাঃ।
অহিতাচারতো বাপি যথাস্বং তানুপাচরেৎ ॥
রুজায়ামক্ষিরাগে বা ভূয়ো যোগান্নিবোধ মে ॥ ৬৩ ॥

কফজ লিঙ্গনাল (চক্ষুরোগ) রোগে স্বাভাবিক ছিদ্রে যথাবিধি তাম্রময়ী শলাকা প্রবিষ্ট করিয়া স্তনদুগ্ধ পূরণ করিবে এবং রূপদর্শন হইলে ক্রমে ক্রমে শলাকা বহির্গত করিয়া চক্ষুতে ঘৃত সেচন করতঃ পট্টবস্ত্র দ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক রোগীকে ধূম ও আতপাদি রহিত গৃহে উত্তানভাবে শয়ন করাইবে। এই রোগীর সপ্তাহ পর্য্যন্ত উদ্গার, কাসি, হাঁচি, থুথুফেলা ও গাত্রকম্প যাহাতে নিবারিত থাকে, তাহা করা বিধেয়। রোগীর আহার ও আচারের নিয়ম স্নেহপানকারী ব্যক্তির ন্যায় তিনদিন পরে বন্ধন মুক্ত করিয়া বায়ুনাশক দ্রব্যের ক্বাথ ও ঘৃত প্রয়োগ করিয়া পূর্ব্ববৎ বন্ধন করিয়া রাখিবে। এই নিয়মে দশ দিন অতীত হইলে দৃষ্টি প্রসন্নতাজনক ক্রিয়া করিবে। চক্ষু অনিয়মে বিদ্ধ হইলে কিম্বা অহিত আচরণাদি করিলে রক্তবর্ণতা, চোষ, অর্ব্বুদ, শোথ, বুদ্বুদ, কেকরাক্ষতা ও অধিমন্থাদি রোগ জন্মে, সুতরাং যথাবিধি উহাদের প্রতিকার করিবে ॥৬৩

কল্কিতা সঘৃতা দূর্ব্বা যব-গৈরিক-শারিবাঃ।
মুখালেপাঃ প্রয়োক্তব্যা রুজারাগোপশান্তয়ে ॥
পয়স্যা শারিবাপত্র-মঞ্জিষ্ঠা-মধুকৈরপি।
অজাক্ষীরান্বিতৈর্লেপঃ সুখোষ্ণঃ পথ্য উচ্যতে ॥৬৪॥

দূর্ব্বা, যবতণ্ডুল, গেরিমাটি ও অনন্তমূল সমভাগে লইয়া ঘৃত সহ বাটিয়া প্রলেপ দিলে চক্ষের রক্তিমা ও বেদনা প্রশমিত হয়।

ক্ষীরকাকোলী, অনন্তমূল, তেজপত্র, ম[illegible] ও যষ্টিমধু; এই গুলি সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধে বাটিয়া ঈষদুষ্ণ করতঃ লেপ দিলে উপশম হয় ॥ ৬৪

বাতঘ্নসিদ্ধে পয়সি সিদ্ধং সর্পিশ্চতুর্গুণে।
কাকোল্যাদি প্রতীবাপং তদ্ যুঞ্জ্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥৬৫॥

ঘৃত /১ সের। ভদ্রদার্ব্ব্যাদিগণোক্ত দ্রব্য দ্বারা সিদ্ধ দুগ্ধ /৪ সের এবং কল্কার্থ কাকোল্যাদিগণোক্ত দ্রব্য সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা। এই ঘৃত নস্যরূপে ব্যবহার ও সেবন করিলে চক্ষুশূল প্রশমিত হয় ॥ ৬৫ ॥

শাম্যত্যেবং নচেচ্ছূলং স্নিগ্ধস্বিন্নস্ত মোক্ষয়েৎ।
ততঃ শিরাং দহেচ্চাপি মতিমান্ কীর্ত্তিতং যথা।

দৃষ্টের্থ প্রসাদার্থমঞ্জনং শৃণু মে শুভে।
মেষশৃঙ্গস্য পুষ্পাণি শিরীষধবয়োরপি ॥
মালত্যাশ্চাপি তুল্যানি মুক্তা বৈদূর্য্যমেব চ।
অজাক্ষীরেণ সংপিষ্য তাম্রে সপ্তাহ মাবপেৎ ॥
প্রণিধায় তু তদ্বর্ত্তিং যোজয়েদঞ্জনে ভিষক্।
স্রোতোজং বিদ্রুমং ফেনং সাগরস্য মনঃশিলা ॥
মরিচানি চ তাং বর্ত্তিং কারয়েদ্বাপি পূর্ব্ববৎ ॥ ৬৬ ॥

পূর্ব্বোক্ত ক্রিয়াদ্বারা চক্ষুশূল প্রশমিত না হইলে স্নিগ্ধস্বেদ প্রদানপূর্ব্বক রোগীর ললাটস্থ শিরা হইতে রক্তমোক্ষণ করিবে এবং পরে মোক্ষণান্তে উহা দগ্ধ করিয়া দিবে। পরে দৃষ্টির প্রসন্নতার নিমিত্ত মেষশৃঙ্গী শিরীষপুষ্প, ধববৃক্ষের পুষ্প, মালতীপুষ্প, মুক্তা ও বৈদুর্য্য-মণি; এই সকল সমভাগে লইয়া একত্রে ছাগদুগ্ধ দ্বারা বাটিয়া তাম্রপাত্রে ৭ দিন রাখিবে তদনন্তর উহা দ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিবে ॥ ৬৬ ॥

রসাঞ্জনং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং তালীশং স্বর্ণ-গৈরিকম্।
গোশকৃদ্রসসংযুক্তং পিত্তোপহতদৃষ্টয়ে ॥
নলিনোৎপলকিঞ্জল্কং গোশকৃদ্রসসংযুতম্।
গুড়িকাঞ্জনমেতৎ স্যাদ্ দিনরাত্র্যন্ধয়োর্হিতম্।
নদীজ-শঙ্খ ত্রিকটুন্যথাঞ্জনং মনঃশিলা দ্বে চ
নিশে গবাং যকৃৎ। সচন্দনেয়ং গুড়িকাথ-
বাঞ্জনে প্রশস্ততে রাত্রিদিনেষ্বপশ্যতাম্ ॥
কণা ছাগযকৃন্মধ্যে পক্বা তদ্রসপেষিতা।
অচিরাদ্ধন্তি নক্তান্ধ্যং তদ্বৎ সক্ষৌদ্র মূষণম্ ॥ ৬৭ ॥

রসাঞ্জন, ঘৃত, তালীশ পত্র ও স্বর্ণগৈরিক; সমভাগে লইয়া গোময়রসের সহিত বাটিয়া পৈত্তিক দৃষ্টিবিঘাতরোগে অঞ্জন দিবে।

পদ্মকেশর ও নীলোৎপল কেশর সমভাগে লইয়া গোময় রসের সহিত বাটিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ চক্ষে অঞ্জন দিলে দিনান্ধ্য ও রাত্র্যন্ধরোগ উপশম হয়।

সৈন্ধবলবণ, শঙ্খনাভি, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, রসাঞ্জন, মনঃশিলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, গরুর যকৃৎ ও রক্তচন্দন; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া জল সহ বাটিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করতঃ অঞ্জন দিলে দিনান্ধ্য ও রাত্র্যন্ধ প্রশমিত হয়।

ছাগযকৃৎ বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে পিপুল পূর্ণ করিয়া জলে সিদ্ধ করতঃ উক্তজল দ্বারা বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি প্রয়োগে রাত্র্যন্ধতা নিবারিত হয়। এইরূপে ছাগযকৃতের মধ্যে মরিচ পূর্ণ করিয়া জলে পাক করতঃ ঐ জলে উক্ত মরিচ বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে এবং মধু মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিবে

পচেত্ গৌধং হি যকৃৎ প্রকল্পিতং প্রপূরিতং
মাগধিকাভিরম্বুনা। নিষেবিতং তদ্‌যকৃদ-
ঞ্জনেন নিহন্তি নক্তান্ধ্যমসংশয়ং খলু ॥
দধ্না নিঘৃষ্টং মরিচং রাত্র্যন্ধাঞ্জনমুত্তমম্।
তাম্বূলযুক্তং খদ্যোত ভক্ষণঞ্চ তদর্থকৃৎ ॥
শফরীমৎস্যকারো নক্তান্ধ্যমঞ্জনাৎ বিনিহন্তি।
তদ্রামঠ-টঙ্কন কর্ণমলৈকৈকশোহঞ্জনান্মধুনা ॥
কেশরাজান্বিতং সিদ্ধং মৎস্যাণ্ডং হন্তি ভক্ষিতম্।
নক্তান্ধ্যং নিয়তং নৃণাং সপ্তাহাৎ পথ্যসেবিনাম্ ॥ ৬৮ ॥

গোসাপের যকৃতের মধ্যে পিপুল চূর্ণ করিয়া তাহা জলে সিদ্ধ করতঃ ভক্ষণ করিলে কিম্বা তদ্দ্বারা অঞ্জন দিলে রাত্র্যন্ধতা নিবারিত হয়।

দধির সহিত মরিচ ঘর্ষণ করিয়া অঞ্জন দিলে রাত্র্যন্ধতা দূর হয়।

পানের সহিত জোনাকী পোকা ভক্ষণকরিলে রাত্র্যন্ধতা নিবারিত হয়।

পুঁটী মৎস্য অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিয়া মধুর সহিত মিশাইয়া অঞ্জন দিলে রাত্র্যন্ধতা রোগ নষ্ট হয়।

হিং, সোহাগার খৈ ও কর্ণমল মধুর সহিত বাটিয়া রাত্র্যন্ধরোগে অঞ্জন দিবে।

রোহিত মৎস্যের ডিম কেশুরিয়ার রসে সিদ্ধ করিয়া সুপথ্যভোজী হইয়া সপ্তাহকাল সেবন করিলে রাত্র্যন্ধতা বিদূরিত হয় ॥ ৬৮ ॥

ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্।

ত্রিফলাক্বাথকল্কাভ্যাং সপয়স্কং শৃতং ঘৃতম্।
তিমিরাণ্য চিরাদ্ধন্তি পীতমেতন্নিশামুখে ॥ ৬৯ ॥

ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। গব্যদুগ্ধ /৪সের। কল্কার্থ—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া সমভাগে মিলিত

/১ সের। এই ঘৃত সন্ধ্যার সময় পান করিলে তিমিররোগ বিদূরিত হয় ॥ ৬৯ ॥

মহাত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্।

ত্রিফলায়া রসপ্রস্থং প্রস্থং ভৃঙ্গরাজস্য চ।
বৃষস্য চ রসপ্রস্থং শতাবর্য্যাশ্চ তৎসমম্।
অজাক্ষীরং গুড়ুচ্যাশ্চ আমলক্যা রসং তথা।
প্রস্থং প্রস্থং সমাহৃত্য সর্ব্বৈরেভি ঘৃতং পচেৎ।
কল্কঃ কণা সিতা দ্রাক্ষা ত্রিফলা নীলমুৎপলম্।
মধুকং ক্ষীরকাকোলী মধুপর্ণী নিদিগ্ধিকা।
তৎসাধু সিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
ঊর্দ্ধপানমধঃপানং মধ্যপানঞ্চ শস্যতে ॥
যাবন্তো নেত্ররোগাস্তান্ পানাদেবাপকর্ষতি।
রক্তজে রক্তদুষ্টে চ রক্তে চাতিস্রুতেঽপি চ ॥
নক্তান্ধ্যে তিমিরে কাচে নীলিকা পটলার্ব্বুদে ॥
অভিষ্যন্দেঽধিমন্থে চ পক্ষকোপে চ দারুণে ॥
নেত্ররোগেষু সর্ব্বেষু বাতপিত্তকফেষু চ।
অদৃষ্টিং মন্দদৃষ্টিঞ্চ কফবাতপ্রদূষিতাম্।
স্রবতো বাতপিত্তাভ্যাং সকণ্ডূাসন্ন দূরদৃক্।
গৃধ্রদৃষ্টিকরং সদ্যো বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্ ॥
সর্ব্বনেত্রাময়ং হন্যাৎ ত্রিফলাদ্যং মহদ্ ঘৃতম্ ॥ ৭০ ॥

মহাত্রিফলাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। ত্রিফলার ক্বাথ /৪ সের, ভৃঙ্গরাজের রস /৪ সের, বাসকপত্রের রস /৪ সের, শতমূলীর রস /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের, গুলঞ্চের রস /৪ সের ও আমলকীর রস /৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, চিনি, কিস্‌মিস, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাঁকোলী, গুলঞ্চ ও কণ্টকারী; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মিলিত /১ সের। এই ঘৃত পানে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় ॥ ৭০ ॥

ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্ ॥

ত্রিফলা ত্র্যূষণং দ্রাক্ষা মধুকং কটুরোহিণী।
প্রপৌণ্ডরীকং সূক্ষ্মৈলা বিড়ঙ্গং নাগকেশরম্।
নীলোৎপলং শারিবে দ্বে চন্দনং রজনীদ্বয়ম্।
কার্ষিকৈঃ পয়সা তুল্যং ত্রিগুণং ত্রিফলারসম্ ॥
ঘৃতপ্রস্থং পচেদেতৎ সর্ব্বনেত্ররুজাপহম্।
তিমিরং দোষমাস্রাবং কামলাং কাচমর্ব্বুদম্ ॥
বিসর্পং প্রদরং কণ্ডুং রক্তং শ্বয়থুমেব চ।
খালিত্যং পলিতঞ্চৈব কেশানাং পতনং তথা ॥
বিষমজ্বরমর্ম্মাণি শুক্রঞ্চাশু ব্যপোহতি।
অন্যে চ বহবো রোগা নেত্রজা যে চ বর্ত্মজাঃ।
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
নচৈতস্মাৎ পরং কিঞ্চিদৃষিভিঃ কশ্যপাদিভিঃ ॥
দৃষ্টিপ্রসাদনং দৃষ্টং যথা স্যাৎ ত্রৈফলং ঘৃতম্ ॥ ৭১ ॥

ত্রিফলাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ-হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, কিস্‌মিস, যষ্টিমধু, কট্‌কী পৌণ্ডরিককাষ্ঠ, ছোটএলাইচ, বিড়ঙ্গ, নাগেশ্বর, নীলোৎপল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, রক্তচন্দন, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। ত্রিফলার ক্বাথ ।২ সের ও দুগ্ধ /৪ সের। এই ঘৃত সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার নেত্ররোগ আরোগ্য হয় ॥ ৭১ ॥

ত্রিফলাদ্যং ঘৃতম্।

ফলত্রিকং ভীরুকষায়সিদ্ধং কল্কেন যষ্টিমধুকস্য যুক্তম্।
সর্পিঃ সমং ক্ষৌদ্রচতুর্থভাগং হন্যাৎ ত্রিদোষং তিমিরং প্রবৃদ্ধম্ ॥ ৭২ ॥

ত্রিফলাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ-ত্রিফলা সমভাগে মিলিত /৬ সের, জল ৪৮ সের, শেষ ।২ সের। শতমূলীর রস /৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু /১ সের। ঘৃত শীতল হইলে উহার সহিত /১ সের মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। এই ঘৃত সেবনে ত্রিদোষজ-প্রবৃদ্ধ তিমিররোগ আরোগ্য হয় ॥ ৭২ ॥

ভৃঙ্গরাজ-তৈলম্।

ভৃঙ্গরাজ-রসপ্রস্থে যষ্টিমধুপলেন চ ॥
তৈলস্য কুড়বং পক্বং সদ্যো দৃষ্টিং প্রসাদয়েৎ ॥
ন স্যাদ্বলী-পলিতঞ্চং মাসেনৈতন্ন সংশয়ঃ ॥ ৭৩।

ভৃঙ্গরাজ তৈল—তিলতৈল /১ সের। ভৃঙ্গরাজ রস /৪ সের ও যষ্টিমধু ৮ তোলা। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে চক্ষুর জ্যোতিঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

গোময়-তৈলম্।

গবাং শকৃৎ-ক্বাথ-বিপক্বমুত্তমং হিতঞ্চ তৈলং তিমিরেষু নস্যতঃ ॥ ৭৪ ॥

গোময় তৈল—অষ্টগুণ জল সহ গোময় পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ দ্বারা তৈল পাক করতঃ নস্যরূপে গ্রহণ করিলে তিমির রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৭৪ ॥

ঘৃতং হিতং কেবলমেব পৈত্তিকে তথাশ্ব-তৈলং পবনাসৃগুত্থয়োঃ ॥ ৭৫ ॥

পিত্তজনিত তিমির রোগে ঘৃতের নস্য এবং বাতজ ও রক্তজ তিমির রোগে অশ্ব তৈলের নস্য হিতকর ॥ ৭৫ ॥

নৃপবল্লভং তৈলং ঘৃতঞ্চ।

জীবকর্ষভকৌ মেদে দ্বে অংশুমতী নিদিগ্ধিকা বৃহতী চ
মধুকং বলা বিড়ঙ্গং মঞ্জিষ্ঠা শর্করা রাস্না ॥
নীলোৎপলং শ্বদংষ্ট্রা প্রপৌণ্ডরীকং পুনর্নবা লবণম্।
পিপ্পল্যঃ সর্ব্বেষাং ভাগৈরক্ষাংশিকৈঃ পিষ্টৈঃ ॥
তৈলং বা যদি বা সর্পির্দত্ত্বা ক্ষীরং চতুর্গুণং পক্বম্।
আত্রেয়-নির্ম্মিতমিদং তৈলং নৃপবল্লভং সিদ্ধম্ ॥
তিমিরং পটলং কাচং নক্তান্ধ্যং চার্ব্বুদং দিবান্ধ্যঞ্চ।
শ্বেতঞ্চ লিঙ্গনাশং নাশয়তি চ নীলিকা ব্যঙ্গম্ ॥
মুখনাসা-দৌর্গন্ধ্যং পলিতঞ্চাকালজং হনুস্তম্ভম্।
শ্বাসং কাসং শোষং হিক্কাং তথাত্যয়ং নেত্রে ॥
মুখবৈরস্যমর্দ্ধভেদং রোগং বাহুগ্রহং শিরঃস্তম্ভম্।
রোগানথোর্দ্ধজত্রোঃ সর্ব্বান চিরেণ নাশয়তি ॥
পক্তব্যং কুড়বং তৈলং নস্যার্থং নৃপবল্লভম্।
অক্ষাংশৈঃ শাণিকৈঃ কল্কৈরন্যৈর্ভূর্যা দতৈলবৎ ॥ ৭৬

নৃপবল্লভ তৈল ও ঘৃত—তিলতৈল /৪ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ,মহামেদ,কিস্‌মিস, শালপানি, কণ্টকারী, বৃহতী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চিনি,রাস্না, নীলোৎপল, গোক্ষুর, পৌণ্ডরিককাষ্ঠ, পুনর্নবা, সৈন্ধব ও পিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। দুগ্ধ /১ সের। এইরূপ তৈলপাকের নিয়মে ঘৃতপাক করিলে তাহাকে নৃপবল্লভঘৃত বলে। নৃপবল্লভ তৈল নস্যার্থ প্রস্তুত করিতে হইলে জীবকাদি পিপ্পল্যন্ত ২০টী দ্রব্যের প্রত্যেকের অর্দ্ধতোলা এবং দুগ্ধ /৪ সের ও তৈল /১ সের। এই তৈল ও ঘৃত প্রয়োগে সর্ব্বপ্রকার চক্ষুরোগ নষ্ট হয় ॥ ৭৬ ॥

অভিজিতং তৈলম্।

তৈলস্য পচেৎ কুড়বং মধুকস্য পলেন কল্কপিষ্টেন
আমলকরসপ্রস্থং ক্ষীরং প্রস্থেন সংযুতং কৃত্বা
অভিজিতং নাম্না তৈলং তিমিরং হন্ত্যাশু নিপ্রোক্তম্।
বিমলাং কুরুতে দৃষ্টিং নষ্টামপ্যানয়েত্তথৎ ॥ ৭৭ ॥

অভিজিত তৈল—তিলতৈল /১ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু ৮ তোলা, আমলকীর রস /৪ সের, দুগ্ধ /৪ সের। এই তৈলের নস্য গ্রহণে তিমির রোগ বিনষ্ট এবং চক্ষুর্জ্যোতিঃ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৭৭ ॥

শুক্রজেষু।

অর্ম্মতু চ্ছেদনীয়ং স্যাৎ কৃষ্ণপ্রাপ্তং ভবেদ্‌যদা।
বড়িশবিদ্ধমুন্নম্য ত্রিভাগঞ্চাত্র বর্জয়েৎ ॥ ৭৮ ॥

অর্ম্মনামক চক্ষুরোগ ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চক্ষের কৃষ্ণ স্থান প্রাপ্ত হইলে ত্রিভাগ অর্থাৎ কনীনিকা পরিত্যাগপূর্ব্বক সূচাগ্র দ্বারা উত্তোলন করতঃ বড়িশদ্বারা বিদ্ধ করিয়া মণ্ডলাগ্র অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিয়া দিবে ॥ ৭৮ ॥

পিপ্পলী ত্রিফলা লাক্ষা লৌহচূর্ণং সসৈন্ধবম্।
ভৃঙ্গরাজরসে পিষ্টং গুড়িকাঞ্জনমিষ্যতে ॥
অর্ম্ম সতিমিরং কাচং কণ্ডুং শুক্রং তথার্জ্জুনম্।
অঞ্জনান্নেত্ররোগাংশ্চ হন্যান্নিরবশেষতঃ ॥
পুষ্পাখ্য-তার্ক্ষ্যজ-সিতোদধিফেনশঙ্খসিন্ধূত্থ-
গৈরিক-শিলা-মরিচৈঃ সমাংশৈঃ। পিষ্টৈস্তু
মাক্ষিকরসেন রসক্রিয়েয়ং হন্ত্যর্ম্মকাচতিমিরা-
র্জ্জুন বর্ত্মরোগান্ ॥ ৭৯ ॥

পিপুল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, লাক্ষা, লৌহচূর্ণ ও সৈন্ধবলবণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে ভীমরাজের রসে বাটিয়া গুড়িকা প্রস্তুতকরতঃ চক্ষে অঞ্জন দিলে অর্ম্ম, তিমির, কাচ, কণ্ডু, শুক্র ও অর্জ্জুন প্রভৃতি চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

পুষ্পকাসীস, রসাঞ্জন, চিনি, সমুদ্রফেন, শঙ্খনাভি, সৈন্ধবলবণ, গেরিমাটি, মনঃশিলা ও মরিচ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে মধুর

সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে অর্ম্ম, কাচ, তিমির, অর্জ্জুন ও বর্ত্মরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৭৯ ॥

কৌম্ভস্ত সর্পিষঃ পানৈর্বিরেকালেপসেচনৈঃ।
স্বাদুশীতৈঃ প্রশময়েৎ শুক্তিকামঞ্জনৈস্তথা ॥
প্রবাল-মুক্তা-বৈদূর্য্যশঙ্খ স্ফটিক-চন্দনম্।
সুবর্ণ-রজতক্ষৌদ্রমঞ্জনং শুক্তিকাপহম্ ॥ ৮০ ॥

শুক্তিকানামক চক্ষুরোগে পুরাতন ঘৃত পান, বিরেচন, প্রলেপ ও সেচন এবং স্বাদু ও শীতল দ্রব্যের অঞ্জন প্রয়োগ করিবে।

প্রবাল, মুক্তা, বৈদূর্য্যমণি, শঙ্খনাভি, স্ফটিক, রক্তচন্দন, স্বর্ণ ও রৌপ্য; এই দ্রব্য গুলি সমভাগে মধুসহ বাটিয়া অঞ্জন দিলে শুক্তিকা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮০ ॥

শঙ্খঃ ক্ষৌদ্রেণ সংযুক্তঃ কতকঃ সৈন্ধবেন বা।
সিতয়ার্ণবফেনো বা পৃথগঞ্জন মর্জ্জুনে ॥
পৈত্তং বিধিমশেষেণ কুর্য্যাদর্জুনশান্তয়ে।
বৈদেহীং শ্বেতমরিচং সৈন্ধবং নাগরং সমম্ ॥
মাতুলুঙ্গরসৈঃ পিষ্ট-মঞ্জনং পিষ্টকাপহম্ ॥ ৮১ ॥

শঙ্খনাভি ভস্ম, মধুর সহিত অথবা নির্ম্মলী-ফল চূর্ণ সৈন্ধবলবণের সহিত কিম্বা সমুদ্রফেন চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া অর্জ্জুনরোগে চক্ষে অঞ্জন দিবে।

অর্জুনরোগের শান্তির নিমিত্ত পিত্তনাশক ক্রিয়া করিবে।

পিপুল, সজিনাবীজ, সৈন্ধবলবণ ও শুঁঠ; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্রে টাবালেবুর রস দ্বারা বাটিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে পিষ্টক নামক চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৮১ ॥

সন্ধিজেষু।

ভিত্ত্বোপানাহং কফজং পিপ্পলী-মধুসৈন্ধবৈঃ।
বিলিখেন্মণ্ডলাগ্রেণ প্রচ্ছয়িত্বা সমন্ততঃ ॥
পথ্যাক্ষ-ধাত্রীফলমধ্যবীজৈ স্ত্রিদ্ব্যেকভাগৈ-
র্বিদধীত বর্ত্তিম্। তয়াঞ্জয়েদস্রমতিপ্রগাঢ়-
মক্ষোর্হরেৎ কোপমতিপ্রবৃদ্ধম্ ॥
স্রাবেষু ত্রিফলাক্কাথং যথাদোষং প্রয়োজয়েৎ।
ক্ষৌদ্রেণাক্তেন পিপ্পল্যা মিশ্রং বিধ্যেৎ শিরাং তথা ॥
ত্রিফলা তুথ কাসীস সৈন্ধবৈঃ স রসাঞ্জনৈঃ।
রসক্রিয়া ক্রিমিগ্রন্থৌ ভিন্নে স্যাৎ প্রতিসারণম্ ॥ ৮২ ॥

শ্লৈষ্মিক উপনাহ রোগ ব্রীহিমুখ নামক অস্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করতঃ পিপুল চূর্ণ, মধু ও সৈন্ধবলবণ ঘর্ষণ করিবে। পরে মণ্ডলাগ্র অস্ত্র-দ্বারা লেখন ও প্রচ্ছন করিবে।

হরীতকীবীজের শাঁস ৩ তোলা, বহেড়া-বীজের শাঁস ২ তোলা ও আমলকীবীজের শাঁস ১ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে জল সহ বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ মধুদ্বারা অঞ্জন দিলে প্রবৃদ্ধ নেত্রকোপ নিবারিত হয়।

পিত্ত ও রক্তজনিত চক্ষুস্রাবে মধুর সহিত ত্রিফলার কাথ, বাতজ, পিত্তজ ও রক্তজে ঘৃতের সহিত এবং কফজ চক্ষুস্রাবে পিপুলচূর্ণ সহ উক্ত কাথ পান করিতে দিবে। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা স্রাবের উপশম না হইলে শিরা বিদ্ধ করিবে।

৩২ তোলা ত্রিফলার কাথে তুঁতে ৩ তোলা, হীরাকস ৩ তোলা, সৈন্ধবলবণ ৩ তোলা ও রসা-ঞ্জন চূর্ণ ৩ তোলা মিশ্রিত করিয়া লেহবৎ পাক করিয়া তদ্দারা ক্রিমিগ্রন্থি ঘর্ষণ করিবে ॥ ৮২ ॥

ইতি সন্ধিজেষু।

সপ্তামৃতলৌহম্।

ত্রিফলায়জ আয়স চূর্ণং সহ যষ্টিমধুকং সমাংশযুক্তম্। মধুনা সর্পিষা দিনান্তে পুরুষো নিষ্পরিহারমাদদীত ॥ তিমিরাক্ষত রক্তরাজি কণ্ডু ক্ষণদান্ধ্যার্ব্বুদ তোদদাহ-শূলান্। পটলং সহ কাচপিল্লকং শময়ত্যেব নিষেবিতঃ প্রয়োগঃ। ন চ কেবলমেব লোচনানাং বিহিতো রোগ নিবর্হণায় পুংসাম্। দশন শ্রবণোর্দ্ধকণ্ঠগানাং প্রশমে হেতুরয়ং মহাগদানাম্ ॥ পলিতানি বিনাশয়েত্তথাগ্নিং চিরনষ্টং কুরুতে রবিপ্রচণ্ডম্। দয়িতা ভুজ পঞ্জরোপগূঢ়ঃ স্ফুটচন্দ্রাভরণাসু যামিনীষু ॥ সুরতানি চিরং নিষে-

যস্তেহসৌ পুরুষো যোগবরং নিষেবমাণঃ। মুখেন নীলোৎপলচারুপক্ষ্মিনা শিরোরুহৈরঞ্জনমেচকপ্রভৈঃ। ভবেচ্চ গৃধ্রস্য সমানলোচনঃ সুখৈর্নরো বর্ষশতঞ্চ জীবতি॥ ৮৩॥

সপ্তামৃতলৌহ—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও যষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা ও লৌহ চূর্ণ ৪ তোলা একত্র করিয়া মধু ও ঘৃত সহ সন্ধ্যার সময় ভক্ষণ করিলে তিমিরাদি নানাবিধ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৮৩॥

মধুকাদ্যং লৌহম্।

মধুকং ত্রিফলাচূর্ণং লৌহচূর্ণং তথৈব চ।
ভক্ষয়েন্মধুসর্পির্ভ্যামক্ষিরোগ প্রশান্তয়ে॥ ৮৪॥

মধুকাদ্য লৌহ—যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং লৌহচূর্ণ ৪ তোলা। এই গুলি মিশ্রিত করিয়া চক্ষুরোগ শান্তির নিমিত্ত ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিতে দিবে॥ ৮৪॥

নয়নচন্দ্রলৌহম্।

ত্রিকটু ত্রিফলা শৃঙ্গী শটী রাস্না মহৌষধম্।
দ্রাক্ষা নীলোৎপলঞ্চৈব কাকোলী মধুযষ্টিকা॥
বাটালকং কেশরঞ্চ কণ্টকারীদ্বয়ং তথা।
লৌহাভ্রয়োঃ পলং দত্ত্বা ভাবয়েদৌষধৈরিমৈঃ॥
ত্রিফলাকাথ তৈলেন ভৃঙ্গরাজ রসেন চ।
ভাবয়িত্বা বটী কার্য্যা বদরাস্থিমিতা শুভা॥
যাবন্তো নেত্ররোগাশ্চ তান্ নিহন্তি ন সংশয়ঃ।
"অত্র সর্ব্বচূর্ণসমং লৌহাভ্রম্॥ ৮৫॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং নেত্ররোগাধিকারঃ।

নয়নচন্দ্রলৌহ—শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শঠী, রাস্না, শুঁঠ, কিস্‌মিস, নীলোৎপল, কাঁকোলী, যষ্টিমধু, বেড়েলা, নাগেশ্বর, বৃহতী ও কণ্টকারী; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা এবং লৌহ ৮ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া ত্রিফলার কাথ, তিল তৈল ও ভীমরাজের রস দ্বারা সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া বদরীবীজের ন্যায় বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবন করিলে যাবতীয় নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়॥ ৮৫॥

ইতি নেত্ররোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ শিরোরোগাধিকারঃ

—:*:—

বাতিকে শিরসোরোগে স্নেহস্বেদান্ সনাবনান্।
পানান্নমুপনাহাংশ্চ কুর্য্যাদ্বাতাময়াপহান॥
কুষ্ঠমেরণ্ডমূলঞ্চ লেপাৎ কাঞ্জিকযোজিতম্।
শিরোঽর্ত্তিং নাশয়ত্যাশু পুষ্পং বা মুচুকুন্দজম্॥ ১॥

শিরোরোগ-চিকিৎসা।

বাতিক শিরোরোগে তৈলাদি স্নেহদ্রব্য মর্দ্দন, বাতনাশক দ্রব্যের সেক প্রদান, নস্য প্রয়োগ এবং বাতনাশক অন্ন, পানীয় ও প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে।

কুড় ও এরণ্ডমূল সমভাগে লইয়া একত্রে কাঁজিদ্বারা বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে কিম্বা মুচুকুন্দ পুষ্প বাটিয়া প্রলেপ দিলে মস্তকের বেদনা দূর হয়॥ ১॥

শিরোবস্তিঃ।

আশিরো ব্যায়তং চর্ম্ম কৃত্বাষ্টাঙ্গুলমুচ্ছ্রিতম্।
তেনাবেষ্ট্য শিরোঽধস্তাৎ মাষকল্কেন লেপয়েৎ
নৈশ্চল্যোনোপবিষ্টস্য তৈলৈরুষ্ণৈঃ প্রপূরয়েৎ।
ধারয়েদারুজঃ শান্তের্যামং যামার্দ্ধমেব বা॥
শিরোবস্তির্জয়ত্যেষা শিরোরোগং মরুদ্ভবম্।
হনুমন্যাক্ষি-কর্ণার্ত্তিমর্দ্দিতং মস্তকম্পনম্॥ ২॥

শিরোবস্তি—যে পরিমাণ চর্ম্মদ্বারা মস্তক বেষ্টিত হইতে পারে, সেই পরিমাণ ৮ অঙ্গুলি উন্নত সচ্ছিদ্র একখানি চর্ম্মদ্বারা টুপী প্রস্তুত করিবে। পরে মাষকলাই পেষণ করতঃ তদ্দ্বারা মস্তক লেপন করিয়া তদুপরি উক্ত টুপী স্থাপন পূর্ব্বক উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া ঐ টুপীর উপরিস্থিত ছিদ্রপথ দ্বারা ঈষদুষ্ণ পাকতৈল প্রবিষ্ট

করতঃ চর্ম্মবস্তি পরিপূর্ণ করিবে। শিরোরোগ শান্তির নিমিত্ত অর্দ্ধপ্রহর বা একপ্রহর নিশ্চল ভাবে উপবিষ্ট হইয়া এই বস্তি মস্তকে ধারণ করিবে। ইহা দ্বারা বাতজ শিরোরোগ, হনু মন্যা, চক্ষু ও কর্ণরোগ এবং অর্দ্দিত ও মস্তক কম্পন দূরীভূত হয়॥ ২॥

> পৈত্তে ঘৃতং পয়ঃ সেকাঃ শীতলেপাঃ সনাবনাঃ।
> জীবনীয়ানি সর্পীংষি পানান্নকাপি পিত্তনুৎ॥
> কফজে লঙ্ঘনং স্বেদো রুক্ষোষ্ণৈঃ পাচনাত্মকৈঃ।
> তীক্ষ্ণাবপীড়ধূমাশ্চ তীক্ষ্ণাশ্চ কবলগ্রহাঃ॥ ৩॥

পিত্তজনিত শিরোরোগে ঘৃত ও দুগ্ধপান, শীতল দ্রব্য সেচন ও শীতল দ্রব্যের প্রলেপ, নস্য প্রয়োগ এবং জীবনীয়গণোক্ত দ্রব্যদ্বারা পাচিত ঘৃত ও পিত্তনাশক অন্নপানীয় হিতকর জানিবে।

কফজ শিরোরোগে লঙ্ঘন, রুক্ষ ও উষ্ণ দ্রব্যের সেক, দশমূলাদি পাচন সেবন, তীক্ষ্ণদ্রব্যের নস্য, ধূম ও কবল প্রয়োগ করিবে॥ ৩॥

শারিবাদিলেপঃ।

> শারিবোৎপল কুষ্ঠানি মধুকং চাম্লপেষিতম্।
> সর্পিস্তৈলযুতো লেপঃ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদয়োঃ॥
> "শারিবাদিভিঃ সমভাগৈঃ কাঞ্জিকপিষ্টৈ র্ঘৃত-
> তৈলেন সহিতৈর্লেপঃ॥ ৪॥

শারিবাদিলেপ—অনন্তমূল, নীলোৎপল, কুড় ও যষ্টিমধু; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া কাঁজি দ্বারা পেষণ করিয়া ঘৃত ও তিলতৈল মিশ্রণ পূর্ব্বক প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক (আধকপালে) শিরোরোগ আরোগ্য হয়॥ ৪॥

> সূর্য্যাবর্ত্তভবং বীজং তদ্রসেন-সুপেষিতম্।
> বেদনানাশনো লেপঃ সূর্য্যাবর্ত্তার্দ্ধভেদয়োঃ॥
> সূর্য্যাবর্ত্তে বিধাতব্যং নস্তকর্ম্মাদি ভেষজম্।
> পায়য়েৎ সগুড়ং সর্পি ঘৃতপূরাশ্চ ভোজয়েৎ॥
> সূর্য্যাবর্ত্তে শিরাবেধো নাবনং ক্ষীর-সর্পিষা।
> হিতঃ ক্ষীর-ঘৃতাভ্যাসস্তাভ্যাঞ্চৈব বিরেচনম্॥
> কৃতমালপল্লবরসে খরমঞ্জরী কল্কসম্ভং নবনীত-
> নস্তেন জয়তি নিয়তং সূর্য্যাবর্ত্তং সুদুর্ব্বারম্॥ ৫

হুড়্‌হুড়ের বীজ, হুড়্‌হুড়ের রসে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদকের বেদনা বিনাশ পায়।

সূর্য্যাবর্ত্ত রোগে নস্য কর্ম্মাদি প্রয়োগ করিয়া গুড়সংযুক্ত ঘৃত ও ঘৃতমিশ্রিত পিষ্টক ভোজন করিতে দিবে।

সূর্য্যাবর্ত্তরোগে শিরাবেধ, দুগ্ধোত্থ ঘৃতের নস্য, দুগ্ধ ও ঘৃতপান অভ্যাস এবং দুগ্ধ ও ঘৃতের সহিত শিরোবিরেচক দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া নস্য প্রদান করিবে।

নবনীত ⁄১ সের, আপাঙ্গের বীজ ১৬ তোলা এবং সোঁদালপত্রের রস ⁄৪ সের। এই সকল দ্রব্য যথানিয়মে পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে সুদারুণ সূর্য্যাবর্ত্তরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৫॥

> দশমূলীকষায়স্তু সর্পিঃ সৈন্ধবসংযুতম্।
> নস্তমর্দ্ধাবভেদঘ্নং সূর্য্যাবর্ত্তশিরোঽর্ত্তিজিৎ॥
> শিরীষমূলকবীজৈরবপীড়ঞ্চ যোজয়েৎ॥
> অবপীড়ো হিতো বা স্যাদ্বচাপিপ্পলীভিঃ কৃতঃ॥
> জাঙ্গলানিচ মাংসানি কারয়েদুপনাহনম্
> তেনাস্তু শাম্যতি ব্যাধিঃ সূর্য্যাবর্ত্তঃ সুদারুণঃ॥ ৬॥

দশমূলের ক্বাথ ৮ তোলা, ঘৃত ৸৶০ চৌদ্দ আনা এবং সৈন্ধবলবণ ৶০ দুই আনা একত্র মিশ্রিত করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে অর্দ্ধাবভেদক ও সূর্য্যাবর্ত্তনামক শিরোরোগ দূর হয়।

শিরীষছাল ও মূলাশাকের বীজ সমভাগে ১ তোলা একত্র বাটিয়া নিষ্পীড়ন করতঃ উহার রস দ্বারা নস্য গ্রহণ অথবা বচ ও পিপুল চূর্ণ একত্র করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে সূর্য্যাবর্ত্তরোগ নষ্ট হয়।

জাঙ্গল প্রাণীর মাংস ও বাতনাশক দ্রব্য একত্র সিদ্ধ করিয়া উহার সহিত সৈন্ধবলবণ ও তিলতৈল মিশ্রিত করিয়া ঈষদুষ্ণাবস্থায় প্রলেপ দিলে সূর্য্যাবর্ত্তরোগ শান্তি হয়॥ ৬॥

> ভৃঙ্গরাজরসচ্ছাগক্ষীরাস্তরোঽর্ক-তাপিতঃ।
> সূর্য্যাবর্ত্তং নিহন্ত্যাশু নস্তেনৈব প্রয়োগরাট্॥

এষ এব বিধিঃ কৃৎস্নঃ কার্য্যশ্চার্দ্ধাবভেদকে।
পিবেৎ সর্পিকরং ক্ষীরং নীরং বা নারিকেলজম্॥
সুশীতং বাপি পানীয়ং সর্পির্বা নস্তত্তয়োঃ।
তিলাৎ কল্কং সনলদং সক্ষৌদ্র-লবণান্বিতম্।
তেনাস্ত লেপয়েৎ শীর্ষমর্দ্ধভেদো ব্যপোহতি॥ ৭॥

ভীমরাজের রস ও ছাগদুগ্ধ সমভাগে লইয়া একত্র করিয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করতঃ তদ্দ্বারা নস্য দিলে সূর্য্যাবর্ত্তরোগ সত্বর নষ্ট হয়।

সূর্য্যাবর্ত্ত রোগের চিকিৎসার ন্যায় অর্দ্ধাবভেদক রোগের চিকিৎসা করিবে।

সূর্য্যাবর্ত্ত ও অর্দ্ধাবভেদক রোগে চিনি সংযুক্ত দুগ্ধ, নারিকেল জল অথবা সুশীতল পানীয় পান এবং ঘৃতের নস্য প্রয়োগে উপকার দর্শে।

তিল ও জটামাংসী সমভাগে পেষণ করিয়া মধু ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করতঃ প্রলেপ দিলে অর্দ্ধাবভেদক নিবারিত হয়॥ ৭॥

সবিড়ঙ্গং তিলং কৃষ্ণং সমং কৃত্বা প্রপেষয়েৎ।
নস্তকর্ম্মণি দাতব্যমর্দ্ধভেদং বিনাশয়েৎ॥
"দগ্ধচুল্লী মৃত্তিকাচূর্ণ-মরিচচূর্ণয়োঃ সমাংশং
মিলিতং কৃত্বা নস্যম্॥ ৮॥

বিড়ঙ্গ ও কৃষ্ণতিল সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া নস্য গ্রহণ করিলে অর্দ্ধাবভেদক বিনষ্ট হয়।

দগ্ধচুল্লীর মৃত্তিকাচূর্ণ ও মরিচচূর্ণ সমমাত্রায় গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা নস্য দিলে অর্দ্ধাবভেদক উপশমিত হয়॥ ৮॥

অনন্তবাতে কর্ত্তব্যঃ সূর্য্যাবর্ত্তহিতো বিধিঃ
শিরাবেধশ্চ কর্ত্তব্যোঽনন্তবাত-প্রশান্তয়ে॥
আহারশ্চ বিধাতব্যো বাতপিত্ত-বিনাশনঃ।
সূর্য্যাবর্ত্তে হিতং যচ্চ শঙ্খকে স্বেদবর্জিতম্॥
ক্ষীরসর্পিঃ প্রশংসন্তি নস্তং পানঞ্চ শঙ্খকে।
শতাবরীং কৃষ্ণতিলান্ মধুকং নীলমুৎপলম্॥
দূর্ব্বাং পুনর্নবাঞ্চাপি লেপং সাধ্ববতারয়েৎ।
শীততোয়াবসেকাংশ্চ ক্ষীরসেকাংশ্চ শীতলান্॥ ৯॥

অনন্তবাতরোগের শান্তির নিমিত্ত সূর্য্যাবর্ত্ত-রোগনাশক ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিবে ও রোগীকে বায়ু পিত্ত-বিনাশক আহার প্রদান ও শিরাবিদ্ধ করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে।

শঙ্খরোগে স্বেদক্রিয়া ব্যতীত সূর্য্যাবর্ত্ত রোগোক্ত অন্যান্য চিকিৎসা করিবে। বিশেষতঃ দুগ্ধোত্থ ঘৃত, নস্য ও পানার্থ প্রয়োগ করা বিধেয়।

শতমূলী, কৃষ্ণতিল, যষ্টিমধু, নীলোৎপল, দূর্ব্বা-ঘাস ও পুনর্নবা; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে লইয়া জল দ্বারা পেষণ করতঃ মস্তকে প্রলেপ দিলে এবং শীতল জল ও শীতল দুগ্ধদ্বারা মস্তক সেচন করিলে শঙ্খকরোগ নষ্ট হয়॥ ৯॥

কষৈশ্চ ক্ষীরবৃক্ষাণাং শঙ্খস্য প্রলেপনম্।
ক্রৌঞ্চ কাদম্ব-হংসানাং শরার্য্যাঃ কচ্ছপস্য চ।
রসৈঃ সংবিহিতস্যাথ তস্য শঙ্খক সন্ধিজাঃ।
উর্দ্ধাস্তিস্রঃ শিরাঃ প্রাজ্ঞোভিন্দ্যাদেব ন তাড়য়েৎ।
গিরিকর্ণীফলরসং মূলঞ্চ নস্যমাচরেৎ।
মূলং বা বন্ধয়েৎ কর্ণে শীঘ্রং হন্তি শিরোব্যথাম্॥ ১০॥

শঙ্খরোগে বট, অশ্বত্থ, যজ্ঞডুমুর, পাকুড় ও বেতস; এই পঞ্চ বৃক্ষের ছাল সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দন করতঃ লেপ দিবে।

বক, কাদম্ব, হংস ও শরাই পক্ষী এবং কচ্ছপ; এই সকল প্রাণীর মাংসের যূষ পান করাইয়া রোগীকে সবল করিয়া শঙ্খ সন্ধির উর্দ্ধগত শিরাত্রয় বিদ্ধ করিবে, কিন্তু কুঠারিকা দ্বারা তাড়ন (আঘাত) করিবে না। যেহেতু উক্ত অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিলে সন্ধিস্থান ভগ্ন হইতে পারে।

অপরাজিতা ফলের রস কিম্বা উহার মূলের রস দ্বারা নস্য গ্রহণ করিলে কিম্বা অপরাজিতার মূল কর্ণে বান্ধিলে শিরোবেদনা বিদূরিত হয়॥ ১০॥

নাগরযষ্কবিমিশ্রং ক্ষীরং নস্যেন যোজিতং পুংসাম্।
নানাদোষোদ্ভূতাং শিরোরুজাং হন্তি তীব্রতরাম্॥ ১১॥

শুঁঠ বাটিয়া দুগ্ধ সহ নস্য গ্রহণ করিলে নানাদোষোৎপন্ন শিরোব্যথা নষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ১১॥

ষড়্‌বিন্দুতৈলম্।

এরণ্ডমূলং তগরং শতাহ্বা জীবন্তী রাস্না সহ সৈন্ধবঞ্চ। ভৃঙ্গং বিড়ঙ্গং মধুযষ্টিকা চ বিশ্বৌষধং কৃষ্ণতিলস্য তৈলম্। আজং পয়স্তৈলবিমিশ্রিতঞ্চ চতুর্গুণে ভৃঙ্গরসে বিপক্বম্। ষড়্‌বিন্দবো নাসিকয়া বিধেয়া নিহন্তি শীঘ্রং শিরসো বিকারান্। চ্যুতাংশ্চ কেশান্ পলিতাংশ্চ দন্তান্ দুর্ব্বদ্ধমূলাংশ্চ দৃঢ়ীকরোতি। সুপর্ণদৃষ্টিপ্রতিমঞ্চ চক্ষুর্বাহ্বোর্বলঞ্চাপ্যধিকং দদাতি ॥ ১২ ॥

ষড়্‌বিন্দুতৈল—কৃষ্ণতিলের তৈল /১ সের। কল্কার্থ—এরণ্ডমূল, তগরপাদুকা, শুলফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধবলবণ, দারুচিনি, বিড়ঙ্গ, যষ্টিমধু ও শুঁঠ; এই দ্রব্য সকল সমভাগে মিলিত /১ সের। ছাগদুগ্ধ /১ সের, ভীমরাজের রস /৪ সের। এই তৈলের নস্য গ্রহণ করিলে শিরোরোগ নষ্ট হয় এবং চ্যুতকেশ ও চলিতদন্ত দৃঢ় হয়। অধিকন্তু গরুড় পক্ষীর ন্যায় চক্ষুর দৃষ্টি ও বাহুবল বৃদ্ধি হয় ॥ ১২ ॥

ময়ূরাদ্যং ঘৃতম্।

দশমূলী বলা রাস্না মধুকৈস্ত্রিফলৈঃ সহ।
ময়ূরং পক্ষপিত্তান্ত্র-শকৃৎ-পাদাস্য-বর্জিতম্।
জলে পক্বা ঘৃতপ্রস্থং তস্মিন্ ক্ষীরসমং পচেৎ।
মধুরৈঃ কার্ষিকৈঃ কল্কৈঃ শিরোরোগার্দ্দিতাপহম্।
কর্ণনাসাক্ষি-জিহ্বাস্য-গলরোগবিনাশনম্।
ময়ূরাদ্যমিদং সর্পিরূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্।
আখুভিঃ কুক্কুটৈর্হংসৈঃ শশৈশ্চাপি হি বুদ্ধিমান্।
কল্কেনানেন বিপচেৎ সর্পিরূর্দ্ধগদাপহম্।
দশমূলাদিনা তুল্যো ময়ূর ইহ গৃহ্যতে।
অন্যে ত্বাকৃতিমানেন ময়ূরগ্রহণং বিদুঃ ॥ ১৩ ॥

ময়ূরাদ্যঘৃত—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত /৪ চারিসের। ক্বাথার্থ—দশমূল প্রত্যেকে ২৪ তোলা, বেড়েলা ২৪ তোলা, রাস্না ২৪ তোলা, যষ্টিমধু ২৪ তোলা ও ময়ূর মাংস ২৪ তোলা; পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ ।৬ ষোলসের। গব্যদুগ্ধ /৪ চারি সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, যষ্টিমধু, মুগানী ও মাষাণী, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক প্রত্যহ উচিত মাত্রায় সেবন করিলে শিরোরোগ, অর্দ্দিত, নাসারোগ, চক্ষুরোগ, কর্ণরোগ, জিহ্বারোগ, মুখরোগ, গলরোগাদি সর্ব্বপ্রকার ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই ময়ূরাদ্য ঘৃতের নিয়মানুসারে ইন্দুর, কুক্কুট, হংস ও শশকের মাংসের ক্বাথ দ্বারা ঘৃত পাক পূর্ব্বক পান করিলে শিরোরোগাদি সর্ব্বপ্রকার ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

বৃহন্ময়ূরাদ্যং ঘৃতম্।

শতং ময়ূরমাংসস্য দশমূলবলাং তুলাম্।
দ্রোণেঽম্ভসঃ পচেৎ ক্ষুণ্ণা তস্মিন্ পাদস্থিতে ততঃ।
নিষিচ্য পয়সো দ্রোণং পচেত্তত্র ঘৃতাঢ়কম্।
প্রপৌণ্ডরীকং বর্গোক্তৈ র্জীবনীয়ৈশ্চ ভেষজৈঃ
মেধাবুদ্ধিস্মৃতিকরং মূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্।
মায়ূরমেতন্নির্দ্দিষ্টং সর্ব্বানিলহরং পরম্।
মন্যা কর্ণ শিরো-নেত্র-রুজাপস্মারনাশনম্।
বিষবাতামর শ্বাস বিষমজ্বর কাসনুৎ ॥ ১৪ ॥

বৃহন্ময়ূরাদ্য ঘৃত—উৎকৃষ্ট গব্যঘৃত ।৬ ষোল সের। গব্যদুগ্ধ ।৬ ষোলসের। ক্বাথার্থ—ময়ূর-মাংস ।২।। সাড়ে বারসের, পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ ষোলসের। ক্বাথার্থ—দশমূল ও বেড়েলা ১১টী দ্রব্য সমভাগে মিলিত ।২।। সাড়েবার সের, পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ—পুণ্ডরীয়া কাষ্ঠ, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মুগানী ও মাষাণী, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত সমভাগে মিলিত /৪ চারি সের। যথাবিধানে এই ঘৃত পাক পূর্ব্বক প্রত্যহ উচিত মাত্রায় পান করিলে মেধা, বুদ্ধি ও স্মৃতি বর্দ্ধিত হয়; ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগ, সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ, মন্যাগত রোগ, কর্ণরোগ, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, অপস্মার, বিষদোষ, বাতরোগ, শ্বাস, বিষমজ্বর ও কাসরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

গুঞ্জাতৈলম্।

বিশুদ্ধং তিলতৈলঞ্চ তৎসমং কাঞ্জিকং ভবেৎ।
আরনালসমং ভৃঙ্গরসং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ ॥

মন্দাগ্নিনা ততঃ পাচ্যং যাবত্তৈলং স্থিতং ভবেৎ।
তৈলমধ্যে প্রদাতব্যং পিষ্ট্বা গুঞ্জাফলদ্বয়ম্॥
উত্তার্য্য তৈলশেষস্তু দিনৈকং তত্র রক্ষয়েৎ।
শিরোরোগেষু দুষ্টেষু অর্দ্ধশীর্ষে সুদারুণে॥
ভ্রূশঙ্খ-কর্ণ পীড়াশ্চ নশ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ।
গুঞ্জাতৈলমিতি খ্যাতং দত্তং হন্তি শিরোব্যথাম্॥ ১৫

গুঞ্জাতৈল—উৎকৃষ্ট তিলতৈল /১ সের। কাঁজি /৪ সের। ভীমরাজের রস /৪ চারি সের। কল্কার্থ—কুট্টিত কুঁচফল ১৬ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে দূষিত শিরোরোগ, সুদারুণ অর্দ্ধশীর্ষ রোগ, ভ্রূবেদনা, শঙ্খবেদনা ও কর্ণরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৫॥

(১) বৃহদ্দশমূলতৈলম্।

পঞ্চ পঞ্চ পলং নীত্বা পঞ্চমূলীযুগাৎ পৃথক্।
বিপাচয়েৎ জলদ্রোণে চাষ্টভাগাবশেষিতম্॥
আর্দ্রকস্ত রসপ্রস্থং নির্গুণ্ড্যাস্তৎসমং ভবেৎ।
পঞ্চকোলঞ্চ ত্র্যূষণং জীরকদ্বয়-সর্ষপম্॥
সৈন্ধবঞ্চ যবক্ষারং ত্রিবৃতা চ নিশাদ্বয়ম্।

সর্ব্বৈরেভিঃ পচেত্তৈলং শিরোরোগং ব্যপোহতি।
ঊর্দ্ধজত্রুজরোগঘ্নং বাতশ্লেষ্মগদাপহম্॥
একজে দ্বন্দ্বজে চৈব তথৈব সান্নিপাতিকে।
অর্দ্ধাবভেদকে চৈব সূর্য্যাবর্ত্তে প্রশস্যতে॥
পানাভ্যঞ্জন-নস্তে চ কর্ণরোগে চ শস্যতে।
সিদ্ধফলমিদম্॥ ১৬॥

(১) বৃহদ্দশমূলতৈল—উৎকৃষ্ট সর্ষপতৈল /৪ চারিসের। আদাররস ৪ চারিসের। ক্বাথার্থ—দশমূল প্রত্যেকে ৪০ তোলা, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ /৮ আট সের। নিসিন্দা-পাতার রস /৪ চারিসের। পাকার্থ—জল /৮ আট সের। কল্কার্থ—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতার মূল, শুঁঠ ২ ভাগ, মরিচ, পিপুল (অর্থাৎ ২ ভাগ) জীরা, কৃষ্ণজীরা, শ্বেত-সরিষা, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, তেউড়ী, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ২ তোলা। যথাবিধি এই তৈল পাক পূর্ব্বক পান, মর্দ্দন ও নস্যরূপে প্রয়োগ করিলে ঊর্দ্ধজত্রুগতরোগ, বাতশ্লেষ্মারোগ, এক দোষজ দ্বিদোষজ ও সান্নিপাতিক রোগ, অর্দ্ধাবভেদক, সূর্য্যাবর্ত্ত ও কর্ণরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ১৬॥

মহাদশমূলতৈলম্।

দশমূলং পলশতং জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
তেন পাদাবশেষেণ কটুতৈলাঢ়কং পচেৎ।
জম্বীরাদ্রক-ধুস্তুর-স্বরসং তৈলতুল্যতঃ।
কল্কঃ কণামৃণাল দার্ব্বী শতপুষ্পা পুনর্নবা।
শিগ্রু পিপ্পলিকা তিক্তা করঞ্জং কৃষ্ণজীরকম্।
সিদ্ধার্থকং বচা শুণ্ঠী পিপ্পলী চিত্রকং শটী॥
দেবদারু বলা রাস্না সূর্য্যাবর্ত্তককট্ফলম্।
নিশুণ্ডী চবিকা গৈরি গ্রন্থিকং শুষ্কমূলকম্।
যমানী জীরকং কুষ্ঠমজমোদা চ তাড়কম্।
এতেষাং পলিকৈর্ভাগৈর্বিপচেন্মতিমান্ ভিষক্।
হন্তি শ্লেষ্মাণমভ্যঙ্গাৎ পানাৎ কাসং ব্যপোহতি।
নিহন্তি বিবিধান্ ব্যাধীন্ কফবাত-সমুদ্ভবান্॥
শিরোমধ্যগতান্ রোগান্ শোথান্ হন্তি ব্রণানপি॥১৭

মহাদশমূলতৈল—উৎকৃষ্ট সরিষার তৈল।৬ ষোলসের। জম্বীরানেবুর রস।৬ ষোলসের। আদার রস।৬ ষোলসের। ধুতুরার রস।৬ ষোলসের। ক্বাথার্থ—দশমূল সমভাগে মিলিত।২॥০ সাড়েবার সের, পাকার্থ—জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ।৬ ষোলসের। কল্কার্থ—পিপুল, (৩ ভাগ) শুলফ, দারুহরিদ্রা, শলুফা, পুনর্নবা, সজিনাছাল, কটকী, করঞ্জবীজ, কৃষ্ণজীরা, শ্বেতসরিষা, বচ, শুণ্ঠী, চিতারমূল, শটী, দেবদারু, বেড়েলা, রাস্না, হুড়হুড়ে, কট্‌ফল, নিসিন্দাছাল, চই, গেরিমাটি, পিপুলমূল, শুষ্ক-মূলা, যমানী, জীরা, কুড়, বনযমানী ও তাড়ক, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল মর্দ্দন ও পান করিলে কাসরোগ, কফ, কফবাত জনিত বিবিধ ব্যাধি, শিরোগত রোগ, শোথ ও ব্রণদোষ বিনষ্ট হয়॥ ১৭॥

(২) বৃহদ্দশমূলতৈলম্।

দশমূলীশতং প্রাহ্যং তথা ধুস্তুরকস্ত চ।
শতং পুনর্নবায়াশ্চ নিগুণ্ড্যাশ্চ শতং তথা॥
এতৈঃ কষায়ৈর্বিপচেৎ কটুতৈলাঢ়কং ভিষক্।
বাসা বচা দেবদারু শটী রাস্না সযষ্টিকা॥
মরিচং পিপ্পলী শুণ্ঠী কারবী কট্‌ফলং তথা।
করঞ্জং শিগ্রু কুষ্ঠঞ্চ চিঞ্চা চ বনশিম্বিকা॥
চিত্রকঞ্চ পৃথগ্‌ ভাগান্ দত্ত্বা চৈষাং পলোন্মিতান্।
শ্লৈষ্মিকং সন্নিপাতোত্থং বাতশ্লেষ্মোদ্ভবং তথা॥
কর্ণশূলং শিরঃশূলং নেত্রশূলঞ্চ দারুণম্।
নিহন্তি দশমূলাখ্যং তৈলমেতন্ন সংশয়ঃ॥ ১৮॥

(২) বৃহদ্দশমূলতৈল—উৎকৃষ্ট সর্ষপতৈল ।৬ ষোলসের। ক্বাথার্থ—দশমূল সমভাগে মিলিত ।২॥০ সাড়ে বার সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ ।৬ ষোল সের। ক্বাথার্থ—ধুতুরা পাতা ।২॥০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ক্বাথ ।৬ ষোলসের। ক্বাথার্থ—পুনর্নবা ।২॥০ সাড়ে বার সের, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষক্বাথ ।৬ ষোল সের। নিসিন্দাপত্র ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ বাসক ছাল, বচ, দেবদারু, শটী, রাস্না, যষ্টিমধু, মরিচ, শুঠ পিপুল, কৃষ্ণজীরা, কট্‌ফল, করঞ্জ বীজ, সজিনামূলের ছাল, কুড়, তেঁতুলছাল, বনসিম ও চিতার মূল, এই সকল দ্রব্য কুট্টিত প্রত্যেকে ৮ তোলা। যথাবিধানে এই তৈল পাক পূর্ব্বক প্রয়োগ করিলে কফজ, সান্নিপাতিক ও বাতশ্লেষ্মজনিত কর্ণশূল, শিরঃশূল ও দারুণ চক্ষুঃশূল নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে॥ ১৮॥

(১) দশমূলতৈলম্।

দশমূল-ক্বাথ-কল্কাভ্যাং নিগুণ্ডীরস-সংযুতম্।
কটুতৈলং সমাদায় পচেৎ প্রস্থং ভিষগ্বরঃ॥
সন্নিপাতং হরেদেতৎ শিরোরোগং তথৈব চ।
অক্ষিসন্ধিকফপ্রায়ান্ রোগান্ হন্তি ন সংশয়ঃ॥ ১৯॥

(১) দশমূলতৈল—কটুতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ দশমূল ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের; নিসিন্দাপত্রের রস ।৬ সের। কল্কার্থ দশমূল সমভাগে মিলিত /১ সের; এই তৈল প্রয়োগে সন্নিপাত ও শিরোরোগ নষ্ট হয়॥ ১৯॥

(২) দশমূলতৈলম্।

দশমূল-ক্বাথ-কল্কাভ্যাং তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
চতুর্গুণং পয়োদত্ত্বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা ভিষক্॥
দশমূলমিতি খ্যাতং শোথং হন্তি সুদারুণম্।
নস্তেনাকালপলিতং অরোচক-নাশনম্॥
অভ্যঙ্গেনৈব সর্ব্বঞ্চ শিরঃশূলং বিনাশয়েৎ॥ ২০॥

(২) দশমূলতৈল—কটুতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ——দশমূল সমভাগে মিলিত ।২॥০ সের জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ—দশমূল সমভাগে মিলিত /১ সের ও দুগ্ধ ।৬ সের। এই তৈল মর্দ্দনে শোথ, অরুচি ও শিরঃশূল এবং নস্য গ্রহণে কেশের অকাল পক্কতা নিবারিত হয়॥ ২০॥

(৩) দশমূলতৈলম্।

দশমূলীকষায়েণ অষ্টাঙ্গ-কল্ক-সংযুতম্।
ক্ষীরঞ্চ দ্বিগুণং দত্ত্বা তৈলপ্রস্থং বিপাচয়েৎ॥
শিরোঽর্ত্তিং নাশয়েদেতদ্ ভাস্করস্তিমিরং যথা।
বাতশূলং পিত্তশূলং কফশূলং ত্রিদোষজম্
সূর্য্যাবর্ত্তমভিষ্যন্দং জলদোষঞ্চ নাশয়েৎ।
দশমূলমিদং তৈলং শিরোরোগ-নিসূদনম্॥ ২১

(৩) দশমূলতৈল—কটুতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—দশমূল সমভাগে মিলিত ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের, দুগ্ধ /৮ সের। কল্কার্থ-জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, ঋদ্ধি ও বৃদ্ধি; ইহাদের প্রত্যেকের ৮ তোলা। এই তৈল ব্যবহারে শিরোরোগ, বাতজশূল, পিত্তজশূল, কফ, কফজশূল, সান্নিপাতিকশূল সূর্য্যাবর্ত্ত, অভিষ্যন্দ ও জলদোষ বিনষ্ট হয়॥ ২১॥

স্বল্পদশমূলতৈলম্।

দশমূল-ক্বাথকল্কাভ্যাং কটুতৈলং বিপাচয়েৎ।
সন্নিপাতজ্বর-শ্বাস-কাসান্ হন্তি সুদারুণান্॥ ২২॥

স্বল্পদশমূলতৈলম্—কটুতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ দশমূল সমভাগে মিলিত ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ—দশমূল সমভাগে মিলিত /১ সের। এই তৈল ব্যবহারে সন্নিপাত জ্বর, শ্বাস ও কাসরোগ নষ্ট হয়॥ ২২॥

ধুস্তুরতৈলম্।

ধুস্তুর-ক্বাথকল্কাভ্যাং কটুতৈলং বিপাচয়েৎ।
সন্নিপাত-জ্বর-শ্লেষ্ম-শোথ-শীর্ষার্ত্তি-দাহনুৎ ॥
কর্ণগ্রহহরং চাস্থি-সন্ধি-গ্রহবিনাশনম্। ২৩ ॥

ধুস্তুরতৈল—কটুতৈল /৪ সের। ধুতুরাপত্রের রস ।৬ সের। কল্কার্থ—ধুতুরাপত্র /১ সের। এই তৈল প্রয়োগে সন্নিপাতজ্বর, শ্লেষ্মা, শোথ, শিরোরোগ, কর্ণগ্রহ এবং অস্থি ও সন্ধিগ্রহ নষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

মধ্যমদশমূলতৈলম্।

দশমূলী করঞ্জশ্চ নিগুর্ণ্ডী চ জয়ন্তিকা।
ধুস্তুরঃ ষট্‌পলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
পাদশেষে রসে তস্মিন্ কটুতৈলং বিপাচয়েৎ।
তৎ কল্কান্ দাপয়েদত্র ভাগান্ ষট্‌তোলকান পৃথক্।
বাতশ্লৈষ্মসমুদ্ভূতং শিরোরোগং ব্যপোহতি।
কাসং পঞ্চবিধং শোথং জীর্ণজ্বরমপোহতি ॥
দশমূলমিদং তৈলং শিরঃকর্ণাক্ষিরোগনুৎ।
মন্যাস্তম্ভমন্ত্রবৃদ্ধিং শ্লীপদঞ্চ বিনাশয়েৎ ॥
দশমূলমিদং তৈলমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা ॥ ২৪ ॥

মধ্যমদশমূলতৈল—কটুতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ দশমূল, করঞ্জবীজ, নিসিন্দাপত্র, জয়ন্তীপত্র, ধুতুরাপত্র; এই চতুর্দ্দশটী দ্রব্যের প্রত্যেকের ৪৮ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ উক্ত চতুর্দ্দশটী ক্বাথ্য দ্রব্যের প্রত্যেকের ৬ তোলা। এই তৈল ব্যবহারে বাতশ্লেষ্ম, শিরোরোগ, কাস, শোথ ও জীর্ণজ্বরাদি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥

কনকতৈলম্।

কনকার্ক-বলা দূর্ব্বা বাসকো বৈজয়ন্তিকা।
নিগুর্ণ্ডী পুতিকা ভার্গী নিস্ফোঠক-পুনর্ন্নবা ॥
বদরী বিজয়াপত্রং শ্রীফলং বৃহতী তথা।
চিত্রকঞ্চ স্নুহীমূলমগ্নিমন্থো ব্যাড়ম্বকম্ ॥
ত্রিবৃদ্দন্তী নাগধী চ পত্রমারগ্বধস্য চ।
প্রত্যেকং দ্বিপলঞ্চৈষাং গৃহ্নীয়াৎ তৎক্ষণাদপি ॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং যাবৎপাদাবশেষিতম্।
প্রস্থঞ্চ কটুতৈলস্য পাচয়েত্তীব্রবহ্নিনা ॥
দ্রব্যাণ্যেতানি সর্ব্বাণি কল্কিতানি প্রদাপয়েৎ।
চক্ষুঃশূলং শিরঃশূলং শ্লীপদং মাংসরক্তজম্ ॥
আমবাতঞ্চ হৃচ্ছূলং বৃদ্ধিঞ্চ গলগণ্ডকম্।
শোথং বাধির্য্যমুদরং কাসং হন্তি ন সংশয়ঃ ॥
দূর্ব্বায়াং পতিতে বিন্দৌ শুষ্কতাং যাতি তৎক্ষণাৎ।
কনকাখ্যমিদং তৈলং কফরোগ-কুলান্তকম্ ॥ ২৫ ॥

কনকতৈল—কটুতৈল /৪ সের। ক্বাথার্থ—কনকধুতুরা, আকন্দমূল, বেড়েলা, দূর্ব্বা, বাসক ছাল, জয়ন্তী পত্র নিসিন্দা-পত্র, ডহরকরঞ্জ-বীজ, বামনহাটী, আঁকড়া, পুনর্নবা, কুলপত্র, সিদ্ধিপত্র, বেলছাল, বৃহতী, চিতামূল, সিজমূল, গণিয়ারীমূল, এরণ্ডমূল, তেউড়ীমূল, ভাঁটী, পিপুল ও সোঁদালপত্র; ইহাদের প্রত্যেকের ১৬ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ—উক্ত ২৩ খানি ক্বাথ্য দ্রব্য সমভাগে মিলিত /১ সের। এই তৈল প্রয়োগে চক্ষুঃশূল, শিরঃশূল, বধিরতা ও কফরোগ প্রভৃতি হইতে আরোগ্য হয় ॥ ২৫ ॥

মহাকনকতৈলম্ (তন্ত্রান্তরে)।

কনকস্য রসপ্রস্থং প্রস্থং বর্ষাভুবস্তথা।
নিগুর্ণ্ডী-স্বরসপ্রস্থং দশমূল-রসস্য চ ॥
পারিভদ্ররসপ্রস্থং প্রস্থং বরুণকস্য চ।
তৈলপ্রস্থং সমাদায় ভিষগ্‌ যত্নাৎ বিপাচয়েৎ ॥
কল্কৈরর্দ্ধপলৈরেতৈঃ শুণ্ঠীমরিচ-সৈন্ধবৈঃ।
পুনর্নবা-কর্কটক-শেলুত্বক্-পিপ্পলী-যুগৈঃ।
তৎ সাধুসিদ্ধং বিজ্ঞায় শুভে পাত্রে নিধাপয়েৎ।
বাতশ্লেষ্মকৃতং সর্ব্বমামবাতং ভগন্দরম্ ॥
সন্নিপাতভবং রোগং শোথমাশু বিনাশয়েৎ।
যে কেচিদ্ ব্যাধয়ঃ সন্তি শ্লৈষ্মিকাঃ সান্নিপাতিকাঃ ॥
তান্ সর্ব্বান্ নাশয়ত্যাশু সূর্য্যস্তম ইবোদিতঃ ॥ ২৬ ॥

মহাকনকতৈল—কটুতৈল /৪ সের; ধুতুরাপত্রের রস, পুনর্নবার রস, নিসিন্দাররস, দশমূলের ক্বাথ, পালিধাপত্রের রস ও বরুণছালের রস; ইহাদের প্রত্যেকের /৪ সের। কল্কার্থ শুঠ, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, পুনর্নবা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বহুবারবৃক্ষের ছাল, পিপুল ও গজপিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। এই তৈল ব্যবহারে বাতশ্লেষ্মজনিত, সন্নিপাতজনিত ও শ্লেষ্মজনিত শিরোরোগ এবং অন্যান্য নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

রুদ্রতৈলম্।

জৈপাল দ্রোণ ধুস্তুর শিগ্রু শক্রাসনস্ত চ।
সূর্য্যাবর্ত্তস্ত সূর্য্যস্ত পত্রাণাং স্বরসং পৃথক্ ॥
জম্বীর শৃঙ্গবেরস্ত রসং দত্ত্বা সমং সমম্।
কটুতৈলস্ত পাত্রস্ত শোধয়িত্বা পচেদ্ ভিষক্ ॥
রজনীদ্বয় মঞ্জিষ্ঠা কট্‌ফলং কৃষ্ণজীরকম্।
ত্রিকটু পিপ্পলীমূলং শারিবে দ্বে বিড়ঙ্গকম্॥
রাস্না দারু বলা নিম্বং মুস্তকং চন্দনং তথা।
পরশূ র্ঘো সূহীমূলং মূর্ব্বাপামার্গমূলকম্॥
স্বরস দ্রব্যমেতেষাং কল্কং দত্ত্বা তু পাদিকম্।
মৃৎপাত্রে সুদৃঢ়ে চৈব পাচয়েত্তীব্রবহ্নিনা॥
বলাসমূর্দ্ধগঞ্চৈব নাশয়েৎ ত্রিদিনাদ্ ধ্রুবম্।
মুখকর্ণাক্ষিরোগাংশ্চ কফশোণিতসংস্রবান্॥
শিরোরোগং সন্নিপাতং শ্লীপদং গলগণ্ডকম্।
অভ্যঙ্গান্নাশয়েদেতান্ পানাৎ কাসং ব্যপোহতি॥
কালাগ্নিরুদ্রেণ প্রোক্তং রুদ্রতৈলমিদং পুরা॥ ২৭॥

রুদ্রতৈল—কটুতৈল ।৬ সের। জয়পালপত্র, বলুঘসিয়াপত্র, ধুতুরাপত্র; সজিনাপত্র, সিদ্ধিপত্র, হুড়হুড়েরপত্র ও আকন্দপত্র; ইহাদের প্রত্যেকের রস ।৬ সের। গোঁড়ালেবুর রস ।৬ সের ও আদার রস ।৬ সের। কল্কার্থ—হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা কট্‌ফল, কৃষ্ণজীরা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, অনন্তমূল, শ্যামালতা, বিড়ঙ্গ, রাস্না, দেবদারু, বেড়েলা, নিমছাল, মুথা, রক্তচন্দন, কোদালিয়া, কুড়ুলিয়া, সিজমূল, মূর্ব্বামূল, আপাংমূল, শুক্মূলা, জয়পালমূল, বলুঘসিয়া, ধুতুরাপত্র, সজিনারছাল, সিদ্ধি, হুড়হুড়েপত্র আকন্দপত্র, গোঁড়ালেবুর মূল ও শুঠ; এই দ্রব্য সমভাগে মিলিত ／৪ সের। এই তৈল মর্দ্দনে উর্দ্ধগত শ্লেষ্মা, মুখ, নাসা ও চক্ষুরোগ এবং শিরোরোগ প্রভৃতি বিদূরিত হয়। ইহা পানে কাসরোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৭॥

নবলীনাং রসপ্রস্থং শিগ্রু ধুস্তুরয়োস্তথা।
বাসকস্ত রসপ্রস্থং তথা নিগুণ্ডীকার্কয়োঃ॥
দশমূল-রসপ্রস্থং করঞ্জবলয়োস্তথা।
পৃথগেতৈঃ পচেদ্ধীমান্ তৈলপ্রস্থঞ্চ সার্ষপম্॥
কল্কঃ কণা বলা শুণ্ঠী পিপ্পলীমূলচিত্রকম্।
কট্‌ফলং কনকং চব্যং জীরকং শতপুষ্পিকা
পুনর্নবা হরিদ্রা চ দেবদারু চ লাঙ্গলী।
শুষ্কমূলক-কুষ্ঠঞ্চ বাসকং কৃষ্ণজীরকম্॥
সুহ্যর্ক ক্ষীর জৈপাল মূলং নাগদলং তথা।
বিড়ঙ্গং সৈন্ধবং ক্ষারং চন্দনং শিগ্রুমুৎপলম্।
মরিচং মধুকং রাস্না শৃঙ্গী ব্যাঘ্রী বরুণকম্।
এতেষাং কার্ষিকৈঃ কল্কৈর্বিপচেৎ পাকবিদ্ভিষক্।
অভ্যঙ্গাৎ শ্লৈষ্মিকং হন্তি পানাৎ কাসং ব্যপোহতি
শ্বয়থূদরং শূলং শিরোরোগং সুদুস্তরম্॥
শিরঃশূলং নেত্রশূলং কর্ণশূলঞ্চ দারুণম্।
ত্রয়োদশ সন্নিপাতান্ বাতশ্লেষ্ম-গলগ্রহান্॥
ক্ষকজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব তথৈব সন্নিপাতিকম্।
সর্ব্বং শোথং নিহন্ত্যেব জ্বরং প্লীহানমেব চ॥
শ্লেষ্মরোগং নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা।
তপ্তরাজমিদং তৈলমূর্দ্ধজত্রুগদাপহম্॥ ২৮॥

তপ্তরাজতৈল—কটুতৈল ／৪ সের। নোয়াড়, সজিনা, ধুতুরা, বাসক, নিসিন্দা, আকন্দ, দশমূল, করঞ্জ ও বেড়েলা; ইহাদের প্রত্যেকের রস ／৪ সের। কল্কার্থ—পিপুল, বেড়েলা, শুঠ, পিপুলমূল, চিতামূল, কট্‌ফল, ধুতুরা, চই, জীরা, শুল্‌ফা, পুনর্নবা, হরিদ্রা, দেবদারু, ঈষলাঙ্গলা, শুষ্কমূলা, কুড়, দুরালভা, কৃষ্ণজীরা, সিজেরক্ষীর, আকন্দেরক্ষীর, জয়পালমূল, নাগদনা, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, যবক্ষার, রক্তচন্দন, সজিনামূল, নীলোৎপল, মরিচ, যষ্টিমধু, রাস্না, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কণ্টকারী ও বরুণছাল; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই তৈল দ্বারা শিরোরোগ, কর্ণশূল, নেত্রশূল এবং ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত ও বাতশ্লেষ্মরোগ ও অন্যান্য নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ২৮॥

তপ্তরাজতৈলম্।

ধুস্তুরং পুতিকং পীতা জয়ন্তী সিন্ধুবারকম্।
শিরীষং হিজ্জলং শিগ্রু দশমূলং সমং ভবেৎ॥
প্রস্থং প্রস্থং সমাদায় কটুতৈলং সমাংসকম্।
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্॥
গোমূত্রকাঢ়কং দত্ত্বা শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ।

মদনং ত্র্যূষণং কুষ্ঠমজাজী বিষভেষজম্।
কট্‌ফলং বরুণং মুস্তং হিঙ্গুলং বিল্বমেব চ।
হরিতালং জবাপুষ্পমমৃতং কুনটী তথা॥
কর্কটং চন্দনং শিগ্রু যমানি ব্যাঘ্রপাদপি।
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈঃ সমভাগং প্রকল্পয়েৎ॥
ভূতরাজমিতি খ্যাতং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্।
সন্নিপাতং মহাঘোরং শিরোরোগং মহোত্তরম॥
শিরঃশূলং নেত্রশূলং কর্ণশূলঞ্চ দারুণম্।
জ্বরং দাহং মহাঘোরং স্বেদঞ্চৈব মহোত্তরম্॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ হলীমকং সপীনসম্।
ত্রয়োদশ সন্নিপাতং হন্তি সদ্যো ন সংশয়ঃ॥ ২৯॥

ভূতরাজতৈল—কটুতৈল ⁄৪ সের। ক্বাথার্থ ধুতুরা, ডহরকরঞ্জ, ঝাটী, জয়ন্তী, নিসিন্দা, শিরীষ, হিঙ্গল, সজিনা ও দশমূল, (দশমূল সমভাগে মিলিত দুইসের) এই ৯টী দ্রব্যের প্রত্যেকের ⁄২ সের, জল ৬৪ সের শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ—মদনফল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, কুড়, কৃষ্ণজীরা, শুঠ, কট্‌ফল, বরুণছাল, মুথা, হিঙ্গল, বেলশুঠ, হরিতাল, জবাপুষ্প, বিষ, মনঃশিলা, কাঁকড়া শৃঙ্গী, রক্তচন্দন, সজিনার ছাল, যমানী ও বঁইচি মূল, ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই তৈল ব্যবহারে সন্নিপাতজ, শিরোরোগ, শিরঃশূল, নেত্রশূল ও কর্ণশূল প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে॥ ২৯॥

বৃহৎকিঙ্কিনীতৈলম্।

কিঙ্কিনী প্রস্থমেকঞ্চ প্রস্থং সহচরস্য চ।
কৃষ্ণধুস্তূরকপ্রস্থং প্রস্থঞ্চ সিন্ধুবারকম্॥
পচেৎ পাত্রং জলং দত্ত্বা পাদশেষং সমুদ্ধরেৎ।
তৈলপ্রস্থং বিপক্তব্যং দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ॥
যষ্টি কণা পয়োদঞ্চ গন্ধকং কুষ্ঠমেব চ।
সমুদ্রান্তা তথা শৃঙ্গীর্ণকিঙ্কিনীবীজ হেমকম্॥
রাস্না মধুরিকা ঝিণ্টীমূলমীশ্বরমেব চ।
বিষমাধক মঞ্জিষ্ঠা শোভাঞ্জনত্বচং তথা॥
এষাং কর্ষদ্বয়ঞ্চৈব পিষ্ট্বা চাত্র সমাবপেৎ।
নিহন্তি পুতিকর্ণঞ্চ কর্ণস্রাবং সকণ্ডুকম্॥
কর্ণনাদং কর্ণশোথং বাধির্য্যং দারুণং তথা।
শিরোরোগং নেত্ররোগং নস্যাভ্যঙ্গং গণ্ডূষম্॥ ৩০॥

বৃহৎকিঙ্কিনীতৈল—কটুতৈল ⁄৪ সের। ক্বাথার্থ—বঁইচ ⁄২ সের, জল ।৬ সের, শেষ ⁄৪ সের; কৃষ্ণধুতুরা ⁄২ সের, জল ।৬ সের, শেষ ⁄৪ সের, নিসিন্দা ⁄২ সের, জল ।৬ সের, শেষ ⁄৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, পিপুল, মুথা, গন্ধক, কুড়, দুরালভা, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বঁইচ, ধুতুরাবীজ, রাস্না, মৌরী, ঝাঁটিমূল, ঈষলাঙ্গলামূল, বিষমাধুক (বিগমা), মঞ্জিষ্ঠা ও সজিনাছাল, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। এই তৈল প্রয়োগে পুতিকর্ণ, কর্ণস্রাব, কর্ণনাদ, কর্ণশোথ, বধিরতা, শিরোরোগ ও নেত্ররোগ প্রভৃতি দূরীভূত হয়॥ ৩০॥

অর্দ্ধনাড়ীনাটকেশ্বরঃ।

বরাটং টঙ্কনং শুদ্ধং পঞ্চভাগ সমন্বিতম্॥
নবভাগং মরিচস্য বিষভাগত্রয়ং মতম্॥
দুগ্ধেন বটিকাং কৃত্বা নস্যং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
শিরোবিকারান্ বিবিধান্ হন্তি শ্লেষ্মোত্তরানপি॥ ৩১

অর্দ্ধনাড়ীনাটকেশ্বর—কড়িভস্ম ও সোহাগার খই প্রত্যেকে ২৷৷০ ভাগ এবং মরিচ ৯ ভাগ একত্রে নাড়ীদুগ্ধদ্বারা বাটিয়া বটিকা করতঃ উক্ত দুগ্ধে ঘষিয়া নস্য প্রদান করিলে নানা প্রকার শিরোরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩১॥

শিরঃশূলাদ্রিবজ্ররসঃ।

পলং রসং পলং গন্ধং পলং লৌহং পলং রবিঃ।
গুগ্‌গুলোঃ পলচত্বারি তদর্দ্ধং ত্রিফলারজঃ॥
কুষ্ঠং মধুকর্ণাশুঠী গোক্ষুরং ক্রিমিনাশনম্।
দশমূলঞ্চ প্রত্যেকং তোলকং বস্ত্রপেষিতম্॥
ক্বাথেন দশমূল্যাশ্চ যথাস্বং পরিভাবয়েৎ।
ঘৃতযোগাৎ প্রকর্ত্তব্যা মাষিকা বটিকা শুভা॥
ছাগী দুগ্ধানুপানেন পয়সা মধুনাথবা।
শিরঃশূলাদ্রিবজ্রোঽয়ং চণ্ডনাথেন ভাষিতঃ॥
একজং দ্বন্দ্বজঞ্চৈব ত্রিদোষজনিতং তথা।
বাতিকং পৈত্তিকং সর্ব্বং শিরোরোগং বিনাশয়েৎ॥৩২

শিরঃশূলাদ্রিবজ্ররস—পারদ ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, বিশুদ্ধ তাম্র ৮ তোলা, গুগ্‌গুলু ৩২ তোলা, হরীতকী, আমলকী ও বহেড়াচূর্ণ সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা

এবং কুড়, যষ্টিমধু, পিপুল, শুঠ, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ ও দশমূল; এই ১৬ প্রকার দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা একত্রে লইয়া দশমূলের কাথে সাতবার ভাবনা দিয়া ঘৃতসহযোগে দুই আনা পরিমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ ছাগীদুগ্ধ শীতল জল অথবা মধুর সহিত সেবন করিলে একজ, দ্বন্দ্বজ ও ত্রিদোষজনিত সর্ব্বপ্রকার শিরোরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩২॥

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররসঃ।

গন্ধকং পারদং চাভ্রং ত্র্যূষণং জীরকদ্বয়ম্।
শটী শৃঙ্গী যমানী চ পুষ্করং রামঠং তথা॥
সৈন্ধবং যাবশূকঞ্চ টঙ্কনং গজপিপ্পলী।
জাতীকোষাজমোদা চ লৌহং বাস লবঙ্গকম্॥
ধুস্তূরবীজং জৈপালং কট্‌ফলং চিত্রকং তথা।
প্রত্যেকং কার্ষিকঞ্চৈষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ॥
পাষাণে বিমলে পাত্রে ঘৃষ্টং পাষাণমুদ্গরৈঃ।
বিল্বমূলরসং দত্ত্বা চার্কং চিত্রক দণ্ডিকা॥
শিখরী কাঞ্জিকা বাসা নির্গুণ্ডী গণিকারিকা।
ধুস্তুর কৃষ্ণজীরঞ্চ পারিভদ্রক পিপ্পলী॥
কণ্টকার্য্যাদ্র্রয়োশ্চৈব মূলাদ্যেতানি দাপয়েৎ॥
এষাং মূলরসং দত্ত্বা ঘৃষ্টমাতপশোষিতম্॥
গুঞ্জাপ্রমাণাং বটিকাং কারয়েৎ কুশলো ভিষক্।
চতুর্ব্বিধবটীং খাদেন্নিত্যমার্দ্রকবারিণা॥
উষ্ণতোয়ানুপানেন শ্লেষ্মব্যাধিং ব্যপোহতি।
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চৈব শিরোরোগান্ সুদারুণান্॥
প্রমেহান্ বিংশতিঞ্চৈব পঞ্চগুল্ম-নিসূদনম্।
উদরাণ্যগ্নিবৃদ্ধিঞ্চাপ্যামবাতবিনাশনম্॥
পঞ্চপাণ্ড্বাময়ান্ হন্তি ক্রিমিষ্ঠৌল্যাময়াপহম্।
সোদাবর্ত্তং জ্বরং কুষ্ঠং গাত্রকণ্ড্বাময়াপহম্॥
যথা শুষ্কেন্ধনে বহ্নিস্তথা বহ্নিবিবর্দ্ধনঃ।
শ্লেষ্মাময়িকৃপাহেতো রসেন্দ্রো মুনিভাষিতঃ॥
শ্লেষ্মশৈলেন্দ্রকো নাম রসেন্দ্র-গুড়িকা স্মৃতা॥ ৩০॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং শিরোরোগাধিকারঃ।

শ্লেষ্মশৈলেন্দ্ররস—গন্ধক, পারদ, অভ্র, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী যমানী, কুড়, হিঙ, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সোহাগা, গজপিপ্পলী, জয়িত্রী, বনযমানী, লৌহ, দুরালভা, লবঙ্গ, ধুতুরাবীজ, জয়পালবীজ, কট্‌ফল ও চিতামূল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা। এই গুলি একত্রে প্রস্তরপাত্রে প্রস্তরদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন করিয়া বিল্বমূল, আকন্দ, চিতা, দন্তীমূল, আপাং, জীবন্তী, বাসক, নিসিন্দা, গণিয়ারী, ধুতুরাপত্র, কৃষ্ণজীরা, পালিধামাদার, পিপুল, কণ্টকারী ও আদা; ইহাদের প্রত্যেকের রসে সাতবার করিয়া ভাবনা দিয়া এক রতি পরিমিত বটিকা করিবে। ইহা আদার রস অথবা উষ্ণ জলসহ সেবনে শিরোরোগ ও কফরোগ প্রভৃতি নষ্ট হয়॥ ৩৩॥

ইতি শিরোরোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ স্ত্রীরোগাধিকারঃ।

তত্রাদৌ প্রদর-চিকিৎসামাহ।

দধ্না সৌবর্চ্চলাজাজী মধুকং নীলমুৎপলম্।
পিবেৎ ক্ষৌদ্রযুতং নারী বাতাসৃগ্দরপীড়িতা॥ ১॥

স্ত্রীরোগ চিকিৎসা।

বাতিক প্রদররোগে দধি ৬ তোলা, সচললবণ ৵০ আনা, জীরা ।০ আনা, যষ্টিমধু ।০ আনা, নীলোৎপল ।০ আনা ও মধু ॥০ অৰ্দ্ধ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্র বাটিয়া পান করিবে॥ ১॥

পিবেদৈণেয়কং রক্তং শর্করা মধুসংযুতম্।
কুশমূলং সমুদ্ধৃত্য পেষয়েত্তণ্ডুলাম্বুনা॥
এতৎ পীত্বা ত্র্যহান্নারী প্রদরাৎ পরিমুচ্যতে॥ ২।

হরিণের রক্ত, চিনি ও মধুর সহিত পান করিলে বহুস্রাবযুক্ত পৈত্তিক রক্তপ্রদর রোগ নিবারিত হয়।

কুশমূল, তণ্ডুল জলদ্বারা বাটিয়া পান করিলে তিন দিবসের মধ্যে প্রদর রোগ আরোগ্য হয়॥২॥

দার্ব্ব্যাদিঃ।

দার্ব্বীরসাঞ্জন বৃষাব্দ কিরাতবিল্ব ভল্লাতকৈরবকৃতো

মধুনা কষায়ঃ। পীতো জয়ত্যতিবলং প্রদরং সশূলং
পীতাসিতারুণ-বিলোহিত-নীল-শুক্লম্ ॥ ৩ ॥

দার্ব্ব্যাদি—দারুহরিদ্রা, রসাঞ্জন, বাসকমূলের ছাল, মুথা, চিরতা, বেলশুঠ ও ভেলা; এই সকলের ক্বাথ মধু সহযোগে পান করিলে শূল-সংযুক্ত পীত, কৃষ্ণ, লোহিত, নীল ও শুক্লবর্ণ প্রদর বিনষ্ট হয় ॥ ৩ ॥

অশোক বল্কল-ক্বাথং শৃতং দুগ্ধং সুশীতলম্।
যথাবলং পিবেৎ প্রাতস্তীব্রাসৃগ্দরনাশনম্ ॥ ৪ ॥

অশোকমূলের ছাল ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা ও জল ৬৪ তোলা একত্র পাক করিয়া দুগ্ধ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে প্রদর-রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

ক্ষৌদ্রযুক্তং ফলরসং কোটোড়ুম্বরজং পিবেৎ।
অসৃগ্দর বিনাশায় সশর্করপয়োঽন্নভুক্ ॥
প্রদরং হন্তি বলায়া মূলং দুগ্ধেন সংযুতং পীতম্।
কুশবাট্যালক মূলং তণ্ডুলসলিলেন রক্তাখ্যম্ ॥ ৫ ॥

মধুর সহিত যজ্ঞডুমুরের রস পান করিলে এবং চিনি ও দুগ্ধের সহিত অন্ন ভোজন করিলে প্রদর রোগ বিনষ্ট হয়।

বেড়েলার মূল জলে বাটিয়া দুগ্ধ সহ পান করিলে অথবা কুশেরমূল ও বেড়েলার মূল একত্র বাটিয়া তণ্ডুল জল সহ পান করিলে রক্তপ্রদর বিনষ্ট হয় ॥ ৫ ॥

গুড়েন বদরীচূর্ণং মোচমাম্বং তথা পয়ঃ।
পীতা লাক্ষা চ সঘৃতা পৃথক্ প্রদরনাশনম্ ॥
রক্তপিত্ত বিধানেন প্রদরাংশ্চাপ্যুপাচরেৎ।
রক্তাতিসারবচ্চাথ রক্তার্শোবত্তথৈব চ ॥
অসৃগ্দরে বিশেষেণ কুটজাষ্টক ইষ্যতে।
রোহীতক মূল-কল্কং পাণ্ডুরেঽসৃগ্দরে পিবেৎ।
জলেনামলকীবীজকল্কংবা সসিতামধু। ৬ ॥

গুড়ের সহিত বদরীচূর্ণ, কচিকদলীফল চূর্ণ, দুগ্ধ অথবা ঘৃত মিশ্রিত লাক্ষাচূর্ণ সেবনে প্রদররোগ বিনষ্ট হয়।

রক্তপিত্ত, রক্তাতীসার কিম্বা রক্তার্শঃরোগের চিকিৎসার ন্যায় রক্তপ্রদরের চিকিৎসা করিবে রক্তপ্রদরে, অতীসারোক্ত কুটজাষ্টক বিশেষ উপকারী।

রোহিত বৃক্ষের মূলেরছাল বাটিয়া চিনি ও মধুর সহিত অথবা আমলকী বীজের শাঁস জলে বাটিয়া চিনি ও মধুর সহিত সেবন করিলে পাণ্ডুপ্রদর বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

ধাতক্যাশ্চাক্ষমাত্রঃ বা আমলক্যা মধুদ্রবম্।
কাকজঙ্ঘকমূলং বা মূলং কার্পাসমেব বা
পাণ্ডুপ্রদরশান্ত্যর্থং পিবেত্তণ্ডুলবারিণা।
শর্করা মধুকং শুণ্ঠী তৈলং দধি চ তৎসমম্ ॥
খজেন মথিতং পীতং হন্যাদ্বাতোত্থিতং রজঃ।
বাসক স্বরসং পিত্তে গুড়ূচ্যা স্বরসমেব বা ॥
ধাত্রীরসং সিতাযুক্তং যোনিদাহাপহং পিবেৎ ॥
ভূম্যামলকচূর্ণন্তু পীতং তণ্ডুলবারিণা।
দিনত্রয়ান্তরেণৈব স্ত্রীরোগং নাশয়েদ্ ধ্রুবম্ ॥ ৭ ॥

পাণ্ডুপ্রদর শান্তির নিমিত্ত ধাইফুল বা আমলকী ২ তোলা বাটিয়া মধুর সহিত অথবা কাকজঙ্ঘার মূল বা কার্পাস মূল বাটিয়া তণ্ডুল জলের সহিত ভক্ষণ করিতে দিবে।

চিনি, যষ্টিমধু, শুঠ, তৈল ও দধি সমভাগে লইয়া একত্র করিয়া মন্থন পূর্ব্বক সেবন করিলে বাতজপ্রদর বিনষ্ট হয়।

বাসকের স্বরস বা গুড়ূচীর স্বরস পান করিলে পৈত্তিক প্রদর নষ্ট হয়। আমলকীররস চিনি সহযোগে পান করিলে যোনিদাহ বিনষ্ট হয়

ভূম্যামলকীর চূর্ণ, তণ্ডুল জলের সহিত সেবনে ৩ দিনের মধ্যে স্ত্রীরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥

অশোকঘৃতম্।

অশোক বল্কল প্রস্থং তোয়াঢ়ক-বিপাচিতম্।
পাদশেষেন ঘৃতপ্রস্থং জীরক ক্বাথসংযুতম্ ॥
তণ্ডুলাম্বু তথাক্ষীরং ঘৃততুল্যং প্রদাপয়েৎ।
তথৈব কেশরাজস্য প্রস্থমেকং ভিষগ্বরঃ ॥
জীবনীয়ৈঃ পিয়ালৈশ্চ পরূষৈঃ সরসাঞ্জনৈঃ।
যষ্ট্যাহ্বাশোকমূলঞ্চ মৃদ্বিকা চ শতাবরী ॥
তণ্ডুলীয়কমূলঞ্চ কল্কৈরেভিঃ পলার্দ্ধকৈঃ।
শর্করায়াঃ পলান্যষ্টৌ সিদ্ধশীতে প্রদাপয়েৎ ॥
পীতমেতদ্ঘৃতং হন্তি সর্ব্বদোষসমুদ্ভবম্।

শ্বেতং নীলং তথা কৃষ্ণং প্রদরং হন্তি দুস্তরম্॥
কুক্ষিশূলং কটিশূলং যোনিশূলঞ্চ সর্ব্বগম্॥
মন্দাগ্নিমরুচিং পাণ্ডুং কৃশতাং শ্বাসকাসকম্॥
আয়ুঃপুষ্টিকরং বল্যং বলবর্ণ-প্রসাদনম্।
দেয়মেতৎ পরং সর্পিবিষ্ণুনা পরিকীর্ত্তিতম্॥ ৮

অশোকঘৃত—গব্যঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—অশোকমূলের ছাল /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের; জীরা /২, সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের; তণ্ডুলজল /৪ সের; ছাগদুগ্ধ /৪ সের; কেশুরিয়ার রস /৪ সের। কল্কার্থ—জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পিয়ালবীজ, পরূষফল, রসাঞ্জন, যষ্টিমধু, অশোকমূল, কিস্‌মিস্, শতমূলী ও খুদেনটের মূল; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। এই সকল দ্রব্য দ্বারা যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে ৬৪ তোলা চিনি উহার সহিত মিশ্রিত করিবে। ইহা উষ্ণদুগ্ধ সহ পান করিলে সর্ব্বদোষাদ্ভুত শ্বেত, নীল ও কৃষ্ণপ্রদর ও অন্যান্য নানাপ্রকার স্ত্রীরোগ নষ্ট হয় এবং আয়ুঃ পুষ্টি ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ৮

ন্যগ্রোধাদ্যং ঘৃতম্।

ন্যগ্রোধাশ্বত্থপার্থাম্রতবৃষকটুকা প্লক্ষজম্বুপিয়ালাঃ শ্যোনাকোড়ুম্বরাখ্যামধুকতরুবলাবেতসং কেন্দুনীপৌ। রোহীতং পীতসারং বিধিবিহিতমন্তং সর্ব্বমেষাং তরূণাং প্রত্যেকং বল্কলং তন্মুগপলমখিলং ক্ষোদয়িত্বা ভিষগ্‌ভিঃ। ক্বাথ্যং দ্রোণাম্ভসা তদ্দৃঢ়বিমলকটাহেহপিপাদাবশেষং সর্পিঃ প্রস্থং পাচ্যং পচনকুশলিনা মন্দমন্দানলেন। প্রস্থং ধাত্রীরসানাং বিধিবিহিতজলপ্রস্থমেকঞ্চ শালের্দত্ত্বা প্রকল্ক কল্কং মধুকমপি মধোঃ পুষ্পখর্জ্জুরদার্ব্বী। জীবন্তী কাশ্মরীণাং ফলমপি চ বিধানেন কাকোলী যুগ্মং রক্তাখ্যং চন্দনং যত্তদপরমমলং চাঞ্জনং শারিবা চ॥

ন্যগ্রোধাদ্যং ঘৃতং হ্যেতদ্ দেহং প্রাপ্যামৃতায়তে।
দুস্তরং প্রদরং হন্তি নীলং রক্তং সিতাসিতম্॥
যোনিশূলং কুক্ষিশূলং বস্তিশূলং সুদুঃসহম্।
অঙ্গদাহং যোনিদাহমক্ষি কুক্ষি ভবঞ্চ যম্॥
মন্দদৃষ্টিমরুক্পাণ্ডং তিমিরং বাতসম্ভবম্।
আধ্মানানাহ শূলঘ্নং বাতপিত্ত প্রকোপজিৎ॥
অম্লপিত্তঞ্চ পিত্তঞ্চ যোনিরোগং বিনাশয়েৎ।
দৃষ্টিপ্রসাদ জননং বলবর্ণাগ্নিকারকম্॥
"পৈত্তিকে।"॥ ৯

ন্যগ্রোধাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—যষ্টিমধু, মউল, পিণ্ডখর্জ্জুর, দারুহরিদ্রা, জীবন্তীফল, গাম্ভারীফল, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, রক্তচন্দন, শ্বেতচন্দন, রসাঞ্জন ও অনন্তমূল; ইহাদের প্রত্যেকের ৬ তোলা। ক্বাথার্থ—বট, অশ্বথ, অর্জ্জুন, গুলঞ্চ, বাসক, কট্‌কী, পাকুড়, জাম, পিয়াল, শোনা, যজ্ঞডুমুর, মউল, বেড়েলা, বেত, গাব, কদম, রোহিতক ও শাল; ইহাদের প্রত্যেকের ছাল ১৬ তোলা, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। শালিধান্য /২ সের, জল ।৬ সের, শেষ /৪ সের। আমলকীররস /৪ সের। এই ঘৃত যথানিয়মে পাক করিয়া উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিলে নীল, রক্ত, শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ প্রদর এবং অন্যান্য বিবিধ রোগ নষ্ট হয়॥ ৯॥

চন্দনাদিচূর্ণম্।

চন্দনং নলদং লোধ্রমুশীরং পদ্মকেশরম্।
নাগপুষ্পঞ্চ বিল্বঞ্চ ভদ্রমুস্তঞ্চ শর্করা।
হ্রীবেরঞ্চৈব পাঠা চ কুটজস্য ফলত্বচম্।
শৃঙ্গবেরং সাতিবিষা ধাতকী চ রসাঞ্জনম্॥
আম্রাস্থি জম্বুসারাস্থি তথা মোচরসোদ্ভবঃ।
নীলোৎপলং সমঙ্গা চ সূক্ষ্মেলা দাড়িমোদ্ভবম্॥
চতুর্ব্বিংশতিমেতানি সমভাগানি কারয়েৎ।
তণ্ডুলোদক-সংযুক্তং মধুনা সহ যোজয়েৎ॥
চতুঃপ্রকারং প্রদরং রক্তাতীসার মুল্বণম্।
রক্তার্শাংসি নিহন্ত্যাশু ভাস্করস্তিমিরং যথা॥
অশ্বিন্যোঃ সম্মতো যোগো রক্তপিত্তনিবর্হণঃ।
"এতানি চূর্ণানি সমভাগানি একীকৃত্য মাষকচতুষ্টয়ং তণ্ডুলোদকেন মধুনা চ সহ যোজয়েৎ"॥ ১০

চন্দনাদিচূর্ণ—রক্তচন্দন, জটামাংসী, লোধ, বেণারমূল, পদ্মকেশর, নাগেশ্বর, বেলশুঁঠ, মুথা, চিনি, বালা, আকনাদি, ইন্দ্রযব, কুড়্‌চিছাল, শুঁঠ, আতইষ, ধাইফুল, রসাঞ্জন, আম্রবীজের শাস

জামবীজের শাঁস, মোচরস, নীলোৎপল, বরাহ ক্রান্তা, ছোটএলাইচ ও দাড়িমের ছাল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা। এই সকল চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া অর্দ্ধ তোলা বা সিকি-তোলা মাত্রায় তণ্ডুলজল ও মধুসহ সেবন করিলে চতুর্ব্বিধ প্রদর ও অন্যান্য নানাবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১০॥

প্রদরারিলৌহঃ।

বৎসকস্ত তুলাং সম্যগ্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
অষ্টভাগাবশিষ্টন্তু কষায়মবতারয়েৎ॥
বস্ত্রপূতে ঘনীভূতে দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ।
সমঙ্গা শাল্মলং পাঠা বিল্বং মুস্তঞ্চ ধাতকী॥
অরুণা ব্যোমকং লৌহং প্রত্যেকস্ত পলং পলম্।
কোলমাত্রং প্রযুঞ্জীত কুশমূলং পয়োহনু॥
শ্বেতং রক্তং তথা নীলং পীতং প্রদর দুস্তরম্।
কুক্ষিশূলং কটিশূলং দেহশূলঞ্চ সর্ব্বগম্॥
প্রদরারিরয়ং লৌহো হন্তি রোগান্ সুদুস্তরান্।
আয়ুঃপুষ্টিকরশ্চৈব বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনঃ॥ ১১

প্রদরারিলৌহ—কুড়্চিছাল ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ /৮ সের। এই ক্বাথ ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিতে থাকিবে এবং পাক গাঢ় হইয়া আসিলে বরাহক্রান্তা, মোচরস, আকনাদি, বেলশুঠ, মুথা, ধাইফুল, আতইষ, অভ্র ও লৌহ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া আলোড়নপূর্ব্বক নামাইবে। কুশমূল পেষণ করিয়া জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেই জলসহযোগে এই ঔষধ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে শ্বেত, রক্ত, নীল ও পীতবর্ণ প্রদর এবং কুক্ষিশূলাদি উপসর্গ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১১॥

পুষ্যানুগং চূর্ণম্।

পাঠা জম্বাম্রয়োর্ম্মধ্যং শিলাভেদং রসাঞ্জনম্।
অম্বষ্ঠকী মোচরসঃ সমঙ্গা পদ্মকেশরম্॥
বাহ্লীকাতিবিষা মুস্তং বিল্বং লোধ্রং সগৈরিকম্।
কট্ফলং মরিচং শুণ্ঠী মৃদ্বীকা রক্তচন্দনম্॥
কট্বঙ্গবৎসকানন্তা ধাতকী মধুকার্জ্জুনম্।
পুষ্যেণোদ্ধৃত্য তুল্যানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
তানি ক্ষৌদ্রেণ সংযোজ্য পায়য়েত্তণ্ডুলাম্বুনা।
অর্শঃসু চাতিসারেষু রক্তং যচ্চোপবেশ্যতে॥
চূর্ণং পুষ্যানুগং নাম হিতমাত্রেয় পূজিতম্।
অম্বষ্ঠা দক্ষিণে খ্যাতা গুরুস্ত্যস্তে তু লক্ষণাঃ॥ ১২

পুষ্যানুগ চূর্ণ—আকনাদি, জামের আঁটির শাঁস, আমের আঁটির শাঁস, মনঃশিলা, মেদ, রসাঞ্জন, অম্বষ্ঠকী (অভাবে আকনাদি) মোচরস, বরাহক্রান্তা, পদ্মকেশর, কুঙ্কুম, আতইষ, মুথা, বেলশুঠ, লোধ, গেরিমাটী, কটফল, মরিচ, শুঠ, কিস্‌মিস্, রক্তচন্দন, শোনাছাল, ইন্দ্রযব, অনন্তমূল, ধাইফুল, যষ্টিমধু ও অর্জ্জুনছাল; এই সকল দ্রব্য পুষ্যানক্ষত্রে উদ্ধৃত করিয়া সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক চূর্ণ করিয়া লইবে। এই চূর্ণ দুই আনা মাত্রায় তণ্ডুলজল সহ সেবন করিলে নানাবিধ প্রদর ও অন্যান্য বিবিধ রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১২॥

শীতকল্যাণকং ঘৃতম্।

কুমুদং পদ্মকোশীরং গোধূমং রক্তশালয়ঃ।
মুদ্গপর্ণী পয়স্যা চ কাশ্মরী মধুযষ্টিকা॥
বলাতিবলয়োর্ম্মূলমুৎপলং তালমস্তকম্।
বিদারী শতপুত্রী চ শালপর্ণী সজীরকা।
ফলং ত্রপুষবীজানি প্রত্যগ্রং কদলীফলম্।
এষামর্দ্ধপলান্ ভাগান্ গব্যক্ষীরং চতুর্গুণম্।
পানীয়ং দ্বিগুণং দত্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
প্রদরে রক্তগুল্মে চ রক্তপিত্তে হলীমকে।
বহুরূপঞ্চ যৎ পিত্তং কামলায়াঞ্চ শোণিতে।
অরোচকে জ্বরে জীর্ণে পাণ্ডুরোগে মদে ভ্রমে।
তরুণী মল্লিপুষ্পা চ যা চ গর্ভং ন বিন্দতি।
অহন্যহনি চ স্ত্রীণাং ভবতি প্রীতিবর্দ্ধনম্। ১৩

শীতকল্যাণক ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ-কুমুদপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, বোণার মূল, গোধূম, রক্তশালি, মুগানি, ক্ষীরকাকোলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলেমূল, নীলোৎপল, তালের মাতী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, শালপানি, জীরা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কাঁকুড়বীজ ও কচি কলা; ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা। পাকার্থ-গব্যদুগ্ধ ।৬ সের ও জল /৮ সের। এই

ঘৃত অর্দ্ধ তোলা পরিমাণে লইয়া উষ্ণ দুগ্ধসহ পান করিলে প্রদর, রক্তগুল্ম ও রক্তপিত্তাদি রোগ আরোগ্য হয় ॥ ১৩ ॥

মধুকাদ্যবলেহঃ।

মধুকং চন্দনং লাক্ষা রক্তোৎপলরসাঞ্জনম্।
কুশবীরণয়োর্মূলং বলা-বাসকয়োস্তথা॥
কোলমজ্জাম্বুদং বিল্বং পিচ্ছা দার্ব্বী চ ধাতকী।
অশোকবল্কলং দ্রাক্ষা জবাকুসুমমস্ফুটম্।
আম্রজম্বু কিশলয়ং কোমলং নলিনীদলম্।
শতমূলী বিদারী চ রজতং লৌহমভ্রকম্॥
এষাং কোলমিতং চূর্ণং দ্বিগুণা সিতশর্করা।
বরীবসস্ত প্রস্থার্দ্ধে পচেন্মন্দেন বহ্নিনা॥
ঘনীভূতে ক্ষিপেচ্চূর্ণং শীতীভূতে পলং মধু।
মধুকাদ্যবলেহোঽয়ং মহাদেবেন ভাষিতঃ।
হন্ত্যয়ং প্রদরং হন্তি নানাবর্ণং সবেদনম্।
যোনিশূলং কুক্ষিশূলং বস্তিশূলং সুদুঃসহম্॥
রক্তাতিসারং রক্তার্শো রক্তপিত্তং চিরোত্থিতম্।
মূত্ররোগানশেষাংশ্চ দাহং মোহং বমিং ভ্রমিম্॥
নাশয়েন্নাত্র সন্দেহো ভাস্করস্তিমিরং যথা॥ ১৪॥

মধুকাদ্যবলেহ—চিনি ৫২ তোলা ও শতমূলীর রস /২ সের একত্রে পাক করিবে এবং পাক শেষ হইয়া আসিলে যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, লাক্ষা, রক্তোৎপলেরমূল, রসাঞ্জন, কুশমূল, বেণারমূল, বেড়েলামূল, বাসকমূল, কুলআঁটির শাঁস, মুথা, বেলশুঁঠ, মোচরস, দারুহরিদ্রা, ধাইফুল, আশোক ছাল, কিস্মিস, জবাফুলের কুঁড়ি, কচি আমপত্র কচি জামপত্র, পদ্ম, শতমূলী, ভুমিকুষ্মাণ্ড, রৌপ্য ও অভ্র, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উহাতে নিঃক্ষেপ করতঃ উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে ৮ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে বেদনা ও নানা-বর্ণবিশিষ্ট দুঃসাধ্য প্রদর এবং যোনিশূলাদি রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

বাসাকষায়সহিতং রসভস্ম প্রয়োজিতম্।
প্রদরং হন্তি বেগেন সক্ষৌদ্রং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৫॥

বাসকের ক্বাথের সহিত মধু ও রসসিন্দুর সেবন করিলে প্রদররোগ দূর হয় ॥ ১৫ ॥

রক্তপিত্তহরঃ সর্ব্ব প্রদরে নূতনে বিধিঃ।
রক্তাতীসারযোগঞ্চ সর্ব্বমত্র প্রয়োজয়েৎ॥ ১৬ ॥

রক্তপিত্ত ও রক্তাতীসারের চিকিৎসার ন্যায় নূতন প্রদরের চিকিৎসা করিবে ॥ ১৬ ॥

উৎপলাদিঃ।

কন্দং রক্তোৎপলস্যাথ রক্তকার্পাসমূলকম্
করবীরস্য মূলানি তথা রক্তোড্রমূলকম্॥
বকুলস্য তথা মূলং গন্ধমাতৃক-জীরকৌ।
রক্তচন্দনকং চৈবং সমভাগঞ্চ কারয়েৎ॥
তণ্ডুলোদক-সংপিষ্টং রক্তমূত্রায় দাপয়েৎ।
যোনিশূলং কটিশূলং কুক্ষিশূলঞ্চ নাশয়েৎ॥
যোনিশূলহরঃ প্রোক্ত উৎপলাদির্ন সংশয়ঃ॥
*তণ্ডুলোদকেন গোলয়িত্বা পেয়ঃ॥ ১৭

উৎপলাদি—রক্তোৎপলের মূল, রক্তকার্পাসের মূল, করবীমূল, রক্তজবাবৃক্ষের মুল, বকুলমূল, গন্ধ-মাত্রা, জীরা ও রক্তচন্দন; সমভাগে লইয়া একত্র বাটিয়া লইবে। ইহা উপযুক্তমাত্রায় তণ্ডুলজলসহ সেবন করিলে রক্তমূত্র, যোনি শূল ও কুক্ষিশূলাদি বিনষ্ট হয় ॥ ১৭ ॥

মূলঞ্চ শরপুঙ্খায়াঃ পেষয়েত্তণ্ডুলাম্বুনা।
পীত্বা চ কর্ষমাত্রন্তু অতিরক্তং প্রশান্তয়েৎ॥ ১৮ ॥

শরপুঙ্খার মূল ২ তোলা, তণ্ডুলজল দ্বারা বাটিয়া সেবন করিলে রক্তস্রাব প্রশমিত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

যোনিব্যাপচ্চিকিৎসা।

যোনিব্যাপৎসু ভূয়িষ্ঠং শস্যতে কর্ম্ম বাতজিৎ।
বস্ত্যভ্যঙ্গ-পারষেক-প্রলেপাঃ পিচুধারণম্॥ ১৯॥

যোনিব্যাপৎরোগে বায়ুনাশক ক্রিয়া, বস্তি ক্রিয়া, তৈলাদিমর্দ্দন, সেচন ও প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে এবং ঔষধলিপ্ত তুলা বা বস্ত্রখণ্ড যোনিতে ধারণ করিতে দেবে ॥ ১৯ ॥

বচোপকুঞ্চিকাজাজী কৃষ্ণা বৃষক সৈন্ধবম্।
অজমোদাং যবক্ষারং চিত্রকং শর্করান্বিতম্॥
পিষ্ট্বা প্রসন্নয়ালোড্য খাদেত্তদ্ ঘৃতভর্জ্জিতম্।
যোনিব্যাপত্তি-হৃদ্রোগ-গুল্মার্শো-বিনিবৃত্তয়ে॥ ২০ ॥

বচ, কৃষ্ণজীরা, সূক্ষ্মজীরা, পিপুল, বাসক ছাল, সৈন্ধব, বনযমানী, যবক্ষার, চিত্রমূল ও চিনি; এই সকলদ্রব্য সমভাগে মিশ্রিত ২ তোলা একত্রে বাটিয়া প্রসন্না নামক মদিরার সহিত আলোড়ন করিয়া ২ তোলা ঘৃত দ্বারা সন্তলন করতঃ পান করিলে যোনিব্যাপৎ রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২০ ॥

গুড়ূচী ত্রিফলা দন্তীকাথৈশ্চ পরিষেচনম্।
নতবার্ত্তাকিনী কুষ্ঠসৈন্ধবামরদারুভিঃ॥
তৈলাৎ প্রসাধিতা কার্য্যঃ পিচুর্য্যোনৌ রুজাপহঃ॥ ২১

গুলঞ্চ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও দন্তী; ইহাদের কাথে যোনিসেচন এবং তগরপাদুকা, ভূকণ্টকারী, কুড়, সৈন্ধবলবণ ও দেবদারু; এই সকল দ্রব্যদ্বারা তৈল পাক করিয়া সেই তৈলে বস্ত্রখণ্ড সিক্ত করতঃ যোনিতে ধারণ করিলে যোনিব্যাপৎ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

পিত্তলানান্ত যোনীনাং সেকাভ্যঙ্গ-পিচুক্রিয়াঃ।
শীতাঃ পিত্তহরাঃ কার্য্যাঃ স্নেহনার্থং ঘৃতানি চ ॥ ২২॥

পিত্তলা নামক যোনিরোগে—সেচন, তৈলাদি মর্দ্দন, যোনিতে তৈলাক্ত বস্ত্রখণ্ড ধারণ, পিত্ত নাশক শীতল ক্রিয়া এবং ঘৃত উপকারী ॥ ২২ ॥

যোন্যাং বলাসদুষ্টায়াং সর্ব্বং রুক্ষোষ্ণমৌষধম্।
পিপ্পল্যা মরিচৈর্মাষৈঃ শতাহ্বাকুষ্ঠ-সৈন্ধবৈঃ॥
বর্ত্তিস্তুল্যা প্রদেশিন্যা ধার্য্যা যোনিবিশোধিনী ॥ ২৩ ॥

কফদুষ্টযোনিরোগে—সর্ব্বপ্রকার রুক্ষ এবং উষ্ণ ঔষধ প্রয়োগ করিবে। পিপুল, মরিচ, মাষ কলাই, শুলফা, কুড় ও সৈন্ধব; এই সকল দ্বারা তর্জ্জনী অঙ্গুলির ন্যায় বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ যোনিতে ধারণ করিলে যোনি বিশোধিত হয় ॥ ২৩ ॥

হিংস্রাকল্কন্তু বাতার্ত্তা কোষ্ণমভ্যজ্য ধারয়েৎ।
পঞ্চবল্কন্তু পিত্তার্ত্তা শ্যামাদীনাং কফোত্তরা॥
মূষিকমাংসসংযুক্তং তৈলমাতপভাবিতম্।
অভ্যঙ্গাৎ হন্তি যোন্যর্শঃ স্বেদস্তন্মাংসসৈন্ধবৈঃ ॥ ২৪ ॥

বাতলা যোনিতে বালাকড়ামমূল বাটিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত পূর্ব্বক ঈষদুষ্ণ করিয়া যোনিতে ধারণ করিবে। এইরূপ পিত্তলা যোনিতে বটাদি পঞ্চবৃক্ষের ছালের বর্ত্তি এবং কফযোনি রোগে শ্যামাদির বর্ত্তি ধারণ করিলে উপকার হয়।

তিলতৈল /১ সের ও মূষিক মাংস ১৬ তোলা একত্রে সূর্য্যকিরণে ৭ দিন পাক করতঃ যোনিতে মালিষ করিলে যোন্যর্শঃ বিনষ্ট হয়। এই ব্যাধিতে মূষিকমাংস ও সৈন্ধবলবণ একত্রে উষ্ণ করিয়া এরণ্ডপত্রে স্থাপন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা যোনিদেশে সেক দিবে ॥ ২৪ ॥

গোপিত্তে মৎস্যপিত্তে বা ক্ষৌমং সপ্তাহভাবিতম্।
মধুনাকিণ্বচূর্ণং বা দদ্যাদচরণাপহম্ ॥
স্রোতসাং শোধনং কণ্ডুক্লেদ-শোষহরঞ্চ তৎ।
বামিন্যাঃ পূতিযোন্যাশ্চ কর্ত্তব্যঃ স্বেদনোঽপি বা।
ক্রমঃ কার্য্যস্ততঃ স্নেহ-পিচুভিস্তর্পণং ভবেৎ।
শল্লকী জিঙ্গিনী জম্বুধবত্বক্ পঞ্চ পল্লবৈঃ॥
কষায়ৈঃ সাধিতঃ স্নেহ পিচুঃ স্যাদ্বিপ্লুতাপহঃ ॥ ২৫ ॥

সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড গোপিত্ত বা মৎস্যপিত্ত দ্বারা সপ্তাহকাল ভাবনা দিয়া যোনির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে কিম্বা সুরাবীজচূর্ণ, মধু সহযোগে যোনিতে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে অচরণা নামক যোনিরোগ দূর হয়।

বামিনী ও পূতযোনিরোগে—স্বেদ ও যোনিতে তৈলাপ্লুত তুলা প্রদান করিবে।

শল্লকী, জিঙ্গিনী, জামছাল, অর্জ্জুনছাল এবং আম, জাম, কয়েদবেল, টাবালেবু ও বেল; ইহাদের পত্রের কাথে তৈল পাক করিয়া সেই তৈলে তুলা সিক্ত করতঃ যোনিতে প্রদান করিলে বিপ্লুতরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ২৫ ॥

কর্ণিন্যাং বর্ত্তিকা কুষ্ঠপিপ্পল্যর্কাগ্রসৈন্ধবৈঃ।
বস্তমূত্রে কৃতা ধার্য্যা সর্ব্বঞ্চ কফনুদ্ধিতম্॥
ত্রৈবৃতং স্নেহনং স্বেদ উদাবর্ত্তানিলার্ত্তিষু।
তদেব চ মহাযোন্যাং স্রস্তায়াঞ্চ বিধীয়তে ॥ ২৬ ॥

কর্ণিনীরোগে কুড়, পিপুল, আকন্দপত্র ও সৈন্ধব; এই দ্রব্যগুলি ছাগমূত্রদ্বারা বাটিয়া

বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ যোনিতে ধারণ করা কর্ত্তব্য। এই রোগে সর্ব্ববিধ কফনাশক ক্রিয়া প্রশস্ত।

উদাবর্ত্ত ও অনিলার্ত্তিরোগে—তেউড়ী, স্নেহ দ্রব্য এবং সেক প্রশস্ত; মহাযোনি ও স্রস্তা যোনিতেও ইহা উপকারী॥ ২৬॥

আখোর্মাংসং সপদি বহুধা খণ্ডখণ্ডীকৃতং তৎ
তৈলে পাচ্যং ভবতি নিয়তং যাবদেতন্ন সম্যক্।
তত্তৈলাক্তং বসনমনিশং যোনিভাগে দধানা
হন্তি ব্রীড়াকরভগফলং নাত্র সন্দেহ-বুদ্ধিঃ॥ ২৭॥

মুষিকের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া তদ্দ্বারা তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈলে ১ খণ্ড বস্ত্র-সিক্ত করিয়া যোনিতে প্রদান করিলে যোনি-কন্দরোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৭॥

শতপুষ্পাতৈললেপাৎ তুবরীদলজান্তথা।
পেটিকা মূললেপেন যোনির্ভিন্না প্রশাম্যতি॥
স্থরবীমূললেপেন প্রবিষ্টা তু বহির্ভবেৎ।
যোনির্মূষাবসাভ্যঙ্গান্নিঃসৃতা প্রবিশেদপি॥
লোধ্রতুম্বী ফলালেপো যোনিদার্ঢ্যং করোতি চ।
বেতসমূল নিঃক্বাথ-ক্ষালনেন তথৈব চ॥
মুষিকা বাগুলী বসা ম্রক্ষণং যোনিদাঢ্যদম্।
বচা নীলোৎপলং কুষ্ঠং মরিচানি তথৈব চ॥
অশ্বগন্ধা হরিদ্রা চ গাঢ়ীকরণমুত্তমম্॥ ২৮॥

তৈলপিষ্ট শুলূফা বা অড়হরপত্র যোনিতে লেপন করিলে কিম্বা ঝাপিটুপরীর মূল বাটিয়া

করলার মূল বাটিয়া লেপন করিলে প্রবিষ্ট যোনি বহির্গত হয় এবং ইন্দুরের বসা মর্দ্দন দ্বারা বহির্গত যোনি প্রবিষ্ট হয়।

লোধ ও লাউ সমভাগে লইয়া বাটিয়া যোনিতে লেপন করিলে বা বেতসবৃক্ষের ছালের ক্বাথ যোনিতে সেচন করিলে অথবা ইন্দুর বা বাদুড়ের বসা যোনিতে মালিষদ্বারা শিথিল যোনি দৃঢ় হয়।

বচ, নীলোৎপল, কুড়, মরিচ, অশ্বগন্ধা ও হরিদ্রা; এই সকল দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া লেপন করিলে শিথিল যোনি দৃঢ় হয়॥ ২৮॥

পলাশোডুম্বরফলং তিলতৈলসমন্বিতম্।
মধুনা যোনি মালিপ্য গাঢ়ীকরণমুত্তমম্॥
মদনফলং মধুকর্পূর প্রপূরিতং কামিনীজনস্ত।
চিরগলিত যৌবনস্ত বরাঙ্গমতি গাঢ়মুকুমারম্॥ ২৯॥

পলাশফল, যজ্ঞডুমুর, তিলতৈল ও মধু একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিলে যোনি দৃঢ় হয়।

মদনফল, মধু ও কর্পূর এই ৩টী দ্রব্য একত্র বাটিয়া যোনিমধ্যে প্রদান করিলে যোনি দৃঢ় ও সুকোমল হয়॥ ২৯॥

পঞ্চপল্লব যষ্ট্যাহ্ব মালতীকুসুমৈর্ঘৃতম্।
রবিপক্বমন্তথা বা যোনিগন্ধনিবারণম্॥
ইক্ষাকুবীজ দন্তী চপলা গুড়মদনফল কিণ্বষষ্ট্যাহ্বৈঃ।
সস্নুক্ক্ষীরৈর্বর্ত্তির্যোনিগতা কুসুম-সংজননী॥
সকাঞ্জিকং জবাপুষ্পং ভৃষ্টং জ্যোতিষ্মতীদলম্।
দূর্ব্বাপিষ্টঞ্চ সংপ্রাশ্য বনিতার্ত্তবং লভেৎ॥ ৩০॥

আম, জাম, কয়েদবেল, টাবালেবু ও বেল; ইহাদের পত্র এবং যষ্টিমধু ও মালতীপুষ্প; এই সকল দ্রব্যের সহিত রৌদ্রে বা অগ্নিতে ঘৃত পাক করিয়া তাহা যোনিতে মালিষ করিলে দুর্গন্ধ নিবারিত হয়।

তিতলাউবীজ, দন্তীমূল, পিপুল, গুড়, মদন-ফল, সুরাবীজ ও যষ্টিমধু; ইহাদের প্রত্যে-

একত্রে মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপে বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ যোনির মধ্যে প্রদান করিলে ঋতু হয়।

কাঁজির সহিত জবাফুল বাটিয়া বা জ্যোতি-ষ্মতীপত্র ভাজিয়া অথবা দূর্ব্বাঘাস ও তণ্ডুল

ধাত্র্যঞ্জনাভয়াচূর্ণং তোয়পীতং রজো হরেৎ।
শেলুচ্ছদমিশ্রপিষ্ট-ভক্ষণঞ্চ তদর্থবৎ॥ ৩১॥

আমলকী, রসাঞ্জন ও হরীতকীচূর্ণ জলের সহিত, অথবা বহুবারপত্র মিশ্রিত তণ্ডুলের পিষ্টক ভক্ষণ করিলে রক্তস্রাব নিবারিত হয়॥ ৩১॥

পাঠাপত্রং ঋতুস্নাতা পীত্বা গর্ভং ন ধারয়েৎ॥ ৩২॥

ঋতুস্নানের পর আকনাদি পত্র জলে বাটিয়া ভক্ষণ করিলে গর্ভোৎপত্তি হয় না॥ ৩২॥

পুংষ্যান্ধৃতং লক্ষণায়াশ্চক্রাঙ্কায়াস্ত কন্যয়া।
পিষ্টং মূলং দুগ্ধঘৃতং পীতমৃতৌ তু পুত্রদম্॥
সুবর্ণস্য রূপ্যকস্য চূর্ণে তাম্রস্য চাপ্য সংমিশ্রে।
পীতে শুদ্ধে ক্ষেত্রে ভেষজযোগাস্তবেদ্গর্ভঃ॥ ৩৩॥

পুষ্যানক্ষত্রে লক্ষণামূল উদ্ধৃত করতঃ ঘৃত-কুমারীর সহিত বাটিয়া দুগ্ধ অথবা ঘৃতসহ ঋতু-স্নানের পর তিন দিবস পান করিলে গর্ভোৎপত্তি হয়।

ঋতুস্নান করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্রচূর্ণ ঘৃতের সহিত সেবন করিলে গর্ভোৎপত্তি হয়॥ ৩৩

কৃত্বা শুদ্ধৌ স্নানং বিলঙ্ঘ্য দিবসান্তরে ততঃ প্রাতঃ।
স্নাত্বা দ্বিজায় দত্ত্বা ভক্ত্যা সংপূজ্য লোকনাথেশম্॥
শ্বেত বলাজ্ঘ্রি যষ্টি কর্ষং কর্ষং পলস্য শর্করায়াঃ।
পিষ্টৈকবর্ণ-জীববৎসায়া গোস্তু দুগ্ধেন॥
সমধিকঘৃতেন পেয়ং নাত্র দিনে দেয়মন্যচ্চ।
ক্ষুধিতে সদুগ্ধমন্নং দদ্যাদাপুরুষসন্নিধেস্তস্যাঃ॥
সম দিবসে শুভযোগে দক্ষিণপার্শ্বাবলম্বিনী ধীরা।
ভ্যক্তব্যাস্তরসঙ্গপ্রহৃষ্টমনসোঽতি-বৃদ্ধধাতোঃ।
পুংসঃ সঙ্গমমাত্রাল্লভতে পুত্রং ততো নিয়তম্॥ ৩৪

ঋতুমতী স্ত্রী, ঋতুর চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া উপবাস করিবে এবং তৎপরদিবস প্রাতে স্নান করণানন্তর ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ দান ও ভক্তিপূর্ব্বক লোকনাথ ঈশ্বরের পূজা করিয়া শ্বেতবেড়েলার মূল ২ তোলা, যষ্টিমধু ২ তোলা এবং চিনি ৮ তোলা একত্রে বাটিয়া একবর্ণা ও জীবিতবৎসা গাভীর দুগ্ধ ঘৃতের সহিত (দুগ্ধের পরিমাণাপেক্ষা ঘৃতের পরিমাণ অধিক) মিশ্রিত করিয়া পান করিবে, সেই দিন অন্য কোন দ্রব্য আহার করিবে না। স্বামীসহবাস পর্য্যন্ত কেবল মাত্র দুগ্ধ ও অন্ন ভোজন করিবে। অতঃ-পর চতুর্থাদি যুগ্মদিবসে শুভযোগে সবল ও হৃষ্টচিত্ত স্বামীর সহিত সঙ্গমে প্রবৃত্ত হইলে নিশ্চয়ই গর্ভোৎপত্তি হয়॥ ৩৪॥

গোষ্ঠজাতবটস্য প্রাগুত্তরশাখাভবে শুঙ্গে।
শুঙ্গে মাষৌ তথা গৌরসর্ষপৌ দধিযোজিতৌ।
পুষ্যাপীতৌ কৃতাপন্নসত্বায়াঃ পুত্রকারকৌ॥ ৩৫॥

গোষ্ঠজাত বৃহৎ বটবৃক্ষের ঈশান কোণের শাখাস্থ শুঙ্গাদ্বয়, দুইটি মাষকলাই এবং শ্বেতসর্ষপ দধি সহ পুষ্যানক্ষত্রে ভক্ষণ করিলে পুত্রোৎপত্তি হয়॥ ৩৫

পত্রমেকং পলাশস্য গর্ভিণী পয়সান্বিতম্॥
পীত্বা চ লভতে পুত্রং রূপবন্তং ন সংশয়ঃ॥ ৩৬॥

গর্ভিণী নারী দুগ্ধের সহিত পলাশপত্র বাটিয়া ভক্ষণ করিলে রূপবান্ পুত্র জন্মিয়া থাকে॥ ৩৬॥

ফলকল্যাণং ঘৃতম্।

মঞ্জিষ্ঠা মধুকং কুষ্ঠং ত্রিফলা শর্করা বলা।
মেদা পয়স্যা কাকোলী মূলঞ্চৈবাশ্বগন্ধজম্॥
অজমোদা হরিদ্রে দ্বে হিঙ্গু কটুকরোহিণী।
উৎপলং কুমুদং দ্রাক্ষা কাকোল্যৌ চন্দনদ্বয়ম্।
এতেষাং কার্ষিকৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
শতাবরীরসক্ষীরং ঘৃতাদ্দেয়ং চতুর্গুণম্॥
সর্পিরেতন্নরঃ পীত্বা নিত্যং স্ত্রীষু বৃষায়তে।
পুত্রান্ সংজনয়েন্নারী মেধাঢ্যান্ প্রিয়দর্শনান্॥
যা চৈবাস্থিরগর্ভা স্যাদ্ যা চ বা জনয়েন্মৃতম্।
অল্পায়ুষং বা জনয়েদ্ যা চ কন্যাং প্রসূয়তে॥
যোনিদোষে রজোদোষে পরিস্রাবে চ শস্যতে।
প্রজাবর্দ্ধনমায়ুষ্যং সর্ব্বগ্রহ-নিবারণম্॥
নাম্না ফলঘৃতং হ্যেতদশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতম্।
অনুক্তং লক্ষণামূলং ক্ষিপন্ত্যত্র চিকিৎসকাঃ॥
জীববৎসৈকবর্ণায়া ঘৃতমত্র তু গৃহ্যতে।
আরণ্যগোময়েনাপি বহ্নিজ্বালা প্রদীয়তে॥ ৩৭॥

ফলকল্যাণ ঘৃত—গব্যঘৃত ⁄৪ সের। কল্কার্থ-মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, কুড়, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, চিনি, বেড়েলামূল, মেদ, ক্ষীরবিদারী, কাঁকোলী, অশ্বগন্ধা মূল, বনযমানী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হিং, কট্‌কী, নীলোৎপল, কুমুদ, কিস্‌মিস্, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন ও লক্ষণামূল; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা এবং শতমূলীর রস ।৬ সের ও দুগ্ধ ।৬ সের। এই ঘৃত পান দ্বারা যোনিদোষ ও রজোদোষ প্রভৃতি নানাপ্রকার স্ত্রীরোগ বিনষ্ট হয়। এই ঘৃতে লক্ষণামূলের উল্লেখ না থাকিলেও বৃদ্ধ চিকিৎসকগণ, কল্কার্থ—লক্ষণামূল প্রদান

করিয়া থাকেন। এই ঘৃত জীবদ্বৎসা ও এক-বর্ণা গাভীর দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত করিবে এবং আরণ্য গোময়ের ঘুঁটে দ্বারা পাক করিয়া লইতে হইবে ॥ ৩৭ ॥

কাথেন হয়গন্ধায়াঃ সাধিতং সঘৃতং পয়ঃ।
ঋতুস্নাতাবলা পীত্বা গর্ভং ধত্তে ন সংশয়ঃ ॥
পিপ্পলী শৃঙ্গবেরঞ্চ মরিচং নাগকেশরম্।
ঘৃতেন সহ পাতব্যং বন্ধ্যাপি লভতে সুতম্ ॥ ৩৮ ॥

অশ্বগন্ধা মূল ২ তোলা, জল /১ সের এবং দুগ্ধ এক পোয়া, শেষ এক পোয়া। ইহার সহিত অর্দ্ধ তোলা ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ঋতু-স্নানান্তে পান করিলে গর্ভোৎপত্তি হয়।

ঋতুস্নান করিয়া পিপুল, শুঁঠ, মরিচ এবং নাগেশ্বরের চূর্ণ ঘৃত সহকারে সেবন করিলে বন্ধ্যা স্ত্রীরও গর্ভোৎপত্তি হয় ॥ ৩৮ ॥

সোমঘৃতম্।

সিদ্ধার্থকং বচা ব্রাহ্মী শঙ্খপুষ্পী পুনর্নবা।
পয়স্যাময় যষ্ট্যাহ্ব কটুকা চ ফলত্রয়ম্ ॥
শারিবে রজনী পাঠা ভৃঙ্গদারু সুবর্চ্চলাঃ।
মঞ্জিষ্ঠা ত্রিফলা শ্যামা বৃষপুষ্পং সগৈরিকম্ ॥
ধীমান্ পক্ত্বা ঘৃতপ্রস্থং সমাংস্তান্তাভিমন্ত্রিতম্।
দ্বিমাস-গর্ভিণী নারী যন্মাসাদুপযোজয়েৎ ॥
সর্ব্বজ্ঞং জনয়েৎ পুত্রং সর্ব্বাময়বিবর্জ্জিতম্।
অস্য প্রয়োগাৎ কুক্ষিস্থং স্ফুটবন্ধ্যা হরত্যপি ॥
যোনিদুষ্টাশ্চ যা নার্য্যো রেতোদুষ্টাশ্চ যে নরাঃ।
স্ত্রীণাং পুংসাং দোষহরং ঘৃতমেতদনুত্তমম্ ॥
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং শূরং পণ্ডিতমানিনম্।
জড়গদ্গদ-মূকত্বং পানাদেবাপকর্ষতি ॥
সপ্তরাত্রপ্রয়োগেণ নরঃ শ্রুতিধরো ভবেৎ।
নাগ্নির্দহতি তদ্বেশ্ম ন বজ্রমুপহন্তি চ ॥
ন তত্র ম্রিয়তে বালো যত্রাস্তে সোমসং জ্ঞিতম্ ॥
অত্র ফলত্রয়ং দ্রাক্ষা কাশ্মরী পরুষকানি শ্যামা প্রিয়ঙ্গুঃ শেষং সুবোধম্। মন্ত্রশ্চায়ং যদাহ সুশ্রুতঃ। যত্র নোদীরিতো মন্ত্রো যোগেষু যেষু সারবৈঃ। সর্ব্বত্র পঠিতা তত্র গায়ত্রী ফলসিদ্ধিদা। মন্ত্রশ্চায়ম্। ওঁ নমো মহা-বিনায়কায় অমৃতং রক্ষ রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং দেহি দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা। ইতি সপ্তধা মন্ত্রয়েৎ। ইতি গ্রন্থান্তরদৃষ্টং লিখিতম্ ॥ ৩৯ ॥

সোমঘৃত—গব্যঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ—শ্বেতসর্ষপ, বচ, ব্রাহ্মীশাক, চোরকাঁটকি, পুনর্নবা, ক্ষীরবিদারী, কুড়, যষ্টিমধু, কটকী, কিস্মিস্, গাম্ভারীফল, পরুষফল, শ্যামালতা, অনন্তমূল, হরিদ্রা, আকনাদি, দারুচিনি, দেবদারু, সচললবণ, মঞ্জিষ্ঠা, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, প্রিয়ঙ্গু, বাসকপুষ্প ও গেরিমাটী; এই গুলির সমভাগে মিলিত /১ সের। এই ঘৃত গর্ভবতী নারীকে দ্বিতীয়মাস হইতে আরম্ভ করতঃ ষষ্ঠমাস পর্য্যন্ত সেবন করাইলে সে সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বরোগবর্জ্জিত পুত্র প্রসব করে এবং প্রদরাদি নানা প্রকার স্ত্রীরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

কুমারকল্পদ্রুমঘৃতম্।

পঞ্চাশচ্ছাগমাংসস্তু দশমূল্যাস্তথৈব চ।
জলমষ্টগুণং দত্ত্বা কাথেন মৃদুনাগ্নিনা ॥
চতুর্ভাগাবশেষঞ্চ কাথং সংগৃহ্য যত্নতঃ ॥
গব্যং প্রস্থদ্বয়ং সর্পির্গৃহ্নীয়াৎ কুশলো ভিষক্ ॥
ক্ষীরং ঘৃতসমং দদ্যান্নারায়ণ্যা রসং তথা।
তাম্রে বা মৃন্ময়ে পাত্রে তদেকত্র পচেচ্ছনৈঃ ॥
কুষ্ঠং শঠী চ মেদে দ্বে জীবকর্ষভকৌ তথা।
প্রিয়ঙ্গু ত্রিফলা দারু পত্রমেলা শতাবরী ॥
কাশ্মীর মধুকং ক্ষীরকাকোলী মুস্তমুৎপলম্।
জীবন্তী চন্দনঞ্চৈব কাকোলী শারিবাযুগম্ ॥
শ্বেতবাট্যালজং মূলং মূলঞ্চ শরপুঙ্খজম্।
বিদারীদ্বয় মঞ্জিষ্ঠা পর্ণিনীদ্বয়মেব চ ॥
নাগপুষ্পং তথা দারুহরিদ্রা রেণুকং তথা।
জ্যোতিষ্মতীভবং মূলং শঙ্খিনী নীলিনী বচা ॥
অগুরুত্বগ্ লবঙ্গঞ্চ কুঙ্কুমং নিক্ষিপেত্ততঃ।
এতেষাং কার্ষিকং কল্কং দত্ত্বা শুভদিনে সুধীঃ ॥
শুভনক্ষত্রযোগে চ সংপূজ্য গণনায়কম্।
শঙ্করঞ্চ মুরারিঞ্চ নমস্কৃত্যাতিভক্তিতঃ ॥
পাকং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন বিজানন্ মন্ত্রপূর্ব্বকম্।
সিদ্ধশীতে ক্ষিপেত্তত্র পারদং পরিনির্ম্মলম্ ॥
সুজীর্ণং শোধিতঞ্চাভ্রং গন্ধকং কার্ষিকং ন্যসেৎ।
ততঃ পুষ্পরসং তত্র প্রস্থার্দ্ধঞ্চ বিনিক্ষিপেৎ।
কাচসম্পুটকে বাস্তপাত্রে বা স্থাপয়েৎ সুধীঃ।
পরাশরমুনিঃ প্রীতিকরুণাবারিধি মুদা ॥
বন্ধ্যাময়বিনাশায় শিশুকল্পদ্রুমং ঘৃতম্।
চকারাস্য প্রসাদেন জন্মবন্ধ্যা লভেৎ সুতম্ ॥

খাদেৎ-কর্ষদ্বয়ং সর্পির্দত্ত্বা বিপ্রায় সাদরম্।
অনুপানং প্রকুর্ব্বীত পয়শ্ছাগং বিশেষতঃ॥
গব্যং বাপি পিবেৎ ক্ষীরং শীতং পদযুগং তথা।
ঘৃতস্যাস্য সুসিদ্ধস্য গুণান্ শৃণু সমাহিতঃ॥
অস্য প্রসাদাৎ যস্তোঽপি বন্ধ্যায়াং জনয়েৎ সুতান্।
রজোদোষেণ যা দুষ্টা শুক্রদোষেণ যোঽপি চ॥
স্ত্রীভগস্থ-গদেনৈব পীড়িতা যা চ সর্ব্বদা।
যা চ পুষ্পং ন বিন্দেত ঋতুনা পীড়িতা চ যা॥
ভূত্বা ভূত্বা চ নশ্যন্তি সুতা যাসাং মুহুর্মুহুঃ।
অনেনৌষধযোগেন মন্ত্রযোগেন বা পুনঃ॥
অনেকব্রতযোগেনস্ত্রীণাং পুত্রো ন জায়তে।
তাসাং কামসমাঃ পুত্রা জায়ন্তে চিরজীবিনঃ॥
এতদ্ ঘৃতং গৃহে যস্য ন তস্য কুলিশাদ্ভয়ম্
ন রাক্ষসৈঃ পিশাচৈশ্চ গৃহ্যতে তস্য বালকঃ॥
নোপসর্পন্তি সর্পোঽপি দর্পাত্তস্য গৃহান্তরম্॥ ৪০॥

কুমারকল্পদ্রুমঘৃত—গব্যঘৃত /৮ সের। ক্বাথার্থ—ছাগমাংস /৬।০ সের, জল ৫০ সের, শেষ ।২॥০ সের; দশমূল সমভাগে মিলিত /৬।০ সের, জল ৫০ সের শেষ ।২॥০ সের; দুগ্ধ /৮ সের, শতমূলীর রস /৮ সের। কল্কার্থ-কুড়, শঠী, মেদ, মহামেদ, জীবক, ঋষভক, প্রিয়ঙ্গু, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দেবদারু, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, শতমূলী, গাম্ভারীফল, যষ্টিমধু, ক্ষীরকাঁকোলী, মুথা, নীলোৎপল, জীবন্তী, রক্তচন্দন, কাঁকোলী, শ্যামালতা, অনন্তমূল, শ্বেতবেড়েলার মূল, শরপুঙ্খ মূল, কুষ্মাণ্ড, ভূমিকুষ্মাণ্ড, চাকুলে, শালপানি, নাগেশ্বর, দেবদারু, হরিদ্রা, রেণুকা, লতাফট্কীমূল, চোরকাঁচকী, নীলিনীমূল, বচ, অগুরু, দারুচিনি, লবঙ্গ ও কুঙ্কুম; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা এই সকল দ্রব্যসহ তাম্র বা মৃণ্ময়পাত্রে যথানিয়মে ঘৃত পাক করিয়া লইবে। পাক শেষে নামাইয়া শীতল হইলে কজ্জলী ৪ তোলা এবং অভ্র ২ তোলা ও মধু /২ সের নিক্ষেপ করিবে। মাত্রা অর্দ্ধ তোলা। অনুপান—ছাগদুগ্ধ বা গব্যদুগ্ধ। এই ঘৃত সেবনে নানাপ্রকার স্ত্রীরোগ বিদূরিত হয়॥ ৪০॥

লোমশাতনবিধিঃ

হরিতালচূর্ণকণিকা-লেপাত্তপ্তেন বারিণা সদ্যঃ।
নিপতন্তি লোমনিচয়াঃ কৌতুকমিদমদ্ভুতং মন্যে।
দগ্ধা শঙ্খং ক্ষিপেদ্রম্ভাস্বরসে তচ্চ পেষিতম্।
তুল্যাংসং লেপতো হন্তি লোম গুহ্যাদিসম্ভবম্॥
রক্তাঞ্জন পুচ্ছচূর্ণং যুক্তং তৈলস্য সার্ষপম্।
সপ্তাহ মুষিতং হন্তি মূলাদ্রোমাণ্যসংশয়ম্।
পলাশভস্মান্বিত-তালমূলৈরম্ভামুমিশ্রৈ রুপলিপ্য ভূয়ঃ। কন্দর্পগেহে মৃগলোচনানাং রোমাণি রোহন্তি কদাপি নৈব॥
একঃ প্রদেশো হরিতাল ভাগঃ পঞ্চ প্রদেশা জলজস্য ভাগাঃ। রক্তস্তরোর্ভস্মন এব পঞ্চ প্রোক্তাশ্চ ভাগাঃ কদলী জলার্দ্রাঃ॥ সংমিশ্র্য পাত্রেষু সপ্তাহ মাত্রং কৃত্বা স্মরাগার-বিলেপনঞ্চ। রোমাণি সর্ব্বাণি বিলাসিনীনাং পুনর্ন রোহন্তি কদাচিদেব।
রম্ভাজলে সপ্তদিনং বিভাব্য তস্মানি কম্বোর্হস্পানি পশ্চাৎ। তালেন যুক্তানি বিলেপনেন লোমানি নির্ম্মূলপতি ক্ষণেন॥ ৪১॥

হরিতাল চূর্ণ উষ্ণজল সহ লেপন করিলে লোম সকল নিপতিত হয়।

শঙ্খ দগ্ধ করিয়া কলার বাগুড়ার রসে নিক্ষেপ করতঃ তদ্দ্বারা শঙ্খের সমপরিমাণ হরিতাল বাটিয়া লেপন করিলে গুহ্যাদিজাত লোম সকল বিনষ্ট হয়।

রক্তআরজিনার পুচ্ছ চূর্ণ করিয়া সর্ষপ তৈলে সাত দিবস তদবস্থায় রাখিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে রোম সকল নিপতিত হয়।

পলাশছাল ভস্ম ও হরিতাল সমমাত্রায় গ্রহণ পূর্ব্বক কদলীমূলের রসে বাটিয়া লেপন করিলে রোম সকল পতিত হইয়া থাকে।

হরিতাল ১ ভাগ, শঙ্খভস্ম ৫ ভাগ এবং পলাশছাল ভস্ম ৫ ভাগ একত্রে কদলীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক ৭ দিবস তদবস্থায় রাখিয়া প্রলেপ প্রদানে রোম গুলি পতিত হইয়া থাকে।

শঙ্খভস্ম ও হরিতাল সমমাত্রায় লইয়া কদ

লীর রসে সপ্তাহ কাল ভাবনা দিয়া তদ্দ্বারা লেপ দিলে লোম সকল পতিত হয় ॥ ৪১ ॥

কুসুম্ভতৈলাভ্যঙ্গো বা রোমাণ্যুৎপাটিতেষ্বকৃৎ। ৪২ ॥

কুসুম্ভ তৈল মালিষ করিলে লোম সকল উৎপাটিত হয় ॥ ৪২ ॥

আরগ্বধাদ্যং তৈলম্।

আরগ্বধ মূল পলং কর্ষং দ্বিতীয়ং শঙ্খচূর্ণকং।
হরিতালস্য চ খরজে মূত্রে প্রস্থে তু কটুতৈলম্ ॥
পক্বং তৈলং তদথ শঙ্খ হরিতাল চূর্ণিতং লেপাৎ।
নির্ম্মূলয়তি রোমাণ্যন্যেষাং নৈব। ৪৩ ॥

আরগ্বধাদ্য তৈল—সোন্দালমূল ৮ তোলা, শঙ্খভস্ম ৪ তোলা, হরিতাল ৪ তোলা ও গর্দ্দভের মূত্র /৪ সের এবং কটুতৈল /১ সের। এই সকল দ্রব্যে যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। এই তৈলের সহিত শঙ্খভস্ম ও হরিতাল চূর্ণ মিলিত করতঃ প্রলেপ দিলে সমস্ত লোম নির্ম্মূল হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

কর্পূর ভল্লাতক শঙ্খচূর্ণং ক্ষারো যবানাঞ্চ মনঃশিলা চ।
তৈলং সুপক্বং হরিতালমিশ্রং রোমাণি নির্ম্মূলয়তি ক্ষণেন। ৪৪

কর্পূর, ভেলা, শঙ্খভস্ম, যবক্ষার এবং মনঃশিলা; ইহাদের কল্ক করতঃ সর্ষপতৈলে পাক করিয়া তাহাতে হরিতাল মিশাইয়া লেপনে রোম সকল নিপতিত হয় ॥ ৪৪ ॥

ক্ষারতৈলম্।

শুক্তি শম্বুক শঙ্খানাং দীর্ঘবৃন্তাৎ সমুষ্ককাৎ।
দগ্ধা ক্ষারং সমাদায় খরমূত্রেণ গালয়েৎ ॥
ক্ষারাষ্টভাগং বিপচেত্তৈলং বৈ সার্ষপং বুধঃ।
ইদমন্তঃপুরেদেয়ং তৈলমাত্রেয়-পূজিতম্ ॥
বিন্দুরেকঃ পতেদ্‌যত্র তত্র লোমাপুনর্ভবঃ।
মদনাদিব্রণে তৈলমশ্বিভ্যাং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥
অর্শসাং কুষ্ঠরোগাণাং পামাদদ্রুবিচর্চিকাম্।
ক্ষারতৈলমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বক্লেদরুজাপহম্। ৪৫

ক্ষারতৈল—ঝিনুক, শামুক, শঙ্খ, সোন্দাল ও ঘণ্টাপারুলী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। পরে ঐ সকল দ্রব্যের ক্ষার সমভাগে মিলিত /৩ সের লইয়া তাহাতে ।৮ সের জল মিশ্রিত করিয়া ২১ বার স্রাবিত করিয়া লইবে। এই ক্ষার জল ।৬ সের, সর্ষপ তৈল /৪ সের এবং কল্কার্থ-উক্ত দ্রব্যগুলির ক্ষার সমভাগে মিলিত ৩২ তোলা। এই সকল দ্বারা যথানিয়মে তৈল পাক করিয়া লইবে। ইহা মর্দ্দনে রোম সকল পতিত হয় ॥ ৪৫ ॥

গর্ভিণীরোগ-চিকিৎসা।

প্রথমে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা।
চন্দনং শতপুষ্পা চ শর্করা মদয়ন্তিকা ॥
এতানি সমভাগানি পিষ্ট্বা তণ্ডুলবারিণা।
পায়য়েৎ পয়সালোড্য গর্ভিণীং মাত্রয়া ভিষক্ ॥
তথা তিলান্ পদ্মকঞ্চ শালূকং শালিতণ্ডুলান্।
ক্ষীরেণ পিষ্ট্বা ক্ষীরেণ সিতা ক্ষৌদ্রান্বিতেন চ ॥
আলোড্য পায়য়েন্নারীং ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্। ৪৬

প্রথম মাসে গর্ভবেদনা হইলে শ্বেতচন্দন, শুলফা, চিনি ও মদনফল, সমভাগে লইয়া তণ্ডুলজলের সহিত বাটিয়া দুগ্ধের সহিত আলোড়ন করতঃ গর্ভিণীকে পান করাইবে। এইরূপ তিল, পদ্মকাষ্ঠ, শালুক ও শালিতণ্ডুল; চিনি ও মধু মিশ্রিত দুগ্ধদ্বারা আলোড়ন করিয়া গর্ভিণীকে পান করাইবে এবং ঔষধ পরিপাক হইলে দুগ্ধান্ন ভোজন করিতে দিবে ॥ ৪৬ ॥

দ্বিতীয়ে মাসি গর্ভে তু যদা ভবতি বেদনা।
তদোৎপলস্য কল্কস্তু শৃঙ্গাটক কশেরুকম্ ॥
নিবার্য্য গর্ভশূলঞ্চ স্থিরং গর্ভং করোতি চ। ৪৭ ॥

দ্বিতীয়মাসে হঠাৎ গর্ভ বেদনা হইলে নীলোৎপল, পানিফল ও কেশুর এই দ্রব্যত্রয় তণ্ডুলজলদ্বারা বাটিয়া তণ্ডুলজলের সহিত পান করিতে দিলে গর্ভশূল নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থিরভাব ধারণ করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

তৃতীয়ে ক্ষীরকাকোলী কাকোল্যামলকীকলম্।
পিষ্টমুষ্ণোদকেনৈতৎ পায়য়েৎ গর্ভিণীং ভিষক্ ॥

শাল্যন্নং পয়সা জীর্ণে ভোজয়েদনু গর্ভিণীম্।
তথা পদ্মোৎপলং কুষ্ঠং শালুকঞ্চ সমাংশিকম্॥
সিতোদকেন পিষ্টা তু ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
তেন শূলং নিবর্ত্তেত ন গর্ভে ব্যথতে ধ্রুবম্॥ ৪৮

তৃতীয় মাসে গর্ভিণীর বেদনা হইলে ক্ষীর কাঁকোলী, কাঁকোলী ও আমলকী সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্রে মর্দ্দন করিয়া উষ্ণজল সহ গর্ভবতীকে পান করিতে দিবে। পরে ঔষধ জীর্ণ হইলে দুগ্ধসহ শালিতণ্ডুলের অন্ন আহার করিতে দিবে। এইরূপ নীলোৎপল, পদ্ম, কুড় ও শালুক সমভাগে গ্রহণ করিয়া চিনির জলদ্বারা পেষণ করতঃ দুগ্ধসহ আলোড়ন পূর্ব্বক গর্ভিণীকে পান করাইবে। ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হয়॥ ৪৮॥

চতুর্থে তু বিধানজ্ঞঃ পায়য়েদিদমৌষধম্।
পিষ্টোৎপলঞ্চ শালুকং কণ্টকারীং ত্রিকণ্টকম্।
যথাগ্নিমাত্রয়া কালে গর্ভিণীং পয়সা সহ।
তথা গোক্ষুরকং সিংহী বালকং নীলমুৎপলম্॥
পিষ্টা ক্ষীরেণ পাতব্যং গর্ভশূলনিবারণম্॥ ৪৯

চতুর্থ মাসে গর্ভিণীর বেদনা উপস্থিত হইলে নীলোৎপল, শালুক, কণ্টকারী এবং গোক্ষুর সমভাগে গ্রহণ করতঃ দুগ্ধসহ বাটিয়া কিম্বা গোক্ষুর, কণ্টকারী, বালা ও নীলোৎপল সমভাগে লইয়া দুগ্ধের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে গর্ভশূল বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪৯॥

পঞ্চমে মাসি গর্ভে তু যথা ভবতি বেদনা।
তত্র নীলোৎপলং বীয়াং পিষ্টা ক্ষীরেণ পাচনম্।
ঘৃত-ক্ষৌদ্রান্বিতং পীত্বা গর্ভস্থ চ রুজং হরেৎ।
তথা নীলোৎপলং নাম্নীং কাকোলীং সমভাগিকাম্॥
শীতভোয়েন পিষ্টা চ ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
অনেন বিধিনা গর্ভঃ স্থিরঃ স্যাৎ রুক্ প্রশাম্যতি॥ ৫০

পঞ্চমমাসে গর্ভিণীর বেদনা হইলে নীলোৎপল ও ক্ষীরকাঁকোলী সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক মর্দ্দন করতঃ দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু মিলিত করিয়া পান করাইবে বা নীলোৎপল ও কাঁকোলী সমভাগে লইয়া শীতল জলসহ বাটিয়া দুগ্ধসহ আলোড়ন করতঃ সেবন করাইবে। এই ঔষধ ব্যবহারে বেদনার উপশম হইয়া গর্ভ স্থিরভাব ধারণ করিয়া থাকে॥ ৫০॥

ষষ্ঠে মাসি যদা গর্ভে বেদনা জায়তে তথা।
মাতুলুঙ্গস্য বীজানি প্রিয়ঙ্গু চন্দনোৎপলম্॥
ক্ষীরেণালোড্য পাতব্যং গর্ভশূলনিবারণম্।
এতৎ সুশীতলং কালে পীত্বা চ সুখমশ্নুতে॥ ৫১

ষষ্ঠমাসে গর্ভিণীর বেদনা হইলে, টাবালেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন ও নীলোৎপল সমভাগে দুগ্ধসহ বাটিয়া কিম্বা পিয়ালবীজ, কিস্‌মিস্ ও খই চূর্ণ একত্রে শীতল জলের সহিত পান করাইলে বিশেষ উপকার হয়॥ ৫১॥

সপ্তমে শতপুত্রীঞ্চ মৃণালসহিতং পিবেৎ।
পিষ্টা ক্ষীরেণ শূলার্ত্তা গর্ভিণী যা সুখার্থিনী॥
কপিত্থক্রমুকাম্মূলং সলাজং শর্করাযুতম্।
শীতভোয়েন সংপিষ্টং ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
পীত্বা হন্ত্যবলা শীঘ্রং শূলং গর্ভসমুদ্ভবম্॥ ৫২

সপ্তম মাসে গর্ভ বেদনা হইলে শতমূলী ও পদ্মমূল সমভাগে বাটিয়া দুগ্ধসহ কিম্বা কয়েদ্‌বেলের মূল, সুপারিমূল, খই ও চিনি শীতল জল দ্বারা বাটিয়া দুগ্ধ সহযোগে পান করিতে দিবে॥৫২

অষ্টমে তু যদা মাসে গর্ভে ভবতি বেদনা।
তদা পিষ্টা তু ধন্যাকং পায়য়েত্তণ্ডুলাম্বুনা॥
শূলং নিবর্ত্ততে তেন গর্ভঃ সংধার্য্যতে স্ত্রিয়া।
এবং পলাশস্য দলং সুপিষ্টং সংপীয় তোয়েন
সুশীতলেন। অত্যন্ত-ঘোরাষ্টমমাস-গর্ভব্যথা-
তুরা যান্তি সুখং তরুণ্যঃ। ৫৩

অষ্টম মাসে গর্ভবেদনা হইলে ধনে বাটিয়া তণ্ডুলজলের সহিত কিংবা পলাশপত্র বাটিয়া শীতল জলের সহিত পান করিতে দিবে॥ ৫৩॥

গর্ভিণ্যা নবমে মাসে যদা ভবতি বেদনা।
এরণ্ডমূলং কাকোলী পিষ্টা শীতোদকেন চ॥
পীত্বা শূলাদ্বিমুচ্যেত তদা নারী ন সংশয়ঃ।
তথা পলাশবীজঞ্চ সকাকোলী কুরুণ্টকম্॥
তক্রেন বারিণা পিষ্টা গর্ভশূলং ব্যপোহতি॥ ৫৪

নবমমাসে গর্ভিণীর বেদনা হইলে এরণ্ডমূল ও কাঁকোলী সমভাগে বাটিয়া শীতল জল

সহ কিম্বা পলাশবীজ, কাঁকোলী ও ঝাঁটিমূল কাঁজির সহিত বাটিয়া পান করিতে দিবে ॥ ৫৪ ॥

অথবা দশমে মাসি বেদনা জায়তে যদা।
তদা নীলোৎপলং যষ্টিমধুকং মুদ্গসংযুতম্ ॥
সসিতং চাম্ভসা পিষ্ট্বা ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
যোষক নাশয়েদেব শূলং গর্ভ সমুদ্ভবম্ ॥ ৫৫ ॥

দশমমাসে গর্ভিণীর হঠাৎ বেদনা হইলে নীলোৎপল, যষ্টিমধু, মুগ ও চিনি সমভাগে জল সহকারে বাটিয়া দুগ্ধের সহিত আলোড়ন করতঃ সেবন করিতে দিবে ॥ ৫৪ ॥

তথা চৈকাদশে মাসি গর্ভে ভবতি বেদনা।
মধুকং পদ্মকঞ্চৈব মৃণালং নীলমুৎপলম্ ॥
শীততোয়েন পিষ্ট্বা তু ক্ষীরেণালোড্য পায়য়েৎ।
ত্বেনৈব বেদনাতীব নাশমায়াতি সত্বরম্ ॥
ক্ষীরিকামুৎপলং কুষ্ঠং সমঙ্গামূলকং সিতা।
পিবেদেকাদশে মাসি গর্ভিণী শূলশান্তয়ে ॥ ৫৬ ॥

একাদশ মাসে গর্ভিণীর বেদনা হইলে যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, মৃণাল ও নীলোৎপল সমভাবে লইয়া অথবা ক্ষীরকাঁকোলী, নীলোৎপল, কুড়, বরাহক্রান্তামূল ও চিনি সমভাগে গ্রহণ করিয়া জল দ্বারা বাটিয়া সেবন করিতে দিবে ॥ ৫৬ ॥

সিতা বিদারী কাকোলী তথা ক্ষীরবিদারিকা।
গর্ভিণী দ্বাদশে মাসি পিবেচ্ছূলঘ্নমৌষধম্ ॥ ৫৭ ॥

দ্বাদশ মাসে গর্ভিণীর বেদনা হইলে চিনি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কাঁকোলী, ও ক্ষীরকাঁকোলী সমভাগে বাটিয়া জলসহ পান করিতে দিবে ॥ ৫৭ ॥

মধুকং শাকবীজঞ্চ পয়স্যা সুরদারু চ।
অশ্মন্তকং কৃষ্ণতিলং তাম্রবল্লী শতাবরী ॥
বৃক্ষাদনী পয়স্যা চ তথৈবোৎপল-শারিবা।
অনন্ত শারিবা রাস্না পদ্মমধুকমেব চ ॥
বৃহতীদ্বয় কাশ্মর্য্য ক্ষীরিশুঙ্গাত্বচো বিসম্।
পৃথক্‌পর্ণী বলা শিগ্রু শ্বদংষ্ট্রা মধুযষ্টিকা ॥
শৃঙ্গাটকং বিসং দ্রাক্ষা কশেরু মধুকংসিতা।
মাসেষু সপ্তযোগাঃ স্যুরর্দ্ধশ্লোক সমাপকাঃ।
যথাক্রমং প্রয়োক্তব্যা গর্ভস্রাবে পয়োঽন্বিতাঃ ॥ ৫৮ ॥

প্রথম মাসে যষ্টিমধু, শাকবীজ, ক্ষীরকাঁকোলী ও দেবদারু সমভাগে একত্রে বাটিয়া দুগ্ধের সহিত, দ্বিতীয় মাসে অশ্মন্তক, কৃষ্ণতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী সমভাগে একত্রে বাটিয়া দুগ্ধের সহিত, তৃতীয়মাসে পরগাছা, ক্ষীরকাঁকোলী, নীলোৎপল ও অনন্তমূল সমভাগে একত্রে বাটিয়া দুধসহ, চতুর্থমাসে অনন্তমূল, শ্যামালতা, রাস্না, বামনহাটী ও যষ্টিমধু সমভাগে একত্রে বাটিয়া দুগ্ধসহ, পঞ্চম মাসে বৃহতী, কণ্টকারী, গাম্ভারীফল, বটাদিক্ষীরি বৃক্ষের শুঙ্গ ও ছাল এবং মৃণাল সমভাগে একত্রে বাটি দুধের সহিত ষষ্ঠমাসে চাকুন্দে, বেড়েলা, সজিনা, গোক্ষুর ও যষ্টিমধু সমভাগে একত্রে বাটীয়া দুধের সহিত এবং সপ্তম মাসে শিঙ্গাড়া, মৃণাল, কিস্‌মিস্, কেশুর, যষ্টিমধু ও চিনি সমভাগে গ্রহণ করতঃ বাটীয়া দুধসহ সেবন করিতে দিবে। ইহাতে গর্ভস্রাব নিবারিত হয় ॥ ৫৮ ॥

কপিত্থ বিল্ব বৃহতী পটোলেক্ষু নিদিগ্ধিকা।
মূলানি ক্ষীরপিষ্টানি দাপয়েদ্‌ ভিষগষ্টমে ॥ ৫৯ ॥

কয়েদ্‌বেলের মূল, বেলের মূল, বৃহতীমূল, পটোল, ইক্ষুমূল ও কণ্টকারীর মূল; সমভাগে লইয়া দুধসহ বাটীয়া সেবন করিলে অষ্টম মাসের গর্ভস্রাব নিবারিত হয় ॥ ৫৯ ॥

নবমে মধুকানন্তা পয়স্যা সারিবাঃ পিবেৎ ॥ ৬০ ॥

যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাঁকোলী ও শ্যামালতা; সমভাগে লইয়া একত্র বাটীয়া দুধের সহিত সেবনে নবম মাসের গর্ভস্রাব নিবারণ হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥

পয়স্তু দশমে শুণ্ঠ্যা শৃতং শীতং প্রশস্যতে।
সক্ষীরা বা হিতা শুণ্ঠী মধুকং দেবদারু চ ॥
এবমাপ্যায়তে গর্ভস্তীব্রা রুক্‌ চ প্রশাম্যতি ॥ ৬১ ॥

শুঠ ২ তোলা, দুধ ১৬ তোলা এবং জল ৬৪ তোলা একত্র সিদ্ধ করিয়া ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া তাহা অথবা শুঠ এবং দেবদারু; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, দুধ ১৬ তোলা এবং জল ৬৪ তোলা

একত্র সিদ্ধ করিয়া ১৬ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া পান করিলে দশম মাসের গর্ভিণীর গর্ভশূল নিবারিত হয়॥ ৬১॥

কুশকাশোরুবুকানাং মূলৈর্গোক্ষুরকস্য চ।
শৃতং দুগ্ধং সিতাযুক্তং গর্ভিণ্যাঃ শূলনুৎ পরম্॥ ৬২।

কুশমূল, কেশেমূল, এরণ্ডমূল ও গোক্ষুর-মূল; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, দুধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা। ইহাতে চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে গর্ভ-শূল নিবারিত হয়॥ ৬২॥

কশেরু শৃঙ্গাটক জীবনীয় পদ্মোৎপলৈরণ্ডশতাবরীভিঃ। সিদ্ধং পয়ঃ শর্করয়া বিমিশ্রং সংস্থাপয়েদ্ গর্ভমুদীর্ণবেগম্॥ ৬৩॥

কেশুর, পানিফল, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাঁকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী, যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, এরণ্ডমূল ও শতমূলী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা জল ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা। এই ক্বাথ চিনি সহযোগে পান করিলে গর্ভস্রাব নিবারিত হয়॥ ৬৩॥

কশেরুশৃঙ্গাটক পদ্মকোৎপলং সমুদ্গপর্ণীমধুকং সশর্করম্। সশূল গর্ভস্রুতি পীড়িতাঙ্গনা পয়ো বিমিশ্রং পয়সান্নভুক্ পিবেৎ॥ ৬৪

কেশুর, পানিফল, পদ্মকেশর, নীলোৎপল, মুগানি, যষ্টিমধু ও চিনি; সমভাগে একত্রে বাটিয়া দুগ্ধসহ পান করিয়া দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে গর্ভস্রাব নিবারিত হয়॥ ৬৪॥

গর্ভে শুষ্কে তু বাতেন বালানাঞ্চাপি শুষ্যতাম্।
সিতামধুক কাশ্মর্য্যৈর্হিত মুত্থাপনে পয়ঃ॥ ৬৫॥

বায়ুকর্তৃক গর্ভ অথবা গর্ভস্থ সন্তান শুষ্ক হইলে যষ্টিমধু ও গাম্ভারীফলের সহিত সিদ্ধ দুগ্ধ, চিনির সহিত পান করিতে দিবে॥ ৬৫॥

চন্দনং সারিবা লোধ্রং মৃদ্বীকা শর্করান্বিতম্।
ক্বাথং কৃত্বা প্রদাতব্যং গর্ভিণ্যাজ্বরনাশনম্॥ ৬৬॥

রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধ ও কিস্‌মিস্‌; এইগুলির ক্বাথ চিনি সহযোগে পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর বিনষ্ট হয়॥ ৬৬॥

এরণ্ডাদিঃ।

এরণ্ডমূলমমৃতা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দনম্।
দারুপদ্মযুতঃ ক্বাথো গর্ভিণ্যা জ্বরনাশনঃ॥ ৬৭॥

এরণ্ডাদি—এরণ্ডমূল, গুলঞ্চ, মঞ্জিষ্ঠা, রক্ত-চন্দন, দেবদারু ও পদ্মকাষ্ঠ; ইহাদের ক্বাথ পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর বিনষ্ট হয়॥ ৬৭॥

অত্র সামান্য জ্বরোক্তাঃ কষায়াশ্চ বুদ্ধ্যা দেয়াঃ।
সিংহাস্যাদিগুড়ুচ্যাদিঃ পঞ্চমূলীরসোঽপিবা॥
মধুনাশময়ত্যেকে গর্ভিণ্যাজ্বরমাশু চ।
পঞ্চমূলী শৃতং ক্ষীরং গর্ভিণ্যা জ্বরশান্তয়ে
ইতি জ্বরাধিকারে চক্রদত্তেন লিখিতম্॥ ৬৮

গর্ভিণীর জ্বর হইলে বিবেচনা পূর্ব্বক সামান্য জ্বরোক্ত ক্বাথ প্রয়োগ করিবে। চক্রদত্তের লিখিত জ্বরাধিকারোক্ত সিংহাস্যাদি, গুড়ুচ্যাদি বা পঞ্চমূলীর ক্বাথ মধুসহ কিম্বা পঞ্চমূলী দ্বারা সিদ্ধ দুগ্ধ পান করিলে গর্ভিণীর জ্বর প্রশমিত হইয়া থাকে॥ ৬৮॥

আম্রজম্বুত্বচঃ ক্বাথং লেহয়েল্লাজশক্তুভিঃ।
অনেন লীঢ়মাত্রেণ গর্ভিণীগ্রহণীং জয়েৎ। ৬৯॥

আমছাল ও জামছালের ক্বাথ প্রস্তুত করতঃ খইচূর্ণের সহিত ভক্ষণ করিলে গর্ভিণীর গ্রহণী রোগের উপশম হয়॥ ৬৯

হ্রীবেরাদিঃ।

হ্রীবেররুরক্তচন্দন বলা ধন্যাক বৎসাদনীমুস্তোশীর যবাস পর্পটবিষাক্বাথং পিবেদ্ গর্ভিণী। নানাবর্ণরুজাতিসারকগদে রক্তস্রুতৌ বা জ্বরে যোগোঽয়ং মুনিভিঃ পুরা নিগদিতঃ সূত্যাময়েষূত্তমঃ॥ ৭০॥

হ্রীবেরাদি—বালা, শোনাছাল রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে গুলঞ্চ, মুথা, বেণারমূল, দুরালভা, ক্ষেৎপাপড়া ও আতইষ, ইহাদের ক্বাথ পান করিলে নানা বর্ণ ও বেদনাসংযুক্ত অতীসার, রক্তস্রাব এবং জ্বর ও সূতিকারোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে॥ ৭০॥

লবঙ্গাদিচূর্ণম্।

লবঙ্গং টঙ্কনং মুস্তং ধাতকী বিল্ব ধান্যকম্।
জাতীফলং সর্জকঞ্চ শতাহ্বা দাড়িমং তথা॥
জীরকং সৈন্ধবং মোচং নীলোৎপল-রসাঞ্জনম্
অভ্রকং বঙ্গকঞ্চৈব সমঙ্গা রক্তচন্দনম্॥
চব্যং চাতিবিষা শৃঙ্গী খদিরং বালকং সমম্।
এতচ্চূর্ণং প্রদাতব্যং সংগ্রহ গ্রহণী হরম্॥
নানাবর্ণমতীসারং জ্বরঞ্চৈব নিযচ্ছতি।
আমরক্তাতিসারঘ্নং শূল শোথ নিসূদনম্॥
ছাগীদুগ্ধেন মতিমান্ গর্ভিণীমনুপানতঃ॥ ১১॥

লবঙ্গাদিচূর্ণ—লবঙ্গ, সোহাগা, মুথা, ধাই-ফুল, বেলশুঠ, ধনে, জাতীফল, শ্বেতধুনা, শুলফা, দাড়িমফলের ছাল, জীরা, সৈন্ধব, মোচরস, নীলোৎপল, রসাঞ্জন, অভ্র, বঙ্গ, বরাহক্রান্তা, রক্তচন্দন, চই, আতইষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, খদির ও বালা; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা পরিমাণে লইয়া একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা ছাগদুগ্ধ সহ গর্ভিণীকে সেবন করাইলে সংগ্রহগ্রহণী, অতীসার ও জ্বর বিনষ্ট হয়॥ ১১॥

রোমরাজী ভবেদ্ যস্যা বামপার্শ্বে সমুচ্ছ্রিতা।
কন্যাং তস্যা বিজানীয়াৎ দক্ষিণে চ তয়া সুতম্॥ ১২॥

গর্ভিণীর বামপার্শ্বে রোমরাজী উৎপন্ন হইলে কন্যা এবং দক্ষিণপার্শ্বে হইলে পুত্র জন্মে॥ ১২॥

ধন্বন্তরিমতেনৈব সাধ্বাজ্ঞাতশ্চ শাস্ত্রবিৎ।
সম্প্রাপ্তে চাষ্টমে মাসে মৈথুনং পরিবর্জয়েৎ॥
যদি গচ্ছতি দুর্মেধাঃ কামমোহাদচেতনঃ।
বিপদ্যতে তদা গর্ভো গর্ভিণী চ বিনশ্যতি॥
অন্ধমূকাদি বধিরো জায়তে কুব্জ এব বা॥ ১৩॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং গর্ভিণ্যধিকারঃ।

গর্ভিণীর অষ্টম মাস উপস্থিত হইলে তদবধি মৈথুন পরিত্যাগ করা বিধেয়। কারণ কাম-মোহিত হইয়া অষ্টমমাসে মৈথুন করিলে গর্ভ নষ্ট কিম্বা গর্ভিণীর মৃত্যু অথবা অন্ধ, মূক, বধির বা কুব্জ সন্তান জন্মিবার সম্ভাবনা॥ ১৩॥

ইতি গর্ভিণীরোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ সূতিরোগাধিকারঃ।

—:*:—

পাঠা লাঙ্গলি সিংহাস্য ময়ূরক জটৈঃ পৃথক্।
নাভিবস্তিভগালেপাৎ সুখং নারী প্রসূয়তে॥
মাতুলুঙ্গস্য মূলানি মধুকং মধুসংযুতম্।
ঘৃতেন সহ পাতব্যং সুখং নারী প্রসূয়তে॥ ১।

সূতিকারোগ চিকিৎসা।

আকনাদিমূল, ঈশলাঙ্গলামূল, বাসকমূল ও আপাংমূল; ইহাদের কোনও একটী দ্রব্য বাটিয়া গর্ভিণীর নাভি বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ দিলে অথবা ছোলঙ্গলেবুর মূল ও যষ্টিমধু, সমভাগে লইয়া ঘৃত ও মধুর সহিত গর্ভিণীকে সেবন করাইলে সুখে প্রসব করিয়া থাকে॥ ১॥

ইহামৃতঞ্চ সোমশ্চ চিত্রভানুশ্চ ভাবিনি।
উচ্চৈঃশ্রবাশ্চ তুরগো মন্দিরে নিবসন্তু তে॥
ইদমমৃতমপাং সমুদ্ধৃতং বৈভব লঘু গর্ভমিমং
বিমুঞ্চতু স্ত্রী। তদনল পবনার্ক বাসবাস্তে সহ
লবণাম্বুধরৈর্দ্দিশন্তু শান্তিম্॥
মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ।
মুক্তাঃ সর্ব্বভয়াদ্গর্ভ এহেহি মা চিরংস্বাহা॥
ইতি শ্রাবয়েৎ॥

জলং চ্যবন মন্ত্রেণ সপ্তবারাভিমন্ত্রিতম্
পীত্বা প্রসূয়তে নারী দৃষ্টা চোভয়ত্রিংশকম্।
ততোভয় পঞ্চদশ দর্শনং সুখসূতিকৃৎ॥
চ্যবন মন্ত্রো যথা। ওঁ ক্ষিপ নিক্ষেপ উন্মথ প্রমথ মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। ইতি মন্ত্রেণ জলং সপ্তধাভিমন্ত্রিতং পায়য়েৎ। অথোভয়পঞ্চ দশকং দর্শয়েৎ। যথা বসু গুণাদ্যক বাণ নবষট্ সপ্তযুগৈঃ ক্রমাৎ॥ ২॥

কাঁজির সহিত গৃহধূম মিশ্রিত করিয়া পান করিলে গর্ভিণী নির্ব্বিঘ্নে প্রসব করে। ২॥

সর্ব্ব পঞ্চদশং বিত্ত ত্রিংশকং নবকোষ্ঠকে।
নাড়ী ঋতু বসুভিঃ সহ পঞ্চ দিগষ্টাদশভির্যৈব চ॥
অর্কভুবনাব্ধিসহিতৈরুভয় ত্রিংশকমাশ্চর্য্যম্॥
উভয়োরেকতরং শরাবে লিখিত্বা দর্শয়েৎ।
গৃহাম্বুনা গেহধূমপানং গর্ভাপকর্ষণম্॥

পুটদগ্ধসর্পকঞ্চুক মসৃণমসী কুসুমসার সহিতাক্ত
ঝটিতি বিশল্যা জায়তে গর্ভিণী মূঢ়গর্ভাপি ॥ ৩ ॥

সর্পের খোলস অন্তর্ধূমে দগ্ধ করতঃ মধু দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক গর্ভিণীর চক্ষে অঞ্জন দিলে নির্ব্বিঘ্নে প্রসব করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

স্নুহীক্ষীরং তথা স্তোকং গর্ভিণ্যাঃ শিরসি ক্ষিপেৎ।
মৃতগর্ভং তদা সূতে গর্ভিণী রমণী দ্রুতম্॥
গৃহাম্বুনা হিঙ্গুসিন্ধুপানং গর্ভাপকর্ষণম্॥
করিদমনদহনমূলং পিষ্টং সলিলেন পাতং সদ্যঃ।
চিরমচিরজং গর্ভং মৃতমমৃতং বা নিপাতয়তি ॥ ৪ ॥

গর্ভিণীর মস্তকে অল্পমাত্র সিজের ক্ষীর প্রদান করিলে মৃতসন্তান বিনাক্লেশে প্রসব করিয়া থাকে।

কাঁজির সহিত হিং ও সৈন্ধবলবণ মিশ্রিত করতঃ পান করাইলে গর্ভিণী সুখে প্রসব করিয়া থাকে।

নাগদনামূল ও চিতামূল উপযুক্ত পরিমাণে লইয়া জলে বাটিয়া গর্ভিণীকে পান করাইলে মৃত বা জীবিত সন্তান সুখে পতিত হয় ॥ ৪ ॥

কটুতুম্ব্যহিনির্ম্মোক কৃতবেধন সর্ষপৈঃ।
কটুতৈলান্বিতৈর্ধূপো যোনৌ পাতয়তেঽমরাম্।
কচবেষ্টিতয়াঙ্গুল্যা ঘৃষ্টে কণ্ঠে পতত্যমরা।
মূলেন লাঙ্গলিক্যাঃ সংলিপ্তে হস্তপাদে চ॥
অমরা পাতনং মদ্যৈঃ পিপ্পল্যাদি রজঃ পিবেৎ।
শালিমূলাক্ষমাত্রং বা মদ্যেনাম্লেন বাপ্লুতম্। ৫ ॥

তিতলাউ, সাপের খোলস, ঘোষাফল ও সর্ষপ; ইহাদের সহিত সর্ষপতৈল মিশ্রিত করিয়া যোনিতে ধূম প্রদান করিলে অমরা অর্থাৎ ফুল পতিত হয়।

অঙ্গুলিতে কেশ বেষ্টন করিয়া তদ্দ্বারা গর্ভিণীর কণ্ঠদেশ ঘর্ষণ করিলে কিম্বা ঈশলাঙ্গুলের মূল বাটিয়া গর্ভিণীর হস্তে ও পদে লেপন করিলে অমরা পতিত হয়।

পিপ্পল্যাদি গণোক্ত দ্রব্যের চূর্ণ মদ্যসহ কিম্বা শালিধান্যের মূল মদ্য অথবা কাঁজিসহ ভক্ষণ করিলেও অমরা নিপতিত হয় ॥ ৫ ॥

উপকুঞ্চিকাং পিপ্পলীং মদিরাং লাভতঃ পিবেৎ।
সৌবর্চলেন সংযুক্তাং যোনিশূলনিবারিণীম্। ৬ ॥

কৃষ্ণজীরা-চূর্ণ, পিপুলচূর্ণ ও সচললবণ একত্রে লইয়া মদ্যের সহিত পান করিলে যোনিশূল নিবারিত হয় ॥ ৬ ॥

সূতায়া হৃচ্ছিরোবস্তিশূলং মকল্প সংজ্ঞিতম্।
যবক্ষারং পিবেত্তত্র সর্পিষোষ্ণোদকেন বা॥
পিপ্পল্যাদিগণক্কাথং পিবেদ্বা লবণান্বিতম্॥ ৭ ॥

গর্ভিণীর হৃদয়, মস্তক ও বস্তিদেশে যে শূল জন্মে, তাহাকে মক্কল্লশূল বলে। এই রোগে যবক্ষার, ঘৃত বা উষ্ণ জলের সহিত অথবা পিপ্পল্যাদিগণের ক্কাথ কিঞ্চিত সৈন্ধব-লবণের সহিত পান করিতে দিবে ॥ ৭ ॥

পারাবত শকৃৎ পীতং শালিতণ্ডুল বারিণা।
গর্ভপাতানন্তরোত্থং রক্তস্রাব নিবারণম্। ৮ ॥

পায়রার বিষ্ঠা, শালিতণ্ডুলের জলসহ পান করিলে গর্ভপাত জনিত রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৮ ॥

জলপিষ্টবরুণপত্রৈঃ সঘৃতৈরুদ্বর্ত্তনালেপৌ
কিক্কিশরোগং হরতো গোময়ঘর্ষাদথোবিহিতৌ। ৯।

বরুণপত্র জলে বাটিয়া ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করতঃ মালিষ ও লেপন করিলে অথবা গোময় ঘর্ষণ করিলে কিক্কিশরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

অমৃতাদিঃ।

অমৃতা নাগর সহচর ভদ্রোৎকট পঞ্চমূল জলদা জলম্। পীতং মধুসংযুক্তং নিবারয়তি সূতিকাতঙ্কম্। ১০।

অমৃতাদি—গুলঞ্চ, শুঠ, ঝাঁটিমূল, গন্ধভাদুলে, শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও মুথা; ইহাদের ক্কাথ মধুসহ পান করিলে সূতিকা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

সহচর পুষ্কর বেতসমূলং বিকঙ্কত দারু কুলত্থ সমম্।
জলমত্র সসৈন্ধব হিঙ্গুযুতং সদ্যোজ্বর সূতিকা শূলহরম্। ১১

ঝাঁটিমূল, কুড়, বেতসবৃক্ষের মূল বঁইচমূল, দেবদারু এবং কুলত্থকলাই; ইহাদের ক্কাথ

সৈন্ধবলবণ ও হিং সহ পান করিলে সূতিকা জনিত জ্বর ও শূল বিনষ্ট হয়॥ ১১ ॥

দশমূলীকৃতঃ কাথঃ সাজ্যঃ সূতিরুজাপহঃ ॥ ১২ ॥

দশমূলের কাথ, ঘৃতের সহিত পান করিলে সূতিকারোগ নষ্ট হয়॥ ১২ ॥

সূতিকাদশমূলম্।

শালপর্ণী পৃশ্নিপর্ণী বৃহতীদ্বয় গোক্ষুরম্।
দাসী প্রসারণী বিশ্ব গুড়ূচী মুস্তকং তথা॥
নিহন্তি সূতিকারোগং জ্বরং দাহ-সমন্বিতম্। ১৩ ॥

সূতিকাদশমূল—শালপানি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, নীলঝাঁটিমূল, গন্ধভাদুলে মূল, শুঠ, গুলঞ্চ ও মুথা। এই কাথ পানে জ্বর ও দাহসমন্বিত সূতিকারো নষ্ট হয়॥ ১৩ ॥

সহচরাদিঃ।

সহচরমুস্ত গুড়ূচী ভদ্রোৎকট বিশ্ববালকৈঃ কথিতম্। পেয়মিদং মধুমিশ্রং সদ্যো জ্বরশূলনুৎ সুত্যাঃ॥১৪॥

সহচরাদি—ঝাঁটিমূল, মুথা, গুলঞ্চ, গন্ধভাদুলে, শুঁঠ ও বালা। এই কাথ মধুর সহিত পান করিলে প্রসূতির জ্বর ও শূল বিনষ্ট হয়॥ ১৪

সহচরকৃতঃ কাথঃ পিপ্পলীচূর্ণসংযুতঃ।
দীপনো জ্বরদোষামসূতিকারোগনাশনঃ॥ ১৫ ॥

ঝাঁটিমূলের কাথ, পিপুলচূর্ণ সহ পান করিলে প্রসূতির অগ্নির দীপ্তি হওত জ্বর, সূতিকা ও আম বিনষ্ট হয়॥ ১৫ ॥

পীতকুরুণ্টকথিতং রজনী পর্য্যুষিতং পীতমপহরতি।
সূতিরোগান্ সহসা তন্মূলং চর্ব্বিতং ভবৎ॥ ১৬॥

সন্ধ্যার সময় নীলঝাটির কাথ প্রস্তুত করতঃ পরদিন প্রাতে পান অথবা ঝাটিমূল চর্ব্বণ করিলে সূতিকা রোগ বিনষ্ট হয়॥ ১৬ ॥

বজ্রকাঞ্জিকম্।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চব্যং শুণ্ঠী যমানিকা।
জীরকে দ্বে হরিদ্রে দ্বে বিড়ং সৌবর্চ্চলং তথা॥
এতৈরেবৌষধৈঃ পিষ্টৈরারনালং বিপাচয়েৎ।
এতদামহরং বৃষ্যং রুক্ষঘ্নং বহ্নিদীপনম্॥
কাঞ্জিকং বজ্রকং নাম স্ত্রীণামগ্নি বিবর্দ্ধনম্॥
মকল্লশূলশমনং পরং ক্ষীরাভিবর্দ্ধনম্॥
ক্ষীরপাক বিধানেন কাঞ্জিকস্যাপি সাধনম্॥ ১৭॥

বজ্রকাঞ্জিক—পিপুল, পিপুলমূল, চই, শুঠ যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিটলবণ ও সচললবণ; ইহাদের সমভাগে মিলিত ৮ তোলা, কাঁজি ১ সের এবং জল ৪ সের। এই সকল দ্রব্য একত্রে পাক করতঃ কাঁজি অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে। ইহা পানে প্রসূতির অগ্নিবৃদ্ধি ও মকল্ল শূল বিনষ্ট হয়॥ ১৭ ॥

ভদ্রোৎকটাদ্যবলেহঃ।

ভদ্রোৎকটতুলা কাথে পাদশেষে বিনিঃক্ষিপেৎ।
শর্করায়াঃ পলত্রিংশৎ চূর্ণানীমানি দাপয়েৎ॥
বৎসকং ধান্যকং মুস্তমুশীরং বিষমেব চ।
শাল্মলীবেষ্টকঞ্চৈব পিপ্পলী মরিচানি চ॥
বলাচাতিবিষা মাংসী হ্রীবেরং সদুরালভম্।
এষাঞ্চ পলিকৈর্ভাগৈশ্চূর্ণৈরেতৎ সমাচরেৎ॥
সংগ্রহ গ্রহণীং হন্তি সূতিকাঞ্চ সুদুস্তরাম্।
বহ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং শূলানাহ বিবন্ধনুৎ॥ ১৮॥

ভদ্রোৎকটাদ্যবলেহ—গন্ধভাদুলে ।২॥০ সের জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের, চিনি ৵৩৸০ সের। এই কাথের সহিত প্রথমতঃ চিনি গুলিয়া পাক করিতে থাকিবে এবং ঘনীভূত হইয়া আসিলে ইন্দ্রযব, ধনে, মুথা, বেণারমূল, বেলশুঠ, মোচরস, পিপুল, মরিচ, বেড়েলা, আতইধ, জটামাংসী, বালা ও দুরালভা; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা করিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া নামাইবে। ইহা দ্বারা সংগ্রহগ্রহণী, সূতিকা, শূল, আনাহ ও বিবন্ধ নষ্ট এবং অগ্নির দীপ্তি হয়॥ ১৮

ভদ্রোৎকটাদ্যং ঘৃতম্।

সমূলপত্রশাখস্ত শতং ভদ্রোৎকটস্ত চ।
বারিদ্রোণেন সংসাধ্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতম্॥
ঘৃতপ্রস্থং বিপক্তব্যং গর্ভং দত্ত্বা তু কার্ষিকম্।
সব্যোষং পিপ্পলীমূলং চিত্রকং জীরকং তথা॥
পঞ্চমূলং কনিষ্ঠঞ্চ রাস্নৈরণ্ড-সমন্বিতম্।
বলা সিন্ধু যবক্ষার স্বর্জিকা কৃষ্ণজীরকম্॥

নিহন্তৈতদ্ঘৃতং সদ্যো নিহন্যাৎ সূতিকাময়ান্।
গ্রহণীং পাণ্ডুরোগঞ্চ অর্শাংসি বিবিধানি চ॥
অগ্নিঞ্চ কুরুতে দীপ্তং স্ত্রীণাং স্তন্যবিশোধনম্॥ ১৯॥

ভদ্রোৎকটাদ্য ঘৃত—ঘৃত /৪সের। ক্বাথার্থ—মূল, পত্র ও শাখা সহিত গন্ধভাদুলে ।২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের। কল্কার্থ শুঠ পিপুল, মরিচ, পিপুলমূল, চিতামূল, জীরা, স্বল্পপঞ্চমূল, রাস্না, এরণ্ডমূল, বেড়েলামূল, সৈন্ধবলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার ও কৃষ্ণজীরা; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। এই ঘৃত সেবনে সূতিকা, গ্রহণী, পাণ্ডু ও অর্শঃ রোগ বিনষ্ট হয়। ইহা আগ্নেয় ও স্তন্যবিশোধক॥ ১৯॥

সৌভাগ্যশুণ্ঠী।

কশেরু শৃঙ্গাট বরাট মুস্তং দ্বিজীরকং জাতিফলং সকোষম্। লবঙ্গ শৈলেয় সনাগপুষ্পং পত্রং বরাঙ্গং শটী ধাতকীচ॥ এলা শতাহ্বা ধনিকেভপিপ্পলী সপিপ্পলীসোষণকা শতাবরী। প্রত্যেকমেষামিহ কর্ষযুগ্মং লৌহং তথাভ্রং পলভাগ যুক্তম্॥ মহৌষধী চূর্ণপলানি চাষ্টৌ পলানি ত্রিংশৎ সিতশর্করায়াঃ॥ পলানি চাষ্টাবপি সর্পিষশ্চ প্রস্থদ্বয়ং ক্ষীরমিহ প্রযুক্তং। পচেদ্বিধিজ্ঞঃ পরমাদরেণ খাদেদিদং কর্ষমথার্দ্ধকর্ষম্। কর্ষদ্বয়ং বাপি সমীক্ষ্য শক্তিং সৌভাগ্যশুণ্ঠী কথিতা ভিষগ্‌ভিঃ॥ অগ্নিপ্রদা সূতিগদাপহা চ সর্ব্বাতিসারগ্রহণীহরা চ॥ ২০॥

সৌভাগ্যশুণ্ঠী—কেশুর, পানিফল, পদ্মবীজ, মুথা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, জাতীফল, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, দারুচিনি, শঠী, ধাইফুল, ছোটএলাইচ, শুলফা, ধনে, গজপিপুল, পিপুল, মরিচ ও শতমূলী; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, লৌহ ও অভ্র প্রত্যেক ৮ তোলা, শুঠচূর্ণ ৬৪ তোলা, মিছরি ২৪০ তোলা, ঘৃত /১ সের এবং গব্যদুগ্ধ /৮ সের। ইহা অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় ভক্ষণ করিলে অগ্নির দীপ্তি হয় এবং সূতিকা, সর্ব্ববিধ অতীসার ও গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়॥ ২০॥

(২) সৌভাগ্যশুণ্ঠী।

ত্রিকটু ত্রিফলাজাজী চাতুর্জাতক মুস্তকম্।
জাতীকোষফলং ধান্যং লবঙ্গং শতপুষ্পিকা॥
নলিকা মদনফলং যমানীদ্বয় ধাতকী।
শতাবরী তালমূলী লোধ্রং বারণপিপ্পলী॥
পিয়ালবীজমমৃতা কর্পূরং চন্দনদ্বয়ম্।
কর্ষপ্রমাণান্যেতেষাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ॥
নাগরস্য চ চূর্ণস্য ষোড়শপলিকং ক্ষিপেৎ।
দৃঢ়ে চ মৃন্ময়ে পাত্রে পাচয়েন্মৃদুনাগ্নিনা॥
যত্নতঃ পাকবিদ্বৈদ্যো গুড়িকাং কারয়েত্ততঃ।
ঘৃতমষ্টপলং দদ্যাৎ ক্ষীরপ্রস্থদ্বয়ং তথা॥
সার্দ্ধপ্রস্থদ্বয়ং চাত্র শর্করায়াস্ততঃ ক্ষিপেৎ।
ভক্ষয়েৎ প্রাতরুত্থায় অজাক্ষীরং পিবেদনু
আমবাতং নিহন্ত্যাশু কাসং শ্বাসং সপীনসম্।
গ্রহণীমম্লপিত্তঞ্চ রক্তপিত্তং ক্ষতক্ষয়ম্॥
স্ত্রীরোগান্ বিংশতিঞ্চৈব তৎক্ষণাদেব নাশয়েৎ।
অহন্যহনি চ স্ত্রীণাং স্তনদার্ঢ্যকরং পরম্।
সৌভাগ্যজননং স্ত্রীণাং পুষ্টিদং ধাতুবর্দ্ধনম্॥ ২১॥

(২) সৌভাগ্যশুণ্ঠী—শুঠ, পিপুল, মরিচ হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কৃষ্ণজীরা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, নাগেশ্বর, মুথা, জয়িত্রী, জাতীফল, ধনে, লবঙ্গ, শুলফা, নালুকা, ময়নাফল, যমানী, বনযমানী, ধাইফুল, শতমূলী, তালমূলী, লোধ, গজপিপুল, পিয়ালবীজ, গুলঞ্চ, কর্পূর, চন্দন ও রক্তচন্দন,; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, শুঠ চূর্ণ /২সের, ঘৃত /১সের দুগ্ধ /৮ সের ও চিনি /৫সের। ইহা প্রাতঃকালে ছাগদুগ্ধের সহিত সেবন করাইলে সূতিকা ও সর্ব্ববিধ স্ত্রীরোগ ও আমবাতাদি রোগ সকল অচিরে আরোগ্য হইয়া থাকে॥ ২১॥

জীরকাদ্যোমোদকঃ।

জীরকস্য পলান্যষ্টৌ শুণ্ঠী ধান্যং পলত্রয়ম্।
শতপুষ্প যমানীচ কৃষ্ণজীরং পলং পলম্॥
ক্ষীরদ্বিপ্রস্থসংযুক্তং খণ্ডস্যার্দ্ধশতং পলম্।
ঘৃতস্যাপি পলান্যষ্টৌ শনৈর্মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ॥
ব্যোষং ত্রিজাতকঞ্চৈব বিড়ঙ্গং চব্য চিত্রকম্।
মুস্তকঞ্চ লবঙ্গঞ্চ পলাংশং সম্প্রকল্পয়েৎ॥
মন্দেন বহ্নিনা পক্ত্বা মোদকং কারয়েদ্ভিষক্।

সর্ব্বযোনিবিকারাণাং নাশনং বহ্নিদীপনম্॥
সূতিকারোগশমনং বিশেষাদ্ গ্রহণীহরম্॥ ২২॥

জীরকাদ্যমোদক—জীরা ৬৪ তোলা, শুঠ ২৪ তোলা, ধনে ২৪ তোলা এবং শুল্ফা, যমানী ও কৃষ্ণজীরা এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ৮ তোলা, দুগ্ধ /৪ সের, চিনি /৬৷০ সের, ঘৃত /১ সের। ইহাদের একত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিতে থাকিবে ও পাক করতঃ গাঢ় হইয়া আসিলে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, মুথা ও লবঙ্গ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগ সুতিকা ও গ্রহণী বিনষ্ট হয় এবং অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া থাকে॥ ২২॥

সূতিকারিরসঃ।

রসং গন্ধং মৃতাভ্রঞ্চ মৃততাম্রঞ্চ তুল্যকম্।
চূর্ণিতং মর্দ্দয়েদ্ যত্নাদ্ভেকপর্ণীরসেন চ॥
ছায়াশুষ্কা গুড়ী কার্য্যা কলায়সদৃশী ততঃ।
মাত্রয়া কটুনা দেয়া সূতিকাতঙ্কনাশিনী॥
জ্বরতৃষ্ণারুচিহরী শোথঘ্নী বহ্নিদীপনী॥ ২৩॥

সূতিকারিরস—পারদ, গন্ধক, অভ্র ও তাম্র ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা করিয়া লইয়া থুলকুড়ির রসে বাটিয়া কলায় সদৃশ বটিকা করতঃ ছায়ায় শুষ্ক করিয়া লইবে। ইহা আদার রস সহ সেবনে সূতিকা রোগ নষ্ট হয়॥ ২৩॥

বনকার্পাসকেক্ষূণাং মূলং সৌবীরকেণ বা
বিদারীকন্দং সুরয়া পিবেদ্বা স্তন্যবর্দ্ধনম্॥ ২৪॥

বনকার্পাসের মূল অথবা ইক্ষুমূল বাটিয়া কাঁজিসহ কিম্বা ভূমিকুষ্মাণ্ড, মদ্যের সহিত সেবন করিলে প্রসূতির স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হইয়া থাকে॥ ২৪॥

দুগ্ধেন শালিতণ্ডুলচূর্ণপানং বিবর্দ্ধয়েৎ।
স্তন্যং সপ্তাহতঃ ক্ষীর সেবিন্যাস্তু ন সংশয়ঃ॥
হরিদ্রাদিং বচাদিং বা পিবেৎ স্তন্যবিবৃদ্ধয়ে॥ ২৫॥

দুগ্ধের সহিত শালিতণ্ডুলচূর্ণ সেবন করিয়া দুগ্ধান্ন ভোজন করিবে। এইরূপে ৭ দিবস সেবন করিলে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

হরিদ্রাদি বা বচাদির কাথ পান করিলে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয়॥ ২৫॥

তত্র বাতাত্মকে স্তন্যে দশমূলীজলং পিবেৎ।
পিত্তদুষ্টেঽমৃতাভীরু পটোলং নিম্বচন্দনম্॥
ধাত্রী কুমারশ্চ পিবেৎ কাথয়িত্বা সসেরিবাম্॥ ২৬॥

বাতজনিত স্তন্যদোষে, দশমূলের কাথ ও পৈত্তিকে গুলঞ্চ, শতমূলী, পটোলপত্র, নিমছাল, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল; এই সকলের কাথ, ধাত্রী ও শিশুকে পান করিতে দিবে॥ ২৬॥

ধাত্রী স্তন্যবিবৃদ্ধ্যর্থং মুদ্গযূষরসাশনা।
ভার্গীদারু বচা পাঠাঃ পিবেৎ সাতিবিষাঃ শৃতাঃ॥
কৃষ্ণধেনুকমূলং চর্ব্বিতমাস্যেন ধারিতং জয়তি।
সপ্তাহাৎ স্তনকীলং স্তন্যং চৈকান্ততঃ কুরুতে॥ ২৭॥

বামনহাটী, দেবদারু, বচ, আকনাদি ও আতইষ; ইহাদের কাথ পান করতঃ মুগের যূষ ভোজন করিলে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

গোরক্ষচাকুলের মূল চর্ব্বণ করিয়া মুখে ধারণ করিলে সপ্তাহমধ্যে স্তনকীল নষ্ট হওত স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয়॥ ২৭॥

শোথং স্তনোত্থিত মবেক্ষ্য ভিষগ্ বিদধ্যাদ্ বিদ্রধিরভিহিতং বহুধা বিধানম্। আমে বিদহ্যতি তথৈব গতে চ পাকং তস্যাঃ স্তনৌ সততমেব নির্দ্দুহীত॥ ২৮॥

স্তনশোথে বিদ্রধিরোগোক্ত চিকিৎসা করিবে ও সর্ব্বদা স্তনদুগ্ধ দোহন করিয়া ফেলিবে॥ ২৮॥

বিশালমূললেপস্তু হন্তি পীড়াং স্তনোত্থিতাম্।
নিশাকনক ফলাভ্যাং লেপশ্চাপি স্তনার্ত্তিহা॥ ২৯॥

রাখালশসারমূল, হরিদ্রা ও ধুতুরাফল এক সঙ্গে বাটিয়া প্রলেপ দিলে স্তনরোগ দূরীভূত হইয়া থাকে॥ ২৯॥

মূষিকবসয়া শৌকর মাহিষ গজমাংসচূর্ণযুতয়া।
অভ্যঙ্গ মর্দ্দনাভ্যাং সুকঠিনপীনৌ স্তনৌ ভবতঃ॥
মহিষীভবনবনীতং ব্যাধিবলোগ্রা তথৈব নাগবলা।
পিষ্ট্বা মর্দ্দন যোগাৎ পীনং কঠিনং স্তনং কুরুতে॥ ৩০

শূকর, মহিষ ও হস্তীর মাংসচূর্ণ ইন্দুরের বসার সহিত মিলিত করিয়া স্তনে মালিষ করিলে স্তনদ্বয় কঠিন ও স্থূল হয়।

মাহিষনবনীত, কুড়, বেড়েলা, বচ এবং শ্বেতকচাকুলে, এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করতঃ স্তনে মালিষ করিলে স্তনদ্বয় কঠিন ও স্থূল হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥

শ্রীপর্ণীতৈলম্

শ্রীপর্ণীরস-কল্কাভ্যাং তৈলং সিদ্ধং তিলোদ্ভবম্।
তত্তৈলং তুলকেনৈব স্তনস্তোপরি ধারয়েৎ ॥
পতিতাবুত্থিতৌ স্ত্রীণাং ভবেয়াতাং পয়োধরৌ ॥ ৩১ ॥

শ্রীপর্ণীতৈল—তিলতৈল ✓৪ সের। গাম্ভারী মূলের কাথ ।৬ সের ও কল্কার্থ—গাম্ভারীছাল ✓১ সের। এই তৈলে তুলা সিক্ত করিয়া স্তনোপরি ধারণ করিলে পতিত স্তন পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

কাশীশ তুরগ গন্ধা গজপিপ্পলী বিপক্কেন।
তৈলেন যান্তি বৃদ্ধিং স্তন-কর্ণ-বরাঙ্গ-লিঙ্গানি ॥
প্রথমর্ত্তৌ তণ্ডুলাম্ভো নস্তং কুর্য্যাৎ স্তনৌ স্থিরৌ।
গোমহিষী ঘৃত সহিতং তৈলং শ্যামাকৃতাঞ্জলিবচাভিঃ।
ত্রিকটু নিশাভিঃ সিদ্ধং নস্তং স্তনবর্দ্ধনং পরম্ ॥ ৩২ ॥

হীরাকস, অশ্বগন্ধা, লোধ ও গজপিপুল এই সকল কল্কদ্রব্য দ্বারা তৈল পাক করিয়া মালিস করিলে স্তন, কর্ণ, যোনি ও লিঙ্গনাল বর্দ্ধিত হয়।

প্রথম ঋতুতে তণ্ডুলজলের নস্য গ্রহণ করিলে স্তনদ্বয় স্থির থাকে।

গব্যঘৃত, মাহিষঘৃত ও তিলতৈল সমভাগে মিলিত ✓১ সের। কল্কার্থ প্রিয়ঙ্গু, লজ্জালু, বচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ ও হরিদ্রা সমভাগে মিলিত ১৬ তোলা এবং পাকার্থ জল ✓৪ সের। ইহা যথানিয়মে পাক করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে স্তনদ্বয় বর্দ্ধিত হয় ॥ ৩২ ॥

সুতনুকরোতি মধ্য পীতং মথিতেন মাধবীমূলম্।
তাজ্জিখিলাপি চ গাঢ়া স্বুরগোপাজ্যাভ্যক্তো যোনিঃ ॥
বেতসমূল তু মূলানি কাথয়েন্মৃদুনাগ্নিনা।
তৎপং প্রক্ষালিতং তেন গাঢ়ং সমুপজায়তে ॥ ৩৩ ॥

ইতি ভৈষজ্য-রত্নাবল্যাং স্ত্রীরোগাধিকারঃ।

মাধবীমূল বাটিয়া জলসহ পান করিলে মধ্য-প্রদেশ ক্ষীণ হয়।

ইন্দ্রগোপকীট ও ঘৃত একত্র বাটিয়া মর্দ্দন করিলে যোনি দৃঢ় হয়।

বেতসমূলের কাথে যোনি ধৌত করিলে দৃঢ় হয় ॥ ৩৩ ॥

ইতি সূতিকারোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বালরোগাধিকারঃ।

—:*:—

ত্রিবিধঃ কথিতো বালঃ ক্ষীরান্নোভয়বর্ত্তকঃ।
স্বাস্থ্যং তাভ্যামদুষ্টাভ্যাং দুষ্টাভ্যাং রোগসম্ভবঃ।
ক্ষীরপস্তৌষধং ধাত্র্যাঃ ক্ষীরান্নাদস্ত চোভয়োঃ।
অন্নেন বা শিশৌ দেয়ং ভেষজং ভিষজা সদা ॥ ১ ॥

বালরোগ চিকিৎসা।

বালক তিন প্রকার; যথা—দুগ্ধভোজী, অন্নভোজী ও দুগ্ধান্নভোজী। দূষিত দুগ্ধ এবং অন্নভোজনেই বালকের রোগোৎপত্তি হয় এবং দুগ্ধ এবং অন্ন নির্দ্দোষ হইলেই শরীর সুস্থ থাকে। দুগ্ধপায়ী বালকের পীড়া হইলে ধাত্রীকে ঔষধ সেবন করাইবে। দুগ্ধান্নভোজী বালকের পীড়া হইলে শিশু ও ধাত্রী উভয়কেই ঔষধ সেবন করাইবে। কিন্তু অন্নভোজী বালকের পীড়া হইলে ধাত্রীকে ঔষধ সেবন করাইবে না। অন্নের সহিত ঔষধ মিলিত করিয়া শিশুকে সেই অন্ন ভোজন করাইবে ॥ ১ ॥

মাত্রয়া লঙ্ঘয়েদ্ধাত্রীং শিশোর্নৈবং বিশোষণম্।
সর্ব্বং নিবার্য্যতে বালে স্তন্যস্তু ন নিবার্য্যতে ॥ ২ ॥

শিশুর পীড়ায় আবশ্যকমত ধাত্রীর উপবাস করা কর্ত্তব্য। কারণ শিশুর উপবাসাদি সহ্য

হয় না। শিশুর পীড়া হইলে অন্যান্য সমস্তই নিবারণ করা যাইতে পারে, কিন্তু স্তনদুগ্ধপান বন্ধ করা যাইতে পারে না ॥ ২ ॥

যো বালোঽচিরজাতঃ স্তন্যং ন গৃহ্নাতি তস্য সহসৈব।
ধাত্রী মধুঘৃত পথ্যা কল্কেন ঘর্ষয়েজ্জিহ্বাম্॥ ৩ ॥

অচিরজাত শিশু স্তনদুগ্ধ পান না করিলে আমলকী এবং হরীতকীচূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত মিলিত করিয়া শিশুর জিহ্বা ঘর্ষণ করিবে ॥ ৩ ॥

কুষ্ঠং বচাভয়া ব্রহ্মী কনকং ক্ষৌদ্রসর্পিষা।
বর্ণায়ুং কান্তিজননং লেহং বালস্য দাপয়েৎ ॥
পয়শ্ছাগং গব্যং বা তদ্‌গুণং পিবেৎ।
মৃৎপিণ্ডেনাগ্নিতপ্তেন ক্ষীরসিক্তেন সোষ্মণা।
স্বেদয়েদুত্থিতং নাভিং শোথস্তেনোপশাম্যতি ॥ ৪ ॥

কুড়, বচ, হরীতকী, ব্রহ্মীশাক ও স্বর্ণভস্ম; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করতঃ ঘৃত ও মধুসহ ভক্ষণ করাইলে শিশুর বর্ণ, আয়ুঃ ও কান্তি বৃদ্ধি পায়।

স্তনদুধের অভাবে শিশুকে ছাগদুধ বা গব্যদুধ পান করাইবে।

মৃত্তিকাপিণ্ড উত্তপ্ত করিয়া দুধে নিক্ষেপ করতঃ উষ্ণাবস্থায় নাভিতে স্বেদ দিলে শিশুর নাভিদেশের শোথ বিনষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

নাভিপাকে নিশালোধ্রে প্রিয়ঙ্গু মধুকৈঃ শৃতম্।
তৈলমভ্যঞ্জনে শস্তমেভির্বাপ্যবচূর্ণনম্ ॥
সোমগ্রহণে বিধিবৎ কেকিশিখা মূলমুদ্ধৃতং বদ্ধম্।
জঘনেঽথ কন্ধরায়াং ক্ষপয়ত্যহিতুণ্ডিকাং নিয়তম্ ।৫॥

হরিদ্রা, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও যষ্টিমধু; এই সকল কল্কদ্রব্যের সহিত সিদ্ধতৈল নাভিতে মালিষ অথবা ঐ সকলের চূর্ণ নাভিতে ঘর্ষণ করিলে নাভিপাক প্রশমিত হয়।

চন্দ্রগ্রহণ সময়ে আপাঙ্গের মূল উদ্ধৃত করিয়া শিশুর জঘনে কিম্বা গ্রীবাদেশে বন্ধন করিলে অহিতুণ্ডিকা রোগ বিনষ্ট হয় ॥ ৫

সপ্তদল পুষ্প মরিচং পিষ্টং গোরোচনসাহিতম্।
পীতং তদ্বৎ তণ্ডুলতক্রকৃত দগ্ধপিষ্টকপ্রাশঃ ॥
ভেষজং পূর্ব্বমুদ্দিষ্টং নরাণাং যজ্জ্বরাদিষু।
দেয়ং তদেব বালানাং মাত্রা তস্য কনীয়সী ॥ ৬ ॥

ছাতিমপুষ্প, মরিচ ও গোরোচনা একত্র বাটিয়া পান করাইলে অথবা অম্লের সহিত তণ্ডুল বাটিয়া কলার পাতায় রাখিয়া কুশদ্বারা বন্ধনপূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করাইলে অহিতুণ্ডিকা রোগ নষ্ট হয়।

জ্বরাদি রোগে যে সকল ঔষধ কথিত হইয়াছে, বালকদিগকে সেই সকল ঔষধ অল্প মাত্রায় প্রদান করিবে ॥ ৬ ॥

প্রথমে মাসি জাতস্য শিশোর্ভেষজ-রক্তিকা।
অবলেহ্যা তু কর্ত্তব্যা মধুক্ষীর-সিতা-ঘৃতৈঃ ॥
একৈকাং বর্দ্ধয়েত্তাবদ্ যাবৎ সংবৎসরো ভবেৎ।
তদূর্দ্ধং মাষবৃদ্ধিঃ স্যাদ্ যাবদাষোড়শাব্দিকঃ ॥ ৭ ॥

একমাস বয়স্ক শিশুকে ১ রতি মাত্রায় ঔষধ প্রদান করিবে এবং ঐ ঔষধ মধু, দুধ, চিনি অথবা ঘৃতসহ মর্দ্দন করিয়া ভক্ষণ করাইবে। দ্বিতীয় মাস হইতে দ্বাদশ মাস পর্য্যন্ত প্রত্যেক মাসে এক এক রতি করিয়া বৃদ্ধি করিবে ও এক বৎসর হইতে যোল বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরে দুই আনা করিয়া মাত্রা বৃদ্ধি করিবে ॥ ৭ ॥

হরিদ্রাদ্বয় যষ্ট্যাহ্ব সিংহী শক্রযবৈঃ কৃতঃ।
শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নঃ কষায়ঃ স্তন্যদোষনুৎ ॥ ৮

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, চাকুলে ও ইন্দ্রযব; ইহাদের কাথপানে শিশুর জ্বরাতীসার ও ধাত্রীর স্তন্যদোষ বিনষ্ট হয় ॥ ৮ ॥

কর্কটাদিঃ।

কর্কটাতিবিষা শুণ্ঠী ধাতকী বিল্ববালকম্।
মুস্তং লজ্জা চ কোলস্য মধুনা সহ মেলয়েৎ ॥
হন্তি জ্বরমতীসারং দুর্ব্বারং গ্রহণীগদম্।
ছর্দ্দিং রক্তস্রুতিং কাসং শ্বাসং পশ্চাদ্রুজং তথা ॥ ৯ ॥

কর্কটাদি—কাঁকড়াশৃঙ্গী, আতইষ, শুঁঠ, ধাইফুল, বেলশুঠ, বালা, মুথা ও কুলআটির শাস; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া মধুসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক শিশুকে সেবন করাইলে জ্বর,

অতীসার, দুর্ব্বারগ্রহণী, বমি, রক্তস্রাব, কাস ও শ্বাস বিনষ্ট হয়॥ ৯॥

বালচতুর্ভদ্রিকা।

ঘনকৃষ্ণারুণা শৃঙ্গীচূর্ণং ক্ষৌদ্রেণ সংযুতম্।
শিশোর্জ্বরাতিসারঘ্নং শ্বাসকাসবমিহরম্॥ ১০॥

বালচতুর্ভদ্রিকা—মুথা, পিপুল, আতইষ ও কাঁকড়াশৃঙ্গী; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া মধুসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক শিশুকে সেবন করাইলে জ্বর, অতীসার, শ্বাস, কাস ও বমি বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ১০॥

ধাতক্যাদিঃ।

ধাতকী বিল্বধন্যাক লোধ্রেন্দ্রযববালকৈঃ।
লেহঃ ক্ষৌদ্রেণ বালানাং জ্বরাতীসারবান্তিজিৎ॥ ১১॥

ধাতক্যাদি—ধাইফুল, বেলশুঠ, ধনে লোধ, ইন্দ্রযব ও বালা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া মধুসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক ভক্ষণ করাইলে বালকের জ্বরাতীসার ও বমি বিদূরিত হয়॥ ১১॥

রজনী দারু সরলং শ্রেয়সী বৃহতীদ্বয়ম্।
পৃশ্নিপর্ণী শতাহ্বা চ লীঢ়ং মাক্ষিক-সর্পিষা॥
গ্রহণীদীপনং হন্তি মারুতার্ত্তিং সকামলাম্।
জ্বরাতীসারপাণ্ডুঘ্নং বালানাং সর্ব্বরোগজিৎ॥ ১২॥

হরিদ্রা, দেবদারু, সরলকাষ্ঠ, গজপিপ্পলী, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে ও শুলফা; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া ঘৃত ও মধু দ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক শিশুকে ভক্ষণ করাইলে গ্রহণী, কামলা ও জ্বরাতীসার প্রভৃতি রোগ বিদূরিত হইয়া থাকে॥ ১২॥

ত্রিবিকৃষ্ণাঞ্জনং লাজা শৃঙ্গী-মরিচ-মাক্ষিকৈঃ।
লেহঃ শিশোর্বিধাতব্যশ্ছর্দ্দিকাসজ্বরাপহঃ॥
শৃঙ্গীং সমুস্তাতিবিষাং বিচূর্ণ্য লেহং বিদধ্যান্মধুনা শিশূনাম্। কাসজ্বরচ্ছর্দ্দিভিরর্দ্দিতানাং সমাক্ষিকাঃ বাতিবিষামথৈকাম্॥ ১৩॥

মৌরী, পিপুল, রসাঞ্জন, খৈচূর্ণ, কাঁকড়াশৃঙ্গী ও মরিচ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করতঃ মধুসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক ভক্ষণ করাইলে শিশুর বমি, কাস ও জ্বর বিনষ্ট হয়।

কাঁকড়াশৃঙ্গী, মুথা ও আতইষ; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া মধুসহ অথবা আতইষচূর্ণ মধুর সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক শিশুকে ভক্ষণ করাইলে কাস, জ্বর ও বমি নষ্ট হয়॥ ১৩॥

পীতং পীতং বমেদ্ যস্তু স্তন্যং তন্মধু সর্পিষা।
দ্বিবার্ত্তাকীফলরসং পঞ্চকোলঞ্চ লেহয়েৎ॥
আম্রাস্থি-লাজ-সিন্ধূত্থৈর্লেহঃ ক্ষৌদ্রেণ ছর্দ্দিনুৎ।
পিপ্পলী-মরিচানাঞ্চ চূর্ণং সমধুশর্করম্।
রসেন মাতুলুঙ্গস্য হিক্কাছর্দ্দি-নিবারণম্॥ ১৪॥

স্তনদুগ্ধ পান করিবামাত্র শিশুর বমি হইলে, বৃহতী ও কণ্টকারী ফলের রস একত্রে ঘৃত ও মধুসহ পান করাইবে অথবা পঞ্চকোলের চূর্ণ ঘৃত ও মধুসহ মর্দ্দনপূর্ব্বক ভক্ষণ করাইবে।

আমের আঁটির শাঁস, খৈ ও সৈন্ধব; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক ভক্ষণ করাইলে বমি বিনষ্ট হয়।

পিপুলচূর্ণ, মরিচচূর্ণ, মধু ও চিনি একত্রে ছোলঙ্গলেবুর রসের সহিত পান করাইলে বালকের হিক্কা ও বমি বিনষ্ট হয়॥ ১৪॥

পেটী পাঠা মূলাজ্জম্বাঃ সহকার-বল্কলতঃ কল্কঃ।
ইত্যেকশশ্চ পিণ্ডো বিধৃতো হৃন্নাভিতাম্বাদৌ॥
ছর্দ্দ্যতিসারজং বেগং প্রবলং ধত্তে তদেব নিয়মেন।
পত্রৈর্ব্বদর চাঙ্গেরী কাকমাচী কপিত্থজৈঃ।
শিশো রুগ্ন্যতীসারনাশনং মূর্দ্ধলেপনম্॥ ১৫॥

ঝাপীটুপরী, আকনাদিমূল, জামছাল এবং আমছাল; ইহাদের যে কোন একটী দ্রব্য বাটিয়া পিণ্ডাকারকরতঃ শিশুর হৃদয়, নাভি ও তালুতে স্থাপন করিলে বমি ও অতীসার রোগ বিনষ্ট হয়।

কুল, আমরুল, কাকমাচী ও কয়েদবেল; ইহাদের পত্র একত্রে বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে বালকের বমি এবং অতিসার রোগ নষ্ট হইয়া থাকে॥ ১৫॥

ক্ষীরাদস্য শিশোরামং শুষ্কং দুষ্টং তু দারুণম্।
যাবযুষং পিবেদ্ধাত্রী পিপ্পলীচূর্ণসংযুতম্॥
স্তনপস্য কুমারস্য সর্ব্বতাবাভিসারিণঃ॥

ধাত্রীং বিলজ্বয়েন্তীমান্ দেহদোষাদ্যপেক্ষয়া।
পঞ্চকোলকসিদ্ধং বা পেয়াদিঞ্চ প্রয়োজয়েৎ॥ ১৬॥

বালকের দাঁতের সহিত শুষ্ক আম বাহির হইলে ধাত্রীকে পিপুলচূর্ণ মিশ্রিত মাষ কলায়ের যুষ পান করাইবে।

দুগ্ধপায়ী শিশুর আমাতীসারে ধাত্রীকে উপবাস করাইবে অথবা পঞ্চকোল সিদ্ধ পেয়াদি প্রদান করিবে॥ ১৬॥

বচা মুস্তং ভদ্রদারু নাগরাতিবিষাগণঃ।
হরিদ্রাদ্বয় যষ্ট্যাহ্ব সিংহী শক্রযবৈঃ কৃতঃ॥
এতৌ বচ হরিদ্রাদিগণৌ স্তন্যবিশোধনৌ।
আমাতিসারশমনৌ কফমেদোবিশোষণৌ।
কাথজলং মাত্রা পেয়ং বালেঽপি কিঞ্চিদেয়ম্॥ ১৭॥

বচ, মুথা, দেবদারু, শুঁঠ ও আতইষ; এই সকল দ্রব্যকে বচাদিগণ এবং হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টীমধু, বৃহতী ও ইন্দ্রযব; এই সকলকে হরিদ্রাদিগণ বলে। এই উভয় গণোক্ত দ্রব্যের কাথ স্তন্যবিশোধক, আমাতীসারনাশক, কফ ও মেদঃ বিশোষক। কাথজল ধাত্রীকে পান করিতে দিবে এবং বালককেও কিঞ্চিৎ পান করাইবে॥ ১৭॥

মুস্তকাদিঃ।

মুস্তকাতিবিষাশুণ্ঠীবালকেন্দ্রযবৈঃ কৃতম্।
কাথং শিশুঃ পিবেৎ প্রাতঃ সর্ব্বাতীসারনাশনম্॥ ১৮

মুস্তকাদি—মুথা, আতইষ, শুঁঠ, বালা এবং ইন্দ্রযব; ইহাদের কাথ প্রাতঃকালে শিশুকে পান করাইলে সর্ব্বপ্রকার অতীসার নষ্ট হয়॥ ১৮॥

বিল্বঞ্চ পুষ্পাণি চ ধাতকীনাং জলং সলোধ্রং
গজপিপ্পলী চ। কাথাবলেহৌ মধুনা বিমিশ্রৌ
বালেষু যোজ্যাবতিসারিতেষু॥
আম্রাতকাম্রজম্বুনাং ত্বচমাদায় চূর্ণয়েৎ।
মধুনা লেহয়েদ্বালমতীসারবিনাশনম্॥
সিতজীরকসর্জ্জচূর্ণং বিল্বদলোথাম্বুমিশ্রিতং পীতম্।
হন্ত্যামরক্তশূলং গুড়সহিতঃ শ্বেতসর্জ্জো বা॥ ১৯॥

বেলশুঁঠ, ধাইফুল, বালা, লোধ ও গজপিপুল; ইহাদের কাথ বা চূর্ণ মধুসহ শিশুকে সেবন করাইলে অতীসার বিনষ্ট হয়।

আমড়াছাল, আমছাল ও জামছাল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া মধুসহ শিশুকে ভক্ষণ করাইলে অতীসার বিনষ্ট হয়।

শ্বেতজীরা ও শ্বেতধুনা চূর্ণ গুড়ের সহিত শিশুকে ভক্ষণ করাইলে আমরক্ত ও তজ্জনিত বেদনা বিনষ্ট হয়॥ ১৯॥

সমঙ্গাধাতকীলোধ্রশারিবাভিঃ শৃতং জলম্।
চূর্ণৈরেঽপি শিশোর্দ্দেয়মতীসারে সমাক্ষিকম্॥
নাগরাতিবিষামুস্তবালকেন্দ্রযবৈঃ শৃতম্।
কুমারং পায়য়েৎ প্রাতঃ সর্ব্বাতীসারনাশনম্॥
সমঙ্গা ধাতকী পদ্ম বয়ঃস্থা কচ্ছুরা তথা।
পিষ্টৈরেতৈর্যবাগূঃ স্যাদতীসারবিনাশিনী॥ ২০॥

বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, লোধ ও অনন্তমূল; ইহাদের কাথ মধুসহ শিশুকে পান করাইলে অতীসার নিবারিত হয়।

শুঠ, আতইষ, মুথা, বালা ও ইন্দ্রযব; ইহাদের কাথ শিশুকে পান করাইলে সর্ব্ববিধ অতীসার বিনষ্ট হয়।

বরাহক্রান্তা, ধাইফুল, পদ্মকেশর, গুলঞ্চ ও আলকুশীমূল; এইগুলি একত্রে পেষণ করিয়া যথানিয়মে যবাগূ প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে অতীসার আরোগ্য হয়॥ ২০॥

বিল্বমূলকষায়েণ লাজাংশ্চৈব সশর্করান্।
আলোড্য পায়য়েদ্বালং ছর্দ্দ্যতীসারনাশনম্॥
কল্কঃ প্রিয়ঙ্গু-কোলাস্থিমধ্যমুস্ত-রসাঞ্জনৈঃ।
ক্ষৌদ্রলীঢ়ং কুমারস্য ছর্দ্দিতৃষ্ণাতিসারনুৎ॥
মোচরসঃ সমঙ্গা চ ধাতকী পদ্মকেশরম্।
পিষ্টৈরেতৈর্যবাগূঃ স্যাদ্রক্তাতীসারনাশিনী॥ ২১॥

বিল্বমূলের কাথ, খই ও চিনিসহ শিশুকে খাওয়াইলে বমি ও অতীসার নষ্ট হয়।

প্রিয়ঙ্গু, কুলআঁটির শাঁস, মুথা ও রসাঞ্জন; এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগে একত্রে মধু দ্বারা মর্দ্দন পূর্ব্বক শিশুকে ভক্ষণ করাইলে বমি, তৃষ্ণা ও অতিসার নষ্ট হয়।

মোচরস, বরাহক্রান্তা, ধাইফুল ও পদ্মকেশর পেষণ পূর্ব্বক যথানিয়মে যবাগূ প্রস্তুত

করিয়া সেবন করাইলে রক্তাতীসার রোগের উপশম হয়॥ ২১॥

লেহস্তৈল-সিতাক্ষৌদ্র-তিল-যষ্ট্যাহ্বকল্কিতঃ।
বালস্য রুদ্ধ্যাৎস্রিয়ভং রক্তস্রাবং প্রবাহিকম্॥
লাজা সযষ্টিমধুকশর্করাঃ ক্ষৌদ্রমেব চ।
তণ্ডুলোদকসংযুক্তং ক্ষিপ্রং হন্তি প্রবাহিকাম্॥২২॥

তিলতৈল, চিনি, মধু, তিল ও একত্র বাটিয়া শিশুকে সেবন করাইলে রক্তস্রাব ও আমাশয় দুর হয়।

খই, যষ্টিমধু, চিনি ও মধু; একত্রে তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করাইলে প্রবাহিকারোগ বিনষ্ট হয়॥ ২২॥

অঙ্কোঠমুলমথবা তণ্ডুলসলিলেন কুটজমূলী বা।
পীতং হন্ত্যতীসারং গ্রহণীরোগঞ্চ দুর্ব্বারম্॥
মরিচ-মহৌষধ-কুটজং দ্বিগুণীকৃতমুত্তরোত্তরং ক্রমশঃ।
গুড়তক্রযুতমেতদ্ গ্রহণীরোগং নিহন্ত্যাশু॥
বিল্ব-শক্রাম্বু-মোচাব্দ-সিদ্ধমাজং পয়ঃ শিশোঃ।
সামাং সরক্তাং গ্রহণীং পীতং হন্যাৎত্রিরাত্রতঃ॥ ২৩॥

আঁকোড়মুল অথবা কুড়চিমুল তণ্ডুলজলে বাটিয়া শিশুকে পান করাইলে অতীসার এবং গ্রহণী বিনষ্ট হয়।

মরিচ ১ ভাগ, শুঠ ২ ভাগ ও কুড়চিমুলের ছাল ৪ ভাগ একত্র বাটিয়া গুড় এবং তক্রের সহিত সেবন করাইলে বালকের গ্রহণীরোগ তিরোহিত হয়।

বেলশুঠ, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস ও মুথা; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, ছাগদুগ্ধ ১৬ তোলা, জল /১ সের, শেষ ১৬ তোলা। ইহা সেবনে ৩ দিবসের মধ্যে আম ও রক্তসংযুক্ত গ্রহণী বিনষ্ট হয়॥ ২৩॥

তুল্যদজাক্ষীরসমো জম্বুত্বগুত্থো রসঃ।
গুদপাকে তু বালানাং পিত্তঘ্নীং কারয়েৎ ক্রিয়াম্।
রসাঞ্জনং বিশেষেণ পানালেপনয়োর্হিতম্॥ ২৪॥

ছাগদুধ ও জামছালের রস সমভাগে একত্র মিশ্রিত করতঃ শিশুকে পান করাইলে গ্রহণীরোগ বিনষ্ট হয়।

বালকের মলদ্বার পাকিলে পিত্তনাশক ক্রিয়া করতঃ রসাঞ্জন ভক্ষণ করাইবে ও রসাঞ্জনের প্রলেপ দিবে॥ ২৪॥

দুষ্টমন্নাদিভির্মাতুঃ স্তন্যং সংপিবতঃ শিশোঃ।
যদা প্রকুপিতং পিত্তং গুদং সমভিধাবতি॥
তদা সংজায়তে তত্র জলৌকোদরসন্নিভঃ।
ব্রণঃ সদাহো বাক্কোষ্মা তদান্ত স্যাজ্জ্বরঃ পরঃ।
হরিতং পীতকং বাপি বর্চস্তেন ভবেদ্ধ্রুবম্।
ব্রণঃ পশ্চারুজো নাম ব্যাধিঃ পরমদারুণঃ॥ ২৫॥

দূষিত অন্নাদি ভোজন জন্য মাতার স্তনদুধ দূষিত হয়, ঐ প্রকার দুধ পানে শিশুর পিত্ত কুপিত হইয়া গুহ্যদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহাতে জলৌকার উদরের ন্যায় ব্রণ উৎপন্ন হয়। এই রোগে গুহ্যদেশে দাহ, সন্তাপ ও শিশুর জ্বর হয় এবং বালকের হরিত বা পীতবর্ণ মল নির্গত হয়। এই ব্রণের নাম পশ্চারুজ, এই ব্যাধি অতিশয় কঠিন॥ ২৫॥

চন্দনং শারিবে যে চ শঙ্খিনীতি সমাযুতৈঃ।
পশ্চারুজে প্রলেপোঽয়মবলেহস্ত শস্যতে॥
কণোষণ সিতা ক্ষৌদ্র সূক্ষ্মৈলা সৈন্ধবৈঃ কৃতঃ।
মূত্রগ্রহে প্রয়োক্তব্যঃ শিশূনাং লেহ উত্তমঃ॥ ২৬॥

পশ্চারুজরোগে রক্তচন্দন, অনন্তমুল, শ্যামালতা ও শঙ্খপুষ্পী; ইহাদের প্রলেপ ও অবলেহ প্রশস্ত।

পিপুল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোটএলাইচ ও সৈন্ধবলবণ; ইহাদের অবলেহ শিশুর মূত্ররোধে প্রয়োগ করিবে॥ ২৬॥

ঘৃতেন সিন্ধু বিশ্বৈলা হিঙ্গু ভার্গীরজো লিহন্।
আনাহং বাতিকং শূলং জয়েত্তোয়েন বা শিশুঃ॥
হরীতকী বচাকুষ্ঠ কল্কং মাক্ষিক সংযুতম্।
পীত্বা কুমারঃ স্তন্যেন মুচ্যতে তালুপাতনাৎ॥ ২৭॥

সৈন্ধব, শুঠ, এলাইচ, হিং ও বামনহাটী; ইহাদের চূর্ণ ঘৃত অথবা ঈষদুষ্ণ জল সহ সেবন করাইলে শিশুর বাতিকশূল ও আনাহ নষ্ট হয়।

হরীতকী, বচ ও কুড় বাটিয়া মধু ও স্তনদুধের সহিত শিশুকে পান করাইলে তালুপাত রোগ বিনষ্ট হয়॥ ২৭॥

মুখপাকে তু বালানাং সাম্রসারমরোরজঃ।
গৈরিক ক্ষৌদ্র সংযুক্তং স্তেবজং সরসাঞ্জনম্॥
অশ্বত্থত্বগ্‌দলৈঃ ক্ষৌদ্রৈর্মুখপাকে প্রলেপনম্।
দার্ব্বী যষ্ট্যভয়াজাতীপত্রক্ষৌদ্রৈস্তথাপরম্॥ ২৮॥

বালকের মুখ পাকিলে আম্রবীজের শাস, লৌহচূর্ণ, গেরিমাটী, মধু ও রসাঞ্জন একত্র বাটিয়া অথবা অশ্বত্থের ছাল ও পত্র এবং মধু একত্র বাটিয়া প্রলেপ দিবে; কিম্বা দারুহরিদ্রা, যষ্টী-মধু, হরীতকী, জাতীপত্র ও মধু একত্রে বাটিয়া লেপন করিবে॥ ২৮॥

সহ জম্বীররসেন সুগন্দলরসঘর্ষণং সদ্যঃ।
কৃতমপহন্তি হি পাকং মুখজং বালস্য চাশ্বেব॥
লাবতিত্তিরিবল্লূররজঃ পুষ্পরসাম্বিতঃ।
ক্রুতং করোতি বালানাং দন্তকেশরবন্মুখম্॥
দন্তোদ্ভবেষু রোগেষু ন বালমভি যন্ত্রয়েৎ।
স্বয়মেবোপশাম্যন্তি জাতদন্তস্য তে গদাঃ॥ ২৯॥

সিজপত্রেররস ও জম্বীরের (তুলসী বিঃ) রস একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘর্ষণ করিলে বালকের মুখ পাক নিবারিত হয়।

লাব ও তিত্তিরীপক্ষীর মাংসচূর্ণ মধুর সহিত ঘর্ষণ করিলে বালকের দন্তক্ষত নিবারিত হয়।

দন্তোদ্ভেদ সময়ে শিশুদিগের নানাবিধ রোগ উপস্থিত হয়, তৎকালে ঐ সকল রোগের চিকিৎসা করিয়া আহারাদির কোন প্রকার যন্ত্রণা দিবে না; যে হেতু দাঁত উঠিলে ঐ সকল রোগ স্বয়ং আরোগ্য হয়॥ ২৯॥

বিভীতককলং কুষ্ঠং হরিতালং মনঃশিলা।
এভিস্তৈলং বিপক্তব্যং বালানাং পূতিকর্ণকে॥
পঞ্চমূলীকষায়েণ সঘৃতেন পয়ঃ শৃতম্।
সশৃঙ্গবেরং সগুড়ং শীতং হিক্কার্দিতঃ পিবেৎ॥
সুবর্ণ গৈরিকস্যাপি চূর্ণানি মধুনা সহ।
লীঢ়্বা সুখমবাপ্নোতি ক্ষিপ্রং হিক্কার্দিতঃ শিশুঃ॥৩০॥

বহেড়া, কুড়, হরিতাল ও মনঃশিলা; এই সকল কল্কদ্রব্য দ্বারা তৈল পাক করিয়া বালকের পূতিকর্ণরোগে প্রয়োগ করিবে।

মহৎ পঞ্চমূলের ক্বাথ ৮ তোলা, ঘৃত ১ তোলা ও দুগ্ধ ২ তোলা একত্র পাক করিয়া ও দুধ ঘৃত অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া, শুঁঠচূর্ণ ও গুড়সহ-পান করাইলে শিশুর হিক্কা বিনষ্ট হয়।

স্বর্ণ গৈরিকের চূর্ণ মধুসহ ভক্ষণ করাইলে হিক্কা বিদূরিত হয়॥ ৩০॥

চিত্রকং শৃঙ্গবেরঞ্চ তথা দন্তী গবাক্ষ্যপি।
চূর্ণং কৃত্বা তু সর্ব্বেষাং সুখোষ্ণেনাম্বুনা পিবেৎ।
কাসং শ্বাসমথো হিক্কাং কুমারাণাং প্রণাশয়েৎ॥ ৩১॥

চিতামূল, শুঁঠ, দন্তীমূল ও রাখালশসার মূল; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্রে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত পান করাইলে বালকের শ্বাস, কাস ও হিক্কা বিনষ্ট হয়॥ ৩১॥

দ্রাক্ষাবাসাভয়াকৃষ্ণাচূর্ণং সক্ষৌদ্র-সর্পিষা।
লীঢ়ং কাসং নিহন্ত্যাশু শ্বাসঞ্চ তমকং তথা॥ ৩২॥

কিস্‌মিস্, দুরালভা, হরীতকী ও পিপুল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্রে ঘৃত ও মধুসহ ভক্ষণ করাইলে বালকের কাস ও তমকশ্বাস নষ্ট হইয়া থাকে॥ ৩২॥

পুষ্করাদিচূর্ণম্।

পুষ্করাতিবিষাশৃঙ্গীমাগধীধন্বযাসকৈঃ।
তচ্চূর্ণং মধুনা লীঢ়ং শিশূনাং পঞ্চকাসনুৎ॥ ৩৩॥

পুষ্করাদিচূর্ণ—কুড়, আতইষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী, পিপুল ও দুরালভা, ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত সেবন করাইলে শিশুর পঞ্চবিধ কাস আরোগ্য হয়॥ ৩৩॥

দাড়িমস্য চ বীজানি জীরকং নাগকেশরম্।
চূর্ণিতং শর্করাক্ষৌদ্রলীঢ়ং তৃষ্ণানিবারণম্॥
মায়ূরপক্ষভস্ম বাবিত্তজলং তেন ভাবিতং পেয়ম্।
তৃষ্ণাঘ্নং বটকাষ্ঠভস্ম জলং বক্ত্রশোষজিদ্বক্ত্রে॥ ৩৪॥

দাড়িমবীজ, জীরা ও নাগেশ্বর; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্রে চিনি ও মধুর সহিত ভক্ষণ করাইলে শিশুর তৃষ্ণা নিবারিত হয়।

ময়ূরপক্ষভস্ম জলে ভিজাইয়া পরদিন সেই জল শিশুকে পান করাইলে কিম্বা বটকাষ্ঠভস্ম জলে ভিজাইয়া সেই জল মুখে ধারণ করিতে দিলে তৃষ্ণা বিনষ্ট হয়॥ ৩৪॥

পিষ্টৈশ্ছাগেন পয়সা দার্ব্বী মুস্তকগৈরিকৈঃ।
বহিরালেপনং শস্তং শিশোনেত্রাময়ার্ত্তিজিৎ॥
মনঃশিলা শঙ্খনাভিঃ পিপ্পল্যোহথ রসাঞ্জনম্।
বর্ত্তিঃ ক্ষৌদ্রেণ সংযুক্তা বালে সর্ব্বাক্ষিরোগনুৎ॥
মাতুলুঙ্গ-কটুস্নেহ-কাঞ্জিকৈর্ভাবিতো জয়েৎ॥ ৩৫॥

দারুহরিদ্রা, মুথা ও গেরিমাটী সমভাগে লইয়া ছাগদুগ্ধের সহিত পেষণ করতঃ চক্ষের বহির্ভাগে লেপন করিলে শিশুর চক্ষুরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

মনঃশিলা, শঙ্খনাভি, পিপুল ও রসাঞ্জন; সমভাগে লইয়া মধুদ্বারা বাটীয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করতঃ শিশুর চক্ষে অঞ্জন দিলে সর্ব্ববিধ চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়।

একখানি আলৃতা, স্তনদুগ্ধ, কটুতৈল এবং কাঁজিতে যথাক্রমে সাতবার করিয়া ভিজাইবে ও রৌদ্রে শুষ্ক করিবে, তৎপরে দীপশিখায় উত্তপ্ত করিয়া তদ্দ্বারা চক্ষে স্বেদ দিলে শিশুর চক্ষুরোগ বিনষ্ট হয়॥ ৩৫॥

শুণ্ঠী ভৃঙ্গ-নিশাকল্কঃ পুটপাকঃ সসৈন্ধবঃ।
কুকুনকেঽক্ষিরোগেষু তদ্রসাশ্চ্যোতনং হিতম্॥
ক্রিমিঘ্নাল-শিলা দার্ব্বী লাক্ষা-কাঞ্চন-গৈরিকৈঃ।
চূর্ণাঞ্জনং কুকুনে স্যাৎ শিশূনাং পোথকীষু চ॥
সুদর্শনামূলচূর্ণাঞ্জনং স্যাত্, কুকুনকে।
গৃহধূম নিশাকুষ্ঠ রাজিকেন্দ্রযবৈঃ শিশোঃ।
লেপস্তক্রেণ হন্ত্যাশু সিধ্মপামাবিচর্চিকাঃ॥ ৩৬॥

শুঁঠ, ভীমরাজ ও হরিদ্রা একত্রে পুটপাক করিয়া সেই রসের সহিত সৈন্ধব মিশ্রিত করতঃ তদ্দ্বারা চক্ষু সেচন করিলে চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

বিড়ঙ্গ, হরিতাল, মনঃশিলা, দারুহরিদ্রা, লাক্ষা ও স্বর্ণগৈরিক; ইহাদের চূর্ণ সমভাগে একত্র করিয়া মধুলিপ্ত শলাকাদ্বারা ঐ চূর্ণ গ্রহণ পূর্ব্বক শিশুর চক্ষে অঞ্জন দিলে পোথকীরোগ দূর হয়।

কুকুনক রোগে সুদর্শনমূলের চূর্ণ দ্বারা চক্ষে অঞ্জন দিবে।

ঝুল, হরিদ্রা, কুড়, অশ্বগন্ধা ও ইন্দ্রযব; সমভাগে তক্রের সহিত বাটীয়া প্রলেপ দিলে শিশুর সিধ্ম, পামা ও বিচর্চ্চিকারোগ নষ্ট হয়॥৩৬॥

অশ্বগন্ধাঘৃতম্।

পাদকল্কেঽশ্বগন্ধায়াঃ ক্ষীরে দশগুণে পচেৎ।
ঘৃতং পেয়ং কুমারাণাং পুষ্টিকৃদ্বলবর্দ্ধনম্॥ ৩৭॥

অশ্বগন্ধাঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ-অশ্বগন্ধা /১ সের এবং পাকার্থ—দুগ্ধ ৪০ সের, এই ঘৃত পান করাইলে শিশুর শরীর পুষ্ট ও বলবৃদ্ধি হয়॥ ৩৭

বালচাঙ্গেরীঘৃতম্।

চাঙ্গেরী স্বরসে সর্পিশ্ছাগক্ষীরসমং পচেৎ।
কপিত্থ-ব্যোষসিন্ধুত্থ-সমঙ্গোৎপলবালকৈঃ॥
সবিল্বধাতকীমোচৈঃ সিদ্ধং সর্ব্বাতিসারনুৎ।
গ্রহণীং দুস্তরাং হন্তি বালানান্তু বিশেষতঃ॥ ৩৮॥

বালচাঙ্গেরী ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। আমরুলের রস /৪ সের, ছাগদুগ্ধ /৪ সের। কল্কার্থ কয়েদবেল, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, বরাহক্রান্তা, নীলোৎপল, বালা বেলশুঁঠ, ধাইফুল ও মোচরস; সমভাগে মিলিত /১ সের। এই ঘৃত সেবনে বালকের অতীসার এবং গ্রহণীরোগ বিদূরিত হয়॥ ৩৮॥

কুমারকল্যাণং ঘৃতম্।

শঙ্খপুষ্পী বচাব্রহ্মীকুষ্ঠং ত্রিফলয়া সহ।
দ্রাক্ষা সশর্করা শুণ্ঠী জীবন্তী জীরকং বলা॥
শটী দুরালভা বিল্বং দাড়িমং সুরসা স্থিরা।
মুস্তং পুষ্করমূলঞ্চ সূক্ষ্মৈলা গজপিপ্পলী॥
এষাং কর্ষসমৈর্ভাগৈর্ঘৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ।
কষায়ে কণ্টকার্য্যাশ্চ ক্ষীরে তস্মিংশ্চতুর্গুণে॥
এতৎ কুমারকল্যাণং ঘৃতরত্নং সুখপ্রদম্।
বলবর্ণকরং ধন্যং পুষ্ট্যগ্নিবলবর্দ্ধনম্॥
ছায়াসর্ব্বগ্রহালক্ষ্মী ক্রিমিদন্তগদাপহম্।
সর্ব্ববালাময়ং হন্তি দন্তোদ্ভেদং বিশেষতঃ॥ ৩৯॥

কুমার কল্যাণ ঘৃত—ঘৃত।৪ সের। কল্কার্থ শঙ্খপুষ্পী, বচ, ব্রহ্মীশাক, কুড়, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, কিস্মিস, চিনি, শুঠ, জীবন্তী, জীরা, বেড়েলা, শঠী, দুরালভা, বেলশুঠ, দাড়িম-

কলের ছাল, তুলসী, শালপানি, মুথা, কুড়, ছোটএলাইচ ও গজপিপুল ; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা। ক্বাথার্থ কণ্টকারী /৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের, দুগ্ধ ।৬ সের। ইহা সেবনে বালকের বল বর্ণ ও পুষ্টি হয় এবং অগ্নি-বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥

অষ্টমঙ্গলং ঘৃতম্।

বচা কুষ্ঠং তথা ব্রাহ্মী সিদ্ধার্থকমথাপি বা।
শারিবা সৈন্ধবঞ্চৈব পিপ্পলী ঘৃতমষ্টকম্ ॥
মেধ্যং ঘৃতমিদং সিদ্ধং পাতব্যঞ্চ দিনে দিনে।
দৃঢ়স্মৃতিঃ ক্ষিপ্রমেধাঃ কুমারো বুদ্ধিমান্ ভবেৎ।
ন পিশাচা ন রক্ষাংসি ন ভূতা ন চ মাতরঃ।
প্রভবন্তি কুমারাণাং পিবতামষ্টমঙ্গলম্ ॥ ৪০ ॥

অষ্টমঙ্গল ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। কল্কার্থ-বচ, কুড়, ব্রাহ্মীশাক, শ্বেত সর্ষপ, অনন্তমূল, সৈন্ধব লবণ ও পিপুল সমভাগে মিলিত /১ সের; পাকার্থ—জল ।৬ সের। এই ঘৃত পানে বালকের মেধা, স্মৃতি ও বুদ্ধি বর্দ্ধিত হয় এবং পিশাচ ও রাক্ষসাদির আক্রমণ দূরীভূত হয় ॥ ৪০॥

লাক্ষাদিতৈলম্।

লাক্ষারসসমং সিদ্ধং তৈলং মস্ত চতুর্গুণম্।
রাস্না-চন্দন কুষ্ঠাব্দ-বাজিগন্ধা-নিশাযুগৈঃ ॥
শতাহ্বা দারু-যষ্ট্যাহ্ব-মূর্ব্বা-তিক্তা-হরেণুভিঃ।
বালানাং জ্বররক্ষোঘ্নমভ্যঙ্গাদ্বলবর্ণকৃৎ ॥ ৪১ ॥

লাক্ষাদিতৈল—তিলতৈল /৪ সের, লাক্ষার ক্বাথ /৪ সের, দধির মাত ।৬ সের। কল্কার্থ রাস্না, রক্তচন্দন, কুড়, মুথা, অশ্বগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুলফা, দেবদারু, যষ্টিমধু, মূর্ব্বা-মূল, কটকী ও রেণুক ; সমভাগে মিলিত /১সের। এই তৈল মর্দ্দন করিলে বালকের জ্বর বিনষ্ট এবং বল ও বর্ণ বৃদ্ধি হয় ॥ ৪১ ॥

সর্পত্বগ্ লশুনং মূর্ব্বা সর্ষপারিষ্টপল্লবাঃ।
বিড়ালবিড়জালোম মেষশৃঙ্গবচা মধু ॥
ধূপঃ শিশোর্জ্বরোঘ্নোঽয়মশেষগ্রহনাশনঃ ॥ ৪২ ॥

সর্পের খোলস, রসুন, মূর্ব্বামূল, সর্ষপ, নিমপত্র, বিড়ালের বিষ্ঠা, ছাগলোম, মেষশৃঙ্গ, বচ ও মধু ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্র করিয়া বালককে ধূম প্রদান করিবে। ইহা জ্বরনাশক এবং গ্রহনিবারক ॥ ৪২ ॥

বালরোগান্তকোরসঃ।

পারদং সূতকং শুদ্ধং গন্ধকঞ্চ চ তৎসমম্।
সুবর্ণমাক্ষিকঞ্চাপি চার্দ্ধভাগং বিনিক্ষিপেৎ ॥
ততঃ কজ্জলিকাং কৃত্বা লৌহপাত্রে দৃঢ়েঽন্বহে।
কেশরাজস্য ভৃঙ্গস্য নিশুণ্ড্যাঃ পত্রসম্ভবম্।
স্বরসং কাকমাচ্যাশ্চ গ্রীষ্মসুন্দরকস্য চ।
সূর্য্যাবর্ত্তক-শালিঞ্চ ভেকপর্ণীরসং তথা ॥
শ্বেতাপরাজিতায়াশ্চ মূলং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
দেয়ং রসার্দ্ধভাগেন চূর্ণং মরিচসম্ভবম্
শুভে শিলাময়ে পাত্রে লৌহদণ্ডেন মর্দ্দয়েৎ।
শুষ্কমাতপসংযোগাদ্ বটিকাং কারয়েদ্ ভিষক্ ॥
প্রমাণং সর্ষপস্যেব বালানাং বিনিযোজয়েৎ।
হন্তি ত্রিদোষকঞ্চৈব জ্বরমামং সুদারুণম্।
কাসং পঞ্চবিধঞ্চাপি সর্ব্বরোগং নিহন্তি চ।
শিশূনাং রোগনাশায় নির্ম্মিতোঽয়ং মহারসঃ ॥ ৪৩ ॥

বালরোগান্তকরস—পারদ ও গন্ধক প্রত্যেক অর্দ্ধ তোলা ও স্বর্ণমাক্ষিক ।০ আনা একত্রে কজ্জলী করিয়া লৌহপাত্রে রাখিয়া কেশুরিয়া, ভৃঙ্গরাজ, নিসিন্দাপত্র, কাকমাচী, গিমা, হুড়্‌হুড়ে, শালিঞ্চ ও থুলকুড়ি ; এই সকলের রস দ্বারা যথাক্রমে ভাবনা দিয়া শ্বেত অপরাজিতার মূল চূর্ণ ।০ আনা ও মরিচ চূর্ণ ।০ আনা মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে বাটিয়া সর্ষপ প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা বালকের ত্রিদোষ জ্বর, আমজ্বর এবং কাস প্রভৃতি বিনষ্ট হয় ॥ ৪৩॥

বলিশান্তীষ্টকর্ম্মাণি কার্য্যাণি গ্রহশান্তয়ে।
মন্ত্রশ্চায়ং প্রয়োক্তব্যস্তত্রাদৌ সর্ব্বকার্ম্মিকঃ ॥ ৪৪ ॥

বালকের রোগ হইলে গ্রহশান্তির জন্য বলি, শান্তি ও ইষ্টকর্ম্ম প্রভৃতি ক্রিয়া করিবে এবং ওঁ নমো ভগবতে ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গরুড়কে বলি দান করিবে ॥ ৪৪ ॥

ওঁ নমো ভগবতে গরুড়ায় ত্র্যম্বকায় সদা ভব স্বস্তি স্বাহা ওং কং টং বং পং বৈনতেয়ায় ওঁ হ্রাং হ্রীং ক্ষঃ।

বালদেহ প্রমাণেন পুষ্প মালাস্তু সর্ব্বতঃ।
প্রগৃহ্যবৃহিকা ভক্তং বালদেয়স্তু শান্তিকঃ॥
ওং কারী ঋর্ণ পক্ষীশ বালকং রক্ষ রক্ষ স্বাহা

অথ রাবণকৃতং কুমারতন্ত্রম্।

নন্দনামাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা।

ওঁ নারায়ণায় নমঃ।—প্রথমে দিবসে মাসে বর্ষে বা। গৃহ্নাতি নন্দনা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্তু প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। অশুভ শব্দং মুঞ্চতি, আৎকারশ্চ ভবতি, স্তন্যং ন গৃহ্নাতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যাভয়তটমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা শুক্লৌদনং শুক্লপুষ্পং শুক্লসপ্তধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ সপ্তস্বস্তিকাঃ সপ্তবটকাঃ সপ্তশষ্কুলিকাঃ সপ্তজম্বুলিকাঃ গন্ধং পুষ্পং তাম্বুলং মৎস্যং মাংসং সুরাগ্রভক্তঞ্চ পূর্ব্বস্যাং দিশি চতুষ্পথে মধ্যাহ্নে বলির্দাতব্যঃ। অশ্বত্থপত্রং কুম্ভে নিক্ষিপ্য শান্ত্যদকেন স্নাপয়েৎ। রসোন সিদ্ধার্থক মেষশৃঙ্গ নিম্বপত্র শিবনির্ম্মাল্যৈর্বালকং ধূপয়েৎ। ওঁ নমো রাবণায় অমুকস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্॥ ১॥ (কুমারতন্ত্র)

নন্দনামাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা।

প্রথম দিবসে বা প্রথম মাসে অথবা প্রথম বৎসরে, নন্দনা নামক মাতৃকা শিশুদিগকে আক্রমণ করে। নন্দনাক্রান্ত শিশুদিগের নিম্ন লিখিত লক্ষণসমূহ জন্মিয়া থাকে। যথা- জ্বর, অশুভশব্দ, বমি ও স্তনদুগ্ধে বিদ্বেষ। নিম্নে ইহার চিকিৎসা কথিত হইতেছে।

নদীর উভয় তীরের মৃত্তিকা দ্বারা একটি পুত্তলিকা প্রস্তুত করিবে ও শুক্লতণ্ডুল, শুক্লপুষ্প, শুক্ল সপ্তধ্বজ, সপ্তপ্রদীপ, সপ্তস্বস্তিক, সপ্তবটক, সপ্তশষ্কুলিকা, সপ্তজম্বুলিকা, গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, তাম্বুল, মৎস্য, মাংস, সুরা ও অগ্রভক্ত; এই সমস্ত দ্রব্য একত্রিত করিয়া পূর্ব্বদিকের চতুষ্পথে মধ্যাহ্নে বলি প্রদান করিবে। তৎপরে অশ্বত্থপত্র জলপূর্ণ কলসীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া ঐ জল দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে। তৎপরে রসুন, শ্বেতসর্ষপ, মেষশৃঙ্গ, নিম্বপত্র ও শিবনির্ম্মাল্য, এই দ্রব্যগুলি প্রজ্বালিত করিয়া ইহার ধূম শিশুর গাত্রে লাগাইবে। এবং "ওঁ নমো রাবণায় অমুকস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। এইরূপে তিন দিন বলি প্রদত্ত হইলে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে॥ ১॥

সুনন্দামাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা।

দ্বিতীয়ে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্নাতি সুনন্দা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্তু প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। চক্ষুরুন্মীলয়তি, গাত্র-মুদ্বেজয়তি, ন শেতে, ক্রন্দতি, স্তন্যং ন গৃহ্নাতি, আৎকারশ্চ ভবতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। তণ্ডুলং হস্তমুষ্ট্যৈকং গৃহীত্বা দধি গুড় ঘৃত মিশ্রিতং কৃত্বা শরাবৈকং গন্ধং তাম্বুলং পীতপুষ্পং পীতসপ্তধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ সপ্তস্বস্তিকাঃ মৎস্য-মাংস সুরা-তিলচূর্ণঞ্চ পশ্চিমায়াং দিশি চতুষ্পথে দিবা বলির্দাতব্যঃ। দিনানি ত্রীণি সন্ধ্যায়াং ততঃশান্ত্যদকেন স্নাপয়েৎ। শিবনির্ম্মাল্য সিদ্ধার্থক মার্জ্জাররোমোশীর বাসকর্স্তৈর্ধূপং দদ্যাৎ। ওঁ নমো রাবণায় অমুকস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ হ্রূঁ ফট্ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্॥ (কুমারতন্ত্র)

সুনন্দামাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা।

দ্বিতীয় দিবসে বা দ্বিতীয় মাসে বা দ্বিতীয় বৎসরে, সুনন্দা নামক মাতৃকা শিশুদিগকে আক্রমণ করে। সুনন্দাক্রান্ত শিশুর জ্বর, চক্ষু-উন্মীলিত ও শরীরে উদ্বেগ হয়; এবং শয়ন করিয়া থাকে না, সর্ব্বদা ক্রন্দন করে, স্তনদুগ্ধ পান করে না ও বমি করিয়া থাকে। ইহার চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

একমুষ্টি তণ্ডুল, দধি, গুড়, ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া একখানি নূতন শরাবে রাখিবে, এবং গন্ধ, তাম্বুল, পীতপুষ্প, পীত সপ্তধ্বজ, সপ্তপ্রদীপ, সপ্তস্বস্তিক, মৎস্য, মাংস, সুরা, তিলচূর্ণ; এই সমস্ত একত্র করিয়া পশ্চিম দিকের চতুষ্পথে বলি প্রদান করিবে। এইরূপে তিন দিন বলি প্রদত্ত হইলে সন্ধ্যাকালে শান্ত্যদক দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে। পরে

শিবনির্ম্মাল্য, শ্বেতসর্ষপ, বিড়ালের লোম, বেণার-মূল, বাসকমূল, ঘৃত, ধূপ, এই গুলি দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া ইহার ধূম বালকের শরীরে লাগাইবে। এবং "ওঁ নমো রাবণায় অমুকস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ হ্রূঁ ফট্ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। তৎপরে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে॥ ২॥

পুতনামাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা।

তৃতীয়ে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্নাতি পুতনা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গাত্রমুদ্বেজয়তি, স্তন্যং ন গৃহ্নাতি, মুষ্টিং বধ্নাতি, ক্রন্দতি ঊর্দ্ধং নিরীক্ষতে। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যাভয়তটমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা গন্ধং তাম্বুলং রক্তপুষ্পং রক্তচন্দনং রক্তসপ্তধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ সপ্তস্বস্তিকাঃ পক্ষিমাংসং সুরাগ্রভক্তঞ্চ দক্ষিণস্যাং দিশি অপরাহ্নে চতুষ্পথে বলির্দাতব্যঃ। শিবনির্ম্মাল্য গুগ্‌গুলুঃ শ্বেতসর্ষপ নিম্বপত্র মেষশৃঙ্গৈর্দিনত্রয়ং ধূপয়েৎ। ওঁ নমো রাবণায় বালস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ ত্রাসয় ত্রাসয় স্বাহা। চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্॥ (কুমারতন্ত্র)

পুতনামাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা।

তৃতীয় দিবসে, তৃতীয় মাসে বা তৃতীয় বৎসরে পুতনা নামক মাতৃকা শিশুদিগকে আক্রমণ করে। পুতনাক্রান্ত বালকের এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে। যথা—জ্বর, শরীরে উদ্বেগ, স্তনদুগ্ধ পানে অনিচ্ছা, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করে এবং ক্রন্দন করে ও উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহার চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

নদীর উভয়তটের মৃত্তিকাদ্বারা পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া গন্ধ, তাম্বুল, রক্তপুষ্প, রক্তচন্দন, রক্তসপ্তধ্বজ, সপ্তপ্রদীপ, সপ্তস্বস্তিক, পক্ষিমাংস, সুরা ও অগ্রভক্ত; এই সকল দ্বারা দক্ষিণ দিকের চতুষ্পথে অপরাহ্নে বলি প্রদান করিবে। পরে শিবনির্ম্মাল্য, গুগ্‌গুলু, শ্বেতসর্ষপ, নিম্বপত্র মেষশৃঙ্গ প্রভৃতি দিয়া অগ্নি জ্বালিত করতঃ বালককে ধুম প্রদান করিবে। তৎপরে উপরোক্ত "ওঁ নমো রাবণায় বালস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ ত্রাসয় ত্রাসয় স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে॥ ৩॥

মুখমুণ্ডিতিকামাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা।

চতুর্থে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্নাতি মুখমুণ্ডিতিকা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ॥ গ্রীবাং নাময়তি, চক্ষুরুন্মীলয়তি স্তন্যং ন গৃহ্নাতি, রোদিতি, স্বপিতি মুষ্টিং বধ্নাতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যাভয়কূলমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা উৎপল পুষ্পং গন্ধং তাম্বুলং দশশুক্লধ্বজাঃ চত্বারঃ প্রদীপা ত্রয়োদশস্বস্তিকাঃ মৎস্যং মাংসং সুরাং অগ্রভক্তঞ্চ উত্তরস্যাং দিশি চতুষ্পথে অপরাহ্নে বলির্দাতব্যঃ। ওঁ নমো রাবণায় অমুকস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্॥ (কুমারতন্ত্র)

মুখমুণ্ডিতিকামাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা।

চতুর্থ দিবসে, চতুর্থ মাসে বা চতুর্থ বৎসরে মুখমুণ্ডিতিকা নামক মাতৃকা শিশুদিগকে আক্রমণ করে। ইহাতে প্রথমে জ্বর, গ্রীবাচালন, চক্ষুরুন্মীলন, স্তন্য পানে অনিচ্ছা, রোদন, শয়নে ইচ্ছা এবং হস্ত দৃঢ়রূপে মুষ্টিবদ্ধ করা প্রভৃতি লক্ষণ হইয়া থাকে। ইহার চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

নদীর উভয় তীরের মৃত্তিকা দ্বারা পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া উৎপলপুষ্প, গন্ধ, তাম্বুল, দশটী শুক্লধ্বজ, চারিটী প্রদীপ, ত্রয়োদশ স্বস্তিক, মৎস্য, মাংস, সুরা ও অগ্রভক্ত; এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে উত্তর দিকের চতুষ্পথে অপরাহ্নে বলিপ্রদান করিবে। তৎপরে উপরোক্ত "ওঁ নমো রাবণায় অমুকস্য ব্যাধিং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে॥ ৪॥

কটপুতনামাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা।

পঞ্চমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্নাতি কটপুতনা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্য প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গাত্রমুদ্বেজয়তি, মুষ্টিং বধ্নাতি, স্তন্যং ন গৃহ্নাতি।

বলিং তত্র প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। কুম্ভকারস্থ চক্রমৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা গন্ধং তাম্বুলং শুক্লৌদনং শুক্লপুষ্পং পঞ্চধ্বজাঃ পঞ্চবটকাঃ পঞ্চপ্রদীপাঃ ঐশান্যাং দিশি বলির্দাতব্যঃ। ততঃ শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। শিবনির্ম্মাল্য সর্পনির্ম্মোক গুগ্‌গুলু নিম্বপত্র বাসক-ঘৃতৈর্ধূপং দদ্যাৎ। ওঁ নমো রাবণায় চূর্ণয় চূর্ণয় স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্। (কুমারতন্ত্র)

কটপূতনা মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা।

পঞ্চম দিবসে বা পঞ্চম মাসে বা পঞ্চম বর্ষে শিশুগণ কট-পূতনা নামক মাতৃকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহাতে প্রথমে জ্বর হয়, তৎপরে শরীরে উদ্বেগ, হস্তের মুষ্টিবন্ধ, স্তন্যপানে অনিচ্ছা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। ইহার চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

কুম্ভকারের চক্রের মৃত্তিকা দ্বারা একটী পুত্তলিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক গন্ধ, তাম্বুল, শুক্লতণ্ডুল, পাঁচটী ধ্বজ, পাঁচটী বটক, পাঁচটী প্রদীপ, একত্রে ঈশান কোণে বলি প্রদান-করিবে এবং শান্ত্যুদক দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে। তৎপরে শিবনির্ম্মাল্য, সর্পের খোলস, গুগ্‌গুলু, নিম্বপত্র বাসকমূল, ঘৃত ও ধূপ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া বালককে ধুম প্রদান করিবে। তৎপরে "ওঁ নমো রাবণায় চূর্ণয় চূর্ণয় স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে ॥ ৫ ॥

শকুনিকামাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা।

ষষ্ঠে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্ণাতি শকুনিকা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্ত প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গাত্রভেদঞ্চ দর্শয়তি, দিবা রাত্রৌ উত্তানো ভবতি, উর্দ্ধং নিরীক্ষতে। বলিং তত্র প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। পিষ্টেন পুত্তলিকাং কৃত্বা শুক্লপুষ্পংপীতপুষ্পং গন্ধং তাম্বুলং দশপ্রদীপাঃ দশপীতধ্বজাঃদশস্বস্তিকাঃ দশবটকাঃ ক্ষীরগুড়িকা মৎস্য মাংস সুরা আগ্নেয্যাং দিশি নিষ্ক্রান্তে মধ্যাহ্নে বলির্দাতব্যঃ, ততঃ শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। শিব নির্ম্মাল্য রসোন গুগ্‌গুলু সর্পনির্ম্মোক নিম্বপত্র ঘৃতৈর্ধূপং দদ্যাৎ ওঁ নমো রাবণায় চূর্ণয় চূর্ণয় হন হন স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্। (কুমারতন্ত্র)

শকুনিকা মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা।

ষষ্ঠ দিবসে, ষষ্ঠ মাসে বা ষষ্ঠ বর্ষে শকুনিকা নামক মাতৃকা শিশুদিগকে আক্রমণ করে। ইহাতে প্রথমে জ্বর হয়, তৎপরে শরীর বেদনা, দিবারাত্রি চিৎ হইয়া শয়ন করা এবং . হইয়া থাকে। ইহার চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

পিষ্টক দ্বারা পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া শুক্ল ও পীতপুষ্প, গন্ধ, তাম্বুল, দশটী প্রদীপ, দশটী পীতধ্বজ, দশটী স্বস্তিক, দশটী বটক, দুগ্ধ, মৎস্য মাংস ও সুরা; এই সমস্ত একত্রে অগ্নিকোণে মধ্যাহ্ণ অতিক্রম করিয়া অপরাহ্ণে বলি প্রদান করিবে। তৎপরে শিশুকে শান্ত্যুদক দ্বারা স্নান করাইবে। অনন্তর শিবনির্ম্মাল্য, রসোন, গুগগুলু, সর্পের খোলস, নিম্বপত্র, ঘৃত ও ধুপ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া বালককে ধুম প্রদান করিবে এবং "ওঁ নমো রাবণায় চূর্ণয় চূর্ণয় হন হন স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে ॥ ৬ ॥

শুষ্করেবতীমাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা।

সপ্তমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্ণাতি শুষ্করেবতী নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্ত প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গাত্র মুদ্বেজয়তি, মুষ্টিং বধ্নাতি, রোদিতি। বলিং তত্র প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। রক্তপুষ্পং শুক্লপুষ্পং গন্ধং তাম্বুলং রক্তৌদনং কৃশরা ত্রয়োদশস্বস্তিকাত্রয়োদশ শস্কুলিকাঃ জম্বুলিকাঃ মৎস্যমাংসসুরাঃ ত্রয়োদশধ্বজাঃ পঞ্চপ্রদীপাঃ পশ্চিমে দিগ্‌ভাগে গ্রামনিষ্ক্রান্তে অপরাহ্নে বৃক্ষমাশ্রিত্য বলিং দদ্যাৎ, ততঃ শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। গুগ্‌গুলু মেষশৃঙ্গ শ্বেতসর্ষপোশীর বাসক ঘৃতৈর্ধূপয়েৎ। ওঁ নমো রাবণায় দীপ্তদেহায় হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্। (কুমারতন্ত্র)

শুষ্ক রেবতী মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা।

সপ্তম দিবসে বা সপ্তম মাসে বা সপ্তম বর্ষে

শুষ্ক রেবতী নামক মাতৃকা শিশুদিগকে আক্রমণ করে। ইহাতেও প্রথমতঃ জ্বর এবং শরীরে উদ্বেগ ও হস্তের মুষ্টিবদ্ধ হয় ও রোদন করে। ইহার চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

রক্ত ও শুক্লপুষ্প, গন্ধ, তাম্বুল, রক্ততণ্ডুল, কৃশরা, ত্রয়োদশ স্বস্তিক, ত্রয়োদশ শষ্কুলিকা, ত্রয়োদশ জম্বুলিকা, মৎস্য, মাংস, সুরা, ত্রয়োদশ ধ্বজ, পঞ্চপ্রদীপ; এই সকল দ্রব্য একত্রে অপরাহ্নে গ্রামের প্রান্তভাগে পশ্চিম দিকে একটী বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া বলি প্রদান করিবে। পরে শিশুকে শান্ত্যুদক দ্বারা স্নান করাইবে এবং গুগ্‌গুলু, মেষশৃঙ্গ, শ্বেতসর্ষপ, বেণারমূল, বাসকমূল, ঘৃত ও ধূপ দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া বালককে ধূম প্রদান করিবে। তদনন্তর "ওঁ নমো রাবণায় দীপ্তদেহায় হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে ॥ ৭ ॥

অর্য্যলামাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা।

অষ্টমে দিবসে মাসে বর্ষে বা যদি গৃহ্ণাতি
অর্য্যলা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্ত প্রথমং
ভবতি জ্বরঃ। গৃধ্রগন্ধঃ পূতিগন্ধশ্চ জায়তে,
আহারঞ্চ ন গৃহ্ণাতি, উদ্বেজয়তি গাত্রাণি।
বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্।
রক্ত পীতধ্বজাশ্চন্দনং পুষ্পং শষ্কুল্যঃ পর্পটিকা
মৎস্য মাংস সুরা জম্বুলিকা প্রত্যুষে প্রান্তরে
বলির্দাতব্যঃ। মন্ত্রঃ—ওঁ নমো রাবণায় ত্রৈলোক্য-
বিদ্রাবণায় চতুর্দ্দিশাং মোক্ষণায় জ্বল জ্বল ওঁ
হ্রীঁ কট্ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজ-
য়েৎ, ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্॥ (কুমারতন্ত্র)

অর্য্যলা মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা।

অষ্টম দিবসে, অষ্টম মাসে বা অষ্টম বর্ষে অর্য্যলা নামক মাতৃকা শিশুদিগকে আক্রমণ করে। ইহাতেও প্রথমে জ্বর হয় এবং গাত্রে শকুনের গন্ধ ও পূতিগন্ধ হয় ও আহারে অনিচ্ছা এবং শরীরে উদ্বেগ হয়। ইহার চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

রক্ত ও পীতধ্বজ, রক্তচন্দন, পুষ্প, শষ্কুলী, পর্পটিকা, মৎস্য, মাংস, সুরা ও জম্বুলিকা; এই সমস্ত একত্র করিয়া প্রত্যুষে প্রান্তরে বলি প্রদান করিবে এবং "ওঁ নমো রাবণায় ত্রৈলোক্য বিদ্রাবণায় চতুর্দ্দিশাং মোক্ষণায় জ্বল জ্বল ওঁ হ্রীঁ কট্ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে ॥ ৮ ॥

সূতিকামাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা।

নবমে দিবসে মাসে বর্ষে বা গৃহ্ণাতি সূতিকা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্ত প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। নিত্যং ছর্দ্দির্ভবতি গাত্রভেদং দর্শয়তি,মুষ্টিং বধ্নাতিস্বাপো ভবতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যুভয় কূল মৃত্তিকাং গৃহীত্বা পুত্তলিকাং কৃত্বা শুক্লবস্ত্রেণাবেষ্টয়েৎ-শুক্ল পুষ্পং গন্ধং তাম্বুলং শুক্লাস্ত্রয়োদশধ্বজা স্ত্রয়োদশপ্রদীপা-স্ত্রয়োদশ স্বস্তিকা স্ত্রয়োদশ পূতিকাঃ। মৎস্য মাংস সুরা উত্তরস্যাং গ্রাম নিকাশে বলিং দাপয়েৎ। ততঃ শান্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। গুগ্‌গুলু নিম্বপত্র গোশৃঙ্গ শ্বেতসর্ষপ ঘৃতৈর্ধূপয়েৎ। ওঁ নমো রাবণায় চতুর্ভুজায় হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ততঃ সুখী ভবতি বালকঃ॥ (কুমারতন্ত্র)

সূতিকা মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা।

নবম দিবসে, নবম মাসে বা নবম বর্ষে সূতিকা নামক মাতৃকাদ্বারা শিশুগণ আক্রান্ত হয় ইহাতে জ্বর এবং বমি, গাত্রবেদনা, মুষ্টিবন্ধ ও নিদ্রা হয়। ইহার চিকিৎসা বলা যাইতেছে।

নদীর উভয় তীরের মৃত্তিকা লইয়া পুত্তলিকা প্রস্তুত করতঃ শুক্লবস্ত্র দ্বারা বেষ্টন পূর্ব্বক শুক্লপুষ্প, গন্ধ, তাম্বুল, শুক্ল ত্রয়োদশধ্বজ, ত্রয়োদশ প্রদীপ, ত্রয়োদশ স্বস্তিক, ত্রয়োদশ পূতিকা, মৎস্য, মাংস ও সুরা; এই সমস্ত একত্রে গ্রামের প্রান্তে উত্তর দিকে বলি প্রদান করিবে। তৎপরে শান্ত্যুদক দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে। অনন্তর গুগ্‌গুলু, নিম্বপত্র, গোশৃঙ্গ, শ্বেতসর্ষপ ও ঘৃত দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া শিশুকে ধূম গ্রহণ করাইবে এবং "ওঁ নমো রাবণায় চতুর্ভুজায় হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে ॥৯॥

নৈঋ'তিমাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা।

দশমে দিবসে মাসে বর্ষে বা যদি গৃহ্লাতি নৈঋতির্নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্তু প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। গাত্রমুদ্বেজয়তি, আৎকারশ্চ ভবতি, রোদিতি, মূত্রপুরীষঞ্চ ভবতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। নদ্যা-ভয়কূল মৃত্তিকাং গৃহীত্বা গন্ধং তাম্বূলং রক্তপুষ্পং রক্তচন্দনং পঞ্চবর্ণ-পঞ্চধ্বজাঃ পঞ্চপ্রদীপাঃ পঞ্চ-স্বস্তিকাঃ পঞ্চপুত্তিকাঃ মৎস্য মাংস.সুরা বায়ব্যাং দিশি বলিং দদ্যাৎ। ততঃ শাস্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ। কাকবিষ্ঠা গোমাংস গোশৃঙ্গ রসোন মার্জ্জার-রোম নিম্বপত্র ঘৃতৈর্ধূপয়েৎ। ওঁ নমো রাব-ণায় চূর্ণিত হস্তায় মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ততঃ সুস্থো ভবতি বালকঃ॥ (কুমারতন্ত্র)

নৈঋ'তি মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা।

দশম দিবসে, দশম মাসে বা দশম বর্ষে নৈঋ'তি নামক মাতৃকা শিশুদিগকে আক্রমণ করে। ইহাতে জ্বর, শরীরে উদ্বেগ, বমি, রোদন এবং মলমূত্র বদ্ধ হয়। ইহার চিকিৎসা —নদীর উভয় তীরের মৃত্তিকা দ্বারা পুত্ত লিকা প্রস্তুত করতঃ গন্ধ, তাম্বুল, রক্তপুষ্প, রক্তচন্দন, পঞ্চবর্ণের পাঁচটী ধ্বজ,পঞ্চপ্রদীপ, পঞ্চ স্বস্তিক, পঞ্চপুত্তিকা, মৎস্য, মাংস ও সুরা; এই সকলদ্রব্য একত্রে বায়ুকোণে বলি প্রদান করিবে এবং শাস্ত্যুদক দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে। অনন্তর কাকবিষ্ঠা, গোমাংস, গোশৃঙ্গ, রসোন, বিড়ালের লোম, নিম্বপত্র ও ঘৃত; এই সমস্ত প্রজ্বালিত করিয়া শিশুকে ধূম দিবে; তৎপরে "ওঁ নমো রাবণায় চূর্ণিতহস্তায় মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে॥ ১০॥

পিলিপিচ্ছিকামাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা।

একাদশে দিবসে মাসে বর্ষে বা যদি গৃহ্লাতি পিলিপিচ্ছিকা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীতমাত্রস্তু প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। আহারং ন গৃহ্লাতি ঊর্দ্ধদৃষ্টির্ভবতি, গাত্র-ভঙ্গ আৎকারশ্চ ভবতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। পিষ্টেন পুত্তলিকাং কৃত্বা রক্তচন্দ-নাক্তাং তস্যা মুখং দুগ্ধেন সেচয়েৎ। পীতপুষ্পং গন্ধং তাম্বূলং সপ্তপীতধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ অষ্টৌ বটকাঃ অষ্টৌ পূত্তিকা অষ্টৌ শষ্কুলিকা মৎস্য মাংস সুরাঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি বলিং দদ্যাৎ। শাস্ত্যুদকেন স্নাপয়েৎ: শিবনির্ম্মাল্য গুগ্-গুলু গোশৃঙ্গ সর্পনির্ম্মোক ঘৃতৈর্ধূপয়েৎ। ওঁ নমো রাবণায় মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ সম্পদ্যতে শুভম্। (কুমারতন্ত্র)

পিলিপিচ্ছিকা মাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা।

একাদশ দিবসে, একাদশ মাসে বা একাদশ বর্ষে পিলিপিচ্ছিকা নামক মাতৃকা শিশুদিগকে আক্রমণ করে। ইহাতে জ্বর, আহারে অনিচ্ছা, ঊর্দ্ধদৃষ্টি, গাত্রবেদনা ও বমি প্রভৃতি হইয়া থাকে। ইহার চিকিৎসা এই—পিষ্টক দ্বারা পুত্তলিকা প্রস্তুত পূর্ব্বক রক্তচন্দন দ্বারা রঞ্জিত করিয়া উহার মুখে দুগ্ধসেচন করিবে এবং পীতপুষ্প, গন্ধ, তাম্বুল, সপ্ত পীতধ্বজ, সপ্ত-প্রদীপ, অষ্ট বটক, অষ্টপুত্তিকা, অষ্ট শষ্কুলিকা, মৎস্য, মাংস, সুরা; এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে পূর্ব্বদিকে বলিপ্রদান করিবে এবং শাস্ত্যুদক দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে। অনন্তর শিবনির্ম্মাল্য, গুগ্গুলু, গোশৃঙ্গ, সর্পের খোলস ও ঘৃত দ্বারা শিশুকে ধূম দিবে। তদনন্তর "ওঁ নমো রাবণায় মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে॥ ১১॥

কামুকামাতৃকাক্রমণ-চিকিৎসা।

দ্বাদশে দিবসে মাসে বর্ষে বা যদি গৃহ্লাতি কামুকা নাম মাতৃকা। তয়া গৃহীত মাত্রস্তু প্রথমং ভবতি জ্বরঃ। বিহস্য বাদয়তি, করেণ তর্জ্জয়তি, অন্নং ন গৃহ্লাতি, নিশ্বসিতি মুহুর্মুহুরাহারং ন করোতি। বলিং তস্য প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্। ক্ষীরেণ পুত্তলিকাং কৃত্বা গন্ধং তাম্বূলং শুক্লপুষ্পং শুক্লসপ্তধ্বজাঃ সপ্তপ্রদীপাঃ সপ্তশষ্কুলিকাঃ করম্ভকেণ সর্ব্ব কর্ম্ম বলিং দদ্যাৎ। শাস্ত্যু-দকেন স্নাপয়েৎ। শিবনির্ম্মাল্য গুগ্গুলু সর্ষপ-ঘৃতৈ-র্ধূপয়েৎ। ওঁ নমো রাবণায় মুঞ্চ মুঞ্চ হন হন স্বাহা। চতুর্থে দিবসে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ, ততঃ সুস্থো ভবতি বালকঃ। (কুমারতন্ত্র)

ইতি শিশুরোগাধিকারঃ

কামুকামাতৃকার আক্রমণ ও চিকিৎসা।

দ্বাদশ দিবসে, দ্বাদশ মাসে বা দ্বাদশ বর্ষে কামুকা নামক মাতৃকা শিশুদিগকে আক্রমণ করে ইহাতে জ্বর হাস্য করিয়া হস্ত দ্বারা বাদ্য করা, স্তন্যপানে অনিচ্ছা, রোদন, মুহুর্মুহু নিঃশ্বাস এবং আহারে অনিচ্ছা, এই সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার চিকিৎসা লিখিত হইতেছে

ক্ষীর দ্বারা পুত্তলিকা প্রস্তুত করিয়া গন্ধ, তাম্বুল, শুক্লপুষ্প, শুক্ল সপ্তধ্বজ, সপ্ত প্রদীপ ও সপ্ত শষ্কুলিকা দ্বারা বলিপ্রদান করিবে এবং শান্ত্যুদক দ্বারা শিশুকে স্নান করাইবে। পরে শিবনির্ম্মাল্য, গুগ্গুলু, সর্ষপ ও ঘৃতসহ অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া বালককে ধূম দিবে এবং "ওঁ নমো রাবণায় মুঞ্চ মুঞ্চ হন হন স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে শিশু সুস্থ হয়॥ ১২॥

ইতি বালরোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বিষাধিকারঃ।

—:*:-

বিষরোগ-চিকিৎসা।

অরিষ্টাবন্ধনং মন্ত্রপ্রয়োগাশ্চ বিষাপহঃ।
দংশনং দংশকস্যাহেঃ ফলস্য মৃদুনোঽপি বা॥ ১॥

পদে কিম্বা হাতে সর্প দংশন করিবামাত্র অবিলম্বে দষ্ট স্থানের চারিঅঙ্গুলি উপরে রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিবে। পরে ঐ স্থানে রক্তমোক্ষণ করাইয়া অগ্নিদিয়া দগ্ধ করিয়া দিতে হইবে॥ ১॥

মূলং তণ্ডুলবারিণা পিবতি যঃ প্রত্যঙ্গিরা সম্ভবং নিষ্পিষ্টং শুচি ভত্র যোগ দিবসে তস্যাহিভীতিঃ কৃতঃ। দর্পাদেব ফণী যদা দশতি তং মোহাম্বিতো মূলপং স্থানে তত্র স এব যাতি নিয়তং বক্তুং যমস্যাচিরাৎ॥ ২॥

আষাঢ় মাসে পুষ্যা নক্ষত্রে তণ্ডুলোদক সহ শিরীষমূল বাটিয়া পান করিলে সর্পভয় থাকে না, যদিও সর্পে দংশন করে, তাহা হইলে সে সর্প অচিরাৎ কালগ্রাসে পতিত হয়॥ ২॥

মসূর নিম্ব পত্রাভ্যাং যোঽত্তি মেষগতে রবৌ।
অব্দমেকং ন ভীতিঃ স্যাদ্বিষাতস্য ন সংশয়ঃ॥
ধবল পুনর্নব জটয়া তণ্ডুল জল পীতয়া চ পুষ্যার্কে।
অপহরতি খলুবিষধরোপদ্রব আবৎসরং পুংসাং।
গৃহধূমো হরিদ্রে দ্বে সমূলং তণ্ডুলীয়কম্।
অপি বাসুকিনা দষ্টঃ পিবেদ্দধিঘৃতাপ্লুতম্॥
কুলিকমূলনস্যেন কালদষ্টোঽপি জীবতি।
শিরীষপুষ্পস্বরসে ভাবিতং মরিচং সিতম্।
সপ্তাহং সর্পদষ্টানাং নস্যপানাঞ্জনে হিতম্॥ ৩॥

বৈশাখ মাসে মসুর দাইল নিমপাতা একত্রে মর্দ্দনপূর্ব্বক পান করিলে সংবৎসর সর্পভয় হয় না।

পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতপুনর্নবার মূল তণ্ডুলোদক সহ পেষণপূর্ব্বক পান করিলে সংবৎসর সর্পভয় নিবারণ হয়।

সর্প দংশন করিলে গৃহঝুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মূলসহ খুদে নটে; এই দ্রব্যগুলি সমভাগে একত্রে পেষণ পূর্ব্বক দধি ও ঘৃতসহ পান করাইলে সর্পবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কালিয়াকড়ার মূল বাটিয়া নস্য গ্রহণ মাত্র সর্পবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

শিরীষপুষ্পের রসসহ সজিনাবীজ সপ্তাহ কাল ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া ঐ চূর্ণ সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে সেবন কিম্বা নস্য ও অঞ্জন দিবে॥ ৩॥

দ্বিপলং নতকুষ্ঠাভ্যাং ঘৃতক্ষৌদ্র চতুঃপলম্।
অপি তক্ষকদষ্টানাং পানমেতৎ সুখপ্রদম্॥
বন্ধ্যাকর্কোটজং মূলং ছাগমূত্রেণ ভাবিতম্।
নস্যং কাঞ্জিকসংপিষ্টং বিষোপহতচেতসঃ॥
পীতে বিষে স্তাবমনং ত্বক্স্থে প্রদেহসেকাদি সুশীতলঞ্চ।
অগারধূম মঞ্জিষ্ঠা রজনী লবণোত্তমৈঃ।
লেপো জয়ত্যাখুবিষং কর্ণিকায়াশ্চ পাতনম্॥ ৪॥

(১) তগর পাদুকা ৮ তোলা, কুড় ৮ তোলা, ঘৃত ১৬ তোলা ও মধু ১৬ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে তক্ষক সর্পের বিষ বিনষ্ট হয়।

(২) ফলহীন কাঁকরোলের মূল ছাগমূত্রে ভাবনা দিয়া কাঁজির সহিত পেষণ পূর্ব্বক তাহার নস্য গ্রহণ করিলে সর্পবিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(৩) যে ব্যক্তি বিষ পান করিয়াছে জানিতে পারিবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ বমন করাইবে।

(৪) চর্ম্মগত বিষে শীতল প্রলেপ, সেচনাদি প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল দর্শে।

(৫) কুল, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধবলবণ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক জলের সহিত. পেষণ করিয়া সেবন করিলে ইন্দুরের বিষ ও কর্ণিকাকীটের শুঙ্গা (হুল) নষ্ট হয় ॥ ৪ ॥

সানবন্দোঽশ্বকর্ণশ্চ গোজিহ্বা হংসপদ্যপি।
রজন্যৌ গৈরিকং লেপো নখদন্তবিষাপহঃ ॥
যঃ কাসমর্দ্দবদনে নিক্ষিপ্য কর্ণে ফুৎকারম্।
মনুজো দদাতি শীঘ্রং জয়তি বিষং বৃশ্চিকানাং সঃ ॥
উষ্ণং গব্যঘৃতঞ্চাপি সৈন্ধবেন সমন্বিতম্।
বৃশ্চিকস্য বিষং হন্তি লেপনাৎ পর্ব্বতাত্মজে ॥ ৫ ॥

(১) কটুফল, অশ্বকর্ণ, গোজিহ্বা, হংসপদী, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও গেরিমাটী, এই সকল দ্রব্য সমভাগে গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র জল সহ পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে নখ ও দন্ত জনিত বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

(২) কালকাসুন্দের নলদ্বারা রোগীর কর্ণে ফুৎকার (ফুঁ) দিলে বৃশ্চিকের বিষ বিনষ্ট হয়।

(৩) উষ্ণ গব্যঘৃত ও সৈন্ধবলবণ একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক তাহার প্রলেপ দিলে বৃশ্চিকের বিষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

শিরীষস্য তু বীজং বৈ স্নুহীক্ষীরেণ ঘর্ষিতম্।
তল্লেপেন মহাদেবি নশ্যেৎ কুকুরজং বিষম্ ॥
পিষ্টতণ্ডুলমধ্যস্থং ভক্ষিতং মেষলোমকম্।
কুকুরস্য বিষং হন্তি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
বচা হিঙ্গু বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং গজপিপ্পলী।
পাঠা প্রতিবিষা ব্যোষং কাশ্যপেন বিনির্ম্মিতম্।
দশাঙ্গমগদং পীত্বা সর্ব্বকীটবিষং জয়েৎ ॥ ৬ ॥

ইতি বিষরোগাধিকারঃ।

(১) শিরীষবীজ মনসাসীজের আঠায় ঘর্ষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিলে কুক্কুরের বিষ বিনষ্ট হয়।

(২) চাউল বাটিয়া পিণ্ডাকৃতি করতঃ তাহার মধ্যে ভেড়ার লোম পুরিয়া ভক্ষণ করিলে কুকুরের বিষ বিনষ্ট হয়।

(৩) বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধবলবণ, গজপিপুল, আকানিধি, আতইস, শুঠ, পিপুল ও মরিচ, এই সকল দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কীটের বিষ বিনষ্ট হয় ॥ ৬ ॥

ইতি বিষরোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বীর্য্যস্তম্ভাধিকার।

বীর্য্যস্তম্ভ-চিকিৎসা।

শৃণু তং তুলসীমূলং তাম্বুলৈঃ সহ ভক্ষয়েৎ
ন মুঞ্চন্তি নরো বীর্য্যমেকৈকেন ন সংশয়ঃ ॥
কৃষ্ণমার্জ্জার সব্যাস্থি সস্তবাহি রতোদ্যমে।
দক্ষিণে ধ্রিয়তে যেন তস্য বীর্য্যস্য ন চ্যুতিঃ।
চটকাণ্ডস্তু সংগৃহ্য নবনীতেন পেষয়েৎ।
তেন লেপয়তঃ পাদৌ শুক্রস্তম্ভঃ প্রজায়তে।
যাবন্ন স্পৃশতে ভূমিং তাবদ্বীর্য্যং ন মুঞ্চতি ॥
নীলোৎপল সিতপঙ্কজকেশর মধুশর্করাবলিতেন।
স্থয়তে সুচিরং রমতে দৃঢ়লিঙ্গো নাভিবিবরেণ ॥ ১ ॥

বীর্য্যস্তম্ভরোগের চিকিৎসা।

(১) পানের সহিত ওল বা তুলসীর মূল ভক্ষণ করিলে স্ত্রীসহবাসে শীঘ্র বীর্য্যপাত হয় না।

(২) কালবিড়ালের বামপদের হাড় দক্ষিণ অঙ্গে ধারণ পূর্ব্বক রমণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্র বীর্য্য স্খলন হয় না।

(৩) চড়ুই পাখীর ডিম ও মাখন একত্রে পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পাদদ্বয় লেপন করিয়া

সঙ্গমে প্রবৃত্ত হইলে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মাটিস্পর্শ করা না যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বীর্য্যস্খলন হয় না।

(৪) নীলোৎপল, শ্বেতপদ্মের কেশর, মধু ও চিনি, এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণপূর্ব্বক তাহা নাভিরন্ধ্রে লেপন করিয়া সুরতকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সহসা শুক্রক্ষরণ হয় না॥ ১॥

সিদ্ধং কুসুম্ভতৈলং ভূমিলতাচূর্ণমিশ্রিতং কুরুতে।
চরণাভ্যঙ্গেন রতে বীর্য্যস্তম্ভাৎ দৃঢ়ং লিঙ্গম্॥ ২।

কেঁচোচূর্ণ সহ কুসুমফুলের তৈল পাকপূর্ব্বক সেই তৈল পদদ্বয়ে লেপন করিয়া স্ত্রীসঙ্গমে প্রবৃত্ত হইলে শীঘ্র বীর্য্য স্খলন হয় না॥ ২॥

গোরেকোন্নতশৃঙ্গত্বগ্‌ভব চূর্ণেন ধূপিতং বস্ত্রম্।
পরিধায় ভজত ললনাং নৈকাপ্তো ভবতি হর্ষার্ত্তঃ॥ ৩॥

গাভীর উন্নত শৃঙ্গের ছাল পোড়াইলে তাহা হইতে যে ধূম উঠিবে, সেই ধোঁয়া একখানি বস্ত্রে লাগাইয়া সেই বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক রমণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে সহসা বীর্য্যপাত হয় না॥ ৩

যোগজবরাঙ্গবন্ধং মথিতেন ক্ষালিতং হন্তি।
উন্নুখগোশৃঙ্গোত্থবলেপো যোগজধ্বজভঙ্গহরঃ॥ ৪॥

ইতি বীর্য্যস্তম্ভাধিকারঃ।

(১) দুষ্ট পুরুষ কর্ত্তৃক স্ত্রীলোকের রতিক্রিয়ায় অক্ষমতা জন্মিলে মথিত (তক্র) দ্বারা যোনি ধুইয়া ফেলিবে।

(২) উন্নত গোশৃঙ্গ চূর্ণ করিয়া তদ্দ্বারা লিঙ্গ লেপন করিলে ঔষধ জনিত ধ্বজভঙ্গরোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে॥ ৪॥

ইতি বীর্য্যস্তম্ভরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ রসায়নাধিকার

রসায়ন চিকিৎসা।

যজ্জরাব্যাধিবিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্।
পূর্ব্বে বয়সি মধ্যে বা শুদ্ধকায়ঃ সমাচরেৎ॥
নাবিশুদ্ধশরীরস্য যুক্তো রসায়নো বিধিঃ।
ন ভাতি বাসসি ক্লিষ্টে রঙ্গযোগ ইবার্পিতঃ॥ ১॥

রসায়ন রোগের-চিকিৎসা।

যে সমস্ত ঔষধ দ্বারা জরা (বার্দ্ধক্য) ও ব্যাধি বিনষ্ট হয়, সেই সমস্ত ঔষধকে রসায়ন-ঔষধ বলা যায়। এই রসায়ন ঔষধ যৌবনের প্রারম্ভে অথবা যৌবনান্তে বমন ও বিরেচন দ্বারা দেহ উত্তমরূপে বিশুদ্ধ করিয়া সেবন করিতে হয়। কারণ যেমন মলিন বস্ত্রে রং প্রয়োগ করিলে তাহা রঞ্জিত হয় না, সেইরূপ অবিশুদ্ধ দেহে রসায়ন ঔষধ সেবন করিলে তাহার কোন ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায় না॥ ১॥

জরণান্তেঽভয়ামেকাং প্রাগ্‌ভক্তে দ্বে বিভীতকে।
ভুক্ত্বা তু মধুসর্পির্ভ্যাং চত্বার্য্যামলকানি চ।
প্রয়োজয়েৎ সমামেকাং ত্রিফলায়া রসায়নম্।
জীবেদ্বর্ষশতং পূর্ণমজরোঽব্যাধিরেব চ॥ ২॥

আহারের পূর্ব্বে ২টী বহেড়া, আহারান্তে ৪টী আমলকী এবং ভুক্তান্নের পরিপাকান্তে একটী হরীতকী মধু ও ঘৃত সহ সেবন করিলে অজর ও অরোগ হইয়া ১০০ একশত বৎসর জীবিত থাকা যায় জানিবে॥ ২॥

যে মাসমেকং স্বরসং পিবন্তি
দিনে দিনে ভৃঙ্গরজঃ সমুত্থম্।
ক্ষীরাশিনস্তে বলবর্ণযুক্তাঃ
সমাশতং জীবিতমাপ্নুবন্তি।
মণ্ডূকপর্ণ্যাঃ স্বরসঃ প্রযোজ্যঃ
ক্ষীরেণ যষ্টিমধুকস্য চূর্ণম্।
রসোগুড়ূচ্যাস্তু সমূলপুষ্প্যাঃ
কল্কঃ প্রয়োজ্যঃ খলু শঙ্খপুষ্প্যাঃ॥
আয়ুঃ প্রদান্যাময়নাশনানি
বলাগ্নিবর্ণ-স্বরবর্দ্ধনানি।
মেধ্যানি চৈতানি রসায়নানি
মেধ্যা বিশেষেণ তু শঙ্খপুষ্পী॥
পীতাশ্বগন্ধা পয়সার্দ্ধমাসং
ঘৃতেন তৈলেন সুখাম্বুনা বা।
কৃশস্য পুষ্টিং বপুষো বিধত্তে
বালস্য শস্যস্য যথাম্বুবৃষ্টিঃ॥

ধাত্রীতিলান্ ভৃঙ্গরজোবিমিশ্রান্
যে ভক্ষয়েয়ুর্মনুজাঃ ক্রমেণ।
তে কৃষ্ণকেশা বিমলেন্দ্রিয়াশ্চ
নির্ব্যাধয়ো বর্ষশতং ভবেয়ুঃ ॥ ৩ ॥

(১) কেবলমাত্র দুগ্ধের সহিত অন্নাহারী হইয়া ১ এক মাস পর্য্যন্ত ভৃঙ্গরাজের রস পান করিলে সবল ও সুশ্রী হইয়া ১০০একশত বৎসর জীবিত থাকা যায়।

(২) (ক) কিছুদিন থানকুনীর রস পান করিলে; অথবা (খ) দুগ্ধের সহিত যষ্টি-মধুচূর্ণ সেবন করিলে; বা মূল ও ফল সহিত গুলঞ্চ পেষণ পূর্ব্বক তাহার রস পান করিলে; কিম্বা শঙ্খপুষ্পী পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে বল, বর্ণ, অগ্নি, স্বর ও মেধা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

(৩) অশ্বগন্ধাচূর্ণ উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ, ঘৃত, তিল তৈল বা উষ্ণোদকসহ সেবন করিলে দেহ পরিপুষ্ট হইয়া থাকে।

(৪) আমলকী ও তিল সমভাগে ভৃঙ্গ-রাজের রসের সহিত পেষণ পূর্ব্বক সেবন করিলে কেশ কৃষ্ণবর্ণ, ইন্দ্রিয় বিমল ও ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া ১০০ শত বৎসর পরমায়ু হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

বৃদ্ধদারকমূলানি শ্লক্ষ্ণচূর্ণানি কারয়েৎ।
শতাবর্য্যা রসেনৈব সপ্তবারাংশ্চ ভাবয়েৎ ॥
অক্ষমাত্রন্তু তচ্চূর্ণং সর্পিষা সহ যোজয়েৎ ॥
মাসমাত্রোপযোগেন মতিমান্ জায়তে নরঃ ॥
মেধাবী স্মৃতিমাংশ্চৈব বলীপলিতবর্জ্জিতঃ ॥ ৪ ॥

বিদ্ধারকের মূলচূর্ণ করিয়া শতমূলীর রসে ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া উপযুক্ত মাত্রায় ঘৃত সহ ১একমাস সেবন করিলে বুদ্ধি মেধা ও স্মৃতি বর্দ্ধিত হয় এবং বলীপলিত বিনষ্ট হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৪ ॥

হস্তিকর্ণরজঃ খাদেৎ প্রাতরুত্থায় সর্পিষা।
যথেষ্টাহারচেষ্টোঽপি সহস্রায়ুর্ভবেন্নরঃ ॥
মেধাবী বলবান্ কামী স্ত্রীশতানি ব্রজত্যসৌ
মধুনা বলবেগঃ স্যাদ্বর্ণিতঃ স্ত্রীসহস্রগঃ ॥
মন্ত্রশ্চাস্যৌ প্রয়োক্তব্যো ভিষজা চাভিমন্ত্রণে ॥
মন্ত্রো যথা—ওঁ নমো মহাবিনায়কায় অমৃতং রক্ষ রক্ষ মম ফলসিদ্ধিং দেহি রুদ্রবচনেন স্বাহা ॥ ৫ ॥

হস্তিকর্ণ পলাশমূলের ছালচূর্ণ ঘৃত বা মধু সহিত প্রাতঃকালে সেবন করিলে বল, বীর্য্য, রতিশক্তি ও আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

ধাত্রীচূর্ণস্য কংসং স্বরসপরিগতং ক্ষৌদ্রসর্পিঃ
সমাংশং কৃষ্ণামানি সিতাষ্টপ্রসৃতযুতমিদং
স্থাপিতং ভস্মরাশৌ। বর্ষান্তে তৎসমশ্নন্
ভবতি বিপলিতো রূপবর্ণপ্রভাপৈর্নির্ব্যাধি-
র্বুদ্ধিমেধাস্মৃতিবচনবলস্থৈর্য্যসত্ত্বৈরুপেতঃ ॥ ৬ ॥

সহস্র আমলকীর রস দ্বারা ২১ বার ভাবিত আমলকী চূর্ণ /৮ সের, ঘৃত /৮ সের, মধু /৮ সের, পিপুলচূর্ণ /১ সের ও চিনি /২ সের। এই সকল একত্রে একটী পাত্র মধ্যে স্থাপন করিয়া বর্ষাকালে ভস্মরাশির মধ্যে রাখিবে এবং শরৎকালের প্রারম্ভে উদ্ধৃত করিয়া পান করিবে। ইহা সেবনে বহুবিধ ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া বুদ্ধি, মেধা, বল ও স্মৃতি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৬ ॥

গুড়ূচ্যপামার্গ বিড়ঙ্গ শঙ্খিনী বচাভয়া শুণ্ঠীশতাবরী সমা। ঘৃতেন লীঢ়া প্রকরোতিমানবং ত্রিভির্দিনৈঃ শ্লোক-সহস্রধারিণম্ ॥ ব্যঙ্গবলীপলিতঘ্নং পীনসবৈস্বর্য্যকাসহরম্।
রজনীক্ষয়েঽম্বুনস্যং রসায়নং দৃষ্টিজনকঞ্চ ॥ ৭ ॥

গুলঞ্চ, আপাংমূল, বিড়ঙ্গ, শঙ্খপুষ্পী, বচ, হরীতকী, শুঠ ও শতমূলী; ইহাদের চূর্ণ সম-মাত্রায় একত্রে ঘৃতের সহিত তিন দিবস পান করিলে স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি হয়।

প্রাতঃকালে শীতল জলের নস্য গ্রহণ করিলে ব্যঙ্গ, বলী, পলিত, পীনস, স্বরভঙ্গ ও কাস নষ্ট এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

অস্তসঃ প্রসৃতাষ্টৌ রবাবনুদিতে পিবন্।
বাতপিত্তগদান্ হত্বা জীবেদ্বর্ষশতং নরঃ ॥ ৮ ॥

প্রাতঃকালে শীতল জলপানে বাত পৈত্তিক রোগ নষ্ট হইয়া শতবর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকা যায় ॥ ৮ ॥

ঋতুহরীতকী।

সিন্ধুত্থ শর্করা শুণ্ঠী কণা মধু গুড়ৈঃ ক্রমাৎ।
বর্ষাদিষভয়া সেব্যা রসায়ন-গুণৈষিণা ॥ ৯॥

ঋতুহরীতকী—হরীতকী বর্ষাকালে সৈন্ধব-লবণের সহিত, শরৎকালে চিনির সহিত, হেমন্ত-কালে শুঠচুর্ণের সহিত, শীতকালে পিপুল চূর্ণের সহিত, বসন্তকালে মধুর সহিত এবং গ্রীষ্মকালে গুড়ের সহিত সেবন করিলে জরা ও ব্যাধি বিনষ্ট হয় ॥ ৯ ॥

দুর্নাম শ্বাস কাস জ্বরবমথুতৃষা পাণ্ডুতা নেত্ররোগান্ হিক্কা কুষ্ঠাতিসার ভ্রম মদ কসনাজীর্ণ শূলপ্রমেহান্। তৃষ্ণা শূলাস্রপিত্ত জ্বর বিতত জ্বরারোচকানাহদাহান্ হন্ত্যা-দেতানবশ্যং মধুনি পরিগতা পূতনা চাম্লপিত্তম্॥ অত্র মধুনি পরিগতেত্যনেন মধুভাবিতা মধুপূর্ণভাণ্ডে চিরা-বস্থিতা হরীতকী গ্রাহ্যা। ব্যবহারস্তু মধুপিষ্টা হরী-তক্যেব ॥ ১০ ॥

মধু সহ হরীতকী বাটিয়া ভক্ষণ করিলে শূল, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমি ও তৃষ্ণাদি যাবতীয় রোগ আরোগ্য হয় ॥ ১০ ॥

নিগুণ্ডীকল্পঃ।

ওঁ সিদ্ধিঃ পিঙ্গলাযোগিনীকথিতম্। নির্গুণ্ডীমূল-চূর্ণমষ্টপলং গৃহীত্বা ষোড়শপলমধু মিশ্রিতং ঘৃতভাণ্ডে কৃত্বা শরাবেন নিবিড়লেপনং দত্ত্বা মর্দ্দয়িত্বা মাসমেকং ধান্য-মধ্যে স্থাপয়েৎ। তস্মাদেকং ভক্ষিতমাত্রেণ নরঃ কনক-বর্ণো গৃধ্রদৃষ্টিঃ সর্ব্বরোগবিবর্জিতঃ বলিপলিতহীনঃ সং-বৎসরং খাদিতে চন্দ্রার্কং যাবজ্জীবেৎ, বদ্ধশুক্রঃ স্ত্রীশতং কাময়িতুং ক্ষমো ভবতি। শাকাম্লং বিহায় যথেচ্ছয়া ভোজ্যম্। তচ্চূর্ণং গোমূত্রেণ সহ যঃ পিবতি, হন্ত্যষ্টা-দশ কুষ্ঠানি পামাবিচর্চিকাদীনি নাড়ীব্রণ গুল্মশূলপ্লীহো-দরাণি চ। তচ্চূর্ণং তক্রেণ সহ যঃ পিবতি, স সর্ব্বরোগ-বিবর্জিতো গৃধ্রদৃষ্টির্মহাবলো বলীপলিতবর্জিতঃ পবন-বেগো দিব্যমূর্ত্তির্ভবতি। মাসদ্বয়প্রয়োগেণ পণ্ডিতশ্চ ন সংশয়ঃ ॥ ১১ ॥

নিগুণ্ডী কল্প—নিসিন্দামূলচূর্ণ /১ সের ও মধু /২ সের, একত্রে মিশ্রণ পূর্ব্বক ঘৃতপাত্রে স্থাপন করতঃ শরার দ্বারা উহার মুখ ঢাকিয়া উত্তম-রূপে কর্দ্দম দ্বারা লেপন করতঃ এক মাস ধান্য মধ্যে রাখিবে। পরে উদ্ধৃত করিয়া সেবন করিলে বিবিধ রোগ নষ্ট হইয়া বল, বর্ণ ও বীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হয়। গোমূত্রের সহিত সেবনে কুষ্ঠাদি রোগ বিনষ্ট হয়। তক্রসহ সেবনে সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হয় ॥ ১১ ॥

ভৃঙ্গরাজাদিচূর্ণম্।

রজীকৃতং ভৃঙ্গরজস্ত চূর্ণং
তিলার্দ্ধকং চামলকার্দ্ধকঞ্চ।
সশর্করং ভক্ষয়তো গুড়ৈর্বা
ন তস্য রোগা ন জরা ন মৃত্যুঃ ॥
অন্ধঃ পশ্যেদ্ গমনরহিতো
মত্তমাতঙ্গগামী মূকো বাগ্মী
শ্রবণরহিতো দূরশব্দানুসারী।
নীরুগ্দীর্ঘো ভবতি পলিতো
নীলজীমূতকেশো, জীর্ণা দন্তাঃ
পুনরপি নরাঃ ক্ষীরগৌরা ভবন্তি ॥ ১২ ॥

ভৃঙ্গরাজাদিচূর্ণ—ভৃঙ্গরাজচূর্ণ ১ ভাগ, তিল অর্দ্ধভাগ ও আমলকীচূর্ণ অর্দ্ধভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া চিনি বা গুড়ের সহিত সেবন করিলে রোগ, জরা ও মৃত্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হয় না ॥ ১২ ॥

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রোক্তা অমৃতবর্ত্তিকা।

ত্রিফলা ত্রিকটু ব্রাহ্মী গুড়ূচীরক্তচিত্রকম্।
নাগকেশর চূর্ণঞ্চ শৃঙ্গবেরং সমার্কবম্ ॥
সিন্ধুবারো হরিদ্রে দ্বে শক্রাশনগুড়ত্বচৌ।
এলা মধুকপর্ণী চ বিড়ঙ্গকোগ্রগন্ধিকা ॥
চূর্ণং প্রত্যেকমেতেষাং সমাদায় পলদ্বয়ম্।
কামরূপসমুদ্ভূতৈর্গুড়ৈঃ পঞ্চাশতৈঃ পলৈঃ ॥
সমষ্টি স্ত্রীশতী কার্য্যা বর্ত্তিস্তেন সমানতঃ।
চন্দ্রতারা-বিশুদ্ধৌ চ পূজয়িত্বেষ্টদেবতাম্ ॥
সুকৃতী প্রজয়া প্রীতো বর্ত্তিমেকান্তু ভক্ষয়েৎ।
ততোঽনুপানং পানীয়ং সলিলঞ্চ সুশীতলম্।
কটুম্ লবণঞ্চৈব নাতিমাত্রং কদাচন।
যঃ প্রত্যহমিদং খাদেৎ কর্ষমানং নিরন্তরম্ ॥
ভোজনাদৌ প্রদোষে বা শৃণু যাদৃক্ ফলং ভবেৎ।
নষ্টবহ্নিস্তু দীপ্তাগ্নির্বড়বানলসন্নিভঃ ॥
দৃষ্টাপি ভাস্বতী কান্তিশ্চন্দ্রিকেব নিশামুখে।
কাশপুষ্পরুচঃ কেশাঃ শিখিকণ্ঠমনোরমাঃ ॥

পটলাবহৃতং চক্ষুর্ন্নক যোজন দর্শনম্ ।
জরাবিমুক্ত দেহোঽপি লেপ নির্ম্মাণ শাবলঃ ॥
নিব্যাধির্নির্জ্জরঃ পঙ্গুবেগেনোচ্চৈঃশ্রবা ইব ।
দিনেশ ইব তেজস্বী কন্দর্প ইব রূপবান্ ॥
সহস্রায়ুর্মহাসত্ত্বো গন্ধর্ব্ব ইব গায়নঃ ।
স্ত্রীশতং রমতে নিত্যং নাবসাদং ব্রজত্যসৌ ॥
ন ভজত্যাপদঃ কাশ্চিৎ কামরূপী ভবেদসৌ ।
পদ্মগন্ধি বপুস্তস্য পুষ্পস্যেব সুকোমলম্ ॥
জরাচয়ৈঃ সুজীর্ণস্য নখকেশাদয়ো যথা ।
প্রভবন্তি বলাদ্বৃদ্ধাদথ কন্দা ইবাম্বুদাৎ ॥
দুষ্টৈঃ পুষ্টশ্চ পাপঘ্নঃ শান্তো ভবতি মানবঃ ।
অমৃতবর্ত্তিকা নাম মৃত্যুঞ্জয়-মুখোদিতা ॥
রসায়নানাং শ্রেষ্ঠেয়ং সর্ব্বব্যাধিনিসূদনী ॥ ১৩ ॥

শ্রীমৃত্যুঞ্জয়তন্ত্রোক্ত অমৃতবর্ত্তিকা—হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঠ, পিপুল মরিচ, ব্রহ্মীশাক, গুলঞ্চ, চিতামূল, নাগেশ্বর, শুঠ, ভীমরাজ, নিসিন্দামূল, হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, সিদ্ধি, দারুচিনি ছোটএলাইচ, গান্তারীছাল, বিড়ঙ্গ ও বচ ; এই ২১টী দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা ও কামরূপদেশোৎপন্ন গুড় ✓৬।০ সের একত্রে মর্দ্দন করতঃ ৩৬০টী বর্ত্তি করিয়া আহারের পূর্ব্ব বা সন্ধ্যাকালে শীতলজলসহ সেবন করিলে রসায়নক্রিয়া সাধিত হয়। ঔষধ ব্যবহার করিয়া কটু,অম্ল ও লবণ পরিত্যাগ করিবে ॥ ১৩ ॥

শ্রীসিদ্ধমোদকঃ ॥

ত্রিকটো স্ত্রিপলং চূর্ণং ত্রিফলায়াঃ পলত্রয়ম্ ।
গুড়ূচ্যাশ্চ বিড়ঙ্গনাং গ্রন্থিক-গ্রন্থিপর্ণয়োঃ ॥
রক্তচিত্রাঙ্ঘ্রিজং চূর্ণং গ্রাহ্যঞ্চাপি পৃথক্ পৃথক্ ।
প্রত্যেকং দ্বিপলঞ্চৈষাং গৃহ্নীয়াদ্ধিমান্ নরঃ ॥
কামরূপোদ্ভবা গ্রাহ্যা গুড়স্ত্বার্দ্ধতুলা তথা ।
সর্ব্বমেকত্র সংমর্দ্দ্য ষষ্টিত্রিশতং শুভম্ ॥
মোদকং কারয়েদ্ধীমান্ সমভাগেন যত্নতঃ ।
প্রত্যহং প্রাতরেবৈতৎ পানীয়েনৈব ভক্ষয়েৎ ॥
এবং নিরন্তরং কার্য্যং সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ ।
প্রথমে মাসি বাগ্মী স্যাদ্‌ দ্বিতীয়ে বলবর্ণবান্ ॥
তৃতীয়ে নাশয়েৎ কুষ্ঠং শ্বাসকাসৌ তুরীয়কে ।
পঞ্চমে স্ত্রীপ্রিয়শ্চৈব ষষ্ঠে চ পলিত-ক্ষয়ঃ ॥
সপ্তমে কান্তিযুক্তশ্চ অষ্টমে বলবান্ ভবেৎ ।
নবমে চ শতায়ুঃ স্যাদ্ দশমে চ স্বরান্বিতঃ ॥
মহাবলস্ত্বেকাদশে অদৃশ্যো দ্বাদশে ভবেৎ ।
ইচ্ছাহারবিহারী স্যাৎ ততো দৈত্যরিপোঃ সমঃ ।
ষড়ূর্ম্মিরহিতো দেহী প্রাপ্নোতি কল্পজীবিতম্ ।
যুবা নিরন্তরং তিষ্ঠেদ্ যাবৎ কালঞ্চ জীবতি ॥
ভবন্তি সিদ্ধয়োঽষ্টাষ্টৌ বন্ধ্যাপি পরিকীর্ত্তিতঃ ।
শ্রীসিদ্ধমোদকো হ্যেষ সিদ্ধাদিষু নিবেদিতঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীসিদ্ধমোদক—শুঠ, পিপুল ও মরিচচূর্ণ প্রত্যেকে ২৪ তোলা, হরীতকী, আমলকী এবং বহেড়াচূর্ণ প্রত্যেকে ২৪ তোলা, গুলঞ্চ, বিড়ঙ্গ, পিপুলমূল, গেঁঠেলা ও রক্তচিতামূল ; এই সকল প্রত্যেকের চূর্ণ ১৬ তোলা এবং কামরূপ দেশোৎপন্ন গুড় ✓৬।০ সের একত্র মর্দ্দন করতঃ ৩৬০টী মোদক প্রস্তুত করিবে। জলের সহিত একবৎসর ব্যবহার করিলে রসায়নক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে জানিবে ॥ ১৪ ॥

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররসঃ ।

দ্বিকর্ষং শুদ্ধসূতস্য গন্ধকঞ্চ দ্বিকার্ষিকম্ ।
লৌহভস্মপলঞ্চৈকং জারিতাভ্রং পলাংশিকম্ ॥
দ্বিতোলং রজতঞ্চৈব বঙ্গভস্ম দ্বিকার্ষিকম্ ।
সুবর্ণ তোলকঞ্চৈব তাম্রং কাংস্যঞ্চ তৎসমম্
জাতীফলঞ্চেন্দ্রপুষ্পমেলা ভৃঙ্গঞ্চ জীরকম্ ।
কর্পূরং বনিতাং মুস্তং কর্ষং দদ্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ ।
সর্ব্বং খল্লতলে ক্ষিপ্ত্বা কন্যারস-বিমর্দ্দিতম্ ।
ভাবয়িত্বা বরাতোয়ৈ রুবুকাণাং রসৈ স্তথা ॥
এরণ্ডপত্রৈঃ সংবেষ্ট্য ধান্যরাশৌ দিনত্রয়ম্ ।
উদ্ধৃত্য মর্দ্দয়িত্বা তু বটিকাং চূর্ণসন্নিভাম্ ।
খাদেচ্চ বটিকামেকাং পর্ণখণ্ডেন সংযুতাম্ ।
সর্ব্বব্যাধিবিনাশায় কাশীরাজেন ভাবিতঃ ॥
পূর্ণচন্দ্ররসোনাম্না সর্ব্বরোগেষু যোজয়েৎ ।
বল্যো রসায়নো বৃষ্যো বাজীকরণ উত্তমঃ ॥
অম্লপিত্তিকাং হন্তি কাস শ্বাস মরোচকম্ ।
আমশূলং কটিশূলং হৃচ্ছূলং পক্তিশূলকম্ ॥
অগ্নিমান্দ্যমজীর্ণঞ্চ গ্রহণীং চিরজামপি ।
আমবাতমম্লপিত্তং ভগন্দরমপি দ্রুতম্ ॥
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ প্রমেহং বাতশোণিতম্ ।
বাতং বহুবিধঞ্চৈব মন্দাগ্নিঃ বমিং ভ্রমিম্ ॥
নাতঃপরতরঃ শ্রেষ্ঠো বিদ্যতে বাজিকর্ম্মণি ॥ ১৫ ॥

বৃহৎ পূর্ণচন্দ্ররস—পারদ ৪ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, অভ্র ৮ তোলা, রৌপ্য ২ তোলা বঙ্গ৪ তোলা, স্বর্ণ তাম্র ও কাঁসা প্রত্যেকে ১ তোলা, জাতীফল,লবঙ্গ,ছোটএলাইচ,দারুচিনি, জীরা, কর্পূর, প্রিয়ঙ্গু ও মুথা; এইসকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চূর্ণ ২তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্রে ঘৃতকুমারীর রসে বাটিয়া ত্রিফলার কাথে এবং এরণ্ডমূলের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া এরণ্ডপত্র দ্বারা বেষ্টন করতঃ তিন দিবস ধান্যরাশির মধ্যে স্থাপন করিয়া চণকপ্রমাণ বটিকা করিবে। ইহা পানের রসের সহিত পান করিলে বহুবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া বল, বীর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয়॥১৫॥

মহালক্ষ্মীবিলাসোরসঃ।

পলং বজ্রাভ্র চূর্ণস্য তদর্দ্ধং গন্ধকং ভবেৎ।
তদর্দ্ধং বঙ্গ ভস্মাপি তদর্দ্ধং পারদং তথা॥
তৎসমং হরিতালঞ্চ তদর্দ্ধং তাম্রভস্মকম্।
রস-সাম্যঞ্চ কর্পূরং জাতীকোষ-ফলে তথা॥
বৃদ্ধদারক-বীজঞ্চ বীজং স্বর্ণ-ফলস্যচ।
প্রত্যেকং কার্ষিকং ভাগং মৃতস্বর্ণঞ্চ শাণকম্॥
নিষ্পিষ্য বটিকা কার্য্যা দ্বিগুঞ্জা ফল-মানতঃ।
নিহন্তি সন্নিপাতোত্থান গদান্ ঘোরান্ চতুর্ব্বিধান্।
বাতোত্থান্ পৈত্তিকাংশ্চৈব নাত্রাত্র নিয়মঃ কচিৎ।
কুষ্ঠমষ্টাদশাখ্যঞ্চ প্রমেহান্ বিংশতিস্তথা।
নাড়ীব্রণং ব্রণং ঘোরং মূত্রাময় ভগন্দরম্॥
শ্লীপদং কফ বাতোত্থং রক্ত মাংসাশ্রিতঞ্চ যৎ।
মেদোগতং ধাতুগতং চিরজং কুলসম্ভবম্॥
গলশোথমন্ত্রবৃদ্ধিমতীসারং সুদারুণম্।
আমবাতং সর্ব্বরূপং জিহ্বাস্তম্ভং গলগ্রহম্॥
উদরং কর্ণনাসাক্ষি মুখবৈকৃত্যমেব চ।
কাস পীনস যক্ষ্মার্শঃ স্থৌল্য দৌর্গন্ধনাশনঃ॥
সর্ব্বশূলং শিরঃশূলং স্ত্রীণাং গদনিসূদনঃ।
বটিকাং প্রাতরেকৈকাং খাদেন্নিত্যং যথাবলম্॥
অনুপানমিহ প্রোক্তং মাংসং পিষ্টং পয়োদধি।
বারিতক্র সুরাসীধু সেবনাৎ কামরূপধৃক্॥
বৃদ্ধোঽপি তরুণস্পর্দ্ধী ন চ শুক্রস্য সংক্ষয়ঃ।
নচ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং ন কেশা যান্তি পক্কতাম্॥
নিত্যং স্ত্রীণাং শতং গচ্ছেন্মত্তবারণবিক্রমঃ।
দ্বিলক্ষ যোজনী দৃষ্টি জায়তে পৌষ্টিকঃ পরঃ॥
প্রোক্তঃ প্রয়োগরাজোঽয়ং নারদেন মহাত্মনা॥
রসো লক্ষ্মীবিলাসোঽয়ং বাসুদেবে জগৎপতৌ।
প্রসাদাদস্য ভগবান্ লক্ষনারীষু বল্লভঃ॥ ১৬॥

ইতি রসায়নাধিকারঃ।

মহালক্ষ্মীবিলাস রস—অভ্র ৮ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, বঙ্গ ২ তোলা পারদ ১ তোলা, হরিতাল ১তোলা, তাম্র অর্দ্ধ তোলা, কর্পূর, জয়িত্রী ও জাতীফল প্রত্যেকে ১ তোলা, বৃদ্ধদারকবীজ ও ধুস্তুরবীজ চূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা এবং স্বর্ণ অর্দ্ধ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে পানের রস দ্বারা বাটিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা ব্যবহার করিলে বহুবিধ ব্যাধি ধ্বংস হইয়া বল ও বীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হয়। এই ঔষধের প্রভাবে ভগবান্ নারায়ণ লক্ষ রমণীর বল্লভ হইয়াছিলেন॥ ১৬॥

ইতি রসায়ন-চিকিৎসা সমাপ্ত।

অথ বাজীকরণাধিকারঃ।

—):*:(—

বাজীকরণ-চিকিৎসা।

চিন্তয়া জরয়া শুক্রং ব্যাধিভিঃ কর্ম্মকর্ষণাৎ।
ক্ষয়ং গচ্ছত্যনশনাৎ স্ত্রীণাঞ্চাতি নিষেবণাৎ॥ ১

বাজীকরণ-চিকিৎসা।

চিন্তা, জরা, ব্যাধি, অতি কষ্টকর কর্ম্ম, উপবাস ও অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ করিলে শুক্র ক্ষয় হইয়া থাকে॥ ১॥

বাজং শুক্রং তদস্যাস্তীতি বাজী অবাজী বাজী-
ক্রিয়তে পুরুষোঽনেন ইতি বাজীকরণম্।
অথবা বাজীব যোগাৎ যদুক্তং চরকে—
যেন নারীষু সামর্থ্যং বাজিবল্লভতে নরঃ।
যেন বাপ্যধিকং বীর্য্যং বাজীকরণমেব তৎ॥ ২॥

যে ক্রিয়া করিলে পুরুষের অশ্বের ন্যায় শক্তি

হয় ও অধিকপরিমাণে শুক্র বৃদ্ধি হয়, তাহাকে বাজীকরণ বলে ॥ ২ ॥

অথৈতদকরণে দোষাঃ।

গ্লানিঃ কম্পোঽবসাদস্তদনু চ কৃশতা ক্ষীণতা
চেন্দ্রিয়াণাং, শোষোচ্ছ্বাসোপদংশজ্বরগুদজগদাঃ
ক্ষীণতা সর্ব্বধাতৌ। জায়ন্তে দুর্নিবারাঃ পবন-
পরিভবাঃ ক্লৈব্যতা লিঙ্গভঙ্গো, বামাবস্থাতি-
যোগাদ্ ভজত ইহ সদা বাজিকর্ম্মচ্যুতস্য ॥ ৩ ॥

অথৈতদকরণ দোষ—অতিশয় স্ত্রীসংসর্গ জন্য শুক্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অথবা বাজীকরণ ঔষধ পান না করিলে শরীরের গ্লানি, কম্প, অবসন্নতা, কৃশতা, ইন্দ্রিয়ক্ষীণতা, শোষ, উচ্ছ্বাস উপদংশ, জ্বর, অর্শঃ, ধাতুক্ষীণতা, বাতজন্য রোগ, ক্লৈব্য, ধ্বজভঙ্গ ও রমণী সহবাসে বঞ্চিত হয়, এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে ॥ ৩ ॥

যৎ কিঞ্চিন্মধুরং স্নিগ্ধং জীবনং বৃংহণং গুরু।
হর্ষণং মনসশ্চৈব সর্ব্বং তদ্ বৃষ্যমুচ্যতে ॥ ৪ ॥

যে সকল দ্রব্যগুলি মধুর, স্নিগ্ধ, আয়ুস্কর তেজস্কর, গুরুপাকী ও মনের প্রফুল্লতা জনক; এই সকল দ্রব্যকে বৃষ্য বলা যায় ॥ ৪॥

ঘৃতভৃষ্টমাষবিদলং দুগ্ধসিদ্ধঞ্চ শর্করাবিমিশ্রম্।
ভুক্ত্বা সদৈব কুরুতে তরুণীশতমৈথুনং পুরুষঃ ॥
শতাবরী শৃতং ক্ষীরং প্রপিবেৎ সিতয়া যুতম্।
রমমাণস্তু বিরতিং মৃদুতাং যাতি নেন্দ্রিয়ম্ ॥
বৃদ্ধশাল্মলিমূলস্য রসং শর্করয়া সমম্।
প্রয়োগাদস্য সপ্তাহাজ্জায়তে রেতসোঽম্বুধিঃ ॥
লঘুশাল্মলিমূলেন তালমূলীং সুচূর্ণিতাম্।
সর্পিষা পয়সা পীত্বা রতৌ চটকবদ্ ভবেৎ॥
বিদারী-কন্দ চূর্ণঞ্চ ঘৃতেন পয়সা পিবেৎ।
উড়ুম্বররসেনৈব বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে ॥
সপ্তধামলকী চূর্ণমামলক্যম্বু-ভাবিতম্।
ঘৃতেন মধুনা লীঢ়্বা পিবেৎ ক্ষীরপলং নরঃ ॥ ৫॥

ঘৃতভর্জিত মাষকলাই, দুগ্ধে সিদ্ধ করতঃ চিনি সহ ভক্ষণ করিলে শতস্ত্রীসঙ্গ করা যায়।

শতমূলী ২ তোলা, দুগ্ধ ১৬ তোলা, জল ৬৪ তোলা, শেষ ১৬ তোলা। ইহা চিনিসহ পান করিলে ইন্দ্রিয়শৈথিল্য হয় না।

বৃদ্ধ শিমূলবৃক্ষের মূলের রস চিনির সহিত ৭দিন পান করিলে অত্যন্ত বীর্য্য বৃদ্ধি হয়।

ছোট শিমুল গাছের মূলচূর্ণ ও তালমূলীচূর্ণ একত্রে ঘৃত ও দুগ্ধের সহিত পান করিলে রতি-শক্তি বৃদ্ধি হয়।

ভুমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ, ঘৃত, দুগ্ধ ও যজ্ঞডুমুরের রস একত্রে পান করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিরও যুবার ন্যায় রতিশক্তি হইয়া থাকে।

আমলকীচূর্ণ, আমলকীর রসের সহিত ৭ বার ভাবনা দিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত প্রত্যহ পান করতঃ ৮ তোলা দুগ্ধ পান করিলে শক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

অত্যন্তমুষ্ণ কটু তিক্ত কষায়মম্লং ক্ষারঞ্চশাক-
মথবা লবণাধিকঞ্চ। কামী সদৈব রতিমান্
বনিতাভিলাষী নো ভক্ষয়েদিতিসমস্তজনপ্রসিদ্ধিঃ।
পিপ্পলীলবণোপেতৌ বস্তাণ্ডৌ ক্ষীরসর্পিষা।
সাধিতৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স গচ্ছেৎ প্রমদাশতম্ ॥
বস্তাণ্ডসিদ্ধে পয়সি ভাবিতানসকৃত্তিলান্।
যঃ খাদেৎ স নরো গচ্ছেৎ স্ত্রীণাং শতমপূর্ব্ববৎ ॥
চূর্ণং বিদার্য্যাঃ সুকৃতং তদ্রসেনৈব ভাবিতম্।
সর্পিঃ ক্ষৌদ্রযুতং কৃত্বা শতং গচ্ছেন্নরোঽঙ্গনাঃ ॥
এবমামলকং চূর্ণং স্বরসেনৈব ভাবিতম্।
শর্করামধুসর্পির্ভির্যুক্তং লীঢ়া পয়ঃ পিবেৎ ॥
এতেনাশীতিবর্ষোঽপি যুবেব পরিহৃষ্যতি ॥ ৬ ॥

অত্যন্ত উষ্ণ, কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, ক্ষার, শাক বা অধিক পরিমাণে লবণ ভক্ষণ করিলে রতিশক্তির ব্যাঘাত হইয়া থাকে।

ছাগলের অণ্ডকোষ ২টী জলসহ সিদ্ধ করতঃ ঘৃতে ভর্জিত পূর্ব্বক সৈন্ধবলবণ ও পিপুলচূর্ণের সহিত ভক্ষণ করিলে শত স্ত্রীসঙ্গের শক্তি হয়।

ছাগলের অণ্ডকোষ দুগ্ধে সিদ্ধ করতঃ নিস্তুষ তিল ৭ বার ভাবনা দিয়া পান করিলে শত রমণী গমনের শক্তি হইয়া থাকে।

ভুমিকুষ্মাণ্ডচূর্ণ, ভুমিকুষ্মাণ্ডের রস দ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত পানকরিলে শত নারীগমন করা যায়।

আমলকীচূর্ণ, আমলকীর রসের সহিত ৭ বার

ভাবনা দিয়া চিনি, মধু ও ঘৃতের সহিত পান করিলে রতিশক্তির ক্ষমতা হয় ॥ ৬ ॥

বিদারীকন্দকল্কন্তু ঘৃতেন পয়সা নরঃ।
উড়ুম্বরসমং খাদেদ্ বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে ॥
স্বয়ং গুপ্তেক্ষুরকয়োর্বীজং সমধুশর্করম্।
ধারোষ্ণেন নরঃ পীত্বা পয়সা ন ক্ষয়ং ব্রজেৎ ॥
উচ্চটাচূর্ণমপ্যেবং ক্ষীরেণোত্তমমুচ্যতে :
শতাবর্য্যুচ্চটাচূর্ণং পেয়মেবং সুখার্থিনা।
কর্ষং মধুকচূর্ণস্য ঘৃতক্ষৌদ্রসমন্বিতম্।
পয়োঽনুপানং যো লিহ্যান্নিত্যবেগঃ সমো ভবেৎ।
গোক্ষুরকঃক্ষুরকংশতমূলী বানরী নাগবলাতিবলা চ।
চূর্ণমিদং পয়সা নিশি পেয়ং যস্য গৃহে প্রমদা শতমস্তি
আর্দ্রাণি মৎস্যমাংসানি শফরীর্ব্বা সুভর্জিতাঃ।
তপ্তে সর্পিষি যঃ খাদেৎ স গচ্ছেৎ স্ত্রীষু ন ক্ষয়ম্ ॥ ৭ ॥

ভূমিকুষ্মাণ্ড ও যজ্ঞডুমুর একত্রে মর্দ্দন পূর্ব্বক ঘৃত ও দুগ্ধসহ পান করিলে বৃদ্ধব্যক্তিরও যুবার ন্যায় রতিশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে জানিবে।

আলকুশীবীজচূর্ণ এবং কুলেখাড়ার বীজচূর্ণ একত্র মধু, চিনি ও ধারোষ্ণ দুগ্ধের সহিত ভক্ষণ করিলে স্ত্রীসংসর্গে ধাতু ক্ষীণ হয় না।

শুষ্ক কুঁচমূলচূর্ণ বা শতমূলীচূর্ণ এবং কুঁচমূল চূর্ণ একত্রে গব্যদুগ্ধ সহ পান করিলে অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যষ্টিমধুচূর্ণ, ঘৃত ও মধুর সহিত পান করতঃ গব্যদুগ্ধ সেবন করিলে রতিশক্তি অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

গোক্ষুরবীজ, কুলেখাড়ার বীজ, শতমূলী, আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলের মূল ও বেড়েলার মূল, এই সকল চূর্ণ সমপরিমাণে একত্রিত করতঃ রাত্রিকালে দুগ্ধের সহিত পান করিলে রতিশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সদ্য মাংস, রোহিত মৎস্য অথবা পুঁটি মৎস্য ঘৃতে ভাজিয়া সেবন করিলে নারীসহবাসে শুক্র ক্ষীণ হইতে পারে না ॥ ৭ ॥

নরসিংহচূর্ণম্।

শতাবরীরজঃ প্রস্থং প্রস্থং গোক্ষুরকস্য চ।
বারাহ্যা বিংশতিপলং গুড়ূচ্যাঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
ভল্লাতকানাং দ্বাত্রিংশচ্চিত্রকস্য দশৈব তু।
তিলানাং শোধিতানাঞ্চ প্রস্থং দদ্যাৎ সুচূর্ণিতম্।
ত্র্যূষণস্য পলান্যষ্টৌ শর্করায়াশ্চ সপ্ততিঃ।
মাক্ষিকং শর্করার্দ্ধেন মাক্ষিকার্দ্ধেন বৈ ঘৃতম্ ॥
শতাবরীসমং দেয়ং বিদারীকন্দজং রজঃ।
এতদেকীকৃতং চূর্ণং স্নিগ্ধে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥
পলার্দ্ধমুপযুঞ্জীত যথেষ্টঞ্চাপি ভোজনম্।
মাসৈকমুপযোগেন জরা হন্তি রুজামপি।
বলীপলিতখালিত্য মেহ পাণ্ড্বাঢ্য পীনসান্।
হন্ত্যষ্টাদশকুষ্ঠানি তথাষ্টাবুদরাণি চ ॥
ভগন্দরং মূত্রকৃচ্ছ্রং গৃধ্রসীঞ্চ হলীমকম্।
ক্ষয়ঞ্চৈব মহাব্যাধিং পঞ্চকাসান্ সুদারুণান্ ॥
অশীতিং বাতজান্ রোগাংশ্চত্বারিংশচ্চ পৈত্তিকান্।
বিংশতিং শ্লৈষ্মিকাংশ্চাপি সংসৃষ্টান্ সান্নিপাতিকান্ ॥
সর্ব্বানর্শোগদান্ হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা ॥
স কাঞ্চনাভো মৃগরাজ বিক্রমস্তুরঙ্গমঞ্চাপ্যনুযাতি
বেগতঃ।
স্ত্রীণাং শতং গচ্ছতি সোঽতিরেকং প্রকৃষ্টপুষ্টশ্চ
যথা বিহঙ্গঃ ॥
পুত্রান্ সংজনয়েদ্ধীমান্ নরসিংহনিভাংস্তথা।
নরসিংহমিদং চূর্ণং সর্ব্বরোগহরং নৃণাম্ ॥ ৮ ॥

নরসিংহচূর্ণ—শতমূলী চূর্ণ /২ সের, গোক্ষুর-বীজ চূর্ণ /২ সের, বারাহীকন্দ (তদভাবে চামার আলু) /২॥০ সের, গুলঞ্চ /৩৵০ সের, বিশুদ্ধ ভেলাচূর্ণ /৪ সের, চিতামূল চূর্ণ /১।০ সের, তিল তণ্ডুল /২ সের, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ সমভাগে মিলিত /১ সের এবং চিনি /৮৸০ সের, মধু /৪।৵০ সের, ঘৃত /২৴০ সের ও ভূমিকুষ্মাণ্ড চূর্ণ /২ সের। এই দ্রব্যগুলি একত্র করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহা উপযুক্ত মাত্রায় পান করিলে জরা, বলী, পলিত, খালিত্য ও মেহাদি যাবতীয় রোগ বিনষ্ট হয় এবং বল, বর্ণ, বীর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি ও শরীরপুষ্টি হয় ॥ ৮ ॥

গোধূমাদ্যং ঘৃতম্।

গোধূমাত্তু পলশতং নিঃক্বাথ্য সলিলাঢ়কে।
পাদশেষে চ পূতে চ দ্রব্যাণীমানি দাপয়েৎ ॥
গোধূমং মুঞ্জাতফলং মাষং দ্রাক্ষা পরূষকম্।
কাকোলী ক্ষীরকাকোলী জীবন্তী সশতাবরী ॥

অশ্বগন্ধা সখর্জ্জুরং মধুকং ত্র্যূষণং সিতা।
ভল্লাতকমাষগুপ্তা সমভাগানি কারয়েৎ ॥
ঘৃতপ্রস্থং পচেদেবং ক্ষীরং দত্ত্বা চতুর্গুণম্।
মৃদ্বগ্নিনা চ সিদ্ধে তু দ্রব্যাণ্যেতানি নিক্ষিপেৎ ॥
ত্বগেলা পিপ্পলী ধান্যংকর্পূরং নাগকেশরম্।
যথালাভং বিনিক্ষিপ্য সিতা ক্ষৌদ্রং পলাষ্টকম্।
দত্ত্বেক্ষুদণ্ডেনালোড্য বিদিবদ্ বিনিযোজয়েৎ।
শাল্যোদনেন ভুঞ্জীত পিবেন্মাংসরসেন বা ॥
কেবলস্তু পিবেদস্ত পলমাত্রং প্রমাণতঃ।
ন চাস্ত লিঙ্গশৈথিল্যং ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ ॥
বল্যং পরং বাতহরং শুক্রসংজননং পরম্।
মূত্রকৃচ্ছ্র প্রশমনং বৃদ্ধানাঞ্চাপি শস্যতে ॥
পলদ্বয়ং তদশ্নীয়াদ্ দশরাত্রমতন্দ্রিতঃ।
স্ত্রীণাং শতঞ্চ ভজতে পীত্বা চানুপিবেৎ পয়ঃ।
অশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং চৈব গোধূমাদ্যং রসায়নম্।
জলদ্রোণেঽত্র গোধূমকাথস্তচ্ছেষ অংঢ়কম্ ॥
ধুস্তাতকস্য স্থানে তু তদ্গুণং তালমস্তকম্।
কল্কদ্রব্য-সমং মানং ত্বগাদেঃ সাহচর্য্যতঃ ৯ ॥

গোধূমাদ্য ঘৃত—গব্যঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ গোধূম /১২॥০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ।৬ সের। কল্কার্থ—গোধূম, যুল্লাতফল (তদভাবে তালের মাতি), মাষকলাই, কিসমিস, পরূষফল, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, জীবনী, শতমূলী, অশ্বগন্ধা, পিণ্ডখর্জ্জুর, যষ্টিমধু, শুঠ, পিপুল, মরিচ, চিনি, ভেলা ও আলকুশীর মূল; সমভাগে মিলিত /১ সের। জল ।৬ সের। পাক শেষ হইলে উহাতে দারুচিনি, ছোটএলাইচ, পিপুল, ধনে, কর্পূর ও নাগেশ্বর চূর্ণ কল্কদ্রব্যের সমপরিমাণে প্রদান করিবে এবং শীতল হইলে চিনি ৩২ তোলা ও মধু ৩২ তোলা মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা ঈষদুষ্ণ দুগ্ধসহ পান করতঃ শালিতণ্ডুলের অন্ন ও মাংসযুষ ভোজন করিলে ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ও শুক্র ক্ষয় হয় না। এই ঘৃত বলকর, শুক্রজনক ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বিনাশক ॥ ৯ ॥

বৃহদশ্বগন্ধা ঘৃতম্।

অশ্বগন্ধা পলশতং শুভদেশ সমুদ্ভবম্।
পুণ্যেঽহনি সমাহৃত্য সাধয়েৎ লক্ষ-কুট্টিতম্ ॥
দ্রোণেঽম্ভসি পচেত্তাবদ্ যাবৎ পাদাবশেষিতম্।
সর্পিঃপ্রস্থং পচেত্তেন গব্যক্ষীরং চতুর্গুণম্ ॥
কষায়ং ছাগমাংসস্য দদ্যাচ্ছুঙ্ঘয়স্ত চ।
কল্কানি শ্লক্ষ্ণপিষ্টানি তদামূনি প্রদাপয়েৎ ॥
কাকোলীযুগমৃদ্ধি দ্বে মেদে দ্বে চাথজীবকম্।
স্বয়ং গুপ্তাবৃষভকমেলাং মধুকমেব চ ॥
মৃদ্বীকাং শূর্পপর্ণ্যৌ চ জীবন্তী চপলাং বলাম্।
নারায়ণীং বিদারীঞ্চ দত্ত্বা সম্যগ্ বিপাচয়েৎ ॥
সিতা মাক্ষিকয়োঃ শীতে গৃহ্নীয়াৎ কুড়বৌ পৃথক্
লীঢ়া পাণিতলং ভুঞ্জ্যাৎ পরিহার-বিবর্জিতম্ ॥
ক্ষীণেন্দ্রিয়াঃ ক্ষীণশুক্রা বৃদ্ধা বালা তথাবলাঃ।
হীনমাংসাশ্চ যে কেচিৎ প্রাশ্নেদং মাত্রয়াঘৃতম্ ॥
ওজঃ স্বাস্থ্যঞ্চ তেজশ্চ প্রসাদমিন্দ্রিয়স্য চ।
লভতে সূর্য্যসঙ্কাশো ভ্রাজতে বিগতজ্বরঃ ॥
বৃদ্ধো বৃষায়তে স্ত্রীষু নিত্যং ষোড়শবর্ষবৎ।
নারীণাঞ্চ শতং গচ্ছেৎ নচ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ
বন্ধ্যা চ লভতে পুত্রং বুদ্ধিমেধাসমন্বিতম্।
মাসমাত্র প্রয়োগেণ বলীপলিত-নাশনম্ ॥
খালিত্যং তিমিরংব্যাধীন্বাতিকান্ কফপিত্তজান্।
পঞ্চকাসান্ ক্ষয়ং শ্বাসং হিক্কাঞ্চ বিষমজ্বরম্ ॥
হন্তি সর্ব্বান গদান্ শীঘ্রমশ্বিভ্যাং নির্ম্মিতং পুরা ॥১০॥

বৃহদশ্বগন্ধা ঘৃত—ঘৃত /৪ সের। ক্বাথার্থ—কুট্টিত অশ্বগন্ধা /১২॥০, সের, জল ৬৪ সের, শেষ ।৬ সের; ছাগমাংস ।৫ সের, জল ১২৮ সের, শেষ ৩২ সের, দুগ্ধ ৬ সের। কল্কার্থ—কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মেদ, মহামেদ, জীবক, আলকুশীবীজ, ঋষভক, ছোটএলাইচ, যষ্টিমধু, কিসমিস্, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী, পিপুল, বেড়েলা, শতমূলী ও ভূমিকুষ্মাণ্ড; এই গুলি সমভাগে মিলিত /১ সের এবং চিনি ও মধু প্রত্যেকে /১ সের। ইহা উষ্ণদুগ্ধসহ সেবন করিলে বিবিধ রোগ এবং জরা ও ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া বাজীকরণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ধাতুপুষ্টির ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ ॥ ১০ ॥

গুড়কুষ্মাণ্ডকঃ।

কুষ্মাণ্ডকাৎ পলশতং সুস্বিন্নং নিষ্কুলীকৃতম্।
প্রস্থঞ্চ ঘৃত-তৈলস্য তস্মিংস্তপ্তে বিধাপয়েৎ ॥

ত্বক্ পত্র ধান্যক ব্যোষ জীরকৈলাম্বয়ানলম্।
গ্রন্থিকং চব্য মাতঙ্গপিপ্পলী বিশ্বভেষজম্॥
শৃঙ্গাটকং কশেরুঞ্চ প্রলম্বং তালমস্তকম্।
চূর্ণীকৃতং পলাংশঞ্চ শুভ্রং তুলয়া পচেৎ॥
শীতীভূতে পলান্যষ্টৌ মধুনঃ সংপ্রদাপয়েৎ।
কফ-পিত্তানিলহরং মন্দাগ্নীনাঞ্চ শস্যতে॥
কৃশাণাং বৃংহণং শ্রেষ্ঠং বাজীকরণমুত্তমম্।
প্রমদাসু প্রসক্তানাং যে চ স্যুঃ ক্ষীণরেতসঃ॥
ক্ষয়েণ তু গৃহীতানাং পরমেতদ্ ভিষগ্‌জিতম্।
কাসং শ্বাসং জ্বরং হিক্কাং হন্তি ছর্দ্দিমরোচকম্।
গুড়কুষ্মাণ্ডকং খ্যাতমশ্বিভ্যাং সমুদাহৃতম্।
খণ্ডকুষ্মাণ্ডবৎ পাত্রং খিন্নকুষ্মাণ্ডকদ্রবঃ॥ ১১॥

গুড়কুষ্মাণ্ডক—ত্বক্ ও বীজরহিত পুরাতন কুষ্মাণ্ডখণ্ড জলে সিদ্ধ করিবে; সিদ্ধ হইলে খণ্ড ও জল পৃথক্ করতঃ খণ্ডগুলি রৌদ্রে কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপরে উক্ত শুষ্কীকৃত কুষ্মাণ্ড খণ্ড ।২৷৷০, সের গ্রহণ করিয়া দুইসের ঘৃত ও ৴২ সের তিলতৈল দ্বারা ভাজিবে। যখন মধুর বর্ণের ন্যায় দৃষ্ট হইবে, তখন ১৬ সের কুষ্মাণ্ডের জলে ।২৷৷০, সের পুরাতন গুড় গুলিয়া উহাতে প্রদান করিবে। এইরূপে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইয়া আসিলে দারুচিনি, তেজপত্র, ধনে, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ছোটএলাইচ, বড়এলাইচ, চিতামূল, পিপুলমূল, চই, গজপিপ্পলী, শুঠ, শিঙ্গাড়া, কেশুর, তালাঙ্কুর ও তালের মাতি; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা উহাতে নিক্ষেপপূর্ব্বক নামাইবে এবং শীতল হইলে ৬৪ তোলা মধু মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে নানাবিধ রোগ নষ্ট হইয়া রসায়ন ও বাজীকরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়॥ ১১॥

যোগান্ সংসেব্য বৃষ্যান্ সতত মথপয়ঃ শীতলঞ্চাম্বু-
পীত্বা গচ্ছেন্নারীং রসজ্ঞাং স্মরশরতরুণীং
কামুকঃ কামমাদ্যে। বামে হৃষ্টঃ প্রহৃষ্টাং ব্যপ-
গতসুরতশ্রমঃ সমুৎপাদ্য সদ্যঃ কান্তঃ কান্তাঙ্গ-
সঙ্গাদমহদপি ন বৈ ধাতুবৈষম্যমেতি। ১২॥

বাজীকরণ ঔষধ সেবন পূর্ব্বক দুগ্ধ ও শীতল জল পান করতঃ যুবতী স্ত্রীর সহবাস করিলে ধাতু বৈষম্য হয় না। ১২॥

সুরূপা যৌবনস্থা চ লক্ষণৈর্যা বিভূষিতা।
বয়স্থা শিক্ষিতা যা চ সা স্ত্রী বৃষ্যতমা মতা॥ ১৩॥

সুরূপা, যুবতী, সুলক্ষণা, সুভূষিতা, বয়স্থা ও সুশিক্ষিতা রমণীকে বৃষ্যতমা বলা যায়॥ ১৩॥

স্ত্রীষক্ষয়ং মৃগয়তাং বৃদ্ধানাঞ্চ রিরংসতাম্।
ক্ষীণানামল্পশুক্রাণাং স্ত্রীষু ক্ষীণাশ্চ যে নরাঃ॥
বিলাসিনামর্থবতাং রূপযৌবনশালিনাম্।
বহুস্ত্রীপতীনাং নৃণাঞ্চ যোগা বাজীকরা হিতাঃ॥ ১৪॥

বৃদ্ধ, রতিক্রিয়াভিলাষী, ক্ষীণধাতু, অল্পশুক্র, রতিক্রিয়া দ্বারা ধাতুক্ষীণ, বিলাসী, ধনবান্, রূপবান্, যুবা ও বহুস্ত্রীর পতি; এইরূপ ব্যক্তিদিগের পক্ষে বাজীকরণ ঔষধ পান হিতকর॥১৪॥

বৃহচ্ছতাবরীমোদকঃ।

শতাবরী শ্বদংষ্ট্রা চ বলা চাতিবলা তথা
মর্কটাঙ্কুরবীজঞ্চ বিদারী কন্দজং রজঃ॥
এতানি সমভাগানি পলিকানি বিচূর্ণয়েৎ।
তস্মাচ্চতুর্গুণং দেয়ং ত্রৈলোক্যবিজয়ারজঃ।
এতদেকীকৃতং যাবৎ তদর্দ্ধং মাহিষং পয়ঃ।
তাবন্মাত্রেণ দাতব্যঃ শতাবর্য্যা রসস্তথা॥
বিদার্য্যাঃ স্বরসপ্রস্থং মিতা পলশতদ্বয়ম্।
গোলয়িত্বা সিতাঞ্চৈব পাত্রে তাম্রময়ে দৃঢ়ে॥
পাচয়েৎ পাকবিদ্বৈদ্যো মোদকং পরমং হিতম্॥
ত্রূষণং ত্রিফলা দন্তী ত্রিজাতং সৈন্ধবং শটী॥
ধান্যকং বালকং মুস্তং কস্তুরী গোস্তনী ত্বগা।
জাতীকোষফলং মাংসী পাত্রং নগেন্দ্র গ্রন্থিকম্॥
শতপুষ্পা চবী দারু প্রিয়ঙ্গু সলবঙ্গকম্।
সরলং শৈলজঞ্চ কুষ্ঠং জাতীপুষ্পং যমানিকা॥
কটুফলং কেশরং মেথী মধুরং সুরদারু চ।
মিষি তালীশপত্রঞ্চ খর্জ্জুর রসগন্ধকৌ॥
চন্দনং তগরং ক্ষারং প্রত্যেকং কর্ষসম্মিতম্॥
আলোড্য ত্রিসুগন্ধেন কর্পূরেণাধিবাসয়েৎ॥
কাঞ্চনে রাজতে পাত্রে স্থাপয়েত্তদ্ ভিষগ্বরৈঃ।
কর্ষপ্রমাণং কর্ত্তব্যং ক্ষীরং চানুপিবেৎ পলম্॥
প্রাতর্ভোজনকালে বা ভক্ষয়েত্তু বিচক্ষণঃ।
প্রমদাশতং ভজতে ন চ শুক্রক্ষয়ো ভবেৎ॥
ন তস্য লিঙ্গশৈথিল্যং শুক্রসংজননং পরম্।
ক্ষয়ঞ্চৈব মহাব্যাধিং পঞ্চ কাসান্ সুদুস্তরান্॥
বাতজান্ পৈত্তিকাংশ্চৈব কফজাম্ সান্নিপাতিকান্
হন্ত্যষ্টাদশ কুষ্ঠানি বাতরক্তাদিকানি চ॥

প্রমেহং শ্লীপদং শোথং লক্ষ্মীকান্তিবিবর্দ্ধনম্।
সর্ব্বানর্শোগদান্ হন্তি বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা॥
ব্যাধীন্ কোষ্ঠগতানন্যান্ জনার্দ্দন ইবাসুরান্।
নাতঃ পরতরং শ্রেষ্ঠং বিদ্যতে বাজিকর্ম্মসু॥
স্ত্রীণাঞ্চৈবানপত্যানাং দুর্ব্বালানাঞ্চ দেহিনাম্।
ক্লীবানামল্পশুক্রাণাং জীর্ণানামল্পরেতসাম্।
ওজস্তেজঃ স্মরং বুদ্ধিমায়ুঃ প্রাণান্ বিবর্দ্ধয়েৎ॥১৫॥

বৃহচ্ছতাবরীমোদক--শতমূলী, গোক্ষুর, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশীবীজ, কুলেখাড়াবীজ ও ভূমিকুষ্মাণ্ড, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা এবং সিদ্ধিচূর্ণ /৩৷৷০ সের, মাহিষদুগ্ধ /২্৷০ ছটাক, শতমূলীর রস /২্৷০ ছটাক, ভূমিকুষ্মাণ্ডের রস /৪ সের ও চিনি ৷৷৫ সের। এই দ্রব্যগুলি যথানিয়মে তাম্রপাত্রে পাক করিবে এবং গাঢ় হইলে উহাতে শুঠ, পিপুল,মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, দন্তীমূল, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, সৈন্ধব, শটী, ধনে, বালা, মুথা, কস্তুরী, কিস্‌মিস্, বংশলোচন, জয়িত্রী,জাতীফল, জটামাংসী, তেজপত্র, নাগেশ্বর, ইন্দ্রযব, গেঁঠেলা, শুল্ফা, চই, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, লবঙ্গ, সরল কাষ্ঠ, শৈলজ, গুগ্‌গুলু, জাতীপুষ্প, যমানী, কটফল, নাগেশ্বর, মেথি, যষ্টিমধু, দেবদারু, মৌরি, তালীশপত্র, পিণ্ডখর্জ্জুর, পারদ, গন্ধক, (উভয়ে কজ্জলী করিয়া) রক্তচন্দন, তগরপাদুকা ও যবক্ষার; ইহাদের প্রত্যেকের ২ তোলা চূর্ণ প্রদান করিয়া নামাইবে। তৎপরে দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ ও কর্পূরের চূর্ণ দ্বারা সুবাসিত করিয়া মৃন্ময়পাত্রে রাখিবে। ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় দুগ্ধসহ সেবন করিলে বিবিধ রোগ বিনষ্ট হইয়া তেজঃ, বল, বীর্য্য, স্বর, বুদ্ধি, আয়ুঃ ও রতিশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। ইহা উৎকৃষ্ট রসায়ন॥১৫॥

রতিবল্লভোমোদকঃ।

শক্রাশনস্য বীজানাং চূর্ণানি পলপঞ্চ চ।
হবিষঃ কুড়বঞ্চৈবং সিতাপ্রস্থং প্রগৃহ্য চ॥
শতাবরী রসপ্রস্থং তথা শক্রাশনস্য চ।
গব্যমাজ্যং পয়ঃ প্রস্থং ততঃ প্রস্থদ্বয়ং পচেৎ॥
ধাত্রী দ্বিজীরকং মুস্তং ত্বগেলা পত্রকেশরম্।
আত্মগুপ্তা চাতিবলা তালাঙ্কুর কশেরুকম্॥
শৃঙ্গাটকং ত্রিকটুকং ধান্যমভ্রঞ্চ বঙ্গকম্।
পথ্যা দ্রাক্ষা চ কাকোল্যৌ খর্জ্জুরং ক্ষুরকং তথা॥
কটুকা মধুকং কুষ্ঠং লবঙ্গং সার সৈন্ধবম্।
যমানী চাজমোদা চ জীবন্তী গজপিপ্পলী॥
প্রত্যেকং কর্ষমেকন্তু চূর্ণিতানি শুভানি চ।
কুড়বার্দ্ধং পাদশেষে মধুনঃ প্রক্ষিপেত্ততঃ॥
মৃগাণ্ডজং সকর্পূরং যথালাভং বিনিক্ষিপেৎ।
রতিবল্লভনামায়ং সেব্যমানো মহারসঃ॥
পরমোজস্করো বল্যো বাতব্যাধি বিনাশনঃ।
বাতপিত্তহরো বৃষ্যো দৃষ্টি সন্দীপনঃ পরঃ।
পিত্তশ্লেষ্মাপিত্তঘ্নো বিষগুল্মজ্বরাপহঃ॥
পায়য়ত্যেষ মন্দাগ্নি রোগাণাং ক্ষয়হেতুকঃ।
ন ভবেল্লিঙ্গশৈথিল্যং বৃদ্ধানাং পুষ্টিবর্দ্ধনম্॥
যস্য গেহে সদা বহ্ব্যঃ পত্ন্যঃ স্যুঃ সুমনোহরাঃ।
রসঃ সেব্যঃ সদৈবায়ং মোদকো রতিবল্লভঃ॥১৬

রতিবল্লভমোদক—সিদ্ধিবীজচূর্ণ ৪০ তোলা, গব্যঘৃত ৩২ তোলা, চিনি /২ সের, শতমূলীর রস /৫ সের, সিদ্ধির রস /৪ সের, গব্যদুগ্ধ /৪ সের ও ছাগদুগ্ধ /৪ সের। এই দ্রব্যগুলি যথানিয়মে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে ও ঘনীভূত হইলে আমলকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, মুথা, দারুচিনি, ছোটএলাইচ, তেজপত্র, নাগেশ্বর, আলকুশীবীজ, গোরক্ষচাকুলে, তালের আঁটির অঙ্কুর, কেশুর, পানিফল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, ধনে, অভ্র, বঙ্গ, হরীতকী, কিস্‌মিস, কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, পিণ্ডখর্জ্জুর, কুলেখাড়াবীজ,কট্‌কি, যষ্টিমধু, কুড়, লবঙ্গ, সৈন্ধব, যমানী, বনযমানী, জীবন্তী ও গজপিপুল; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা উহাতে নিক্ষেপ পূর্ব্বক শীতল হইলে মধু ১৬ তোলা ও সদ্‌গন্ধার্থ কিঞ্চিৎ মৃগনাভি ও কর্পূর মিশ্রিত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে বাজীকরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে॥১৫॥

যে কেচিদ্ বিজয়াযোগা লৌহবঙ্গাভ্রসংযুতাঃ।
যুক্তাশ্চ রসগন্ধাভ্যাং রসায়নবরা মতাঃ॥১৭॥

যে ঔষধ সিদ্ধি মিশ্রিত, সেই ঔষধের সহিত

লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, পারদ এবং গন্ধক মিলিত শ্রেষ্ঠ রসায়ন ॥ ১৬ ॥

(তন্ত্রান্তরোক্তঃ) কামেশ্বরোমোদকঃ।

চূর্ণাংশং গগনং ঘনার্দ্ধ বিমলং গন্ধক কুষ্ঠামৃতা মেথী মোচরসো বিদারি মুষলী গোক্ষুরক-কেক্ষুরঃ। ভীরুশ্চৈব কশেরুকং যমানিকা তালাঙ্কুরং ধান্যকং যষ্টিনাগবলাভিবলামধুরিকা জাতীফলং সৈন্ধবম্। ভার্গী কর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীরদ্বয়ং চিত্রকং চাতুর্জাত পুনর্নবা করি কণা দ্রাক্ষা শটী কট্‌ফলম্। শাল্মল্যজ্বি ফলত্রিকং কপিভবং বীজং সমং চূর্ণয়েৎ চূর্ণার্দ্ধা বিজয়া সিতা দ্বিগুণিতামধ্বাজ্য-মিশ্রস্তু তৎ॥ কর্ষার্দ্ধা গুড়িকাথ কর্ষমথবা সেব্যা সতা সর্ব্বদা ধ্রুবং ক্ষীরমনু স্ববীর্য্যকরণে শুক্রেহপ্যয়ং কামিনাম্। বামাবশ্যকর ইত্যাদি গুণাঃ সমাপ্ত মারিতমল্লক মিত্যাদিনোক্তস্তু কামেশ্বর সমাঃ। অংশশ্চতুর্থো ভাগঃ, কুষ্ঠাদি করিবীজ পর্য্যন্ত চূর্ণানামংশ-মভ্রকম্॥ অভ্রার্দ্ধং গন্ধকং বিমলং নির্ম্মলম্। চূর্ণার্দ্ধা বিজয়েতি অভ্রাদি সর্ব্বচূর্ণানামর্দ্ধা। ঘৃত মধু মোদক করণ যোগ্যম্॥ ১৭॥

কামেশ্বরমোদক—কুড়, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুর, কুলেখাড়া বীজ, শতমূলী, কেশুর, যমানী, তালাঙ্কুর, ধনে, যষ্টিমধু, গোরক্ষচাকুলে, তিলতণ্ডুল, মৌরী, জাতিফল, সৈন্ধব, বামনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্নবা, গজপিপুল, কিস্‌মিস, শটী, কট্‌ফল, শিমুলমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও আলকুশীবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১তোলা, অভ্র ১০ তোলা চারি আনা ও গন্ধক চূর্ণ ৫ তোলা দুই আনা; এই সকল দ্রব্যগুলির অর্দ্ধেক সিদ্ধিচূর্ণ ও সিদ্ধি চূর্ণ সহ সমস্ত দ্রব্যের দ্বিগুণ চিনি। এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে যথানিয়মে পাক করতঃ ঘৃত ও মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিবে। ইহা উষ্ণ দুগ্ধসহ ভক্ষণে বাজীকরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

(২) কামেশ্বরোমোদকঃ।

ধাত্রী সৈন্ধব কুষ্ঠ কট্‌ফল কণা শুণ্ঠীযমানীদ্বয়ং যষ্টি জীরক যুগ্ম ধান্যক শঠী শৃঙ্গী বচা কেশরম্। তালীশং ত্রিসুগন্ধিকং সমরিচং পথ্যাক্ষকৈস্তৈঃ সমং চূর্ণীকৃত্য মনাক স্ববীজসহিতং ভৃষ্ট্বা তু শক্রাশনম্॥ সর্ব্বেষাং দ্বিগুণাং সিতাং সুবিমলাং যত্নাদ্‌ভিষগ্‌ নিঃক্ষিপেৎ ক্ষৌদ্রঞ্চাপি ঘৃতং প্রশস্ত দিবসে কুর্য্যাৎ শুভান্ মোদকান্। কর্পূরৈরবচূর্ণিতানপিহিতান্ দত্ত্বা তিলান্‌ভর্জিতান্ গোপ্যোঽয়ং ক্ষিতিমণ্ডলে মিতধিয়াং পাষণ্ডিনামগ্রতঃ॥ আধিব্যাধিহরঃ পরং ক্ষয়হরঃ কুষ্ঠাপহো বৃংহণঃ স্ত্রীণাং তোষকরো মুখদ্যুতিকরঃ শুক্রাগ্নিবৃদ্ধিপ্রদঃ। কাসশ্বাস বলাস রোগনিচয়প্রধ্বংসনঃ প্রাণিনাং প্রোক্তো ব্রহ্মসুতেন সর্ব্বসুখদঃ কামেশ্বরোমোদকঃ॥ গ্রহগণ পরিহীনঃ সর্ব্বশাস্ত্র প্রবীণঃ ললিত বিমল কীর্ত্তিঃ প্রাপ্ত কন্দর্পমূর্ত্তিঃ। বিগত সকল ভীতির্গীতবাদ্যাঙ্গনাভির্ভবতি ভুবি স দেবো যেন ভুক্তঃ প্রযত্নাৎ॥ রহসি যুবতিখেলা সম্পুটাকর্ষ হর্ষাদ্ গময়তি যুবতীনাং কেলিকৌতূহলেন। যদি কথমপি ভুক্তো ভোজনাদাবথান্তে সুরত রভস মূর্চ্ছেনষ্টকামং প্রকামম্॥ যস্মান্নব্যবৃহস্পতিস্তসুধিয়া যস্মাৎ সদা বীর্য্যবান্ যস্মাদুন্মদ দাক্ষিণাত্য যুবতী সম্ভোগ কৌতূহলী। যস্মাৎ কাব্য-কুতূহলং সুকবিতা সংজায়তে লীলয়া শ্রীমদ্ভিঃ প্রতিবাসরং ক্ষিতিতলে সংসেব্যতাং মোদকঃ॥ ১৮॥

(২) কামেশ্বরমোদক—আমলকী, সৈন্ধব, কুড়, কটফল, পিপুল, শুঠ, যমানী, বনযমানী, যষ্টিমধু, জীরা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, শঠী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বচ, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, মরিচ, হরীতকী ও বহেড়া; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা, ঈষৎ ভর্জ্জিত সবীজ সিদ্ধি চূর্ণ ২৩ তোলা ও চিনি ৯২ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য একত্রে যথানিয়মে পাক করতঃ ঘৃত ও মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা পানে গ্রহণী ও অতীসার ইত্যাদি নানাবিধ রোগ আরোগ্য হয় এবং বলবীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

শ্রীকামেশ্বরোমোদকঃ

সমাংশ মারিতমভ্রকং কট্ফলং কুষ্ঠাশ্বগন্ধামৃতা
মেথী মোচরসো বিদারীমুষলী গোক্ষুরকক্ষেক্ষুমঃ।
রক্তাকীস্থ শতাবরী অজমোদা মাংসী তিলা ধান্যকং
যষ্টিনাগবলা কচুর মদনং জাতীফলং সৈন্ধবম্ ॥
ভার্গী কর্কটশৃঙ্গকং ত্রিকটুকং জীরদ্বয়ং চিত্রকং
চাতুর্জাত পুনর্নবা গজ কণা দ্রাক্ষা শটী বালকম্।
শাল্মল্যজ্জি ফলত্রিকং কপিভবং বীজং সমং চূর্ণয়েৎ
চূর্ণাংশা বিজয়া সিতা দ্বিগুণিতা মধ্বাজ্যয়োঃ
পিণ্ডিতম্ ॥ কর্ষাংশা গুড়িকার্দ্ধকর্ষমথবা সেব্যা
সদা কামিভিঃ সেব্যং ক্ষীর সিতং সুবীর্য্যকরণং
তত্ত্বেহপ্যয়ং কামিনাম্। বাজীবশ্যকরঃ সুখাতি-
সুখদো বহ্বঙ্গনাদ্রাবণঃ ক্ষীণে পুষ্টিকরঃ ক্ষত
ক্ষয়হরোহস্মাচ্চ সর্ব্বাময়ান্ ॥ কাস শ্বাস মহাতিসার-
শমনঃ কামাগ্নিসন্দীপনো দুর্নামগ্রহণী
প্রমেহনিবহ-শ্লেষ্মাতিরেকে প্রভুঃ ॥ নিত্যানন্দ-
করো বিশেষ কবিতা বাচাং বিলাসোত্তবং ধত্তে
সর্ব্বগুণং মহাস্থিরমতির্বালো নিত্যোৎসবঃ।
অভ্যাসেন নিহন্তিমৃত্যু পলিতং কামেশ্বরো
বৎসরাৎ সর্ব্বেষাং হিতকারিণা নিগদিতঃ
শ্রীনিত্যনাথেন সঃ। বৃদ্ধানাং মদনোদয়োদ্দমকরঃ
প্রৌঢ়াঙ্গনা সঙ্গমে সিংহোহয়ং সমবৃষ্টি প্রত্যয়-
করো ভূপৈঃ সদা সেব্যতাম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীকামেশ্বরমোদক— অভ্র, কটফল, কুড়, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, মেথী, মোচরস, ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, গোক্ষুরবীজ, কুলেখাড়াবীজ, কদলীমূল, শতমূলী, বনযমানী, জটামাংসী, তিলতণ্ডুল, ধনে, যষ্টিমধু, গোরক্ষচাকুলে, কচুর, মদনফল, জাতীফল, সৈন্ধব, বামনহাটী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, নাগেশ্বর, পুনর্নবা, গজপিপুল, কিসমিস, শঠী, বালা, শিমুলমূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া ও আলকুশীবীজ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা এবং বীজ সংযুক্ত সিদ্ধি চূর্ণ ৪৫ তোলা ও চিনি ১৮০তোলা, এই দ্রব্যগুলি একত্রে যথানিয়মে পাক করতঃ ঘৃত ও মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহাতে গ্রহণী, অতীসার প্রভৃতি নানাবিধ রোগ বিনষ্ট এবং তেজঃ, বল, বীর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥

কামাগ্নিসন্দীপনোমোদকঃ।

কর্ষো রসো গন্ধক মভ্রকঞ্চ দ্বিক্ষারচিত্রে লবণানি
পঞ্চ। শটী যমানীদ্বয় কীটহারী তালীশ পত্রাণ্য-
পরং দ্বিকর্ষম্। জীরং চতুর্জাত লবঙ্গ জাতী-
ফলঞ্চ কর্ষত্রয়মেব মন্তৎ। সবৃদ্ধদারং কটুক-
ত্রয়ঞ্চ তথা চতুঃকর্ষমিতং নিবোধ ॥ ধন্যাক
যষ্টিমধুরী কশেরু কর্ষাঃ পৃথক্ পঞ্চবরী বিদারী।
বরেভকর্ণেভবলাত্মগুপ্তাবীজং তথা গোক্ষুর বীজ
যুক্তম্ ॥ সবীজ পত্রেন্দ্র রজঃ সমানং সমা
সিতা ক্ষৌদ্র ঘৃতঞ্চ তুল্যম্। কর্ষৈকমিন্দোরথ-
মোদকং তৎ কামাগ্নি সন্দীপনমেতদুক্তম্।
বৃষ্যস্তুহঃ পরতরং সততং ন দৃষ্টমেনং নিষেব্য
মনুজঃ প্রমদাসহস্রম্। গচ্ছন্ন লিঙ্গশিথিলিত্ব-
মবাপ্নুয়াচ্চ নাগাধিপং বিজয়তে বলতঃ
প্রমত্তম্ ॥ কান্ত্যাস্তুতাশন মপি স্মরতো ময়ূ-
রান্ বাহং জবেন নয়নেন মহাবিহঙ্গম্। বাতান-
শীতিমথ পিণ্ডগদং সমগ্রং শ্লেষ্মোত্থ বিংশতি-
রুজঃ পরমাতিমান্দ্যম্ ॥ দুর্নাম কামল ভগন্দর
পাণ্ডুরোগমেহাতিসার ক্রিমিহৃদ্ গ্রহণী প্রদোষান্
কাসজ্বর শ্বসন পীনস পার্শ্বশূলং শূলাম্লপিত্ত
সহিতাংশ্চিরজান্ সমস্তান্ ॥ হত্বা গদানপি চ
তৎ পুত্রপত্যকারি সর্ব্বর্ত্তু পথ্যমথ সর্ব্বসুখ-
প্রদায়ি। বৃষ্যং বলীপলিতহারি রসায়নং স্যাৎ
শ্রীমূলদেব কথিতং পরমং প্রশস্তম্ ॥ ২০ ॥

কামাগ্নিসন্দীপনমোদক—পারদ, গন্ধক, অভ্র, যবক্ষার, সাচিক্ষার, চিতামূল, পঞ্চলবণ, শঠী, যমানী, বনযমানী, বিড়ঙ্গ ও তালীশপত্র; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, জীরা, দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, নাগেশ্বর, লবঙ্গ ও জাতীফল, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা, বৃদ্ধদারকবীজ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৬ তোলা, ধনে, যষ্টিমধু, মৌরী ও কেশুর ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, হস্তীকর্ণপলাশমূলের ছাল, গোরক্ষচাকুলে, আলকুশীবীজ ও গোক্ষুর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ

১০ তোলা ও সমস্ত চূর্ণের সমান বীজ সংযুক্ত সিদ্ধি চূর্ণ এবং সিদ্ধিচূর্ণ সহ সমস্ত চূর্ণের সম পরিমাণ চিনি। এই সমস্ত দ্রব্য যথানিয়মে পাক করিয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা দ্বারা রতিশক্তি ও অগ্নি বৃদ্ধি হয় এবং গ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি নানাবিধ রোগ উপশম হইয়া থাকে জানিবে॥ ২০॥

খণ্ডাম্রকম্।

পক্বচ্যুতরসদ্রোণঃ পাত্রং স্যাৎ শুদ্ধ খণ্ডতঃ।
ঘৃত মর্দ্ধং ততো প্রাহুং চতুর্থাংশঞ্চ নাগরম্॥
তদর্দ্ধং মরিচং প্রোক্তং তদর্দ্ধা পিপ্পলী মতা।
তোয়ং খণ্ডসমং দদ্যাৎ সর্ব্বমেকত্র সংস্থিতম্॥
বিপচেন্মৃন্ময়ে পাত্রে যদা দার্ব্বী প্রলেপনম্।
চূর্ণান্যেষাং ততো দদ্যাৎ পত্রং পল চতুষ্টয়ম্॥
গ্রন্থিকং চিত্রকং মুস্তং ধন্যাকং জীরকদ্বয়ম্।
ত্র্যূষণং জাতী তালীশ চূর্ণমেষাং পলং পলম্॥
ত্বগেলাকেশরাণাঞ্চ প্রত্যেকঞ্চ পলং তথা।
সিদ্ধশীতে চ মধুনঃ প্রস্থং দত্ত্বা বিঘট্টয়েৎ॥
তৎ সর্ব্বমেকতঃ কৃত্বা শুভে ভাণ্ডে নিধাপয়েৎ।
ভোজনাদাবতঃ খাদেৎ পলমানং প্রমাণতঃ।
গচ্ছেৎ কন্দর্পদর্পাঢ্যো রাগবেগাকুলেন্দ্রিয়ঃ॥
শতং বাপি তদর্দ্ধং বা রমেৎ স্ত্রীণাং পুমানয়ম্॥
সংসেব্য ভেষজং হ্যেতদ্বন্ধ্যায়াং জনয়েৎ সুতম্।
বীরং সর্ব্বগুণোপেতং শতায়ুশ্চ ভবেদয়ম্॥
মৃতবৎসা চ যা নারী যা চ গর্ভোপঘাতিনী।
সাপি সুতে সুতং সত্যং নারায়ণপরায়ণম্॥
বন্ধ্যাপি লভতে পুত্রং বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে।
তুরঙ্গ ইব সংহৃষ্টো মাতঙ্গ ইব বিক্রমঃ॥
সদা ভেষজসংসেবী ভবেন্মারুতবেগবান্।
হন্তি সর্ব্বাময়ং ঘোরং কাসং শ্বাসং ক্ষয়ং তথা॥
হৃদ্গ্রহাজীর্ণকঞ্চৈব অম্লপিত্তং সুদারুণম্।
তৃষ্ণাং ছর্দ্দিঞ্চ মূর্চ্ছাঞ্চ শূলমষ্টবিধং জয়েৎ॥
খণ্ডাম্রকমিদং প্রোক্তং ভার্গবেণ স্বয়ম্ভুবা।
বয়স্যং মেধ্যমায়ুষ্যং সর্ব্বপাপ বিনাশনম্॥
গ্রহরক্ষঃ-পিশাচঘ্নমপস্মার-বিনাশনম্।
পাণ্ডুরোগং প্রমেহঞ্চ মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ নাশয়েৎ॥
বন্ধ্যা যোষিল্লভেদ্গর্ভং পুংসাং পুমান্ বশ্যশ্চ যোষিতাম্।
দৃষ্টং বার সহস্রঞ্চ কর্ত্তব্যমত্র বিচারণা॥ ২১॥

খণ্ডাম্রক—পক্ব আম্রেররস ৬৪সের, চিনি /৮ সের, গব্যঘৃত /৪ সের, শুঠচূর্ণ /১ সের, মরিচ চূর্ণ ৩২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ১৬ তোলা ও জল /৮ সের। এই দ্রব্যগুলি যথানিয়মে মৃণ্ময়পাত্রে পাক করিতে করিতে গাঢ় হইলে তেজপত্রচূর্ণ ৩২ তোলা, গেঁটেলা, চিতামুল, মুথা, ধনে, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জাতীফল, তালীশ পত্র, দারুচিনি, ছোটএলাইচ ও নাগেশ্বর; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা উহাতে প্রদান করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে এবং শীতল হইলে /৪ সের মধু মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। ইহা আহারের পূর্ব্বে সেবন করিলে বিবিধরোগ নষ্ট হইয়া তেজঃ বল ও বীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে॥ ২১॥

শ্রীমদনানন্দমোদকম্।

সুতো গন্ধস্তথা লৌহং ত্রিসমং শুদ্ধমভ্রকম্।
কর্পূরং সৈন্ধবং মাংসী ধাত্র্যেলা চ কটুত্রয়ম্॥
জাতীকোষফলং পত্রং লবঙ্গং জীরকদ্বয়ম্।
যষ্টিমধু বচা কুষ্ঠং হরিদ্রা দেবদারুকম্॥
ঐজ্জ্বলং টঙ্গনং ভার্গী নাগরং পুষ্পকেশরম্।
শৃঙ্গী তালীশপত্রঞ্চ দ্রাক্ষাগ্নি দন্তীবীজকম্॥
বলা চাতিবলা চোচং ধনিকেভকণা শটী।
সজলং জলদং গন্ধা বিদারী চ শতাবরী॥
অর্ক বানরিবীজঞ্চ গোক্ষুরং বৃদ্ধদারকম্।
ত্রৈলোক্যবিজয়াবীজং সমাংশং পেষয়েদ্ভিষক্।
শতাবরী রসং দত্ত্বা শ্লক্ষ্ণচূর্ণং সমাচরেৎ।
শাল্মলীমূল চূর্ণন্তু চূর্ণাদ্ধ্যি সমমাহরেৎ॥
চূর্ণার্দ্ধং বিজয়া চূর্ণং বিশুদ্ধং তত্র দাপয়েৎ।
সর্ব্বমেকত্র সংযোজ্য ছাগীক্ষীরেণ পেষয়েৎ॥
মোদকার্থে সিতা দেয়া পাকযোগ্যা তথা মধু।
নাতিবাহ্নঞ্চ ধূমান্তে পাচয়েন্মন্দবহ্নিনা।
চাতুর্জ্জাতং সকর্পূরং সৈন্ধবং সকটুত্রয়ম্।
সংচূর্ণ্য চ ততো দেয়ং দ্রব্যং কিঞ্চিন্নিধাপয়েৎ॥
পাকং জ্ঞাত্বা কর্ষমিতং মোদকং পরিকল্পয়েৎ
ভূতনাথে সুরপতৌ রতিনাথে তথৈব চ।
হুতভুক্তে গণনাথে মোদকাগ্রং নিবেদয়েৎ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য হুতাশনে সমর্পয়েৎ॥
ততোঽভিমন্ত্রিতং। ওঁ হ্রীঁ শঁ সঃ অমৃতং
কুরু কুরু অমৃতে অমৃ তোদ্ভবায় নমঃ হ্রীঁ

অমৃতং কুরু কুরু অমৃতেশ্বরায় স্বাহা ওঁ স্বাহা।
ইতি মন্ত্রেণাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা পাত্রান্তরে স্থাপয়েৎ।
কাঞ্চনে রাজতে কাচে মৃদ্ভাণ্ডে বা নিধাপয়েৎ।
প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা হরগৌরীং প্রপূজয়েৎ।
কালানলভবং বীজংস্তিলং ঘৃত সংযুতম্।
গব্যক্ষীরং সিতাযুক্তমনুপেয়ঞ্চ পায়সম্।
বিলাসার্থং প্রদোষে চ মোদকং পরিসেবয়েৎ।
ত্রিসপ্তাহ প্রয়োগেন কামাঙ্গো জায়তে নরঃ।
কামঘ্নো ভবেত্তাবদ্ যাবন্নারীং ন গচ্ছতি।
স সহস্রং বরারোহা রময়ত্যপি সোদ্যমঃ॥
ন চ লিঙ্গস্য শৈথিল্যং বেগবীর্য্যং বিবর্দ্ধয়েৎ।
প্রমদা প্রাণবাহুল্যং মত্ত বারণ বিক্রমঃ॥
বাহাবশ্য-করো রম্য উর্দ্ধরেতা ভবেন্নরঃ।
কামতুল্যং ভবেদ্রূপং স্বরঃ পরভৃতোপমঃ॥
খগতুল্যা ভবেদ্দৃষ্টি বর্দ্ধোঽপি তরুণায়তে।
অষ্টোত্তর ভজেদ্ যস্তু ভবেত্তস্য সুধোপমম্॥
বীর্য্যবৃদ্ধিকরং শ্রেষ্ঠং জরামৃত্যু-বিনাশনম্।
অপস্মার জরোন্মাদ ভয়ানিল গদাপহম্॥
কাসং শ্বাসং সশোথঞ্চ ভগন্দর গুদাময়ম্।
অগ্নিমান্দ্যমতীসারং বিবিধং গ্রহণীগদম্॥
বহুমূত্রং প্রমেহঞ্চ শিরোরোগমরোচকম্।
হন্তি সর্ব্বান্ গদান্ ঘোরান্ বাতপিত্তবিলাসজান্।
বন্ধ্যা চ মৃতবৎসা চ নষ্টপুষ্পা চ যা ভবেৎ।
বহুপুত্রা জীববৎসা ভবেদস্য নিষেবণাৎ॥
হরতে সূতিকা রোগং বৃক্ষমিন্দ্রাশনির্যথা।
মোদকং মদনানন্দং সর্ব্বরোগে মহৌষধম্।
কথিতং দেবদেবেন রাবণস্য হিতার্থিনা॥ ২২॥

ইতি বাজীকরণাধিকারঃ।

শ্রীমদনানন্দমোদক—পারদ, গন্ধক ও লৌহ, ইহাদের প্রত্যেকের ১ তোলা, অভ্র ৩ তোলা, কর্পূর, সৈন্ধব লবণ, জটামাংসী, আমলকী, ছোট এলাইচ, শুঠ, পিপুল, মরিচ, জয়িত্রী, জাতীফল, তেজপত্র, লবঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, যষ্টিমধু, বচ, কুড়, হরিদ্রা, দেবদারু, হিজলবীজ, সোহাগা, বামনহাটী, শুঠ, নাগেশ্বর, কঁকড়াশৃঙ্গী, তালীশপত্র, কিসমিস, চিতামূল, দন্তীবীজ, বেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, দারুচিনি, ধনে, গজপিপ্পলী, শঠী, বালা, মুথা, গন্ধভাদুলে, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, আকন্দ মূল, আলকুশীবীজ, গোক্ষুরবীজ, বৃদ্ধদারকবীজ ও সিদ্ধিবীজ; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ১ তোলা। এই দ্রব্যগুলি একত্রে চূর্ণ করতঃ শতমূলীর রস দ্বারা বাটিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া পুনর্ব্বার চূর্ণ করিবে, তৎপর তাহার সহিত শিমুলমূলচূর্ণ ১২৮০ তোলা এবং সিদ্ধিচূর্ণ ৩:৮৵০ তোলা মিশ্রিত করিয়া ছাগদুগ্ধ দ্বারা বাটিবে, অনন্তর সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ পরিমাণ চিনি লইয়া প্রথমতঃ ছাগদুগ্ধের সহিত উক্ত চিনি যথানিয়মে পাক করিয়া লইবে; পরে নামাইয়া উপরোক্ত চূর্ণ ঔষধগুলি তাহার সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া পশ্চাৎ দারুচিনি, তেজপত্র, ছোটএলাইচ, নাগেশ্বর, কর্পূর, সৈন্ধবলবণ, শুঠ, পিপুল ও মরিচ ইহাদের চূর্ণ এবং ঘৃত ও মধু অল্প পরিমাণে মিশ্রিত করতঃ মোদক প্রস্তুত করিয়া লইবে। ইহা সেবনে গ্রহণী, অতিসার, অগ্নিমান্দ্য, কাস, শ্বাস, প্রমেহ, শোথ এবং বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মজনিত সকল প্রকার রোগ আরোগ্য এবং বলবীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হইয়া দেহের কান্তি ও পুষ্টতা সম্পাদিত হয়॥ ২২॥

ইতি বাজীকরণ-চিকিৎসা সমাপ্ত

অথ ধ্বজভঙ্গাধিকারঃ।

-:*:-

ধ্বজভঙ্গ-চিকিৎসা।

অভিব্যবায় শীলয়ো ন চ বৃষ্য ক্রিয়ারতঃ।
ধ্বজভঙ্গমবাপ্নোতি স শুক্রক্ষয়-হেতুকঃ॥ ১॥

ধ্বজভঙ্গরোগ-চিকিৎসা।

অতিরিক্ত মৈথুন করিলে শুক্র ক্ষয় হইয়া থাকে; সুতরাং রসায়ন ও বাজীকরণ ঔষধ সেবন না করিলে ধ্বজভঙ্গ রোগ জন্মিয়া থাকে॥ ১॥

শ্রীমন্মথাভ্ররসঃ।

রস গন্ধকয়োগ্রাহ্যং পলমেকং সুশোধিতম্।
অভ্রং নিশ্চন্দ্রকং দদ্যাৎ পলার্দ্ধঞ্চ বিচক্ষণঃ॥
কর্পূরং তোলকং দদ্যাৎ বঙ্গঞ্চ তোলসম্মিতম্।
তাম্রং তোলার্দ্ধকং তত্র নিঃশেষ মারিতং পুনঃ॥
লৌহকর্ষং সুজীর্ণঞ্চ বৃদ্ধদারক জীরকম্।
বিদারীং শতমূলীঞ্চ ক্ষুরবীজং বলাং তথা॥
মর্কট্যতিবিষাঞ্চৈব জাতীকোষফলে তথা।
লবঙ্গং বিজয়াবীজং শ্বেত সর্জ্জং যমানিকাম্॥
শাণভাগান্ গৃহীত্বৈতান্ একীকৃত্যৈব পেষয়েৎ।
গুঞ্জাদ্বয়ন্তু কর্ত্তব্যং কোষ্ণং ক্ষীরং পিবেদনু॥
গৃহে যস্য শতং নার্য্যো বিদ্যন্তেঽতিব্যবায়িনঃ।
ন তস্য লিঙ্গশৈথিল্যমৌষধস্যাস্য সেবনাৎ।
ন চ শুক্রঃ ক্ষয়ং যাতি ন বলং হ্রাসতাং ব্রজেৎ।
কামরূপী ভবেন্নিত্যং বৃদ্ধঃ ষোড়শবর্ষবৎ॥
রসঃ শ্রীমন্মথাভ্রোঽয়ং মহেশেন প্রকাশিতঃ।
অস্য ভক্ষণমাত্রেণ কাঠং জীর্য্যতি তৎক্ষণাৎ।
নাশয়েদ্ ধ্বজভঙ্গাদীন্ রোগান্ যোগকৃতানপি॥২॥

শ্রীমন্মথাভ্র রস—পারদ, গন্ধক এবং অভ্র, প্রত্যেকে ৪ তোলা, কর্পূর ও বঙ্গ প্রত্যেকে ১ তোলা, তাম্র ।॰ অর্দ্ধতোলা, লৌহ ২ তোলা, বিস্তারকবীজ, জীরা, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতাবরী, কুলে খাড়াবীজ, বেড়েলা, আলকুশীবীজ, অতৈস, জয়িত্রী, জায়ফল, লবঙ্গ, সিদ্ধিবীজ, শ্বেতধুনা ও যমানী ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ।॰ অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র জলসহ পেষণ পূর্ব্বক ২ দুইরতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করতঃ প্রত্যহ ঈষদুষ্ণ দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শতস্ত্রী সহবাসেও অঙ্গশৈথিল্য, শুক্রক্ষয় বা বলনাশ হয় না। বৃদ্ধব্যক্তি নিত্য ষোড়শবর্ষীয় পুরুষের ন্যায় সঙ্গ করিতে পারে, ধ্বজভঙ্গাদি রোগ বিনষ্ট হয় এবং ইহা সেবন মাত্র তৎক্ষণাৎ ভুক্তান্ন হইয়া থাকে। ২॥

মকরধ্বজোরসঃ।

স্বর্ণাদষ্টগুণং সূতং মর্দ্দয়েৎ ত্রিকগন্ধকম্।
রক্তকার্পাস কুসুমৈঃ কুমার্য্যাদ্ভির্বিমর্দ্দয়েৎ॥
শুষ্কং কাচঘটীং কৃত্বা বালুকাযন্ত্রগং হঠাৎ।
ভস্ম কুর্য্যাদ্রসেন্দ্রস্ত নবার্ক-কিরণোপমম্॥
ভাগোঽস্য ভাগাশ্চত্বারঃ কর্পূরস্য সুশোভনাঃ।
লবঙ্গং মরিচং জাতীফলং কর্পূরমাত্রয়া॥
মেলয়েন্মৃগনাভিঞ্চ গদ্যানকমিতং ততঃ।
শ্লক্ষ্ণপিষ্টো রসো নাম জায়তে মকরধ্বজঃ॥
বল্লং বল্লদ্বয়ং বাথ তাম্বূলীদল সংযুতম্।
ভক্ষয়েন্মধুরং স্নিগ্ধং মৃদুমাংসলবাতলম্।
শৃতং শীতং সিতাযুক্তং দুগ্ধং গোভবমাজ্যকম্।
মধ্বাদ্যং পিষ্টমথবা মদ্যাদি বিবিধানি চ॥
করোত্যগ্নিবলং পুংসাং বলীপলিত-নাশনঃ।
মেধায়ুঃ কান্তিজননঃ কামোদ্দীপনকৃন্মহান্॥
অভ্যাসাৎ সাধকঃ স্ত্রীণাং শতং জয়তি নিত্যশঃ।
রতিকালে রতান্তে চ পুনঃ সেব্যো রসোত্তমঃ॥
মানহানিং করোত্যাসাং প্রমদানাং সুনিশ্চিতম্।
কৃত্রিমং স্থাবরং বিষং জঙ্গমং বিষবারি চ।
ন বিকারায় ভবতি সাধকানাঞ্চ বৎসরাৎ।
মৃত্যুঞ্জয়ো যথাভ্যাসান্মৃত্যুং জয়তি দেহিনাম্॥
তথায়ং সাধকেন্দ্রস্ত জরামরণ নাশনঃ।
অত্র গদ্যানং মাষকম্। বল্লং ত্রিগুঞ্জকম্॥

অত্রার্থে পরিভাষামাহ—

যবদ্বয়েন গুঞ্জা স্যাৎ ত্রিগুঞ্জো বল্ল উচ্যতে।
ধরণঃ স্যু চতুর্মাষৈঃ ষড়্ভির্গদ্যানমুচ্যতে॥৩॥

মকরধ্বজরস—বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম খণ্ডীকৃত স্বর্ণপত্র ১ ভাগ ও স্বর্ণের অষ্টগুণ পারদ উভয়ে একত্র মর্দ্দন করিয়া উহারসহিত পারদের তিনগুণ গন্ধক মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া কজ্জলী করিবে পরে ঐ কজ্জলী রক্তকার্পাস পুষ্পের রস ও ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করতঃ বোতলের মধ্যে রাখিবে এবং একখণ্ড খড়িদ্বারা বোতলের মুখ রুদ্ধ করিবে, পরে ঐ বোতল একটী বালুকাপূর্ণ-হাঁড়ির মধ্যে বসাইবে এবং বোতলের গলাপর্য্যন্ত বালুকাদ্বারা পূর্ণ করিবে। তদনন্তর চুল্লীর উপরে উহা স্থাপন পূর্ব্বক ক্রমাগত তিনদিন জ্বাল দিয়া বোতলের গাত্র সংলগ্ন অরুণ বর্ণ ঔষধ গ্রহণ করিবে। উক্ত নিয়মে প্রস্তুত স্বর্ণসিন্দুর ১ তোলা, কর্পূর, লবঙ্গ, মরিচ, ও জাতীফল এই সকল প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং কস্তুরী ৫০ বার আনা একত্র পেষণ করিয়া লইবে, মাত্রা ২ রতি। অনুপান—পানের রস।

ভক্ষণে অগ্নি, বল, বীর্য্য, আয়ুঃ ও কান্তি বৃদ্ধি এবং জরা, মৃত্যু ও বলী-পলিত প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। পথ্য—স্নিগ্ধ, মধুর দ্রব্য, মাংস এবং চিনি সংযুক্ত গোদুগ্ধ বা ছাগদুগ্ধ, পিষ্টক ও মদ্য ॥ ৩ ॥

বৃহচ্চন্দ্রোদয়মকরধ্বজঃ।

পলং মৃদু স্বর্ণদলং রসেন্দ্রাৎ পলাষ্টকং ষোড়শ
গন্ধকস্য। শোণৈঃ সুকার্পাসভবৈঃ প্রসূনৈঃ
সর্ব্বং বিমর্দ্দ্যাথ কুমারিকাদ্ভিঃ ॥ তৎ কাচকুম্ভে
নিহিতং সুগাঢ়ে মৃৎপর্পটীভি দিবসত্রয়ঞ্চ।
পচেৎ ক্রমাগ্নৌ সিকতাখ্যযন্ত্রে ততো রজঃ
পল্লবরাগরম্যম্ ॥ নিগৃহ্য চৈতস্য পলং পলানি
চত্বারি কর্পূর রজস্তথৈব। জাতীফলং সোষণ-
মিষ্টপুষ্পং কস্তূরিকায়া ইহ শাণমেকম্ ॥ চন্দ্রো-
দয়োঽয়ং কথিতোঽস্য মাষো ভুক্তোঽহিবল্লীদল-
মধ্যবর্ত্তী। মদোন্মদানাং প্রমদাশতানাং গর্ব্বা-
ধিকত্বং শ্লথয়ত্যকাণ্ডে ॥ ঘৃতং ঘনীভূতমতীব
দুগ্ধং মৃদূনি মাংসানি সমস্তকানি। মাষান্ন-
পিষ্টানি ভবন্তি পথ্যান্যানন্দদায়ীন্যপরাণি চাত্র ॥
বলীপলিতনাশন স্তনুভৃতাং বয়ঃ স্তম্ভনঃ সমস্ত-
গদখণ্ডনঃ প্রচুররোগপঞ্চাননঃ। গৃহেঽপি গৃহ
ভূপতি র্ভবতি যস্য চন্দ্রোদয়ঃ স পঞ্চশর-
দর্পিতো মৃগদৃশাং ভবেদ্বল্লভঃ ॥ ৪ ॥

বৃহচ্চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ—বিশুদ্ধ সূক্ষ্ম কৃত স্বর্ণপত্র ৮ তোলা ও পারদ ৬৪ তোলা একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ গন্ধক ৴২সের মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে, পরে রক্তবর্ণ কার্পাস পুষ্পের রস ও ঘৃতকুমারীর রস দ্বারা মর্দ্দন করিয়া মকরধ্বজ রসের নিয়মে ৩দিন জ্বাল দিয়া বোতল সংলগ্ন অরুণ বর্ণ স্বর্ণসিন্দুর গ্রহণ করিবে। উক্ত স্বর্ণসিন্দুর ৮ তোলা, কর্পূর ৩২ তোলা এবং জাতীফল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, লবঙ্গ ও কস্তুরী, ইহাদের প্রত্যেকের অর্দ্ধ তোলা। এই সকল দ্রব্য একত্র মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি মাত্রায় পানের রসের সহিত সেবন করিতে দিবে। পথ্য—ঘনীভূত দুগ্ধ, ঘৃত, মাংস ও পিষ্টক। ইহা সেবনে বিবিধ রোগ নষ্ট হইয়া বাজীকরণ ক্রিয়া সম্পাদিত হয় ॥ ৪ ॥

সিদ্ধসূতঃ।

মুক্তাফলং শুদ্ধসূতং সুবর্ণং রূপ্যমেব চ।
যবক্ষারঞ্চ তৎ সর্ব্বং তোলকৈকং প্রকল্পয়েৎ ॥
রক্তোৎপল-পত্রতোয়ৈর্মর্দ্দয়েৎ পুত্তলীকৃতম্।
মর্দ্দয়েচ্চ পুনর্দত্ত্বা গন্ধকং তদনন্তরম্ ॥
ক্ষিপ্ত্বা কাচঘটীমধ্যে সংনিরুধ্য ত্রিযামকম্।
সিকতাখ্যে পচেচ্ছীতে সিদ্ধসূতস্ত ভক্ষয়েৎ।
পঞ্চরক্তি-প্রমাণেন মুষলীশর্করান্বিতম্।
শুক্রবৃদ্ধিং করোত্যেষ ধ্বজভঙ্গঞ্চ নাশয়েৎ ॥
দুর্ব্বলং বপুরত্যর্থং বলযুক্তং করোত্যসৌ
মুদ্গগর্ভং ঘৃতং ক্ষীরং শালয়ঃ স্নিগ্ধমামিষম্।
পারাবতস্য মাংসঞ্চ তিত্তিরিশ্চ সদা হিতঃ ॥ ৫ ॥

সিদ্ধসূত—মুক্তা, পারদ স্বর্ণ রৌপ্য ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্যগুলি প্রত্যেকে ১ তোলা গ্রহণ পূর্ব্বক একত্র রক্তোৎপলপত্রের রসসহ মর্দ্দন করতঃ ১ তোলা গন্ধক মিশ্রিত করিয়া পেষণ করিবে। পরে বোতলের মধ্যে স্থাপনকরতঃ মুখ বদ্ধ করিয়া সিকতাখ্য যন্ত্রে তিনপ্রহর পাকপূর্ব্বক শীতল হইলে ঐ ঔষধ গ্রহণ করিবে। মাত্রা ৫ রতি। অনুপান—তালমূলীর রস ও চিনি। পথ্য—মুগ, ঘৃত, দুগ্ধ, শালিতণ্ডুলের অন্ন, স্নিগ্ধ মাংস, পায়রার মাংস ও তিত্তিরি পক্ষীর মাংস। ইহা সেবনে ধ্বজভঙ্গরোগ নাশ হয় এবং বল ও শুক্র বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

কামিনীমদভঞ্জনঃ।

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং ত্র্যহং কহ্লারক-দ্রবৈঃ।
মর্দ্দিতং বালুকাযন্ত্রে যামং সম্পুটকে পচেৎ ॥
দত্তাস্য দ্রবৈর্ভাব্যং দিনৈকন্তু সিতাযুতম্।
যথেষ্টং ভক্ষয়েচ্চানু কাময়েৎ কামিনীশতম্ ॥ ৬ ॥

কামিনীমদভঞ্জন—বিশুদ্ধ পারদ ও গন্ধক সমমাত্রায় লইয়া কজ্জলী পূর্ব্বক শ্বেতসুঁদিপুষ্পের রস দ্বারা মর্দ্দন করতঃ এক প্রহর বালুকাযন্ত্রে পাক করিয়া ঔষধ গ্রহণ পূর্ব্বক কুস্তুমের কাথে ১ দিন ভাবনা দিয়া লইবে। ইহা চিনিসহ পান করিলে শত কামিনীর সঙ্গ করা যায় ॥ ৬ ॥

কামিনীদর্পঘ্নঃ।

কজ্জলীকৃত সুগন্ধক শক্তো স্তন্যমেব কনকস্য হি
বীজম্। মর্দ্দয়েৎ কনকতৈলযুতং তাৎ কামিনী মদবিধূনন

এবঃ। অস্ত বল্কলমধ্যে সিতয়াকং সেবিতং হরতি মেহ-গদোষান্। বীর্য্যদার্ঢ্যকরণং কমনীয়ং ভ্রাবণং নিধুবনে বনিতানাম্ ॥ ৭ ॥

কামিনীদর্পঘ্ন—গন্ধক ১ তোলা ও পারদ ১ তোলা, একত্রে কজ্জলী পূর্ব্বক তাহার সহিত ধুতুরার বীজ চূর্ণ ২ তোলা মিলিত করিয়া ধুতুরার তৈল দ্বারা বাটিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী করিবে; চিনি সহ সেব্য। ইহা কামিনীদর্পঘ্ন মহৌষধ ॥ ৭ ॥

হরশশাঙ্কঃ ।

শাল্মল্যাস্ত্বচমাদায়ঙ্গ চূর্ণানি কারয়েৎ।
শুদ্ধ গন্ধক চূর্ণানি তদ্রসেনৈব ভাবয়েৎ ॥
মাস মাত্র প্রয়োগেন শৃণু বক্ষ্যামি যে গুণাঃ।
মকরধ্বজরূপোঽপি স্ত্রীশতানন্দবর্দ্ধনঃ ॥
শতায়ুশ্চ ভবেদ্দেবি। বলীপলিতবর্জ্জিতঃ।
তেজস্বী বলসম্পন্নো বেগেন তুরগোপমঃ ॥
সততং ভক্ষয়েদ্ যস্তু তস্য মৃত্যু ন জায়তে ॥

"শাল্মলী বল্কলচূর্ণং শুদ্ধ গন্ধক চূর্ণঞ্চ সমং কৃত্বা শাল্মলী-মূলতোয়েন ভাবনা-পরিভাষয়া সপ্তধা ভাবয়িত্বা শ্লক্ষ্ণ-চূর্ণং কৃত্বা তত্র শুভদিবসে স্বস্ত্যয়নং কৃত্বা অস্য মাষক চতুষ্টয়ং ঘৃতমধুভ্যাং লীঢ়া গব্যদুগ্ধ ত্রিপল মনুপিবে-স্নিশি ॥ ৮ ॥

হরশশাঙ্ক—শিমুলমূলের ছালচূর্ণ ও বিশুদ্ধ গন্ধকচূর্ণ সমভাগে মিশ্রণ পূর্ব্বক শিমুলমূলের রসদ্বারা ৭ বার ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহা ঘৃত ও মধু সহ পান করিয়া দুগ্ধ সেবন করিলে আয়ুঃ তেজঃ, বল, বীর্য্য ও রতিশক্তি বৃদ্ধি হয় ॥ ৮ ॥

কামধেনুঃ।

গন্ধমামলকং চূর্ণং ধাত্রীরস-বিভাবিতম্।
সপ্তধা শাল্মলীতোয়ৈঃ শর্করা-মধুযোজিতম্ ॥
লীঢ়া চাস্য পয়ঃ পানং প্রত্যহং কুরুতে তু যঃ।
এতেনাশীতিবর্ষোঽপি শতধা রমতে স্ত্রিয়াঃ ॥ ৯ ॥

কামধেনু—বিশুদ্ধ গন্ধক চূর্ণ ও আমলকী চূর্ণ সমমাত্রায় একত্রে আমলকীর রস এবং শিমুলমূলের রসদ্বারা ৭ বার করিয়া ভাবনা দিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহা মধু ও চিনি-সহ পান করিয়া দুগ্ধপান করিলে শত-স্ত্রী সংসর্গ করা যায় ॥ ৯ ॥

কামদীপকঃ।

সিতং পুনর্নবামূলং শাল্মলীরসভাবিতম্।
শাল্মলী সত্ত্বনির্য্যাসং দদ্যাত্তত্র সমং সমম্ ॥
গন্ধকং সর্ব্বতুল্যঞ্চ ভক্ষয়েচ্ছাণমাত্রকম্।
অনুপানং প্রকুর্ব্বীত ততঃ ক্ষীরং পলদ্বয়ম্ ॥
অয়ং চণ্ডালিনীযোগোঽগম্যাপ্যত্র হি গম্যতে।
নিষেধাল্লিধনং যাতি করণাৎ কামরূপধৃক্ ॥
ওঁ সিদ্ধিরস্তু ॥ ১০ ॥

কামদীপক—শ্বেত পুনর্নবার মূলচূর্ণ এবং মোচরস সমমাত্রায় লইয়া তাহার সহিত উভয়ের সমপরিমাণ গন্ধক মিশ্রিত করিয়া শিমুলের ছালের রসদ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া মর্দ্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ।• চারি আনা। অনু-পান—দুগ্ধ। ইহা ধ্বজভঙ্গবিনাশক ॥ ১০ ॥

সিদ্ধশাল্মলী কল্পঃ।

ভূকুষ্মাণ্ডং তালমূলী ধাত্রী চৈব পুনর্নবা।
সমভাগং সমাহৃত্য ভাগার্দ্ধং গন্ধকং তথা ॥
তদর্দ্ধং পারদং শুদ্ধং কজ্জলীকৃত্য নিক্ষিপেৎ।
শ্বেতশাল্মলীতোয়েন সপ্তধা ভাবয়েত্ততঃ ॥
মাহিষেণ চ দুগ্ধেন তচ্চূর্ণং ভাবয়েৎ পুনঃ।
শুষ্কং তচ্চূর্ণয়েদ্ যত্নাল্লেহয়েন্মধুসর্পিষা।
অনেনাশীতিবর্ষোঽপি শতধা রমতে স্ত্রিয়াঃ।
ঊর্দ্ধলিঙ্গঃ সদা তিষ্ঠেৎ কামদেব ইব স্বয়ম্ ॥
জরাদিরোগনির্মুক্তঃ সংসারসুখমশ্নুতে।
পাণমেকন্তু কর্ত্তব্যং দুগ্ধমাত্রানুপানকম্ ॥ ১১ ॥

সিদ্ধশাল্মলীকল্প—ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, আমলকী ও শ্বেতপুনর্নবা এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ একতোলা, গন্ধক ॥• আধ-তোলা ও পারদ সিকিতোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া শ্বেতশিমুলের রসে ৭ সাতবার ও মহিষদুগ্ধ দ্বারা ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। এই ঔষধ ।• সিকিতোলা মাত্রায় ঘৃত ও মধু সহ সেবন পূর্ব্বক পশ্চাৎ দুগ্ধ পান করিবে। এই ঔষধ সেবন করিলে অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ ব্যক্তিরও শতবার সঙ্গম

করিলেও তাহার অঙ্গশৈথিল্য হয় না; এবং ইহা দ্বারা জরাদি সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া পরমসুখে জীবনাতিপাত করা যায়॥ ১১॥

লক্ষণালৌহম্।

লক্ষণা হস্তিকর্ণাভ্যাং ত্রিকত্রয় সমন্বয়াৎ।
অশ্বগন্ধা সমাযোগাল্লৌহং পুংসবনং মতম্॥
পুত্রোৎপত্তিকরং বৃষ্যং কন্যাহুতিনিবর্ত্তকম্।
কৃশস্ত বলদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বাময়হরং পরম্॥ ১২॥

লক্ষণালৌহ—লক্ষণামূল, হস্তিকর্ণপলাশমূলের ছাল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিড়ঙ্গ, চিতার মূল, অশ্বগন্ধা ও মুথা এই সকল দ্রব্য-চূর্ণ প্রত্যেকে ১ এক তোলা এবং লৌহ সকলের সমান অর্থাৎ ১২ তোলা। এই সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া যথাযোগ্য অনুপানে সেবন করিলে পুত্র জন্মে, বিশেষতঃ কন্যা জন্ম রহিত হইয়া পুত্র সন্তান জন্মে এবং ইহা দ্বারা সর্ব্বরোগ বিনষ্ট হইয়া বল বীর্য্যাদি বর্দ্ধিত হয়॥ ১২॥

পঞ্চশরঃ।

রসেন সহ শাল্মলীজেন সুতং ত্রিসপ্তবারাণি বলিং বিমর্দ্দ্য। পৃথক্কৃতয়োঃ কজ্জলিকাং বিপকাং শৃতে রসঃ পঞ্চশরোঽয়মুক্তঃ॥ বল্লোঽহিবল্লীদলসংপ্রযুক্তো বীর্য্যাতিবৃদ্ধিং কুরুতেঽস্য নূনম্। মাংসান্নমদ্যং গুরু পায়সঞ্চ পয়ঃ পিবেন্মাহিষমাত্র সিদ্ধম্॥ ১৩॥

পঞ্চশর—পারদ ও গন্ধক পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ২১ বার শিমুলমূলের রসে ভাবনা দিয়া উভয় সমভাগে গ্রহণপূর্ব্বক মর্দ্দনকরতঃ কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া যথানিয়মে পাক করতঃ ২ রতি পরিমাণ পানের রসের সহিত সেবন করিয়া মাংস, অন্ন, মদ্য, গুরুপাক দ্রব্য, পায়স ও মহিষ দুগ্ধ পান করিবে। ইহা দ্বারা বল ও বীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে জানিবে॥ ১৩॥

গন্ধামৃতরসঃ।

ভস্মসূতঃ দ্বিধা গন্ধং কন্যকান্তির্বিমর্দ্দয়েৎ।
রুদ্ধা লঘুপুটে পচ্যাদুদ্ধৃত্য মধুসর্পিষা।
দ্বিগুং খাদেজ্জরা মৃত্যুং হন্তি গন্ধামৃতোরসঃ।
সমূলং ভৃঙ্গরাজঞ্চ ছায়াশুষ্কং বিচূর্ণয়েৎ॥
তৎসমং ত্রিফলাচূর্ণং সর্ব্বতুল্যা সিতা ভবেৎ।
পলৈকং ভক্ষয়েচ্চাস্য সেবনাচ্চ জরাপহঃ॥ ১৪

ইতি ধ্বজভঙ্গাধিকারঃ।

গন্ধামৃত রস—পারদ ভস্ম ১ একভাগ ও গন্ধক ২ভাগ গ্রহণপূর্ব্বক একত্র ঘৃতকুমারীর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক লঘুপুটে পাক করিয়া লইবে। এই ঔষধ ২ রতি পরিমাণে ঘৃত ও মধু সহ সেবন করিয়া পশ্চাৎ ছায়ায় শুষ্ক করতঃ ভৃঙ্গরাজ চূর্ণ হরীতকীচূর্ণ, বহেড়া চূর্ণ আমলকীচূর্ণ প্রত্যেকের সমভাগ ও সকলের সমান ইক্ষুচিনি একত্র মিশ্রণ পূর্ব্বক উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিবে। ইহা দ্বারা (বার্দ্ধক্য) দূরীভূত হইয়া থাকে॥ ১৪॥

ইতি ধ্বজভঙ্গরোগ-চিকিৎসা সমাপ্ত।

সম্পূর্ণম্।